বাঙ্গালীর নিজস্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

নূতন বীমার পরিমাণ

(১৯৩৬-৩৭)

২ কোটি ৮৩ লক্ষের উপর

চল্‌তি বীমা		১২ কোটি ৮৫ লক্ষের উপর	
মোট সংস্থান ...	২	,, ৬০ লক্ষের	
বীমা তহবিল	২	,, ৩১	
প্রিমিয়াম আয় ...		৬২	
দাবী শোধ	১	৪০	

—বোনাস—
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে
মেয়াদী বীমায়
২৩

—বোনাস—
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে
আজীবন বীমায়

হেড্ অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস্—কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—
বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর, ঢাকা।

এজেন্সি—
ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, মালয়, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

THE LAW FAMILY OF CALCUTTA

এই পুস্তকে লাহা বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে সামান্য অবস্থা হইতে লাহা বংশ বর্ত্তমানে ধনে মানে বিদ্যায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি অরগোবিন্দ লাহা, রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ লাহা প্রভৃতি মনীষিগণের কীর্ত্তিকলাপমণ্ডিত জীবন-বৃত্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ করা উচিত।

প্রাপ্তিস্থান
কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিমিটেড
৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা
ফোন বড়বাজার ১৯১৮

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—বাংলার লবণ সম্পদ্। বাংলায় লবণ আমদানি। কাঁচড়ের কল ও কাঁচা মাল সরবরাহ। কলিকাতা মিলসমূহের ষ্টক এবং উৎপাদন। পাট চাষ। পাট রপ্তানির হিসাব। (১-৫)

আর্থিক ভারত ঃ—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। ষ্টেডিউল্‌ড্ ব্যাঙ্কের অবস্থা। স্বর্ণ রপ্তানির হিসাব। বৃটিশ ভারতে আহাজী ব্যবসা। গৃহপালিত পশুর হিসাব। চাষের সরঞ্জামের সংখ্যা। ১৯৩৭ সনের চিনাবাদাম ফসলের ভবিষ্যদ্বাণী। ভারতের চিনির সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী। (৬-৯)

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—বৃটেনের উৎপন্ন পণ্যের রপ্তানি। আমেরিকায় ইস্পাত উৎপাদন ও রপ্তানি। ক্যানাডায় মধু উৎপাদন। অ্যাংলো-আর্জেন্টাইন ব্যবসার সংপ্রসারণ। জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য। জাপানে রেশম ব্যবসা। মিশরের বিদেশী ব্যবসা। জাপানে চিনি তৈরী। (১০-১৫)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—সোভিয়েট রাশিয়ার স্বাধীন নারী। সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন আর। পৃথিবীতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ও পাইকারী দরের অবস্থা (২) সুর্থনৈতিক সহযোগিতা। বিহারের সংশোধি প্রস্তাবিত বিল (১৬-২

মোলাকাৎ ঃ—অপরাধের অর্থকথা—মার্কি অভিজ্ঞতা [ডক্টর শ্রীনেবেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম, এ, ইন্ডি, (ক্যালিফোর্নিয়া), অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (২৪-২

পত্রিকা-জগৎ

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধাবলী ঃ—

(১) "আন্তর্জাতিক বঙ্গ" পরিষদের আলোচনাসমূহ

(২) বঙ্গ-চিন্তায় এশিয়া
শ্রীকল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৫

(৩) বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষৎ ৭

শেয়ার বাজার ৪

অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকারের বাংলা বই

(১৯২৯ সনের পর প্রকাশিত)

একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র

প্রথম ভাগ :—নয়া সম্পদের আকার-প্রকার, ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

দ্বিতীয় ভাগ :—ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটা, ৭১০ পৃষ্ঠা, ৪৪টা ছবি, মূল্য ৩৲।

নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন

প্রথম ভাগ :—উত্তরাংশ, ৪৩০ পৃষ্ঠা, ১৫টা ছবি, ২।০।

দ্বিতীয় ভাগ :—কর্ম্মকৌশল, ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

৩। **বাড়তির পথে বাঙালী**, ৬৩৬ পৃষ্ঠা, ৪৫টা ছবি মূল্য ৩।০।

৪। **স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি** (জার্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

৫। **ধনদৌলতের রূপান্তর** (ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা), ৪২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷০।

৬। **পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র** (জার্মাণ গ্রন্থে তর্জ্জমা), ৩৩৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, ৩৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

"বর্ত্তমান জগৎ"—গ্রন্থাবলী (বার খণ্ডে ৪৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ)

ষষ্ঠ খণ্ড,—বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য, ৪৫০ পৃ ৫০টা ছবি, মূল্য ৩৲।

সপ্তম খণ্ড,—চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ ১৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

অষ্টম খণ্ড,—প্যারিসে দশ মাস, ৩১২ পৃষ্ঠা, ২৲

নবম খণ্ড,—পরাজিত জার্ম্মাণি, ১০৭ পৃষ্ঠা, ৯৩ ছবি, মূল্য ৮৲।

দশম খণ্ড,—সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা, ৪টা ছবি, ৸০

একাদশ খণ্ড,—ইতালিতে বার কয়েক, ৩০২ পৃষ্ঠা ৬টা ছবি, মূল্য ১৷০।

দ্বাদশ খণ্ড,—দুনিয়ার আবহাওয়া, ২৮০ পৃষ্ঠা, ২

এন, এম, রায়চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং

১২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বাঙ্গালীর নিজস্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

নূতন বীমার পরিমাণ

(১৯৩৬-৩৭)

২ কোটি ৮৩ লক্ষের উপর

চলতি বীমা	১২ কোটি ৮৫ লক্ষের উপর	
মোট সংস্থান	২ ,, ৬০ লক্ষের	
বীমা তহবিল	৩১	
প্রিমিয়াম আয় ...	৬২	
দাবী শোধ	১ ৪০	

—বোনাস—
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে
মেয়াদী বীমায়
২৩৲

—বোনাস—
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে
আজীবন বীমায়
১০৲

হেড্ অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস্—কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—
বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ,
পাটনা, নাগপুর, ঢাকা।

এজেন্সি—
ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, মালয়, ব্রিঃ ইষ্ট
আফ্রিকা।

THE LAW FAMILY OF CALCUTTA

এই পুস্তকে লাহা বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে সামান্য অবস্থা হইতে লাহা বংশ বর্ত্তমানে ধনে মানে বিদ্যায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি জয়গোবিন্দ লাহা, রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চন্দ্রীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ লাহা প্রভৃতি মনীষিগণের কীর্ত্তিকলাপসম্বলিত জীবন-বৃত্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ করা উচিত।

প্রাপ্তিস্থান
কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিমিটেড
১৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা
ফোন বড়বাজার ১৯১৮

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক। বঙ্গীয় ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ। বাংলার ভূমি-রাজস্ব। কৃষিঋণ আইন অনুসারে ঋণ। কলিকাতায় আমদানি মাল। কলিকাতা হইতে রপ্তানি মাল। (৪৯-৫৫)

আর্থিক ভারত ঃ—কবাডীর বৈদেশিক বাণিজ্য। ভারতীয় জীবন-বীমা। ভারতে ইস্কুলার। ভারতে বেতী বীজ উৎপাদন। (৫৬-৬৩)

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—বেলজিয়মে বেকার সমস্যা। আর্জেন্টিনার বৈদেশিক বাণিজ্য। যুগোস্লাভিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য। বেলজিয়মে চাউল উৎপাদন। বৃটেনের কয়লা উত্তোলন ব্যবস্থা। ইটালীর বৈদেশিক বাণিজ্য। (৬৪-৬৯)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—বাংলার বিশিষ্ট বঙ্গসিন্ধী। সোভিয়েট রুশিয়ার পঞ্চলোকের কো-অপারেটিভ সমিতি। গাইকোয়াডের বক্তৃতা। লোকসংখ্যা ও বাবিদ্রা। পরলোকে শেঠ মতিলাল হীরাচাঁদ। কানপুর কর্ম্মনিয়োগ-কেন্দ্রের বার্ষিক সম্মিলনী। পরলোকে মথুরাদাস খাকুল-দাস। (৭০-৭৭)

মোলাকাৎ ঃ—বাঙালীর ব্যবসায়ে বিফলতার কারণ। হিমালয় পর্ব্বতের পাদমূলস্থ "জয়ন্তী" নামক স্থানের অনেক মাড়োয়ারী দোকানদারের সহিত শ্রীহরেন্দ্রবিজয় সেন এম্. এ. বি এল্‌এর কথোপকথন। (৭৮-৮০)

পত্রিকা-জগৎ ৮১

সমালোচনা ৮৩

গ্রন্থপঞ্জী ৮৫

প্রবন্ধ ঃ—

ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, এম এ, এফ আর ইকন্ এস্, এ আই বি (লণ্ডন) ৮৭

শেয়ার বাজার ৯৫

অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকারের বাংলা বই

(১৯২৬ সনের পর প্রকাশিত)

একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র

প্রথম ভাগ :—নয়া সম্পদের আকার-প্রকার, ৭৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

দ্বিতীয় ভাগ :—ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটা, ৭১০ পৃষ্ঠা, ৪৪টা ছবি, মূল্য ৪৲।

নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন

প্রথম ভাগ :—তত্ত্বাংশ, ৫৩০ পৃষ্ঠা, ১৪টা ছবি, ২।০।

দ্বিতীয় ভাগ :—কর্ম্মকৌশল, ৪৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

বাড়তির পথে বাঙালী, ৬৩৬ পৃষ্ঠা, ৪৫টা ছবি মূল্য ৩।০।

স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি

(ভাষ্যাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

৫। **ধনদৌলতের রূপান্তর** (ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷০।

৬। **পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র** (ভাষ্যাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ৩৩৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৷০।

হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, ৩৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

"বর্ত্তমান জগৎ"—গ্রন্থাবলী (বার খণ্ডে, ৬৫০০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ)

ষষ্ঠ খণ্ড,—**বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য**, ৭৫০ পৃষ্ঠা ৫০টা ছবি, মূল্য ৩৲।

সপ্তম খণ্ড,—**চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ**, ১৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

অষ্টম খণ্ড,—**প্যারিসে দশ মাস**, ৩১২ পৃষ্ঠা, ২৲।

নবম খণ্ড,—**পরাজিত জার্ম্মাণি**, ১০৭ পৃষ্ঠা, ১৭টা ছবি, মূল্য ৯৲।

দশম খণ্ড,—**সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড**, ১৫ পৃষ্ঠা, ৪টা ছবি, ৸০

একাদশ খণ্ড,—**ইতালিতে বার কয়েক**, ৩০২ পৃষ্ঠা, ৬টা ছবি, মূল্য ১৷০।

দ্বাদশ খণ্ড,—**দুনিয়ার আবহাওয়া**, ২৮০ পৃষ্ঠা, ২৲

এন, এম, রায়চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং

১২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বাঙ্গালীর নিজস্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

নূতন বীমার পরিমাণ

(১৯৩৬-৩৭)

২ কোটি ৮৩ লক্ষের উপর

চলতি বীমা	১২ কোটি ৮৫ লক্ষের উপর
মোট সংস্থান ...	২ ,, ৬০ লক্ষের ,,
বীমা তহবিল	২ ,, ৩১
প্রিমিয়াম আয় ...	৬২
দাবী শোধ	১ ,, ৪০

–বোনাস্–
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে
মেয়াদী বীমায়
২৩৲

–বোনাস–
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে
আজীবন বীমায়

হেড্ অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস্—কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—
বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ,
পাটনা, নাগপুর, ঢাকা।

এজেন্সি—
ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, মালয়, ব্রিঃ ইষ্ট
আফ্রিকা।

THE LAW FAMILY OF CALCUTTA

এই পুস্তকে লাহা বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে সামান্য অবস্থা হইতে লাহা বংশ বর্ত্তমানে ধনে মানে বিদ্যায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি জয়গোবিন্দ লাহা, রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ লাহা প্রভৃতি মনীষিগণের কীর্ত্তিকলাপসমন্বিত জীবন-বৃত্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ করা উচিত।

প্রাপ্তিস্থান
কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিমিটেড
১নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা
ফোন বড়বাজার ১৯১৮

সূচী

বাংলার সম্পদ :—অম্বেটাইক কোম্পানী। কাঁচা পাট রপ্তানি। কলিকাতার বৈদেশিক বাণিজ্য। চা রপ্তানি। ঢাকার শিল্পবাণিজ্য। বাংলায় কৃষি শিক্ষা। বাংলার প্রধান ফলসমূহ। (৯৭-১০০)

আর্থিক ভারত :—ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য। ভারতের প্রধান প্রধান পণ্য দ্রব্যের আমদানি রপ্তানি। বোম্বের বৈদেশিক বাণিজ্য। ভারতীয় উৎপন্ন ও নির্ম্মিত দ্রব্য। ভারতে চিনি উৎপাদন। ইস্যাঙের সহিত বাণিজ্য। ভারতে তুলার চাষ। কুইনাইনের মূল্য। (১০১-১০৭)

দুনিয়ার ধনদৌলত :—আর্জ্জেন্টিনার বৈদেশিক বাণিজ্য। মিশরের বৈদেশিক বাণিজ্য। ফিন্‌ল্যাণ্ডের কৃষিকার্য্য। আন্তর্জ্জাতিক ইস্পাত ব্যবসার অবস্থা। ইকোয়াডোরের বৈদেশিক বাণিজ্য। কেনিয়া এবং উগাণ্ডার ব্যবসা। ইটালীর বৈদেশিক বাণিজ্য। চেকোস্লোভাকিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য। পোলাণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য। ফ্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্য। (১০৮-১১৫)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ :—পরলোকে বৃটেনিয়া বিস্কুট কোম্পানীর ডিরেক্টর মিঃ এন্ সি গুপ্ত। ডানকার্ট ব্রাদার্স হইতে মিঃ পি অটোর অবসর গ্রহণ। মাদ্রাজের কুকুরার সম্প্রদায়। কোয়েম্বাটুরে শ্রমিক কল্যাণ সভা। মিঃ সি ঘি সুপারের অবসর গ্রহণ। বিশ্বব্যাঙ্ক সঙ্ঘের সংবাদ। টাটা কোম্পানীর বাৎসরিক রিপোর্ট। (১১৬-১২০)

মোলাকাৎ :—শিল্পপ্রতিষ্ঠানে মার্কিণ রমণী [ডক্টর শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম এ, ইচি, ডি, (ক্যালিফোর্ণিয়া), অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়] (১২১-১২৪)

পত্রিকা-জগৎ ১২৫-১২৬

গ্রন্থপঞ্জী ১২৭

সমালোচনা ১২৮-১২৯

প্রবন্ধ :—

(১) গ্রামা অর্থনীতি বা গ্রেণ্ড ক্রিডিট হিসাব
শ্রীহরিদাস পালিত

(২) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে?
ডক্টর শ্রীবিনয়কুমার সরকার ১৩৪

শেয়ার বাজার ১৪২

অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকারের বাংলা বই

(১৯২৬ সনের পর প্রকাশিত)

১। **একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র**

প্রথম ভাগ :—নয়া সম্পদের আকার-প্রকার, ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

দ্বিতীয় ভাগ :—ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটা, ৭১০ পৃষ্ঠা, ৪৭টা ছবি, মূল্য ৪৲।

নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন

প্রথম ভাগ :—স্তম্ভাংশ, ৫৩০ পৃষ্ঠা, ১৫টা ছবি, ২।০।

দ্বিতীয় ভাগ :—কর্ম্মকৌশল, ৪৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

৩। **বাড়তির পথে বাঙালী**, ৬৩৬ পৃষ্ঠা, ৪৫টা ছবি মূল্য ৩।০।

৪। **স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি** (জার্ম্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

৫। **ধনদৌলতের রূপান্তর** (ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০।

৬। **পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র** (জার্ম্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ৩৩৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, ৩৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

"বর্ত্তমান জগৎ"—গ্রন্থাবলী (বার খণ্ডে, ৪৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ)

ষষ্ঠ খণ্ড,—বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য, ৪৫০ পৃষ্ঠা ৫০টা ছবি, মূল্য ৩৲।

সপ্তম খণ্ড,—চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, ১৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

অষ্টম খণ্ড,—প্যারিসে দশ মাস, ৩১২ পৃষ্ঠা, ২৲।

নবম খণ্ড,—পরাজিত জার্ম্মাণি, ১০৮ পৃষ্ঠা, ৯৪টা ছবি, মূল্য ৮৲।

দশম খণ্ড,—সুইটসার্ল্যাণ্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা, ৪টা ছবি, ৸০

একাদশ খণ্ড,—ইতালিতে বার কয়েক, ৩০২ পৃষ্ঠা, ৬টা ছবি, মূল্য ১।০।

দ্বাদশ খণ্ড,—দুনিয়ার আবহাওয়া, ২৮০ পৃষ্ঠা, ২৲

এন, এম, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং

৭২ হারিসন রোড, কলিকাতা।

বাঙ্গালীর নিজস্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

নূতন বীমার পরিমাণ

(১৯৩৬-৩৭)

২ কোটি ৮৩ লক্ষের উপর

চলতি বীমা	১২ কোটি ৮৫ লক্ষের উপর	
মোট সংস্থান	২	৬০ লক্ষের
বীমা তহবিল		৩১
প্রিমিয়াম আয়		৬২
দাবী শোধ	১	৪০

হেড্ অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস্—কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—

, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ,
পাটনা, নাগপুর, ঢাকা।

এজেন্সি—

ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, মালয়, ব্রিঃ ইষ্ট
আফ্রিকা।

THE LAW FAMILY OF CALCUTTA

এই পুস্তকে লাহা বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে সামান্য অবস্থা হইতে লাহা বংশ বর্ত্তমানে ধনে মানে বিদ্যায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি জয়গোবিন্দ লাহা, রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ লাহা প্রভৃতি মনীষিগণের কীর্ত্তিকলাপসম্বলিত জীবন-বৃত্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ করা উচিত।

প্রাপ্তিস্থান

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিমিটেড

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা।

ফোন বড়বাজার ১১১৮

সূচী

বাংলার সম্পদ্ ঃ—বাংলায় অবেস্টটক কোম্পানী। কলিকাতার বৈদেশিক বাণিজ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ব্যয়। বাংলায় ইউনিয়ন বোর্ডফার্ম। বাংলার কৃষি সমিতি। (১৪৫-১৪৭)

আর্থিক ভারত ঃ—রাই ও সর্ষপ চাষের ভবিষ্যদ্বাণী। করাচীর বৈদেশিক বাণিজ্য। বোম্বের বৈদেশিক বাণিজ্য। (১৪৮-১৫২)

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—চেকোশ্লোভাকিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য। বুলগেরিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য। যবদ্বীপ হইতে চিনি রপ্তানি। জাপান বনাম। যুক্তরাজ্যে ময়লা আমদানি ব্যবসা। মার্কিণ রাজ্যে কফি এবং চা আমদানি। (১৫৩-১৫৯)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—হবিসন উইলসনের প্রচেষ্টা। মিঃ ক্রফোর্ডের বক্তৃতা। ভারত সরকারের কৃষি-সংক্রান্ত গবেষণা। পরলোকে মিঃ ষ্টার্ক। কলিকাতাস্থিত ভারতীয় সাংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘে ডক্টর রাধাকুমুদ মুখার্জী। উত্তর ভারতের শ্রমিক সমিতির ডেপুটি চেয়ারম্যান। (১৬০-১৬৫)

মোলাকাৎ ঃ—মার্কিণে বয়স্কদের শিক্ষা [ডক্টর শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ, ইডি-ডি, (ক্যালিফোর্নিয়া), অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়] (১৬৬-১৬৮)

পত্রিকা-জগৎ

সংগ্রালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধ ঃ

(১) সংখ্যাবিজ্ঞানের বাপদোক
শ্রীগোপালচন্দ্ররায়

রিমার্ভ ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে?
শ্রীবিনয়কুমার সরকার

শেয়ার বাজার

অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকারের বাংলা বই

(১৯২৬ সনের পর প্রকাশিত)

একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র

প্রথম ভাগ ঃ—নয়া সম্পদের আকার-প্রকার, ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ—ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটা, ৭১০ পৃষ্ঠা, ৪৪টা ছবি, মূল্য ৪৲।

নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন

প্রথম ভাগ ঃ—ভরাংশ, ৫৩০ পৃষ্ঠা, ১৫টা ছবি, ২।০।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ—কর্ম্মকৌশল, ৪৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

৩। **বাড়তির পথে বাঙালী**, ৬৩৬ পৃষ্ঠা, ৪৫টা ছবি মূল্য ৩।০।

৪। **স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি** (আর্থাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

৫। **ধনদৌলতের রূপান্তর** (ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০।

৬। **পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র** (আর্থাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ৩৩৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

৭। **হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন**, ৩৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

৮। **"বর্ত্তমান জগৎ"**—প্রবন্ধাবলী (বার খণ্ডে, ৪৫০০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ)

ষষ্ঠ খণ্ড,—বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য, ৩৫০ পৃষ্ঠা ৫০টা ছবি, মূল্য ৩৲।

সপ্তম খণ্ড,—চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, ১৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

অষ্টম খণ্ড,—প্যারিসে দশ মাস, ৩১২ পৃষ্ঠা, ২৲।

নবম খণ্ড,—পরাজিত জার্ম্মাণি, ১০৭ পৃষ্ঠা, ২৪টা ছবি, মূল্য ৸৲।

দশম খণ্ড,—সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা, ৪টা ছবি, ৸০

একাদশ খণ্ড,—ইতালিতে বাঙালী কয়েক, ৩০২ পৃষ্ঠা, ৬টা ছবি, মূল্য ১।০।

দ্বাদশ খণ্ড,—দুনিয়ার আবহাওয়া, ২৮০ পৃষ্ঠা, ২৲

এন, এম, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং

১২ ওয়ারিসন রোড, কলিকাতা।

বাঙ্গালীর নিজস্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

নূতন বীমার পরিমাণ

(১৯৩৬-৩৭)

২ কোটি ৮৩ লক্ষের উপর

চলতি বীমা	১২ কোটি ৮৫ লক্ষের উপর
মোট সংস্থান	৬০ লক্ষের
বীমা তহবিল	৩১
প্রিমিয়াম আয়	৬২
দাবী শোধ	১ ৪০

হেড্ অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস্—কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—
বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর, ঢাকা।

এজেন্সি—
ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, মালয়, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

THE LAW FAMILY OF CALCUTTA

এই পুস্তকে লাহা বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে সামান্য অবস্থা হইতে লাহা বংশ বর্ত্তমানে ধনে মানে বিদ্যায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি জয়গোবিন্দ লাহা, রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ লাহা প্রভৃতি মনীষিগণের কীর্ত্তিকলাপসম্বলিত জীবন-বৃত্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ করা উচিত।

প্রাপ্তিস্থান
কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিমিটেড
৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা
ফোন বড়বাজার ১৯১৮

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—শিক্ষিতের অনুপাত। পাট-চাষের প্রাথমিক পূর্ণাভাস। বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্য। কলিকাতার বৈদেশিক বাণিজ্য। বাংলার চা রপ্তানি। কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী। কলিকাতা বিজলী সরবরাহ কোম্পানী। (১৯৩-১৯৬)

আর্থিক ভারত ঃ—করাচীর বৈদেশিক বাণিজ্য। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বৈদেশিক বাণিজ্য। উত্তর ভারতে চায়ের উৎপাদন। বোম্বের বৈদেশিক বাণিজ্য। বার্মা কোম্পানীর নূতন ব্যবসা। ভারতে রবারের চাষ। ভারতে ফলের চাষ। ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে সীসা ও টিনের চাষ। ভারতে কৃষি সমিতি। (১৯৭-২০৩)

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—ক্যানাডার বৈদেশিক বাণিজ্য। প্রাশিয়ে কফির চাষ। আইসল্যাণ্ডে নক্সীতের বিক্রয়। মার্কিণরাজ্যের কফি ও চা। আর্জেন্টিনার গম এবং মকা। আর্জেন্টিনার তুষ্টা রপ্তানি। (২০৪-২০৭)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—ঢাকা রামমোহন রায় ইন্ষ্টিট্যুশন ও ফ্রি রিডিং রুম। ওয়ার্ডা বিদ্যামন্দির ট্রেনিং ইন্ষ্টিটিউট। স্বর্গীয় দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সভা। মেটাপে ভারতীয় ঔপনিবেশিকের আর্থিক অবস্থা। মৃত্যুহারের হ্রাস। রয়্যাল একসচেঞ্জে মিঃ বেনথলের বক্তৃতা। কৃপাল ফুলে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা। বিশ্বভারতীতে ডাঃ তাও হেং চি। পরলোকে বিলাতের বিশিষ্ট সাংবাদিক। (২০৮-২১২)।

মোলাকাৎ ঃ—ভারতের অর্থশাস্ত্র [অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকারের সঙ্গে কথোপকথনের সারমর্ম] (২১৩-২১৭)

পত্রিকা-জগৎ ২১৮

সমালোচনা ২২০

গ্রন্থপঞ্জী ২২৭

প্রবন্ধাবলী ঃ

ধনবিজ্ঞানের অধীয়ান্ রীতি
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্ এ, বি এল্

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে
ডাঃ বিনয়কুমার সরকার ২২৯

শেয়ার বাজার ২৩৮

অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকারের বাংলা বই

(১৯৮ সনের পর প্রকাশিত)

একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র

প্রথম ভাগ :—নয়া সম্পদের আকার-প্রকার, ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

দ্বিতীয় ভাগ :—ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটা, ৭০ পৃষ্ঠা, ৪৪টা ছবি, মূল্য ৷৷৷

নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন

প্রথম ভাগ :—উত্তরাংশ, ৫৩০ পৃষ্ঠা, ১৫টা ছবি, ২৷০।

দ্বিতীয় ভাগ :—কর্ম্মকৌশল, ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

৩। **বাড়তির পথে বাঙালী**, ৩০৬ পৃষ্ঠা, ৪৫টা ছবি মূল্য ৩।০।

স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি

(জার্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

৫। **ধনদৌলতের রূপান্তর** (ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৷০।

৬। **পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র** (জার্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ৩৩৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৷০।

৭। **হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন**, ৩৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

৮। **"বর্ত্তমান জগৎ"**—প্রবন্ধাবলী (বার খণ্ডে, ৪৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ)

ষষ্ঠ খণ্ড,—বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য, ৪৫০ পৃষ্ঠা ৫০টা ছবি, মূল্য ৩৲।

সপ্তম খণ্ড,—চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, ১৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

অষ্টম খণ্ড,—প্যারিসে দশ মাস, ৩১২ পৃষ্ঠা, ২৷৷।

নবম খণ্ড,—পরাজিত জার্ম্মাণি, ১০৭ পৃষ্ঠা, ২৪টা ছবি, মূল্য ৷৷৷

দশম খণ্ড,—সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা, ৪টা ছবি, ৷৷০

একাদশ খণ্ড,—ইতালিতে বার কয়েক, ৩০২ পৃষ্ঠা, ৬টা ছবি, মূল্য ১৷৷০।

দ্বাদশ খণ্ড,—দুনিয়ার আবহাওয়া, ২৮০ পৃষ্ঠা, ২৲

এন, এম, রায়চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং

৭২ হারিসন রোড, কলিকাতা।

বাঙ্গালীর নিজস্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

নূতন বীমার পরিমাণ

(১৯৩৬-৩৭)

২ কোটি ৮৩ লক্ষের উপর

চলতি বীমা	১২ কোটি ৮৫ লক্ষের উপর
মোট সংস্থান	৬০ লক্ষের
বীমা তহবিল	৩১
প্রিমিয়াম আয়	৬২
দাবী শোধ	১ ৪০

হেড্ অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস্—কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—

বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর, ঢাকা।

এজেন্সি—

ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, মালয়, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

THE LAW FAMILY OF CALCUTTA

এই পুস্তকে লাহা বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে সামান্য অবস্থা হইতে লাহা বংশ বর্ত্তমানে ধনে মানে বিদ্যায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি জয়গোবিন্দ লাহা, রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ লাহা প্রভৃতি মনীষিগণের কীর্ত্তিকলাপসম্বলিত জীবন-বৃত্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ করা উচিত।

প্রাপ্তিস্থান

কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিমিটেড

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা

ফোন বড়বাজার ১৯১৮

সূচী

বাংলার সম্পদ্ঃ—বাংলার পল্লী-কল্যাণ। বাংলার যৌথকারবার। বাংলা ও আসামে পাটচাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ। কলিকাতায় ঘন্টা-দমস্যা। বাংলায় ব্যাধির প্রকোপ। বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড্। বাংলার মিউনিসিপ্যালিটির জল-নিকাশের বর্ত্তমানিক ব্যয়। (২৪১-২৪৫)

আর্থিক ভারতঃ—কাশ্মীর গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক বীমা ব্যবস্থা। গোয়ালিয়রে ইরিগেশন। ভারতের বীমা আইন। ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের আয়বৃদ্ধি। ভারত হইতে স্বর্ণ রপ্তানি। ভারতে রেশমের ব্যবসা। কাষ্টমের শুল্ক আদায়। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বর্ণনাপত্র। পোষ্ট অফিস ক্যাশ সার্টিফিকেট। ঝড়ুয়ার ব্যাঙ্ক। ফিজি দ্বীপে ভারতীয়ের অবস্থা। ভারতের বাজারের উপর প্রতিযোগিতা। ভারতে চিনি উৎপাদনের ব্যবসা। ইংলাণ্ডের সহিত ভারতের বাণিজ্য। বোম্বের স্বর্ণ-রপ্তানি ব্যবসা। ভারতের স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা। ভারতের রেলওয়ে এবং ট্রাম কোম্পানীসমূহের আয়। (২৪৬-২৫১)

দুনিয়ার ধনদৌলতঃ—দুনিয়ায় চায়ের উৎপাদন। স্কাণ্ডিনেভিয়ায় মাখন রপ্তানি। ইটালীর বৈদেশিক বাণিজ্য। মিশরের বৈদেশিক বাণিজ্য। উরুগুয়ের পশম রপ্তানি। তুরস্কের বৈদেশিক বাণিজ্য। যুক্তরাজ্যে নবনীতের ব্যবসা। (২৫২—২৫৯)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘঃ—আর্থিক প্ল্যানিং। লর্ড উইলিংডনের বক্তৃতা। পণ্ডিত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ। ইণ্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন। পরলোকে স্যর জন বেল। ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটি। সম্বোধ বিদ্যুৎ ফ্যাক্টরীর উদ্বোধন উপলক্ষে ডাঃ মেঘনাদ সাহার বক্তৃতা। আসাম সরকারের আর্থিক অবস্থা। ঢাকায় মেডিকেল কলেজ। পরলোকে শেঠ প্রাণজীবনদাস মকতলাল ধরমসীভাই। (২৫৭-২৬১)

মোলাকাৎঃ—কেরাণীর জীবন। (২৬২-২৬৪)

পত্রিকা-জগৎ ২৬৫

সমালোচনা ২৬৮

গ্রন্থপঞ্জী ২৬৯

প্রবন্ধাবলীঃ

(১) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে?
শ্রীবিনয়কুমার সরকার ২৭০

(২) জাপানের আর্থিক অবস্থা ২৭৬

অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকারের বাংলা বই

(১২৬ সনের পর প্রকাশিত)

একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র

প্রথম ভাগঃ—নয়া সম্পদের আকার-প্রকার, ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

দ্বিতীয় ভাগঃ—ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটি, ৭০ পৃষ্ঠা, ৪৪টা ছবি, মূল্য ৷৶।

নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন

প্রথম ভাগঃ—তত্ত্বাংশ, ৫৩০ পৃষ্ঠা, ১৫টা ছবি, ২৷০।

দ্বিতীয় ভাগঃ—কর্ম্মকৌশল, ৪৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৷৷

১। **বাড়তির পথে বাঙালী**, ৬৬৬ পৃষ্ঠা, ৪৫টা ছবি মূল্য ৩৷০।

স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি

(ফ্রাঁসোয়া প্রবের তর্জ্জমা), ২৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৷৷

ধনদৌলতের রূপান্তর (ফরাসী প্রবের তর্জ্জমা), ২২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৷০।

৬। **পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র** (ফ্রাঁসোয়া প্রবের তর্জ্জমা), ৩৩৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৷০।

৭। **হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন**, ৩৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

৮। **"বর্ত্তমান জগৎ"**—গ্রন্থাবলী (বার খণ্ডে, ৪৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ)

ষষ্ঠ খণ্ড,—বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য, ৪৪০ পৃষ্ঠা ৫০টা ছবি, মূল্য ৩৲।

সপ্তম খণ্ড,—চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, ১৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৷৷

অষ্টম খণ্ড,—প্যারিসে দশ মাস, ৩১২ পৃষ্ঠা, ২৲

নবম খণ্ড,—পরাজিত জার্ম্মাণি, ৭০৭ পৃষ্ঠা, ২৪টা ছবি, মূল্য ৬৲।

দশম খণ্ড,—সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা, ৪টা ছবি, ৸০

একাদশ খণ্ড,—ইতালিতে বার কয়েক, ৩০২ পৃষ্ঠা, ৬টা ছবি, মূল্য ১৷০।

দ্বাদশ খণ্ড,—দুনিয়ার আবহাওয়া, ২৮০ পৃষ্ঠা, ২৲

এ. এন. এম. রায়চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং

৭২ হারিসন রোড, কলিকাতা।

বাঙ্গালীর নিজস্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

নূতন বীমার পরিমাণ

(১৯৩৬-৩৭)

২ কোটি ৮৩ লক্ষের উপর

চলতি বীমা	১২ কোটি ৮৫ লক্ষের উপর
মোট সংস্থান	৬০ লক্ষের
বীমা তহবিল	৩১
প্রিমিয়াম আয়	৬২
দাবী শোধ	৪০

হেড্ অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস্—কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—

বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর, ঢাকা।

এজেন্সি—

ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, মালয়, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

THE LAW FAMILY OF CALCUTTA

এই পুস্তকে লাহা বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে সামান্য অবস্থা হইতে লাহা বংশ বর্ত্তমানে ধনে মানে বিদ্যায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি জয়গোবিন্দ লাহা, রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ লাহা প্রভৃতি মনীষিগণ কীর্ত্তিকলাপসমন্বিত জীবন-বৃত্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ করা উচিত।

প্রাপ্তিস্থান

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিমিটেড

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা

ফোন বড়বাজার ১৯১৮

সূচী

বাংলার সম্পদ্ ঃ—বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য। পল্লীর অবস্থা। মোটর সার্ভিসের উন্নতি। সাতক্ষীরা খালের সংস্কার। কলিকাতার পাটের আড়ৎ। পাটের অভিজ্ঞান। পাটচাষের পূর্ণাভাব। বিদেশী লবণ। বাংলার রেশম শিল্প। দুর্দিনে শিক্ষকের স্থাপন। লোকের দুরবস্থা। পাটশিল্পের পূর্ব্ব-কথা। (২৭৯-২৮২)

আর্থিক ভারত ঃ—তামাকের বাজার। চাউলের আমদানি রপ্তানি। ভারত হইতে স্বর্ণ রপ্তানি। পিগ্ লৌহের উৎপাদন। ভারতে লৌহ ও ইস্পাত আমদানি। কয়লা। চিনির উৎপাদন। ভারতের পাটরপ্তানি। (২৮৩-২৮৪)

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—জাপানের বাণিজ্য। চীন দেশের বাণিজ্য। জার্ম্মানির রেডিও শিল্প। জার্ম্মাণিতে রেডিও শ্রবণকারীর সংখ্যা। মার্কিণরাজ্যে ফসল রোপণের ভূমির পরিমাণ। জাপানে কাঁচা রেশম ও তাহার ব্যবহার। জাপানের বিদেশী বাণিজ্য। বীমা-ব্যবসায়ে যুক্তরাষ্ট্র। (২৮৬-২৯০)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—সমবায় সম্মেলন। কোচিনে নূতন নগরী। ত্রিবাঙ্কুরে ডিরেক্টর অব্ ইন্‌করপোরেশন। বার্ম্মাতে ভারতের নূতন প্রতিনিধি। বামারলি এরোড্রোম। পরলোকে ওয়ারমান কেটিয়া। উত্তর ভারতের তাম্রমুদ্রার মহাভাণ্ডার আমলের খনি-অঞ্চল। পরলোকে স্যর নওরোজি সাকলতওয়ালা। পরলোকে পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ। ভারতীয় ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের বাৎসরিক সভা। ভারতীয় মন্ত্রিমণ্ডল কর্ত্তৃক কারাসংস্কার। টারিফ বোর্ড (২৯১-২৯৬)

মোলাকাৎ ঃ—বাণিজ্যে ভারতীয় শ্রমিক

শ্রীপঞ্চকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল

পত্রিকা-জগৎ

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধাবলী ঃ

(১) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে ?

ডক্টর বিনয়কুমার সরকার

(২) ধনবিজ্ঞানে বণ্টন-তত্ত্ব

শ্রীপঞ্চকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল ৩০৪

শেয়ার বাজার ৩১৬

অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকারের বাংলা বই

(১৩২৬ সনের পর প্রকাশিত)

১। **একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র**

প্রথম ভাগ :—নয়া সম্পদের আকার-প্রকার, ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

দ্বিতীয় ভাগ :—ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটা, ৭০ পৃষ্ঠা, ৪৪টা ছবি, মূল্য ৪৲।

নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন

প্রথম ভাগ :—উত্থান, ৪৩০ পৃষ্ঠা, ১৫টা ছবি, ২।০।

দ্বিতীয় ভাগ :—কর্ম্মকৌশল, ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪৲।

২। **বাড়তির পথে বাঙালী**, ৬৩৬ পৃষ্ঠা, ১৪৫টা ছবি মূল্য ৩।০।

৩। **স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি** (আর্থাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

৪। **ধনদৌলতের রূপান্তর** (ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০।

৫। **পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র** (আর্থাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ৩৩৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, ৩৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

"বর্ত্তমান জগৎ"—গ্রন্থাবলী (বার খণ্ডে, ৪৫০০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ)

ষষ্ঠ খণ্ড,—বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য, ৪৫০ পৃষ্ঠা ৬০টা ছবি, মূল্য ৩৲।

সপ্তম খণ্ড,—চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, ১৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

অষ্টম খণ্ড,—প্যারিসে দশ মাস, ৩১২ পৃষ্ঠা, ২৲।

নবম খণ্ড,—পরাজিত জার্ম্মাণি, ১০৭ পৃষ্ঠা, ৯৬টা ছবি, মূল্য ৬৲।

দশম খণ্ড,—সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা, ৪টা ছবি, ৫০

একাদশ খণ্ড,—ইতালিতে বার কয়েক, ৩০২ পৃষ্ঠা, ৬টা ছবি, মূল্য ১॥০।

দ্বাদশ খণ্ড,—দুনিয়ার আবহাওয়া, ২৮০ পৃষ্ঠা, ২৲

এন, এম, রায়চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং

১২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বাঙ্গালীর নিজস্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

নূতন বীমার পরিমাণ

(১৯৩৭-৩৮)

৩-কোটি টাকার উপর

চলতি বীমা	(১৯৩৬-৩৭)	১২ কোটি ৮৫ লক্ষের উপর	
মোট সংস্থান		২	৬০ লক্ষের
বীমা তহবিল		২	৩২
প্রিমিয়াম আয়			৬২
দাবী শোধ		১	৪০

হেড্ অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস্—কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—

বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ,
পাটনা, নাগপুর, ঢাকা।

এজেন্সি—

ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলন, মালয়, সিঙ্গাপুর,
পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আর্ি

THE LAW FAMILY OF CALCUTTA

এই পুস্তকে লাহা বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে সামান্য অবস্থা হইতে লাহা বংশ বর্ত্তমানে ধনে মানে বিদ্যায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি জয়গোবিন্দ লাহা, রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ লাহা প্রভৃতি মনীষিগণের কীর্ত্তিকলাপসম্বলিত জীবন-বৃত্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ করা উচিত।

প্রাপ্তিস্থান

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিমিটেড

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা

ফোন বড়বাজার ১৯১৮

সূচী

বাংলার সম্পদ্ঃ—ভৈরব নদের সংস্কার। বঙ্গের জেলখানাসমূহ। ঢাকা ইউনিভার্সিটির বাৎসরিক বিবরণী। পাবলিক ওয়ার্কস। পাটের বাজার। ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েশন, লিঃ। নারায়ণগঞ্জ পাটের বাজার। ময়মনসিংহ পাটের বাজার। শরিষাবাড়ী পাটের বাজার। দৈনিক আমদানি। জামালপুর পাটের বাজার। (৩১৯-৩২২)

আর্থিক ভারতঃ—সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ। কলকব্জার আমদানি। আমদানি-প্রধান প্রধান কলকব্জাসমূহের তুলনামূলক তালিকা। ষ্টেট রেলওয়ে। চিনির ব্যবসা। শস্যের অবস্থা। চিনির কল। বোম্বেতে দেশীয় স্বর্ণের মূল্য। স্বর্ণ রপ্তানি। চিনির আমদানি। প্রাদেশিক চিনির খরচ। ভারতে পাট উৎপাদন। ভারতের চা। ভারতের মূল্য। (৩২৩-৩২৭)

দুনিয়ার ধনদৌলতঃ—বিভিন্ন দেশে ইক্ষুর চাষ। আলুর চাষ। বিট্ ফসল। এঞ্জোনিয়ার জীব-জন্তুর চাষ ও মৌচাক ব্যবসা। কানাডার দুগ্ধোৎপন্ন দ্রব্যাদি। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরী। ফরাসী দেশের চারিটী কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক। জার্মানির পাঁচটী কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক। (৩২৮-৩৩১)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘঃ—বোম্বাই গভর্ণরের উক্তি। বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের সার্কুলার। আর্থিক বিষয়ে সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ। মিঃ ভি এন ভাদিয়ার অবসর গ্রহণ। জেলে উৎপন্ন দ্রব্যের ভাণ্ডার। পরলোকগত মিঃ আবুল হোসেন। বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যাল এসোসিয়েশন। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। রংপুর সাহিত্য পরিষদ। ভূমিরাজস্ব কমিটি। শিল্পোন্নয়নে বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের প্রচেষ্টা। দেশসেবাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। পাট অভিনাসের বহুল উদ্ঘাটন। পাটকল কমিটির প্রতিবাদ। যুক্তপ্রদেশে সংশোধনাগার স্থাপনের ব্যবস্থা। বঙ্গের শ্রমিক, ক্ষতিপূরণ আইন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ভারতীয় নিয়োগ। পাঞ্জাবের ভূমিরাজস্ব ও বেকার সমস্যা। ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী। ভারত সরকারের এডুকেশন কমিশনার। হায়দ্রাবাদে অধ্যাপক সুরেন ভট্টাচার্য্যের বক্তৃতা। ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিল। (৩৩২-৩৪০)

মোলাকাৎঃ—শ্রমিক বিবাদের মীমাংসা ৩৪১

পত্রিকা-জগৎ ৩৪৪

সমালোচনা ৩৪৭

গ্রন্থপঞ্জী ৩৫৯

প্রবন্ধাবলীঃ

(১) মজুরি—শ্রীপঞ্চকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬০

(২) সংখ্যাবিজ্ঞানে গাণিতিক গড় ও লগারিদমের প্রয়োগ—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, বি এস ৩৬২

শেয়ার বাজার ৩৬৩

অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকারের বাংলা বই,

(১২৮ সনের পর প্রকাশিত)

১। একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র—

প্রথম ভাগঃ—নয়া সম্পদের আকার-প্রকার, ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৷০।

দ্বিতীয় ভাগঃ—ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটা, ৭০ পৃষ্ঠা, ৪৪টা ছবি, মূল্য ৪৲।

নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন

প্রথম ভাগঃ—উত্তরাংশ, ৪৩০ পৃষ্ঠা, ১৫টা ছবি, ২৷০।

দ্বিতীয় ভাগঃ—কর্ম্মকৌশল, ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

১। বাড়তির পথে বাঙালী, ৩৩৮ পৃষ্ঠা, ৪৫টা ছবি মূল্য ৩৷০।

।। স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি (জার্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

। ধনদৌলতের রূপান্তর (ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৷০।

৬। পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র (জার্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ৩৩৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৷০।

হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, ৩৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

"বর্ত্তমান জগৎ"—গ্রন্থাবলী (বার খণ্ডে, ৪৫০০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ)

ষষ্ঠ খণ্ড,—বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য, ৪৫০ পৃষ্ঠা ৫০টা ছবি, মূল্য ৩৲।

সপ্তম খণ্ড,—চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, ১৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

অষ্টম খণ্ড,—পাঁয়ত্রিশে দশ মাস, ৩১২ পৃষ্ঠা, ২৲।

নবম খণ্ড,—পরাজিত জার্ম্মাণি, ১০৭ পৃষ্ঠা, ২৪টা ছবি, মূল্য ৷৷০।

দশম খণ্ড,—সুইট্‌জার্লাণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা, ৪টা ছবি, ৷৷০

একাদশ খণ্ড,—ইতালিতে বার কয়েক, ৩০২ পৃষ্ঠা, ৬টা ছবি, মূল্য ১৷০।

দ্বাদশ খণ্ড,—দুনিয়ার আবহাওয়া, ২৮০ পৃষ্ঠা, ২৲

এন, এম, রায়চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং—১২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বাঙ্গালীর নিজস্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

নূতন বীমার পরিমাণ

(১৯৩৭-৩৮)

৩ কোটি টাকার উপর

চলতি বীমা	১৪ কোটি ৬০ লক্ষের উপর
মোট সংস্থান	২ ,, ৯৭ লক্ষের ,,
বীমা তহবিল	২ ,, ৬৭ ,, ,,
মোট আয়	৩৯ ,, ,,
দাবী শোধ	১ ,, ৬০ ,, ,,

হেড্ অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্—কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—

বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ,
পাটনা, নাগপুর, ঢাকা।

এজেন্সি—

ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলন, মালয়, সিঙ্গাপুর,
পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

THE LAW FAMILY OF CALCUTTA

এই পুস্তকে লাহা বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে সামান্য অবস্থা হইতে লাহা বংশ বর্ত্তমানে ধনে মানে বিদ্যায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি জয়গোবিন্দ লাহা, রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ লাহা প্রভৃতি মনীষিগণের কীর্ত্তিকলাপসমন্বিত জীবন-বৃত্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ করা উচিত।

প্রাপ্তিস্থান—

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিমিটেড

৯নং পুকানন ঘোষ লেন, কলিকাতা

পৌষ সংক্রান্তি ১৩৪৮

সূচী

বাংলার সম্পদ্ঃ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইনভিজরেন্স কোং লিঃ। হুগলী ব্যাঙ্কার্স অ্যাণ্ড ট্রেডার্স লিঃ। রেশম শিল্প। কাচা লিঙ্কের উৎপাদন। রেশমী কাপড় বিক্রয়। ছাট রেশমের উৎপাদন। আন্দাজি চাষের-খরচা। বাঙ্গালার লবণ বাঙ্গালায় উৎপন্ন হইবে। নাটোরে স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা। বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা। বাঙ্গলার পল্লীউন্নয়ন। বাংলায় মাছের চাষ। হস্ত-নির্মিত কাগজ তৈরীর কয়েক উপায়। পাট চাষ ও অভিনাশ। কাচা পাটের রপ্তানি। পাটের দর। হেসিয়ান রপ্তানির পাটের-কাপড়।

(৩০৯-৩১০)

আর্থিক ভারতঃ—কেন্দ্রীয় বাজেট। রাজস্ব বিভাগের ব্যয়-সঙ্কোচে অভিযান। তুলা চাষের দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী। তুলা চাষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ভারত-আফগান বাণিজ্য-চুক্তির মুসাবিদার ধুমধাম। ভারতীয়-রমের দর। আবগারী উপনিবেশ। ব্রহ্মদেশের খেতিমজুর ব্যাঙ্ক। বোম্বাই পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট। ভারতে জাহাজের ব্যবসা। কেন্দ্রীয় কৃষি-প্রচেষ্টা-পরিষদ্। নূতন পরিকল্পনা। পশু-পালন। গবাদি পশুর রোগ নিবারণ।

(৩১১-৩১৭)

দুনিয়ার ধনদৌলতঃ—আর্মানির বিদেশী বাণিজ্য। তুলার চাষ। চেকোস্লোভাকিয়ার মৌমাছির চাষ। পৃথিবীতে মোট খনিজ উৎপাদন। মিশরের নৌবহর গঠন। আর্থিক বিবিধ।

(৩১৮-৩১৯)

ব্যক্তি ও দ্রষ্টব্যঃ—বঙ্গীয় শিল্প বিভালয়। কাটিহারে বন্ধিষ্ণু শতবার্ষিকী। বাঙ্গলার কংগ্রেসের সদস্য-সংখ্যা। প্রভাতী কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহারিক শিক্ষা। বাংলার শিল্পোন্নয়ন। চেক্ সাহিত্যিক আরল কাপেক্। মিথোলোজিক্যাল সোসাইটি। ব্রিটিশ কুটীর শিল্প সমিতি।

(৩৮০-৩৮৪)

মোলাক্কাঃ জীবনযাত্রার মাসকাটি (৩৮৫-৩৮৮)

পত্রিকা-জগৎ ৩৮৯

সমালোচনা ৩৯০

গ্রন্থপঞ্জী ৩৯১

প্রবন্ধাবলীঃ

(১) মহুরির হার—শ্রীপঞ্চকড়ি মুখোপাধ্যায় ৩৯৭

(২) গ্রন্থ্যাবিজাতে অ্যামিতিক গঠ ও অর্থারিথমের প্রয়োগ—শ্রীজ্ঞানচন্দ্র রায়, বি এল ৩৯৯

শেয়ার বাজার ৪০৩

অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকারের বাংলা বই

(১২৬ সনের পর প্রত্যাশিত)

১। ঐকাতের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র

প্রথম ভাগঃ—নয়া সম্পদের আকার-প্রকার, ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০

দ্বিতীয় ভাগঃ—ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটি, ৭০ পৃষ্ঠা, ৩৪টি ছবি, মূল্য ৪৲।

নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন

প্রথম ভাগঃ—উত্থান, ৫৩০ পৃষ্ঠা, ১৪টা ছবি, ২।০।

দ্বিতীয় ভাগঃ—কর্মকৌশল, ৪০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

২। বাড়তির পথে বাঙালী, ৬৩৬ পৃষ্ঠা, ৪৫টা ছবি মূল্য ৩।০।

৩। অদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি (আর্থাণ গ্রন্থের তর্জমা), ২৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

৪। ধনদৌলতের রূপান্তর (ফরাসী গ্রন্থের তর্জমা), ২২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ।০।

৫। পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র (আর্থাণ গ্রন্থের তর্জমা), ৩৩৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, ৩৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

"বর্ত্তমান জগৎ"—প্রবন্ধাবলী (বার খণ্ডে, ৪৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ)

ষষ্ঠ খণ্ড,—বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য, ৪৫০ পৃষ্ঠা ৫০টা ছবি, মূল্য ৩৲।

সপ্তম খণ্ড,—চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, ১৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

অষ্টম খণ্ড,—প্যারিসে দশ মাস, ৩১২ পৃষ্ঠা, ২৲।

নবম খণ্ড,—পরাজিত জার্ম্মানি, ১০৮ পৃষ্ঠা, ১৪টা ছবি, মূল্য ৮৲।

দশম খণ্ড,—সুইটজারল্যাণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা, ৪টা ছবি, ৸০

একাদশ খণ্ড—ইতালিতে বার কয়েক, ৩০২ পৃষ্ঠা, ৬টা ছবি, মূল্য ১।০।

দ্বাদশ খণ্ড,—দুনিয়ার আবহাওয়া, ২৮০ পৃষ্ঠা, ২৲

এন, এম, রয়চৌধুরী এণ্ড কোং—৫২ থারিসন রোড, কলিকাতা।

বাঙ্গালীর নিজস্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

নূতন বীমার পরিমাণ

(১৯৩৭-৩৮)

৩ কোটি টাকার উপর

চলতি বীমা	১৪ কোটি ৬০ লক্ষের উপর		
মোট সংস্থান	২	৯৭ লক্ষের	
বীমা তহবিল	২	৬৭	
মোট আয়		৭৯	
দাবী শোধ	১	,, ৬০	,, ,,

হেড্ অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস্—কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—

বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর, ঢাকা।

এজেন্সি—

ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

THE LAW FAMILY OF CALCUTTA

এই পুস্তকে লাহা বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে সামান্য অবস্থা হইতে লাহা বংশ বর্ত্তমানে ধনে মানে বিদ্যায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি জয়গোবিন্দ লাহা, রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ লাহা প্রভৃতি মনীষিগণের কীর্ত্তিকলাপসম্বিত জীবন-বৃত্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ করা উচিত।

প্রাপ্তিস্থান

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিমিটেড

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা

ফোন বড়বাজার ১৯১৮

সূচী

বাংলার সম্পদ্ ঃ—বাংলাদেশে ইন্দিরের চাষ। ব্যাঙ্ক অব্ এশিয়া। বঙ্গদেশে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার প্রসার। রেল রাস্তা ও জলনালা। আরিয়ল বিল। মাদারীপুর স্থানাস্থরের সমস্যা। বর্দ্ধমানে পল্লী-উন্নয়ন। বাংলার কারাগারসমূহের উন্নতিসাধন। (৩০৫-৩০৯)

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য। প্রাদেশিক ঋণ। পোষ্ট অফিস ক্যাস সার্টিফিকেট এবং পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্ক। আলাদ্দের কুটীর শিল্প। ভারতে সর্ষপ তৈল। ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোং। কারাগার সংস্কার। বিদেশী মালের উপর কর। ডাক বিভাগের নূতন সার্ভিস। আউদ্ধে কৃষক রাষ্ট্রতন্ত্র। ৩১০-৩১৪)

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—জাপানের ব্যাঙ্ক। চীনদেশে জাপানের তুলার কল। সাংহাইতে জাপানী মিলের কাজ। জাপানে কোকুন উৎপাদন। চেকোস্লোভাকিয়ার বিদেশী বাণিজ্য। চেকোস্লোভাকিয়ার ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের সংখ্যা। জীবনযন্ত্রর চাষ। (৩১৫-৩১৯)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—উত্তর ভারতীয় চেম্বার অব্ কমার্সের প্রস্তাবাবলী। আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়। নেটালে ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। আন্তর্জাতিক ডাক্তার। বঙ্গীয় জনরক্ষা আইন। ধান চাউল তদন্ত কমিটি। মাদ্রাজনিবাসী কৃষ্ণমূর্ত্তিক। কর্ণেল চোপরার বক্তৃতা। শ্রমিক ইউনিয়ন। যুক্তপ্রদেশে শিল্প-সাহায্য। মহিলা সম্মেলনে নরীমার মহারাণীর বক্তৃতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী। ভারত-আফগান বাণিজ্য। স্বর্গীয় শুভেন্দুশেখর বসু। (৩২০-৩২৫)

মোল্লাকাৎ ঃ—বেকার সমস্যা ও সমাধান। ৩২৬

পত্রিকা-জগৎ

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধাবলী ঃ

(১) নড়ুরির হার—শ্রীশঙ্করকুমার মুখোপাধ্যায় ৩৩৪

(২) সংখ্যাবিজ্ঞানে আমিতির্ক গড় ও লগারিথমের প্রয়োগ—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ৩৩৯

শেয়ার বাজার ৩৪২

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীবিনয়কুমার সরকারের বাংলা বই

(১২৬ সনের পর প্রকাশিত)

একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র

প্রথম ভাগ :—নয়া সম্পদের আকার-প্রকার, ৩৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

দ্বিতীয় ভাগ :—ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটা, ৭০ পৃষ্ঠা, ৩৪টা ছবি, মূল্য ৪৲।

নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন

প্রথম ভাগ :—উত্থান, ৪৩০ পৃষ্ঠা, ১৫টা ছবি, ২৷০।

দ্বিতীয় ভাগ :—কর্ম্মকৌশল, ৪৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

১। **বাড়তির পথে বাঙালী**, ৮৩৬ পৃষ্ঠা, ৪৫টা ছবি মূল্য ৩৷০।

স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি

(আর্থাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

১। **ধনদৌলতের রূপান্তর** (ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৷০।

৩। **পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র** (আর্থাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ৩৩৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৷০।

হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, ৩৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

"বর্ত্তমান জগৎ"—গ্রন্থাবলী (বার খণ্ডে, ৪৪০৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ)

ষষ্ঠ খণ্ড,—বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য, ৩৫০ পৃষ্ঠা ৫০টা ছবি, মূল্য ৩৲।

সপ্তম খণ্ড,—চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, ১৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

অষ্টম খণ্ড,—প্যারিসে দশ মাস, ৩১২ পৃষ্ঠা, ২৲।

নবম খণ্ড,—পরাজিত জার্ম্মাণি, ১০৭ পৃষ্ঠা, ৯৪টা ছবি, মূল্য ৯৲।

দশম খণ্ড,—সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা, ৪টা ছবি, ৸০

একাদশ খণ্ড,—ইতালিতে বার কয়েক, ৩০২ পৃষ্ঠা, ৬টা ছবি, মূল্য ১৷০।

দ্বাদশ খণ্ড,—দুনিয়ার আবহাওয়া, ২৮০ পৃষ্ঠা, ২৲

এন, এম, রায়চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং—১২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বাঙ্গালীর নিজস্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

নূতন বীমার পরিমাণ

(১৯৩৭-৩৮)

৩ কোটি টাকার উপর

চলতি বীমা	১৪ কোটি ৬০ লক্ষের উপর	
মোট সংস্থান	২	৯৭ লক্ষের
বীমা তহবিল	২	৬৭
মোট আয়		৭৯
দাবী শোধ	১	৬০ "

হেড্ অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস্—কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—

বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর, ঢাকা।

এজেন্সি—

ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

THE LAW FAMILY OF CALCUTTA

এই পুস্তকে লাহা বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে সামান্য অবস্থা হইতে লাহা বংশ বর্ত্তমানে ধনে মানে বিদ্যায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি জয়গোবিন্দ লাহা, রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ লাহা প্রভৃতি মনীষিগণের কীর্ত্তিকলাপসম্বলিত জীবন-বৃত্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ করা উচিত।

প্রাপ্তিস্থান

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিমিটেড

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা

ফোন বড়বাজার ১৯১৮

সূচী

বাংলার সম্পদ্ ঃ—ময়মনসিংহের বস্তাঘাট। চটকলে কাজের সময়। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি। ব্যাঙ্ক অব্ ব্যালকাটা লিমিটেড্। বঙ্গীয় মহাজন বিল। কুমিল্লার পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক। নিউ বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ। ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক। ঢাকা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। (৪৪৫-৪৪৮)

আর্থিক ভারত ঃ—চিনির মূল্য। নিষিদ্ধ দ্রব্যের বাণিজ্য। ইক্ষুর ছিবড়া হইতে নূতন শিল্প। কাঁচিতে ভারতীয়দের অবস্থা। (৪৪৯-৪৫২)

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—নূতন ব্যোম-পথ। আর্জেন্টিনার গম বাণিজ্য। আর্জেন্টিনায় তুলার চাষ। বাণিজ্য। মার্কিণ কৃষিবাণিজ্যে অসুবিধাভোগী শ্রেণী। (৪৫৩-৪৫৫)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—অভঙ্গুর কাচ আবিষ্কারের ইতিহাস। জাপানের প্রধান মন্ত্রী ব্যারণ হীরাতুমার অভিলাষ। আসামের প্রধান মন্ত্রী বড়দলইএর বক্তৃতা। ধনবিজ্ঞান সম্মেলনে অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জীর বক্তৃতা। বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা। পল্লীঋণ-কমিটির সুপারিশ। সেনট্রাল জুট কমিটির গবেষণাগার। ভারতীয় চিকিৎসক সম্মেলন। শিল্পবিপ্লবই ভারতের মুক্তির একমাত্র উপায়। কয়লা ব্যবসায়ে বাঙালীর স্থান। শিল্প সম্মেলন। ডাঃ সৈয়দ মহম্মদের প্রস্তাবের বিরোধিতা। (৪৫৬-৪৬২)।

মোলাকাৎ ঃ—বহুকালের বেকার। (অ্যাভোকেট পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথন) (৪৬৩-৪৬৬)।

পত্রিকা-জগৎ ৪৬৭

সমালোচনা ৪৬৯

গ্রন্থপঞ্জী ৪৭১

প্রবন্ধ ঃ

সংখ্যাবিজ্ঞানে জ্যামিতিক গড় ও লগারিথমের প্রয়োগ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, বি এস্-সি, বি এল্ ৪৭২

অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকারের বাংলা বই

(১২৬ সনের পর প্রকাশিত)

একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র

প্রথম ভাগ :—নয়া সম্পদের আকার-প্রকার, ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

দ্বিতীয় ভাগ :—ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটা, ৭০ পৃষ্ঠা, ৪৪টা ছবি, মূল্য ৪৲।

১। **নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন**

প্রথম ভাগ :—উত্থান, ৫৩০ পৃষ্ঠা, ১৫টা ছবি, ২।০।

দ্বিতীয় ভাগ :—কর্ম্মকৌশল, ৪৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

২। **বাড়তির পথে বাঙালী**, ৬৩৬ পৃষ্ঠা, ৪৫টা ছবি মূল্য ৩।০।

৩। **স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি** (জার্ম্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

৪। **ধনদৌলতের রূপান্তর** (ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৵।

৬। **পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র** (জার্ম্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ৩৩৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, ৩৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

"বর্ত্তমান জগৎ"—গ্রন্থাবলী (বার খণ্ডে, ৪৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ)

ষষ্ঠ খণ্ড,—বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য, ৪৫০ পৃষ্ঠা ৫০টা ছবি, মূল্য ৩৲।

সপ্তম খণ্ড,—চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, ১৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

অষ্টম খণ্ড,—প্যারিসে দশ মাস, ৩১২ পৃষ্ঠা, ২৲।

নবম খণ্ড,—পরাজিত জার্ম্মাণি, ১০৭ পৃষ্ঠা, ৯৪টা ছবি, মূল্য ৬৲।

দশম খণ্ড,—সুইট্‌জার্ল্যাণ্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা, ৪টা ছবি, ৸০

একাদশ খণ্ড,—ইতালিতে বার কয়েক, ৩০২ পৃষ্ঠা, ৬৪ ছবি, মূল্য ১।০।

দ্বাদশ খণ্ড,—দুনিয়ার আবহাওয়া, ২৮০ পৃষ্ঠা, ২৲

এন, এম, রায়চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং—১২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বাঙ্গালীর নিজস্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

নূতন বীমার পরিমাণ

(১৯৩৭-৩৮)

৩ কোটি টাকার উপর

চলতি বীমা	১৪ কোটি ৬০ লক্ষের উপর	
মোট সংস্থান	২	৯৭ লক্ষের
বীমা তহবিল	২	৬৭
মোট আয়		৭৯
দাবী শোধ	১	৬০

হেড্ অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস্—কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—

বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর, ঢাকা।

এজেন্সি—

ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

THE LAW FAMILY OF CALCUTTA

এই পুস্তকে লাহা বংশের উন্নতির প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে সামান্য অবস্থা হইতে লাহা বংশ বর্ত্তমানে ধনে মানে বিদ্যায় বঙ্গদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। স্বর্গীয় রাজীবলোচন লাহা, মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, মহামতি হরগোবিন্দ লাহা, রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহা, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ লাহা প্রভৃতি মনীষিগণের কীর্ত্তিকলাপসমন্বিত জীবন-বৃত্তান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতিকামী প্রত্যেক লোকের পাঠ করা উচিত।

প্রাপ্তিস্থান

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিমিটেড

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা

ফোন বড়বাজার ১১১৮

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—বাংলায় মোটর-শিল্প প্রতিষ্ঠা। মেদিনী কটন মিল্‌স্ লিমিটেড্। কাঁথি ক্যানেল। মাদারীপুর-বরিশাল রেলপথ। (৪৭৭-৪৮০)

আর্থিক ভারত ঃ— ভারতের পণ্যদ্রব্য। তামাকের রপ্তানি-বৃদ্ধি। ভারতে প্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানী। এসিয়া মিউচুয়াল ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ। কৃষকের ঋণ। উচ্চদরের ক্যাশ সার্টিফিকেট। ভারতীয় কফি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতের অবস্থা। জার্মাণির সহিত ভারতের বাণিজ্য। অন্যান্য দেশের সহিত ভারতীয় বাণিজ্য। (৪৮১-৪৮৬)

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—জাপানের বিদেশী বাণিজ্য। চাল উৎপাদনের মোট কর্ষিত ভূমির মাপ। তামাকের কথা। পৃথিবীর জিন্‌স্ তুলার উৎপাদন। (৪৮৭-৪৮৯)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—পাট শিল্পের অবস্থা। সর্ব্বভারতীয় শিল্প-পরিকল্পনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোট। অরণ্যানি সংরক্ষণ। দুধের ব্যবসায়ে ভেজাল নিবারণের ব্যবস্থা। দেশী খৃষ্টানদের উদ্যোগে শিল্প প্রদর্শনী। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্। কটি বিস্কুট তৈরী শিক্ষা। শ্রীরামপুর কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী। বাটানগরে বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত। বাংলায় নবীন শিল্প। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল। বিহারে গণশিক্ষা আন্দোলন। বর্দ্ধমান জেলা কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী। বিহার প্রাদেশিক নারী সম্মেলন। তুলার আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি। বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ্। (৪৯০-৪৯৭)

মোলাকাৎ ঃ—বেকার সমস্যা ও সমাধান (অ্যাডভোকেট পঙ্কজকুমার মুখার্জ্জির সহিত অনেক ব্যবহারাজীবের কথোপকথন) (৪৯৮-৫০০)

পত্রিকা-জগৎ ৫০১

সমালোচনা ৫০৩

গ্রন্থপঞ্জী ৫০৫

প্রবন্ধ ঃ

মধুরি বিজ্ঞান

ডক্টর বিনয়কুমার সরকার ৫০৬

শেয়ার বাজার ৫১৫

অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকারের বাংলা বই

(১২৮ সনের পর প্রকাশিত)

একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র

প্রথম ভাগ :—নয়া সম্পদের আকার-প্রকার, ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

দ্বিতীয় ভাগ :—ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটা, ১০ পৃষ্ঠা, ৪৪টা ছবি, মূল্য ৪৲।

নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন

প্রথম ভাগ :—উত্থান, ৪৩০ পৃষ্ঠা, ১৫টা ছবি, ২।০।

দ্বিতীয় ভাগ :—কর্ম্মকৌশল, ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

১। **বাড়তির পথে বাঙালী**, ৬৩৬ পৃষ্ঠা, ৪৫টা ছবি মূল্য ৩।০।

স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি (জার্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

। **ধনদৌলতের রূপান্তর** (ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০।

৬। **পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র** (জার্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ৩৩৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, ৩৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

"বর্ত্তমান জগৎ"—প্রবন্ধাবলী (বার খণ্ডে, ৪৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ)

ষষ্ঠ খণ্ড,—বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য, ৪৪০ পৃষ্ঠা ৫০টা ছবি, মূল্য ৩৲।

সপ্তম খণ্ড,—চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, ১৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

অষ্টম খণ্ড,—প্যারিসে দশ মাস, ৩১২ পৃষ্ঠা, ২৲।

নবম খণ্ড,—পরাজিত জার্ম্মাণি, ১০৭ পৃষ্ঠা, ৯টা ছবি, মূল্য ৸৲।

দশম খণ্ড,—সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা, ৪টা ছবি, ৸০

একাদশ খণ্ড,—ইতালিতে বার কয়েক, ৩০২ পৃষ্ঠা, ৬টা ছবি, মূল্য ১৷০।

দ্বাদশ খণ্ড,—দুনিয়ার আবহাওয়া, ২৮০ পৃষ্ঠা, ২৲

এন, এম, রায়চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং—১২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

117,990

আর্থিক উন্নতি

বৈশাখ—১৩৪৫ ১৩শ বর্ষ—১ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

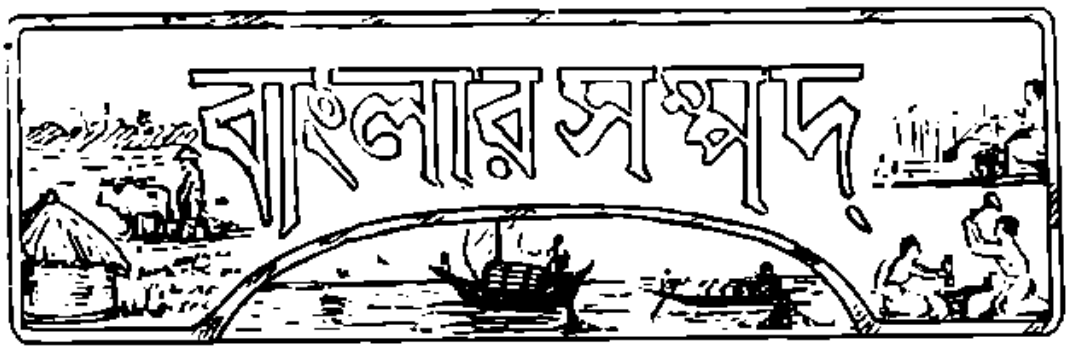

বাংলার লবণ সম্পদ

১৯৩৬-৩৭ সনে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে ১৪টি কোম্পানীকে এবং ৭ জন ব্যক্তিকে অস্থায়ী কালের জন্য লবণ নির্ম্মাণের অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে কেবলমাত্র চারিটি কোম্পানী লবণ তৈয়ার করিয়াছিলেন। নিম্নে এই চারিটি কোম্পানীর নাম প্রদত্ত হইল—

১। দি প্রিমিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ, মেদিনীপুর।
২। দি বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ, মেদিনীপুর।
৩। দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ, ২৪ পরগণা।
৪। দি চিটাগং ট্রেডিং ইউনিয়ন লিঃ, চট্টগ্রাম।

নিম্নে উল্লিখিত কোম্পানী চতুষ্টয়ের কার্য্যতৎপরতার বিবরণ প্রদত্ত হইল—

দি প্রিমিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং এবং দি বেঙ্গল সল্ট কোং ইহাদের পূর্ব্বস্থান যথাক্রমে পুরুষোত্তমপুর এবং দারুনপত্রায় লবণ তৈয়ার কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করিয়াছে। দি প্রিমিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানীর ২৯০ মণ লবণ হাতে আছে। ইহা ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দের ব্যালেন্স ছিল।

এই কোম্পানী ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে ১,১২৩ মণ লবণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ডিউটী প্রদান পূর্ব্বক এই কোম্পানী ১,১৫০ মণ লবণ গুদাম হইতে অপসারিত করিয়াছে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর বেশী জোয়ার আসার দরুণ ২৮৩ মণ লবণ গৌত হইয়া গিয়াছে বলিয়া রিপোর্ট পাওয়া যায়। সুতরাং আলোচ্য বর্ষে লবণ ব্যালেন্স নাই।

দি বেঙ্গল সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানীর ১৪১ মণ লবণ হাতে আছে। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষের

ব্যালেন্স। আলোচ্য বর্ষে এই কোম্পানী ১৮৩ মণ ১৫ সের লবণ নির্ম্মাণ করিয়াছে। খামারা প্রধান পূর্ব্বক ইহার কর্ত্তৃপক্ষ ১৫০ মণ লবণ অপসারিত করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ১৩৫ মণ ২৪ সের লবণ ব্যালেন্স আছে।

মোটের উপর এই দুইটি কোম্পানী ১,৩০০ শত মণ লবণ তৈয়ার করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ডিউটীর দরুণ ১,৮৫১৸৵০ আনা দেওয়া হইয়াছে, ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে ২৩৪৸৵০ আনা দেওয়া হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে মণ প্রতি ১৸৵০ আনা হিসাবে ৪৬৮৵০ আনা ডিউটী প্রদান পূর্ব্বক 'দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী ৩০ মণ লবণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

দি চিটাগাং ট্রেডিং ইউনিয়ান লিঃ কেবল মাত্র ৩৫ মণ লবণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত সকালে প্রমসুন সুরু হওয়ায় এই কোম্পানী লাভজনকরূপে কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে নাই। এই কোম্পানী ভরসা করে যে আগামী বর্ষে আশাপ্রদ রূপ লবণ তৈয়ার করিবে।

বাংলায় লবণ আমদানি

পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষের ১৫,০৫১,২৭৮ মণ লবণ আমদানির তুলনায় ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে ১৪,৪০৭,০৩৯ মণ লবণ আমদানি হইয়াছিল। ইহাতে ৬,১৯ পারসেন্ট লবণ আমদানি হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ১৩,৪৪০,৮১৩ মণ লবণ অর্থাৎ ৯৩'২৯ পারসেন্ট, চট্টগ্রামে ৯৬৬,২২৬ মণ অর্থাৎ ৬'৭১ লবণ আমদানি হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে যথাক্রমে ৮৯টি এবং ৬টি জাহাজ কলিকাতা এবং চট্টগ্রামের বন্দরে লবণ নিয়া আসিয়াছিল। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষে পূর্ব্বোক্ত বন্দরদ্বয়ে যথাক্রমে ৯৪টি এবং ৫টি জাহাজ লবণ সহ আসিয়াছিল।

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৫-৩৬ এবং ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় এবং বাংলায় লবণ আমদানি ও ডেলিভারির বিবরণ প্রদত্ত হইল—

	১৯৩৫-৩৬			১৯৩৬-৩৭		
রিসিট	কলিকাতা	চট্টগ্রাম	মোট	কলিকাতা	চট্টগ্রাম	মোট
	মণ	মণ	মণ	মণ	মণ	মণ
পূর্ব্ব মজুত	১১,০৬,৮০৭	৩৩,৭৪০	১১,৪০,৫৪৭	১৯,৪৯,৬৪৯	২,০৯,৬১৯	২১,৫৯,২৬৮
আমদানি	১,৪৪,১১,৬৬৬	২,৪৬,২৯২	১,৪৩,৫৭,৯৭৮	১,৩৪,৪০,৮১৩	৯,৬৬,২২৬	১,৪৪,০৭,০৩৯
ইন্ ট্রানজিট	৮,০০০		৮,০০০			
গোলায় অতিরিক্ত	৩,৬৮৫	৭৬৪	৪,৪৪৯	১,৬০৭	৬০১	২,২০৮
মোট	১,৫৫,৩০,১৭৮	২,৮০,৭২৬	১,৬৫,১০,৯৭৪	১,৫৩,৯২,০৬৯	১১,৭৬,৪৪৬	১,৬৫,৬৮,৫১৫
ডেলিভারি						
ডিউটীপেড্	১,২৯,৮৪,৪৮৯		১,৩৭,৫৪,৮০৯			১,৪৩,০১,৭০৭
নন্‌ডিউটীপেড্	৪,৭৭,৩০০		৪,৭৭,৩০০			৪,৪৪,০৪০
বিনা করে নেপাল-রাজ্যে রপ্তানি	৮০,৪২০					
মৃৎপাত্রনির্ম্মাণ ও চামড়ার জন্য	১৮,৯০৭		১৮,৯০৭	১৫,০৮৪		১৫,০৮৪
ইন ট্রানজিট	৩,৬৬		৩৬৬			
গোলা ঘরে নষ্ট	১৯,০১৭	৮২৭	১৯,৮৪৪	৪০,৬৪০	২,১২৪	৪৫,৭৭৮
মোট	১,৩৫,৮০,৫২৯	৭,৭১,১৭৭	১,৪৩,৫১,৭০৬	১,৩৯,১৩,১৮১	৯,৫৬,৯৮০	১,৪৮,৭০,১৬১
ক্লোজিং ব্যালেন্স	১৯,৪৯,৬৪৯	২,০৯,৬১৯	২১,৫৯,২৬৮	১৪,৭৮,৮৮৮	২,১৯,৪৬৬	১৬,৯৮,৩৫৪

বাংলায় কাপড়ের কল ও কাঁচা মাল সরবরাহ

নিম্ন তালিকায় ১৯৩১-৩২ হইতে ১৯৩৬-৩৭ সন পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের ও বাংলার কাপড়ের কলসমূহে উৎপন্ন সূতার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	বাংলার কাপড়ের কল	সমগ্র ভারতের কাপড়ের কল	১ হইতে ২ পর্য্যন্ত হার
১৯৩১-৩২	৩৭,৬২০,৩৭৩	৯৬৬,৩৭৩,০২০	৩.৮৯
১৯৩২-৩৩	৪০,৮২১,৪৮৮	১,০১৬,৪১৮,৪০৯	৪৪.০২
১৯৩৩-৩৪	৩৯,৯১২,৩৯৯	৯২১,০৬০,৬৭,৩	৪.৩৩
১৯৩৪-৩৫	৪১,০৫৬,০৪৬	১,০০১,৪১৯,৮১৭	৪.৯৯
১৯৩৫-৩৬	৪০,০৯১,২৪৪	১,০৫৮,২৯৬,৯০১	৩.৮৭
১৯৩৬-৩৭	৩৮,০৬৪,৪১৫	১,০৫৪,১১৬,৬৬৪	৩.৬১

উল্লিখিত অঙ্কগুলি বিশেষ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বোনা কাউন্টের মধ্যে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ০ হইতে ১০ পর্য্যন্ত কাউন্ট কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৪১ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত কাউন্ট বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে। ২৬ হইতে ৪০ পর্য্যন্ত ২৮ এবং ৩৪ ব্যতিরেকে উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রমিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ৪০এর উর্দ্ধ কাউন্টের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নিম্ন তালিকায় পাউণ্ড প্রতি ৪০ কাউন্টের উর্দ্ধের বৃদ্ধির বিবরণ প্রদত্ত হইল (পাউণ্ড হিসাবে) :—

	বাংলার কাপড়ের কল	সমগ্র ভারতবর্ষের	১ হইতে ২ পর্য্যন্ত অনুপাতে
১৯৩১-৩২	১,০০৪,৮৫৯	৩৪,০০১,৩৬০	৩.২৫
১৯৩২-৩৩	৯৫৩,০০৭	৩৬,৫৯০,৭৪৯	২.৬১
১৯৩৩-৩৪	৯২৮,৫৫৪	৩৭,৩৫৮,৪১৫	২.৪৯
১৯৩৪-৩৫	১,২২৫,৪৮৮	৪৩,৮৭৬,৪৯৬	২.৭৯
১৯৩৫-৩৬	১,৯২০,৩৪১	৪৮,৫২৮,১৬৪	৩.২৯
১৯৩৬-৩৭	২,৩৩১,২৪৯	৬১,৮৫১,৬২৮	৪.৭১

মোহিনী, চাকেশ্বরী, কেশরাম এবং বাসন্তী প্রভৃতি কাপড়ের কলসমূহের কার্য্যতৎপরতার ফলে এই কাউন্টে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাংলায় প্রতি বৎসর ১৫ কোটি টাকার, কাপড়ের প্রয়োজন হয়। তন্মধ্যে বাংলার কাপড়ের কলগুলি ১½ কোটি হইতে ২ কোটি টাকা মূল্যের কাপড় সরবরাহ করিয়া থাকে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশসমূহের কাপড়ের কলগুলি ১০ কোটি টাকা মূল্যের কাপড় বাংলা দেশে সরবরাহ করিয়া থাকে। বাকী কাপড় জাপান এবং ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে বাংলা দেশে আমদানি হইয়া থাকে।

নিম্ন তালিকায় ভারতের বিভিন্ন কলসমূহে ভারতীয় কাঁচা তুলা সরবরাহের বিবরণ দেওয়া গেল :—

৪০০ পাউণ্ডের গাঁট

	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	
বোম্বে দ্বীপ	৬০৪,৬১৮	৬৬৬,৪০৯	
আমেদাবাদ	৩১৮,৪৫৮	৩০৪,৬৬৫	
বোম্বে প্রেসিডেন্সি	১,২০১,৩০৯	১,১৭৭,২৭৩	১,১০৯,৩৬৪
মাদ্রাজ	২২৬,৩৩০	৩৩৯,৪৯৯	৩২৮,৫৩৫
যুক্ত প্রদেশ	২৮৯,০৬১	৩০৭,৪৯৩	৩১৬,৮৩৩
মধ্য প্রদেশ ও বেরার			
বাংলা			
পাঞ্জাব ও দিল্লী			
অবশিষ্ট বৃটিশ ভারত			
মোট বৃটিশ ভারত			
মোট ভারতীয় রাজ্য	৪২৪,৮৫৩		
মোট ভারতবর্ষ			

কলিকাতা মিলসমূহের ষ্টক এবং উৎপাদন

বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে হেসিয়ান ষ্টক্ চারিকোটি গজের অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নিম্ন তালিকায় বিগত ৮ বৎসরে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত পাট নির্ম্মিত দ্রব্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

ফেব্রুয়ারীর শেষ

	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩৪
হেসিয়ান্	২,৫২২	১,৪৪৩	৯০৯	৮০৮
থলে	৭৭২	৪৪৩	৯৪০	১,০৪০
	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৮
হেসিয়ান্	৭১৪	৬২২	১,১৫৪	২,৯৬৩
থলে	৯০১	১,০৭০	৭৭৯	৯৯২

ফেব্রুয়ারী মাসে ৯১,১৮৭ টন পাটের দ্রব্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। জানুয়ারী মাসের তুলনায় ইহা ১০,০০০ টন কম ছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পাট হইতে ৮৮,০০০ টন দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল। কতকগুলি ধর্ম্মঘট না হইলে পর পাটনির্ম্মিত দ্রব্যের পরিমাণ আরও বেশী হইত। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের ১৮৮,৮৮২ টনের তুলনায় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯২,৯৯৬ টন পাটজাত দ্রব্য নির্ম্মিত হইয়াছিল।

নিম্ন তালিকায় ১৯৩১ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পাট নির্ম্মিত দ্রব্যের ষ্টাটিষ্টিকস্ প্রদত্ত হইল :

ফেব্রুয়ারী মাস	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩৪
সর্ব্বপ্রকার (টন)	৬৪,২৯১	৬০,৭৪১	৬৬,১১২	৬৪,৯২৭
হেসিয়ান (লক্ষ গজ)	৯০২	৭৬৭	৮২৮	৯৪৬
থলে (লক্ষ গজ)	৮৯৯	৮৬৯	৯৮৭	৮৮৪
ফেব্রুয়ারী	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৮
সর্ব্বপ্রকার (টন)	৬৯,৪৬৩	৭১,৮০০	৮৮,৮৪৩	৯১,১৮৭
হেসিয়ান্ (লক্ষ গজ হিসাবে)				
থলে (লক্ষ গজ হিসাবে)		৯২৯	১,১১৩	১,১৩৮

পাট চাষ

১৯৩৬-৩৭ সনে বঙ্গদেশে কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে এবং কত মণ পাট সর্ব্বশুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া হইল :—

	১৯৩৬	১৯৩৭
	বিঘা	বিঘা
২৪ পরগণা	১৪৯,০০০	১৩৫,০০০
নদীয়া	২০৭,০০০	১৮৯,০০০
মুর্শিদাবাদ	১০৫,০০০	১৭২,৪০০
বর্দ্ধমান	৪,৫০০	৩,৩০০
মেদিনীপুর	১২,০০০	৯,০০০
ঢাকা	৭৯২,০০০	৭৬,৭০০
খুলনা	৭৫,০০০	৫৪,৩০০
বগুড়া	২৪০,০০০	২৩৭,০০০
পাবনা	২২৫,০০০	২২৮,০০০
মালদহ	৩৮,০০০	৩৭,৪০০
কুচবিহার	৭৪,৫০০	১০২,৫০০
ময়মনসিংহ	১৭৪,৭২০	১৫,৭২,০০০
চট্টগ্রাম	৯০০	৯০০
নোয়াখালী	১০৪,০০০	১২৬,০০০
ত্রিপুরা	২১,৩০০	২৩,৪০০
মোট	৩৮,২৪,৪০০	২৯,৬৭,০০০

উৎপাদনের পরিমাণ

	১৯৩৬	
	মণ	
২৪ পরগণা	৮৭,৫০০	
নদীয়া	৯০০,০০০	
মুর্শিদাবাদ	৮৭৫,০০০	
বর্দ্ধমান	২৫,০০০	
মেদিনীপুর	৫৭,৫০০	
ঢাকা	৪৮,৬৫,০০০	
খুলনা	৪০০,০০০	
বগুড়া	১২,০০,০০০	
পাবনা	১৫,১২,০০০	
মালদহ	১৮০,০০০	১৯৭,০০০
কুচবিহার	৩৮৫,০০০	৩৬৮,৫০০
ময়মনসিংহ	১২,০৭২,০৩৫	৭৭,৬২,৫০০

	১৯৩৬ মণ	১৯৩৭ মণ
চট্টগ্রাম	৫,০০০	৪,৫০০
নোয়াখালী	৮৩৫,০০০	৮৩৫,০০০
ত্রিপুরারাজ্য	৮৫,৫০০	৮৫,০০০
মোট	৩১,৩৭০,০৩৫	২০,৮৭৭,৫৭৫

মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, ১৯৩৭ সনের চাষের জমি ১৯৩০ সনের চাষের জমির চাইতে ৮৫৭৪০০ বিঘা কম এবং উৎপন্ন পাটও ১৯৩৬ সন হইতে ১০৬৯২৪৯০ মণ কম। উপরিউক্ত হিসাব হইতে বলা যাইতে পারে যে, যদি পাটের সরবরাহ কিছু কমতি করা যায় তাহা হইলে আলোচ্য বর্ষে পাটের দর কিছু চড়িয়া যাইবে।

পাট রপ্তানির হিসাব

সন সেপ্টেম্বর মাস	কলিকাতা বন্দর হইতে	চট্টগ্রাম বন্দর হইতে	মোট গাঁট
১৯৩৫	২০৫,৩৯১	৮,৭১৯	২১৪,১১০
১৯৩৬	১৯৯,৮৬৪	১৬,১৩৯	২১৬,০০৩
১৯৩৭	২৪৯,৩০৬	২০,৬৪৩	২৬৯০৪৯

১৯৩৭ সনে ১৯৩৬ সন হইতে ৫৩০৪৬ গাঁট বেশী হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১৯৩৭ সনের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, সুদ, বাটা, বিনিময় ও দস্তুরি ইত্যাদি খাতে মোট আয় হইতেছে ১,২৭,১০,৭৯২ টাকা। পরিচালন খরচ ও অন্যান্য খরচ বাদ দেওয়া হইলে লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭,৯১,২০০ টাকা। ইহা হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অ্যাক্টের ৪৭ ধারা অনুযায়ী সরকারের স্থিরীকৃত ৩½ টাকা হারে ১৭,৫০,০০০ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত ধারার ব্যবস্থা অনুসারে উদ্বৃত্ত ১০,৪১,২০০ টাকা গভর্ণর জেনারেল ইন কাউন্সিলকে দিতে হয়। ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সনের মুনাফা দাঁড়ায় ৫৯ ও ৫৩ লক্ষ। ১৯৩৬ সনে আয় কম হওয়ার কারণ হইতেছে এই যে, এই বৎসর ভারত ও ইংলণ্ড উভয় দেশেই সুদের হার কম ছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অ্যাক্টের সেক্সন ৩৩(৬)এ অনুযায়ী ৫ বৎসর মেয়াদের ষ্টারলিং সিকিউরিটি ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা শেষ হয় এবং ব্যাঙ্কের কিছু কম আয় হইলেও কম হারে সুদের জন্য সাধারণভাবে ব্যবসায়ের উন্নতিই পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩৬-৩৭ সনের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী টাকার বাজার একটু কম তেজী দেখা যায়। বম্বেতে আন্তঃ প্রাদেশিক বাজারে কল মেয়াদে প্রদত্ত টাকার হার ১½ যায় এবং কলিকাতার কিছু কম হার চলিতে থাকে। অন্যান্য ক্রয় সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক তাহার সাপ্তাহিক ক্রয় প্রায় দুই পাউণ্ড মিলিয়ন ষ্টারলিং বর্দ্ধিত করে। ফেব্রুয়ারীতে চলতি নোটের সংখ্যা ১২৪·১৪ ক্রোর এবং ১৯৩৬ সনে ঐ মাসেই ছিল ১৬৮·৭৩ ক্রোর। এপ্রিল মাসে ক্লিয়ারিং হাউসের ব্যবসা গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ৮৫ হারে বর্দ্ধিত হয়। ভারতীয় ট্রেজারি বিলের সাধারণ হার থাকে ১৪ আনা ৪ পাই। গত বৎসর ছিল ১১ আনা ৪ পাই।

সিডুল ব্যাঙ্কের অবস্থা

	১—১—১৯৩৭	৩১—১২—১৯৩৭
প্রাপ্যিতকর্জ্জ (ভারত ও বার্ম্মা)	১৩১,৭২,২৯,০০৫	১৩১,৫৩,৮৪,০০০
সময়সাপেক্ষ কর্জ্জ (ভারত ও বার্ম্মা)	১০২,২৮,৩২,০০০	১১০,৭২,৯৯,০০০
মজুদ নগদ টাকা (ভারত ও বার্ম্মা)	৭১৯,৩১,০০০	৮,১৪,৮৯,০০০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা টাকা	২০,৪৮,৭০,০০০	১৯,৯১,৯৯,০০০
অগ্রিম প্রদত্ত টাকা (ভারত ও বার্ম্মা)	১১০,৩২,৫৩,০০০	১,০৮,৭৩,৩৬,০০০
হুণ্ডি বাবদ বাটা (ভারত ও বার্ম্মা)	৪,৯৫,৯১,০০০	৬,১০,৯৮,০০০

এই বৎসর গত বৎসরের তুলনায় শাখা ব্যাঙ্ক ও অফিসের সংখ্যা ৮২৮ হইতে ১,১৯৮এ পরিণত হয়। গত বৎসর ৭২৩ হইতে ৮২৮ হইয়াছিল। মোটের উপর শাখা-ব্যাঙ্ক ও অফিসের সংখ্যা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY CALCUTTA UNIVERSITY

স্বর্ণ রপ্তানির হিসাব

	টাকা
১৯৩১ সেপ্টেম্বর হইতে	
১৯৩৭ ডিসেম্বর	৩,০৮,২২,৯১,০৮১
১৯৩৮ জানুয়ারী	১,৪৮,৪৮,২৮৮
১৯৩৭ এপ্রিল হইতে	১৬,০৬,৭৫,৫৮৮
মোট	৩,০৩,৭১,৪০,০৬৭

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীতে ষ্টার্লিং ক্রয়ের হিসাব।

১৯৩৭এর ১লা এপ্রিল হইতে সর্ব্বসুদ্ধ ষ্টার্লিং ক্রয়ের পরিমাণ ২০,২৮৮,০০০ পাউণ্ড।

জানুয়ারি ৪ঠা	
১১ই	
১৮ই	
২৫শে	
ফেব্রুয়ারী ২রা	
৯ই	
১৬ই	
২৩শে	

ব্রিটিশ ভারতে জাহাজী ব্যবসা

আমদানি

	ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ লক্ষ টাকা	ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭ লক্ষ টাকা	এপ্রিল হইতে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬—১৯৩৭ লক্ষ টাকা	
খাবার	৯৬	১,৬৬	৪,১৮	১,৮৫৭
কাঁচা মাল	১,৪৩	৩,৭৬	১,৩০৫	২৯,১৪
শিল্পদ্রব্য	৭,৩৪	৮,৬০	৬,৬৯০	৮২,৩৪
অন্যান্য	২৫	২৮	১,৭৫	১,৯৪
মোট	৯,৯৪	১৪,৩০	৯০,১৭	১,৯৪

রপ্তানি

খাবার	৩,৩৭	৩,৩৯	৩০,৯৭
কাঁচা মাল	৯,৭০	৫,৩৫	৬৫,৮৭
শিল্পদ্রব্য	৩,৮২	৪,২৪	৩৮,৩৩
অন্যান্য	৪৬	২৭	২,২৪
মোট	১৭,৩৫	১৩,২৯	১,৩৫,৪১	১,৪০,৩৯

গৃহপালিত পশুর হিসাব

১৯৩৪-৩৫ সনের সরকারি হিসাব অনুযায়ী বৃটিশ ভারতে ষাঁড় ও বলদের সংখ্যা ১৪৯,৯৩৫,০০০ ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা ৬১,১৫৭,০০০ এবং ঘোড়া, গাধা ও উট ৩,৪০১,০০০। যুক্তপ্রদেশে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা ৩২,৪৭০,০০০; বঙ্গদেশে ২৪,২৮৭,০০০ মাদ্রাজে ২৪,৯০৭,০০০; বিহারে ২১,৩০৮,০০০; পাঞ্জাবে ১৪,৮৪০,০০০; মধ্যপ্রদেশে ও বেরারে ১৩৮,৪৪,০০০ এবং বোম্বেতে ১২,৫৯৪,০০০।

চাষের সরঞ্জামের সংখ্যা

বৃটিশ ভারতে লাঙ্গলের সংখ্যা সর্ব্বসুদ্ধ ২৫,৫৭৬,০০০; ইহার মধ্যে যুক্তপ্রদেশেই ৫,১৯৬,০০০।

১৯৩৭ সনের চীনা বাদাম ফসলের ভবিষ্যদ্বাণী

বিগত বর্ষে ৮,৬৬৩,০০০ একর জমিতে চীনাবাদাম উৎপাদনের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৮,৮৫২,০০০ একর জমিতে চীনাবাদাম চাষ হইয়াছিল। চাষের জমি বিগত বর্ষের তুলনায় শতকরা ৩০ হারে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। বিগত বর্ষের ২,৭১৫,০০০ টনের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে খোলাসহ ৩,২৭৯,০০০ টন বাদাম উৎপন্ন হইয়াছে। বিগত বর্ষের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে শতকরা ২১ ভাগ ফসল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। অনাবৃষ্টির দরুণ ফসলের ক্ষতি হইলেও মোটের উপর ইহার অবস্থা ভাল। নিম্ন তালিকায় বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশসমূহ ও রাজ্যসকল	পরিমিত স্থান		উৎপন্ন বাবদ		একর প্রতি উৎপন্ন বাবদ	
	১৯৪৭-৩৮	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৬-৩৭
	একর	একর	টন	টন	পাউণ্ড	পাউণ্ড
মাদ্রাজ	৪,৫৬৫,০০০	৩,৪৯৫,০০০		১,৬৪৭,০০০	৯৩৩	১,০৬২
বোম্বে (ভারতীয় রাজ্যসহ)	২,২৩৬,০০০				৮১০	৭৯১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২১৫,০০০				৫৭৩	৬৯২
হায়দ্রাবাদ	১,৪৩৮,০০০				৭৪১	৭৪২
মহীশূর	১৯৮,০০০				৪১৯	৪০৭
	৮,৬৪২,০০০	৬,৬৬৩,০০০	৩,২৭৯,০০০	২,৭১৪,০০০	৮৪৯	৯১২

মাদ্রাজ

বিগত বর্ষের ৩,৪৯৫,০০০ কর্ষিত জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৪,৫৬৫,০০০ একর জমিতে বাবদের চাষ হইয়াছিল। বপন সময়ে ফসলের দর চড়িয়া যাওয়ায় আলোচ্য বর্ষে কর্ষিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত বর্ষে ১,৬৪৭,০০০ টন ফসলের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ১০,৯০২,০০০ টন ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে শতকরা ১৫ হারে ফসল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। গত অক্টোবর মাসের শেষভাগে গ্রীষ্মের ফসল কর্ত্তন শেষ হয়। তানজোরে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ সাধারণ বৎসরের ন্যায় হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বেরিলী, কুরনুল, চিঙ্গুর, অনন্তপুর ও উত্তর আরকটে সাধারণ বৎসর হইতে কিছু কম হইবে বলিয়া মনে হয়।

বম্বে

গত বর্ষের ১৮৬৭০০০ একরের তুলনায় এ বৎসর কর্ষিত জমির পরিমাণ হইতেছে ২,২৩৬,০০০। বর্দ্ধিত ফসলের হার হইতেছে শতকরা ২০ ভাগ। গত বৎসর ফসলের দর কিছু চড়িয়া যাওয়ায় এবং সময়ে বৃষ্টি হওয়ায় কর্ষিত জমির পরিমাণ কিছু বর্দ্ধিত হইয়াছে। গত বৎসর উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ছিল ৬৫৩,০০০ টন এবং এই বৎসর ৮০৩,০০০ আশা করা যায়। গুজরাটে জুলাই মাসে অত্যধিক বৃষ্টি হওয়ার জন্য ফসলের একটু ক্ষতি হয়। আগষ্টে বৃষ্টি না হওয়ার জন্য প্রথমটা ফসল ভালই হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়ায় শস্য সেরূপ বর্দ্ধিত হইতে পায় না। খান্দেশ ও সাতারায় ফসল বেশ আশানুরূপ হইবে বলিয়া মনে হয়। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরে বৃষ্টির অভাব এবং জমির আর্দ্রতার জন্য ফসলের কিছু ক্ষতি হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ফলনে উৎপাদন ভাল হইবে বলিয়াই মনে হয়।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার

বিগত বৎসরের ১৪৯,০০০ একরের তুলনায় এই বৎসর কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ২১৫,০০০ একর। উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ৫৫,০০০ টন হইবে বলিয়া ধারণা করা যায়। গত বৎসর উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ছিল ৪৬,০০০।

হায়দ্রাবাদ

কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ১,৪৩৮,০০০। গত বৎসর ছিল ১৫৪,০০০। উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ আশা করা যায় ২৭৬,০০০ টন। গত বৎসর উৎপন্ন হইয়াছিল ৩১৬,০০০।

মহীশূর

কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ২২৮,০০০ একর। গত বর্ষে এই পরিমাণ ভূমি কর্ষিত হইয়াছিল। ফসলও গত বৎসরের সমান হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতের চিনির সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

বিগত বৎসরের ১১,৬৮১,১৫০ টন আক কারখানায় পেষণ করা হয় এবং আলোচ্য বৎসরে ১১,৪২১,০০০ টন আক পেষণ করা হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৭ সনে ১,০৪৯,৮০০ টন চিনি তৈয়ারী হয় এবং ১৯৩৭-৩৮ সনে ১,১১১,৩৫০ টন আশা করা যায়। উক্ত হিসাব অনুসারে এ বৎসর ৬৭,০০০ টন চিনি কম হইবে। যদিও চিনি প্রস্তুত করিবার কারখানা বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা হইলেও আলোচ্য বর্ষে আক হইতে কম চিনি উৎপন্ন হওয়ার জন্য উৎপন্ন চিনির পরিমাণ কম হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই বৎসর কিরূপ চিনি হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে তাহার একটি আনুমানিক হিসাব দেওয়া হইল—

প্রদেশ	চলতি কারখানার সংখ্যা	পিষ্ট আক	প্রস্তুত চিনি	মাত গুড়	চিনি উৎপাদনের হার	মাত গুড় উৎপাদনের হার
যুক্তপ্রদেশ					৯·৯	
বিহার					৯·৩	
পাঞ্জাব					৮·৮	
মাদ্রাজ				১৪,৭০০	৮·৯	৩·৭
বম্বে		৪০০,০০০		১৩,৩০০	১০·৬	৩·৩
বাঙ্গালা		৩২২,০০০		১১,৭০০	৯·০	৩·৬
উড়িষ্যা		২৩,০০০		৯০০	৭·৮	৩·৯
দেশীয় রাজ্য	১০	৮২২,০০০		২৯,৯০০	৯·৮	৩·৬
মোট	১৪৫	১১,৪২১,০০০	১,০৪৪,৮০০	৩৯২,৯০০	৯·১৬	৩·৪৪

গত বৎসর হইতে চিনি প্রস্তুত করার কারখানা ৮টী বর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু গত বৎসরের তুলনায় ২২৬১৫০ টন আক এবৎসর কম পিষ্ট হইয়াছে। প্রস্তুত চিনির পরিমাণও এই বৎসর ৬৬৫৫০ টন কম হইবে আশা করা যাইতেছে।

চেকোস্লোভাকিয়ায় ১৯৩৭ সনের প্রথম ভাগে শিল্পের উৎপাদন অন্যান্য বৎসরের চাইতে বেশ ভালই হইয়াছে। অপরিষ্কৃত লৌহ, ইস্পাত, খনি হইতে উত্তোলিত কয়লা ও পোড়া পাথুরিয়া কয়লা এবৎসর অন্যান্য বৎসর হইতে যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। নিম্নে ১৯২৯ হইতে ১৯৩২ অবধি কিরূপ ভাবে অপরিষ্কার লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন কমিয়াছিল এবং ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৭ পর্য্যন্ত কিরূপভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে তাহার একটি হিসাব দেওয়া হইল।

	অপরিষ্কৃত লৌহ	অপরিষ্কৃত ইস্পাত
	টন	টন
১৯২৯	১,৮৪৪,৩০০	২,১৫৭,১০০
১৯৩০	১,৪৩৬,৬০০	১,৮৩২,৮০০
১৯৩১	১,১৭৪,৬০০	১,৪২৭,৪০০
১৯৩২	৪৫০,১০০	৬৭১,৫০০
১৯৩৩	৬৯২,০০০	৭৪৮,৮০০
১৯৩৪	৫৯৯,৭০০	৯৪২,৬০০
১৯৩৫	৮১০,৬০০	১,১৯৬,৮০০
১৯৩৬	১,১৩৯,৯০০	১,৪৯০,৩০০
১৯৩৭	১,৬৭৪,৭০০	২,২৯৭,৫০০

১৯৩৬ সনের অপরিষ্কৃত লৌহের পরিমাণের চাইতে ১৯৩৭ সনে শত করা ৪৭ ভাগ অপরিষ্কৃত লৌহের উৎপাদন বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং ইস্পাতের হারও শতকরা ৪৮ ভাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। কয়লা সম্বন্ধে দেখিতে গেলে দেখা যাইবে যে, প্রায় সর্ব্বপ্রকার কয়লাই অন্যান্য বৎসরের চাইতে বর্দ্ধিত হইয়াছে। খনি হইতে উত্তোলিত কয়লা প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কোক কয়লার পরিমাণও শতকরা ১২ ভাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর এবং ১৯২৯ হইতে ১৯৩৭ পর্য্যন্ত পাথুরিয়া কয়লা, কোমা কয়লা ও কোক কয়লা কিরূপভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে নিম্নে তাহার একটি হিসাব দেওয়া হইল :—

	পাথুরিয়া কয়লা	কোমা কয়লা	কোক কয়লা
	টন	টন	টন
১৯১৩	১৪,২৭১,৪০০	২৩,১৩৬,৮০০	২,৫৬১,৮০০
১৯২৯	১৬,৫২১,৫০০	২২,৪৬০,৮০০	১,৬৪৪,৪০০
১৯৩২	১০,৯৬১,০০০	১৫,৮৫৮,৪০০	১,২৭৭,৩০০
১৯৩৩	১০,৫০২,০০০	১৪,০৬৩,১২৯	১,২৪৮,৬০০
১৯৩৪	১০,৭৭৫,২০০	১৫,২৬১,৩০০	১,৩৪৪,৮০০
১৯৩৫	১০,৯৬৪,৬০০	১৫,২২৬,৪০০	১,৪৫১,১০০
১৯৩৬	১২,২৩৩,২০০	১৫,৯৪৮,৮০০	১,৯৫৫,৪০০
১৯৩৭	১৬,৯৫১,৩০০	১৮,০৬৮,১০০	৩,২৭১,৯০০

উক্ত হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, ১৯৩৭ সনে কোক কয়লা ১৯৩৬ হইতে ৬৪ ভাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। পাথুরিয়া কয়লা অস্ট্রাভা কারিয়া খনি হইতে ১২,৯৫১,৯০০ টন তোলা হয়, ক্লাডনোরাকো ডিষ্ট্রিক্ট হইতে ১,৮৯৪,৯৭৭ টন তোলা হয়, রেকজেন রাডনিস্ হইতে ৯০৫,৫৪৬ টন তোলা হয়। আস্লার ডাটনকিস্ হইতে ৫৬৮,১৪১ টন তোলা হয় এবং রসিস্ অলসাভানি হইতে ৪৮৩,০১১ টন তোলা হয়। উদ্বৃত্ত কয়লা অন্যান্য খাদ হইতে উত্তোলিত হয়। কোমা তোলা হয় উত্তর বোহেমিয়ান খনি হইতে ১৩,১৬৭,৪২৯ টন; ক্লাডনো লকেট হইতে তোলা হয় ৩,৩৫৩,০১৪ টন; মোরাভিয়া হইতে তোলা হয় ৭৩০,১৯৫

টন এবং দক্ষিণ রোডেশিয়া হইতে ৪৮৯,৭০১ টন উত্তোলিত হয়।

বৃটেনের উৎপন্ন পণ্যের রপ্তানি

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসের বিবরণ দেওয়া গেল (মিলিয়ন পাউণ্ড হিসাবে) :—

	১৯৩৭			১৯৩৮		
	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী
মদ্য	১·৯	১·৪	১·৩	১·৭	১·৩	১·৩
তামাক	০·৪	০·৪	০·৪	০·৪	০·৪	০·৪
খাদ্যদ্রব্য	১·৯	১·৬	১·৩	১·২	১·৮	১·৩
মোট	৩·৮	৩·৪	৩·০	৪·০	৩·৪	৩·০
কয়লা	২·৫	২·৫	২·৬	৩·৪	৩·০	৩·০
পশম	০·৮	১·১	১·১	০·৫	০·৫	০·৫
তৈল ও চর্বি	০·২	০·২	০·৩	০·৩	০·২	০·২
অপরাপর জাতীয়	১·১	১·১	১·১	১·১	১·১	১·১
মোট	৪·৬	৪·৯	৫·১	৫·৩	৪·৯	৪·৭
নন্‌ফেরাস মেটাল	০·৯	১·১	১·১	১·৩	১·১	১·১
লৌহ ইস্পাত এবং যন্ত্রপাতি						
খনি						
সূতা						
পশম						
বয়ন শিল্পজাতদ্রব্য এবং পোষাক	২·৬	২·৫	৩·৬	২·৭	২·৪	২·৫
রাসায়নিক দ্রব্য	১·৮	১·৯	১·৮	২·১	১·৮	১·৯
অপরাপর	৫·১	৪·০	৪·৬	৫·৯	৫·০	৫·২
মোট	২৮·৯	৩০·৩	২৯·৯	৩৪·৭	৩৩·০	৩২·৬
বৃটেনে উৎপন্ন দ্রব্যের মোট রপ্তানি	৩৮·৪	৪০·৫	৩৯·১	৪৪·২	৪৩·৯	৪১·২

আমেরিকায় ইস্পাত উৎপাদন ও রপ্তানি

		উৎপাদন টন	রপ্তানি টন
	১৯২৯	৪,৪৭১,০০০	২০৭০০০
	১৯৩২	১,১২২,০০০	৩১০০০
	১৯৩৬	৩,৯৫৯,০০০	১০২৪০০
	১৯৩৭	৪,১৮৭,০০০	২৮৯০০০
ডিসেম্বর	১৯৩৬	৪,৪২৪,০০০	১৩৫০০০
	১৯৩৭	২,২০৬,০০০	২৬০০০০
জানুয়ারী	১৯৩৭	৪,১২৫,০০০	১২৭০০৯

ক্যানাডায় মধু উৎপাদন

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ক্যানাডায় মধু উৎপাদন গড়পড়তার চেয়েও ন্যূন ছিল। নিউ ব্রান্সউইক এবং বৃটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশদ্বয় ব্যতীত অন্যান্য সমগ্র প্রদেশে মধুর উৎপাদন ন্যূন ছিল। ইহা বহু পরিমাণে মধুপোকা নষ্ট হওয়ার দরুণ ঘটিয়াছিল। অধিকন্তু গ্রীষ্মের সময়ে মধুর আহরণ বিশেষরূপে হ্রাস পাইয়াছিল। ক্যানাডার সমগ্র মধুর অর্দ্ধেক পরিমাণ অন্টারিওতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে অন্টারিওতে ৬,২৫০,০০০ পাউণ্ড মধু মৌচাক হইতে বাহির করা হইয়াছিল। ২৭০,০০০ পাউণ্ড মধু মৌচাক সহ উৎপন্ন হইয়াছিল।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রেইরী প্রদেশসমূহে মোট ১২·৫ মিলিয়ন পাউণ্ড মধু উৎপন্ন হইয়াছিল। দক্ষিণ সাস্কেচোয়ান চিওয়ানে খুব অনাবৃষ্টির দরুণ আলোচ্য বর্ষে ১ মিলিয়ন পাউণ্ড মধু উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের উৎপন্ন মধুর ৩৭ পারসেণ্ট মাত্র। শীতের সময়ে মৌমাছির ঝাঁক অতি সুস্বরূপে আসিয়াছিল এবং রেকর্ড হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শীতকালে মৌমাছি ঝাঁকের হ্রাস খুব কম হইয়া থাকে।

মধু উৎপাদক অন্যতে নোভাস্কোশিয়ায় অনাবৃষ্টির দরুণ মধুর উৎপাদন বিশেষরূপে হ্রাস পাইলেও অতি চমৎকার মধু উৎপন্ন হইয়াছে। বিগত বর্ষের তুলনায় নিউব্রান্সউইকে মধুর উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নিম্ন তালিকায় ক্যানাডার বিভিন্ন প্রদেশসমূহে ১৯৩৬ এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মদ্য উৎপাদনের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ		১৯৩৭ পাউণ্ড
প্রিন্স এড্‌ওয়ার্ড দ্বীপ		৬,০০০
নোভাস্কোসিয়া	৬০,০০০	৫০,০০০
নিউ ব্রান্সউইক	৫০,০০০	৮১,০০০
অণ্টারিও	৮,৯৭০,০০০	৬,৫২০,০০০
মনিটোবা	৮,১৩৫,৫০০	৬,১৫০,০০০
সাস্‌কেচিওয়াম্‌	২,৬৩৬,০০০	২৮৯,০০০
এল্‌বার্টা	১,৮৫০,০০০	১,৫০০,০০০
বৃটিশ কলাম্বিয়া	১,১২৯,১০০	১,৭২৬,৫০০
প্রদেশের মোট	২২,৮৭৫,৫০০	১৬,৭২১,০০০

অ্যাংলো-আর্জেন্টাইন ব্যবসার সংপ্রসারণ

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের অ্যাংলো-আর্জেন্টাইন ব্যবসা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে, বিগত বার মাসের মধ্যে আর্জেন্টিনার বাজারে প্রধান প্রধান বৃটিশ পণ্য রপ্তানির মূল্য ১৯,৫৩২,০০০ পাউণ্ড হইয়াছিল। ইহা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের তুলনায় প্রায় ৩১ পারসেণ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে আর্জেন্টিনা ৩,৪৯৫,০০০ পাউণ্ড মূল্যের লৌহ এবং ইস্পাত নির্ম্মিত পণ্য গ্রেটবৃটেন হইতে আমদানি করিয়াছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে অন্ততঃ ১০৭ পারসেণ্ট আর্জেন্টিনায় বৃটিশ রপ্তানি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে রপ্তানি কয়লার মূল্য ১,১২৪,০০০ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ৩২ পারসেণ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর্জেন্টিনায় গ্রেটবৃটেন ৩৮০,৫০০ পাউণ্ড মূল্যের মোটরগাড়ীও লরী রপ্তানি করিয়াছে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে গ্রেটবৃটেন আর্জেন্টিনা হইতে ১৯,৪৭৩,০০০ পাউণ্ড মূল্যের পণ্য আমদানি করিয়াছিল। ইহা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ৩২·৮ পারসেণ্ট মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য দেশসমূহের তুলনায় আর্জেন্টিনার সহিত গ্রেটবৃটেনের আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা বেশী হইলেও ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আর্জেন্টিনা হইতে বৃটেনে আমদানি কিয়ৎপরিমাণ হ্রাস পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে মার্কিণরাজ্য হইতে যুক্তরাজ্যে পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৬ এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১২ মাসে আর্জেন্টিনার প্রধান প্রধান বৃটিশ রপ্তানি পণ্যের মূল্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	১৯৩৬	১৯৩৭	শতকরা বৃদ্ধি বা হ্রাস
	পাউণ্ড	পাউণ্ড	
তুলার সুতা	৬০১,৫৪৫	৭২৯,৫৫২	+২১
খুচরামাল :—			
আনব্লিচড্‌	১২৮,৩৬৩		
ব্লিচড্‌	৬৬৪,৪৪৭		
ছাপযুক্ত	৪৬৩,৩২৩		
রঙ্গীণ	১,১৩৯,৫২৮		
রঙ্গীণ তুলা	৩০২,৫৮৬		
	২,৬৩৮,৩১৭	৩,২১৮,৯৮২	+১৯
	২৩৪,৮১৪	৩৪৭,৭৩৬	+৪৭·৫
বিবিধপ্রকার	১৪৩,২৫৮	১৬৯,৩৩৫	+১৩·৪
মোট (তুলা)	৩,৬৮৮,৯৯৪	৪,৪৬৫,৬০৫	+২১
লৌহ ও ইস্পাত এবং এতদ্‌ নির্ম্মিত পণ্য	২,০৭৩,৬৭৪		
পশম নির্ম্মিত সূতা	১,৭৭৪,৯৮২		
কয়লা	১,৮০০,৯৬২		
নির্ম্মিত জ্বালানী কাষ্ঠ		৩৭,৭৪৫	-৬৬·৬
যন্ত্রপাতি ও ইহার অংশ			
রেলওয়ে যন্ত্রপাতির অংশ			
রবার টায়ার			
যান জাহাজ ও বিমান পোত	৫১৭,৮০৭	৭৪৪,২৮৫	+৪০·৪
মোট (যান)	৫৫৭,৩২৪	১,০১৯,২৫৫	+৫৫

জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য

জানুয়ারী মাসে জাপানের আমদানি ব্যালেন্স অপেক্ষাকৃত ন্যূন ছিল। ইহা রপ্তানি ব্যবসা সংপ্রসারণের ফলে হয় নাই। রপ্তানি ব্যবসা হ্রাসের তুলনায় সমধিক পরিমাণে আমদানি ব্যবসা হ্রাসই ইহার প্রধান কারণ। রপ্তানি পণ্যের মূল্য ১৬৩ মিলিয়ন ইয়েন হইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের তুলনায় ৩৬ মিলিয়ন ইয়েন প্রভেদ ছিল। আমদানি পণ্যের মূল্য ১৯৩ মিলিয়ন ইয়েন ছিল। ১১১ মিলিয়ন ইয়েন কম ছিল।

সুতরাং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমদানি পণ্যের ব্যালেন্স ৩০ মিলিয়ন ইয়েন ছিল। ইহা ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের তুলনায় ৭৫ মিলিয়ন ইয়েন ন্যূন ছিল। এক বৎসর যাবৎ তুলার খুচরা মাল রপ্তানি ৩৩ মিলিয়ন ইয়েন হইতে ২৮ মিলিয়ন পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। কাঁচা সিল্ক রপ্তানির মূল্য ২৭ মিলিয়ন ইয়েন হইতে ২২ মিলিয়ন ইয়েন পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। কাঁচা তুলার আমদানির মূল্য ১২৮ ইয়েন হইতে ১৩ ইয়েন পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। পশম আমদানির মূল্য ২০ মিলিয়ন হইতে ৬ মিলিয়ন ইয়েন, উহপাদ ৬ মিলিয়নের ন্যূন এবং তৈলের বীজ ৪ মিলিয়নের ন্যূন হ্রাস পাইয়াছিল।

জাপানের রেয়ঁ ব্যবসা

হাজার পাউণ্ড হিসাবে

	প্রথম অর্দ্ধাংশ		দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশ	
	১৯৩৭	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৬
কুয়ান্টুং প্রদেশ	১,৩৩৪	৯,১০২	২২৬	৩,৯০৫
চীন	৪,৪৭৬	২৫৭	৯৪৫	২,৬৭৯
বৃটিশ ভারত	১৩,৭৯৮	৩,৫৫৯	১৬,৮৭২	৭,৫৫৩
ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ	৮২৯	৫৩৮	২,৫০৯	৭২৬
মেক্সিকো	২,৮৭৫	২,৬৪৭	৪,৩১৮	১,১৬৩
হংকং	৪৩৪	২৩৪	৩২২	৪৩১
জার্মাণি	১১৭	১৫৫	২২৭	১০১
আর্জেন্টিনা	২৫৮	২৮৯	৫৪১	৭২
মিসর	২৩৫	১,০৪১	৫১৮	১০২
দক্ষিণ আফ্রিকা:				
ফেডারেশন				
অষ্ট্রেলিয়া				
অপরাপর সহ				
মোট	২৫,১০১			

নিম্ন তালিকায় প্রদর্শিত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যাইবে যে, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে রেয়ঁ রপ্তানি নিম্নরূপ অবস্থায় ছিল।

	প্রথম অর্দ্ধাংশ		দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশ	
	১৯৩৭	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৬
মাঞ্চুকুও	৩,৩১৬	৫৮৫	৩,৮২৩	১,৯০১
কুয়ানটুং প্রদেশ	২৫,৫২৩	২৮,০৬৯	১১,২৯০	২৮,৫৫৯
চীন	৪,৭৭৯	৯৩৬	৪৪৮	১,০৫৪
হংকং	২০,১১৭	১৫,১৬৯	৭,১০৫	১১,৮১৮
শ্যাম	৮,৮৪৭	৭,৮১৮	৩,২৪৩	৮,৯৫০
ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট	৪,৩১৭	৩,৪০৬	৫,৭০৪	৬,২৭৭
বৃটিশ ভারত	৪৫,৫৬৮	৪০,৫৮৪	৪৯,২৬৬	৫১,৪৯৬
ইরাক	১২,১৬৬	৯,৪৮০	৯,৯৬০	৬,৬৮১
সিরিয়া	২,৪৭০	১,৭০১	১,৭৮৩	৮৫০
প্যালেষ্টাইন	১,৫৯৭	১,৮৬৯	৫২৪	৪৭৫
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ	৯,৮৬৯			
ডাচইষ্টইণ্ডিজ	২৪,০৫২			
ইংলণ্ড	২,০৬২			
আয়ার্ল্যাণ্ড	৩,৭১৫			
মাকিণরাজ্য	২,৪৩১			
ক্যানাডা	১,৭৪৮			
পানামা	৫,১২০			
কুরাকাও	২,২৩৬			
উরুগুয়ে	৩,৪০৯			

	প্রথম অর্দ্ধাংশ		দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশ	
	১৯৩৭	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৬
মিশর	১,২২৯	১,২৬৫	২,৫০১	৬৪৪
দক্ষিণ আফ্রিকা				
ফেডারেশন	৭,৩২৪	৫,৫১১		৮,৭৫৮
কয়াসী মরক্কো	৬,০০৭	৮,৫১৪		৮,২৫৯
অষ্ট্রেলিয়া	১৩,৩২৪	২৯,৯২১		৩৮,৫৪৭
নিউজিল্যাণ্ড	৩,৬৩২	৪৩৮৭		৯,৮২৩
অন্যান্য দেশ সহ				
মোট	২৩৯,৬৩১	২৫৭,৬৪১	২৫৫,৪৬৭	২৭০,৩০১

মিশরের বিদেশী ব্যবসা

আমদানি

১৯৩৭ সনের নবেম্বর মাসের মোট আমদানি দ্রব্যের দর ১৯৩৬ সনের ঐ মাসের দরের ৪ মিলিয়ন বেশী। ইংলণ্ড হইতে আমদানি শতকরা এক ভাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, নরওয়ে ও রুমানিয়া হইতে আমদানির হারও বর্দ্ধিত হইয়াছে। গত ১১ মাসের আমদানি গত বৎসরের তুলনায় ৬ মিলিয়ন বেশী হইয়াছে। চেকো-শ্লোভাকিয়া, জাপান ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে মিশর দেশে আমদানির হার কমিয়া গিয়াছে।

রপ্তানি

১৯৩৬ সনের তুলনায় রপ্তানি ৮½ মিলিয়ন লিরা বেশী হইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্য, বেলজিয়াম, জার্ম্মাণি, ইটালি রুমানিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রতেই বেশীর ভাগ রপ্তানি হয়।

১৯৩৭ সনের জানুয়ারী হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যের হিসাব দেওয়া হইল :—

আমদানি

	১৯৩৬		১৯৩৭	
দেশের নাম	লিরা	শতকরা	লিরা	শতকরা
গ্রেটব্রিটেন	৬,৯৩৯,৫৯০	২৪	৭,০৫২,৩৭৭	২১
বৃটিশ সাম্রাজ্য	১,৫৬৩,৯৫৯	৫	১,৭২৯,৬৭০	৫
অষ্ট্রিয়া	২৬৬,৬৭৬	১	৩৪৪,৯৯৩	
বেলজিয়াম	১,৫৭৪,৫৩১	৫	২,০৫৬,৯৩০	
চিলি	৯৬৪,২৫৫	৩	১,২৫৬,৭৪৩	
চেকোশ্লোভাকিয়া	৩৮১,৭৭৪	২	৬৮৫,৩৫৪	
ফ্রান্স	১,৪২৬,০৮২	৫	১,৪৮৪,৮৮৯	
জার্ম্মাণি	৩,১৭৬,৫৬৮	১১	৩,৮৭৬,২৮২	
গ্রীস	৪০৭,৪৮৬	২	৪৫৪,২৮৯	
ইতালি	৫৪৬,৩০৬	২	৬৬৮,৪২১	
ইরাণ	৫১৩,০৯৪	২	৭৪৪,৮৭৪	
ইটালি	৮৫৩,৫৩৭	৩	২,৯১২,২৪১	
জাপান	২,০৪২,৪৪৮	৭	১,৪০০,৬৪৭	
নরওয়ে	৪৮৮,২২৯	২	৪০৬,৭৪৬	
প্যালেষ্টাইন	১৪২,১৩২	১	১৭৬,০০১	
রুমানিয়া	৯১১,০৫৮	৩	১,৪৪৬,৪০৮	
সুইটজারল্যাণ্ড	৩৮৩,৯৯৮		৪৬৯,৫৮৩	
তুর্কি	২৪৩,৩০৯		২২৫,০৯৭	
আমেরিকা				
যুক্তরাষ্ট্র	১,৬১৯,০০১		১,৮৫৮,৫৭৭	৬
রাশিয়া	৫৬৯,৪৭২		৪৫২,২২৫	১
অন্যান্য দেশ	৩,৪৯৯,২৩৭		৪,৪৩১,৮০৬	১৩
মোট	২৮,৫৯০,৮০২	১০০	৩৪,৪০১,৬২৭	১০০

রপ্তানি

ইংলণ্ড	১০,৫০৮,০৯৫	৩৮	১১,২২৫,৮৮৪	
বৃটিশ সাম্রাজ্য	১,৪০২,৯১১	৫	২,০৩৮,৭৮২	
অষ্ট্রিয়া	৩১৮,২৮৯	১	৩৮৪,০৪৮	
বেলজিয়াম	৩৯০,০৯২	১	৭২৭,৯৪৭	
চেকোশ্লোভাকিয়া	৯৩৮,৬৪৮	৩	১,১৯৩,০২০	
ফ্রান্স	২,৮৩১,০৪৭		৩,৭৪২,০১৬	
জার্ম্মাণি	২,০৫৮,৩৭৪		৩,০২৫,৫৬০	
গ্রীস	৩৩২,৭০২		৪২৪,৬৭৫	

ইতালি	৭৩৮,৫২৬	৩	২,২১০,৯১৪	৬
জাপান	১,২৮৪,৪০০		২,৩৭৪,০০৪	৭
পালেষ্টাইন	৪০৩,০০৩		৫০১,৮৩৪	২
পোল্যাণ্ড	৪৮৬,১২৮		৫১০,২৮৩	২
রুমানিয়া	৬১৩,৪৯২		১,১১৮,৫১৩	৩
স্পেন	৬৭৩,৩৪২		৬৫,৩৯৫	—
সুইট্‌জারল্যাণ্ড	৮০৭,৪০৭		১,১৩১,৪৯৭	৩
রাশিয়া	১,১৯০,০৮৭		২,৫৫৫,৭৯৯	৭
অন্যান্য দেশ	১,৮৫৩,৩৭৭		২,৪৮৪,৩৩৭	৭
মোট	২৭,৯১৪,৭২৮	১০০	৩৬,১৮৫,৩৮৫	১০০

জাপানে চিনি প্রস্তুত

১৯০৩ হইতে ১৯৩৮ সন পর্য্যন্ত জাপানে প্রতি বৎসর কিরূপ পরিমাণ চিনি প্রস্তুত হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া হইল :—

বৎসর	পিকুল
১৯০৩-০৪	১,৩৪৯,১১৬
১৯০৪-০৫	১৯,৫৫২,২৪১
১৯৩৪-৩৬	১৮,৩১০,০৫৫
১৯৩৬-৩৭	২০,০৩১,১০৩
১৯৩৭-৩৮	২২,১২৬,৮৯০

(১ পিকুল = ৬৬·১৩৪ সের)

সোভিয়েট রাশিয়ার স্বাধীন নারী

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সাহার স্ত্রী, রাশিয়ান মহিলা শ্রীযুক্তা তাতিয়ানা সাহা "সোভিয়েট রাশিয়ার নারী" সম্বন্ধে কলিকাতা অ্যালবার্ট হলে যে বক্তৃতা প্রদান করেন। নিম্নে তার সারাংশ দেওয়া হইল।

জারের আমলেও রাশিয়ার নারীরা ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের চাইতে অনেক বেশী স্বাধীন ছিল। সোভিয়েট শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর রাশিয়ায় আইন প্রণয়ন করিয়া মেয়েদিগকে পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করা হয়। লেনিন বলিতেন প্রত্যেক গৃহকর্ত্রীর দেশের শাসন-কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

বেশকম মেয়ে পূর্ব্ব হইতেই লেখাপড়া জানিত, সরকার তাহাদিগকে ডাকিয়া নিয়া বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত করিতেন। রাশিয়ার মেয়েরা সরকারী চাকুরীতে পুরুষের চেয়ে বেশী সুবিধা পাইয়া থাকে।

স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বত্রই ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয়। তাহারা একসঙ্গে বসে, একই শিক্ষকের কাছে একই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।

মেয়েরা যে শারীরিক শক্তিতে পুরুষের সমান নয় রাশিয়ার সরকার তা স্বীকার করেন। সন্তানসম্ভাবনা হইলে মেয়েরা চারমাস ছুটি পাইয়া থাকে—দুই মাস প্রসবের পূর্ব্বে এবং দুই মাস পরে। সরকার হইতে এই সময় তাহাদের মাহিয়ানা দেওয়া হয়। মেয়েদের প্রসূতী-ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা হয়। পয়সার দরকার হয় না।

চারিটি সন্তান প্রসব করার পরে প্রত্যেকটি নূতন সন্তানের জন্য মেয়েরা সরকার হইতে বিশেষ বৃত্তি পাইয়া থাকে। ছেলেমেয়েদের খেলা করিবার জন্য সর্ব্বত্র বিশেষ উদ্যানের বন্দোবস্ত আছে। 'কারম' 'ফ্যাক্টরী' সর্ব্বত্রই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা খেলার মাঠ আছে। ছোট শিশুসন্তানদের খাওয়াইবার জন্য কাজের সময়ও মায়েরা ছুটী পায়। তাদের জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত সমেত আলাদা ঘর আছে। রেলে ভ্রমণের সময়ও এক প্রকার বন্দোবস্ত করা হয়।

১৬ বছর বয়সের মেয়েরা বিবাহ করিতে পারে। মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ তাহাকে বিবাহ দিতে পারে না। জোর করিয়া বিবাহ দিতে চেষ্টা করিলে সে গভর্ণমেণ্টের কাছে নালিশ করিতে পারে। বিবাহের অনুষ্ঠান খুব সাদাসিধা ভাবে পালন করা হইয়া থাকে। বিবাহের পর নরনারীর উভয়েরই বিবাহ বিচ্ছেদ করিবার অধিকার আছে—অবশ্য কারণ দেখাইয়া। এক জীবনে তিনবার পর্য্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদ করিবার অধিকার আছে। যে সন্তানসহ মেয়ের বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়া থাকে, এই সন্তানের ব্যয়ভার তাহার পূর্ব্বেকার স্বামী বহন করিতে বাধ্য। বিবাহ বিচ্ছেদের পর সন্তানকে রাখিবার অধিকার মায়ের থাকে। অবশ্য মাতা অনুমতি দিলে সন্তান তার পিতার নিকটেও থাকিতে পারে।

১৮ বছর পার হওয়ার পর প্রত্যেক মেয়েকে সরকারী চাকুরী দিতেই হইবে। যদি তারা পড়াশুনা করিতে চাহে তবে তাহাদের সে সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। আর যদি ইহার মধ্যে বিবাহ করে তবে স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী কাজ ছাড়িয়া থাকে। ৫৫ বৎসরের পর মেয়েরা পেনসন পাইয়া থাকে।

রাশিয়ার মেয়েরা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে—সাহিত্য, কলা, ক্রীড়া, রাজনীতি—সর্ব্বত্রই পুরুষের সহিত সমান অধিকার লাভ করিয়াছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন জার

[ষড়যন্ত্র, দেশদ্রোহিতা এবং নরহত্যার অভিযোগে সম্প্রতি রুশিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের যে বিচার হইয়া গেল, তৎসম্বন্ধে নির্ব্বাসিত রুশ নেতা লিও ট্রটস্কির একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার সারমর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল।]

বর্ত্তমান মামলায় বুখারিন, রিকফ এবং র‍্যাকভস্কির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েট রুশিয়ার আজ যে গভীর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, ইহাদিগের মনোভাবের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে বলশেভিক ডাবরোভিন্‌স্কি রিকফের কথা উল্লেখ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, 'দেখ, অন্য কোন দেশে এই ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রী হইতে পারিত।"

ইহার চতুর্দ্দশ বৎসর পরে লেনিনের মৃত্যুর পর, তাঁহার স্থলে আমারই নির্দ্দেশে রিকফ—সোভিয়েটের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। রাজনীতিক বিষয়ে রিকফের ধারণা ছিল সুস্পষ্ট, শাসনকার্য্য-পরিচালনায় তাঁহার দক্ষতাও ছিল অসাধারণ। তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গীতে কিঞ্চিৎ জড়তা থাকিলেও তিনি শক্তিশালী বক্তা ছিলেন। বস্তুতঃ, তাঁহার সমগ্র জীবন তিনি একটি মাত্র আদর্শের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

বুখারিনের প্রকৃতি রিকফের ঠিক বিপরীত ছিল। তিনি লেখক এবং পণ্ডিত হিসাবেই বিখ্যাত ছিলেন। গঠনকার্য্যে তিনি কোন ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সেই হেতু শাসনকার্য্য পরিচালনার ভারও তাঁহার উপর পড়ে নাই। তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহার উপর সরকারের মুখপত্র 'প্রভাদার' সম্পাদনভার অর্পিত হইয়াছিল। জিনোভিফের পতনের পর তিনি কম্যুনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিকের নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন (১৯২৬-২৭)। শিশুসুলভ সারল্যের জন্য তিনি লেনিনপ্রমুখ সকলেরই প্রীতিভাজন ছিলেন। লেনিনের সহিত তাঁহার প্রায়ই মতভেদ উপস্থিত হইত এবং তিনি প্রবল উদ্যমে তর্ক করিতেন, কিন্তু তাঁহার জন্য উভয়ের সুহৃদ্‌তার ব্যাঘাত ঘটে নাই। শিশু যেমন মাকে ভালবাসে, বুখারিন তেমনই লেনিনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। সেকালে কেহ যদি আমাদিগকে বলিত যে, বুখারিন লেনিনকে হত্যা করিবেন, তাহা হইলে আমরা তাহাকে উন্মাদ মনে করিতাম।

র‍্যাকভস্কির সহিত আমার পরিচয় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বিপ্লবিতা ত্যাগ করিয়া সরকার পক্ষ সমর্থনে উদ্যত হন। তাঁহাকে যথার্থ আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবী বলা চলে। তিনি বুলগেরিয়ান (মাতৃভাষা), রুশ, ফরাসী, রুমানিয়ান, ইংরেজী ও জার্ম্মাণ ভাষায় চমৎকার কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন। এইগুলি ব্যতীত ইতালিয়ান ও অন্যান্য ভাষার সহিত তাঁর পরিচয় ছিল। চিকিৎসক হইলেও সুবক্তা ও সুলেখক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। চিত্তের ঐশ্বর্য্য, সরলতা ও সহৃদয়তার দ্বারা তিনি সকলের অন্তর জয় করিয়াছিলেন।

বুখারিন ত্রিশ বৎসর, রিকফ প্রায় চল্লিশ বৎসর এবং র‍্যাকভস্কি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ বিপ্লব আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

আজ ইহাদিগেরই বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইল যে, গুপ্তচর এবং বৈদেশিক শক্তিসমূহের এজেন্টরূপে ইহারা সোভিয়েট রাষ্ট্রের ধ্বংসসাধন করিয়া ধনিকতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল কারাবাসের পর ইহারা তাঁহাদিগের অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন।

ইহাদিগের পরেই পুরাতন বলশেভিক ক্রেষ্টিনস্কির নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি ষ্ট্যালিনের পূর্ব্বে দলের সাধারণ সম্পাদক এবং এক সময়ে বার্লিনে রুশিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

গোয়েন্দা পুলিশের ভূতপূর্ব্ব বড়কর্ত্তা ইয়েগোদা প্রায় ১০ বৎসর ষ্ট্যালিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে

জিনোভিফ এবং ক্যামেনেফের মামলার আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার পর তাঁহার মনে ভয় দেখা দেয় যে, তাঁহার পুরাতন বলশেভিক বন্ধুদিগের মধ্যে আরও অনেকের সম্বন্ধে হয়ত এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। এই আশঙ্কাই তাঁহার পতনের কারণ হইল। একদিন যিনি গোয়েন্দা পুলিশের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাকেই গ্রেপ্তার করিয়া বিশ্বাসঘাতক ও জনসাধারণের শত্রুরূপে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইল। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, ইয়োগোদা একদিন জিনোভিফের বিরুদ্ধে যে কৌশল-প্রয়োগ করিয়াছিলেন, গোয়েন্দা পুলিশের নূতন কর্ত্তা তাঁহার সম্বন্ধেও ঠিক সেই কৌশলই প্রয়োগ করিলেন।

ইহাদিগের পরেই ক্রেমলিনের চারিজন চিকিৎসকের কথা মনে পড়ে। তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁহারা ম্যাক্সিম গর্কী প্রভৃতির দেহে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই অবিশ্বাস্য অভিযোগেই অন্যান্য অভিযোগগুলির স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে।

এখন ষ্ট্যালিনের সাম্প্রতিক বিচার-ব্যবস্থায় বলশেভিক দলের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীদিগের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাই দেখা যাউক। দেখা যাইতেছে, ষ্ট্যালিন এবং লেনিন (সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে) ব্যতীত দলের সকলেই বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির 'চর' হইয়া পড়িয়াছেন। সকলেই—লালফৌজ এবং নৌ-বাহিনীর সকলেই—ট্রটস্কি, টুখাচেভস্কি, ইয়াকির, ব্লুবোরেভিচ প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতক এবং শেকোলনিকফ, র‍্যাকভস্কি প্রভৃতি সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতগণ "জনসাধারণের শত্রু"। বৃহৎ শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ শ্রমিকগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির অভিযোগে অভিযুক্ত; জিনোভিফ ও বুখারিন প্রভৃতি ট্রট্স্কিষ্ট ও সাম্রাজ্যবাদীদিগের এজেন্ট। সর্ব্বোপরি সরকার ও বলশেভিকদলের নেতৃবৃন্দের দেহ বিষাক্ত করিবার ব্যবস্থা!!

এই চিত্র সম্পূর্ণ করিবার পক্ষে উহার নিম্ন চিত্রকর ষ্ট্যালিনের একটি স্বাক্ষরই যথেষ্ট।

এই মামলার আসামীরা বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী দলের সদস্য। চরমপন্থী, দক্ষিণপন্থী, ষ্ট্যালিন ও ট্রটস্কিপন্থী —সকলকেই অভিযোগকারীর দুই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একত্রিত করা হইয়াছে। এই মামলা ও পূর্ব্ববর্ত্তী মামলাগুলির মধ্যে অদৃশ্য একটি যোগসূত্র রহিয়াছে—সে যোগসূত্র ষ্ট্যালিন স্বয়ং। আসামীরা যেসকল অপরাধ করিয়াছেন, সেগুলির প্রত্যেকটি নাকি আমারই অনুরোধে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বুখারিন এবং রিকফের ন্যায় যে সকল ব্যক্তি প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে আমার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতেন, তাঁহারাই—কি কারণে জানি না,—অকস্মাৎ বিদেশ হইতে প্রেরিত আমার নির্দ্দেশ অনুযায়ী যে কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন! সোভিয়েট সরকারের নেতৃবৃন্দ আমারই নির্দ্দেশে বৈদেশিক শক্তিসমূহের এজেন্ট হইলেন, যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্টা করিলেন, সোভিয়েট রাষ্ট্র ও শ্রমশিল্পের সর্ব্বনাশসাধনে অগ্রসর হইলেন, ট্রেণ চূর্ণ করিলেন এবং গ্যাস প্রয়োগে শ্রমিকদিগকে বিপন্ন করিলেন!! আমার কনিষ্ঠ পুত্র ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের অধ্যাপক সেরগি সেরফ এই অপরাধে অপরাধী হইল। সর্ব্বোপরি আমার মনস্তুষ্টির জন্য ক্রেমলিনের চিকিৎসকগণও তাঁহাদিগের রোগীদের দেহে বিষপ্রয়োগ করিলেন!!!

আমি বহু বিপ্লব ও তাহার প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস অত্যন্ত মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি। গত দেড় বৎসরের মধ্যে আমাকে একরূপ সকলের এই বিচার-ব্যবস্থার পরিবেষ্টনের মধ্যেই বাস করিতে হইয়াছে। তথাপি বুখারিন লেনিনকে হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন, র‍্যাকভস্কি জাপানের সেনানায়কদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বা ক্রেমলিনের চিকিৎসকগণ বৃদ্ধ গর্কীর দেহে বিষপ্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া যখন সংবাদ আসিতে লাগিল, তখন সেগুলিকে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন ব্যতীত কিছুই মনে করিতে পারিলাম না।

গুপ্ত পুলিসের ভয়াবহ সংযোগ হইতে নিজ চিন্তাধারাকে অতি কষ্টে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমি মনে মনে প্রশ্ন করিলাম—"কি কারণে এবং কি উপায়ে ইহা সম্ভব হইল?

যিনিই রুশিয়ার উপরোক্ত ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করিবেন, তাঁহাকে নিম্নলিখিত দুইটি প্রশ্নের সমুখীন হইতে হইবে:—

(১) হয় পুরাতন বিপ্লবীদিগের সকলে—যাঁহারা জারের শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, বলশেভিক-দল গঠন করিয়াছিলেন, অক্টোবর-বিদ্রোহ সফল করিয়াছিলেন, এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রগঠন ও কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই সকল কার্য্য সাধিত হইবার পরেই তাঁহারা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির এজেণ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন।

(২) কিম্বা ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে বর্ত্তমান সোভিয়েট সরকার পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম অপরাধের জন্য দায়ী হইয়াছেন।

ষ্ট্যালিনকে প্রাচীনপন্থী বলা চলে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর হইতে তিনি বলশেভিকদলের সহিত সংশ্লিষ্ট। বলশেভিকদিগের সকলেই সমধর্ম্মী নহেন। ষ্ট্যালিনের সহিত লেনিন, জিনোভিফ বা ক্যামেনফের কোনরূপ সাদৃশ্য নাই। বহির্জগৎ সম্বন্ধে ষ্ট্যালিনের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ—কোন বিদেশী ভাষার সহিত তাঁহার পরিচয় নাই। তাঁহার শিক্ষা যে আত্মসন্ধ, তাহার পরিচয় তাঁহার আচরণেই পাওয়া যায়। তবে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ও বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন। তাঁহার মন সর্ব্বদা সংশয়াকুল। তাঁহার মন অপেক্ষা চরিত্র বড়। তিনি দূরদর্শী নহেন, সৃষ্টিক্ষম কোন কল্পনা তাঁহার মনে স্থান পায় না, সাহিত্যিক প্রতিভা ও বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা হইতে তিনি বঞ্চিত; কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি অসমসাহসিক। তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সন্দেহ ও প্রতিহিংসা-পরায়ণতায় কলঙ্কিত। বিচিত্র ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরার মধ্যে তাঁহার চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবগুলি অসাধারণভাবে বিকাশের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দেও ষ্ট্যালিন জনসাধারণের অধিনায়কত্ব করিবার কল্পনাও মনে স্থান দিতে পারেন নাই। প্রথমাবধি তিনি 'বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহের পর তিনি প্রিন্স এর নেতৃত্বে গঠিত অস্থায়ী সরকারের পক্ষ সমর্থন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। লেনিনের সমাজতান্ত্রিক কার্য্যতালিকা কখন তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা হয়ত তিনি বুঝিতেই পারেন নাই। প্রথম দিকের বিরাট গণ-আন্দোলনে তিনি কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই—লেনিনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী মাথা নত করিয়া 'প্রভাদায়' প্রবন্ধ লিখিতে লিখিয়াছিলেন।

ষ্ট্যালিনের চরিত্রের দৃঢ়তা এবং সতর্কতার জন্য লেনিন তাঁহার প্রশংসা করিতেন। তবে তিনি যে রাজনীতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নহেন, তাহাও লেনিন জানিতেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমার নিকট লিখিত এক পত্রে ষ্ট্যালিনকে তিনি 'জর্জ্জিয়ান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে জিনোভিফ যখন ষ্ট্যালিনকে বলশেভিক দলের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন, তখনও লেনিন তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি সকলকে সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন,—"এরূপ পরামর্শ দিও না; এই পাচক শুধু অতিরিক্ত মশলা দেওয়া খাদ্য তৈরী করিবে।"

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে লেনিন যে উইল করেন, তাহাতেও তিনি ষ্ট্যালিনকে—তাঁহার রূঢ়তা, অসাধুতা ও ক্ষমতা অপ-প্রয়োগের ইচ্ছার পরিচয় পাইয়া,—সাধারণ সম্পাদকের পদ হইতে অপসারিত করিতে বলেন। লেনিন যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন ষ্ট্যালিনের নাম কশিয়ায় শুনা যাইত না। বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন। জনসাধারণ তাঁহার বিষয় কিছুই অবগত ছিল না। কেবল বুরোক্র্যাটরা তাঁহার উপর নির্ভর করিত।

তাহার পর জনসাধারণ যতই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল, ততই বুরোক্রেসী তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। ক্রেমলিন হইতে ধ্বনি উঠিল—"পূর্ব্বের শাসনতন্ত্রগুলির অবসান ঘটিবার কারণ এই যে, নেতৃবৃন্দ শাসনতন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য যথেষ্ট বলপ্রয়োগ প্রয়োজন মনে করেন নাই।"

মার্কসের মতবাদ পুলিসের মতবাদে পরিণত হইল! ষ্ট্যালিন এই মতবাদের অন্যতম প্রচারক হইলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ষ্ট্যালিন এই নব বুরোক্রেসীর 'জার'রূপে অধিষ্ঠিত হইলেন। 'সামাজতন্ত্রবাদ' 'জনসাধারণ' 'আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লব' প্রভৃতি শব্দগুলি আজ এই

ব্যুরোক্রেসীর কৃপায় ইহাদেরই ছদ্মনামে পরিণত হইয়াছে। ভিতরে ভিতরে গোলযোগ যতই প্রবল হইয়া উঠে, এই শব্দগুলি ততই অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। বিপ্লব-পরবর্ত্তী যুগে প্রতারণা ও মিথ্যার উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। আত্মপক্ষ সমর্থনের উপায় নাই বলিয়া সামান্য বিরুদ্ধাচরণও ইহার সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই। ইহাদিগের স্বেচ্ছাচারের কেহ সমালোচনা করিলেই তাহার কণ্ঠরোধ করা হয়; ইহাদিগের সহিত মতভেদ ঘটিলেই তাহা বিশ্বাস-ঘাতকতা বলিয়া অভিহিত হয়।

এই মতভেদ ও সমালোচনা যতই প্রবল আকার ধারণ করিতে লাগিল, কর্ত্তৃপক্ষ তাহা দমনের জন্য ততই কঠোর উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। জনসাধারণের চিত্তে ভীতি উৎপাদন আরম্ভ হইল। ষ্ট্যালিনের রূঢ়তা, অসাধুতা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার সম্বন্ধে লেনিন যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিতে লাগিল। ক্রেমলিনের এই পাচক যে খাদ্য প্রস্তুত করিলেন, তাহা উগ্রতায় সকলকে ছাড়াইয়া গেল।

বিপ্লবী জনসাধারণের যতই অবনতি ঘটুক, তাহাদিগের সম্বন্ধে ষ্ট্যালিনের সন্দেহ ঘুচিল না। ব্যুরোক্রেসীর যন্ত্রে তিনি জনসাধারণের কণ্ঠরোধে উদ্যত হইলেন। ইহাই তাঁহার বর্ত্তমান অভিযানের মর্ম্মকথা।

রুশিয়ার গুপ্তপুলিস প্রাচীন বলশেভিকদিগকে বিশ্বাস-ঘাতক ও গুপ্তচর প্রতিপন্ন না করিয়া নিরস্ত হইবে না।

পুলিস সরকারের অপ্রীতিভাজন ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া নির্জ্জন কক্ষে ফেলিয়া রাখে, তাহাদিগের পুত্র, কন্যা, আত্মীয়স্বজন, এমন কি বন্ধুদিগকেও গ্রেপ্তার করা হয়। মামলার উদ্যোগের পূর্ব্বেই কয়েকজন আসামীকে হত্যা করা হয় (যেমন কারাখান, ইয়েগুকিদ্‌জে প্রভৃতি) এবং তাহাদিগের আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করিবার ভয় দেখান হয়। ইহার উপর সর্ব্বশক্তিমান সংবাদপত্রগুলির ধিক্কার ত আছেই।

এইসকল ব্যবস্থার ফলে যদি ধৃত ব্যক্তিদিগের মানসিক বিকার ঘটে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। ফলে শুধু লৌহশলাকা ব্যবহার না করিয়াও তাহারা 'স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বীকারোক্তি' সহজেই আদায় করিতে পারে।

কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই পদ্ধতির অসীম ক্ষমতা সম্বন্ধে ষ্ট্যালিনের অগাধ বিশ্বাস ছিল। আজও তাঁহার সে বিশ্বাস আছে কি না বলিতে পারি না। প্রত্যেক মামলার পর, কেবল জনসাধারণের মধ্যে নহে, ব্যুরোক্রেসীর ভক্তশ্রেণীর মধ্যেও অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই অসন্তোষের প্রতিবিধানের জন্যই এই নূতন মামলা আরম্ভ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু এই ইচ্ছাকৃত অভিনয় সত্ত্বেও রুশিয়ার নবীন সমাজ ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে সংস্কৃতিগত স্বাধীনতা এবং জীবনধারণের উন্নত অবস্থা দাবী করিতেছে, তাহার পরিচয় আমরা প্রতিনিয়ত পাইতেছি।

ব্যুরোক্রেসী এবং সমাজের মধ্যে এই সংগ্রাম ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করিতেছে। এই সংগ্রামে জনসাধারণের জয় অপরিহার্য্য।

মস্কোর মামলাগুলি ব্যুরোক্রেসীর নাস্তিত্বের লক্ষণ ব্যতীত কিছুই নহে। ইতিহাস ষ্ট্যালিনের শাসন মুছিয়া দিবে।

(বসুমতী)

বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সমাচার

(১) পৃথিবীতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ও পাইকারী দরের অবস্থা

বিশ্ববাণিজ্য সম্পর্কে সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘে যে সংখ্যা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৩৬ অপেক্ষা ১৯৩৭ সনে পৃথিবীতে অপরিষ্কার লৌহ, ইস্পাত, দস্তা, তাম্র, কয়লা এবং পেট্রোলিয়ামের উৎপাদন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অপরিষ্কার লৌহের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ১৪, ইস্পাত, ৯, দস্তা ১১, তাম্র প্রায় ৩০, কয়লা ৫ এবং পেট্রোলিয়াম্ শতকরা ১৪ ভাগ।

১৯২৯ সনের উৎপাদনের পরিমাণের সহিত তুলনা করিলে বলিতে হইবে, আলোচ্য বর্ষে পেট্রোলিয়ামের

উৎপাদন শতকরা ৪০, তামার ২০, ইস্পাত ও দস্তার প্রায় ১২ এবং অপরিষ্কার লৌহের উৎপাদন শতকরা ৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে ; কিন্তু আলোচ্য বর্ষে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ উক্ত বর্ষের তুলনায় শতকরা ২ ভাগ কম।

১৯৩৭ সনে ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল চেকোস্লোভাকিয়াতে শতকরা ৪৮, লাক্সেমবুর্গ, পোল্যাণ্ড ও কানাডায় ২৬, বেলজিয়ামে ২২, ফ্রান্সে ১৮, যুক্তরাজ্যে ১১, সোভিয়েট রাশিয়াতে ৯, ইটালীতে ৩·২ এবং জার্মাণি ও আমেরিকাতে ৩·৬ ভাগ।

দস্তার উৎপাদন বিশেষ করিয়া জার্মাণি ও আমেরিকাতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ২০ ভাগ হিসাবে।

৩৯টী দেশের পাইকারী দর সম্বন্ধে সূচক সংখ্যা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৩৬ অপেক্ষা ১৯৩৭ সনে সর্ব্বত্রই পাইকারী দর উচ্চে অবস্থান করিতেছিল। বাৎসরিক গড়পড়তা হিসাবে পাইকারী দর বাড়িয়াছিল—ফ্রান্সে শতকরা ৪১, ইংরোচীনে ৩৪, নেদারল্যাণ্ডস্-ইণ্ডিজে ৩২, ল্যাট্ভিয়াতে ২৫, জাপানে ২১, চিলীতে ২০, নেদারল্যাণ্ডসে ১৯, পর্ত্তুগালে ১৮, ইরাণ ও ইটালীতে ১৭ এবং বেলজিয়াম্, সুইট্সারল্যাণ্ড ও নরওয়েতে শতকরা ১৬·৪ ভাগ।

যুক্তরাজ্য, সুইডেন্, আর্জেন্টিনা, কানাডা, ভারতবর্ষ, ডেন্মার্ক্, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি ১১টী দেশে শতকরা ১০-১৫ ভাগ পাইকারী দর বাড়িয়াছে এবং আমেরিকা প্রভৃতি অন্যান্য ৯টী দেশে পাইকারী দর বাড়িয়াছে শতকরা ৮-৯ ভাগ।

পাইকারী দর সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বাড়িয়াছে—জার্মাণিতে শতকরা ১·৭ এবং সম্মিলিত দক্ষিণ আফ্রিকা, অ্যাল্বেনিয়া, গ্রীসে, অষ্ট্রিয়া ও তুর্কীতে ২·৪ ভাগ।

অতঃপর, ১৯৩৭ সনের শেষভাগে অধিকাংশ দেশেই পাইকারী দরের উচ্চ গতি বাধা পাইয়া অবশেষে কমিতে সুরু করিয়াছে। কেবলমাত্র, সম্মিলিত দক্ষিণ-আফ্রিকা, বুল্গারিয়া, অ্যাল্বেনিয়া, ইরাণ, ইটালী নিউজিল্যাণ্ড এবং যুগোস্লাভিয়াতে এখনও দর বাড়্তির দিকে রহিয়াছে।

(২) অর্থনৈতিক সহযোগিতা

পৃথিবীর বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সমস্যা আলোচনার জন্য সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটী বিশেষ সমিতির অধিবেশন হইয়াছে। বিশ্ব-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা ঘটিতেছে দেখিয়া বহু রাজসরকার আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার দ্বারা তাহা দূর করিতে ইচ্ছুক হইয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘে তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ-মহাসভার বিগত অধিবেশনে সেই মর্ম্মে একটী প্রস্তাবও গৃহীত হয়। তদনুসারে গত জানুয়ারী মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মন্ত্রণা-সভা কর্ত্তৃক উক্ত বিশেষ সমিতি নিযুক্ত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ফরাসী রাজস্ব-সচিব মসিঁয়ে জর্জ বনেৎ, বৃটিশ সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা স্যর ফ্রেডরিক্ লিথ্-রস্, অষ্ট্রেলিয়ার হাই-কমিশনার রাইট্ অনারেবল্ এস্. এ, ব্রুস্, কানাডার পরামর্শদাতা এম্, এম্, রং, চেকোস্লোভাকিয়ার মন্ত্রী এম্. সি, প্যারা-পেরেজ্ প্রভৃতি বিশিষ্ট অর্থনীতি-বিশারদ্দিগকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বলা সমীচীন, যে, উক্ত সমিতি গঠন করিবার পূর্ব্বে পৃথিবীর বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসভা সিদ্ধান্ত করেন—বর্ত্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্রের মুখ্যনীতি হওয়া উচিত উপস্থিত অর্থনৈতিক অসুবিধা দূর করা। শুধু তাই নয়, বর্ত্তমানে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক—উভয় ক্ষেত্রেই শান্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষেই কার্য্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে ; কারণ, বর্ত্তমানে পৃথিবীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক নহে। সর্ব্বত্রই আন্তর্জ্জাতিক অবিশ্বাস ছড়াইয়া পড়িয়াছে—যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে এবং পৃথিবীর কোনও কোনও অংশে সত্য সত্যই যুদ্ধ বাধিয়াছে। এরূপ অবস্থায়, যেসকল দেশ বাস্তবিকই শান্তির প্রয়াসী, তাহাদের পক্ষে শান্তি বজায় রাখিবার জন্য পরস্পর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা বর্দ্ধনে উদ্যোগী হইতে হইবে এবং সেই হেতু, শক্তির

117,990.

সাহচর্য্য ও যুদ্ধনীতি ত্যাগ করিয়া আন্তর্জাতিক বাধ্য-বাধকতা মানিয়া চলিবার জন্য সহযোগিতা করিতে হইবে।

উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসভা সমস্ত দেশকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করেন এবং নিয়মিত বাধা উঠাইয়া যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থার বিষবাষ্পিধো আদান প্রদান বৃদ্ধি হইতে পারে তৎসম্বন্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও রাজস্ব সমিতিকে অনুশীলন করিতে বলেন।

তদনুসারে স্থির হয়, যে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স ১৯৩৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে একত্র হইয়া যে অর্থনৈতিক পদ্ধতি অনুসরণ করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যবর্গ যাহাতে সহযোগিতা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই পদ্ধতি অনুযায়ী রাষ্ট্রসঙ্ঘে কর্মপ্রচেষ্টা চলিবে। এই প্রসঙ্গে আরও স্থির হয় যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও রাজস্ব সমিতি, প্রয়োজন মত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত সহযোগিতা করিয়া নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি বিবেচনা করিবেন।

(১) জীবিকার পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা; (২) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসুবিধা দূর করিবার উপায়; (৩) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ঋণ পদ্ধতি সুদৃঢ় করিবার জন্য কৃষিঋণ ও কৃষি বীমার প্রকৃতি অনুশীলন এবং যেসকল দেশ উক্ত বিষয়ে প্রচলিত আইন সংশোধনে উদ্যোগী হইয়াছে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা; (৪) বর্তমান অর্থ-নৈতিক ও রাজস্ব-সংক্রান্ত তথ্যানুশীলন করিয়া বিভিন্ন দেশের মুদ্রা প্রচলনকার্যে সহায়তা করিবার ব্যবস্থা; (৫) রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার প্রচেষ্টা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নিয়মপত্রের ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে বলা সমীচীন, এই ফাঁকি বন্ধ করিবার পদ্ধতি অনুশীলন করিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষজ্ঞ-সমিতি ইতিমধ্যেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়াছেন এবং তাহা বিভিন্ন ক্ষেত্রেও দেশে প্রচারিত হইয়াছে। সেই সকল ব্যবস্থা দিয়াই আলোচ্য নিয়মপত্র-খানি প্রস্তুত করা স্থির হইয়াছে।

বিহারের সংশোধিত প্রজাস্বত্ব বিল

বিহারের কৃষক ও কৃষকদিগের সংস্কার সম্বন্ধে কার্যপদ্ধতির অনুকূলে একটী প্রয়োজনীয় বিল মন্ত্রিমণ্ডল বিহার ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের বিহার সংশোধিত প্রজাস্বত্ব আইনে কৃষক-গণের খাজনা হ্রাস করিবার জন্য কয়েকটি বিধান আছে। ঐ সকল বিধান ইতিমধ্যে কার্যে পরিণত করা হইয়াছে। উক্ত নূতন বিলে কৃষকদিগকে কতকগুলি ভূমি প্রত্যর্পণের এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাকী খাজানা হ্রাস করিবার ব্যবস্থা আছে।

উক্ত বিলের কারণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বা ঐ সময়ে অর্থকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় কৃষকগণ তাহাদিগের খাজানা প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই। এবং বাকী খাজনার ডিক্রী জারির ফলে বহু জমা নিতান্ত অনুপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। সেজন্য ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হ্রাস অনুযায়ী খাজানা হ্রাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সকল রায়তকে রক্ষা করিবার জন্য পূর্বে আইন পরিবর্তিত হয় নাই এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হওয়ায় যাহারা খাজানা প্রদান করিয়া জমা রক্ষা করিতে পারে নাই, সেই সকল রায়তের প্রতি এই নীতি প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক। এক কারণে বর্তমান বাকী খাজানা আংশিকভাবে রেহাই দেওয়া উচিত এবং অবশিষ্ট বাকী খাজানা সহজে আদায় করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা হইলে জমাগুলি শীঘ্র নূতনভাবে কার্য আরম্ভ করিতে পারিবে।

বাকী খাজানার ডিক্রী জারিতে মহাজনেরা যে সকল রায়তি জমি ক্রয় করিয়াছেন, সেই সকল জমি ঐ সকল প্রজাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য উক্ত বিলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ক) ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যেসকল রায়তের ভূমি বাকী খাজানার জন্য বিক্রীত

হইয়াছে, তাহারা ঐ সকল ভূমি বা তাহার কিয়দংশ পুনঃ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(খ) উক্ত বিলে বর্ণিত কোনও ক্ষুদ্র ভূস্বামী ঐ ভূমি স্বয়ং আবাদ করিলে অথবা কোন তৃতীয় ব্যক্তি উক্ত ভূস্বামীর বন্দোবস্ত বা হস্তান্তরের ফলে ঐ ভূমিতে দখলীকার থাকিলে উক্তরূপ আবেদন গ্রহণ করা হইবে না।

(গ) কোনও সমগ্র জমা প্রত্যর্পণের উপযোগী হইলে আবেদনকারীকে ডিক্রীর টাকা এবং মামলার ও ডিক্রী জারির খরচের অর্দ্ধেক প্রদান করিয়া আবেদন করিতে হইবে। জমার একাংশ মাত্র প্রত্যর্পণ করিবার আবেদন করা হইলে কালেক্টরের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদান করিতে হইবে। ঐ টাকা এক সঙ্গে অথবা কালেক্টরের নির্দ্দিষ্ট অনধিক ৫ বৎসরের মধ্যে কিস্তিবন্দি হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। টাকা প্রদানের প্রথানুসারে রায়তকে ভূমি প্রত্যর্পণের তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে।

(ঘ) পর পর ২ বৎসর কিস্তিবন্দির টাকা প্রদত্ত না হইলে ভূস্বামী ঐ ভূমি পুনঃ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(ঙ) কিস্তিবন্দি হিসাবে টাকা প্রদানের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের খাজানা আদায় করিতে ভূস্বামী ক্রোকী পরোয়ানার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। সকল কিস্তির টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভূস্বামী ক্রোকী পরোয়ানার সাহায্যে বাকী খাজনার টাকা আদায় করিতে পারিবেন।

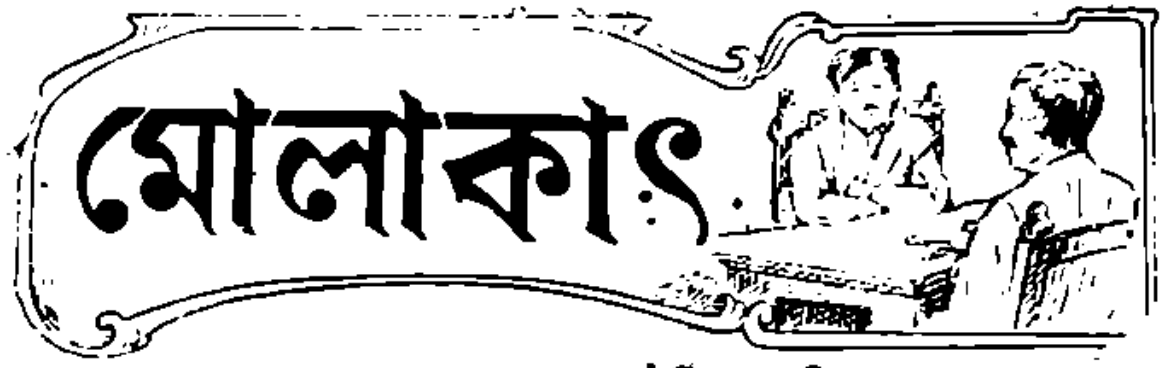

অপরাধের অর্থকথা—মার্কিণ অভিজ্ঞতা

[ডক্টর শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, ইডি ডি, (ক্যালিফোর্নিয়া) অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

প্রঃ—শুনিতে পাই মার্কিণের ন্যায় ভারতবর্ষেও প্রতি বৎসর অনেক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া থাকে। ইহা কি সত্য ?

উঃ—হাঁ, সত্য। প্রতি বৎসর অনেক লোমহর্ষণ হত্যা-কাণ্ড ঘটিয়া থাকে।

প্রঃ—আপনি কয়েকটি হত্যাজনিত অপরাধের বিষয় আলোচনা করিবেন কি ?

উঃ—হাঁ। প্রথমে ম্যারিয়ন পার্কারের হত্যার বিষয় আলোচনা করিব। তাহার পিতা মিঃ পার্কার মার্কিণরাজ্যের ক্যালিফোর্নিয়াস্থিত লস্ এঞ্জেলিসের একজন অতি বড় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী। তিনি কোটি কোটি ডলারের (এক ডলারের বর্ত্তমান মূল্য ২৸০) অধিপতি। সমাজেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। তাঁহার ব্যাঙ্কে টমাস হিক্‌ম্যান নামে মার্কিণ রাজ্যের ক্যানসাস্ ষ্টেট্ হইতে আগত এক তরুণ যুবক কেরাণীর চাকুরী করিত। মিঃ পার্কার কোন কারণ বশতঃ এই যুবকটিকে চাকুরী হইতে জবাব দেওয়ায় তাহার মনে বিষম আক্রোশ জন্মে। সে সর্ব্বক্ষণই মিঃ পার্কারের উপর প্রতিশোধ নিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। হঠাৎ হিক্‌ম্যান্ মতলব আটিল যে যেমন করিয়াই হউক মনিব-নন্দিনীকে চুরি করিয়া মনিবের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে হইবে।

টমাস হিক্‌ম্যান্ তাহার দুই মতলব কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ মিঃ পার্কারের অজ্ঞাতে তাঁহার বাড়ীর আশেপাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া কুমারী ম্যারিয়ন পার্কারকে বেশ করিয়া দেখিয়া লয়। অতঃপর একদিন টমাস হিক্‌ম্যান্ হঠাৎ তাহার স্কুলে উপস্থিত হইয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইল যে, ম্যারিয়ন পার্কারের পিতা মিঃ পার্কার মোটর দুর্ঘটনায় আহত হইয়াছেন। সে তদ্দরুণ কুমারী পার্কারকে নিতে আসিয়াছে। হিক্‌ম্যান স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের সমক্ষে ম্যারিয়ন পার্কারকে সনাক্ত করিতে পারায় কর্ত্তৃপক্ষের মনে কোনপ্রকার সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই। হিক্‌ম্যান স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে বালিকাটিকে মোটরে করিয়া উধাও হয়। পথে সে বালিকাটির নিকট সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলে এবং তাঁহার পিতাকে টাকার বিনিময়ে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য টেলিফোনে খবর দিতে বলে।

প্রঃ—ইহাতে বালিকাটি কি করিয়াছিল ?

উঃ—তাহার প্রতিবাদ করিবার কোন উপায় ছিল না। তাহাকে একটি এপার্টমেণ্ট হাউসের কামরায় নেওয়া হইলে পর বালিকাটি টেলিফোনে তাহার পিতাকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া অনুরোধ জানাইয়াছিল যে, টাকার বিনিময়ে যেন তাহাকে অনতিবিলম্বে উদ্ধার করা হয়। টমাস হিক্‌ম্যানও মিঃ পার্কারকে টাকার বিনিময়ে তাহার কন্যাকে উদ্ধার করিতে বলিয়াছিল। অধিকন্তু

টেলিফোনে মিঃ পার্কারকে হিক্‌ম্যান সাবধানও করিয়া দিয়াছিল যাহাতে কোন পুলিশের ব্যবস্থা করা না হয়। পরে মেয়েটি তাহার পিতাকে একটি মর্ম্মান্তিক চিঠিতে টাকার বিনিময়ে তাহাকে সত্বর উদ্ধার করিতে অনুনয় করিয়াছিল।

প্রঃ—মেয়ের চিঠি ও টেলিফোনে সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়াও মিঃ পার্কার কি করিয়াছিলেন?

উঃ—তিনি টমাস হিক্‌ম্যানের দাবী পূরণ করিয়া মেয়ের উদ্ধার করিবার জন্য টাকা নিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে মোটরযোগে উপস্থিত ছিলেন। হিক্‌ম্যানও মোটরে করিয়া ম্যারিয়ন পার্কারকে নিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে যাইতেছিল। কিন্তু মিঃ পার্কার হিক্‌ম্যানের নিষেধ সত্ত্বেও পুলিশের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। পুলিশের লোক নির্দ্দিষ্ট স্থানের আশেপাশে ছদ্মবেশে উপস্থিত হইলেও হিক্‌ম্যান্ পূর্ব্ব হইতেই পুলিশের আয়োজনের বিষয় অবগত ছিল। কাজেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে ম্যারিয়ন পার্কার সহ উপস্থিত না হইয়াই সে তাহার কামরায় ফিরিয়া পুনরায় মিঃ পার্কারকে টেলিফোনে শাসাইয়া বলিয়াছিল যে, যদি মেয়ের মমতা তিনি রাখেন তাহা হইলে যেন পুনরায় টাকা নিয়া নূতন নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাজির হন। কিন্তু টেলিফোনে পুনরায় তাঁহাকে যাহাতে পুলিশ না নিয়া আসেন তজ্জন্য সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

প্রঃ—তৎপরে মিঃ পার্কার কি করিয়াছিলেন?

উঃ—তিনি এইবার চেক্ নিয়া একাই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়াছিলেন।

প্রঃ—মিঃ পার্কার এইবার বুঝি চেকের বিনিময়ে মেয়েকে উদ্ধার করিয়া ঘরে ফিরিয়াছিলেন।

উঃ—না।

প্রঃ—তবে কি হইয়াছিল?

উঃ—হিক্‌ম্যান ইতি পূর্ব্বেই ম্যারিয়ন পার্কারকে নিতান্ত বর্ব্বরোচিত ভাবে এপার্টমেন্টের কামরায় শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিল। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটিয়া প্যাক করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া চেক্ নিয়া চম্পট দিয়াছিল। এই নিদারুণ দৃশ্যে মিঃ পার্কারের মনে কিরূপ শোক হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রঃ—এই ভয়াবহ বার্ত্তা মার্কিণের দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হইলে নাগরিকবৃন্দের মনে কোন চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছিল কি?

উঃ—হাঁ। মার্কিণের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নাগরিকবৃন্দের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল।

প্রঃ—আচ্ছা ম্যারিয়ন পার্কারের বয়স কত ছিল এবং এই ঘটনা কখন ঘটিয়াছিল?

উঃ—তাহার বয়স ১২ বৎসর ছিল ও এই হত্যাকাণ্ড ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঘটিয়াছিল।

প্রঃ—হিক্‌ম্যান্ ধৃত হইলে পর কি শাস্তি পাইয়াছিল?

উঃ—মৃত্যু দণ্ড।

প্রঃ—আচ্ছা এই প্রকার হত্যা ব্যাপারে মার্কিণের বিশিষ্ট নাগরিকও লিপ্ত থাকে কি?

উঃ—হাঁ, বিশিষ্ট মার্কিণ নাগরিকও এই জাতীয় অপরাধ করিয়া থাকে। তবে আমি এমন কথা বলি না যে, মার্কিণের উচ্চপদস্থ নাগরিকের মধ্যে খুব বেশী লোকে হত্যা-জনিত অপরাধ করিয়া থাকেন।

প্রঃ—বিশিষ্ট মার্কিণ নাগরিকের হত্যাজনিত অপরাধের বিষয় বর্ণনা করিবেন কি?

উঃ—হাঁ, করিতেছি। মিসেস্ হিউজেস্ ষ্টট নাম্নী ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যের কোন মার্কিণ বিধবা ১০,০০০ ডলারের একটি জীবনবীমার পলিসি লইয়াছিল। তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। ক্যালিফোর্ণিয়াস্থিত সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর তদানীন্তন সিটি এটর্নির প্ররোচনায় মিসেস্ হিউজেস্ ষ্টট তাহাকে জীবনবীমা পলিসিটির অ্যাসাইন করিয়া দিয়াছিল। ইহার পর এটর্নি মহাশয়ের মনে এই খেয়াল চাপিল যে কি করিয়া এই মহিলাটীকে হত্যা করিয়া সত্বর

১০,০০০ হাজার ডলার জীবনবীমা কোম্পানী হইতে আদায় করিতে পারা যায়। পরে এটর্নি মিসেস্ হিউজেস ষ্টুকে হত্যা করাইল এবং তাঁহার মৃতদেহ রাস্তার উপর নিক্ষেপ করা হইল। তৎপরে তাঁহার শবের উপর দিয়া একখানি মোটর গাড়ী চালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যাহাতে মিসেস্ হিউজেস ষ্টুকের প্রতিবেশী ও রাস্তার জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে, উক্ত মহিলাটি রাস্তায় চলিবার সময় মোটর চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এটর্নি মহাশয় এই ফন্দি আটিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের ঢোল বাতাসে বাজে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই পুলিশ ইহা জানিতে পারিয়াছিল। এই হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই এটর্নিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। পুলিশ পূর্ব্বে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে মহিলাটি হয়ত প্রাণে বাঁচিয়া যাইত।

প্রঃ—বিচারে এটর্নির কি শাস্তি হইয়াছিল?

উঃ—তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। সে একণে ক্যালিফোর্নিয়াস্থিত সেণ্ট কুইন্টিন জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে।

প্রঃ—এই ঘটনা কবে ঘটিয়াছিল?

উঃ—১৯৩২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে।

প্রঃ—এটর্নি কি বহু অর্থব্যয়ে নিজকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে পারিল না?

উঃ—না। ও দেশে ইহা তত সহজে হয় না।

প্রঃ—পারিবারিক মনোমালিন্যের দরুণ মার্কিণ নাগরিক হত্যাজনিত পাপকার্য্য করে কি?

উঃ—মার্কিণরা আমাদের ন্যায় একান্ন-পরিবার-ভুক্ত থাকে না। কাজে আমাদের মত তাহারা পারিবারিক কলহে লিপ্ত থাকে না। তবু মাঝে মাঝে ধনদৌলত নিয়া পারিবারিক অশান্তি ঘটিয়া থাকে। এই সম্পর্কে একটি ঘটনার বিবরণ বলিতেছি। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী মানিলা নগরীতে ব্যারকক্ ও ডগলাস পরিবার বাস করিত। মিঃ ব্যারকক্ ব্যবসাদ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিল। মিঃ ডগলাস মানিলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিল। মিঃ ডগলাস মিঃ ব্যারককের ভগ্নীপতি। পরে উভয়েই ক্যালিফোর্নিয়াস্থিত বার্কলে নগরে বাস করিতেছিল। এই পরিবারদ্বয়ের মধ্যে টাকাপয়সা নিয়া মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। মিঃ ডগলাসের তরুণ পুত্র বার্কলেস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িত। সে সর্ব্বদাই বাপমার নিকট শুনিয়া আসিতেছিল যে, তাহার মাতুল মিঃ ব্যারকক্ তুগলাসের পিতার বহু অর্থ ব্যবসা সম্পর্কে আত্মসাৎ করিয়াছে এবং ইহারই ফলে তাহারা আর্থিক অনটন ভোগ করিয়া আসিতেছে। সর্ব্বদা এই অন্যায়ের কথা শুনিয়া যুবক ডগলাসের মনে জিঘাংসা বৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। সে এই অন্যায়ের প্রতীকারের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে একদিন রাত্রিতে মাতুল ও মাতুলানীর অলক্ষ্যে সে তাহাদের শুইবার ঘরে প্রবেশ করিয়া নিশীথ রাত্রের আঁধারে মাতুলকে লক্ষ্য করিয়া ছুরিকাঘাত আঘাত করিয়াছিল। ভুলক্রমে সেই ছুরিকাঘাতে তাহার মাতুলানী মিসেস ব্যারককের প্রাণ নষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু মাতুল মহাশয় প্রাণে বাঁচিয়া গেল। পরে বিচারে যুবক ডগলাসের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

প্রঃ—আচ্ছা এই ত গেল ব্যক্তিবিশেষের হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা। মার্কিণে কোন সঙ্ঘ হত্যাজনিত অপরাধ করিয়া থাকে কি?

উঃ—হাঁ, মার্কিণে কু ক্লাস্ ক্লান এবং কামোরিয়া অথবা ফিমালিয়া নামে দুইটী সমিতি আছে। পূর্ব্বোক্ত সমিতিটির মেম্বর পুরুষ নাগরিক ও শেষোক্ত সমিতিটির মেম্বর মহিলা নাগরিক। এই সমিতি-দ্বয়ের সভ্যগণের মধ্যে মার্কিণের বিশিষ্ট শ্রেণীর

নাগরিক হইতে অতি সাধারণ শ্রেণীর নাগরিকও আছে। এই সমিতিদ্বয়ের বেষয় মার্কিণরাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমিতিদ্বয়ের সভ্যগণ মুখোস পরিধান করিয়া রাজনীতিক অথবা সামাজিক অন্যায়ের প্রতিরোধ নেয়। কোন লোক সমিতির বৈঠকে দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে মারপিট হইতে হত্যা পর্য্যন্ত করা হইয়া থাকে। তৎপরে মৃত ব্যক্তির শব জঙ্গলে অথবা ভারি লৌহ বাঁধিয়া জলে নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে। এই গুপ্ত সমিতির ভয়ে মার্কিণ নাগরিকবৃন্দ অনেক সময়েই সন্ত্রস্ত থাকে। মার্কিণ সরকারও এই সমিতিদ্বয়ের উচ্ছেদ সাধন করিয়া উঠিতে পারে নাই।

প্রঃ—মার্কিণে হত্যাজনিত অপরাধের কি কি কারণ পাওয়া যায়?

উঃ—ইহার কারণ দুর্ব্বল মেধাশক্তি, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, অতুর প্রকার ও ধনদৌলত প্রভৃতি।

প্রঃ—আচ্ছা আপনি কি বলিতে চান যে, দুর্ব্বল মেধাশক্তি বিশিষ্ট লোকজনই সমাজে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকে বেশী?

উঃ—না এমন কথা আমি বলি না। যাহাদের মেধাশক্তি অল্প তাহারাও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকে। পক্ষান্তরে খুব তীব্র মেধাশক্তি বিশিষ্ট নাগরিকও মারামারি ও কাটাকাটি করিয়া থাকে।

প্রঃ—হত্যাজনিত অপরাধে অপরাধীদের মধ্যে কত পারসেন্টের মেধাশক্তি অল্প।

উঃ—এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন অপরাধীদের মধ্যে শতকরা দশজনের মেধাশক্তি অতি কম, অর্থাৎ ইংরেজী ভাষায় বলিতে গেলে নরহত্যাজনিত অপরাধীদের দশজন ফিবল-মাইণ্ডেড্। পক্ষান্তরে মার্কিণ মনীষী ডক্টর গড্ডার্ড এই বিষয়ে ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, নরহত্যাকারী বা অন্য বিবিধপ্রকার দোষীদের মধ্যে শতকরা ২৮ হইতে ৮৯ জনের মেধাশক্তি অল্প এবং তিনি ইহাও বলিতে ইতস্ততঃ করেন নাই যে, দুর্ব্বলমেধাশক্তি-সম্পন্ন অপরাধীদের সংখ্যা ইহার চেয়ে আরও বেশী হইবে। অপরাধীদের সংশোধনের জন্য সংস্থাপিত বিবিধ প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে ডক্টর গড্ডার্ডের সংগৃহীত ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ প্রদত্ত হইল।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	দুর্ব্বলমেধাশক্তি-সম্পন্নদের শতকরা হার
সেন্ট ক্লাউড রিফরমেটরী, মিনিসোটা	৫৪
রাওয়ে রিফরমেটরী, নিউজার্সি	৪৬
বেডফোর্ড রিফরমেটরী, নিউইয়র্ক	৮০
ল্যাংকেষ্টার গার্লস্ রিফরমেটরী, ম্যাসাচুসেট	
ল্যাংকেষ্টার, ম্যাসাচুসেটস্ (?)	
ল্যাবেন স্কুল ফর বয়েজ ওয়েষ্ট বোয়েলস্টন ম্যাসাচুসেটস্	
পেণ্টোনভাইল্ জুভিনাইল রিফরমেটরী, ইলিনয়	
ম্যাসাচুসেটস্ রিফরমেটরী, কনকর্ড,	
জুভিনাইল কোর্ট, নিওয়ার্ক, নিউজার্সি	
ইল্‌মিরা রিফরমেটরী, নিউইয়র্ক	
জেনেভা, ইলিনয়	
ওহায়ো বয়েজ স্কুল	
ওহায়ো গার্লস্ স্কুল	
থ্রি রিফরমেটরীজ ইন্ ভার্জিনীয়া	
নিউ জার্সি ষ্টেট হোম ফর গার্লস্	
গার্লস্ ইন্ মেন্ মিলস স্কুলস্, পেন্সিলভেনিয়া	১৪

উক্ত ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে অপরাধীদের মধ্যে অল্পমেধাশক্তির শতকরা হার সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া গেল।

প্রঃ—এই ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ হইতে কি ইহা অনুমান করা ঠিক হইবে যে, অল্প মেধাশক্তি-বিশিষ্ট নাগরিকগণই হত্যাকাণ্ড করিয়া থাকে বেশী?

উঃ—না। যদিও ধৃত অপরাধীদের মধ্যে অধিকাংশের

মেধাশক্তি অল্প, তথাপি ইহাও সত্য যে তীক্ষ্ণমেধা-শক্তি-বিশিষ্ট ধনী অপরাধীরা অনেক স্থলে আইনের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। অধিকন্তু কারারুদ্ধ মুষ্টিমেয় অপরাধীদের মধ্যে বহুমেধাশক্তির ফল ইহা অনুমিত হয় না যে, অল্প মেধাশক্তি-বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দই হত্যাজনিত অপরাধে অপরাধী। মাঙ্কিসন এই বিষয়ে গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অপরাধীদের মধ্যে কেবলমাত্র শতকরা দশজনের মেধাশক্তি অল্প। তবে এইটুকু মাত্র ঠিক যে অল্পমেধাশক্তিও হত্যা-জনিত অপরাধের একটী কারণ।

প্রঃ—পূর্ব্বে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার প্রভাবও হত্যা-জনিত অপরাধের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। একই পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া কি বিভিন্নপ্রকার অপরাধের কারণ হয়?

উঃ—না, বিভিন্নপ্রকার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বিভিন্ন প্রকার অপরাধের কারণ। গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহে হত্যাজনিত অপরাধ বেশী। শীতপ্রধান দেশে বিত্ত-অপহরণ-জনিত অপরাধই বেশী। যেমন উত্তর ফ্রান্সে প্রত্যেক ১০০টি অপরাধের মধ্যে ৮১·৪টি অপরাধ বিত্ত-অপহরণ-জনিত। পক্ষান্তরে দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রত্যেক ১০০ শতটি অপরাধের মধ্যে ৪৮·৮টি অপরাধ বিত্ত-অপহরণজনিত। অপরাধতত্ত্ব-বিদ লম্ব্রোসোর মতে সুদূর উত্তর ইটালীর তুলনায় দক্ষিণ ইটালীর জিলাগুলিতে জোর জুলুম জনিত অপরাধ চারিগুণ বেশী থাকে।

প্রঃ—বিভিন্ন প্রকার অপরাধের বিভিন্ন প্রকার কারণও কি ঋতুর বিপর্য্যয়?

উঃ—হাঁ। ১৮৮৩ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশবৎসরের আর্থাণির অপরাধের ষ্টাটিষ্টিকস বিশ্লেষণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, জাতির আইন ভঙ্গ, পদস্থ রাজপুরুষদের সহিত বিরোধিতা, শান্তিভঙ্গ, এবং মারামারি প্রভৃতি অপরাধ শীতের তুলনায় আগষ্ট মাসে খুব বেশী ঘটিয়া থাকে। নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার জানুয়ারী মাসের তুলনায় জুলাই মাসে সমধিক বেশী হইয়া থাকে। বিত্ত অপহরণ, তহবিল তছরূপ এবং প্রতারণা প্রভৃতি অপরাধ শীতের সময় বেশী ঘটিয়া থাকে। আগষ্ট মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চ মাসে শিশুহত্যা বেশী হয়। পক্ষান্তরে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ-সমূহের ষ্ট্যাটিষ্টিকস হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শীতপ্রধানদেশের তুলনায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশ-সমূহে বিভিন্নপ্রকার অপরাধের উপর ঋতুর পরিবর্ত্তনের কোন প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রঃ—আর্থিক দুরবস্থার সহিত অপরাধের কোন পারস্পরিক সম্পর্ক আছে কি?

উঃ—হাঁ আছে। জার্ম্মাণিতে ১৮৯৬ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৪৯·৮৯ পারসেণ্ট অপরাধ আর্থিক দুরবস্থা-সমুদ্ভূত। ইংলণ্ডে ১৮৮১ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৩৬·১৮ পারসেণ্ট, ফ্রান্সে উক্ত সময়ে ৬০·৯ পারসেণ্ট, ইটালীতে ১৮৯১ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ৪৬·১৫ পারসেণ্ট, নেদারল্যাণ্ডসে ৪২·১২ পারসেণ্ট অপরাধ দারিদ্র্যজাত।

নিম্ন তালিকা হইতে বেশ প্রতীয়মান হইবে যে, দারিদ্র্যের সহিত অপকর্ম্মের নিবিড় সম্বন্ধ আছে। ইহাতে শিকাগো নগরে ৭৪১টি তরুণ যুবকের দুষ্কর্ম্মের বিষয়ে ব্রেকেনরিজ ও এবটের এবং নিউইয়র্ক ষ্টেটের ৪২০টি তরুণীর অপরাধের বিষয়ে কার্লণ্ডের ষ্ট্যাটিষ্টিকস উল্লেখিত হইয়াছে। এই ষ্টাটিষ্টিকস হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আর্থিক দুরবস্থার সহিত অপরাধের পার-স্পরিক সম্পর্ক আছে। নিম্নে দোষী তরুণ-তরুণীদের আর্থিক অবস্থার শতকরা হার প্রদত্ত হইল :—

গৃহের আর্থিক অবস্থা	শিকাগো (৭৪১টি তরুণ)	নিউইয়র্ক ষ্টেট (৪২০টি তরুণী)
অতি দরিদ্র	৪৪·৭	৪১·৪
দরিদ্র	৩৪·৩	৪৫·০
মাঝারি রকম	১৮·৩	১৩·১
উত্তম	১·৬	০·৫

প্রঃ—আচ্ছা এই অপরাধীদের সংশোধনের জন্য মার্কিণে স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে কি ?

উঃ—হাঁ, আছে।

প্রঃ—এই বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্মস্থান কি মার্কিণ দেশ ?

ঃ—না। ইহা ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে এবং ইয়োরোপে আবির্ভূত হইয়াছিল।

প্রঃ—এই জাতীয় বিদ্যালয় মার্কিণে সর্ব্বপ্রথমে কখন ও কোথায় সংস্থাপিত হইয়াছিল ?

ঃ—১৮২৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নিউইয়র্ক নগরে "দি নিউইয়র্ক হাউস অব রিফিউজ" নামে একটি বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত হইয়াছিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বোষ্টন সহরে অপরাধী তরুণ যুবকদের সুশিক্ষাদ্বারা সংশোধনের জন্য একটি বিশেষ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। যুবাদের সংশোধনের জন্য ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ায় একটি স্বতন্ত্র ডিপার্টমেণ্ট খুলিয়াছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বাল্টিমোরে অপরাধীদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য চতুর্থ সংশোধক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে আরও কয়েকটি এই জাতীয় বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্ব্বে ৬৬টি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ৩২টা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল।

প্রঃ—মার্কিণের সংশোধনাগারগুলিকে প্রধানতঃ প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে ?

উঃ—প্রথমতঃ প্রাইভেট সংশোধনাগার, দ্বিতীয়তঃ আর একপ্রকার প্রাইভেট সংশোধনাগার আছে যেখানে ষ্টেট অপরাধী তরুণদিগকে সুশিক্ষার জন্য পাঠাইয়া থাকে। এই বিদ্যালয়গুলি মিউনিসিপ্যালিটি, কাউন্টি এবং ষ্টেট হইতে টাকাকড়ি পাইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ পাব্লিক সংশোধনাগার। এই গুলি মিউনিসিপ্যালিটি, কাউন্টি এবং ষ্টেট কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে।

ঃ—উল্লিখিত সংশোধনাগারে কি তরুণ ও অধিক বয়স্ক অপরাধিগণ একসঙ্গে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ?

উঃ—না। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শুধু যুবক অপরাধিগণই তাহাদের বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী নানাপ্রকার বৃত্তি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। পেশা শিক্ষাদ্বারা যুবকদিগকে উপার্জ্জনক্ষম করিয়া স্বভাব ও চরিত্রের সংশোধন করা হয়। পরে তাহাদিগকে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে তাহাদের শিক্ষা ও অভিরুচি অনুযায়ী চাকুরীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়।

ঃ—তবে কি অধিকবয়স্ক অপরাধীদিগকে স্বতন্ত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হয় ?

উঃ—হাঁ। তাহাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে জেল, খানা। জেলখানার মধ্যে বয়স্ক অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের জন্য নানাপ্রকার পেশা শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রঃ—বয়স্ক অপরাধীদের জন্য মার্কিণে সর্ব্বসুদ্ধ কতগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে ?

উঃ—১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইহাদের সুশিক্ষার জন্য মোট ২৯টি সংশোধনাগার ছিল। তন্মধ্যে ১৮টি পুরুষদের জন্য এবং অবশিষ্ট ১১টি নারীদের জন্য ছিল। বয়স্ক পুরুষ অপরাধীদের সুশিক্ষার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি দ্রুত সংপ্রসারণ লাভ করিয়াছিল।

প্রঃ—মার্কিণের সংশোধনাগারগুলি সেই দেশের তরুণ ও বয়স্ক অপরাধীদিগকে সুশিক্ষাদ্বারা উত্তম নাগরিক গড়িয়া তুলিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে কি ?

উঃ—হাঁ। অপরাধীদিগকে বিবিধপ্রকার বৃত্তি ও নৈতিক শিক্ষাদ্বারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ চাকুরীতে প্রবেশ করাইয়া তাহাদিগকে উত্তম নাগরিকে পরিণত করিতে যথাসম্ভব সমর্থ হইয়াছে।

"দি মিউজিক ট্রেডস রিভিউ"

(সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬)

১। উত্তরে পিয়ানো ব্যবসা।

২। স্কটিশবার্ত্তা।

৩। রেডিও এবং টেলিভিশন।

৪। প্রাদেশিক রেডিও প্রদর্শনী।

৫। হল্যাণ্ডে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবসা।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ছয় মাসে হল্যাণ্ডের বাদ্যযন্ত্র ব্যবসার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় আলোচ্য বর্ষের উক্ত সময়ে ১১,৯৩৫ পাউণ্ড মূল্যের বাদ্যযন্ত্র আমদানি ও ৪৬৪ পাউণ্ড মূল্যের বাদ্যযন্ত্র রপ্তানি হইয়াছিল। নিম্ন তালিকায় হল্যাণ্ডের বাদ্যযন্ত্র ব্যবসার বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	আমদানি		রপ্তানি	
	জানুয়ারী-জুন		জানুয়ারী-জুন	
	১৯৩৬	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৫
	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
পিয়ানো, হারমনিয়াম অর্গেন প্রভৃতি	২৬,৪২৫			
মিউজিক ইনষ্ট্রুমেণ্ট	৩,০৬৫			
তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র ও অপরাপর বাদ্যযন্ত্র ও ইহাদের অংশ	১২,২৬৫		২৬৫	
গ্রামোফোন এবং অংশ	১২,১৩৫	১৩,৬০০	৭,৬০০	৮,২৬৫
গ্রামোফোন রেকর্ড	১৭,৩০৫	১৬,০১৫	৫৩৩	১,২০০
মোট পাউণ্ড	৭৪,৯৩০	৭০,২৮০	১২,৫৩০	১২,৯৫০

"দি টয় ট্রেডার"

(সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)

সম্পাদকীয়।

পঁচিশ বৎসরের পূর্ব্বের কথা।

দি সার্ভিস ডিপার্টমেণ্ট।

ক্রেতাদিগের সংবাদ।

"দি টোব্যাকো ট্রেড্ রিভিউ"

(১ অক্টোবর, ১৯৩৭)

মাসের বার্ত্তা।

সমিতি বার্ত্তা।

ব্যবসা সঙ্ঘের কার্য্যতৎপরতা।

"সুইস্ ইণ্ডাষ্ট্রি অ্যাণ্ড ট্রেড অ্যাণ্ড সুইস্ টেকনিক্"

(জুলাই, ১৯৩৭)

১। মার্কিণ রাজ্যের সহিত সুইট্‌সারল্যাণ্ডের বাণিজ্য সম্বন্ধ।

২। সুইট্‌সারল্যাণ্ডের আর্থিক অবস্থা।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের উক্ত সময়ে পণ্যদ্রব্যের আমদানির মূল্য ৫৪২ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক হইতে ৯২৯·৬ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে ৩৮৭·৬ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত সময়ে পণ্যের রপ্তানি ৩৯৬·২ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক হইতে ৫৭৮·৯ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহাতে আলোচ্য বর্ষে ১৮২·৭ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

রপ্তানি পণ্যের তুলনায় আমদানি পণ্যের মূল্য ১৪৫·৮ মিলিয়ন ক্রাউন হইতে ৩৪০ মিলিয়ন ক্রাউন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহাতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ছয়মাসে ২০৪·৮ মিলিয়ন ক্রাউন বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সুইট্‌সারল্যাণ্ডে জীবিকার্জনের জন্য ১৩০ ক্রাঙ্ক খরচ লাগিত। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ১৩৭ ক্রাঙ্ক খরচ লাগিত।

সুইট্‌সারল্যাণ্ডে শ্রমিকদিগের আর্থিক অবস্থারও সমূহ উন্নতি দেখা দিয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত বেকারদিগের সংখ্যা ১১০,৭৫০ হইতে ৪১,০০০ পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের তুলনায় বেকারদিগের সংখ্যা ২৪,০০০ পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের সুইট্‌সারল্যাণ্ডের হোটেলে ১৩২,০০০ জন ভ্রমণকারী আসিয়াছিল। ৯৩২,০০০ জন লোক সুইট্‌সারল্যাণ্ডের হোটেলে রাত্রিযাপন দিয়াছিল। ইহাতে টুরিষ্টের সংখ্যা ২১% ও নাইট লজারের সংখ্যা ২৭% বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সুইট্‌সারল্যাণ্ডের রেলওয়ে ট্রাফিকেরও সমূহ উন্নতি দেখা দিয়াছিল।

"দি সেণ্ট্রাল্ ইয়োরোপীয়ান্ অব্‌জারভার"

(১ জুলাই, ১৯৩৭)

১। চেকোশ্লোভাকিয়ার পার্লিয়ামেণ্টারী প্রজাতন্ত্র এবং ইহার কার্য্য।

২। আধুনিক পোলাণ্ড।

৩। চেকোশ্লোভাকিয়ার ছুটির দিন।

বিগত যুদ্ধের পর হইতে অ্যাংলো-সাক্সনের অনুকরণে চেকোশ্লোভাকিয়ার সামার স্কুলের যথেষ্ট সংপ্রসারণ লাভ ঘটিয়াছে। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি বাস্তবিকই চেকোশ্লোভাকিয়ার কৃষ্টির অবস্থার বিষয় সূচনা করিয়া দেয়।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ওয়াই এম্ সি এর হলিডে ক্যাম্পস্ বেশ পুরাতন প্রতিষ্ঠান। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মধ্য বহিমিয়ার দক্ষিণপশ্চিমস্থিত ভাল্টেভা নদীর পারে বৃহত্তম ওয়াই এম্ সি হলিডে ক্যাম্প স্থাপন হইতে অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক বালকদিগের জন্য সংস্থাপিত হইয়াছে। জুলাই এবং আগষ্ট মাসে ইহার কার্য্য পূর্ণবেগে সুরু হইয়া থাকে। প্রাগস্থিত সর্ব্বত্র হইতে ওয়াই এম্ সি এর মারফতে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ তাঁবুতে পাঁচশতের উপর বালক সংগৃহীত হইয়াছে। ঋতুর পূর্ব্বে এবং পরে বিবিধ স্থল এবং পরিদর্শক ক্যাম্প পরিদর্শন করিতে আসে। নানা-প্রকার ক্রীড়াকৌতুকের আয়োজন করা হইয়া থাকে। এইখানে সামাজিকতা এবং কৃষ্টির চর্চ্চাও হয়। ক্যাম্পে সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকে। আন্তর্জাতিক ওয়াই এম্ সি এর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাও এই ক্যাম্প নিয়মিতরূপে পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

বালক এবং যুবকদিগের জন্য হ্রানকোভ্ হ্রদের তীরে দি ওয়াই এম্ সি এ সংস্থাপিত হইয়াছে। তাহারা জুন, জুলাই এবং আগষ্ট মাসে এই স্থলে আসিয়া থাকে। পশ্চিম বহিমিয়ার জিলার জন্য ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে অরলিক পর্ব্বতস্থিত অবনিসে একটি ক্যাম্প সংস্থাপিত হইয়াছে। এইস্থানে জুলাই মাসে বালিকারা এবং আগষ্ট মাসে বালকেরা আসিয়া থাকে।

জনোমনোর নিকটে একটি স্লেজাল্ হলিডে ক্যাম্পেরও ক্যাম্প সংস্থাপিত হইয়াছে। এইখানে দশ হইতে অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক ১৫০ জন বালকের জন্য জুলাই এবং আগষ্ট মাসে নিম্নলিখিত ভাষাগুলি শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে :—চেক্, জার্ম্মাণ, ইংলিশ এবং ফ্রেঞ্চ। কতকগুলি বিশেষ শিক্ষক শিক্ষাকার্য্য চালাইয়া থাকেন। তাঁহারা স্কুলের পাঠ্যবিষয় পড়াইয়া থাকেন। ডেস্নের নিকটে বের্কভা নদীর তীরে বালক-দিগের জন্য তেরটি কুটির সংযুক্ত একটি হলিডে ক্যাম্প সংস্থাপিত হইয়াছে। বোর্নোর নিকটে সিরংকা নদীর তীরে জুলাই হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত সত্তরটি বালকের জন্য আর একটি হলিডে ক্যাম্প সংস্থাপিত হইয়াছে।

"হলিডে রিক্রীয়েশন ক্যাম্পস্ ফর সেকেণ্ডারী অ্যাণ্ড টেক্‌নিক্যাল্ স্কুলস্" খুব ভাল কাজ করিয়া আসিতেছে। দরিদ্র ছাত্রদিগের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলি বিরামের সুযোগ

দিতেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে যুবকদিগের স্বাস্থ্য এবং মেধাশক্তি গ্রীষ্মের সময়ে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। এই গবেষণার ফলে সামার ক্যাম্পস্ খুব দ্রুত সম্প্রসারণ লাভ করিয়াছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সামার ক্যাম্পস্এ ১১১ জন অতিথি আসিয়াছিল। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ১৪৮ জন, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৩৪৪ জন এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ৪৮০ জন অতিথি উপস্থিত ছিল।

"দি টি অ্যাণ্ড রাবার মেলি"

(১৭ মার্চ্চ, ১৯৩৮)

রাবার মার্কেট।

রাবার রিপোর্ট।

"টি অ্যাণ্ড কফি"

(মার্চ্চ, ১৯৩৮)

১। ১৯৩৭ চা ও কফি আমদানি।

২। ফরমোসা দ্বীপে চা ব্যবসার দ্রুত বৃদ্ধি।

৩। চা ও কফির বাজার পর্য্যবেক্ষণ।

৪। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মার্কিণ রাজ্যের কফি ও চা আমদানি :—

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দেশবিদেশে কফি আমদানি ও রপ্তানির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

দেশসমূহ	কফি আমদানি পাউণ্ড	রপ্তানি পাউণ্ড
ফিন্‌ল্যাণ্ড	—	৬,৯৬৪
ফ্রান্স	—	৩৮,১৬২
জার্ম্মানি	—	১২৪,১৫৪
নরওয়ে	—	৬৬,৩০৭
ক্যানাডা	৪৭	১,৫৩০
নেদারল্যাণ্ডস	—	৩৪,০০০
সুইডেন	—	৫০,০৮১
হংকং	—	১,৯২০
বার্ম্মুডা	—	১৯২
কোষ্টারিকা	৩২৬,২০২	—
গুটিমালা	৬,১৮১,২৩৯	—
হণ্ডুরাস	১৬,৩২৮	—
নেদারল্যাণ্ড ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	—	৫২৪
ফ্রান্স ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	—	৫২৩
ইথিওপিয়া	৬১,৬২৪	—
পানামা	৪,২০৯	১৮,৮২৭
ভালভেডোর	২,২০০,২৮৮	—
ম্যাক্সিকো	৪,২৭৫,৫৬০	—
কিউবা	—	৩,৭৯০
ডমিনিক্যান রিপাব্লিক	১,০৪৩,৩১১	—
হেইটি রিপাব্লিক	১,১০০,২৩০	—
ব্রাজিল	৮৭,৫৪৪,২১২	—
কলাম্বিয়া	৩৪,৪৩৩,১৭৭	—
বৃটিশ মলয়	৫৩৪	—
ইকুয়াডোর	১,১২১,০৬৮	—
ভেনিজুয়েলা	৩৪৫,৬৯৮	—
মরক্কো	—	৩,৪২৫
ফ্রেঞ্চ আফ্রিকা	১৬,৮৭২	—
এডেন	৫৭,৬৯৪	
ছোট আরব	৩৪,৭৬০	—
নেদারল্যাণ্ড ইণ্ডিজ	৫,৫২৫,০০৫	—
জাপান	—	৩১,৪০৮
মিসর	—	৩২,৫৬২
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ	—	৪,৭৪০
অষ্ট্রেলেশিয়া	—	১৭,৩২৫
বৃটিশ ইষ্ট আফ্রিকা	১,,২১৭,২৪১	—
পর্ত্তুগীজ আফ্রিকা	৮৩৮,২২৩	—
মোট পাউণ্ড	১৪৬,৪৮৪,২৬৭	৪৩৭,৭৮৪

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মার্কিণরাজ্যের চা আমদানি ও রপ্তানির বিবরণ দেওয়া গেল :—

চা আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা

দেশসমূহ	আমদানি পাউণ্ড	রপ্তানি পাউণ্ড
সুইডেন	—	৮৫
যুক্তরাজ্য	২২২,২৪৯	৫৬,২৮০
ক্যানাডা	২,০৭৪	৫৯
হণ্ডুরাস	—	৩৩৮
আর্জেন্টাইনা	—	১,৬৪৩
পানামা	—	১,৪৬৩
সুইট্‌জারল্যাণ্ড	—	৬৪
ম্যাক্সিকো	—	১,০৪৭
ডমিনিক্যান রিপাব্লিক	—	১৫৩
বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	—	১৬৮
নেদারল্যাণ্ডস্ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	—	১,০৭০
ফ্রেঞ্চ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	—	১৩০
নিকারাগুয়া	—	৪২
কোষ্টারিকা	—	১,৪৯৭
ভেনিজুয়েলা	—	৭৭৬
সুরিনাম	—	২১৭
কলাম্বিয়া	—	১,২২০
ইকুয়াডোর	—	৪১৮
প্যালেষ্টাইন		—
ইকুয়াডোর	—	
পেরু	—	
কিউবা	—	
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ	—	
হেইটি	—	
বৃটিশ ইণ্ডিজ	১,৩০২,৮৩৪	—
সিংহল	১,৪৮১,৪৪২	—
চীন	৮৩২,২২২	—
নেদারল্যাণ্ডস ইণ্ডিজ	১,১৮৭,৩২২	—
হংকং	৪৮,৭৮৯	৫০
জাপান	৩,৮৭৩,০০০	৩,১৫২
মোট পাউণ্ড	৮,২৮০,২৬৩	৭৭,৭৯৭

"সায়েন্টিফিক্ আমেরিকান্"

(মার্চ, ১৯৩৮)

আমাদের মত।

স্থপৃষ্ঠরূপে গাছ বৃদ্ধি করা।

চীন ও আধুনিক বিজ্ঞান।

"লেবার রিপোর্ট, ১৯৩৬"

(ডিসেম্বর, ১৯৩৭)

১। পাইকারী দর।

২। মজুরীর হার ও শ্রমিকের কাজের সময়।

৩। শিল্প কলহ।

৪। কর্মনিয়োগে তারতম্য।

৫। শিল্প প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা।

"প্রিন্সিংস্ ইন্ বী কাল্‌চার"

(মার্চ, ১৯৩৮)

মধু উৎপাদনকারীদের মাসিক রিপোর্ট।

মৌমাছির উৎপাদন।

সম্পাদকীয়।

"বৃটিশ ওয়ার্ল্ড"

(ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮)

স্বর্ণ দক্ষিণ আফ্রিকা।

স্কটল্যাণ্ডের সাম্রাজ্য প্রদর্শনী।

"বার্ক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্"

(মার্চ, ১৯৩৮)

ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা।

শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন।

বৃটিশ রপ্তানি ব্যবসা।

মূল্য আন্দোলনের ফল।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যের জাহাজ নির্মাণ।

ক্যানাডার ধাতব দ্রব্যের উৎপাদন।

টাকাকড়ির বাজার।

বৈদেশিক বিনিময়।

"ইণ্টারন্যাশানাল ইনভেষ্টমেণ্ট প্রব্‌লেম" 'আন্তর্জ্জাতিক ধন বিনিয়োগ সমস্যা' অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

রয়্যাল ইনষ্টিটিউট অব ইণ্টারন্যাশানাল অ্যাফেয়ার এর অধ্যয়ন বিভাগের সদস্যদের দ্বারা সঙ্কলিত রিপোর্টে মহাযুদ্ধের পর হইতে আন্তর্জ্জাতিক ধনবিনিয়োগ ব্যাপারের একটা ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে দেখান হইয়াছে যে, মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ধন বিনিয়োগের যে ব্যবস্থা ছিল তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে উন্নতিশীল শিল্পপ্রধান দেশগুলি অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশগুলিকে টাকা ধার দিত এবং ইহার দ্বারা তাহারা তাহাদের কৃষিজাত দ্রব্যসমূহ আন্তর্জ্জাতিক বাজারে বিক্রয় করিবার সুবিধা পাইত ও শিল্পপ্রধান দেশগুলি নিজেদের বাজারের আয়তন বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিবার সুবিধা পাইত। কিন্তু বর্ত্তমানে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে জনসংখ্যার অসদ্ভবরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য আনুপাতিক খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়, কয়লের যন্ত্রপাতির এবং কৃষিবিষয়ক উন্নতির জন্য কৃষি-প্রধান দেশগুলি পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক খাদ্যদ্রব্য পাঠাইতে সমর্থ। তৃতীয়তঃ স্বাদেশিকতার হেতু কৃষিপ্রধান দেশগুলি কৃষির দিকে বিশেষরূপে লক্ষ দিয়াছে। উপরোক্ত বিষয়-গুলি পাশ্চাত্য দেশসমূহের বেলায় সত্য হইলেও প্রাচ্যের অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং লেখকদের মতগুলি পাশ্চাত্য দেশগুলির পক্ষেই প্রযোজ্য। লেখকদের আর একটি অভিমত এই যে, গ্রেটবৃটেন আগে যেরূপভাবে লাভজনক উপায়ে আন্তর্জ্জাতিক বাজারে ধন বিনিয়োগ করিত এখন আর সেরূপ চলে না। বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত সময়ের সহিত খাপ খাওয়াইয়া যদি টাকা ধার দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে হয়ত চলিতে পারে।

আন্তর্জ্জাতিক ধনবিনিময় সম্বন্ধে ষ্টেট কি পথ অবলম্বন করিয়াছে সে বিষয়েও একটি অধ্যায় রচনা করা হইয়াছে।

"এক্সচেঞ্জ ডিপ্রিসিয়েশন"; বিনিময় মূল্য হ্রাস; হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

প্রফেসর হ্যারিস ১৯৩০ সন হইতে বিনিময় মূল্য হ্রাসের ফলে ব্যবসা বাণিজ্য এবং জিনিষের দরের গতি কিরূপ হইয়াছে সেবিষয় আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত পুস্তকে গোল্ডব্লকের বিপদ এবং যেসব দেশে মুদ্রামূল্য হ্রাস হইয়াছে তাহাদের লাভ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রোফেসর হ্যারিস মুদ্রামূল্য হ্রাসের পক্ষপাতী। তিনি মুদ্রামূল্য হ্রাস করা হইলে দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতি কতদূর পর্য্যন্ত হইতে পারে তাহার বিচার করেন নাই। এই সম্বন্ধে জাপানের অবস্থার সমালোচনা করিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইতে পারিত। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের উপরই বেশী মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। যে অধ্যায়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে সেখানে নিউডিলের বর্ণনা করিতেই অনেক পাতা ব্যয় হইয়াছে। বইটির প্রত্যেক অংশ অন্য অংশের সহিত সুসংবদ্ধ নয়। পুনরুক্তি অত্যধিক এবং সামঞ্জস্যবিহীন। প্রোফেসর হ্যারিসের মতের মূল সূত্র হইতেছে কোয়ান্টিটি থিয়োরির একটু পরিবর্ত্তিত ভাব। সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা কোয়ান্টিটি থিয়োরিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কাজে লাগান হইয়াছে। এইরূপ বিচারের দ্বারা তিনি

একটি অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, আতীয় ব্যয় বৃদ্ধি হইলে মিনিষের দর বর্দ্ধিত হইবে। মূল্য হ্রাসের জন্ত রপ্তানি বর্দ্ধিত হয় এবং দেশীয় শিল্পরক্ষার ব্যবস্থা হয়। প্রোফেসার হ্যারিস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মূল্যহ্রাস সারা জগতের পক্ষেই ভাল ফল দিয়াছে।

"অ্যান্ ইনট্রোডাক্শান টু দি থিয়োরি অব্ ষ্ট্যাটিষ্টিক্স;" লণ্ডন।

উক্ত পুস্তকটি মিঃ জি, উডনি ইউলের লিখিত। যাহারা অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন নয় তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিলে ইহার হিসাব নিকাশ বুঝিতে বিশেষ কষ্ট পাইবেন। ইহার প্রথম সংস্করণ সাধারণ ছাত্রদের বুঝিবার পক্ষে কিছু শক্ত হইয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ অনেক বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। বাইনোমিয়েল ও নরমাল ডিস্ট্রিবিউশান (দ্বৈরাশিক ও সাধারণ বণ্টন) নামক অধ্যায়ের সহিত বিষবণ্টন (পয়সন ডিষ্ট্রিবিউশন) নামক আর একটি বিষয় সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"রিপোর্ট অব্ দি মিলওনার্স এসোসিয়েশন"; আমেদাবাদ কর দি ইয়ার ১৯৩৮। মূল্য ৫৲ টাকা।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৮৩টি মিলের তুলনায় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে আমেদাবাদে ৮৪টি মিল আছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ২,০২৩,১৯০টি স্পিণ্ডেল এবং ৫০,৪০০টি তাঁতের তুলনায় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে ২,০৪১৫১৩টী স্পিণ্ডেল ও ৫০,৮১১টি তাঁত আছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষে ৩১টি মিলের তুলনায় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের উক্ত মাসে ৩৬টি মিল্ কাজ করিতেছিল। শিল্প ধর্ম্মঘট বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শ্রমিক নিয়োগের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ১৯টি শিল্প ধর্ম্মঘটের ফলে ১০,৭৪১ জন শ্রমিক ইহাতে লিপ্ত ছিল। এতদ্ফলে ৩৫,২৩১টি কার্য্যের দিন নষ্ট হইয়াছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ১২টি শিল্প ধর্ম্মঘটে ২৯,৬৭৭ জন শ্রমিক লিপ্ত ছিল। ইহাতে ১০৩,৭২১টি কর্ম্মদিবস নষ্ট হইয়াছিল। তাঁতিদের বেতন হ্রাসাভিপ্রায়ে, বোম্বে গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পনানুযায়ী ২৫০ জন শিক্ষানবিশ নিয়োগ প্রভৃতি বিষয় এই রিপোর্টের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

"প্রব্লেমস্ অব্ এগ্রিকালচারল ক্রেডিট্ ইন্ ইণ্ডিয়া"; বি সি ঘোষ, পি এইচ ডি, মডার্ণ পাব্লিশিং সিণ্ডিকেট, কলিকাতা। পৃঃ ১৩৯, মূল্য ২৷০।

এই গ্রন্থে ডক্টর ঘোষ ভারতীয় চাষীদের বিবিধপ্রকার অসুবিধার সার্ভে করিয়াছেন। যেসকল ক্রেডিট্ সোসাইটি কৃষকদের অর্থ-সাহায্য করিয়া থাকে তাহাদের বর্ণনাও এই গ্রন্থে আছে। প্রথম অধ্যায়ে কৃষকদের অল্পকালের জন্ত আর্থিক সাহায্যের সুযোগসুবিধার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত প্রাথমিক সমবায় সংস্থাপনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন; কেন না ইহা করিলে পর প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক সমূহের মারফতে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কসমূহের কারবার করিতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাহা অনেক হ্রাস পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১ হইতে ৩ বর্ষব্যাপী ইণ্টারমিডিয়েট ক্রেডিট্ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক সরবরাহের আবশ্যকতা প্রচারিত হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়ে ভারতীয় কৃষি-কার্য্যের জন্ত দীর্ঘকালব্যাপী ক্রেডিটের আবশ্যকতার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কৃষকদের ঋণমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ক্রেডিটের অতিরিক্ত যথোপযুক্ত প্রতীকারের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বিশেষভাবে সেই প্রতীকারের বিষয় উল্লেখ করেন নাই। গ্রন্থকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক সেণ্ট্রাল ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কের ডিবেঞ্চার ক্রয়ের বিরোধী। কিন্তু ইহা করিলে পর জনসাধারণের মধ্যে ল্যাণ্ড-মর্টগেজ ব্যাঙ্কের উপর বিশ্বাস আসিবে। বাংলার সোন অফিসগুলিকে জয়েণ্ট ষ্টক ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কে পরিণত করিবার জন্ত যে আভাস দিয়াছেন তাহা অবশ্য চিন্তনীয় বিষয়। সর্ব্বশেষ অধ্যায়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এগ্রিকাল্চারেল ক্রেডিট ডিপার্টমেণ্টের কার্য্যকলাপের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের দুইটী নির্ঘণ্টে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অ্যাক্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লিপিভুক্ত ব্যাঙ্কের নাম আছে। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সহজ ও সরল

হইয়াছে। আণ্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্র ও যাহারা ভারতবর্ষের গ্রামা ক্রেডিট্ ক্যাসিলিটিজের সহিত পরিচিত হইতে চাহে তাহাদের পক্ষে এই পুস্তকটি বিশেষ উপকারে আসিবে। ইহাতে আধুনিক ষ্টাটিষ্টিকস্ ও গ্রন্থপঞ্জীর সমাবেশ করিলে পর এই পুস্তকটির উপকারিতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইত।

"ওয়ার্ল্ড ইকনমিক সার্ভে ফর লীগ অব নেশন্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

এই সার্ভে নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান ১টি অধ্যায়ে বিভক্ত, যথা :—

(১) কারেন্সি।
(২) সংপ্রসারণের কারণ।
(৩) ষ্টক উৎপাদন এবং ব্যবসা।
(৪) মূল্যের হার বৃদ্ধি।
(৫) শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি।
(৬) ডুনিয়ার ব্যবসার সংপ্রসারণ।
(৭) বাণিজ্য নীতির সংঘর্ষ।
(৮) ক্রেডিট্ করায়ত্ত করা।
(৯) ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আর্থিক অবস্থা।

"অর্গেনিজেশন অ্যাণ্ড ফিনান্স অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ ইন্ ইণ্ডিয়া" সাবন্ত এবং মুল্‌কি; লঙ্‌ম্যান্‌স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ৪৲ টাকা।

এই পুস্তকটি ভারতীয় অর্থশাস্ত্র বিষয়ে লিখিত বহুখণ্ডের মধ্যে অন্যতম। বোম্বের অধ্যাপক সি এন্ ভকিল ইহার সম্পাদকতার কার্য্য করিয়াছেন। দুইটী পৃথক থিসিসের উপকরণ একত্রীভূত করিয়া আলোচ্য পুস্তক প্রকাশিত করা হইয়াছে।

এই পুস্তকটিতে ভারতবর্ষের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের অর্গেনিজেশন এবং ফিনান্স বিষয়ক উপকরণের সমাবেশ হইয়াছে। একটি অধ্যায়ে ছোট খাট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকটি ১১টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার নির্ঘণ্টে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় কোম্পানী আইনের বিষয় উক্ত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়ের একাদশ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার যন্ত্রপাতি প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে এবং পরে শিল্পোদ্যমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়াছেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানের আধুনিক অবস্থা, ত্রুটি ও প্রতীকারের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গ্রন্থকার ভারতবর্ষে কোম্পানীর উন্নতি সম্পর্কিত বিষয়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই অধ্যায় ও পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ম্যানেজিং এজেন্ট সম্পর্কিত অনেক বিবৃতি পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কেন না সম্প্রতি কোম্পানী আইনের সংস্করণের দরুণ এজেন্টদের ক্ষমতা খুব হ্রাস পাইয়াছে।

কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরকে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকর্ত্তারা একজিকিউটিভ কাউন্সিল সৃষ্টির জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে ম্যানেজিং এজেন্সি সিষ্টেমের সর্ব্ববিধ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা ইহার ত্রুটি ও প্রতীকার দর্শাইয়াছেন। তাঁহাদের সুপারিশ নূতন আইনে অনেক পরিমাণে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বিবিধ প্রকার কমার্শ্যাল সিকিউরিটি আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে মূল্যবান সুপারিশও করা হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইনিসিয়াল্ ক্যাপিট্যাল্ এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যালের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়ে ডিপ্রিসিয়েশনের বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার আলোচনা অতি প্রাঞ্জল ও সরল হয় নাই। অষ্টম অধ্যায়ে গ্রন্থকারদ্বয় ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল্ ব্যাঙ্কস্, ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ব্যাঙ্কস্, এবং ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টস্ সংস্থাপনের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নবম অধ্যায়ে গ্রন্থকারদ্বয় বোম্বের ষ্টক এক্সচেঞ্জের ইতিহাস ও বৃদ্ধির বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। দশম এবং একাদশ অধ্যায়ে অর্গেনিজেশন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার টাকাকড়ির বিষয় উক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকারদ্বয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও সংপ্রসারণকল্পে সরকারী সাহায্যের আবশ্যকতার প্রচার করিয়াছেন। বিবিধ প্রদেশসমূহে সরকারী সাহায্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পরিচয় দিয়াছেন। এই সম্পর্কে তাঁহারা জার্ম্মানি, জাপান, ফ্রান্স এবং মার্কিণরাজ্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

১। "দি ইণ্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্কস" (আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক); এ এস্ জে ব্যাটার; লণ্ডন; পি এস্ কিং; ১৯৩৫; পৃঃ ২৬৯; মূল্য ১২ শিলিং ৬ পেন্স।

২। "লেক্‌চার্স অন পলিটিক্যাল্ ইকনমি" (দ্বিতীয় খণ্ড); কে উইকসেল; লীওনেল্ রবিনস্ কর্তৃক সম্পাদিত; নিউইয়র্ক; ম্যাক্‌মিলান; ১৯৩৫; পৃঃ ২০৮; মূল্য ২ ডলার ২৫ সেণ্ট।

৩। "দি পাব্লিক স্কুল সেট অব কেণ্টুকী" (কেণ্টুকীর সরকারী স্কুলের কথা); জী এল বেল্‌চার; নেস্‌ভিল; জর্জ পিবোডি কলেজ ফর টিচার্স; ১৯৩৪; পৃঃ ১২।

৪। "ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড আন্‌এম্‌প্লয়মেণ্ট" (জমী এবং বেকার); জে এফ মুরহেড্; নিউইয়র্ক; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস; ১৯৩৫; পৃঃ ২১১; মূল্য ২ ডলার ৫০ সেণ্ট।

৫। "রেস্ ডিফারেন্সেস্" (জাতীয় পার্থক্য); ক্লীন্‌বার্গ; নিউইয়র্ক; হারপার; ১৯৩৫; পৃঃ ৩৬৭।

৬। "দি গ্রোথ্ অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন অব পোপুলেশন্স" (জনসংখ্যার বর্দ্ধন ও বণ্টন); এস্ ডী পিয়ারসন; নিউইয়র্ক; উইলি; ১৯৩৫; পৃঃ ৪৪৮; মূল্য ৪ ডলার।

৭। "দি ন্যাশনাল লেবার রিলেশনস্ অ্যাক্ট" (জাতীয় শ্রম-বিষয়ক আইন); ভাব্লিউ এইচ্ স্পেন্সার; চিকাগো; চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস; ১৯৩৫; পৃঃ ৯৮। মূল্য ১ ডলার।

৮। "থ্রি সোর্সেস্ অব আন্‌এম্‌প্লয়মেণ্ট" (বেকারের তিনটি কারণ); ভাব্লিউ ইয়োটিন্‌স্কি; জেনেভা; আন্তর্জাতিক শ্রমিক আফিস্; ১৯৩৫; পৃঃ ১৬৬; মূল্য ১ ডলার ২৫ সেণ্ট।

৯। "এ গাইড্ টুদি ষ্টাডি অব মানি অ্যাণ্ড ব্যাঙ্কিং" তৃতীয় সংস্করণ; জে ডাব্লিউ বেল্; ইথান্‌এন্; নর্থওয়েষ্টার্ণ ইউনিভার্সিটি; ১৯৩৫; পৃঃ ২৪১।

১০। "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব ব্যাঙ্কিং অ্যাণ্ড ফিনান্স" প্রথম খণ্ড; চতুর্থ সংস্করণ; জী জী মুন্; কেম্ব্রিজ, ব্যাঙ্কার্স পাব্লিশিং কোং; পৃঃ ৭৮৪; মূল্য ৬ ডলার ৫০ সেণ্ট।

১১। "ওয়ার্ল্ড প্রোডাক্সন অ্যাণ্ড প্রাইসেস্" (বিশ্বব্যাপী উৎপত্তি এবং মূল্য; ১৯২৫-৩৪; জেনেভা; লীগ অব নেশনস্; নিউইয়র্ক; ওয়ার্ল্ড পীস্ ফাউণ্ডেশন; ১৯৩৫; পৃঃ ১৪৬।

১২। "দি সিকার ইন্‌ডাষ্ট্রি" (মদ্যের ব্যবসা); এম্ জী রোথেন্ লুব্; ব্যাচ্‌ভক্; পেন্‌সিলভেনিয়া; ব্যাকস্-ডেল ডীষ্টিলিং কোং; ১৯৩৫; পৃঃ ৬৫।

১৩। "হিষ্টরী অব রেল রোড্ ষ্ট্রাইকস্" (লৌহবর্ত্ম ধর্ম্মঘটের ইতিহাস); ও জী বোলী; ওয়াশিংটন; ব্রাদারহুড্ পাব্লিশিং কোং; ১৯৩৫; পৃঃ ১১০;

১৪। "ইণ্টারন্যাশনাল ইকনমিকস্ অ্যাণ্ড ডিপ্রমেসি ইন্ দি নিয়ার ইষ্ট" (আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও অদূর প্রাচ্যে রাজনৈতিক চাল); ডী জে পুরীয়ার; ষ্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটি; ক্যালিফোর্ণিয়া; ষ্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; ১৯৩৫; পৃঃ ২৭৭; মূল্য ৩ ডলার ২৫ সেণ্ট।

"আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" পরিষদের আলোচনাসমূহ

(১) আধুনিক ইতালীয় সাহিত্যের ধারা

সম্প্রতি "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" পরিষদের উদ্যোগে ইণ্ডো-স্যুইস্ ট্রেডিং কোম্পানীর অফিসে ডক্টর মণীন্দ্রমোহন মৌলিক 'বর্ত্তমান ইতালীয় সাহিত্য ধারা' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। (২৮ নবেম্বর ১৯৩৭)। উক্ত পরিষদের গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রথমে বলেন :—"সাহিত্য শব্দটাকে খুব ব্যাপকভাবে বুঝিয়া থাকি। যাহা-কিছু ইতালীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছে, তাহাই ইতালীয় সাহিত্যের অন্তর্গত। ইতালীয় সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় আছে। ভারতে ডার্জ্জিলের নাম আমরা সকলেই জানি। আমি এক ইংরেজি ও বাংলা কবিতায় ডার্জ্জিলকে স্বাদেশিকতার জগদ্‌গুরু বলিয়া প্রচার করিয়াছি। তাহার পর দান্তে পেত্রার্ক বোকাচিও হইতে আরম্ভ করিয়া মাকিয়াভেলি পর্য্যন্ত অনেকের রচনাই আমরা জানি। ইতালীর নব অভ্যুদয় আন্দোলনের কথা জানে না, ভারতে শিক্ষিতদের মধ্যে এমন কেহ নাই। আর বর্ত্তমান ইতালীর ত কথাই নাই। কাভুর, মাৎসিনি ও গারিবাল্দি ভারতীয় স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উৎসস্বরূপ। ইতালীর বর্ত্তমান দার্শনিকদ্বয় ক্রোচে ও জেন্‌তিলের চিন্তা-ধারা ভারতে সুবিদিত। আর মুসোলিনীর কথাত উল্লেখ করাই বাহুল্য।

"কিন্তু যদিও ইতালীর সহিত পরিচয় আমাদের খুবই নিবিড়, বাঙ্গলা সাহিত্যে ইতালীর প্রভাব খুব বেশী দেখা যায় না। মধুসূদন দত্ত অবশ্য ইতালীয় সাহিত্য এবং বিশেষ করিয়া ডার্জ্জিল ও দান্তের সাহিত্যের দ্বারা ভাবান্বিত হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্রেও দান্তের প্রভাব আছে। কিন্তু বাংলার অন্যান্য সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে ইতালীর বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। আমি আমার "ইতালিতে বারকয়েক" গ্রন্থে এবং অন্যান্য রচনায় ইতালীর মনীষিগণের কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রমথনাথ রায় ইতালীর সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং করিতেছেন। তাহার পরে এখন ডাঃ মণি মৌলিকও এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার কাছে আমরা অনেক কিছু আশা করিতে পারি।"

ইহার পরে ডক্টর মৌলিক তাঁহার বক্তৃতা সুরু করেন। তিনি বলেন, "ইতালীর ভাবুকতা আন্দোলনের তিনজন শ্রেষ্ঠ বীর হইতেছেন লেওপার্দি, মাৎসিনি ও ফসকলো। ইহাদের মধ্যে লেওপার্দির লেখার মধ্যে স্থানীয় প্রভাবের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং ফসকলোর সাহিত্যে এক বিষাদপূর্ণ ভাবুকতা দেখা যায়। আধুনিক ইতালিয়ান সাহিত্যের প্রকৃত অগ্রদাতা হইতেছে কার্দুচ্চি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ অর্থাৎ গত মহাযুদ্ধের সময় অবধি মোটামুটি কার্দুচ্চির যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ১৯০৬ সনে কার্দুচ্চি জগতের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন। কার্দুচ্চির সাহিত্যে দুইটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে—ভাবুকতাপূর্ণ স্বাদেশিকতা এবং ধর্ম্ম সঙ্ঘ বা চার্চ্চের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ। দান্তে ও মাকেয়াভেলির চিন্তাধারার সহিত তাঁহার স্বাদেশিকতার যোগাযোগ আছে। ধর্ম্ম সঙ্ঘের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ বা বিরুদ্ধ মনোভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'ইন্নো এ সাতানা' (শয়তানের প্রতি স্তোত্র) নামক পুস্তকে ধর্ম্মসঙ্ঘকে তিনি শয়তানের প্রতীকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে রেনাসাঁস বা ইতালীর নব-অভ্যুদয় আন্দোলনের পরে, যে বিরাট আন্দোলন সুরু হইয়া গিয়াছে, যাহাকে "রিসর্জ্জিমেন্তো" আন্দোলন বলা হয়, কার্দুচ্চিকে ইহার এক প্রধান পুরোহিত বলা যাইতে

পারে। এই আন্দোলন ইতালীকে উনবিংশ শতাব্দীতে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে এবং বর্ত্তমান ফাসিজ্‌ম্‌ ইহার একটি অভিব্যক্তি মাত্র। উনবিংশ শতাব্দীতে মাৎসিনি ছিলেন এই আন্দোলনের দার্শনিক, গারিবলদি ছিলেন ইহার সৈনিক, আর কার্দুচ্চি ছিলেন এই আন্দোলনের কবি।

বর্ত্তমান যুগে কার্দুচ্চির দুইজন প্রধান শিষ্য হইতেছেন দাহুনৎসিও ও প্যাসকলো। প্যাসকলো দুই বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন (১৯৩৫)। ইনি জীবনের অতি সামান্য ও সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে অতি অপূর্ব্ব কবিতা লিখিতে পারিতেন।

দাহুনৎসিও একাধারে সৈনিক ও সাহিত্যিক। যুদ্ধের সময় মুসোলিনীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। দাহুনৎসিওর সাহিত্যে প্রাচীন প্রভাব বিশেষ দেখা যায়। 'লা চিত্তা মর্ত্তা' (মৃত নগর) নামক নাটকে এথেন্সের লুপ্ত গৌরবের উল্লেখ করিয়াছেন। 'লা ফিওরন্দা' (ক্রীড়ারতা বালিকা) তাঁহার একটি সুন্দর বিয়োগান্ত নাটক। 'নহিয়া' নামক কবিতা পুস্তক গ্রীসের উপকথা সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর গ্রন্থ। "সান সেবাস্তিয়োনো"তে তাঁহার প্রকৃতির সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। অগ্নিখ্যাত পিরানদেলো ইতালীর একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁহার 'দি লেট ম্যাত্তিয়া প্যাস্কান্‌' (পরলোকগত ম্যাত্তিয়া প্যাস্কান) নামক পুস্তক সর্ব্বজন-প্রশংসিত হইয়াছে। 'সিক্স পারসন্‌স ইন সারচ্‌ অব্‌ দি অথর' (গ্রন্থকারের সন্ধানে ছয় ব্যক্তি)ও তাঁহার একটি বিখ্যাত পুস্তক। ইতালীর সাহিত্যিক গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দার নামও জগতে বিখ্যাত। তাঁহার দুইটি চিত্তাকর্ষক পুস্তক হইতেছে 'দি মাদার' ও 'কানুত্তি দিজোলা' (দ্বীপের গাথাসমূহ)।

কতকগুলি বর্ত্তমান লেখক-লেখিকারও নাম করা যাইতে পারে, যথা নেগ্রি মারিওনেত্তি, ইহার বৈশিষ্ট্য হইতেছে ভবিষ্যনিষ্ঠা; পাপিনি, ইনি 'লিওনার্দো' নামক পত্রিকা চালাইয়া থাকেন এবং ইনি রেনাসাঁসের পুনরুজ্জীবনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন।"

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণও আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন :—জ্যোতির্ম্ময় মৌলিক, অতুলচন্দ্র কুমার, ইরাকের অধ্যাপক ইউসেফ আহমেদ বাগদাদী, মধুসূদন চক্রবর্ত্তী, সুশীল দাশগুপ্ত, অ্যাডভোকেট পঙ্কজ মুখার্জ্জী, শচীন্দ্রনাথ দত্ত।

(যুগান্তর, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৭)

(২) জাতিসঙ্ঘের ভবিষ্যৎ

লীগ অব্‌ নেশনের ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ ডি লিট "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" পরিষদের এক সভায় আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ ও লীগের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন (২৯ নবেম্বর ১৯৩৭)। গবেষণাগার অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন যে, তিনি বরাবরই লীগের একজন সমর্থক। রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাহিরে লীগের কার্য্য সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, এই দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে লীগ অনেক কাজই করিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, রাজনৈতিক দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলেও লীগ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গের পক্ষে এক জায়গায় বসিয়া মুখোমুখি আলাপ আলোচনার সুবিধা করিয়া দিয়াছে। উপস্থিত সকলেই আলোচনায় যোগদান করেন এবং বক্তাকে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করিতে থাকেন। শচীন্দ্রনাথ দত্ত বলেন যে, লীগের প্রতিনিধিরা কেবল ইয়োরোপের শান্তি রক্ষায়ই ব্যস্ত। তিনি লীগ উঠাইয়া দেওয়ার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। ডক্টর মণি মৌলিক বলেন যে, যুদ্ধ অপরিহার্য্য এবং মানবের অস্তিত্বের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। ইরাক হইতে আগত অধ্যাপক ইউসুফ আমেদ বাগদাদি বলেন যে, লীগ প্রধানতঃ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং তাহাদের দ্বারাই প্রভাবান্বিত। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মালদহের শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র কুমার লীগের সুবিচারের উপর ইয়োরোপীয় দেশসমূহের সাধারণ অধিবাসিবর্গের বিশ্বাস আছে কিনা এ বিষয় জানিতে চাহেন। "আবিসিনিয়া"-লেখক মধুসূদন চক্রবর্ত্তী পালেষ্টাইন সম্বন্ধে এবং অ্যাডভোকেট পঙ্কজ মুখোপাধ্যায় দুর্নীতিপূর্ণ মেয়ে কেনা-বেচা সম্বন্ধে লীগ কি করিয়াছে তাহা জানিতে চাহেন। শ্রীযুক্ত

সুবোধকক্ষ ঘোষাল প্রাচ্য রাজনীতিতে লীগের হস্তক্ষেপ হওয়ার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এই ব্যাপারের পর লীগের পক্ষে মর্য্যাদার সহিত বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর নয়।

ডাঃ ঘোষ এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বলেন যে, লীগের উপর যেসব দোষ সাধারণতঃ দেওয়া হয় সেগুলি সদস্য-তালিকাভুক্ত বিভিন্ন জাতির প্রতিই প্রযোজ্য। লীগের কতকগুলি সদস্য যদি অসৎ ও দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ করে তাহা হইলে সমস্ত লীগকেই দোষী করা চলে না। লীগ যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দ্বারাই প্রভাবান্বিত কথার তিনি প্রতিবাদ করেন। শান্তি বাঞ্ছনীয় কিনা এ কথার উত্তর দিতে গিয়া তিনি বলেন যে, যুদ্ধের পর মানুষের যেমন যুদ্ধক্লান্তি দেখা যায়, বহুদিন শান্তির পরও সেইরূপ শান্তিক্লান্তি দেখা যায়। তবে বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার মতে যুদ্ধ বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। তিনি বলেন যে, প্রাণিবিদ্যাবিশারদ ও নৃতত্ত্ববিশারদদের মত করিলে দেখা যায় যে, অবিরত যুদ্ধ করিয়া কোনও জাতি যত বলশালীই হউক না কেন, টিকিয়া থাকিতে পারে না। তিনি বলেন যে, বড় হইতে হইলে মানুষকে সহযোগিতার মধ্য দিয়াই হইতে হইবে এবং নৃতত্ত্ব ও প্রাণবিদ্যাও তাহাই বলে।

(৩) চেকোস্লোভাকিয়া

সম্প্রতি "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" পরিষদের উদ্যোগে ইণ্ডো-স্লুইস ট্রেডিং কোম্পানীর অফিসে এক বৈঠকের অনুষ্ঠান হয় (১ ডিসেম্বর ১৯৩৭) চেকোস্লোভাকিয়ার কনসাল ডাঃ টাউসেক এবং বাটা কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ বাটোস এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, চেকোস্লোভাকিয়ার ন্যায় ইয়োরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের নিকট বাংলাদেশের মত ভারতীয় প্রদেশসমূহের শিখিবার অনেক কিছু আছে। মহাযুদ্ধের পর যেসকল দেশের

দাঁড়াইয়া—(বাম হইতে) ১। ডক্টর জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য। ২। ডক্টর সতীন ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক যুগান্তর। ৩। সুবোধ ঘোষাল। ৪। শচীন দত্ত। ৫। ডক্টর দেবেন দাসগুপ্ত। ৬। সুনীল দাসগুপ্ত। ৭। হেমেন্দ্রবিজয় সেন। ৮। ডক্টর মণি মৌলিক। ৯। নগেন চৌধুরী। ১০। সতীন দাসগুপ্ত। (নং ২-৯ গবেষক)।

বসিয়া—(বাম হইতে) ১। অধ্যাপক রাধেশ্বর দাস। ২। অধ্যক্ষ ডাঃ আর আহ্‌মদ। ৩। ডক্টর এফ টাউসেক, চেকোস্লোভাকিয়ার কন্‌সাল। ৪। অধ্যাপক বিনয় সরকার। ৫। মিঃ জন বাটোস, জেনারেল ম্যানেজার, বাটা সু কোম্পানী, বাটানগর। ৬। অধ্যাপক ইউসুফ বাগদাদী।

সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে চেকোস্লোভাকিয়া বিশেষ অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। চেকোস্লোভাকিয়া বেলজিয়াম এবং সুইটসারল্যাণ্ডের মত কারখানা-শিল্পে যারপরনাই সমৃদ্ধ। ডাঃ বাটোদের সহিত সমবেত গবেষক-মণ্ডলীর বাটার ফ্যাক্টরী সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ডাঃ টাউসেক চেকোস্লোভাকিয়ার আর্থিক অবস্থা বিবৃতি করেন। চেকোস্লোভাকিয়ার সহিত পারিপার্শ্বিক দেশগুলির যোগাযোগের কথা তিনি উল্লেখ করেন। ডক্টর জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বসু, সুবোধকুমার ঘোষাল, সুশীল দাশগুপ্ত, ডাঃ মণি মৌলিক, নগেন্দ্র চৌধুরী, হেমেন্দ্রবিজয় সেন, অধ্যাপক রাধেশ্যাম দাস, ডক্টর আর আহ্‌মেদ, সতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (ইণ্ডো-সুইস ট্রেডিং কোং) প্রভৃতি আলোচনায় যোগদান করেন।

(৪) এশিয়ার মুসলমান রাজ্যসমূহ

ইরাক হইতে আগত প্রফেসর ইউসুফ বাগদাদী সম্প্রতি "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" পরিষদের গবেষকগণের সহিত এক বৈঠকে মুসলমান রাজ্যগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করেন (৫ ডিসেম্বর ১৯৩৭)। গবেষণাধ্যক্ষ প্রফেসর বিনয়-কুমার সরকার বলেন যে, বিশেষে মিশর, তুর্কী এবং পারস্যের মুসলমানের নিকট তিনি সদ্ব্যবহার পাইয়াছিলেন।

প্রফেসর বাগদাদী তুর্কীর (প্রজাতন্ত্র), এবং ইরাণ আফগানিস্থান, ইরাক, হেজাজ, ট্রান্সজর্ডন প্রভৃতি রাজ্যের বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি মরক্কো, টুনিস, আলজিরিয়া প্রভৃতি আফ্রিকার রাজ্যগুলির বিষয়ও বলেন। তিনি আরও বলেন, ইরাক ও ইরাণ কারখানা শিল্পে, রাষ্ট্রিক ও সামরিক বিষয়ে, মেয়ে পুরুষদের শিক্ষা বিষয়ে আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে। অন্যান্য বিষয় আলোচনার মধ্যে প্রফেসর বাগদাদী বলেন যে, মুসলমান-দের ঈদ ও অন্যান্য উৎসবে আলিঙ্গন করিবার প্রথা কেবল ভারতবর্ষেই প্রচলিত আছে।

ডাঃ মণি মৌলিক বলেন যে, ইতালী বর্ত্তমানে মুসলমান রাজ্যগুলির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইতালীতে মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির, অধ্যয়ন ও আলোচনার জন্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে।

বঙ্গ-চিন্তায় এশিয়া

শ্রীকল্যাণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, গবেষক, বঙ্গীয় এশিয়া পরিষৎ

বুদ্ধি ও মনের জন্য বাঙ্গালীজাতি চিরকালই তারিফ পাইয়া আসিয়াছে। বাংলার ও বাঙ্গালীর অতি-বড় শত্রুরাও বাঙ্গালীকে ভোঁতাবুদ্ধি বলিতে সাহস পায় না। সাহিত্যে, কাব্যে, শিল্পকলায়, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কারে—সর্ব্ববিষয়ে বাঙ্গালীর দান নিতান্ত কম নয়। অনেকের মতে বাঙ্গালী জাতি নাকি কর্ম্মশীল নহে। একথাটা হয়ত আংশিকরূপে সত্য। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে চিন্তা ও গবেষণার দিক্ দিয়া বাঙ্গালী ভারতকে ও জগতকে যাহা এপর্য্যন্ত দিয়াছে তাহা মোটেই নগণ্য নহে।

তবে, এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্বভাবতই মনে জাগে। পুরাতন জিনিষ লইয়া আমরা যেরূপ ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছি, প্রাচীন ও অতীত লইয়া আমরা যেরূপ মাথা ঘামাইয়াছি, বর্ত্তমানকেও সেই সর্ব্বভেদী ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া আমরা ঘাঁটাই করিতেছি কি? জগতে ভারতের ও বাংলার যাহা-কিছু প্রাচীন ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন তাহাই আমাদের চিন্তার বিষয় হওয়া প্রয়োজনীয়। ইহা আমাদিগকে দূরদৃষ্টি দিবে; আমরা কোথায় ছিলাম ও কোথায় আছি, আমাদের কি ছিল ও কি নাই—এই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাইবে। কিন্তু সেই সঙ্গে বর্ত্তমানের সহিত যোগ

রাখাও আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যাহা ঘটিতেছে, আমাদের দেশেও তাহার হাওয়া লাগিবে না একথা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? বেশীদূর যাইতে হইবে না, এই আমাদের ঘরের কোণে, তুর্কী, ইরাক্, পারস্য, আফগানিস্থান, শ্যাম, ইন্দোচীন, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে যেসকল সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক আলোড়ন হইতেছে, এই সব সম্বন্ধে আলোচনা করা শুধু জ্ঞানের দিক্ দিয়া নহে, কার্যকরতা ও জাতীয় উন্নতির দিক্ দিয়াও যথেষ্ট মূল্যবান্। কয়েক মাস পূর্ব্বে চীনের নবজীবন আন্দোলন সম্বন্ধে একখানা বই পড়িয়াছিলাম। তাহাতে জানিতে পারিলাম যে, এই আন্দোলনের (এটা নিতান্তই একটা সামাজিক আন্দোলন) মধ্যদিয়া, চীনারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতে শিখিয়াছে, ভদ্রভাবে ট্রেণে, ইষ্টীমারে ও রাস্তাঘাটে চলিতে শিখিয়াছে এবং এইসব ব্যাপারে একে অন্যের সুবিধা অসুবিধা বুঝিতে শিখিয়াছে। অথচ আমাদের দেশে এখনও ট্রেণের মধ্যে একজন তাঁহার লট্‌বহর চড়াইয়া একটি পূর্ণ বেঞ্চ জুড়িয়া ঘুম দেন, বাকী পাঁচজন দাঁড়াইয়া থাকেন। এই সব বিষয় জানিলে আমরাই কি তাহা হইতে উপকার ও শিক্ষা লাভ করিতে পারি না।

বাঙ্গালী এশিয়া সম্বন্ধে কি করিয়াছে? এ সম্বন্ধে আমার নিজের অনুসন্ধানের ফলে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে এই মনে হয় যে, আমরা এশিয়া সম্বন্ধে ভাবিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। মোটামুটি ভাবে ১৯০০ সন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, ইতিহাস, সমাজ ও পশুপক্ষী বিষয়ক, রাজনীতি ও সাহিত্য-সম্বন্ধীয় বাংলা ইংরেজী ও আর্য্যভাষায় বাঙ্গালী কর্তৃক লিখিত বইয়ের সংখ্যা পঞ্চাশের কম। ইহার মধ্যে আবার অনেক কয়খানা বইই এমন বিষয়ের উপর লেখা যে, সাধারণ লোকের কোনদিনই সে সম্বন্ধে কিছু জানিবার স্পৃহা হইবে কিনা বলা কঠিন। কাজেই আমরা সকলেই উৎসাহের সহিত পড়িতে পারি বাঙ্গালীর লেখা এরূপ বইয়ের সংখ্যা ৩০।৩৫ এর বেশী নাই। সুতরাং গড়পড়তা হিসাব করিলে এশিয়া সম্বন্ধে 'পাঠ্য' পুস্তক বাঙ্গালী বৎসরে মাত্র একখানা করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। ইদানীং কয়েক বৎসর ধরিয়া অবশ্য বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকে এশিয়া বিষয়ক বাঙ্গালীর লেখা প্রবন্ধ আমরা প্রায়ই পড়িতে পাইতেছি। কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশ না হইলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে সেগুলি হস্তগত করা অথবা তাহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় মনে রাখা অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে।

নিষ্প্রয়োজন বোধে উপরোক্ত পুস্তকগুলির ও তাহাদের গ্রন্থকারদের নাম উল্লেখ করিলাম না। এশিয়ার বিভিন্ন মতবাদ, সেই মতবাদের পরিপোষক আন্দোলন এবং সেই-সব আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া ও আর পাঁচজনকে জানান যে বাংলার শিক্ষিত সমাজের বিশেষ কর্ত্তব্য, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইদানীং অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় একটি ক্ষুদ্র এশিয়া-পরিষদ্ স্থাপিত হইয়া কিছু কিছু আলোচনা আরম্ভ করিয়াছে। নবীন এশিয়ার সহিত বাঙ্গালীকে ভালভাবে পরিচিত করাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য। এতৎ সম্পর্কে কলিকাতার প্রকাশক-মণ্ডলী একটু উদ্যোগী হইলেই এই পরিচয় সুগভীর হইতে পারে এবং পরিষদের উদ্দেশ্যও কথঞ্চিৎ সার্থকতা লাভ করিতে পারে।

বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষৎ

প্রতিষ্ঠিত ১৪ এপ্রিল, ১৯৩৭

নানাশ্রান্তায় শ্রীবস্তি
চরৈবেতি চরৈবেতি চরৈবেতি।

চলিয়া চলিয়া যে-লোকটা হয়রান হয় না সে কখনো শ্রীলাভ করে না।

চল, চল, চল।

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।১৫)

পরিষদের উৎপত্তি

১। ১৯৩২ সনের ৯ এপ্রিল "আন্তর্জাতিক বঙ্গ" পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার অন্যতম শাখার নাম ছিল সমাজ বিজ্ঞান শাখা। কিন্তু এই পরিষদের কর্মপন্থা অতি-বিস্তৃত এবং বিশ্বগ্রাসী। তাই সমাজ বিজ্ঞানের জন্য একটা স্বতন্ত্র পরিষৎ প্রতিষ্ঠার কথা পরিচালকগণকে অনেকবার ভাবিতে হইয়াছে।

২। ১৯৩৬ সনের ২৬ ডিসেম্বর "এডুকেশন গেজেট" নামক সাপ্তাহিকে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার "সোশিঅলজি ইন্ বেঙ্গল" (বঙ্গে সমাজবিজ্ঞান) নামক ইংরেজি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সকলেরই জানা আছে যে পূর্বে "এডুকেশন গেজেট" উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বাঙ্গালী সমাজশাস্ত্রী ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৮৬৬ সনে তিনি প্রথম এই পত্রিকার সম্পাদক হন। বিনয়বাবুর রচনা প্রকাশের পর "আন্তর্জাতিক বঙ্গ" পরিষদের পরিচালকগণ স্বতন্ত্র সমাজবিজ্ঞান-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে থাকেন।

৩। পরে বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষৎ ১৯৩৭ সনের ১৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৪। বর্তমানে বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষৎ আর "আন্তর্জাতিক বঙ্গ" পরিষৎ দুই স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এই দুই পরিষদেরই পরিচালকবর্গ এক।

পরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্য্য-তালিকা

১। সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে অনুসন্ধান-গবেষণা চালানো।

২। এইসকল অনুসন্ধান-গবেষণায় জন্য বাংলাভাষাকে মুখ্য বাহনরূপে ব্যবহার করা।

৩। গবেষক ও গবেষণা-সহায়ক নিযুক্ত করা এবং তাঁহাদের রচনাবলীর দ্বারা সমাজবিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে বাঙ্গালীর চিন্তাসম্পদ ও বাংলাভাষাকে পরিপুষ্ট করা।

৪। বাংলাভাষায় সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করা।

৫। সমাজবিজ্ঞান আর সমাজবিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তিকা-পত্রিকা-গ্রন্থাদি সম্বন্ধে সার্বজনিক সভায় বক্তৃতার এবং সুহৃদায়তন পাঠ-চক্রে আলোচনা-তর্কপ্রশ্নের ব্যবস্থা করা।

৬। ভারতীয় বিভিন্ন জনপদের এবং দেশ-বিদেশের নানাকেন্দ্রের সমাজশাস্ত্রী এবং সমাজবিজ্ঞান পরিষৎ সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ কায়েম করা।

৭। জাতীয়, সমাজশাস্ত্রীদের সঙ্গে বিদেশী সমাজ-শাস্ত্রীদের পরস্পর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা।

সমাজ বিজ্ঞানের সূচীপত্র

বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদের ব্যবস্থায় সমাজ বিজ্ঞান বিদ্যাকে নিম্নরূপ দুই প্রধান বিভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইল :—

প্রথম বিভাগ

সমাজ-বিজ্ঞানের তত্ত্বাংশ

১। প্রাতিষ্ঠানিক বা সংস্কৃতি-বিষয়ক সমাজ-বিজ্ঞান। পরিবার (বিবাহ-প্রথা), সম্পত্তি, আইন-কানুন, রাষ্ট্র, শ্রেণী, জাত-পাত, রাষ্ট্রিক ও অন্যান্য দলাদলি, ধর্মব্যবস্থা,

দেবদেবী, অপরাধ, আইনভঙ্গ, সমাজ-বিরোধ, সুকুমার শিল্প, বিদ্যা-কলা, রীতি-নীতি, ভাষা ইত্যাদি মানুষের সৃষ্টিসমূহ সংস্কৃতি বা কৃষ্টির অন্তর্গত মানবীয় সংস্কৃতির এই সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংস্কৃতিক সমাজ বিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু। প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংস্কৃতিক সমাজ-বিজ্ঞানকে প্রধানতঃ দুই শাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(ক) নৃতত্ত্ব ও ইতিহাস এবং সমাজ-বিবৃতি বা সমাজ-চিত্রণ। এই বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দুই প্রকারের আলোচনা ও গবেষণা উল্লেখযোগ্য,—(১) রক্তগত জাতিনির্দেশ, গোষ্ঠী, রক্তগত জাতি সংমিশ্রণ, রক্তগত জাতি-লোপ, বর্ণ-সঙ্কর, জাত-পাতের উঠা-নামা ভাঙা-গড়া ইত্যাদি শারীরিক দলসমূহের বৃত্তান্ত, বিশ্লেষণ এবং সংখ্যার সাহায্যে মাপাজোকার ব্যবস্থা, (২) রক্তগত ও সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক জাতিসমূহের শারীরিক গড়ন ও সংস্কৃতিমূলক জীবনভঙ্গীর বস্তুনিষ্ঠ ও ঐতিহাসিক আলোচনা।

(খ) সামাজিক দর্শন ও দর্শনমূলক ইতিহাস। এই বিদ্যার ক্ষেত্রে দুই শ্রেণীর গবেষণা উল্লেখযোগ্য,—(১) সামাজিক জীবনে ক্রমবিকাশ, বিবর্তন, উন্নতি, অবনতি যুগ-পরম্পরা, যুগ-পরিবর্তন, যুগান্তর, গতি, উঠা-নামা, ভাঙা-গড়া, উৎরাই-চড়াই, সাম্য সামঞ্জস্য, স্থিতি, বিরোধ, বৈষম্য, দূরত্ব, নৈকট্য, সাদৃশ্য ইত্যাদি বস্তু কি তাহার বিশ্লেষণ, (২) বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাসমূহ বা কার্য্যাবলীর ভিতর পরস্পর যোগাযোগ ও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা। এই দুই প্রকার বিদ্যার ক্ষেত্রেই বিভিন্ন জনপদের ও বিভিন্ন যুগের মানবীয় সৃষ্টি ও কৃষ্টিসমূহের তুলনামূলক পরীক্ষা প্রধান কথা। সামাজিক স্থিতি ও সামাজিক গতি এই দুইয়ের পরস্পর সম্বন্ধ-বিচার উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী।

২। চিন্তাবিষয়ক সমাজবিজ্ঞান। এই বিদ্যার আলোচ্য বিষয়গুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে :—

(ক) সামাজিক চিত্তবিজ্ঞান ও চিত্ত-বিকার বিষয়ক গবেষণা। মানুষের চিত্ত সামাজিক কার্য্যাবলী ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিতর কিরূপ গড়ন প্রাপ্ত হয় তাহার আলোচনা এই বিজ্ঞানের অন্তর্গত। বেঁকি, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, প্রেরণা, স্বভাব, দলগত চিত্তের মূর্ত্তি, লোকমত অনুকরণ, সামাজিক শাসন, গুপ্ত চেতনা, চিত্তদমন, চিত্ত-দৌর্ব্বল্য, চিত্ত-বিকৃতি, চিত্ত-বৈষম্য, চিত্ত-ব্যাধি ইত্যাদি স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক, সুস্থ ও অসুস্থ চিত্তের সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত এই বিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

(খ) সামাজিক চিন্তাপদ্ধতি ও কর্ম্মপ্রণালী এবং সামাজিক গড়ন ও রূপাবলী। এই বিদ্যার আলোচ্য বস্তু দ্বিবিধ,—(১) একাধিক মানুষের ভিতর ব্যবহার ও লেনদেন সমূহের বিশ্লেষণ,—মানুষের প্রতি মানুষের আকর্ষণ এবং মানুষ হইতে মানুষের অপসরণ ইত্যাদি আন্তর্মানুষিক ব্যবহারের নানা আকারপ্রকার সম্বন্ধে পরীক্ষা, (২) ভিড়, সমিতি, সভা, দল, সঙ্ঘ, রাষ্ট্র ইত্যাদি সামাজিক গড়নের কাঠাম ও কর্ম্মপ্রণালী বিশ্লেষণ।

দ্বিতীয় ভাগ

সমাজ-বিজ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ড

মানুষকে পুনর্গঠিত করিবার, সমাজকে কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে চালিত করিবার এবং দুনিয়াকে নয়া রূপ দিবার যতপ্রকার চেষ্টা ও আন্দোলন চলিয়াছে বা চলিতে পারে সেই সমুদয়ের অনুসন্ধান গবেষণা কর্ম্মমূলক-বিজ্ঞানের ভিতর পড়ে। অন্যান্য বিষয়ের ভিতর নিম্নলিখিত বিষয়গুলা এই বিদ্যার অন্তর্গত,—(১) জীবনযাত্রার মাপকাঠি, জাতিগত বা দেশগত আয়, চাষীদের আর্থিক অবস্থা, খাদ্য ও পুষ্টি, ঘরবাড়ী, আরাম-বিরাম, দারিদ্র্য, পেশা, বেকার, লোক-চলাচল, সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্য, লোকবল, দণ্ড ব্যবস্থা, শিক্ষাপদ্ধতি, সমাজ-বীমা, রাষ্ট্রিক দলাদলি, নারীত্বের আন্দোলন, মজুরদের দাবী, আন্তর্জাতিকতা ইত্যাদি, (২) আইন-কানুন, শাসন-প্রণালী, আর্থিক সংগঠন, বিবাহ, শান্তি, নৈতিক জীবন, উপনিবেশ গঠন, আন্তর্দার্শিক সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ক সংস্কার ও পরিবর্ত্তনসমূহ।

এই দুই বিভাগের বিভিন্ন দফা সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে নিম্নলিখিত বিদ্যাসমূহের নিকট আত্মীয়তা ও নিবিড় যোগাযোগ পরিস্ফুট করিতেছে,—(১) প্রাণ-বিজ্ঞান, (২) জলবায়ু তত্ত্ব ও ভূগোল, (৩) চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, (৪) লোকবিদ্যা, (৫) মনঃসমীক্ষণ বিদ্যা, (৬) যোনিশাস্ত্র, (৭) ব্যক্তিগত জাতি-তত্ত্ব, (৮) ভূ-রাষ্ট্র বিদ্যা, (৯) চিত্ত-বিজ্ঞান, (১০) চরিত্র-বিজ্ঞান, (১১) শিক্ষা-বিজ্ঞান, (১২) অর্থশাস্ত্র, (১৩) রাষ্ট্র-তত্ত্ব, (১৪) অপরাধ-বিজ্ঞান, (১৫) পল্লী-নগর বিজ্ঞান, (১৬) সংখ্যাশাস্ত্র, (১৭) ইতিহাস, (১৮) দর্শন, (১৯) তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি। অর্থাৎ এই সকল বিদ্যার তথ্য ও তত্ত্বসমূহের সঙ্গে যোগ না রাখিলে সমাজ-বিজ্ঞান এক পা ও অগ্রসর হইতে পারে না।

পরিষদের পরিচালনা-প্রণালী

১। প্রাচ্যে অথবা প্রতীচ্যে প্রচলিত সমাজবিজ্ঞানের কোনো নির্দিষ্ট মত, পথ, রীতি, পদ্ধতি, দল বা ক্ষেত্রের সঙ্গে বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিনিধি, অনুবর্তী বা শাখা ইত্যাদিরূপে স্বাতন্ত্র্যমুক্তভাবে কর্ম করিবে না। পৃথিবীর সকল প্রকার সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক মত, পথ, রীতি, পদ্ধতি, দল বা ক্ষেত্রের চিন্তা ও কর্ম স্বাধীনভাবে এই পরিষদের আলোচ্য বিষয় থাকিবে।

২। আর্থিক, সামাজিক, ধর্মবিষয়ক, রাষ্ট্রিক ইত্যাদি কোনো প্রকার সাময়িক আন্দোলনের সঙ্গে,—বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ লিপ্ত থাকিবে না। অতীত ও বর্তমান সকল প্রকার আন্দোলনই এই পরিষদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার বস্তু থাকিবে।

৩। একমাত্র বাংলা দেশ অথবা একমাত্র ভারতবর্ষ বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান-পরিষদের গবেষণা-ক্ষেত্র থাকিবে না। গোটা দুনিয়া আর অবিকশিত, অর্দ্ধবিকশিত, পূর্ণ-বিকশিত এবং অতি-বিকশিত সকল প্রকার মানবীয় কৃষ্টি বা সংস্কৃতি হইতে এই পরিষৎ তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করিবে।

৪। বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষৎ কোনো নির্দিষ্ট মত, পথ ও আলোচনা-প্রণালীর প্রচারক থাকিবে না। সভাপতি, পরিচালক ও গবেষকদের ভিতর কেহই কোনো প্রকার মত, পথ ও গবেষণা-প্রণালী স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন না।

শেয়ার বাজার

(কলিকাতা, মার্চ্চ, ১৯৩৮)

ইয়োরোপের রাজনৈতিক গণ্ডগোল ভীতিপ্রদ আকার ধারণ করে জার্ম্মানি যেদিন হঠাৎ এক নিশিথে অষ্ট্রিয়া রাজ্যে বিনারাধায় নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ফিরিয়া আসে সেই দিন। শেয়ার বাজারেও এই ঘটনার ঢেউ প্রতিফলিত হয়। শতকরা ৩॥০ সুদের কোম্পানী কাগজ ভারতীয় শেয়ার বাজারের অবস্থা নির্ণয়ের মানদণ্ড বলা যায়। শতকরা ৩॥০ সুদের কোম্পানী কাগজ দর কলিকাতায় শেয়ার বাজারে হঠাৎ পড়িয়া যায়। এই কাগজের দর হয় ৯৫৸৵০, পূর্ব্বের দর ৯৮৲ টাকার কোঠায় উঠানামা করে। অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা লোপ পাইবার ব্যাপার অন্যান্য রাজ্যের পক্ষে স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া যখন আর কোন উপায় দেখা গেল না, কোম্পানীর কাগজ দরও তখন আর মন্দাভাব বজায় রাখিতে পারে নাই। শতকরা ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজের দর আবার প্রায় পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। মার্চ্চ মাসের শেষ দিকে দর আবার ৯৭৸০ পর্য্যন্ত তেজী হয়। অন্যান্য কোম্পানীর কাগজ দরের তেমন বিশেষ কোন তারতম্য হয় নাই। চীনের বাজারে কিছু সঙ্কট দেখা দিয়াছিল, তাহার প্রভাবও যে শেয়ার বাজারে বিস্তৃত হয় নাই এমন নহে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র চীনের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ খরিদ্দার অথচ চীনে ক্রয় ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার আর মন্ত্রিকে। সরকারে কিছু মন কষাকষি চলে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে চীনে ক্রয় অনেকটা সংযত রাখে, ফলে চারতীয় চীনের বাজারে বিপর্য্যয় দেখা যায় ও হয় অনেক পড়িয়া যায়।

চটকলের বিরোধ মীমাংসার লক্ষণ দেখা যায়, আবার অদৃশ্য হয়, এইভাব বহুদিন হইতে চলিতেছে—তদুপরি পাটের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পাট-চাষীদের হাতে যথেষ্ট পাটের অস্তিত্ব এবং যথেচ্ছ পাটচাষের ফলে কাঁচা পাটের দর তেজী হইতেছে না। এই সকল কারণে চটকলের শেয়ার দর মার্চ্চ মাসের শেষে বেশ মন্দা যায়। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া প্রথম দিকে ২৯১৷০ ছিল, কিন্তু শেষ দিকে দর হয় ২৭৯৷০, ফোর্ট উইলিয়াম প্রথম দিকে ২০০৲ পরে ১৮৫৲; অন্যান্য শেয়ার দরও শেষ দিকে মন্দা যায়।

কয়লার শেয়ার দর মার্চ্চমাসের শেষদিকে কিছু মন্দা যায়। অ্যাসানসোলমেটেড্ ২৪৷০ হইতে ২৩৸৵০, বেঙ্গল ৩১৮৲ হইতে ৩০২৲, বরাকর ১৪৸৵০ হইতে ১৩৸০ হয়; অন্যান্য শেয়ার দরও মন্দা যায়।

চা-বাগানের শেয়ার দর তবু কিছু তেজী যায়। চা-বাগানের শেয়ারের কাজও বেশী হয়—বিশ্বনাথ ২০৲ হইতে ২৪৷০, হাতিকীরা ১৮৸৵০ হইতে ২০৸৵০ হালিমারা ৪১৷০ হইতে ৪৩৸৵০ হয়; অন্যান্য কয়েকটি শেয়ার দরও তেজী যায়।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের দর মার্চ্চ মাসে মন্দা যায়—এ মন্দা ভাব ক্রমশঃ পরে কাটিয়া যায়; কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৪ মার্চ্চ	১১ মার্চ্চ	১৮ মার্চ্চ	২৫ মার্চ্চ	৩১ মার্চ্চ
৩৷০	৯৮৷০	৯৮৷৵০	৯৮৷৵০	৯৭৷০	৯৭৷০
৩৲ (১৯৫১-৪৪)	১০২৷৵	১০২৷৵০	১০২৷৵০	১০২৷৵০	১০২৷৵০
৩৷০ (১৯৪৭-৫০)	১০৬৷০	১০৬৷০	১০৬৷০	১০৫৸০	১০৬৲
৪৲ (১৯৬৪-৫৫)	১১৯৷০	১১৯৷৵০	১১৯৷৵০	১১৮৸০	১১৮৷৵০
৪৲ (১৯৬০-৭০)	১১৪৸০	১১৪৷৸০	১১৪৷৸০	১১৩৸০	১১৪৲

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার দর প্রায় একভাবে থাকে ; দর ছিল এইরূপ :—

	৪ মার্চ্চ	১১ মার্চ্চ	১৮ মার্চ্চ	২৫ মার্চ্চ	৩১ মার্চ্চ
রিজার্ভ	২১৭৸০		১১৮৲		১১৭৲
ইন্সিরিয়াল	১৪৬৫৲		১৪৬৭৷০		১৫৫৩৲
ঐ আংশিক	৩৮১৲		৩৮৪৲		৩৮২৲

চটকল

চটকলের শেয়ার দর ক্রমশঃ মন্দার দিকে-ঁদর ; কয়েকটি শেয়ার দর ছিল এইরূপ :—

	৪ মার্চ্চ	১১ মার্চ্চ	১৮ মার্চ্চ
অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া	২৮৯৲		২৯১৷০
ক্লাইভ	২০৸০		২১৷৵০
কোর্ট উইলিয়াম			১৮৫৲
হাওড়া			৪৬৲
কামারহাটি			৪৫৭৲

বিজলী

বিজলী কোম্পানীর শেয়ার দর প্রায় একরূপ ছিল ; কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৪ মার্চ্চ	১১ মার্চ্চ	১৮ মার্চ্চ
বেঙ্গল টেলিফোন	৫৯৲	১৯৷০	
কলিকাতা ইলেকট্রিক	৪৩৷৯ শি	৪৩৷৬ শি	
ইউঃ পি	১৭৩৲	১৭৪৲	

চা বাগান

চা বাগানের শেয়ার দর মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি হইতে বেশী তেজী যায়। কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৪ মার্চ্চ	১১ মার্চ্চ	১৮ মার্চ্চ	২৫ মার্চ্চ	৩১ মার্চ্চ
বেটজান (আসাম)	২১৷০	২১৲	২১৲	২১৲	২১৲
বিশ্বনাথ	২৩৲	২২৸০	২২৸০	২৫৷০	২৫৷০
ছাসকোওয়া (ত্রয়াই)	১০৲	১০৲	১০৲	১০৪০	১০৵০
হাতিকীরা (শ্রীহট্ট)	১৮৷৵০	১৮৷৵০	২০৷০	২১৲	২০৵০
হালিমারা (দুয়ার)	৪১৷৯	৪১৷০	৪১৷০	৪১৷০	৪৩৵০

কাপড় কল

কাপড় কলের শেয়ার দর একরূপ ছিল ; কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৪ মার্চ্চ	১১ মার্চ্চ	১৮ মার্চ্চ	৩১ মার্চ্চ
বঙ্গলক্ষ্মী	৪৯৲	৪৯৲	৪৯৲	৪৯৲
কেশোরাম	৬৫/০	৬৬৵০	৬৬৵০	৬৬/০
মোহিনী	১১৫০	১১৫০	১১৫০	১১৫০

কয়লা খনি

কয়লা খনির শেয়ার দর শেষদিকে মন্দা যায় ; কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৪ মার্চ্চ	১১ মার্চ্চ	১৮ মার্চ্চ	২৫ মার্চ্চ	৩১ মার্চ্চ
অ্যামালগ্যামেটেড্	২৪৫০	২০৬০	২৪৫০	২৩৯০	২৩৮৵০
বেঙ্গল	৩১৮৲	৩২২৫০	৩১৮৲	৩১৪৲	৩০২৲
বরাকর	১৪৬/০	১৪৫০	১৪৫/০	১৪৲	১৩৬০
ইকুইটেব্‌ল্	৩৬৫০	৩৬৫০	৩৮৲	৩৮৲	৩৪৫/০
রাণীগঞ্জ	৩৪৫০	৩৪৲	৩৪৲		৩৩৲

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৫ ১৩শ বর্ষ—২য় সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

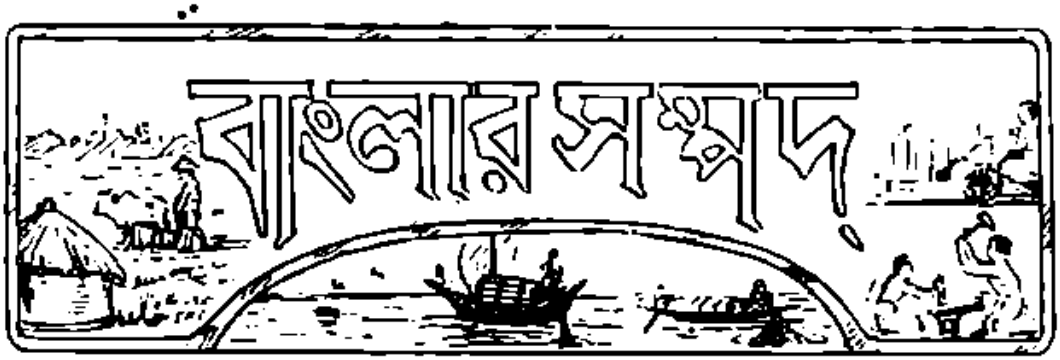

বাঙালী পরিচালিত যৌথ ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্কের সংখ্যা হিসাবে যদি কোনও দেশকে সমৃদ্ধিশালী বলা যায় তা হলে বাংলা দেশ খুবই সমৃদ্ধিশালী বলে মনে হবে। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল পড়বার পর বাংলার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বেশ ক্ষতি হ'য়ে যায় এবং ১৯০৫এর স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনা সাধারণকে ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করতে সাহায্য করলেও ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার পর স্বদেশানুরাগটুকু অটুট রেখে ক্ষতি স্বীকার করার মহত্ব সকলের মনে জাগিয়ে রাখতে পারল না। বাংলার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দুর্দ্দিন তার পর থেকেই আরম্ভ হল। একেত ব্যাঙ্ক নেই, তারপর বিজাতির পলিতা একটু জ্বলতে জ্বলতে নিবে গেল। ফল হল এই যে, সাধারণ লোক বাঙ্গালীর কারবার শুনলেই পাঁচ পা পিছিয়ে যেত। এত বড় বন্যা সত্ত্বেও বাংলার ব্যাঙ্কের পত্তন বেড়েই চলল। বর্ত্তমানে ভারতের তিনটি বড় বড় প্রদেশের হিসাব দেখলে দেখা যাবে যে, সংখ্যায় বাংলা দেশ অন্য প্রদেশকে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে হার মানিয়ে দেয়; কিন্তু আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। নিম্নে বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রদেশে কতগুলি ব্যাঙ্ক এবং তাহাদের নির্দ্ধারিত মূল ধন, বিক্রীত মূলধন এবং আদায়ী মূলধন কত তার হিসাব দেওয়া গেল।

	ব্যাঙ্কের সংখ্যা	নির্দ্ধারিত মূলধন
	৪৫৫	৮১,৬২,২৫,০০০
	২৪৬	৮,২১,১৬,৬৪৬
	৪৫	৮,৩১,৮৫,১৫০
	বিক্রীত মূলধন	আদায়ী মূলধন
বাংলা	৬,৭৬,৭৩,৭৬৭	৩,৫২,৬৯,৪৭৯
মাদ্রাজ	৪,৪২,৭৭,৬২৭	২,৪৪,১৪,৬৬৪
বম্বে	৭,২৩,২৭,৫৬৪	৪,৩২,৬৭,৯৬৬

উপরি উক্ত হিসাব হতে দেখা যাবে যে, বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির আদায়ী মূল ধন একলক্ষের বেশী নয়। উপরি উক্ত হিসাবটী ১৯৩৩-৩৪ সনের হিসাব। ১৯৩৬-৩৭ সনের হিসাব দেখলে দেখা যায় যে, বাংলা, মাদ্রাজ, ও বোম্বেতে ব্যাঙ্কের সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হয়েছে। বাংলায় বর্দ্ধিত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৩৬, মাদ্রাজে ২৬ এবং বোম্বেতে ৫। বাংলা দেশে যে কটা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের আদায়ী মূলধন কয়েক সহস্র টাকার বেশী হবে না এবং এই অবস্থা যে শুধু শোচনীয় তা নয়, এতে অনেক সময় লোক প্রতারিতও হয়ে থাকে।

বাংলার ব্যাঙ্কগুলির এই অবস্থার কারণ নির্ণয় করতে গেলে দেখা যায়, সাধারণে যে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির উপর সম্যকভাবে নির্ভর করতে পারে না, তার একটা কারণ বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ভীতিপ্রদ স্মৃতি। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসায়ীদিগকে এই ব্যাঙ্কগুলির সর্ব্বপ্রকার সাহায্যদানে অক্ষমতা। বাঙ্গালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির এদিক্ থেকে কতকগুলি দোষেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। দোষ সাধারণতঃ তিনটি ব্যাপারের সহিত সংযুক্ত। প্রথম ধনবিনিয়োগ সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয় সাম্য ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় এবং তৃতীয়-সংগঠন সম্বন্ধীয়।

ধনবিনিয়োগ সম্বন্ধীয় দোষ এই যে, বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির মূলধন বেশী নয়। খাটাইবার উপায়ের অভাবে অন্যান্য ব্যাঙ্কের হাতে অনেক সময় টাকা পড়ে থাকলেও সে সমস্যা বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির নাই।

বিপদ এই যে, ধনবিনিয়োগ বিষয়ে কিছু সাবধান না হলে টাকা প্রায়ই মারা যাবার সম্ভাবনা থাকে। আমানতকারীর টাকা মারা না যায় তাহার প্রতি লক্ষ রাখা ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ত্তব্য। ধন বিনিয়োগ ব্যাপারে নির্ব্বুদ্ধিতা রোধ করবার পক্ষে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নাই। ধন বিনিয়োগ সাধারণতঃ কয়টী উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত, প্রথম নিরাপত্তা, দ্বিতীয় যথেষ্ট মেটানোর ক্ষমতা, তৃতীয় লাভ। প্রথম ও দ্বিতীয়টী বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং তৃতীয়টীর স্থান তারপর হওয়া উচিত

সাম্য ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় দোষ এই যে, ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় ধনবিনিয়োগ ব্যাপারে বেশ গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে ধনবিনিয়োগ কেন্দ্রীয় অফিস হতে পরিচালিত হওয়া উচিত এবং শাখা ব্যাঙ্কগুলির নিজেদেরই তাহাদের আমানতের টাকা খাটান উচিত। দুইটী মতের মধ্যে প্রথম মতটী সমীচীন বলে মনে হয়। স্থানীয় শাখা ব্যাঙ্কের সব সময় টাকা খাটাবার সুবিধা নাও থাকতে পারে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাকা খাটাবার ব্যবস্থা করে তা হলে ব্যাঙ্কগুলির নিরাপত্তা বেশকিছু বেড়ে যায়। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কলিকাতায় একটি বড় অফিস থাকা দরকার এবং এখান হতে টাকা খাটাবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অন্যান্য প্রদেশের বড় বড় সহরেও বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলির একটি করিয়া শাখা ব্যাঙ্ক থাকা দরকার, তাহা না হলে সারা ভারতের টাকার বাজারের সহিত সংযোগ রক্ষা হয় না।

সংগঠন :—ব্যাঙ্কগুলির সংগঠন প্রণালী সুবিধাজনক হওয়া দরকার। এবং প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা পরিষদে নূতন আইনের সৃষ্টি করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা দরকার।

বঙ্গীয় ইউনিয়ন বোর্ড-সমূহ

বাংলা দেশের ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের ১৯৩৫-৩৬ সনের কার্য্যবিবরণীর সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ৬,১৩৭টি ইউনিয়ন বোর্ড ছিল; আলোচ্য বৎসরে ৪,৮০টি ইউনিয়ন বোর্ড আছে। আলোচ্য বৎসরে মোট ৭৪টি নূতন ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪৩টি আসানসোল মহকুমায়, ২৩টি জলপাইগুড়ি জিলায়, ৪টি মেদিনীপুরে, ৩টি বাখরগঞ্জে এবং ১টি চব্বিশ পরগণায়। আসানসোল মহকুমায় মাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর পল্লী-স্বায়ত্তশাসন আইন জারি করা হইয়াছে। এই বৎসর বগুড়া জিলায় দুইটী ইউনিয়ন বোর্ড একত্র হইয়া গিয়াছে; ফলে, ঐ জিলায় ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা একটী কম ছিল; আলোচ্য বৎসরে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে,

এই বৎসর আসানসোল মহকুমায় প্রথম ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হইয়াছে এবং এই বৎসর মেদিনীপুর জিলায় পুনরায় পল্লীস্বায়ত্তশাসন আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯২১-২২ সনে মেদিনীপুর জিলা হইতে এই আইন প্রত্যাহার করা হইয়াছিল।

ভোটার সংখ্যা

এই বৎসর ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের ভোটারসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ২৬,১০,০০০জন ভোটার ছিল, এই বৎসর ৩৪,৭৮,০০০জন হইয়াছে। ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কতকগুলি নূতন ইউনিয়ন বোর্ড গঠন এবং সংশোধিত পল্লী-স্বায়ত্তশাসন আইনে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ; নূতন আইন অনুসারে কয়েকটী ইউনিয়ন বোর্ড পুনর্গঠিত হইয়াছে। ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগে ভোটার সংখ্যা অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দুই বিভাগে ভোটার-সংখ্যা যথাক্রমে ৩,৩০,০০০ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডগুলির মোট সদস্য সংখ্যা আলোচ্য বৎসরে ৪৩,০৪৩ জন ও পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ছিল ৪২,৪৬৭ জন।

আয়

আলোচ্য বৎসরে ইউনিয়ন বোর্ডগুলির মোট আয় হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের উদ্বৃত্ত তহবিল সহ) ৯৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ৯০ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ইউনিয়ন রেট বাবদ, ২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা চৌকিদারী চাকরাণ জমির ট্যাক্স বাবদ, ২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা খোয়াড় ও খেয়াঘাট বাবদ, ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা চৌকিদারী ট্যাক্স বাবদ, ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ফি ও জরিমানা বাবদ, ৪ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রদত্ত সাহায্য বাবদ। পল্লী-অঞ্চলের পানীয় জল সরবরাহ ও ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট-গণের হাতে যে টাকা দেওয়া হইয়াছিল, ইউনিয়ন বোর্ড-গুলি তাহা হইতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা পাইয়াছে।

ব্যয়

পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ইউনিয়ন বোর্ডগুলি ৯১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিল, আলোচ্য বৎসরে ৯৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে। তন্মধ্যে ৬৯ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা চৌকিদারদের বেতন ও ইউনিফরম ইত্যাদি বাবদ, ৭ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা পানীয় জল সরবরাহ বাবদ, ৬ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা রাস্তা বাবদ, ২ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ড্রেন এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যান্য ব্যবস্থা বাবদ, ২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা স্কুল বাবদ ও ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ডিসপেন্সারী বাবদ। কোনও কোনও অঞ্চলে, বিশেষতঃ বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগে বন্যা এবং বন্যার ফলে শস্যহানিবশতঃ ইউনিয়ন বোর্ডগুলির কাজকর্ম্ম বাড়ান যায় নাই। যাহা হউক, মোটের উপর আয় হ্রাস পায় নাই, কাজকর্ম্মেরও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।

হিসাবের গোলমাল

আলোচ্য বৎসরে দিনাজপুর জিলার ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে দুই স্থলে ও পাবনা জিলায় তিন স্থলে তহবিল তছরূপ হইয়াছে। প্রথম দুই স্থলে যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট এবং ট্যাক্স দারোগার শাস্তি হইয়াছে। পাবনা জিলার দুইটি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পরে টাকা জমা দেওয়ায় তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয় নাই। তৃতীয় প্রেসিডেন্ট আদিয়াতি, তহবিল তছরূপ ও মিথ্যা হিসাব রাখার অভিযোগে দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছিল। ঢাকা জিলায়ও দুইটি স্থলে জাল হিসাব ধরা পড়িয়াছিল; কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে কাহাকেও অভিযুক্ত করা যায় নাই।

পানীয় জল সরবরাহের জন্য ঢাকা জিলার ইউনিয়ন বোর্ডগুলি ৮২ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে; আর কোনও জেলার ইউনিয়ন বোর্ড এই বাবদ এত টাকা ব্যয় করে নাই। ময়মনসিংহ জিলার ইউনিয়ন বোর্ডগুলি পানীয় জল সরবরাহ বাবদ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে।

রাস্তাঘাট বাবদ বাখরগঞ্জ জিলার ইউনিয়ন বোর্ড-গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী (৭০ হাজার টাকা) ব্যয় করিয়াছে।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ইউনিয়ন বোর্ডগুলি স্বাস্থ্যোন্নতি করার ব্যবস্থা অবলম্বনের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিলেও, এই কাজের জন্য তাহাদের অর্থের বিশেষ অভাব। বর্দ্ধমান ও বীরভূম জিলার ইউনিয়ন বোর্ডগুলি আবর্জ্জনা দূর করা প্রভৃতি কার্য্যে যথাক্রমে ১২,৬২০, টাকা ও ১২,১ ৩ টাকা ব্যয় করিয়াছে। চিকিৎসা বাবদ আলোচ্য বৎসরে ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। কোথাও কোথাও একাধিক ইউনিয়ন বোর্ড একত্র হইয়া ডিস্‌পেনসারী চালাইতেছে। রঙ্গপুর জিলার মীরগঞ্জ ইউনিয়ন বোর্ড একটি কুষ্ঠ-চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছে, পাবনা জিলার মালকী ও খোকসাবাড়ী ইউনিয়ন বোর্ড দুইটি ডিস্‌পেনসারীর জন্য পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং মালকী ইউনিয়নের ডিস্‌পেনসারীতে অস্ত্রোপচারের জন্য পৃথক কক্ষও আছে। ভারত-গভর্ণমেণ্ট পল্লী উন্নয়নের জন্য যে টাকা দিয়াছেন তাহার সাহায্যে আলোচ্য বৎসর পাঁচটি ইউনিয়ন বোর্ড-ডিস্‌পেনসারীর পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষা

আলোচ্য বৎসরে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে। পাবনা জিলার ইউনিয়ন বোর্ডগুলি খোয়াড় হইতে প্রাপ্ত সমস্ত আয় প্রাথমিক স্কুলগুলির জন্য ব্যয় করিয়াছে। বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী, ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগের ইউনিয়নগুলি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যথাক্রমে ৭৪ হাজার ৭৯ হাজার ৭১ হাজার ও ৭৭ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে। রঙ্গপুর মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ডগুলি অনগ্রসর অঞ্চল-সমূহে ১৩টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় চালাইতেছিল। খুলনা জিলার পাঁচটি ইউনিয়ন বোর্ড অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এই বাবদ উহারা জেলাবোর্ড হইতে ৫,৮৮৯ টাকা সাহায্য লইয়াছে। রঙ্গপুর জিলার কতকগুলি ইউনিয়ন বোর্ড প্রাইমারী স্কুলে ও অন্যান্য স্কুলে আর্থিক সাহায্য দিয়াছে।

বেঞ্চ ও কোর্ট

আলোচ্য বৎসরে ১,৪০০টি ইউনিয়ন বেঞ্চ ছিল; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ছিল ১,৩৭০টি। এই বৎসর ইউনিয়ন বেঞ্চগুলিতে ৮২,২৬৯টি অপরাধের ডায়েরী করা হইয়াছিল। বেঞ্চগুলি যে-সকল মামলার বিচার করিয়াছে, তাহার অধিকাংশই সামান্য অপরাধের মামলা। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বেঞ্চগুলির বিচার-ব্যবস্থা মোটের উপর সন্তোষজনক; বেঞ্চগুলির হাতে ফৌজদারী মামলার বিচারক্ষমতা থাকায় ম্যাজিষ্ট্রেটগণের কার্য্যভার অনেক লাঘব হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ১,২০৭টি ইউনিয়ন কোর্ট ছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ছিল ১,১৮৭টি। আলোচ্য বৎসরে ইউনিয়ন কোর্টগুলিতে ১,২০,৫৭২টি মামলা দায়ের হইয়াছিল; ১৯৩৪ সনে ইহা অপেক্ষা ২০,৬২৫টি বেশী মামলা দায়ের হইয়াছিল। ১৩২টি মামলা হয় ডিস্‌মিস্ হইয়াছে, কিংবা চালান হয় নাই। ইউনিয়ন কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে যেসকল ক্ষেত্রে উচ্চতর আদালতে আপীল হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১৭৮ স্থলে ইউনিয়ন কোর্টের সিদ্ধান্তই বহাল ছিল; ১৪টি মামলায় ইউনিয়ন কোর্টের সিদ্ধান্তের আংশিক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে; ১২৯টি মামলায় উইনিয়ন কোর্টের সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ৪৪টি মামলা পুনর্ব্বিচারের জন্য ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাংলার ভূমি রাজস্ব

১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে বাংলা প্রদেশের ভূমি-রাজস্ব বিভাগের কার্য্য-বিবরণী সম্বন্ধে রাজস্ব বোর্ড নিম্নলিখিত রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন।

বৎসরের প্রথম ভাগে পশ্চিমবঙ্গে এবং খুলনা ও ২৪ পরগণা জেলার সুন্দর বন অঞ্চলে কৃষকদিগের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছিল এবং কয়েকটি জেলায় অরকষ্ট ঘোষণা করা প্রয়োজন হইয়াছিল; কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক কার্য্য ও

সাহায্য প্রদান কার্য্যে বহু অর্থব্যয় করা হইয়াছে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের শীতকালে প্রচুর আমন ধান্য ও পরে রবিশস্য হওয়ায় এই দুর্দ্দশার প্রতীকার হয়।

পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে সর্ব্বসাধারণেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত না হইলেও মালদহ, রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামে বন্যায় এবং ত্রিপুরা জেলার কয়েকটি গ্রামে বহু ফসলের ক্ষতি হইয়াছে। মোটের উপর ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ফসল গড়ে ভাল হইয়াছে।

সন্তোষজনক ফসল পাওয়ায় বৎসরের শেষে জনগণের আর্থিক অবস্থার সামান্য উন্নতি দেখা গিয়াছিল। দুই বৎসর একরূপ সম্পূর্ণ অজন্মার পর ভাল ফসল হওয়ায় পশ্চিম বঙ্গেই এই উন্নতি অধিকতর পরিলক্ষিত হইয়াছিল। মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার সুবিধালাভের পূর্ব্বেই কৃষকগণ অধিকাংশ ফসল বিক্রয় করিলেও পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে পাটের মূল্য ভালই ছিল। ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগে ধান্যের মূল্য পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা একটু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু ইক্ষুর মূল্য হ্রাস পাইয়াছিল।

শ্রমিকদিগের মজুরী হ্রাস হইতে থাকে। মধ্যশ্রেণীর লোকেরা তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট আয়ের দ্বারা সস্তায় শ্রমিক খাটাইয়া ও খাদ্য পাইয়া উপকৃত হন, কিন্তু মধ্যশ্রেণীর মধ্যে বেকারসমস্যা পূর্ব্বের মতই জটিল থাকিয়া যায়।

সরকারী রাজস্বের আদায় বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমান ও বকেয়া বাবদ মোট সাড়ে ৭৫ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। তন্মধ্যে বর্ত্তমান বৎসরের মোট পাওনা ৭১ লক্ষ টাকা। অস্থায়ী ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্পত্তি হইতে আদায় কিছু অধিক হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরের ভূমি রাজস্ব পাওনা ছিল ৩ কোটি ১২ লক্ষ ৬ হাজার ৪ শত ৬২ টাকা। মোট টাকার শতকরা ৭৮·৬৪ বর্ত্তমান দাবীর ১০৩·২৫ টাকা আদায় হইয়াছে।

বর্ত্তমান দাবীর শতকরা ১০৪ টাকায় মোট ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫ শত ৮৯ টাকা কৃষি স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন উন্নতির জন্য ব্যয় হইয়াছে এবং সরকারী সম্পত্তির বর্ত্তমান দাবী হইতে ১ লক্ষ ১১ হাজার ২ শত ৫২ টাকা সরকারী সম্পত্তির মধ্যে রাস্তাঘাটের ও যাতায়াত প্রভৃতির উন্নতির জন্য প্রদেশের জেলা বোর্ডগুলিকে প্রদান করা হইয়াছে।

বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া, যশোহর, দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, বগুড়া ও মালদহ এবং চট্টগ্রাম জেলার কয়েকটি জেলায় কৃষিকার্য্য প্রদর্শন করা হয়। এই পরিকল্পনার উন্নতির জন্য বেকারের সংখ্যা হ্রাস করিবার উপায়স্বরূপে ভদ্রলোক যুবকদিগকে উৎসাহ প্রদানের জন্য করিমপুর কৃষি প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর ভদ্রলোক যুবকদিগের প্রথম দলকে জমি বিলি করা হইয়াছে। বাঁশরগঞ্জে ২০ জন ভদ্রলোক ঔপনিবেশিক বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের সহিত জমির বন্দোবস্ত শেষ হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে সরকারী সম্পত্তিতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৭টি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ১২ হাজার ৪ শত ৬৩ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আলোচ্য বৎসর বাখরগঞ্জ সুন্দরবনে উপনিবেশ স্থাপনের ত্রিংশ বৎসর ২৪ পরগণার সুন্দর বনে কোন নূতন অকল হাতে লওয়া হয় নাই। ২৪ পরগণা ও বাখরগঞ্জ জেলার সুন্দরবন আবাদ করিতে এই বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত সরকার মোট ৩৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৭ শত ৩৪ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং এইসকল অকল হইতে মোট ৫০ লক্ষ ৬২ হাজার ২শত ৩ টাকা আয় হইয়াছে।

বাখরগঞ্জ সুন্দরবন অকলের লোকদিগের সাধারণ স্বাস্থ্য ভালই ছিল, কিন্তু বর্ষাকালে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া দেখা যায়। তাহাদিগের আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। কৃষিঋণ ও কীট-পতঙ্গের উপদ্রব এই অকলের জটিল সমস্যা। ২৪ পরগণার উপনিবেশ-বাসীদিগের স্বাস্থ্য পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ভাল ছিল এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ফসল অত্যন্ত ভাল হইয়াছিল।

কৃষিঋণ আইন অনুসারে ঋণ

পশ্চিম বঙ্গে অভূতপূর্ব্ব কষ্ট দেখা দেওয়ায় ৩৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৪ শত ৬৬ টাকা ঋণ প্রদান করা হইয়াছে।

সকলকেই যুক্তহস্তে ঋণপ্রদান করায় কৃষকদিগের বিশেষ সাহায্য হইয়াছিল।

১৯৩৭ এর ২৭এ ফেব্রুয়ারী এবং ৬ই মার্চ্চ রেলপথে ও জলপথে কলিকাতায় আগত এবং কলিকাতা হইতে অন্যদেশে প্রেরিত বিভিন্ন পণ্যের পরিমাণ কিরূপ ছিল এবং ১৯৩৭ এ কি পরিমাণ পণ্য দ্রব্য কলিকাতায় আসিয়াছে ও এখান হইতে প্রেরণ করা হইয়াছে তাহার একটা হিসাব দেওয়া হইল :—

কলিকাতায় আমদানি মাল

জিনিষের নাম		২৭এ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭	৬ই মার্চ্চ ১৯৩৭	২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮
কয়লা	মণ	১,২১৪,৪০৭	২,২০৮,৪০	২,৭৬৮,৪৪০
তুলা		১১৯,৩৭৫	২২,৭৫৪	১২,২২১
কাপড় বিলাতী		২৫১	১০৭	১৫৮
কাপড় দেশী		২৬,৭১৬	২৪,০০৪	২৬,৬৬১
চাউল	,,	১১৩,১০১	১১৫,০২৫	১১২,২৩০
আটা ও ময়দা		২৮১৬	২,৭৮০	৫,৩৭৮
পাট		৪০০,৪৪৫	৪৭৩,৬০৮	৩৬৯,০১২
চটের বস্তা	সংখ্যা	১৭,২০০	১১,৪৫২	৪,২৩৮
গালা	মণ	২০,৫৭৯	২০,৩৩৩	১৪,৪৩১
পেট্রোল	গ্যালন	২৭,৯১২	৬,৫৭০	১২০,৭৪০
কেরোসিন তৈল		—	—	৩৮,৯২৮
লবণ		১,৩৭২	১,১০০	১,১২৩
সোরা		১,০৭১	৫,৪০৮	২,০২৪
চিনি		১০৬,০২৮	১৮৬,৩২৫	৬৫,৪১২
গুড় ও মাত		৮,৫০৮	১৫,৫৮০	১৩,২৫৯
চা		৪৭০,৭১২	২৭১,২৪৪	৩০৪,২৬৮
তামাক		১,৭৯২	৬,২৪১	৫,২৪৫

কলিকাতা হইতে রপ্তানি মাল

জিনিষের নাম		২৭এ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭	৬ই মার্চ্চ ১৯২৭	২৬এ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮
কয়লা		৭৮,৮৪৭	৮৭,২০৬	১০২,২০৪
তুলা		৫৯০	৬৪১	৫৬০
কাপড় বিলাতী		৪২৯	৩,৪১৫	৪,০৫০
কাপড় দেশী		২৮,৭৫৮	৩০,১৪৪	৩৯,০০৩
চাউল		১২৩,৯৫৭	১০৬,৯০০	৩৪,১৮৯
আটা ও ময়দা		১,৪৮০	৩৭৬	৯৬৪
পাট	,,	১,১৬৯	১৩,৪৫২	২,৭৯৫
পাটের বস্তা	সংখ্যা	৮০৭,৪২৪	৬৭৪,৫৮৩	৯৭৪,৯৫৮

জিনিষের নাম		২৭এ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭	৬ই মার্চ্চ ১৯৩৭	২৬এ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮
গালা		১,৬৯২	৪,৩৭৮	১,৯২৩
পেট্রোল		৯,০৯৮	১১৯,১৭৪	৭,২১০
কেরোসিন তৈল		১০৮,৮০০	২১৮,৮১৮	১৯১,১৬৪
লবণ		১২২,৭৩৫	২২৪,১৭৬	২০৪,১৮৪
সোরা		১০৬	১১৩	৭৬
চিনি		৯,৬৯৬	১০,২৬৪	৪,০৪১
গুড় ও মাত	,,	৪০১	৩১৭	৫৫৭
চা	পাউণ্ড	৫৮৮,৬৬০	৯৬৬,৮৮১	১৩৩,৮৫৮
তামাক	মণ	৩,৬৬৯	২,৫৮৭	৫,৪৪২

১৯৩৮ এর ১লা জানুয়ারী হইতে ১২ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত রেল ও নদীপথে ৪৫,২৭৪ টন চাল কারখানার আমদানি হইয়াছে এবং ২০৫০৬ টন চীল কলিকাতা হইতে রপ্তানি হইয়াছে।

করাচীর বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বৈদেশিক (ব্রহ্মদেশ সহ) পণ্যের আমদানির মূল্য ১·৪১ কোটি টাকা হইয়াছিল। ইহাতে বৈদেশিক আমদানি পণ্যের মূল্য ১৮ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছিল। উক্ত সময়ে করাচী বন্দর হইতে রপ্তানি পণ্যের মূল্য ১·৭৪ কোটি টাকা হইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের তুলনায় ২ কোটি টাকা মূল্য হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ১২ মাসে আমদানি পণ্যের মূল্য ৩·২৯ কোটি টাকা অর্থাৎ ২৬ পারসেণ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু রপ্তানি পণ্যের মূল্য ১·৫১ কোটি টাকা অর্থাৎ ৬ পারসেণ্ট হ্রাস পাইয়াছিল।

নিম্নোক্ত তালিকায় ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের তুলনা-মূলক বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	আমদানি			
	মার্চ্চ, ১৯৩৮		১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের তুলনায় বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (−)	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
		টাকা		টাকা
তৈল	১১,৫৭,২৮৩		−৩০,৩৭,৬৩৯	
বস্ত্রপাতি	১৭,২৩,০৫২		+৮,১৬,১৭২	
নির্ম্মিত তুলা	৩৮,২৫,৯৭৮		+২,৭৯,২৪৩	
যান	৭,১৩,৪৭১		+১,৭৯,৭০৩	
ধাতবদ্রব্য	১১,৪৫,৮২৪		+১,৬৭,১৭০	
মদ	৪,৮২,৮২৭		+১,২৩,২০০	
পশম নির্ম্মিত দ্রব্য	১,৫৭,৭৮৭		+৮৮,২০৫	
চিনি	৩৪,৮৩৭	২২১	+২২,৩০৬	
তুলা নির্ম্মিত সূতা	১৩,৩৩০		−২,৮৬২	

রুশিয়া, ইরাণ, এবং ব্রহ্মদেশ হইতে কেরোসিন তৈল আমদানি হ্রাস পাওয়ার দরুণ এবং ইরাণ ও ব্রহ্মদেশ হইতে পেট্রল আমদানি হ্রাস হওয়ায় বিদেশ হইতে মোট তৈলের আমদানি হ্রাস পাইয়াছে। জার্ম্মাণি হইতে লোকোমোটিভ অয়েল ইঞ্জিন এবং ষ্টীম ইঞ্জিন প্রচুর পরিমাণে আমদানি হওয়ায় এবং যুক্তরাজ্য হইতে কাপড়ের কল ও জার্ম্মাণি হইতে সীমেণ্ট নির্ম্মাণ কল আমদানি হওয়ায় মোট যন্ত্রপাতির আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ৯ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪½ মিলিয়ন গজ আমদানির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের ৬½ মিলিয়ন গজ রঙ্গীণ ছুচরা কাপড় আমদানির ফলে তুলানির্ম্মিত দ্রব্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ধূলর দ্রব্যের আমদানি ৩.৫৯ লক্ষ টাকা মূল্যের ২½ মিলিয়ন গজ হইতে ৩·৫৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ২½ মিলিয়ন গজ পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। সাদা পণ্যের আমদানিতে কোন বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় নাই। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত একবৎসরে ৩·৭৫ কোটি টাকা মূল্যের ১২৪½ মিলিয়ন গজ পরিমাণ তুলা নির্ম্মিত ছুচরা পণ্য আমদানি হইয়াছিল। বিগত-বর্ষের উক্ত সময়ের তুলনায় তুলানির্ম্মিত ছুচরা পণ্যের আমদানির পরিমাণ ২ পারসেণ্ট এবং মূল্য ১৪ পারসেণ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এক

বৎসরে যুক্তরাজ্য হইতে ২·৫১ কোটি টাকা মূল্যের ১২৫ মিলিয়ন গজ সুতা আমদানি হইয়াছিল। ইহাতে আমদানি দ্রব্যের পরিমাণ ২ পারসেণ্ট হ্রাস এবং মূল্য ৯ পারসেণ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে জাপান হইতে ১·০১ কোটি টাকা মূল্যের ৬৪ মিলিয়ন গজ সুতা আমদানি হইয়াছিল। ইহা ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দের আমদানির তুলনায় পরিমাণে ৯ পারসেণ্ট এবং মূল্যে ২৩ পারসেণ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জার্মানি হইতে যান এবং যুক্তরাজ্য হইতে বিমানপোত ও উহার অংশ আমদানির ফলে যানের আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জার্মানি হইতে তাম্রনির্শ্মিত তার এবং যুক্তরাজ্য হইতে টিনের প্লেট আমদানি বৃদ্ধির হেতু ধাতব দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বাণিজ্য দ্রব্য

		মূল্য টাকা
কাঁচা তুলা		২৬,৬৫,৫১৫
রেপসীড্		৪,৫০,৩২২
কাঁচা পশম (ভারতীয় এবং বৈদেশিক)		১১,৩৮,১২৮
গম		১২,৫৬,৩৫২
কাঁচা চামড়া		৬,০২,২২১
গমের ময়দা		৫,২৭,০১৬
কাঁচা চামড়া	৪৩৯	৫,৪৬,৩৬৩
বালি	২৫	২,২০৫

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের তুলনায় বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (−)

বাণিজ্য দ্রব্য	পরিমাণ টন	মূল্য টাকা
কাঁচা তুলা	−৩১,৭১৩	−২,১৪,৮৫,৬৮৮
রেপ্‌সীড	−৪,১০৬	−৫,৮২,২২১
কাঁচা পশম (ভারতীয় এবং বৈদেশিক)		

বাণিজ্য দ্রব্য	পরিমাণ টন	মূল্য টাকা
গম	+৪,২০০	+৪,১১,১৪৪
কাঁচা চামড়া	+১৩৭	+২,৩৭,৩৮৮
গমের ময়দা	+১,৪৪৩	+১,৯৩,৭৭৪
কাঁচা চামড়া	−১২৩	+১,০০,২৮৮
বালি	−৪৬৪	−৩০,৫৪৫

জাপানে ১০,০৪১ টন, যুক্তরাজ্যে ৬,২৮৫ টন, এবং বেলজিয়ামে ৫,৩৮৯ টন তুলার রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছিল। ইটালী, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, নেদারল্যাণ্ড, পোলাণ্ড, এবং মার্কিণরাজ্যে তুলার রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছিল। পরন্তু চীনদেশে করাচী বন্দর হইতে তুলার রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে ২৯৫,৬৮৪ টন এর (১,৬৫৫,৮২৭ বেল) তুলনায় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে ২০৮,৫৪৯ টন (১,১৬৭,৮৭৫ বেল) পরিমিত মোট তুলা রপ্তানি হইয়াছিল। ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ অল্প পরিমাণে রেপসীড্ ক্রয় করার দরুণ এবং নেদারল্যাণ্ডস্, ইটালী জার্ম্মাণিতে না হওয়ায় রেপ্‌সীডের রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে। যুক্তরাজ্যে কাঁচা পশম রপ্তানির ফলে ইহার রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মোট রপ্তানি গমের মধ্যে ৮,৫৫০ টন যুক্তরাজ্যে, ৮,৭৫০ টন জার্ম্মাণিতে, ৫৫০ টন বেলজিয়ামে, ৪১১ টন ব্রহ্মদেশে, রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে ২৩০,৯২৪ টন গম রপ্তানি ও ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ৪৪২,২৭১ টন গম রপ্তানি হইয়াছিল। মার্কিণরাজ্য প্রচুর পরিমাণ ছাগ-চর্ম্ম ক্রয় করিবার দরুণ কাঁচা ছাগচর্ম্মের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতীয় জীবন-বীমা

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান লাইফ এস্যুরান্স কোম্পানীজ অ্যাক্ট এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান ইন্স্যুরান্স কোম্পানীজ অ্যাক্ট অনুযায়ী ৩৮১টি কোম্পানী আছে। তন্মধ্যে

৩৩৪টি কোম্পানী ভারতবর্ষে এবং ১৪৭টি কোম্পানী ভারতবর্ষের বাহিরে সংস্থাপিত। ২৩৪টি ভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে ৬৮টি, বাংলায় ৪৮টি, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ৪০টি, পাঞ্জাবে ৩০টি, সিন্ধু-দেশে ১১টি, দিল্লীতে ১০টি, যুক্তপ্রদেশে ১২টি, বিহারে ৪টি, মধ্য প্রদেশে ৪টি, আজমীর-মারওয়ারায় ৩টি, ব্রহ্ম ও আসাম প্রদেশের প্রত্যেকটিতে ২টি এবং নর্থ ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশে ১টি জীবনবীমা কোম্পানী ছিল। ১৪৭টি বিদেশী কোম্পানীর মধ্যে যুক্তরাজ্যে ৬৯টি, বৃটিশ ডমিনিয়ন এবং উপনিবেশসমূহে ২৯টি, ইয়োরোপে ১৯টি, মার্কিণ রাজ্যে ১৩টি, জাপানে ৯টি এবং জাভায় ৪টি জীবন-বীমা কোম্পানী সংস্থাপিত হইয়াছিল।

অধিকাংশ ভারতীয় কোম্পানীসমূহ জীবন-বীমার ব্যবসা করিয়া থাকে। ১৮৬টি ভারতীয় কোম্পানী জীবন-বীমার ব্যবসা করিয়া থাকে। অবশিষ্ট ৪৮টি ভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে অপরাপর বীমার সহিত জীবন-বীমার ব্যবসা করিয়া থাকে এবং ১৯টি কোম্পানী জীবন-বীমা ব্যতীত অন্যান্য বীমার ব্যবসা করিয়া থাকে। অধিকাংশ বিদেশীয় কোম্পানী জীবন বীমা ব্যতীত অন্যান্য জাতীয় বীমা করিয়া থাকে। ১৪৭টি মোট বিদেশীয় কোম্পানীর মধ্যে ১২৫টি জীবন বীমা ব্যতীত শুধু বীমার ব্যবসা করিয়া থাকে। ১১টি কোম্পানী কেবল জীবন বীমার ব্যবসা করিয়া থাকে। ১৩টি কোম্পানী অন্যান্য বীমার সহিত জীবন বীমার ব্যবসা করিয়া থাকে। শেষোক্ত ২৪টি কোম্পানীর মধ্যে ১৬টি কোম্পানী যুক্তরাজ্যে, ৬টি কোম্পানী বৃটিশ ডমিনিয়ন ও কলোনিতে, এবং জার্ম্মাণি ও সুইট্‌জারল্যাণ্ডে একটী করিয়া কোম্পানী সংস্থাপিত হইয়াছিল। বিগত বার্ষিক পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর হইতে জীবন বীমা করিবার উদ্দেশ্যে ২০টি নূতন ভারতীয় কোম্পানী সংস্থাপিত হইয়াছে। এই কোম্পানী-সমূহের মধ্যে ৫টি বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে, ৭টি বাংলায়, মাদ্রাজ এবং যুক্তপ্রদেশের প্রত্যেকটিতে ২টি, পাঞ্জাব, আসাম, ব্রহ্মদেশ, এবং দিল্লীর প্রত্যেকটিতে ১টি কোম্পানী সংস্থাপিত হইয়াছে। বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে ১০০ নূতন জীবন বীমা কোম্পানী সংস্থাপিত হইয়াছিল। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে ১৫টি কোম্পানী প্রধানতঃ যথেষ্ট পরিমাণে জীবন বীমা ব্যবসা করিবার সুযোগ সুবিধার অভাবে লিকুইডেশনে গিয়াছিল।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ৪৩½ কোটি টাকা মূল্যের ২৩৯ হাজার জীবন-বীমা পলিসি হইয়াছিল। ইহাতে বাৎসরিক প্রিমিয়ামের আয় ২½ কোটি টাকা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীগুলি ৩১½ টাকা মূল্যের ২০৫ হাজার পলিসির নূতন ব্যবসা করিয়াছিল। প্রিমিয়ামের আয় ১½ কোটি টাকা হইয়াছিল। উল্লিখিত সময়ে বৃটিশ কোম্পানীগুলি ৭½ কোটি টাকার নূতন জীবন-বীমার ব্যবসা করিয়াছিল। ডমিনিয়ন এবং কলোনিয়াল্ কোম্পানীগুলি ৬½ কোটি টাকার জীবন-বীমার ব্যবসা করিয়াছিল। জার্ম্মাণ কোম্পানীটী একাকী ½ কোটি টাকার ব্যবসা করিয়াছিল। ভারতীয় কোম্পানীগুলি গড়পড়তায় ১,৪৪১ টাকা এবং বিদেশীয় কোম্পানীসমূহ গড়পড়তায় ৩,৪১৮ টাকা মূল্যের নূতন পলিসি করিয়াছে।

কতকগুলি ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিস ভারতবর্ষের বাহিরে পূর্ব্ব আফ্রিকায়, সিংহল এবং ষ্ট্রেট-সেটলমেণ্টে তাহাদের ব্যবসা সংপ্রসারিত করিয়াছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ১½ কোটি টাকার মোট বীমা উল্লিখিত অফিসগুলি করিয়াছে। ইহার প্রিমিয়ামের আয় ৭৪০ লক্ষ টাকা হইয়াছে। নিম্ন তালিকায় ১৯২৬ হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবন-বীমা ব্যবসার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বর্ষ	নূতন ব্যবসা	বর্ষান্তে মোট টাকা কোটি
১৯২৬	টাকা ১০,৩৫ লক্ষ	
	১২,৭৭ ,,	
	১৫,৪১ ,,	
	১৭,২৯ ,,	
	১৬,৫০ ,,	
	১৭,৭৬ ,,	
	১৯,৬৮ ,,	

বর্ষ	নূতন ব্যবসা	বর্ষান্তে মোট টাকা কোটি
১৯২৬	টাকা ১০,৩৫ লক্ষ	
	২৪,৮৩ ,,	
	২৮,৯২ ,,	
	৩২,৮১	

নিম্নে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিউর‍্যান্স কোম্পানীজ অ্যাক্ট অনুযায়ী ভারতীয় লাইফ অফিসগুলি ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কারেন্সি কন্ট্রোলারের নিকট ১,৭৩,৮৮,০০০ টাকা মূল্যের গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি জমা দিয়াছিল :—

সিকিউরিটি	মূল্য টাকা
২½%	২,২৪,০০০
৩%	৪৯,২৮,০০০
৩½%	৭৬,৯৬,০০০
৪%	২২,৩৯,০০৩
৪%এর অতিরিক্ত	২১,৪২,০০০
পোষ্টঅফিস ক্যাশ সার্টিফিকেট	১,৪৯,০০০
মোট	১,৭৩,৮৮,০০০

পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষের তুলনায় মোট ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানীসমূহের আয় ১ কোটি টাকা বেশী হইয়াছিল। নিম্নোক্ত তালিকায় বিগত দশ বর্ষের প্রত্যেক বৎসরের আয় প্রদত্ত হইল :—

	লক্ষ টাকা
১৯৩২	৬,৮৮
১৯৩৩	৮,১৫
১৯৩৪	৮,৩৪
১৯৩৫	৯,৩৩

ভারতে ইক্ষুচাষ

নিম্নে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশসমূহে ১৯৩৭-৩৭ খৃষ্টাব্দে ইক্ষুচাষের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

পূর্ব্ব বর্ষের ৪,২০৮,০০০ একর জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৩,৮০৪,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। ইহাতে বর্ত্তমান বৎসরে ১০ পারসেণ্ট হ্রাস পাইয়াছে। ইক্ষু রোপণের সময়ে আবহাওয়ার অবস্থা সম্পূর্ণ অনুকূল না হইলেও শস্যের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সাধারণতঃ ভাল ছিল।

নিম্নে বিভিন্ন প্রদেশ ও ষ্টেটসমূহের বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ ও ষ্টেট্	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৬-৩৭	বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (−)
	একর	একর	একর
যুক্তপ্রদেশ (দেশীয় রাজ্য সহ)	২,২২৯,০০০	২,৪৬৯,০০০	−২৪০,০০০
পাঞ্জাব	৫২৮,০০০	৪৯১,০০০	+৩৭,০০০
বিহার	৩৯৭,০০০	৪৬৫,০০০	−৬৮,০০০
বাংলা	২৪৯,০০০	৩৫৩,০০০	−১০৪,০০০
মাদ্রাজ	৮২,০০০	৯৯,০০০	−১৭,০০০
বোম্বে (সংশোধিত)	১০২,০০০	১১১,০০০	−৯,০০০
নর্থ ওয়েষ্টফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স	৭২,০০০		
আসাম	৩৬,০০০		
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩৩,০০০		
উড়িষ্যা	৩৩,০০০		
দিল্লী	৩,০০০		
সিন্ধু	৫,০০০		

প্রদেশ ও ষ্টেট	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৬-৩৭	বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (−)
	একর	একর	
হায়দারাবাদ			−২১,০০০
ভূপাল			+১,০০০
বড়োদা			
মোট	৩,৮০৪,০০০	৪,২০৮,০০০	−৪০৪,০০০

নিম্নে বিভিন্ন প্রাদেশিক বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

যুক্তপ্রদেশ (৪২·২ পারসেন্ট) :—বিগত বর্ষে ২,৪২০,০০০ একর জমিতে ফসলের চাষ হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই ফেব্রুয়ারী মাসে নর্ম্মালের অতিরিক্ত বৃষ্টি হইয়াছিল। পশ্চিমাঞ্চলের জিলাসমূহ, এলাহাবাদ এবং বেনারস ডিভিশনে স্বল্প বৃষ্টি ছাড়া মার্চ্চ মাসে কোন বৃষ্টিই হয় নাই। এপ্রিল মাসের প্রথম এবং তৃতীয় মাসে সর্ব্বত্র কিঞ্চিৎ বৃষ্টি পড়িয়াছিল। মে মাসে এই প্রদেশের সর্ব্বত্র বৃষ্টিপাত হওয়ার দরুণ ফসলের খুব উপকার হইয়াছিল। ইক্ষু চারাগাছের প্রচুর পরিমাণে ইরিগেশন করা হইয়াছিল। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কোন প্রকার বৃষ্টি না পড়িলেও অবশিষ্ট তিন সপ্তাহে বৃষ্টি পড়িয়াছিল। বিগত সপ্তাহে প্রবল মনসুন হইয়াছিল। এই মাসের মোট বৃষ্টিপাত নর্ম্মালের নীচে ছিল। জুলাই মাসে সাধারণ বৃষ্টি হইলেও অনেক জিলায় ইহা নর্ম্মালের নীচে ছিল। নানা স্থান হইতে কীটের উপদ্রবে কিঞ্চিৎ ফসল নাশের সংবাদ আসিয়াছে। ফসলের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ এবং বর্ত্তমানে ৮৪ পারসেন্ট ফসল নর্ম্মাল হইয়াছে। রামপুর ষ্টেটে বিগত বর্ষের ৪৯,০০০ একর জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৫৬,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে।

পাঞ্জাব :—(১৩·৭ পারসেন্ট):—বিগত বর্ষের ৪৯১,০০০ একর জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৫২৮,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। জুন এবং জুলাই মাসের বৃষ্টি ফসলের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়াছিল। ৯৮ পারসেন্ট ফসল নর্ম্মাল হইয়াছিল।

বিহার

বিগত বর্ষের ৪৬৫,৮০০ একর কর্ষিত জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৩৯৭,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। বিহারে ইক্ষুর চাষ হ্রাস হইবার প্রধান কারণ মূল্য হ্রাস এবং ফসল বিক্রীর কষ্ট। আবহাওয়া অনুকূল এবং শস্যের অবস্থা ভাল ছিল। বিগত দশ বৎসরের গড়পড়তা ৯৬ পারসেন্ট নর্ম্মালের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে সমগ্র প্রদেশের ফসল ৯১ পারসেন্ট হইয়াছিল।

বাংলা

আলোচ্য বর্ষে ৩২৯,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রাদেশিক এগ্রিকাল্‌চার ডিরেক্টরের মতে অতিরিক্ত অনুমান হইবে। তাঁহার মতে এই বর্ষে মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ২৪৯,০০০ একরের বেশী হইবে না। বিগত বর্ষের ৩৫৩,০০০ একর জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে কর্ষিত জমির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছিল। ইক্ষু চাষের পরবর্ত্তী ঋতু মোটের উপর ভাল ছিল। দিনাজপুর, ঢাকা এবং রংপুর জিলাত্রয়ে অনাবৃষ্টির ও ময়মনসিংহে অতিরিক্ত বৃষ্টির দরুণ ফসলের সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল।

মাদ্রাজ

বিগত বর্ষের জুলাই মাসের ২৯,০০০ একর জমির তুলনায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই ৮২,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়। ইক্ষু চাষের সময় কাঁচা চিনির মূল্য হ্রাসের দরুণ ইহা কম হইয়াছিল। ফসলের অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল।

বোম্বে

বিগত বর্ষের ১লা আগষ্টের ১১১,০০০ একর কর্ষিত জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষের উল্লিখিত সময়ে ১০২,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৩৫,০০০

একর জমি ভারতীয় ষ্টেটে ছিল। এই হ্রাসের প্রধান কারণ আংশিক হিসাবে খাটি বার্ত্তার অভাব এবং ইক্ষু চাষের সময় প্রচুর পরিমাণে জল সরবরাহের অভাব। দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে অতিরিক্ত পরিমাণে উত্তাপে ফসলের ক্ষতি হইলেও মনসুন বৃষ্টির দরুণ নিম্নে পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে। গুজরাটেও স্থানে স্থানে স্বল্প বৃষ্টির দরুণ ফসলের ক্ষতি হইয়াছে।

নর্থওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ

বিগত বর্ষের ৫৯,০০০ একর জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৭২,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল।

আসাম

বিগতবর্ষের ৩৪,০০০ একর কর্ষিত জমির তুলনায় আলোচ্যবর্ষে ৩৬,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। অধিককাল যাবৎ অনাবৃষ্টির দরুণ ইক্ষু চাষের অবস্থা প্রথমতঃ খারাপ ছিল। মোটের উপর বর্ত্তমানে ফসলের অবস্থা ভাল বলিয়া রিপোর্ট আসিয়াছে। বিগতবর্ষের ৮৭ পারসেন্টের তুলনায় আলোচ্যবর্ষে সমগ্র প্রদেশে ৮১ পারসেন্ট ফসল নষ্ট হইয়াছিল।

মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার

বিগত বর্ষের ৩১,০০০ একর জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৩৩,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। রোপণের পক্ষে মাটি প্রচুর পরিমাণে আর্দ্র ছিল। সমগ্র প্রদেশে ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ এবং এপ্রিল মাসে মাঝে মাঝে বৃষ্টিহওয়ার দরুণ ফসলের বৃদ্ধির সহায়তা হইয়াছিল। প্রথমতঃ মনসুন দুর্ব্বল থাকিলেও জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রবল হইয়াছিল এবং সমস্ত জুলাই মাসে সমগ্র প্রদেশে বৃষ্টি পড়িয়াছিল। ফসলের অবস্থা ভাল ছিল।

উড়িষ্যা

বিগত বর্ষের ৩০,০০০ একর কর্ষিত জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৩৩,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। ইক্ষু রোপণের সময় ইরিগেশনের সাহায্যে জল সরবরাহের দরুণ ইক্ষু চাষের অবস্থা ভাল হইয়াছিল। ঋতু অনুকূল থাকার দরুণ নির্ম্মল ফসল আশা করা গিয়াছিল।

দিল্লী

বিগত বর্ষের ৪,০০০ একর কর্ষিত জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৩,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। ঋতু ফসলের অনুকূল ছিল না।

সিন্ধু

বিগত বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও ৫,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। জুলাই মাসে বৃষ্টি হওয়ার দরুণ ফসলের অবস্থা ভাল হইয়াছিল।

হায়দারাবাদ

বিগত বর্ষের ৩৭,০০০ একর কর্ষিত জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ২৬,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। গুড়ের মূল্য হ্রাস পাইবার দরুণ ইক্ষুর চাষ হ্রাস পাইয়াছিল।

ভূপাল

বিগত বর্ষের ৬,০০০ একর জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৭,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। ফসলের অবস্থা ভাল হইয়াছে এবং ফসল নষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

বড়োদা

বিগত বর্ষের ৩,০০০ একর জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ২,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল।

ভারতে রেড়ী বীজ

১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দের ১,৪০৬,০০০ একর জমির তুলনায় ১৯৩৭-৩৮ সনে ১,১৩৪,০০০ একর মোট জমিতে বীজ চাষ হইয়াছিল। পূর্ব্ব বর্ষের ১২৮,০০০ টনের

তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ১০৬,০০০ টন বীজ উৎপাদিত হইয়াছিল। ইহাতে আলোচ্য বর্ষে ১৭ পারসেন্ট বীজ কম উৎপন্ন হইয়াছে। ফসলের অবস্থা মোটের উপর ভাল বলিয়া রিপোর্ট আসিয়াছে।

নিম্নোক্ত তালিকায় বিভিন্ন প্রদেশ ও ষ্টেটসমূহের বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ ও ষ্টেট্	কর্ষিত জমি		উৎপন্ন ফসল		একর প্রতি উৎপন্ন ফসল	
	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৬-৩৭
মাদ্রাজ	২৪১,০০০	২৬৪,০০০	২৪,০০০	২৫,০০০	২২৩	২১২
বোম্বে (ভারতীয় রাজ্যসহ)	৮৯,০০০	৯৪,০০০	১৩,০০০	১২,০০০	৩২৭	২৮৬
বিহার	৩৪,০০০	৩৩,০০০	৫,০০০	৫,০০০	৩২৯	৩৩৯
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩২,০০০	৩১,০০০	৬,০০০	৩,০০০	৩৮৩	৪০৯
উড়িষ্যা		২৫,০০০	২,০০০	৩,০০০	২৭৩	২৪২
যুক্তপ্রদেশ		৯,০০০	৪,০০০	৩,০০০	৬৮৯	৭৪১
সিন্ধু		১,০০০	১০০ টনের ন্যূন	১০০ টনের ন্যূন	১৩৩	১০২
হায়দারাবাদ	৫২০,০০০	৫৮১,০০০	৪০,০০০	৬৩,০০০	১৭২	১৮৯
বড়োদা	৮৮,০০০	৬৮,০০০	৭,০০০		১৭৮	৬৬
মহীশূর	৯৬,০০০		৫,০০০		১১৭	১৩৪
	১,১৩৪,০০০	১,৪০৬,০০০	১০৬,০০০	১২৮,০০০	২৩৯	২০৪

নিম্নে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশসমূহে রেড়ী বীজ উৎপাদনের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

মাদ্রাজ

বিগত বর্ষে ২৬৪,০০০ একর কর্ষিত জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ২৪১,০০০ একর জমিতে বীজের চাষ হইয়াছিল। অর্থাৎ আলোচ্য বর্ষে ফসলের উৎপাদন ৯ পারসেন্ট কম হইয়াছে। অনন্তপুরের ফসল পোকা কর্ত্তৃক কতক পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে। নর্থ আরকট এবং সালেম জিলায় পোকায় ফসল নষ্ট করিয়াছে। বিগত বর্ষের ৯২ পারসেন্টের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৯৪ পারসেন্ট ফসল নর্ম্মাল হইবে। ইহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া বিগত বর্ষের ২৪,০০০ টনের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে মোট ২৪,০০০ টন ফসল উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বোম্বে

নিম্নে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সংবাদ প্রদত্ত হইল। বিগত বর্ষের ৯৪,০০০ একর কর্ষিত জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৮৯,০০০ একর জমিতে ফসল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া রিপোর্ট আসিয়াছে। ইহাতে আলোচ্য বর্ষে ৫ পারসেন্ট ফসল কম হইয়াছে। বিগত বর্ষে ১২,০০০ টনের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ১৩,০০০ টন ফসল উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮,০০০ টন ফসল ভারতীয় ষ্টেটে উৎপন্ন হইয়াছে। গুজরাটের দক্ষিণাঞ্চলে ফসল ভাল জন্মিয়াছিল। কিন্তু অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ার দরুণ উত্তরাঞ্চলে ফসলের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। পশ্চিমে খান্দেশ জিলায় ফসল অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে রোপণ করা হইয়াছিল। ইহার বৃদ্ধি সন্তোষজনক ছিল। খান্দেশ বিভাগের অপরাপর অঞ্চলে ফসল ভাল জন্মিয়াছে।

কর্ণাটকে অল্প পরিমাণে আর্দ্রতার দরুণ ফসলের ক্ষতি হইয়াছিল।

বিহার

বিগত বর্ষের ৩৩,০০০ একর কর্ষিত জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৩৪,০০০ একর জমিতে ফসলের চাষ হইয়াছিল। বিগত বর্ষের অনুরূপ আলোচ্য বর্ষে ৫,০০০ টন ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল। বিগত দশ বৎসর ধরিয়া গড়পড়তা ৮৭ পারসেন্টের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৭৭ পারসেন্ট ফসল নষ্ট হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার

বিগত বর্ষের ৩১,০০০ একর কর্ষিত জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৩২,০০০ একর জমিতে ফসলের চাষ হইয়াছিল। বিগত বর্ষের অনুরূপ আলোচ্য বর্ষে ৬,০০০ টন ফসল উৎপন্ন হইয়াছে। ঋতু ফসলের পক্ষে খুব অনুকূল ছিল না। সমগ্র প্রদেশে গড়পড়তায় ২৫ পারসেন্ট ফসল নষ্ট হইবে।

উড়িষ্যা

বিগত বর্ষে ২৫,০০০ একর কর্ষিত জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ২০,০০০ একর ফসল নষ্ট হইবে। এই হ্রাসের প্রধান কারণ ফসল রোপণের সময় অনাবৃষ্টি এবং ফসলের মূল্য-হ্রাস। কটক ব্যতীত অন্যত্র আবহাওয়ার অবস্থা অনুকূল ছিল। বিগত বর্ষের ৭২ পারসেন্টের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ফসল ৭৮ পারসেন্ট নষ্ট ছিল। ইহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিলে বিগত বর্ষের ৩০০০টনের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ২০০০টন ফসল হইবে আশা করা যায়।

যুক্তপ্রদেশ

বিগত বর্ষের ৯,০০০ একরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ১২,০০০ একর জমিতে বিভিন্ন ফসলের চাষ হইয়াছিল। বিগত বর্ষের ৩০০টনের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৪,০০০টন ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল। সমগ্র প্রদেশে অবিভিন্ন ফসলের ৭৭ পারসেন্ট নষ্ট ছিল।

সিন্ধু

বিগত বর্ষের ৯১,২০০ একর জমিতে ৫০টন ফসল উৎপাদনের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ১,২০০ একর জমিতে ১০টন ফসল উৎপন্ন হইয়াছে।

হায়দারাবাদ

বিগত বর্ষে ৭৮১,০০০ একর জমিতে চাষের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৫২০,০০০ একর জমিতে ফসলের চাষ হইয়াছে। বিগত বর্ষে ৬৬,০০০টনের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৪০,০০০টন ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল।

বড়োদা

বিগত বর্ষে ৬৮,০০০ একর জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৮৮,০০০ একর জমিতে ফসলের চাষ হইয়াছে। বিগত বর্ষে ২,০০০ টন ফসলের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৭,০০০ টন ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল

মহীশূর

বিগত বর্ষে ১০০,০০০ একর কর্ষিত জমির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৯৬,০০০ একর জমিতে ফসলের চাষ হইয়াছিল। বিগত বর্ষে ৬,০০০ টন উৎপন্ন ফসলের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ৫,০০০ টন ফসল উৎপন্ন হইয়াছে।

দেশবিদেশে বেকার সমস্যা

নিম্নে ইয়োরোপের কতিপয় বেকারের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	আমানি	ফ্রান্স	হলাণ্ড	বেলজিয়াম
	২,৭১৮	৩৪৫	৩০২	৩৪৯
	২,১৫১	৪২৬	৩৮৪	২৮৪
	১,৫৯৩	৪৩২	৪১৪	২১৩
১৯৩৭				
জানুয়ারী	১,৬১১			
ফেব্রুয়ারী	১,২৪৫			
মার্চ্চ	৯৬১			

	চেকোস্লোভাকিয়া	অষ্ট্রিয়া	সুইডেন
১৯৩৪	৬৭৭	৩৪০	৮৪
১৯৩৫	৬৮৬	৩৪৮	৮১
১৯৩৬	৬২২	৩৪৯	৭১
১৯৩৭			●
জানুয়ারী	৬৬৭	১৪৬	৯১
ফেব্রুয়ারী	৬৭৭	১৪৫	৮৫
মার্চ্চ	৬২৭	১৩১	৮৬

নিম্ন তালিকায় ইয়োরোপের কতিপয় দেশে শতকরা বেকারী সংখ্যার নির্ঘণ্ট প্রদত্ত হইল :—

	যুক্তরাজ্য	জার্ম্মানি	ফ্রান্স	হলাণ্ড	বেলজিয়াম	অষ্ট্রিয়া
১৯৩৪	১১·০	১১·৭	৬০·০	৬৩·২	৪৫·৬	১৪·৬
১৯৩৫	১৩·৩	১৪·২	৪৪·০	৬১·৭	৬৩·১	৮৪·৪
১৯৩৬	১৮·৮	১৫·১	৬৫·৫	৬৪·০	৬৯·১	৮৩·১
১৯৩৭						
জানুয়ারী	৮১·৬	১৬·৭	৮৫·৮	১৩·২	১১·৩	৮৬·৫
ফেব্রুয়ারী	৮৯·১	১৬·১	৮৫·০	১৪·২	১২·৩	৮৫·১
মার্চ্চ	২৪·১	১১·৩	৮১·১	১৬·২	৮১·৪	৮৬·৪

	চেকো-স্লোভাকিয়া	ডেনমার্ক	নরওয়ে	সুইডেন	সুইট-সার্ল্যাণ্ড
১৯৩৪	১৪·০	৯০·২	৮৩·২	৮১·৪	৬৩·৬
১৯৩৫	১১·২	৯২·৪	৮৫·২	৮২·১	৬৩·৬
১৯৩৬	১১·৪	৯১·১	৮৯·[illegible]	৯৫·১	৬১·১
১৯৩৭					
জানুয়ারী	৮১·৬	১০৩·৮	৯৬·৬		
ফেব্রুয়ারী	৮২·৬	১০৬·১	৯৮·১		১৮·১
মার্চ্চ	৮৩·১	১০৮·৩	১০০·১		৮০·২

জীবিকার্জ্জন

নিম্ন তালিকায় ইয়োরোপীয় দেশসমূহে দৈনন্দিন জীবিকার্জ্জনের শতকরা হার প্রদত্ত হইল :—

	জার্মানি	ফ্রান্স	হল্যাণ্ড	বেলজিয়াই	চেকো-স্লোভাকিয়া
১৯৩৪				৭৯·৪	৮৯·৬
১৯৩৫				৮৯·৯	৯২·৩
১৯৩৬				৮৪·৭	৯৩·১
১৯৩৭					
জানুয়ারী	৮০·৮	—			৯৩·২
ফেব্রুয়ারী	৮১·০	—			৯৩·৭
মার্চ্চ	৮১·২	১০৪·৫			৯৩·৭

	অষ্ট্রিয়া	ডেনমার্ক	নরওয়ে	সুইডেন	সুইটজারল্যাণ্ড	পোলাণ্ড
১৯৩৪	৯৪·৫	৯৬·৪	৮৯·২	৯১·২	৮০·১	৬৮·৫
১৯৩৫	৯৪·৪	৯৯·১	৯১·০	৯২·১	৭১·৫	৬৩·৯
১৯৩৬	৯৪·৪	১০০·৪	৯৩·৪	৯২·৮	৮০·৭	৬০·৯
১৯৩৭						
জানুয়ারী	৯৪·৩	—	৯৪·২	—	৮২·৯	৬৩·৮
ফেব্রুয়ারী	৯৭·৩	—	৯৫·৮	—	৮৪·৭	৬৫·২
মার্চ্চ	৯৪·১	১০২·৬	৯৭·০	৯৪·৭	৮৪·৭	৬৫·৩

আর্জ্জেন্টিনার বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আর্জ্জেন্টিনার রপ্তানি পণ্যের মোট মূল্য ২,৩০৮,২৯৪,৭৭৯ পেসস হইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে রপ্তানি পণ্যের মূল্য ১,৮৫৫,৭১২,৩৯৬ পেসস ছিল। নিম্নোক্ত তালিকায় ১৯৩৭ এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের মূল্য প্রদত্ত হইল :—

পণ্য	১৯৩৭	১৯৩৬
	পেসস পেপার	পেসস পেপার
মোট	১২৫,৬৮১,৪১০	৬১৩,৮৭৫,৫৪১
খুর বিশিষ্ট পশু	১২,০৬১,৭১২	১০,৪৪৭,২০৬
মাংস	৩১১,৩৫৫,৭৫৯	২৬৭,৪৭১,৭৬১
চামড়া	১৪২,৮১৩,৭০৬	১১৬,১০৮,৭১১
পশম	১৭০,৯২৭,৭৬১	১৪১,৪০৪,৬৫৯
ঘৃত, মাখন প্রভৃতি		
উৎপন্ন দ্রব্য	২০,২৮৯,১২৫	২৩,৭২৯,৬১৯
কৃষিজাত উৎপন্নদ্রব্য	৫৮,৪৫৩,৪৪৭	৪৪,৭১২,৮৫৫
মোট	১,৪৪৮,০৪৫,২৯১	৯৬২,৫৯১,৬৩০
শস্য ও তিসি	১,৪১০,৮১৭,৭৪৯	৮৬৪,৪২১,৬০৭
ময়দা	৪০,৬০৩,২৬২	৩৩,৯৭৯,৭৩৪
বিবিধপ্রকার পশুদ্রব্য	৩৬,৬২৪,২৮০	৬৪,১৯৪,৯৪৯
বনজ দ্রব্য মোট	৪৫,৭৭১,১১৮	৩৮,৫৬৮,৫১৮
খনিজ দ্রব্য মোট	১৬,৭১৮,৪৬৮	৯,৪৭৩,৯৫১
শিকারী দ্রব্য এবং মৎস্য	৭,৯৬৮,৭৮১	৯,৮১২,৮৫০
বিবিধপ্রকার দ্রব্য মোট	২৪,১০৯,৪৯৩	২২,৩৯০,১৬৬

যুগোস্লাভিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের মূল্য যথাক্রমে ৪৭৬,৫৩০,৪১৩ দিনার এবং ৬১৬,২২১,৮৯৬ দিনার হইয়াছিল।

নিম্নোক্ত তালিকায় দেশবিদেশের সহিত যুগোস্লাভিয়ার আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের মূল্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

দেশসমূহ	আমদানি দিনার	রপ্তানি দিনার
জার্মানি	১৫০,২৪৩,০০৪	১৬৮,৮৩৮,০৪৭
চেকোস্লোভাকিয়া	৫১,৩১৯,১৫৫	৩৭,২৯০,৮৬৯
অষ্ট্রিয়া	৪৮,২৪১,২৪৫	৭৮,৮০৩,২৮৭
মার্কিণরাজ্য	৩৫,০৩৯,৮৫৮	৯৯,২৬৯,০১৪
যুক্তরাজ্য	৩৭,২৯৯,৭৮৫	৫৫,৮২৩,২০৮
ইটালী	৩২,১৩৮,৭৮৩	৬৩,৫৯৫,৯৫৭
হাঙ্গেরী	১৫,৯০৪,২৩৮	১৩,২০১,৪৭২
সুইটজারল্যাণ্ড	১০,১৩০,৪৯৭	৯,৪৪১,১৭৭
ফ্রান্স	১০,০৪৮,০৩৭	—
আর্জ্জেন্টিনা	৯,০২৪,৭৭৬	৫,৭২৪,৯৯৫
গ্রীস	৮,৩৯০,৫৯০	১৫,১৫০,৮৫১
হল্যাণ্ড	৭,৭৯৮,৫০৭	১২,১৬৬,১৭৫
বুলগেরিয়া	৭,২৩৭,২৪০	—
বৃটিশ ইণ্ডিয়া	৬,৭১২,০৮৪	—

রুমানিয়া	৬,৪৭৯,১০৫	৭,৩৮৯,১৬৮
বেল্‌জিয়াম	—	৪৭,৮৫৮,১৮৫
ডেন্‌মার্ক	—	২৬,৫২৬,৯০৯
সুইডেন	—	১১,৪২৮,৪৩৬

দেশবিদেশে চাউল উৎপাদন

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ১,৬৮৪,০০০ একর জমিতে ৪৭,৪৩৭,০০০ বুশেলের (১,৩৪১,০০০ টন) তুলনায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ১,৬৪৫,০০০ একর জমিতে ৪৫,৮২৩,০০০ বুশেল (১,২৯৬,০০০ টন) চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে ৫৪,০৪৪,০০০ পিকুল (৩,২১৮,০০০টন) এর তুলনায় ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে শ্যামরাজ্যে মোট ৭৮,২৬০,০০০ পিকুল (৪,৬৫৮,০০০ টন) ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ২৩,৩০০,০০০ পিকুলস (১,৫৮৩,০০০ টন) চাউল রপ্তানির উপযোগী বেশী হইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে জাপানে ৬৬,৯২২,০০০ কোকু (৯,৩৯৬,০০০ টন) চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের তুলনায় অল্পপরিমাণে (০·৫ পারসেন্ট) কম ছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ায় ২৪,৭৫৩,০০০ কোকু (৩,৪৭২,০০০ টন) চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা বিগতবর্ষের প্রকৃত ফসলের তুলনায় ২৭ পারসেন্ট বেশী হইয়াছিল। ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে ১২,৬৩৪,০০০ একরের তুলনায় ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ১২,৮৬১,০০০ একর ধান্য ফসলের জন্য কর্ষিত হইয়াছিল। বিগত বর্ষে ৭,০৮২,০০০ ধান্যের (৪,৭২১,০০০ টন পরিষ্কৃত চাউলের সমতুল্য) ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ৬,৮২৮,০০০ টন ধান্য (৪,৫৫২,০০০ টন পরিষ্কৃত চাউল) উৎপন্ন হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ৪,১৮৯,০০০ টন ধান্য (৩,১০০,০০০ টন পরিষ্কৃত চাউল) রপ্তানির উপযোগী বেশী ছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মার্কিণরাজ্যে ১,০৯৩,০০০ একর জমিতে ১,০৬৫,০০০ টন তণ্ডুল উৎপাদিত হইয়াছিল। ইটালীতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ৭২২,০০০ টনের তুলনায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ৭৭২,০০০ টন তণ্ডুল উৎপাদিত হইয়াছিল।

বৃটেনের কয়লা উত্তোলন ব্যবসা

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় কোয়ার্টারে বিক্রয়ের উপযোগী ৫৭·৬ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল। ইহা পূর্ব্ব কোয়ার্টারের তুলনায় ৩ মিলিয়ন টন ন্যূন ছিল। কিন্তু বিগত বর্ষের উক্ত কোয়ার্টারের তুলনায় ৩½ মিলিয়ন টন বেশী ছিল। ইহা ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারের ৬২·৮ মিলিয়ন টন ব্যতীত অন্য যে কোন কোয়ার্টারের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে ১৫½ মিলিয়ন টন কয়লা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ইহা পূর্ব্ববর্তী কোয়ার্টারের তুলনায় ১½ মিলিয়ন টন বেশী ছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় কোয়ার্টারের তুলনায় ২½ মিলিয়ন বেশী ছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় কোয়ার্টারে গ্রেটবৃটেনে ব্যবহারোপযোগী ৪১½ মিলিয়ন টন কয়লা ছিল। ইহা জুন কোয়ার্টারের তুলনায় ৪½ মিলিয়ন টন ন্যূন ছিল। কিন্তু ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারের তুলনায় ১½ মিলিয়ন টন বেশী ছিল। আলোচ্য বর্ষের প্রথম ৯ মাসে প্রায় ১৩৫ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল। ইহা ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ ব্যতীত যে কোন বর্ষের উক্ত সময়ের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

কর্ম্মনিয়োগের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে। ডার্বি, লীসেষ্টার, ষ্টাফোর্ড, স্যালোপ, অরচেষ্টার এবং ওয়ারউইক ব্যতীত সমগ্র জিলায় একবৎসরের তুলনায় কর্ম্মনিয়োগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহার ফলে ৩১,৩০০ শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় কোয়ার্টারে গড়পড়তায় ৬৩½ দিন কাজ হইয়াছিল। ইহা পূর্ব্ববর্তী কোয়ার্টারের তুলনায় ৩ দিন ন্যূন হইলেও বিগত বর্ষের উক্ত কোয়ার্টারের তুলনায় ৩½ দিন বেশী ছিল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে যে কোন সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে খাদের কাজ ভাল হইয়াছিল। নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যাও কার্য্যের সময় ধরিলে জুন কোয়ার্টারের তুলনায় আলোচ্য কোয়ার্টারে কর্ম্মনিয়োগের সংখ্যা ৪ পারসেন্ট ন্যূন ছিল। কিন্তু ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে ১০ পারসেন্ট।

১৯৩৩-১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ক্যানাডায় বস্ত্রশিল্প ব্যবসার বিবরণ :—

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ক্যানাডায় সর্ব্বপ্রকার উৎপন্ন পণ্যের

মধ্যে বয়নশিল্প চতুর্থ-স্থান অধিকার করিয়াছিল ও সর্ব্ব প্রকার উৎপন্নশিল্প দ্রব্যের মধ্যে বয়নশিল্প দ্বাদশ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কর্ম্মনিয়োগ-সংখ্যার দিক্ দিয়া বিচার করিলে ইহা দ্বিতীয় স্থান দখল করিয়াছিল। বেতন ও পারিশ্রমিক হিসাবে বয়ন শিল্প ষোড়শ স্থান অধিকার করিয়াছিল। মূলধনে ইহা পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ক্যানাডার সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়ে নিয়োজিত মূলধনের মধ্যে ৭ পারসেণ্ট বয়নশিল্পে খাটিয়াছিল। বয়নশিল্প প্রতিষ্ঠানে বহুসংখ্যক মহিলা শ্রমিক কাজ করিতেছে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ক্যানাডার সর্ব্বপ্রকার ম্যানুফ্যাক্চারিং ইন্‌ডাষ্ট্রির মোট ১৩৪,০৪৪ মহিলা শ্রমিকের মধ্যে ৬০,৩৬২ অর্থাৎ ৪৭ পারসেণ্ট বয়নশিল্পে কাজ করিতেছিল।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ২,২৭৫টি প্রতিষ্ঠানে ৩২৯,১৯৭,২৫৪ ডলার মূলধন খাটিয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১২০,৬৯৯ জন শ্রমিক মোট ৯৬,৫৭৪,৯৫৪ ডলার মাহিনা পাইয়াছিল। তাহারা ৩৪৭,১০৬,২৭৭ ডলার মূল্যের পণ্য নির্ম্মাণ করিয়াছিল। উক্ত পণ্য নির্ম্মাণোপযোগী রসদের মূল্য ১৮৩,৯২০,৪০৮ ডলার লাগিয়াছিল।

ইটালীর বৈদেশিক বাণিজ্য

নিম্নে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইটালীর উপনিবেশসমূহের সহিত ইহার আমদানি ও রপ্তানির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

(মিলিয়ন লিরা হিসাবে)

	আমদানি	রপ্তানি	ব্যালেন্স
১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের			
মাসিক গড়পড়তা	১,১৫৩	৮৯৯	—২৮৪
ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭	৯২২	৭৭৬	—১৪৬
জানুয়ারী, ১৯৩৮	১,১০৫	৮২৪	—৩১১
ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮	৯৯৮	৮৭৯	—১১৯

নিম্নে বিদেশসমূহের সহিত ইটালীর আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

(মিলিয়ন লিরা হিসাবে)

	আমদানি	রপ্তানি	ব্যালেন্স
১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে			
মাসিক গড়পড়তা	১,১২৪	৮৪৪	—৪১০
ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭	৯০৪	৪৯০	—৩১৫
জানুয়ারী, ১৯৩৮	১,১০৯	৬০৯	—৫০০
ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮	৯৭৯	৬৭৯	—৩০০

নিম্নে আমদানি পণ্যের শ্রেণীবিভাগ প্রদত্ত হইল :—

(মিলিয়ন লিরা হিসাবে)

	মাসিক গড়পড়তা ১৯৩৭	ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭	জানুয়ারী ১৯৩৮	ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮
কাঁচামাল	৪১৬	৩৭৬	৫২৯	৪৭৬
অর্দ্ধ নির্ম্মিত পণ্য	২৪০	১৯৭	২৩৪	২৬৩
নির্ম্মিত দ্রব্য	১৫৭	৯৯	১৬৮	১৪৯
জীবিত পশু ও খাদ্যদ্রব্য	২৯০	২৪৯	১৪৯	১১৫

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের সঙ্গে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের উক্ত মাসে আমদানি পণ্যের তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	মিলিয়ন লিরা হিসাবে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭	ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮	বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (—)
কাঁচা তুলা	৭২	৮৬	+১৪
কয়লা	১০৬	১৪৪	+৩৮
খনিজ তৈল	৫৪	৭৮	+২৩
হুগ্ধপাতি	৩৫	৫৬	+২১
কাঁচা পশম ও পশুর লোম	৪০	৪৪	+ ৫
তৈল বীজ	১৮	১৬	— ২
লৌহ ও ইস্পাতনির্ম্মিত পণ্য	৩৪	৩৬	+ ২
খণ্ড লৌহ	১৫	২৫	+১০
তুলা	১৯	১৯	
তামার বাই ও টুকরা	ক্লেপ২৪	৩৪	
সেলিউলোস	১৯	৫১	

(মিলিয়ন লিরা হিসাবে)

	ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭	ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮	বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (−)
কফি	১৩		− ২
লোহার ও ষ্টীলের চাদর	১৭		+ ৪
বস্ত্র	১৫		+ ৯
কাঁচা চামড়া	৭		− ৩
তৈল ও চর্ব্বি	২৭		+ ৪

নিম্ন তালিকায় রপ্তানি পণ্য বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে :—

(মিলিয়ন লিরা হিসাবে)

	১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মাসিক গড়পড়তা	ফেব্রু ১৯৩৭	জানু ফেব্রু ১৯৩৮	ফেব্রু ১৯৩৮
কাঁচা মাল	৮১			
ভুক্তি নিষ্পিত পণ্য	১৬৬			
নিষ্পিত পণ্য	৩৮৫			
জীবিত পশু এবং খাদ্যদ্রব্য	২৫৭		২৪৩	২৭২

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের সহিত ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

(মিলিয়ন লিরা হিসাবে)

	ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭	ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮	বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (−)
তুলা নিষ্পিত পণ্য—			
বুনিবার দ্রব্য			
সূতা			
অপরাপর			
কৃত্রিম সূতা পশম—			
কাঁচা তন্তু	৩১		
নিষ্পিত পণ্য	২৫	৩১	
পশম	১৫	১৭	
পশম নিষ্পিত পণ্য	২৩	৩৪	
ধান	৬০	৩৮	
বনস্পতি	১৬	৩৭	
শুষ্ক ফল	৩১	২৯	
কাঁচা শণ	৩০	৩০	
চাউল	২০	২৪	
অলিভ অয়েল	১৪	১৮	
সালফার	৫	১৩	

নিম্নে বিভিন্ন দেশের সহিত ইটালীর বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭	ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮	বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (−)
জার্ম্মানি	২২৮		+ ৫০
মার্কিণরাজ্য	১৪০		+ ৪১
অষ্ট্রিয়া	৩২		− ১৪
রুমানিয়া	২৬		− ১৫
হাঙ্গেরী	২৩		− ৮
আর্জ্জেন্টিনা	২১		− ২১
ফ্রান্স	২১		− ৫
সুইট্‌সারল্যাণ্ড	২৭		+ ১০
যুক্তরাজ্য	৫৬		+ ৩৮
ভারতবর্ষ	২০		− ৩
চেকোশ্লোভাকিয়া	৩২		+ ১৯
ইটালীর উপনিবেশসমূহ	১৯		+ ৩

নিম্নে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত দুই মাসের তুলনায় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত দুই মাসে বিভিন্ন ভৌগোলিক বিভাগ হইতে আমদানির হিসাব প্রদত্ত হইল—

	জানুয়ারী ১৯৩৭	জানুয়ারী ১৯৩৮
কাঁচা মাল—		
ইয়োরোপ হইতে		
এশিয়া হইতে		
আফ্রিকা হইতে		
আমেরিকা হইতে		
ওশেনিয়া হইতে		
অর্দ্ধ-নির্ম্মিত পণ্য—		
ইয়োরোপ হইতে		
এশিয়া হইতে		
আফ্রিকা হইতে		
আমেরিকা হইতে		
ওশেনিয়া হইতে		
নির্ম্মিত পণ্য—		
ইয়োরোপ হইতে		
এশিয়া হইতে		
আফ্রিকা হইতে		
আমেরিকা হইতে		
ওশেনিয়া হইতে		
জীবিত পশু এবং খাদ্যদ্রব্য—		
ইয়োরোপ হইতে		১৭৩
এশিয়া হইতে		১৪
আফ্রিকা হইতে		৪২
আমেরিকা হইতে		৫৮
ওশেনিয়া হইতে	৪৭	২

নিম্ন তালিকায় প্রধান প্রধান দেশসমূহে ইটালীর পণ্য রপ্তানির বিবরণ প্রদত্ত হইল—

(মিলিয়ন লিরা হিসাবে)

	ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭	ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭	বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (−)
জার্ম্মানি	১১৬		+ ৪৮
মার্কিণরাজ্য	৬৬		− ৮
যুক্তরাজ্য	৫০		− ৫
সুইট্‌সারল্যাণ্ড	৩৮		− ১
ফ্রান্স	৪০		− ২৪
মিসর	২১		− ৪
অষ্ট্রিয়া	২১		− ১
আর্জ্জেন্টিনা	২১		+ ২৪
ভারতবর্ষ	৭		+ ২
ইটালীয় উপনিবেশসমূহ	১৮৬		+ ৩৫

বাংলার বিশিষ্ট বস্ত্রশিল্পী

বাংলা দেশে বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে কয়জন বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় অন্যতম। স্বদেশী যুগের প্রারম্ভে আনেদাবাদের বিশিষ্ট মিল ম্যানেজার স্বর্গীয় কেশবলাল মেহেতার অধীনে ফাইন স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং মিলে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় শিক্ষার্থিরূপে প্রবেশ করেন এবং শ্রীযুক্ত মেহেতার কৃতী শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রায় বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন। প্রায় তিন বৎসর কার্য্য শিক্ষা করিয়া শ্রীযুক্ত রায় রেওয়ার কৃষ্ণা মিলের স্পিনিং ও কার্ডিং মাষ্টারের পদলাভ করেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এইপ্রকার দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর স্বর্গীয় ক্রম্পটন সাহেবের সহিত ব্রোচ সহরে তিনি সূক্ষ্ম সূতা তৈরীর কল কব্জাদি বসাইয়া ভারতীয় কলে সর্ব্বপ্রথম ৮০ হইতে ১০০ নম্বরের সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করিবার গৌরব অর্জ্জন করেন। তৎপর বাংলা দেশে আসিয়া তিনি বঙ্গলক্ষ্মী মিলে যোগদান করেন। তথায় দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সহিত স্পিনিং ও কার্ডিং মাষ্টারের কার্য্য করেন। মাঝোদিয়া কটন মিল নির্ম্মাণ-কালে উহার কলকব্জা তিনিই বসাইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ঢাকেশ্বরী কটন মিলের বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা নিযুক্ত হন এবং এই মিলের নক্সা প্রস্তুত ও যন্ত্রাদি মনোনয়ন ব্যাপারে মিল কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ সহায়তা করেন। সূতা প্রস্তুত পূর্ব্বক মিলের প্রথম কাপড় প্রস্তুত হওয়ার পরই মিল চালনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া মিল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে মিল ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করেন। এই পদে তিনি আড়াই বৎসর কাল অতি যোগ্যতার সহিত কার্য্য করেন। তৎকালে ঢাকেশ্বরী মিল মাত্র তিনশত বারখানা তাঁত লইয়া দৈনিক দশ ঘণ্টা চলিত। তাঁহার সুপরি-চালনার ফলে এই কয়েকখানা মাত্র তাঁত দশ ঘণ্টা করিয়া চালাইয়াই উক্ত কোম্পানী ২২ লক্ষ টাকা মূলধনের উপর শতকরা ৯।০ হারে প্রথম লভ্যাংশ দিতে পারায় ঢাকেশ্বরী মিলের বর্ত্তমান উন্নতির গোড়াপত্তন হয়। তারপর শ্রীযুক্ত রায় বাংলার অপর কয়েকটী মিলের বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা হিসাবে নিযুক্ত হন। সম্প্রতি তিনি 'নিউ মডেল' কটন মিল নামক একটি কোম্পানী রেজেষ্টারী করিয়াছেন।

সোভিয়েট রুশিয়ায় খঞ্জলোকের কো-অপারেটিভ সমিতি

ইউ এস্-এস্-আর এ খঞ্জলোকদের জন্য কো-অপারেটিভ সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। ১৯১৪-১৭ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে, পুরযুদ্ধে, শিল্প প্রতিষ্ঠানে অথবা জন্ম হইতে যাহারা পঙ্গু হইয়াছে তাহারা ষ্টেট্ হইতে অল্প পরিমাণে পেন্সন পাইয়া থাকে। অধিকন্তু একই সময়ে তাহারা কোন ব্যবসা বাণিজ্যে চাকুরী করিয়া তাহাদের স্বীয় আয় বৃদ্ধি করিবে, এই উদ্দেশ্যে অনেকে কো-অপারেটিভ সমিতি সংগঠিত করিয়াছে। নিম্নে বিভিন্নপ্রকার স্থানীয় কো-অপারেটিভ সমিতির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

(১) ওয়ার্কার্স প্রোডিউসিং কো-অপারেটিভ সোসাই-টিজ এর একটি অথবা বেশী কারখানা আছে। এই কারখানাগুলিতে ১৫টি বিভিন্নপ্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্নপ্রকার ১৫০টি পেশা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

চামড়া শিল্প বয়ন দ্রব্য, ধাতব দ্রব্য, খেলনা, প্রভৃতি দ্রব্য বিশেষরূপে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

(২) উপরোক্ত সমিতির নির্ম্মিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য কো-অপারেটিভ সমিতি আছে।

(৩) ক্রেতাদিগকে সেবা করিবার জন্য দি সেবার কন্‌ট্রাক্টিং কো-অপারেটিভ সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে।

(৪) ক্লাব, থিয়েটার ও সিনেমা প্রভৃতি সম্পর্কে কো-অপারেটিভ সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ইউ এস্ এস্ আর এ খণ্ড লোকের জন্য ২,১৩৪টি কো-অপারেটিভ সমিতি ছিল। তন্মধ্যে ১,৫২৯টি সমিতি রাশিয়ান্ সোসিয়ালিষ্ট ফেডারেটিভ সোভিয়েট রিপাব্লিকে অবস্থিত। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী খণ্ড লোকের ২,০৭৯টি কো-অপারেটিভ সমিতি ছিল। তন্মধ্যে ১,৫৩৬টি সমিতি রাশিয়ান্ সোসিয়ালিষ্ট ফেডারেটিভ সোভিয়েট রিপাব্লিকে অবস্থিত। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ইউ এস্ এস্ আর এ উল্লিখিত সমিতিগুলির মোট ২০১,০০০ সভ্য ছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ১৪২,৪৬০ জন সভ্য ছিল।

খণ্ড ব্যক্তিদের কো-অপারেটিভ সমিতি মোট সভ্যদের অতিরিক্ত ২০ পারসেণ্ট সহযোগী নিযুক্ত করিতে পারেনা। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ৩২,৮৫৫ জন সহকারী ছিল।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মোট সভ্যের তুলনায় সহকারীদের সংখ্যা ১৬'৭ পারসেণ্ট ছিল। ইউ এস্ এস্ আর এ খণ্ডদের কো-অপারেটিভ সমিতিতে ২৩৪,১৮১ জন এবং আর এস্ এফ্ এস্ আর এ ১৮৩,২১৭ জন শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। সেবার কন্‌ট্রাক্টিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে ৯৭ পারসেণ্ট শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। নিম্নে সভ্য-সংখ্যা সহ বিভিন্ন সমিতির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	সেবার সংখ্যা
৪৬টি সমিতির	১০ জন
৩৮৭টি	১১ জন হইতে ৩০ জন
৬৪৮টি	৩১ জন হইতে ১০০ জন
২৯১টি	১০১ জন হইতে ২০০ জন
১৪৭টি	২০১ হইতে ৫০০ জন
৪০টি ,,	৫০১ জন

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ৭১০'৬ মিলিয়ন রুবেলের তুলনায় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে উৎপন্ন পণ্যের মূল্য ১,১৪৮ মিলিয়ন রুবেল হইয়াছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৫৯০'১ মিলিয়ন রুবেলের তুলনায় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ৮১৫ মিলিয়ন খাটতি হইয়াছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৬০ মিলিয়নের তুলনায় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ১৩১ মিলিয়ন রুবেলের কন্‌ট্রাক্টিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির খাটতি হইয়াছিল। কো-অপারেটিভ রেষ্টুরাণ্টের ১৬৫ মিলিয়ন রুবেল খাটতি হইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী খণ্ড লোকদের কো-অপারেটিভ সোসাইটির মোট ১৮৬,৭০৯,০০০ রুবেল ঋণ ছিল।

এই সমিতিগুলি সভ্যদের বৈষয়িক ও নৈতিক উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। সমিতিগুলির পারস্পরিক বীমা ফাণ্ড আছে। এই ফাণ্ডগুলিতে প্রত্যেক সমিতি ইহার সভ্যদের মোট উপার্জ্জনের ১৫ পারসেণ্ট জমা দিত এই পারস্পরিক বীমা সমিতিগুলির হাসপাতাল, গৃহ এবং স্বাস্থ্যনিবাস ছিল। আর এস্ এফ্ এস্ আরের বীমা সমিতি সঙ্ঘের ক্রীমিয়াতে একটী এবং ককাসাসে দুইটি মোট তিনটী স্বাস্থ্যনিবাস আছে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এই স্বাস্থ্যনিবাসগুলিতে মোট ১৭,০০০ লোকের চিকিৎসা হইয়াছে; দি কো-অপারেটিভ সমিতি, দি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিয়ন এবং সেণ্ট্রাল অর্গেনিজেশন ইহাদের সভ্যবিগের পেশা শিক্ষা ও কৃষি শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকে।

গাইকোয়াড়ের বক্তৃতা

"দি নর্ভসারী কটন অ্যাণ্ড সিল্ক মিলস লিমিটেড" এর উদ্বোধন উৎসবে বড়োদার গাইকোয়াড়ের বক্তৃতা :—

অদ্য আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করায় ও আমার প্রজামণ্ডলীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানার্থ মঙ্গল কার্য্যের জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। নর্ভসারি কটন অ্যাণ্ড সিল্ক মিলসের উদ্বোধন উৎসবের কার্য্যসম্পাদনের জন্য

আপনাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইতে পারায় বড়ই প্রীত হইয়াছি। এই মিলটি আমার রাজ্যের একটী প্রধান কেন্দ্র। ইহা নূতন জীবন ও সুযোগ সুবিধা আনয়ন করিবে। যে দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বিধান হয় না সে দেশে অনেক বাধা বিঘ্ন থাকে। কৃষিকার্য্য স্বভাবতই ভারতের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, কিন্তু ইহা অতি সহজেই অনুমেয় যে, ঋতুবিপর্য্যয়ের উপর নির্ভরশীল ব্যবসা নিরাপদ নহে। আর্থিক স্বচ্ছলতা কৃষি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সামঞ্জস্য সংরক্ষণের উপর নির্ভর করে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বোম্বেতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমি কৃষি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অসামঞ্জস্যের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনের আবশ্যকতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম।

সম্প্রতি ভারতবর্ষে নূতন উদ্যম দেখা দিয়াছে। প্রথমতঃ সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুরাগ দেখা যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে আমাদের ছাত্রগণ কৃষি শিক্ষা, পেশা অথবা সরকারী চাকুরীদ্বারা স্বাস্থপ্রতিষ্ঠার জন্য আর বিদেশে যায় না। তাহারা এক্ষণে অধিকতর সংখ্যায় টেক্‌নিক্যাল্ শিক্ষার জন্য বিদেশে যায় এবং বিশেষজ্ঞ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সর্ব্বপরিশেষে ভারতীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ শিল্প প্রতিষ্ঠানে টাকা লগ্নী করে। এতদ্‌সম্পর্কেও বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় অত্যাশ্চর্য্য প্রভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের লক্ষ লক্ষ কৃষক ও শ্রমিকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইলে দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হইতে পারে না। কেননা তাহাদের ক্রয় করিবার শক্তির উপর অনেক পরিমাণে ফ্যাক্টরীর উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ নির্ভর করে। সুতরাং শিল্প ব্যবসায়িগণ সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রাম্যজীবন পুনর্গঠনকল্পে সর্ব্বপ্রকার পরিকল্পনার সমর্থন করিবে। ইহা পক্ষান্তরে তাহাদেরই স্বার্থসংরক্ষণের সহায়ক হইবে।

এক্ষণে আমি আমার ষ্টেটের নীতি ও অভিজ্ঞতার বিষয় আলোচনা করিব। আমার বিশ্বাস প্রাইভেট উদ্যমই শিল্পপ্রতিষ্ঠান সংস্থাপনের মূলভিত্তি। শিল্পের সংপ্রসারণের জন্য উপযুক্ত স্থানের, পণ্য স্থানান্তরকরণের সুবিধার্থ রাস্তাঘাটের ও স্বল্প মূল্যের বিজলীর বন্দোবস্ত ষ্টেট করিবে। রাজ্যের অর্থব্যয়ে সুশৃঙ্খলা বিরাজ করিবে ও রাজস্ব স্বল্প অথচ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

আমরা এখনই আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত স্যার হোমী মেহ্‌তা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত মিল্ দেখিবার সুযোগ পাইব। স্যার হোমী মেহ্‌তা আমাদের ষ্টেটে বিদেশী নহেন। ব্যবসা বুদ্ধি দ্বারা কি করিতে পারা যায় তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার নেতৃত্বে "দি নওসারী কটন এণ্ড সিল্ক মিলস্" কৃতকার্য্যতা লাভ করিবে। আপনারা নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন আমি সংপ্রতি স্যার হোমীকে তাঁহার কার্য্যনৈপুণ্য ও দক্ষতার জন্য সম্মানিত করিয়াছি। এই সম্পর্কে উল্লেখ করিতে পারি যে, আমি সর্ব্বক্ষণই বিশেষজ্ঞদের উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি এবং আমার বিশ্বাস তাঁহাদের সহযোগিতার জন্য ভবিষ্যতে আশা করিতে পারি। এক্ষণে আমি এই মিলগুলিকে উদ্বুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। স্যার হোমী আপনাকে এবং আপনার সহযোগীদিগকে জানাইতেছি যে, সর্ব্বক্ষণই আমার ষ্টেট আপনাদের বয়ন শিল্পের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবে।

লোকসংখ্যা ও দারিদ্র্য

এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বোম্বাই সহরে "নিখিল ভারত লোকসংখ্যা ও পারিবারিক স্বাস্থ্য" সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে ভারতের লোকসংখ্যা সমস্যা লইয়া বিশেষজ্ঞেরা মিলিয়া যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া আমরা মনে করি। কিছুদিন হইতে একটা রব উঠিয়াছে যে, ভারতের লোকসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যাইতেছে এবং শীঘ্রই অবস্থা এমন দাঁড়াইবে যে, তাহার ফলে রীতিমত একটা সঙ্কটের সৃষ্টি হইবে। এই রব প্রথমে তোলেন কোন কোন ব্রিটিশ শাসক। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে কোন কোন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্ এবং সমাজতত্ত্ববিদও এইরূপ কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের

মতে এই সঙ্কট নিবারণের একমাত্র উপায় লোকসংখ্যার এই অতিরিক্ত দ্রুতগতি রুদ্ধ করা এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে জন্মশাসনই যে সেই অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে প্রকৃষ্টতম পন্থা তাহাও তাঁহারা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

ভারতে লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি হেতু যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সমাজ-জীবনের উপর উহা যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে, বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত খের সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় তাহা বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত খের বলিয়াছেন, ১৯৩১ সনের আদমসুমারীতে দেখা যায়, ভারতের লোকসংখ্যা ৩৯·৩ কোটি অর্থাৎ ১৯২১ সনের তুলনায় লোকসংখ্যা প্রায় ৩১ কোটি বাড়িয়াছে। যদি ঐ হারে লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকে, তবে ১৯৪১ সনে ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি দাঁড়াইবে। ইহার ফলে ভূমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িতেছে, এদিকে আশানুরূপ শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিও হইতেছে না। অবস্থা আরও একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, লোকসংখ্যা যে হারে বাড়িতেছে, তদনুপাতে চাষের জমির পরিমাণ বাড়িতেছে না। ফলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে না।

এই অবস্থা সমাজ-জীবনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের মেডিক্যাল সার্ভিসের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর জেনারেল স্যার জন মীগ বলিয়াছেন, ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা ৩৫ জন মাত্র উপযুক্ত খাদ্য পায়, শতকরা ৪৫ জন যে খাদ্য পায় তাহা অপ্রচুর এবং শতকরা ২০ জন অর্দ্ধাশনে থাকে বলিলেও হয়। ইহার ফলে ভারতে শিশুমৃত্যুর হার অত্যধিক—হাজার করা ২০২·৬ জন এবং প্রসূতীমৃত্যুর হার হাজার করা ২৪·৫ জন, অর্থাৎ ইংলণ্ড ও ওয়েলসের চেয়ে প্রায় ৬ গুণ বেশী।

এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য যে রাষ্ট্র ও সমাজের পক্ষ হইতে সচেষ্ট হইতে হইবে তাহাতে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রতিকার করিতে হইবে কোন্ পথে, তাহা লইয়াই যত কিছু গণ্ডগোল ও মতভেদ। নব ম্যালথাসপন্থীরা বলিতেছেন যে, জন্মশাসনই ইহার একমাত্র উপায়। ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে যেমন কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক উপায়ে জন্মশাসনের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, ভারতেও তাহাই করিতে হইবে, নতুবা আমরা ঘোর সঙ্কটে পতিত হইব, জাতির জীবনে ভবিষ্যতে বিপর্য্যয় দেখা দিবে।

আমরা বরাবরই নব্য ম্যালথাস-পন্থীদের এই কৃত্রিম জন্মশাসনের ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করিয়া আসিতেছি। প্রথমতঃ, অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের লোকসংখ্যা যে অতিরিক্তরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে, এ কথা সত্য নহে। ভারতের লোকসংখ্যা এমন কিছু বাড়ে নাই যাহার জন্য আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া কৃত্রিম উপায়ে লোকসংখ্যা হ্রাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি কোন জাতির পক্ষে নিছক দুর্ব্বলতার হেতু নহে, বরং একদিক্ দিয়া উহা জাতির শক্তিবৃদ্ধিরই লক্ষণ। তৃতীয়তঃ, এই ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা পোষণ করিবার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ভারতের আছে, যদি সেই ক্ষমতাকে আমরা বিকাশলাভের সুযোগ দিতে পারি। তারপর ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে যাহাই হউক না, ভারতের জনসাধারণের পক্ষে কৃত্রিম উপায়ে জন্মশাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের কল্পনা একান্ত অবাস্তব। কার্য্যক্ষেত্রে উহা কোন কালেই সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। মোট কথা নব্য ম্যালথাসপন্থীদের এই জন্মনিরোধের মতবাদ একান্ত নৈরাশ্যক্লান্ত; অবসাদগ্রস্ত, মরণোন্মুখ জাতির মুখেই উহা ভাল শোভা পায়। কৃত্রিম জন্মশাসন ব্যবস্থা আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের পক্ষেও যে উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছে, একথা আজ কে না জানে?

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, বোম্বাই সম্মেলনে একজন খ্যাতনামা ভারতীয় বিশেষজ্ঞ নব্য ম্যালথাসপন্থীদের এই অস্বাভাবিক মতবাদের বিরোধিতা করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার "অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাব্‌লিক হেলথের" ডিরেক্টার ডাঃ আর বি লাল। ডাঃ লাল বোম্বাই সম্মেলনের এক বিভাগের সভাপতিরূপে তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্ বৃদ্ধি, কৃষির উন্নতির দ্বারা খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি, তথা বিবিধ শিল্পের প্রবর্ত্তন দ্বারা লোকের আর্থিক উন্নতি সাধন—এসমস্ত মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে।

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের লোকসংখ্যা যে খুব বেশী নহে, তাঃ লাল তাহারও একটা হিসাব দিয়াছেন। যথা ১৯৩১ সনে নিম্নলিখিত দেশসমূহে প্রতি বর্গ কিলোমিটার হিসাবে লোকসংখ্যা এইরূপ ছিল—ভারতবর্ষ ৭৫, ফ্রান্স ৭৬, ইতালী ১৩৪, জার্ম্মানি ১৩৯, জাপান ১৭১, গ্রেটব্রিটেন ১৯৪, হল্যাণ্ড ২৪০ এবং বেলজিয়াম ২৬৮। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে-সমস্ত বিলাতী বিশেষজ্ঞ গ্রেটব্রিটেনে লোকসংখ্যা হ্রাস হইতেছে বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন, তাঁহারাই আবার ভারতে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হেতু আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন!

ইহাদের যে মতলবই থাকুক, ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণ কেন যে এই কথায় নাচিয়া উঠেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ভারতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় প্রচুর খাদ্য উৎপন্ন হইতেছে না, ফলে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা প্রবল হইতেছে, ইহা ঠিক। কিন্তু কিরূপে ভারতের কৃষি ও শিল্প সম্পদ বাড়াইয়া, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া এই সমস্যার প্রতিকার করিতে হইবে, তাহাই আজ আমাদের চিন্তা করিবার বিষয়,—কৃত্রিম উপায়ে জন্মশাসন নহে। দেশীয় মন্ত্রিমণ্ডল কর্ত্তৃক পরিচালিত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে এই দিকেই মনোযোগ দিতে হইবে।

এস্থলে বলা যাইতে পারে, বোম্বাইয়ের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত খের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনিও কৃত্রিম উপায়ে জন্মশাসনের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার মতে স্বাভাবিকভাবে নৈতিক সংযমের দ্বারাই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার সংযত করা যাইতে পারে। মহাত্মা গান্ধীও এই মতের পক্ষপাতী। সমাজতত্ত্ববিদেরা ইহাও জানেন যে, জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্য যত হ্রাস পাইবে, তাহাদের জীবন যাপন প্রণালী যত উন্নত হইবে, ততই স্বাভাবিক ভাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার সংযত হইবে। সুতরাং কৃষি ও শিল্পের দ্বারা দেশের সম্পদবৃদ্ধি, অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন এবং জনসাধারণের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন,—এইসব উপায়েই আমাদিগকে ভারতের লোকসংখ্যা সমস্যার সমাধান করিতে হইবে,—জন্মশাসনের হাতুড়ে চিকিৎসায় নহে।

পরলোকে শেঠ মতিলাল হীরাভাই

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী আমেদাবাদের বিখ্যাত মিল-ওয়ালা ও নাগরিক শেঠ মতিলাল হীরাভাই ৯০ বৎসর বয়সে অল্পদিনের পীড়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। আমেদাবাদে তিনি কাপড়ের কল সংস্থাপনে অগ্রণী ছিলেন। তজ্জন্য তথায় বহুদিন যাবৎ তাঁহার নাম জনসাধারণের স্মৃতিপটে জাগরূক থাকিবে।

তিনি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমেদাবাদে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া শিল্প ব্যবসা আরম্ভ করেন। পরিশেষে তিনি মিল ব্যবসা অবলম্বন করেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে বহুদিন শিল্প ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। শেঠ অমৃতলাল দামোদর দাসের সহযোগিতায় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আমেদাবাদ কটন মিল সংস্থাপন করেন। শেঠ যুগলদাস দামোদরদাসের সহযোগিতায় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মতিলাল হীরাভাই মিলস সংস্থাপন করেন। কিন্তু মতদ্বৈধের জন্য এই মিলের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করেন। অনেক বৎসর পরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় এই কোম্পানীর কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহা এক্ষণে তাঁহার পৌত্রের পরিচালনাধীন আছে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আমেদাবাদ সারঙ্গপুর মিলস্ সংস্থাপন করেন। ইহা এক্ষণে তাঁহার পুত্রের কর্ত্তৃত্বাধীন আছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মার্কেট মিলস ক্রয় করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে ইহা কাইসারি হিন্দ মিলস নামে পুনর্গঠিত হইয়াছে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আধুনিক যন্ত্রপাতিদ্বারা সুসজ্জিত "ভীকম মিলস লিমিটেড" স্থাপন করেন। এই মিলটি তাঁহার অপর একজন পৌত্রের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হইতেছে। শেঠ মতিলাল হীরালালের সহযোগিতায় তিনি বিহারী মিলস সংস্থাপন করেন।

এইরূপে আমেদাবাদের কাপড়ের কল সংস্থাপনে শেঠ মতিলাল যথেষ্ট উদ্যম করিয়াছিলেন এবং অপরাপর মিলওনিও তাঁহার উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। কালোলস্থিত "মি ছোটলাল মিলস কোং লিমিটেড, কাদীস্থিত "নিউ ছোটলাল মিলস্ কোং লিমিটেড" পেটলাডস্থিত "মি রাজরত্ন নারাণভাই মিলস কোং লিমিটেড" এবং "কেশব মিলস কোং লিমিটেড" প্রভৃতি মিলসমূহ তিনি সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

তিনি ধর্মভীরু লোক ছিলেন এবং শিক্ষা ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানের জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। মি গুজরাট বৈশ্য সভা, সন্ন্যাস আশ্রম, এবং আমেদাবাদের সংস্কৃত কলেজ অস্তিত্বের জন্য তাঁহার নিকট ঋণী। তাঁহার মোট দান ১,২৫,০০০ লক্ষ টাকার উপর। আডারং লাল শিরধার লাল ট্রাষ্ট ফাণ্ড ওলাবাই অন্নক্ষেত্র, ডাকোরের পাঠশালা, পার্ব্বতী বাই ট্রাষ্ট এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ট্রাষ্টী তিনি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমেদাবাদের বয়ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ও বৈশ্য সমাজের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে।

কানপুর কর্ম্মনিয়োগকর্ত্তাদের বার্ষিক সম্মিলনী

বিগত ৫ই এপ্রিল কানপুর এম্প্লয়ার্স সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনে উহার চেয়ারম্যান স্যার ট্রাসি গ্যাভিন জোন্স কেটি এম্ এল্ সি যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট এই সমিতি সংস্থাপনের সময় হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নবেম্বর পর্য্যন্ত এল্গীন্ মিলের সুপারভাইজার মিঃ স্যামীর হত্যার সময় পর্য্যন্ত এই সমিতির ম্যানেজিং কমিটি সমস্ত সময় ধর্ম্মঘট এবং মিলসমূহে ভবিষ্যৎ ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা লইয়া ব্যস্ত ছিল। কাজেই এই সমিতির অর্গেনিজেশনের জন্য বিশেষ সময় নিয়োগ করিতে পারা যায় নাই। সেই সময় হইতে আমরা সমিতির নিয়মাবলী রচনার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছিলাম। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর একজন শ্রমিক অফিসার নিযুক্ত ছিলেন। শ্রমিকবর্গ ও মিলসমূহের ম্যানেজারদের মধ্যে সৌহার্দ্য সংস্থাপন করে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা আমি করিতেছি।

বিগত ৬ই মার্চ্চ একটী লেবার বিউরো সংস্থাপিত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত ১,৬০০ শত শ্রমিকের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪০০ জন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, রেজেষ্ট্রীকৃত লোকদের মধ্যে ৭০০ জন তাঁতী এবং ৬১০ জন মিলসমূহের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অন্তর্ভুক্ত লোক। আমার অভিজ্ঞতা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কানপুরে প্রচুর পরিমাণ সুশিক্ষিত শ্রমিক আছে। অধিকন্তু গ্রাম হইতে বহুসংখ্যক অজ্ঞ শ্রমিক আসিতেছে। সুতরাং এক্ষণে আর শ্রমিকদের নাম তালিকাভুক্ত করিবার আবশ্যকতা নাই। গ্রাম হইতে বহুসংখ্যক লোক কানপুরে আসিতেছে। ইহা বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য যে, আমেদাবাদে, বোম্বে এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাহারা কাজ করিতেছিল, তাহারা এক্ষণে তাহাদের বাড়ীর সন্নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য স্বপ্রদেশে ফিরিয়া যাইতেছে। কেবলমাত্র রেজিষ্টারীভুক্তদের মধ্যে শতকরা একজন অন্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছে। শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা ৬৪ জন অশিক্ষিত। কিন্তু মিলের ওয়ার হাউসে যথেষ্টসংখ্যক যুবক কৃতী এবং মার্কার রূপে কাজ করিতেছে।

ম্যানেজিং কমিটির পক্ষ হইতে আমি বরাবর শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটির সংস্থাপনের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। প্রকৃত পক্ষে ইহা শীঘ্রই আবিষ্কৃত হইয়াছিল যে, মজুরসভা কর্ত্তৃক এই কমিটিকে শ্রমিকদের প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিবার দরুণ এই কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধি মিঃ হরিহর নাথ শাস্ত্রী এবং আমি স্বয়ং থাকিয়া ইহাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারি নাই। এমত অবস্থায় কলওয়ালাগণ এই কমিটির সমক্ষে সংবাদ দিতে অনিচ্ছুক। তৎপরে মিঃ হরিহর নাথ শাস্ত্রী এবং আমি এই কমিটির পদত্যাগ করি। তৎপরে মিলগুলি কমিটির নিকট বেতনের হার বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিল। এই কমিটিতে

কটন মিলের বিশেষজ্ঞদের সদস্যরূপে গ্রহণ না করিবার নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। এই ত্রুটি সংশোধিত হয় নাই এবং কমিটিকে টেক্‌নিক্যাল্ বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য মিঃ টিলার সমস্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই কমিটির অফিসিয়াল্ চেয়ারম্যান্ বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ পীড়িত এবং তিনি কেবলমাত্র ১৩টি সভায় উপস্থিত ছিলেন। ন্যাশনাল্ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ বি শিবরাও কেবল মাত্র ১০টি সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমার মতে অনুসন্ধান বিবেকসম্মত হয় নাই। আমার আশঙ্কা এই যে, কর্ম্মনিয়োগকর্ত্তাগণ এই সুপারিশ গ্রহণ করিবেন না। এই অনুসন্ধানের ফলে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে যে, দৈনন্দিন জীবিকার্জ্জনের মাপকাঠি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পারিশ্রমিক ২৫ পারসেন্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তৎপরবর্ত্তী কালে জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় ৩৩½ পারসেন্ট হ্রাস পাইলেও ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে বেতন হ্রাস পায় নাই। সপ্তাহ ৬০ হইতে ৫৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত হ্রাস পাইলেও মোটের উপর শ্রমিকদের বেতন হ্রাস পায় নাই। অনুসন্ধান কমিটি নিম্নোক্ত দুইটী প্রস্তাব করিয়াছে, যথা—প্রথমতঃ বেতন বৃদ্ধি, ডীওাজিয়েশন এবং ন্যূনতম পারিশ্রমিক নির্দ্দেশ। দ্বিতীয়তঃ বেতন সহ ছুটি, মজুর, বেতন সহ পীড়াকালে বিনায় মজুর এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ড স্থাপন প্রভৃতি। আমি ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, কর্ম্মনিয়োগকর্ত্তাদের নিকটে শ্রমিকবৃন্দ সর্ব্বক্ষণই ভাল ব্যবহার পাইয়া থাকিবে। এবং আমরা অতি ন্যায়পরায়ণতার সহিত সুপারিশ করিব। কিন্তু অন্যান্য শিল্প কেন্দ্রের প্রতি-যোগিতার দরুণ স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান কদাপি অসুবিধা ভোগ করিবে না।

আমি ইহাও স্পষ্টরূপে বলিতে চাই যে, যে সকল ট্রেড ইউনিয়ন বিদ্রোহমূলক চিন্তাধারার পূর্ণ সেইগুলির অস্তিত্ব কোন মতেই কর্ম্মনিয়োগকর্ত্তাগণ স্বীকার করিবেন না। ভারতের নগরের দৈনন্দিন জীবন যাপনের মাপকাঠি গ্রাম্য জীবিকার্জ্জনের মাপকাঠির তুলনায় ৫ হইতে ৬ গুণ উচু। গ্রাম্য চাষীদের অবস্থা উন্নয়নের প্রতি দৃকপাত না করিয়া কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট শিল্প মজুর আইন প্রণয়ন করিলে গ্রাম হইতে সহরে বসবাস করিবার উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক লোক চলিয়া যাইত। ইহার ফলে সহরে বেকার সমস্যা অতি তীব্র আকার ধারণ করিত। সহরে ও গ্রামে জীবিকার্জ্জনের মাপকাঠির সামঞ্জস্য করা পৃথিবী-ব্যাপী সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র ও গ্রাম্য ফসল উৎপাদনকারীদের পণ্য ক্রয় করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য না থাকায় এখানে এই সমস্যা ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। বয়ন শিল্পের শ্রমিকদের জীবিকার্জ্জনের মাপকাঠি উঁচু করিতে হইলে বয়ন শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য ট্যারিফ্ বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহার ফলে কৃষকদিগকে তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রের জন্য বেশী দাম দিবার দরুণ বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে। ইহাতে বয়ন শিল্পের সমূহ ক্ষতি হইবে এবং উন্নতির অন্তরায় হইবে।

অধিকন্তু আমি বোম্বে এবং আমেদাবাদ মিল ওনার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টদের সহিত একযোগে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি যে, লোক্যাল গভর্ণমেণ্টসকল যেন শ্রমিক মজুর আইন পাশ না করেন। এই আইন সর্ব্বভারত ময় হইবে।

পরলোকে মথুরাদাস গোকুলদাস

বিগত ৬ই জানুয়ারী বোম্বের বিখ্যাত মিল স্বত্বাধিকারী ও দেলোয়াড় মিঃ মথুরাদাস গোকুলদাস পরলোক গমন করিয়াছেন। ২৫ বৎসরের উর্দ্ধে শেঠ মথুরাদাসের নাম বোম্বে প্রদেশে বয়ন শিল্প ও তৎসম্পর্কিত অপরাপর ব্যবসার সহিত বিশেষরূপে জড়িত ছিল। তিনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বে সহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শেঠ গোকুলদাস মাধোজী ধরমসে'র জলগাও, চান্দুর এবং অন্যান্য স্থানে কতকগুলি সিনিং প্রেস ছিল। তিনি গোকুলদাস মাধোজী অ্যাণ্ড কো নামে সুবৃহৎ আকারে তুলার ব্যবসা করিতেছিলেন। তরুণ মথুরাদাস অতি অল্প বয়সে ব্যবসাক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া-ছিলেন। বোম্বেস্থিত সেণ্ট জেভিয়ার স্কুল হইতে মেট্রিক পরীক্ষায় পাশ করিবার অব্যবহিত পরেই

তিনি পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করিয়াছিলেন। ঠিক এই সময়ে তাঁহার পিতা "অ্যাডোজি রাখোজী মিল" পাওনা টাকার বাবদ নিজের দখলে আনিয়াছিলেন। যুবক মথুরাদাসের উপর তাহার পিতা এই মিলের কর্তৃত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। তরুণ ম্যানেজার শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রপ্তানির উদ্দেশ্যে শুধু সূতা নির্মাণ তুলা ব্যবসার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইবে না। এই ব্যবসাকে লাভজনক করিতে হইলে কাপড় বুনিবার বন্দোবস্তও করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার পিতার অনিচ্ছার দরুণ সহসা তিনি তাহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। যাহা হউক শেঠ মথুরাদাস পরে কাপড় বুনিবার কল বসাইয়াছিলেন। তাঁহার এই নবোদ্যম শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইয়া ফলপ্রসূ হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার ব্যবসায় বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। ৩১ বৎসর বয়সে তরুণ মথুরাদাস অন্যূনপক্ষে ১২টী মিলের কর্ত্তা হইয়াছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে "দি নিউ এম্প্রেস মিলস্" সংস্থাপিত হইলে মথুরাদাস গোকুলদাস অ্যাণ্ড কো ইহার ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার পরে কমলরচান্দ মিল্‌স সংস্থাপিত হইয়াছিল।

বিগত মহাযুদ্ধ বাধিলে পর ভারতে কাপড় নির্ম্মাণ ব্যবসায় অবস্থা খারাপ হইয়াছিল। সেই সময়ে শেঠ মথুরাদাস অনেক মিল ক্রয় করিয়াছিলেন। ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন ব্যয় করিয়া মিলগুলির পুনর্গঠন করিয়া নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়াছিলেন। তৎপরে মাধবরাও সিন্ধিয়া এবং ব্রাডবারী মিলস সংস্থাপিত হইয়াছিল। অবশেষে তিনি বোম্বে সহরে পশম নির্ম্মাণের জন্য কল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পরলোকগত মিঃ মথুরাদাস একজন বড় খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁহার অধীন ৩০,০০০ শ্রমিক কাজ করিত এবং তিনি তাহাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতরূপে চিনিতেন।

বাঙালীর ব্যবসায় বিফলতার কারণ

[হিমালয় পর্বতের- পাদমূলস্থ "অরণ্ডী" নামক স্থানের জনৈক মাড়োয়ারী দোকানদারের সহিত শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল এর কথোপকথন।]

প্রঃ—তোমার দোকানে চিড়ে-দই পাওয়া যাবে ?

উঃ—চিড়ে আছে, কিন্তু দই নেই, ফুরিয়ে গেছে।

প্রঃ—তবে আর কি খাবার আছে ?

উঃ—পুরী, শাক, পেড়া, বরফি, রসগোল্লা—সব পাবেন।

প্রঃ—তুমি ত দেখ্‌ছি চাল-ডাল-নুন-তেলও রেখেছ ?

উঃ—হাঁ বাবুজি ; শুধু খাবার বেচে পেট চলে না।

প্রঃ—কেন ?

উঃ—কে খাবার রোজ-রোজ খাবে ? এ ত সহর জায়গা নয়, পাহাড়ে পাড়াগাঁ। তবে সপ্তাহে দু'দিন হাট আছে বলে কোন মতে টিকে রয়েছি।

প্রঃ—হাটে কারা আসে ?

উঃ—ঐ সব পাহাড়ী লোক আসে।

প্রঃ—তারা কি খাবার কেনে ?

উঃ—হাঁ, বাবুজি, সকলেই কিছু কিছু কেনে।

প্রঃ—তারা কি বিক্রী করে ?

উঃ—মাখনই প্রধান, তা ছাড়া তরী-তরকারী, শাক-সব্জী, ফলমূলও আনে।

প্রঃ—মাখনের দর কি ?

উঃ—সব সময় এক দর ত থাকে না বাবুজি।

প্রঃ—তবু গড়ে কি দরে তোমরা কেনো ?

উঃ—দেখুন বাবুজি, সে কথা বলা বড় শক্ত।

প্রঃ—কেন ?

উঃ—কারণ দেখুন, যারা মাখন নিয়ে আসে, তারা মাখনের বদলে অন্য জিনিষ নেয়, যেমন মসলা, কাপড়, নুন ইত্যাদি।

প্রঃ—তাতে তোমাদের টাকায় কতটা পোষায় ?

উঃ—কোন কোন সময় টাকায় দু'সেরও হয়, কখনও এক সের চৌদ্দটাকও হয়, ঠিক নেই। তবে সের সেরের কম হয় না।

প্রঃ—তোমরা কি দরে বিক্রয় কর ?

উঃ—আমরা কখনো চৌদ্দ আনা, কখনো এক টাকা সের বিক্রী করি।

প্রঃ—তোমাদের কাছ থেকে কে কেনে ?

উঃ—অনেক লোক আছে, তারা ঘি তৈরী করে চালান দেয়, তারাই কেনে। কেউ কেউ মাখনও চালান দেয়।

:—আচ্ছা, তোমাদের এখানে সবই কি মাড়োয়ারী দোকানদার ?

উঃ—হাঁ বাবুজি।

প্রঃ—কোন বাঙালী এখানে দোকান করেনা কেন ?

উঃ—সে কথা বলা বড় কঠিন।

প্রঃ—কেন ?

উঃ—বাবুজি অনেক কারণ। প্রথমতঃ সে কথা বল্‌তে গেলে আপনারা আমার উপর রাগ করেন, আপনার জাতভাইকে গালগালি দিচ্ছি বলে।

প্রঃ—না-না ; আমি কিছু মনে কর্ব না, তুমি স্বচ্ছন্দে বল।

উঃ—দেখুন বাবুজি, এখানে বাঙালী দোকান করে টিকতে পারে না।

প্রঃ—বাঙালী দোকান কি এখানে ছিল ?

উঃ—হাঁ বাবুজি। যখন পম্বার পুলের জন্য পাহাড় থেকে পাথর কাটা হচ্ছিল, তখন ছিল।

:—কবে উঠে গেল ?

:—দুই-তিন মাস পরে।

:—আচ্ছা, তোমরা ত দেখছি যেখানে একবার আসন পেতে বস, সেখান থেকে বড় না হয়ে ওঠ না। কিন্তু বাঙালীর এ দুর্দশা কেন বলতে পার ?

উঃ—পারি বাবুজি, যদি আপনি রাগ না করেন।

প্রঃ—তুমি স্বচ্ছন্দে বল, আমি কখনো রাগ করব না।

উঃ—দেখুন বাবুজি, ব্যবসা জিনিষটা হচ্ছে আমাদের পক্ষে একটা সাধনা, আমরা ছেলেবেলা থেকে শিখি কি করে পয়সা উপায় করতে হবে। এক মুঠো চানা খেয়ে আমাদের দিন চলে যায়। উপবাস, শারীরিক কষ্ট, অপমান,—এসবকে আমরা গ্রাহ্য করি না। আমাদের চেষ্টা কি করে ব্যবসাটাকে চালু করব।

প্রঃ—তার পর ?

উঃ—আর বাঙালীর দেখুন সুখের শরীর ; কষ্ট সহ করতে পারে না। একটু শীত, একটু গ্রীষ্ম, একটু ঠাণ্ডা, একটু বৃষ্টি সহ করতে গেলেই অসুখ হয়ে যায়। এই এখানে দেখুন না, এখনই সন্ধ্যার পর তীব্র শীত আরম্ভ হবে ; আর শীতকালের ত কথাই নেই। অথচ এর মধ্যেই আমরা সমভাবে কাটিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু বাঙালী তা সহ্য করতে পারে না। যারা এখানে দোকান করেছিল, তারা অগ্রহায়ণ মাসে শীতের প্রকোপ দেখে পালিয়ে গেল।

প্রঃ—আচ্ছা এ ত বেশ বোঝা গেল। কিন্তু আর কি কারণ ?

উঃ—আর এক কারণ দেখুন বাবুজি, আমরা ছোটবেলা থেকে শিখি, পুঁজি ভেঙে খাব না, যদি কোনদিন রোজগার না হয়, এক ঘটি জল খেয়ে দিন-রাত কাটিয়ে দেব। কিন্তু আপনারা তা পারবেন না। ভাল খাওয়া-দাওয়া না হলে আপনাদের চলবে না। কাজেই যেদিন কিছু বিক্রী হল না, আপনারা দোকানের পুঁজি ভেঙে পোলাও-কালিয়ার ব্যবস্থা করলেন। কাজেই আমরা যেভাবে জীবন-সংগ্রামে টিকে আছি, সেভাবে টিকে থাকা আপনাদের পক্ষে অসম্ভব। আরও একটা দিক্ দেখাচ্ছি।

প্রঃ—বল।

উঃ—আমরা প্রথমে রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করে কাজ শিখি। প্রথমেই বড় দোকান করে বসি না। কাজেই আমাদের একটা শিক্ষানবীশির কাল আছে। কিন্তু আপনারা প্রথমে বড় দোকান দিয়ে বসেন, অথচ কি করে ব্যবসা চালাতে হবে তা হাতে-কলমে শিখা করেন না, ফলে আপনাদের হয় অধঃপতন, আর আমরা ক্রমশঃ কোটিপতি হয়ে বিশাল প্রাসাদ রচনা করি। তা ছাড়া আপনাদের শারীরিক পরিশ্রম করার ক্ষমতাও কম। আমরা দিনরাত ভূতের মত খাটব, কিন্তু আপনারা একটু পরিশ্রমেই শ্রান্ত হয়ে পড়বেন।

প্রঃ—আমাদের ব্যবসায় অবনতির আর কি কারণ তুমি লক্ষ্য করেছ ?

উঃ—আপনাদের আর একটা দোষ এই যে, আপনারা কারবার নিয়ে বসে থাকতে পারেন না। একটু চললেই উৎফুল্ল হন, একটা মন্দা দেখা দিলেই হতাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু বোঝেন না যে, "তেজীমন্দী" ব্যবসা-জীবনে আসবেই। ফলে স্থির হয়ে বসে থাকতে না পারলে ব্যবসা করা বিড়ম্বনা। আরও দেখুন, আপনারা কর্মচারীর উপর নির্ভর করেন খুব বেশী ; ফলে সে কর্মচারী অনেক সময় আপনার সর্বনাশ করে সরে পড়ে। আর আমরা কর্মচারী রাখলেও নিজেই সব দেখা-শোনা করি। আমি জানি কোন এক বাঙালী বাবু খুব বড় রেশনারী দোকান করে

ছিলেন—কলকাতা শ্রীমানী বাজারের কাছে, খুব বিক্রীও হচ্ছিল; কিন্তু যেই টাকা আসতে সুরু হল, অমনি বাবুজি রেসে যেতে লাগলেন, অন্যান্য উপসর্গও জুটলো, ফলে প্রায়ই দোকানে থাকতেন না। কর্মচারীরা চুরি করে তাঁর বক্সা নিকেশ করে দিয়েছে। এখন তিনি সামান্য টাকার জন্য লোকের অনুগ্রহপ্রার্থী। অথচ তাঁরই কত টাকা যে বিলেত পড়ে আছে, তার ঠিকানা নেই! সেগুলো আদায়-তহশিলের কোন ব্যবস্থাই তিনি করলেন না, ফলে সব তামাদি হয়ে গেল!

প্রঃ—আমাদের আর কি দোষ আছে?

উঃ—বাবুজি আপনাদের স্বজাতিপ্রিয়তার একান্ত অভাব।

প্রঃ—কি রকম?

উঃ—দেখুন, আমি যখন ব্যবসা আরম্ভ করি ২৫ বৎসর আগে, তখন এখানকার সব দোকানদার আমাকে সাহায্য করেছে। ধারে মাল দেওয়া, ব্যবসা-সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় দ্বারা সকলে আমাকে উন্নতির পথে এগিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু আপনাদের বেলা দেখেছি ঠিক তার বিপরীত। যদি কেউ ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে, অমনি সকলে তাকে নিন্দা করতে সুরু করে, অথচ তার দু'বেলা দুমুঠো ভাত কেউ দেবে না! আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি বাবুজি, যদি কোন বাঙালীর দোকান আর মাড়োয়ারীর দোকান পাশা-পাশি থাকে, তবে সেখানে বাঙালী মাড়োয়ারীর দোকানের জিনিষ কেনে। বাঙালীর দোকান থেকে কেনে না। কিন্তু আমাদের দেখবেন, জাতভাইয়ের দোকান পেলে অন্য কোথাও যাব না—হোক না তাতে দু' পয়সা দাম বেশী। আর বাঙালী বাবুদীকে বিশ্বাস করে ধারে মাল দেবে না—জামিন চাইবে। আমাদের জামিন চন্দ্র-সূর্য্য আর পৃথিবী।

প্রঃ—তার পর?

উঃ—আমরা খুব কমদামে বিক্রী করি, কিন্তু আপনারা রাতারাতি বড় লোক হবার জন্য লাভের মাত্রা খুব বেশী রাখেন। কাজেই আপনার জাতভাই ও আমাদের দোকানের খরিদ্দার হয়ে দাঁড়ায়।

প্রঃ—কি করলে আমাদের উন্নতি হতে পারে?

উঃ—যে দোষের কথা বললাম, সেগুলি শুধরে নিলেই বাঙালী ব্যবসা-জগতে উপযুক্ত স্থান অধিকার করতে পারে। এই দেখুন না—ঐ দূরে পাহাড়ের কোলে হরিণ-শিশু ঘাস খাচ্ছে, রাতে ওখানে বাঘের গর্জ্জন শোনা যায়। কোন বাঙালী সাহস করে সেজন্য এখানে থাকতে চায় না, অথচ আমাদেরই দেখুন না, ২৫ বৎসর রয়েছি। আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন বাবুজি, আমরা লক্ষপতি হলেও রেলে বা ষ্টীমারে "ভিসরা দরজা" ছাড়া চলব না; সাবান, সুগন্ধি, পমেটম, পাউডার প্রভৃতি স্পর্শও কর্ব না, কিন্তু আপনারা মাসে একশ টাকা রোজগার করলেই দুসরা কিম্বা পহেলা দরজার মোসাফের হয়ে যাবেন, বিলাসিতার প্রচুর উপকরণ নিত্য নিত্য বাড়ীতে আসতে আরম্ভ করবে। ফলে খরচ যাবে বেড়ে, আয়ের চেয়ে। উন্নতি করতে গেলে এসব ত্যাগ না হলে চলবে না। তারপর যখন দোকানে কর্মচারী থাকে না, তখন আমরা নিজেরাই খরিদ্দারকে মাল দেব; আপনারা সেটা হয়ত অপমান বোধ কর্বেন। আমরা সময়ে সব কাজ কর্তে প্রস্তুত থাকি, কোন কাজকেই হীন বা ছোট কাজ মনে করি না; কিন্তু আপনারা অনেক কাজ কর্তেই ঘৃণা বোধ কর্বেন। চাকর না থাকলে ঝরণা বা নদী থেকে এক কলসী জল আন্তে পার্বেন না, তাতে আপনাদের অপমান বোধ হবে, অথচ আমাদের কাছে তা কিছুই না। কাজেই বাঙালীকে ব্যবসায় উন্নতি করতে হলে রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা কয়টি মন্ত্রসূত্রের মত প্রাণে প্রাণে গেঁথে রাখতে হবে—

"ঘৃণা লজ্জা ভয়
তিন থাকতে নয়।"

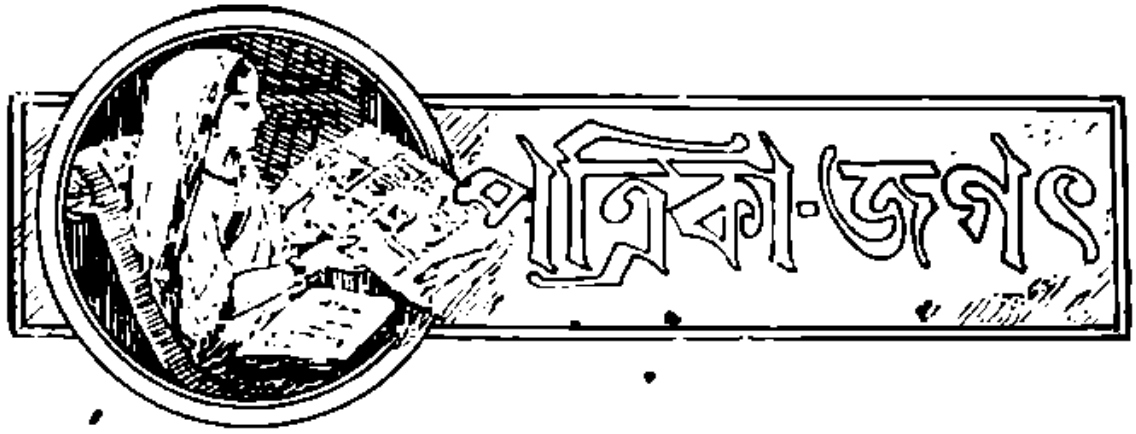

"দি বৃটিশ ট্রেড্ জারনাল্ অ্যাণ্ড এক্সপোর্ট ওয়ার্ল্ড"

(এপ্রিল, ১৯৩৮)

অ্যাংলো-আইরিশ বাণিজ্য।

সংবাদ ও সমালোচনা।

ব্যাঙ্কিং।

ব্রাজিলের সহিত যুক্তরাজ্যের ব্যবসা।

চিনির মূল্যের হ্রাস।

মাদয় দ্বীপে আনারস সংরক্ষণ ব্যবসা।

"বোর্ড অব ট্রেড্ জারনাল"

(১৬ই এপ্রিল, ১৯৩৮)

১। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল-ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ার ট্রেড ব্যালেন্স ও আমদানি।

২। ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান।

৩। জানুয়ারী মাসে বৃটিশ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য।

৪। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী বৈদেশিক বাণিজ্য।

৫। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ নর্থ বোর্নিওর বৈদেশিক বাণিজ্য।

৬। জানুয়ারী মাসে প্যালেস্টাইনের বৈদেশিক ব্যবসা।

৭। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর কোয়ার্টারে ইরাকের ব্যবসা।

৮। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে জার্মাণির বৈদেশিক বাণিজ্য।

৯। চেকোশ্লোভাকিয়া ও মার্কিণরাজ্যের বাণিজ্যিক চুক্তি।

"দি ইম্পিরিয়াল রিভিউ অ্যাণ্ড এম্পায়ার নেল"

(১৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮)

অষ্ট্রেলিয়ার উন্নতি ও ভাগ্য।

অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাঙ্কিং সংপ্রসারণ।

গণতন্ত্রের সমৃদ্ধি।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য।

গণতন্ত্রে কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন।

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার আধিক উন্নতি।

"দি ইন্দো-চেকোশ্লোভাক ট্রেড্ জারনাল"

(মার্চ্চ, ১৯৩৮)

ভারতবর্ষ ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে মাশিক

চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যবসার অবস্থা।

ইয়োরোপে চেকোশ্লোভাকিয়ার অবস্থা।

"দি ইষ্টার্ণ রিভিউ"

(জুলাই, ১৯৩৭)

চীনে সঙ্কট।

জাপানের ব্যবসা সমস্যা।

ইউ, এস্, এস্ আরএর খনিজ সম্পদ।

চীনে বিজলী সরবরাহ।

"ক্যানাডাস উইক্লি"

(২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮)

সাপ্তাহিক বার্ত্তা।
সম্পাদকের নিকট চিঠি।
প্রাদেশিক বার্ত্তা।
বাণিজ্যিক বার্ত্তা ও অভিমত।

"কমার্শ্যাল ইণ্টেলিজেন্স জারনাল

(অটাওয়া, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮)

আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসার অবস্থা।
ইংল্যণ্ডের পশ্চিমে প্রাইভেট্ বাজার।
নেদারল্যাণ্ডে কৌটায় সংরক্ষিত আপেল।
ব্রাজিলে বিনিময়ের অবস্থা।

"দি সিলোন্ ট্রেড্ জারনাল্"

(কলম্বো, জানুয়ারী, ১৯৩৮)

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডো-সিলোন ব্যবসা।
১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বৈদেশিক
১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বৈদেশিক বাণিজ্য।
১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আর্থিক অবস্থা।
১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের আর্থিক অবস্থা।

"বার্ম্মা ট্রেড্ জারনাল্"

(ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮)

১। ভারতবর্ষের সহিত ব্রহ্ম সরকারের টাকাকড়ির ইস্যাই।
২। মাসিক বার্ত্তা।
৩। চিনি সংরক্ষণ কমিটির অনুসন্ধান।
৪। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ভাবের ফসল।
৫। ব্রহ্মের চেম্বার অব কমার্সের বাৎসরিক সভা।
৬। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের আবহাওয়া আলোচনা।

"লণ্ডন অ্যাণ্ড কেম্ব্রিজ ইকনমিক সার্ভিস

(২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮)

যুক্তরাজ্যে আধুনিক আন্দোলনের বিশ্লেষণ।
মূল্য ও পারিশ্রমিক।
বেকার সমস্যা।

"সার্ভে অব কারেণ্ট বিজনেস"

(মার্চ্চ, ১৯৩৮)

বাণিজ্য পণ্যের দর।
নির্ম্মিত পণ্য ও খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন।
কৃষি।
কৃষিজ দ্রব্যে বৈদেশিক বাণিজ্য।
আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য।
বৈদেশিক বাণিজ্য।
টাকাকড়ি।

"ইণ্টারন্যাশনাল লেবার রিভিউ"

(ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮)

পেশা শিক্ষা; ইহার সমস্যা ও গতি।
২। যুদ্ধের পূর্ব্বে পেশা শিক্ষা।
৩। ১৯৩২-১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্যাক্টরী পরিদর্শন।
৪। স্ত্রীলোকদের কর্ম্মে নিয়োগ।

"রিপোর্ট অন্ ইকনমিক অ্যাণ্ড কমার্শ্যাল কণ্ডিশন্স ইন্ টুনিশিয়া"

(নবেম্বর, ১৯৩৭)

১। টাকাকড়ি।
২। উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান।
৩। ব্যবসা।
৪। ফ্রান্স এবং এল্‌জিরিয়ার সহিত ব্যবসা।
৫। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ব্যবসা।
৬। অন্যান্য দেশসমূহের সহিত বাণিজ্য।
৭। সামাজিক প্রশ্ন।

"ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড দি প্যাসিফিক্" সি, এফ, এণ্ড্রুজ; ১৯৩৭; লণ্ডন: এলেন অ্যাণ্ড আন্‌উইন্; পৃঃ ২২৪; মূল্য ৬ শিলিং।

২০ বৎসর পূর্ব্বে মিঃ এণ্ড্রুজ অষ্ট্রেলিয়াস্থিত তাঁহার বন্ধুদের সাহায্যে ফিজিদ্বীপে ইক্ষুক্ষেত্রে ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের দুঃখকষ্টের বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বিগত বর্ষে তিনি ফিজি দ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার চাষী প্রজার অধীনে আসায় ইক্ষু ব্যবসা পূর্ব্বের তুলনায় ভাল হইয়াছে। নৈতিক চরিত্র ও সামাজিকতায় এই রূপান্তর বিশেষরূপে কার্য্যকর হইয়াছে। মিঃ এণ্ড্রুজ বিশ্বাস করেন যে, ভারতীয়দের উন্নতি ফিজি দ্বীপবাসীদের উন্নতির সাহায্য করিতেছে। অধিকন্তু তিনি অনেক সমস্যার অস্তিত্বের বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি ইহাও অবগত আছেন যে, সাম্রাজ্যিক পক্ষপাতিত্ব কর্ত্তৃক সমর্থিত একটি ফসলের উপর নির্ভর উন্নতির প্রশস্ত ভিত্তি নহে।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে মিঃ এণ্ড্রুজ প্রশান্ত মহাসাগরে ভারতীয়দের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সহিত প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলস্থিত দেশসমূহ ইয়োরোপ এবং গ্রেটব্রুটেনের সম্পর্কের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। এই অধ্যায়গুলি সুন্দর খবর বার্ত্তায় পরিপূর্ণ। ইহারা অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড এবং ক্যানাডা প্রভৃতি দেশসমূহের পক্ষে বিশেষ উপকারে আসিবে।

"ডোভার-নুরনবার্গ রিটার্ণ"; জন্ বেকার হোয়াইট; ১৯৩৭; লণ্ডন; বুরুপ মেথিসন অ্যাণ্ড কোং; পৃঃ ১০৮; মূল্য ৮ শিলিং।

এই পুস্তকে গ্রন্থকার জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নুরনবার্গে র‍্যালি পার্টিতে উপস্থিত হইবার জন্য মোটরগাড়ী যোগে জার্ম্মাণি পরিভ্রমণের বিবরণ লিখিয়াছেন। এই পুস্তকে গ্রন্থকার অকপটভাবে জার্ম্মাণদের কার্য্যদক্ষতা, উৎসাহ ও বন্ধুত্বের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

"নিউ গভর্ণমেণ্টস্ ইন্ ইয়োরোপ"; আর এস্ বুয়েল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত; ১৯৩৭। লণ্ডন; নেলসন, পৃঃ ৫২০; মূল্য ১০ শিলিং ৬ পেন্স।

এই পুস্তকে গ্রন্থকার ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশসমূহের গভর্ণমেণ্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন। সোভিয়েট ষ্টেটের পলিটিক্যাল ষ্ট্রাক্চার বিষয়ক অধ্যায়টি বিশেষরূপে সংশোধিত হয় নাই। এই অধ্যায়ে শুধু সোভিয়েট তত্ত্বের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আধুনিক সময়ের সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বিষয় আদৌ লেখেন নাই। তাঁহার মতে ডিক্টেটরশিপ এবং গণতন্ত্রের মধ্যে অসম্ভব দূরত্ব কিছুই নাই।

"ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল্ এসিওর‍্যান্স: অ্যান্ হিষ্টরিক্যাল্ অ্যাণ্ড ক্রিটিক্যাল্ ষ্টাডি"; স্যার আরনল্ড উইলসন অ্যাণ্ড হারম্যান লেভি; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৩৭; পৃঃ ৫২০, মূল্য ২১ শিলিং।

এই গ্রন্থখানা সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৩০ মিলিয়ন নাগরিক ৮৪ মিলিয়ন "ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল্ এসিওর‍্যান্স পলিসি করিয়াছিল। প্রতিমাসে এই পলিসিগুলির আয় ৫ মিলিয়ন পাউণ্ড। এবং প্রিমিয়ামের আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বীমা কোম্পানীসমূহের অফিসের কার্য্যনির্ব্বাহে ব্যয় হইত।

সাপ্তাহিক প্রিমিয়াম আদায় ও নূতন ব্যবসা সংগ্রহের জন্য প্রায় ৭০,০০০ এজেণ্ট এবং ক্যান্‌ভাসার নিযুক্ত হইয়াছিল।

এই পুস্তকের গ্রন্থকারদ্বয় এই লিষ্টেমের ক্রমিক বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাঁহারা শতবর্ষব্যাপী বিবিধপ্রকার কমিটি ও কমিশনের পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। অধিকন্তু ১৮২৮ হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আইন প্রণয়ন দ্বারা বিবিধ প্রকার ত্রুটির অপসারণের প্রচেষ্টার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থকর্ত্তাদের মতে স্বাস্থ্যবীমার অংশস্বরূপ মৃতব্যক্তিদের কবর দিবার খরচ বহনের জন্য অনুপরিমাণ "ইন্‌ভ্যালিডাল্‌ এসিওরান্স" বীমা করা উচিত। মিঃ লয়েড্‌ জর্জ্জ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কবর দিবার 'খরচ' ইন্‌সিওরান্স অ্যাক্টের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। স্যার আরনল্ড উইলসন এবং অধ্যাপক লেভি অপ্রতিহত রাজনীতিক ভিত্তির বিষয় স্বীকার করিয়াছেন। কোম্পানী এবং এজেণ্ট এই উভয় পক্ষের ক্ষতিপূরণের প্রশ্নের বিষয় আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে একটি রয়্যাল কমিশনের প্রস্তাব করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রবিদ্‌গণের পূর্ব্ব ত্রুটির প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই গ্রন্থখানি বিশেষ সহায়ক হইবে। অধিকন্তু সংস্কারের আবশ্যকতার বিষয়ে ইহা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

ব্যবসায়ীদের মনঃপূত বিষয়গুলির সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলি অতি উচ্চদরের। প্রবন্ধগুলির প্রত্যেকটিরই সমালোচনা হইতে পারে।

●

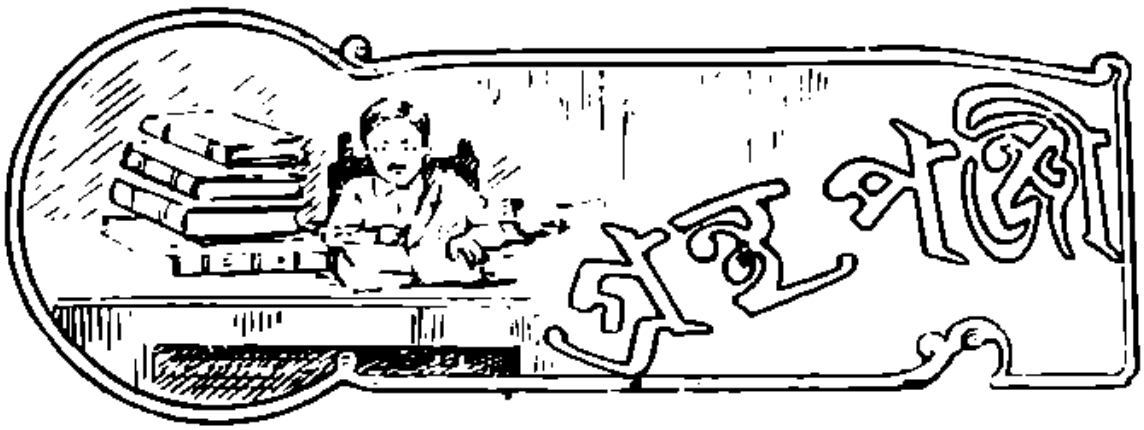

১। "দি থিওরী অব্ এমপ্লয়মেণ্ট" (কর্মে নিয়োগ-তত্ত্ব) ; ডক্টর বি, ডি, নারায়ণস্বামী নাইডু ; ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোঃ লিঃ ; পৃঃ ২৫৪ ; মূল্য ৮ শিলিং ৬ পেন্স, ১৯৩৭।

২। "দি ট্রেড সাইক্‌ল্ (ব্যবসা চক্র) ; আর, এফ, হারড্‌ ; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ; পৃঃ ২৩৪ ; মূল্য ১০ শিলিং।

৩। "পপিউলেশন মুভমেণ্টস্" ববার্ট, আর, কুজিন্‌স্কি ; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ; মূল্য ৫ শিলিং।

৪। "প্রব্লেমস্ অব্ এগ্রিকাল্‌চারেল্ ক্রেডিট্ ইন্ ইণ্ডিয়া" (ভারতে কৃষি বিষয়ক ক্রেডিটের সমস্যা) ; বি, বি ঘোষ, পি-এইচ-ডি ; বডার্ণ পাব্লিশিং সিণ্ডিকেট্ ; কলিকাতা ; মূল্য ২৫০।

৫। "এগ্রিকাল্‌চারেল্ ক্রেডিট্" (কৃষি বিষয়ক ক্রেডিট) ; এ, আই, কুরেশী ; স্যার ইসাক্ পীট্‌ম্যান অ্যাণ্ড সন্স ; লণ্ডন ; পৃঃ ১৯০।

৬। "দি ইণ্ডিয়ান্ সুগার ইন্‌ডাষ্ট্রি" ; এম, পি, গান্ধী ; মূল্য ২।০।

৭। "ইকনমিকস্ অব এগ্রিকাল্‌চার" (কৃষির অর্থশাস্ত্র) ; এ, পি, ভান্‌ডার পোষ্ট ; সাউথ আফ্রিকা ; সেণ্ট্রাল্ নিউজ এজেন্সি ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ৬৬৩ ; মূল্য ২৫ শিলিং।

৮। "লীডারশিপ ইন্ এ ফ্রী সোসাইটী" (স্বাধীন সমাজে নেতৃত্ব) ; টি, এন্, হোয়াইটহেড্, ; লণ্ডন ; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ; ১৯৩৬ ; পৃঃ ২৬৬ ; মূল্য ১০ শিলিং ৬ পেন্স ৮

৯। "পপিউলেশন প্রেশার অ্যাণ্ড ইকনমিক লাইফ ইন জাপান" (জাপানে লোক বাহুল্য এবং আর্থিক জীবন)। আর, ইশি ; লণ্ডন ; পি, এস্, কিং ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ২৪৯ ; মূল্য ১২ শিলিং ৬ পেন্স।

১০। "সান বডার্ণ বিজ্‌নেস্ প্রব্লেমস্" (আধুনিক ব্যবসার কয়েকটী সমস্যা) ; আরনল্ড গ্লাড্ ও অপরাপর ; লণ্ডন ; লংম্যান্স্ গ্রীন্ ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ৩৩৬ ; মূল্য ৭ শিলিং ৬ পেন্স।

১১। "ইকনমিক প্লানিং ইন্ অষ্ট্রেলিয়া ১৯২৯-৩৬" (১৯২৯-৩৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়ার আর্থিক পরিকল্পনা) ; চার্লিউ, আর, ন্যাক্‌সরিথ ; লণ্ডন ; পি, এস্, কিং ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ৩০৪ ; মূল্য ১৪ শিলিং।

১২। "ওয়েজেস্ অ্যাণ্ড লেবার কণ্ডিশন্‌স্ ইন্ বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং" (বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ারিংএ বেতন ও শ্রমের অবস্থা)। এম্, এল্, ইয়েটস্ ; লণ্ডন ; ন্যাক্‌ডোনাল্ড অ্যাণ্ড ইভান্স ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ১৭২, মূল্য ৬ শিলিং।

১৩। "মিড্‌ল টাউন ইন্ ট্রান্‌জিশন" (পরিবর্তনের পথে মিড্‌ল টাউন) ; আর, এস, এবং এইচ, এম, লীণ্ড ; লণ্ডন ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ৩০৪, মূল্য ১৯ শিলিং।

১৪। "ক্লাস্ অব্ আমেরিকা" ; এনা রোচেষ্টার ; লণ্ডন ; লরেন্স অ্যাণ্ড উইসার্ট ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ৩৬৭ ; ১২ শিলিং ৬ পেন্স।

ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম এ, এফ আর্ ইকন্ এস্, এ আই বি (লণ্ডন)

ভারতবর্ষে একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কথা প্রথমে কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে উঠিয়াছিল। বাঙ্গলা ও বিহারের জন্য একটী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কথা ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে রেভিনিউ বোর্ডের নিকট উপস্থিত করেন। তখন ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজ্য বলিতে অবশ্য বঙ্গ ও বিহারকেই বুঝাইত। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যে যাহাদের স্বার্থ ছিল এইরূপ একদল ইংরাজ বণিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টর-গণের নিকট এই মর্ম্মে প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ভারত-বর্ষে গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কিত টাকার বিনিময়ের ব্যবস্থা করিতে পারে এবং গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত নানা আর্থিক ব্যাপারে সহায়তা করিতে পারে ভারতে এরূপ একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং উহা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সময়ে ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছিল এবং যদিও ইহা সমস্ত ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছিল না, তথাপি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদি করিত। এই প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গলের মত চাওয়া হয়। ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্য করিতে রাজি হওয়ায়, এবং গভর্ণমেণ্টের আবশ্যক মত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও ব্যাঙ্কের কার্য্য প্রসারিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় ইংরাজ বণিকগণের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় প্রস্তাব আর অগ্রসর হইল না।

অর্থসচিব জেম্‌স্ উইলসন্ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, এদেশে এমন একটী জাতীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রয়োজন আছে যাহা ক্রমে ক্রমে শাখা-প্রশাখা দ্বারা সমগ্র দেশের নগরগুলি ছাইয়া ফেলিবে। তাঁহার পরবর্ত্তী অর্থসচিব ল্যাং সাহেব স্বীকার করেন যে, এইরূপ একটী ব্যাঙ্কের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয় এবং বিপদের সময় এইরূপ একটা ব্যাঙ্ক দ্বারা গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য হইতে পারে। এইরূপ ব্যাঙ্ক দ্বারা আপাততঃ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রত্যক্ষ সাহায্য না হইলেও উহার উন্নতি যে এই ব্যাঙ্ক দ্বারা সম্ভব তাহা ল্যাং সাহেব স্বীকার করেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেলের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য এলিস সাহেব মত প্রকাশ করেন যে, এদেশে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক তাহাদের মধ্যে সরকারী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা অন্যতম। তাঁহার মতে ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সের অনুকরণে কিঞ্চিৎ অদল-বদল করিয়া ভারতে একটা ষ্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়।

ইহার পরে কিছুকালের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা স্থগিত থাকে। রূপার দাম ক্রমে কমিয়া যাওয়ায় ভারতীয় গবর্ণমেণ্টকে ক্রমেই বিব্রত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। ভারতের খাজনা ও অন্যান্য আয় হইত রূপার টাকায় এবং বিলাতের খরচ যোগাইতে হইত সোনার পাউণ্ডে। সুতরাং যতই রূপার দাম কমিতে লাগিল পাউণ্ডের দেনা চুকাইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের খরচা ততই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট হার্শেল কমিটি নিযুক্ত করেন এবং উহার নির্দ্দেশমত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আইন (অ্যাকট্ সেভেন অব্ ১৮৯৩) প্রণয়ন করিয়া রূপার টাকার অবাধ তৈয়ার বন্ধ করিয়া দেন। বলা প্রয়োজন যে, এই আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে যে-কেহ টাকশালে রৌপ্য জমা দিয়া নিয়মিত মূল্যক টাকা পাইত এবং এইরূপে বাজারের রৌপ্য টাকায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত। দ্রব্যের সংখ্যা কমিলে দাম বাড়িবে ধনবিজ্ঞানের এই সূত্র ধরিয়া হার্শেল কমিটি টাকার অবাধ নির্ম্মাণ স্থগিতের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা দ্বারা বাজারের রৌপ্য এবং টাকার রৌপ্যের দামে পার্থক্যের সৃষ্টি হইল, অর্থাৎ টাকার দাম বাড়িয়া গেল।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ফাউলার কমিশন নিয়োগ করিলেন। ফাউলার কমিশনের বিশেষ বিবেচ্য বিষয় ছিল টাকা ও বিলাতী পাউণ্ডের লেন-দেন সমস্যার সমাধান উদ্ভাবন। এই কমিশনের অন্যতম সদস্য স্যার এডোয়ার্ড হ্যামণ্ড্রো এবং সাক্ষী হিসাবে মিঃ এলফ্রেড ডি রথচাইল্ড্ টাকার দাম নিয়ন্ত্রিত করিতে একটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। কিন্তু তখন বঙ্গ মাদ্রাজ এবং বোম্বে এই তিন প্রদেশে বিভিন্ন প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা ও বন্ধুত্বের অভাব হেতু এই বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচিত হইতে পারে নাই। ১৮৯৯ হইতে ১৯০১ সন পর্য্যন্ত আলোচনার পর ভারতসচিব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার আশা পরিত্যাগ করিলেন এবং এইরূপ আশ্বাস দিলেন যে, ভবিষ্যতে কোন সুযোগ হইলেই এইরূপ একটা ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার বিষয় উত্থাপন করা যাইবে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে চেম্বারলেন কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনের সম্মুখে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে দুইটী খসড়া উপস্থাপিত হইয়াছিল। ইহার একটী স্যার লিওনেল এব্রাহাম্স্ এবং অপরটী সুবিখ্যাত ধনবিজ্ঞানবিদ্ জে, এম্, কেন্সের লিখিত। এই কমিশন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন বা উহার বিরুদ্ধে কোন মতামত জ্ঞাপন করিলেন না এবং মত দিলেন যে, এই বিষয় বিচারের জন্য আর একটী ছোট কমিটি নিযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেন্স সাহেব যে মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার বৈশিষ্ট্য এই যে, পরে ১৯২৬ সনে হিল্টন ইয়ং কমিশন যেসকল সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহার অনেকগুলিই কেন্সের রিপোর্টে পাওয়া যায়।

১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সন মহাযুদ্ধে কাটিয়া গেল এবং এই মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আবশ্যকতা আরও বেশী অনুভূত হইল। গবর্ণমেণ্ট এবং তিনটী প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কের আলোচনার ফলে ১৯২০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক তিনটী প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ককে একীভূত করিবার জন্য আইন পাশ হইল এবং ১৯২১ সনের ২৭শে জানুয়ারী হইতে এই বিধি বলবৎ হইল। কিন্তু তিনটী প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক একীভূত হইয়াও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে পারিল না। এই-সকল প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কের ব্যবসা পদ্ধতি অন্যান্য অংশীদার ব্যাঙ্কের মতই এবং ইহাদের স্থাপন ও ক্রমোন্নতির ইতিহাসও ইহাদিগকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে দিলনা। নব প্রতিষ্ঠিত ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মত নোট চালাইতে অধিকারী হইল না।

হিল্টন ইয়ং কমিশন (১৯২৬) মন্তব্য করিলেন যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া যেরূপভাবে সাধারণ ব্যাঙ্ক ব্যবসা করে এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতি-যোগিতায় লিপ্ত থাকে তাহাতে ইহা দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব রক্ষা করা সম্ভব নহে। একটী পৃথক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন আছে। ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক বহু শাখা প্রশাখা দ্বারা সমগ্র দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত এইরূপভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে যে, এইসকল ছাড়িয়া ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে তাহা ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতির পক্ষে ক্ষতিকারক হইবে।

ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের স্যার নরকোট ওয়ারেন ও তৎসম্পর্কিত আরও চারিজন সভ্য হিল্টন ইয়ং কমিশনে থাকা সত্ত্বেও কমিশন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহাতে অবাক্ হইবার কিছু নাই। কারণ কোন সাধু সমিতি এইরূপ মত প্রকাশ করিতে পারেন না যে, একদিকে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক বিনাসুদে সরকারী মজুত তহবিল খাটাইয়া দেশের সাধারণ ব্যাঙ্কের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে এবং অন্যদিকে আবার নোট চালাইতে অধিকারী হইবে। সমস্ত দেশের ধন সঞ্চয়ের আধার এবং সমস্ত দেশের ক্রেডিট যন্ত্র এবং কাগজীমুদ্রা চালাইতে অধিকারী যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহা কখনও অন্যান্য ব্যাঙ্কের মত ব্যাঙ্কিং করে না। উহার কার্য্য অন্যান্য ব্যাঙ্কের মারফৎ ব্যাঙ্কিং করা। এ জন্যই ইহাকে ব্যাঙ্কসমূহের ব্যাঙ্ক বলা হয়। এই কার্য্য করা একটা নব প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের পক্ষেই সম্ভব। হিল্টন ইয়ং কমিশন এইরূপ একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা দেন।

১৯২০ সনে ব্রাসেল্স্ সহরে যে আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মিলন হয় তাহাতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, যেসকল

দেশে কাগজীমুদ্রা পরিচালনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নাই সেখানে অসৌণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। ১৯২২ সনে জেনোয়া সহরে আন্তর্জাতিক আর্থিক সম্মিলনের দ্বিতীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই রাষ্ট্রীয় আওতার বাহিরে থাকা উচিত।

হিল্টন ইয়ং কমিশন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্বন্ধে যে মতামত দেন তাহা সংক্ষেপে এইরূপ :—

১। নবপ্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কেবল মাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্য করিবে, অন্য কিছু করিবে না, যথা—

(ক) ইহা ব্যাঙ্কারদের ব্যাঙ্ক হইবে এবং প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের তহবিল রাখিবে।

(খ) আইন অনুযায়ী রিজার্ভ রাখিয়া নোট বা কাগজীমুদ্রার সরবরাহ সম্বন্ধে ইহার একচেটিয়া অধিকার থাকিবে।

(গ) ইহাকে মুদ্রার তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে এবং তহবিলের প্রসার ও সঙ্কোচনের এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, কোনরূপ আর্থিক গোলযোগ উপস্থিত না হয়।

(ঘ) এই ব্যাঙ্ক কোন বাণিজ্যিক কারবার করিতে পারিবে না।

২। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অংশীদার বা শেয়ার-হোল্ডারগণের প্রতিষ্ঠান হইবে এবং গবর্ণমেণ্টের আওতার বাহিরে থাকিবে।

হিল্টন ইয়ং কমিশনের সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়াই অর্থসচিব স্যার বেসিল ব্লাকেট ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রথম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল উপস্থাপিত করেন। ১৯২৭ সনের ১৩ই জানুয়ারী এই বিলের মসড়া প্রকাশিত হয় এবং ২৪শে জানুয়ারী ইহা ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করা হয়। অবশ্য হিল্টন ইয়ং কমিটীর সকল মন্তব্যই এই বিলে স্থান পায় নাই। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অংশীদারের ব্যাঙ্ক কি সরকারী ব্যাঙ্ক হইবে ইহা লইয়া তীব্র বিতণ্ডা উপস্থিত হয় এবং ২৪ জন সভ্যের সিলেক্ট কমিটিতে আলোচনার জন্য বিল প্রেরিত হয়। সিলেক্ট কমিটিতে বিলের চেহারা একেবারে বিলকুল বদলাইয়া যায়। সংখ্যা-পরিষ্ঠগণ মন্তব্য করিলেন যে, অংশীদারের ব্যাঙ্ক হইলে ইহার পরিচালকগণ দেশের স্বার্থ না দেখিয়া লাভের আশায় ব্যাঙ্ক পরিচালন করিবেন, ইহা কখনও হিতকর নহে। স্যার ব্যাসিল ব্লাকেট প্রভৃতি সাতজন সভ্য এরূপ মন্তব্য করেন যে, ব্যাঙ্কের সমস্ত মূলধন গবর্ণমেণ্ট হইতে লইলে এই ব্যাঙ্কের কোন স্বাধীন অস্তিত্ব থাকিবে না এবং এইরূপ একটী ব্যাঙ্কের পৃথক এবং স্বাধীন অস্তিত্ব না থাকিলে ইহা দ্বারা কোন সুফলের আশা করা যায় না। ইহাদের মতে রাষ্ট্রীয় শক্তির আওতায় কখনও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী পরিচালিত হওয়া মঙ্গলজনক নহে।

২৯শে আগষ্ট অর্থসচিব পরিবর্ত্তিত আকারের বিল ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত করেন। স্যার বেসিল জানান যে, ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বিশেষ কোন মতভেদ নাই। ডিরেক্টর নিয়োগ এবং মূলধন সংগ্রহ ব্যাপারে যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে। স্যার বেসিল অংশীদারী ব্যাঙ্কের প্রস্তাব ত্যাগ করেন এবং যাহাতে সকল মতের সমন্বয় হয় সেইরূপ চেষ্টা করিতে থাকেন। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ যাহাতে এই ব্যাঙ্কে ডিরেক্টর হইতে পারেন তাহাতেও রাজী হইলেন। এই সময় লণ্ডন হইতে ভারতসচিব এক তার করিয়া সমস্ত বোঝাপড়া বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৯২৭ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর পরিষদের সভায় অর্থসচিব জানাইলেন যে, গবর্ণমেণ্ট এই বিলের আলোচনায় এই সেশনে আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন না। ব্যাপার ক্রমে গুরুতর আকার ধারণ করে এবং স্যার বেসিল চাকুরী ইস্তফা দেন, কিন্তু তাহা মঞ্জুর হইল না। ২৭শে অক্টোবর ঘোষণা করা হইল যে স্যার বেসিল ছুটী লইয়া ভারত সচিবের সহিত পরামর্শ করিতে ইংলণ্ডে যাইতেছেন। বহুদিনের পূর্ব্বেই অর্থসচিব ভারতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ১১ই জানুয়ারী (১৯২৮) আবার নূতন করিয়া (৩য় বার) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল প্রকাশিত হইল।

এই তৃতীয় বিল ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভায় উপস্থাপিত বা আলোচিত হয় নাই। কারণ সভাপতি শ্রীযুক্ত ভি জে প্যাটেল এইরূপ নির্দেশ দেন যে, এই সম্পর্কিত আর একটা আইনের খসড়া (অর্থাৎ ২য় বিল) তখনও সভার সম্মুখে উপস্থাপিত থাকার দরুণ সভার নিয়মানুযায়ী কোন নূতন বিল উপস্থাপিত বা আলোচিত হইতে পারিবে না। স্যার বেসিল তখন পূর্ব্বেকার স্থগিত বিল সভায় উপস্থাপিত করিলেন ; কিন্তু আলোচনার সময় বিলের ৮ ধারায় যেখানে ডাইরেক্টর নিয়োগের বিষয় বিধিবদ্ধ ছিল সেই স্থানে গভর্ণমেণ্ট এক ভোটে পরাজিত হইলেন। অর্থসচিব ভাবিয়াছিলেন যে, দ্বিতীয় বিলকে সংশোধন করিয়া প্রচারিত ৩য় বিলের আকার দেওয়া যাইবে। কিন্তু সে আশাও যখন নির্মূল হইল তখন তিনি পরিষদকে জানাইলেন যে, গভর্ণমেণ্ট আর এই বিল লইয়া অগ্রসর হইতে চাহেন না। ১৯২৮ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী অর্থসচিব ঘোষণা করেন যে, বর্ত্তমানে যেভাবে মুদ্রানীতি এবং ক্রেডিট নিয়ন্ত্রিত হইতেছে যতদিন তাহা অপেক্ষা নূতন কিছু দরকার না হইবে ততদিন কোন পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই। ঐ দিনই এই বিলের আলোচনা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়। সভার নিয়ম অনুযায়ী ঐ দিন হইতে দুই বৎসর মধ্যে ঐ ধরণের কোন বিল ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত হইতে পারে না।

ইহার পরে শাসন সংস্কার সম্পর্কে আবার একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কথা উঠে। ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট ১৯৩০ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর তাহাদের ডেস্পাচে ভারত সচিবকে জানান যে, বৃটিশ পার্লামেণ্টের হস্ত হইতে ভারত শাসনের আর্থিক দায়িত্ব ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের হস্তে যাওয়ার পূর্ব্বেই খুব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার।

কিছুদিন হইতে গবর্ণমেণ্টের তরফে সমগ্র ভারতের ব্যাঙ্ক সম্পর্কে অনুসন্ধান আবশ্যক হইয়া পড়ে। সাধারণের নিকট হইতেও ইহার জন্য তাগিদ কিছু কম ছিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে ভারতের মুদ্রা বিনিময় সমস্যাটী সমস্যাই রহিয়া গিয়াছে। খুব সন্তোষজনকভাবে ইহার মীমাংসা হয় নাই। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক না থাকার দরুণ সমস্ত ভারতে টাকার বাজার বলিয়া কিছু নাই। দেশের বিভিন্ন অংশে এবং বৎসরের বিভিন্ন মাসে সুদের হার এত উঠানামা করে যে তাহাতে ব্যবসা বাণিজ্যের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হয়। এবং শক্তিশালী ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কসঙ্ঘের অভাবে সমগ্র দেশের কৃষককুল কুসীদজীবিগণের হস্তে দিন দিন নিঃস্ব হয়। কোন দেশেরই গবর্ণমেণ্ট এইরূপ আর্থিক অবস্থাকে বেশীদিন নীরবে দেখিতে পারেন না। সমবায় ঋণদান বা সমবায় ব্যাঙ্ক কয়েক বৎসর হইতে প্রসার লাভ করিলেও তাহা দ্বারা কৃষকের যথাযথ উপকার হয় নাই। তবি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ভারতের কোন কোন স্থানে স্থাপিত হইলেও সমবায় নীতিতে উহার আরও প্রসার বাঞ্ছনীয়। ১৯২৯ সনের ২২শে জুলাই ভারত গবর্ণমেণ্ট সমগ্র দেশের ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান চালাইবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটী নিয়োগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটিকে সাহায্য করিবার জন্য এবং ব্যাপকভাবে প্রত্যেক প্রদেশের ব্যাঙ্কিং, ক্রেডিট, সমবায় আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠান এবং সকল রকম লেন-দেন কারবারগুলির অনুসন্ধানের জন্য দশটি প্রদেশে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করা হয়। ইহা ব্যতীত ১৯টি দেশীয় রাজ্যেও কমিটি নিযুক্ত হইয়া এই বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। প্রদেশগুলির অভাব অভিযোগ ও অসুবিধা ঠিক এক নহে। সুতরাং এতগুলি কমিটির আবশ্যকতা যে ছিল না তাহা নহে। এইসকল প্রাদেশিক কমিটির অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্তদ্বারা কেন্দ্রীয় কমিটির অনেক সাহায্য হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটিতে মোট একুশ জন সভ্য ছিল এবং স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র লণ্ডনে ভারত সরকারের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইহার সভাপতি হন।

এই কমিটির সাহায্যের জন্য ১৯৩০ সনের ৬ই অক্টোবর ভারত গবর্ণমেণ্ট পাঁচ জন বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ইহারা ঐ বৎসরই ১২ই

ডিসেম্বর ভারতে আসিয়া পৌঁছেন। কেন্দ্রীয় কমিটি এইরূপে একদিকে যেমন প্রাদেশিক কমিটিগুলির মারফৎ দেশের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইলেন অন্যদিকে বিদেশী বিশেষজ্ঞ দ্বারা বিশেষভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হইলেন। ১৯২৮ সনে উপস্থাপিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল, যাহা ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ হইতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহাও এই কমিটি আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কমিটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সুপারিশ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের পক্ষে মত দেন :—

১। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আইন দ্বারাই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইবে।

২। এই ব্যাঙ্কের মূলধন রাষ্ট্র সরবরাহ করিবে।

৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয়গণের দ্বারা পরিচালিত হইবে।

৪। এই ব্যাঙ্কের পরিচালনে গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট ১৯৩১ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯৩০-৩১ সনে লণ্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক বসে। রাষ্ট্রীয় কাঠামো আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের আর্থিক সমস্যার বিষয়ও আলোচিত হয়।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের ফেডারল্ ষ্ট্রাকচার শাখা সমিতি মন্তব্য করিলেন যে, সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতির বাহিরে থাকিয়া মুদ্রা ও মুদ্রাবিনিময়ের পরিচালনা করিতে পারে এরূপ ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের আদর্শে ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়া উচিত। ১৯৩২ সনে যখন তৃতীয় বার গোলটেবিল বৈঠক বসে তখন রাজস্ব রক্ষক কমিটি অভিমত করে যে, পার্লামেণ্টের নিকট হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার পূর্ব্বেই ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। ১৯৩৩ সনে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্বন্ধে যে হোয়াইট পেপার বাহির হয় তাহাতে খুব জোরের সহিত বলা হইয়াছিল যে, ভারতে এরূপ একটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দরকার যাহা রাজনীতির আওতার বাহিরে থাকিয়া মুদ্রা বিনিময় প্রভৃতি কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবে। এইরূপ ব্যাঙ্ক ব্যতীত নির্ব্বাচিত মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা মুদ্রা সম্পর্কীয় ব্যাপারে কার্য্যের গাম্ভীর্য্য রক্ষা হওয়া সম্ভব নহে। ঐ বৎসরই ভারত সচিব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্পর্কীয় বিষয়ে মন্তব্য দিবার জন্য লণ্ডনে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটিতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞগণ এবং ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষৎ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ ছিলেন। জুলাই মাসে কমিটির কার্য্য আরম্ভ হয় এবং আগষ্ট মাসেই রিপোর্ট বাহির হয়।

লণ্ডন কমিটির রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৩৩ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর তৃতীয় বার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল উপস্থাপিত করা হয়। এই বিল আলোচনার ও মন্তব্যের জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের ২৮ জন সভ্যের এক যুক্ত কমিটিতে প্রেরিত হয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রস্তাবিত বিল প্রকাশিত হয়। ২৩শে নবেম্বর হইতে ১৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত কমিটির অনেকগুলি অধিবেশন হয়। কমিটি কর্ত্তৃক সংশোধিত বিল ২৭শে নবেম্বর আবার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত করা হয় এবং ৩০শে নবেম্বর মোটামুটীভাবে গৃহীত হয়। ১লা ডিসেম্বর হইতে পরিষদের নিয়মানুযায়ী বিলের প্রত্যেক ধারা আবার বিবেচিত হইতে লাগিল এবং ২২শে ডিসেম্বর সমস্ত ধারাগুলি বিবেচিত হইয়া গৃহীত হইল। অতঃপর রাষ্ট্রীয় পরিষদে বিল গৃহীত হইলে উহা পুনরায় ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত হইয়া ১৯৩৪ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। ঐ বৎসরই ৬ই মার্চ্চ গবর্ণর জেনারেলের সম্মতিক্রমে বিল আইনে পরিণত হয়। ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার কথা যাহা প্রথমে ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৭৩ সনে প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং যাহার জন্য ইংলণ্ডের ব্যবসায়িগণ একশত বৎসর পূর্ব্বে ১৮৩৬ সনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন এতদিনে তাহা ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯৩৫ সনের ১লা এপ্রিল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা

হয়। এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত আইনের ব্যবস্থাগুলি উল্লেখযোগ্য :—

মূলধন

এই ব্যাঙ্কের মূলধন পাঁচ কোটি টাকা করা হয় এবং বোম্বে, কলিকাতা, দিল্লী, মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুন এই চারিস্থানে অংশীদারগণের নামের তালিকা রাখার ব্যবস্থা হয় এবং যে সমস্ত বৃটিশ উপনিবেশে ভারতবাসীর বহিষ্কারমূলক আইন আছে, সেই সকল দেশবাসী যাহাতে এই ব্যাঙ্কের অংশীদার না হইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা হয় (৪ ধারা)। ইহা ব্যতীত সপরিষদ গবর্ণর জেনারেল রিজার্ভ ফণ্ডের জন্য পাঁচ কোটি টাকার কোম্পানীর কাগজ ব্যাঙ্কের হাতে দিবেন তাহাও স্থির হয় (৪৬ ধারা)।

অংশ ও তাহার বণ্টন

ব্যাঙ্কের প্রত্যেক অংশ ১০০৲ মূল্যের করা হয় এবং পাঁচটী শেয়ারের মালিককে একটী করিয়া ভোটের অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু কেহই অংশীদার হিসাবে ১০টীর অধিক ভোট দিতে পারিবেন না তাহারও ব্যবস্থা হয়। এইরূপে যাহাতে অল্পসংখ্যক লোকের হাতে ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব না যায় তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মান্দ্রাজ এবং রেঙ্গুনের রেজিষ্টার সমূহের ভাগে যথাক্রমে ১,৪০,০০,০০০৲ ১,৪৫,০০,০০০৲ ১,১৫,০০,০০০৲ ৭৫,০০,০০০৲ ৩০,০০,০০০৲ টাকার শেয়ার পড়ে। প্রথম অংশ বণ্টনের ব্যবস্থা উক্তরূপ হইলেও পরে ক্রয় বিক্রয় দ্বারা এক রেজিষ্টার হইতে অন্য রেজিষ্টারে শেয়ার বদলি হইতে পারিবে তাহারও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু একই ব্যক্তির নাম দুইস্থানে থাকিতে পারিবে না এবং যাহাতে খুব বেশী সংখ্যক লোকের মধ্যে অংশগুলি বিলি হয় আইনে সেরূপ ব্যবস্থা আছে (৪-৭ ধারা)।

পরিচালন (কেন্দ্রীয় বোর্ড)

এই ব্যাঙ্কের গবর্ণর এবং ডেপুটী গবর্ণর সপরিষদ গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন; অবশ্য এই সম্পর্কে ব্যাঙ্কের বোর্ড কর্তৃক যে ব্যক্তিগণ মনোনীত হইবেন তাঁহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়াই কার্য্য করা হইবে। ইহা ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট আরও পাঁচ জন ডাইরেক্টর মনোনীত করিবেন এবং ইহাদের মধ্যে মাত্র একজন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হইবেন। অংশীদারগণ বোম্বাই হইতে দুইজন, কলিকাতা হইতে দুইজন, দিল্লী হইতে দুইজন, মান্দ্রাজ এবং রেঙ্গুন প্রত্যেক স্থান হইতে এক একজন করিয়া "বোর্ড আটজন ডাইরেক্টর নির্ব্বাচন করিবেন। গবর্ণর এবং ডেপুটী গবর্ণর বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইবেন। ডাইরেক্টরগণ পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন। কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হিসাবে যিনি ডাইরেক্টর হইবেন তিনি উহা অপেক্ষা অল্প বা অধিক সময়ের জন্য নিযুক্ত হইতে পারিবেন। ডেপুটী গবর্ণরের কোন ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে না (৮ ধারা)।

স্থানীয় বোর্ড

ইহা ব্যতীত পরিচালনের সুবিধার জন্য প্রত্যেক স্থানীয় কেন্দ্রে একটী করিয়া বোর্ড থাকিবে; তাহাতে পাঁচজন নির্ব্বাচিত এবং অনধিক তিনজন গবর্ণমেণ্ট মনোনীত সদস্য থাকিবে (৯ ধারা)।

ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী

(ক) বিনাসুদে টাকা জমা লওয়া;

(খ) ভারতবর্ষের যে কোন স্থানের নব্বই দিনের অনধিক মিয়াদী হুণ্ডী ক্রয় বিক্রয় এবং পুনঃ ক্রয় করা—যদি এই সকল বিল খাঁটি ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে কাটা হইয়া থাকে এবং ইহাতে কোন একটী তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক যদি সহি দিয়া থাকে।

(গ) কোন তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক বা প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের সহি থাকিলে নয় মাসের অনধিক মিয়াদী কৃষি সম্পর্কীয় বা কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় ও চালান সম্পর্কীয় ভারতবর্ষীয় হুণ্ডী ক্রয় বিক্রয় এবং পুনঃক্রয় করা।

(ঘ) অনধিক নব্বই দিনের মিয়াদী হুণ্ডী যাহা

কোম্পানীর কাগজ ক্রয় বা বিক্রয় সম্পর্কে ভারতবর্ষে কাটা হইয়াছে এবং ভারতবর্ষে পরিশোধনীয় এবং যাহাতে কোন তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের সহি আছে এরূপ হুণ্ডী ক্রয় বিক্রয় বা পুনঃ ক্রয় করা।

(৪) তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের নিকটে বা নিকট হইতে অন্যূন একলক্ষ টাকার পাউণ্ড মুদ্রা বিক্রয় বা ক্রয় করা।

(৫) ইংলণ্ডের যুক্তরাজ্যের যে কোন স্থানের উপর অনধিক নব্বই দিনের মিয়াদী বিলাতী হুণ্ডী তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মারফৎ ক্রয় বিক্রয় বা পুনঃক্রয় করা।

(৬) যুক্তরাজ্যের কোন ব্যাঙ্কে তহবিল রাখা।

(৭) গবর্ণমেণ্টকে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক বা প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের হুণ্ডী, সোনারূপা কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি জামীন রাখিয়া অনধিক নব্বই দিনের মিয়াদে বা চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে কর্জ্জ দেওয়া।

(৮) ভারতীয় বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে অনধিক তিন মাসের জন্য কর্জ্জ দেওয়া।

(৯) ডিম্যাণ্ড ড্রাফ্‌ট বা ব্যাঙ্ক পোষ্টবিল বিক্রয়।

(১০) অনধিক দশ বৎসরের মধ্যে পরিশোধনীয় যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি বা ভারতীয় বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ঋণপত্র ক্রয় করা, কিন্তু এরূপ ক্রীত কাগজের পরিমাণ ব্যাঙ্কের মূলধন, রিজার্ভ এবং ব্যাঙ্কিং বিভাগের দেনার ½ অংশের বেশী হইবে না, অথবা এইরূপ ক্রীত ঋণপত্রগুলির যে অংশের আসল টাকা এক বৎসর পরে পাওয়া যাইবে তাহা ব্যাঙ্কের মূলধন, রিজার্ভ ও ব্যাঙ্কিং বিভাগের দেনার ½ অংশের বেশী হইবে না; অথবা এইরূপ ক্রীত ঋণপত্রগুলির যে অংশের আসল টাকা দশবৎসর পরে পাওয়া যাইবে তাহা ব্যাঙ্কের মূলধন, রিজার্ভ এবং ব্যাঙ্কিং বিভাগের ½ অংশের অতিরিক্ত হইবে না।

(১১) ভারতসচিব, ভারতগবর্ণমেণ্ট, কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, কোন মিউনিসিপ্যালিটী, জেলা বোর্ড এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে সোণা রূপার ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি কার্য্য, সাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয় পরিচালন, অনধিক একমাসে শোধনীয় অর্থের কর্জ্জ গ্রহণ (এরূপ কর্জ্জ কেবলমাত্র তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক হইতে লওয়া যাইবে এবং ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন তহবিলের অপেক্ষা অধিক কর্জ্জ লইতে পারিবে না) এবং তৎসম্পর্কে বন্ধকী রাখা, কাগজী মুদ্রা বা নোট তৈয়ার এবং সরবরাহ করা।

(১২) ব্যাঙ্ক পরিচালনের জন্য এই আইন অনুযায়ী অন্যান্য কার্য্য করা (১৭ ধারা)।

বিশেষ ক্ষমতা

উপরোক্ত ক্ষমতা ব্যতীত দরকার হইলে ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক বা প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের সহি ব্যতীতও ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্য এবং কৃষির হিতার্থে সরাসরি কর্জ্জ দিতে পারিবে বা বিল ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে। কিন্তু একলক্ষ টাকার কম মূল্যের পাউণ্ড মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করিতে কিম্বা চাহিবামাত্র শোধনীয় বা নব্বই দিনের অতিরিক্ত মিয়াদে কর্জ্জ দিতে পারিবে না। কিন্তু এরূপ বাধা ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডের আদেশ অনুসারে হইবে, অন্যথা নহে (১৮-১৯ ধারা)।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী

ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবে এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিভাবে সকল কার্য্য করিতে অধিকারী হইবে। কেবলমাত্র এই ব্যাঙ্কই কাগজী-মুদ্রা বা নোট পরিচালনের ও সরবরাহের অধিকারী থাকিবে এবং যেদিন হইতে ব্যাঙ্ক নোট বাহির করিবে সে দিন হইতে সরকারী নোট প্রচলন বন্ধ হইবে।

এজন্য ব্যাঙ্কের একটী পৃথক ইস্থ বিভাগ থাকিবে এবং উহা ব্যাঙ্কিং বিভাগ হইতে পৃথক হইবে। ব্যাঙ্ককে নোট সম্পর্কে ষ্ট্যাম্প ডিউটী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে (২৯ ধারা)। যাহাতে কাগজীমুদ্রার সম্পর্কে যথাযথ রিজার্ভ থাকে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে (৩৩ ধারা)। সরকারী তহবিলের বর্ত্তমান বিনিময় ভাণ্ডারের এবং কাগজীমুদ্রা ভাণ্ডারের সকল ধাতু-মুদ্রা, ধাতু এবং সিকিউরিটী গবর্ণমেণ্ট এইরূপে ব্যাঙ্কের হস্তে

দিয়াছেন (৩৫ ধারা)। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট ধাতুমুদ্রা প্রস্তুত করিয়া একমাত্র ব্যাঙ্কেই দিবেন এবং ব্যাঙ্কই তাহা সরবরাহ করিবে এইরূপ ব্যবস্থা হয়। টাঁকশাল সরকারের হাতেই রহিয়াছে। যদি কখনও কাগজীমুদ্রার দরুণ ব্যাঙ্কের নিকট আইন অনুযায়ী রিজার্ভ না থাকে তাহা হইলে অতিরিক্ত কাগজীমুদ্রার জন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অন্যূন শতকরা ৬৲ হিসাবে সুদ আদায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে (৩৭ ধারা)। যাহাতে ইংলণ্ড তথা বিদেশের সহিত মুদ্রা বিনিময়ে অসুবিধা বা বিঘ্ন না হয় এবং আন্তর্জাতিক টাকার বাজারে ভারতীয় মুদ্রার দাম ঠিক থাকে তজ্জন্য কেহ অন্ততঃ ১০,০০০ পাউণ্ড লণ্ডনে প্রেরণ করিতে চাহিলে ব্যাঙ্ক প্রতি টাকায় অন্যূন ১ শিলিং ৫৯/৩২ পেন্স দিতে বাধ্য থাকিবে। আবার কেহ ইংলণ্ড হইতে অন্যূন ১০,০০০ পাউণ্ড ভারতবর্ষে প্রেরণ করিতে চাহিলে ব্যাঙ্ক ভারতে দেয় প্রত্যেক টাকার জন্য ইংলণ্ডে ১ শিলিং ৬৫/৬৪ পেন্সের বেশী আদায় করিতে পারিবে না। এই ব্যবস্থা দ্বারা আন্তর্জাতিক টাকার বাজারে যাহাতে ভারতের টাকার দাম উঠা-নামা না করে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে (৪০ ধারা)।

তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক চাহিবামাত্র পরিশোধনীয় এবং মিয়াদী জমার যথাক্রমে শতকরা ৫ এবং ২ অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সঞ্চিত রাখিবে তাহাও নির্দ্দিষ্ট আছে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে কিরূপ অর্থদণ্ড হইবে আইনে তাহারও ব্যবস্থা আছে। যে সমস্ত ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন এবং অবশ্যরক্ষণীয় সঞ্চিতাংশ রিজার্ভ অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা, সেই সমস্ত ব্যাঙ্কই তপশীলভুক্ত হইবার যোগ্য (৪২ ধারা)।

ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত এই ব্যাঙ্কের পনের বৎসরের জন্য একটি চুক্তি হইয়াছে এবং যে স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে না গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সেখানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কই করিবে ও তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে কমিশন পাইবে। ১৫ বৎসর পরে ৫ বৎসরের নোটিশ দ্বারা এই চুক্তি বাতিল হইতে পারিবে (৪৫ ধারা)।

অন্যান্য ব্যবস্থা

ব্যাঙ্ককে আবকর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। ব্যাঙ্করেট সাধারণে বিজ্ঞাপিত করিবার ব্যবস্থা আছে। হিসাব পরীক্ষকদিগকে অংশীদারগণ নির্ব্বাচন করিবেন। প্রতি সপ্তাহে ইস্যু ও ব্যাঙ্কিং বিভাগের পৃথক পৃথক হিসাব প্রকাশিত হইবে; ইহা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের একটি পৃথক কৃষিঋণ বিভাগ থাকিবে এবং ব্যাঙ্ক স্থাপনের তিন বৎসরের মধ্যে সপরিষদ গবর্ণর জেনারেলের নিকট কিভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন দ্বারা কৃষিঋণের সুব্যবস্থা করা যায় তাহা জানাইতে হইবে। ব্যাঙ্কের অংশীদারগণ সপরিষদ গবর্ণর জেনারেলের নির্দ্দেশমত বার্ষিক শতকরা অনধিক পাঁচ টাকা সুদ পাইতে পারিবেন।

১৯৩৫ সনের ১লা এপ্রিল ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়। পাঁচ কোটি টাকার অংশ বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগৃহীত হয় এবং আইনের ৪৬ ধারা অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট রিজার্ভ ফণ্ডে পাঁচ কোটি টাকার কোম্পানীর কাগজ দেন। গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কাগজী মুদ্রার ভার এই ব্যাঙ্কের হাতে আসিয়াছে এবং ইহার রিজার্ভ রক্ষার জন্য এবং টাকার বিনিময় মূল্য রক্ষার ও পরিচালনের জন্য গবর্ণমেণ্ট আইন অনুযায়ী কাঁচা সোনা, স্বর্ণ মুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা এবং ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী ব্যাঙ্কের তহবিলে প্রদান করিয়াছেন। কাগজী মুদ্রা ধাতু মুদ্রায় পরিণত করিবার ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর পড়িয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক নোট বা কাগজীমুদ্রার প্রচলন হয় তাহার বন্দোবস্ত হইয়াছে। পঞ্চাশটি ব্যাঙ্কের নাম শিডিউল বা তপশীলভুক্ত হয়। এই সকল ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত হিসাব রাখিতে ও আংশিক তহবিল রাখিতে বাধ্য। আইন অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক "ব্যাঙ্ক রেট" বিজ্ঞাপিত করিতে বাধ্য।

ইহা ব্যতীত প্রত্যেক সপ্তাহে ব্যাঙ্কিং ও ইস্যু বিভাগের হিসাব সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের সময় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল মোট পঞ্চাশ এবং ইহাদের মধ্যে আটাশটি ভারতীয়। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশের

ব্যাঙ্কগুলি আকারে বিশেষ বড় ছিল না। বিগত তিন বৎসরে আরও তিনটি রঙ্গীয় ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত হইয়াছে ইহা বাঙ্গলার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। কিন্তু বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির সহিত তুলনা করিলে অধিকাংশ ভারতীয় ব্যাঙ্কই খুব ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু দিন দিন যে-ভাবে ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কিং অভ্যাস বাড়িতেছে তাহাতে শীঘ্রই ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি যে দেশের টাকার বাজারে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ শক্তির পরিচয় দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

যদিও কৃষিঋণ সম্পর্কে আইন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, তথাপি এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই কার্য্য দেখা যাইতেছে না। ১৯৩৬ সনে কৃষিঋণ সম্পর্কে ব্যাঙ্কের প্রথম রিপোর্ট বাহির হয়। এই রিপোর্টে কৃষক ও কৃষিঋণ সম্পর্কীয় নানাবিষয় অনুসন্ধান করিয়া ব্যাঙ্ক মতামত ব্যক্ত করে। কিন্তু কিভাবে কৃষকের ঋণগ্রহণে সুবিধা হইবে ব্যাঙ্ক তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। কৃষির উপরেই ভারতীয় রাষ্ট্রের একটী বৃহৎ অংশ নির্ভর করে। কিন্তু কৃষির সফলতা কেবল মানুষের হাতে নহে প্রকৃতির খামখেয়ালের উপরও নির্ভর করে। ভারতের কৃষক আবার কেবলমাত্র প্রকৃতির হাতেরই পুত্তলিকা নহে শোষণপরম্পরার সংস্কার, অশিক্ষা, সর্ব্বোপরি অসহনীয় গরীবী তাহার উপরে পাহাড়ের মত চাপিয়া আছে। হেন কৃষকের ঋণ-মুক্তির ভার পড়িয়াছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পর। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই দায়িত্ব এড়াইয়া গিয়াছেন এরূপ অভিযোগ করা চলে না, তবে ভারতের কৃষকের ঋণসম্পর্কীয় দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাঙ্কের অনেক দায়িত্ব পালন করিতে হইতেছে।

একদিকে টাকার বিনিময় মূল্য রক্ষার দায়িত্ব, অন্যদিকে অগ্র দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপে কাগজীমুদ্রার নগদ তহবিল রক্ষা এবং সর্ব্বোপরি সমগ্র ভারতীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক ইষ্ট সাধনের ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর। ইহার পক্ষে এরূপ কোন কার্য্য করা উচিত নহে যাহাতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা কোন রূপ বিঘ্নে হইতে পারে বা যাহাতে কোন প্রকার ক্ষতির বেশীদিনের জন্য টাকা আটকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। তবে যেসকল প্রতিষ্ঠান কৃষককে ঋণ দিতে চাহে বা যাহারা কৃষকের সঙ্গে সচরাচর লেনদেন কারবার করিয়া থাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য সেইসকল প্রতিষ্ঠানকে অধিক সাহায্য করা অর্থাৎ অল্প সুদে কর্জ্জ দেওয়া, হুণ্ডী ভাঙ্গান ইত্যাদি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই দায়িত্ব কেবল স্বীকার করে নাই, গ্রামের মহাজন এবং কুশীদ-জীবিগণ, যাহারা কৃষকের সহিত সাক্ষাৎভাবে লেনদেন করে তাহারা যাহাতে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মারফৎ হুণ্ডীদ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকার সাহায্য পায় তাহার প্রস্তাব করিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে জানুয়ারী মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ বিভাগের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহাতে এইরূপ প্রস্তাব রহিয়াছে।

ইহা ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর প্রত্যেক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ককে চিঠি লিখিয়া এই সম্পর্কে তাহাদের সহায়তা চাহিয়াছেন। তবে কৃষিঋণ সম্পর্কীয় ব্যাপারে যাহাতে কেবলমাত্র মধ্যবর্ত্তী তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি বা মহাজন লাভবান না হয় এবং সত্য সত্যই কৃষক উপকৃত হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ সেবিষয়ে সজাগ আছেন। যাহাতে কৃষিজাত পণ্যের ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে হুণ্ডী প্রচলিত হয় এবং এইরূপে হুণ্ডীর ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে কৃষকের সহিত মহাজন এবং তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক মারফৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত চাষীর অধিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান রিপোর্টে এরূপ ইঙ্গিত আছে। তবে এই কার্য্যের জন্য সমবায় ঋণদান সমিতি বা জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিই বিশেষভাবে উপযুক্ত। দীর্ঘকালের জন্য কর্জ্জ দিয়া মূলধন আটকান রিজার্ভ ব্যাঙ্কদ্বারা হইতে পারে না এবং কোন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককেই এরূপ কার্য্য করিতে দেখা যায় না।

কৃষককে টাকার বাজারের মধ্যে টানিয়া আনিতে গেলে তাহার মহাজনকেও সঙ্গে লইতে হইবে। যেরূপ আইন করিয়া তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের টাকা আংশিকভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে সেইরূপ আইন করিয়া প্রত্যেক মহাজনকে হিসাবপত্রাদি রাখিতে বাধ্য করিতে হইবে এবং মহাজন ও তপশীল-বহির্ভূত

ব্যাঙ্কগুলিকে আর একটি তপশীলে পুরিয়া তাহাদের তহবিলের একভাগ যাহাতে বর্ত্তমান তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির নিকট জমা থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপে সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া একটি টাকার বাজার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তবেই ভারতের আর্থিক মেরুদণ্ডস্বরূপ কৃষক মহাজন হইতে মুক্ত হইবার সুযোগ পাইবে এবং অল্প সুদে ঋণ পাইয়া কৃষিকে লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করিবার সুবিধা পাইবে।*

শেয়ার বাজার

•(কলিকাতা, এপ্রিল ১৯৩৮)

মধ্য ইয়োরোপের রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় তাহার প্রতিক্রিয়া ইংলণ্ডের ও ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রধানতঃ এই কারণে মার্চ্চ মাসের শেষে কোম্পানীর কাগজ দর তেজী হইতে পারে নাই। ক্রমশঃ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর কাগজ দর পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরিতে থাকে, মার্চ্চ মাসের শেষের দিকের তুলনায় এপ্রিল মাসে কোম্পানীর কাগজ দর তেজী হয়। শতকরা ৩৷৷০ টাকা সুদের কাগজ মার্চ্চ মাসের শেষে ৯৭৷৷০ ছিল। এপ্রিল মাসে ৯৮৷৷০ হইতে ৯৮৷৵০র মধ্যে উঠানামা করে। অন্যান্য কোম্পানীর কাগজ দরেরও প্রায় এই প্রকার তারতম্য হয়। ১৯৫১-৪৪র শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ দর মার্চ্চ মাসের শেষে ছিল ১০২৷৵০ ৷৵০। এই কাগজের দর এপ্রিল মাসে হয় ১০২৷৷০—১০৩৷৵০। ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং কাগজ দরের তেজী অবস্থা ভারতীয় কোম্পানীর কাগজ দরের অবস্থা অপেক্ষা বেশী তেজী ছিল, তবে ষ্টার্লিং কাগজ দরের হয়ত আরও তেজী হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, কারণ ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমরসজ্জা বৃদ্ধি করিবার জন্য অধিকতর ব্যয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

চটকলের শেয়ার দর এপ্রিল মাসে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মন্দা যায়। 'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া' মার্চ্চ মাসে ২৮৯৲ হইতে ২৭৬৷৷০তে পড়িয়া যায়, এপ্রিল মাসে ২৭৬৷৷০ হইতে ২৬০৲তে নামিয়া যায়। 'কোর্ট উইলিয়াম' মার্চ্চ মাসে ২০০৲ হইতে ১৮৫৲তে পড়িয়া যায়। এপ্রিল মাসে ১৮৫৲ হইতে ১৭৫৲তে নামিয়া যায়—তেমনি 'হাওড়া' মার্চ্চে ৪৬৲ হইতে এপ্রিলে ৩৯৷৷০ পর্য্যন্ত, 'কামারহাটি' মার্চ্চের ৪৮১৲ হইতে এপ্রিলে ৩৯০৲ পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। চটকলের শেয়ার দরের এরূপ বিপর্য্যয়ের প্রধান কারণ বিদেশে তৈরী চটের মজুত বৃদ্ধির জন্য রপ্তানি কমিয়া যাওয়া, তাহা ছাড়া স্থানীয় বাজারে কাঁচা পাটের চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশী হইয়া পড়া। চটকলের বিরোধ অমীমাংসিত রহিয়াছে।

চা বাগানের শেয়ার দরও মন্দা ভাব দেখা যায়। 'বেটজান' মার্চ্চে ২১৷৷০-২১৲ হইতে এপ্রিলে ১৯৲ হয়, 'বিশ্বনাথ' মার্চ্চে ২৩৲ হইতে ২৪৷৷০ হয়, এপ্রিলে ২৫৷৵০ হইতে ২৩৷৵০ হয়। অপর শেয়ার দরগুলিতেও প্রায় এইরূপ তারতম্য দেখা যায়।

কয়লা খনির শেয়ার দরও মন্দা যায়। 'অ্যামাল-গ্যামেটেড্' মার্চ্চ মাসে ২৪৷৷০ হইতে ২৩৷৷০ হয়, এপ্রিলে ২৩৷৷০ হইতে ২২৸০তে নামিয়া যায়; 'বেঙ্গল' মার্চ্চ মাসে ৩১৮৲ হইতে ৩০২৲ হয়, এপ্রিলে ৩০২৲ হইতে ৩০৮৲ হইয়া ৩০৩৲ হয়। অন্যান্য শেয়ার দরেরও প্রায় এইরূপ তারতম্য হয়।

ইষ্টার পর্ব্ব উপলক্ষে এপ্রিলের মাঝে শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল।

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের একবিংশতিতম অধিবেশনে অর্থনীতি শাখায় পঠিত।

কোম্পানীর কাগজ

এপ্রিল মাসে কোম্পানীর কাগজ-দর প্রায় স্থির ছিল; কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

শতকরা হার	৭ এপ্রিল	১৪ এপ্রিল	২৮ এপ্রিল
সুদের কাগজ			
৩৲	৯৮৲	৯৮৶৹	৯৮৷৹
২৲ (১৯৪১-৪৭)	১০২৸৹	১০২৸৹	১০৩৶৹
২৲ (১৯৫৭-৫০)	১০৬৶৹	১০৬৷৹	১০৬৷৹
৷৲ (১৯৪৪-৫৫)	১১৮৷৹	১১৮৷৹	১১৮৷৹
৷৲ (১৯৬০-৭০)	১১৪৷৶৹	১১৪৸৹	১১৪৷৶৹

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্কের শেয়ার দর প্রায় স্থির ছিল—কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৭ এপ্রিল	১৪ এপ্রিল
রিজার্ভ	১১৬৲	১১৫৷৹
ইম্পিরিয়াল	১৫৪২৲	১৫৫০৲
ঐ আংশিক	৩৮৪৲	৩৮৪৲

চটকল

চটকলের শেয়ার দর বন্ধার দিকে যায়; কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৭ এপ্রিল	১৪ এপ্রিল	২৮ এপ্রিল
অ্যাংলো ইণ্ডিয়া	৪৯৲	৪৯৲	৪৯৲
বাইড	৭৷৹	৬৸৶৹	৬৸৶৹
ফোর্ট উইলিয়ম		১১৲	১১৲
হাওড়া			
শ্যামনগর			

বিজলী

বিজলী কোম্পানীর শেয়ার দর প্রায় একরূপ ছিল; কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৭ এপ্রিল	১৪ এপ্রিল	২৮ এপ্রিল
বেঙ্গল টেলিফোন	১৮৮৹	১৮৪৹	১৮৷৹
কলিঃ ইলেকট্রিক	৪৹শিঃ	৪৹শিঃ	৪১শিঃ ২৫পে
ইউ, পি	১৭১৲	১৭১৲	১৭০৲

চা-বাগান

চা-বাগানের শেয়ার দর কিছু মন্দা যায়; কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৭ এপ্রিল	১৪ এপ্রিল	২৮ এপ্রিল
বেটজান (লোয়ার)	১২৲	১২৲	১২৲
বিশ্বনাথ (,,)	২৫৸৹	২৫৲	২৩৸৶৹
হাসকোওয়া (তরাই)	১০৪৹	১০৪৹	১০৪৹
হাতিকীরা (শ্রীহট্ট)	২০৪৹	২০৪৹	১৯৪৹
হাসিমারা (দুয়ার)	৪৩৪৹	৪৩৪৹	৫১৪৹

কাপড় কল

কাপড় কলের শেয়ার দরের বিশেষ কোন তারতম্য দেখা যায় না; কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৭ এপ্রিল	১৪ এপ্রিল	২৮ এপ্রিল
বঙ্গলক্ষ্মী	৪৯৲	৪৯৲	৪৯৲
কেশোরাম	৭৷৹	৬৸৶৹	৬৸৶৹
মোহিনী		১১৲	১১৲

কয়লা খনি

কয়লা খনির শেয়ার দর প্রায় স্থির ছিল—কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৭ এপ্রিল	১৪ এপ্রিল	২৮ এপ্রিল
অ্যামালগ্যামেটেড	২৩৸৹	২৫৪৹	১২৫৹
বেঙ্গল	৩০২৲	৩০৮৲	৩০৩৲
বরাকর	১৩৷৹	১৩৷৹	১৩৶৹
ইকুইটেবল	৩৪৷৹	৩৪৫৹	৪৫৲
রাণীগঞ্জ	৩৩৲	৩৩৲	৩১৲

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র পরমেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আষাঢ়—১৩৪৫ আর্থিক উন্নতি ১৩শ বর্ষ—৩য় সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৮

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

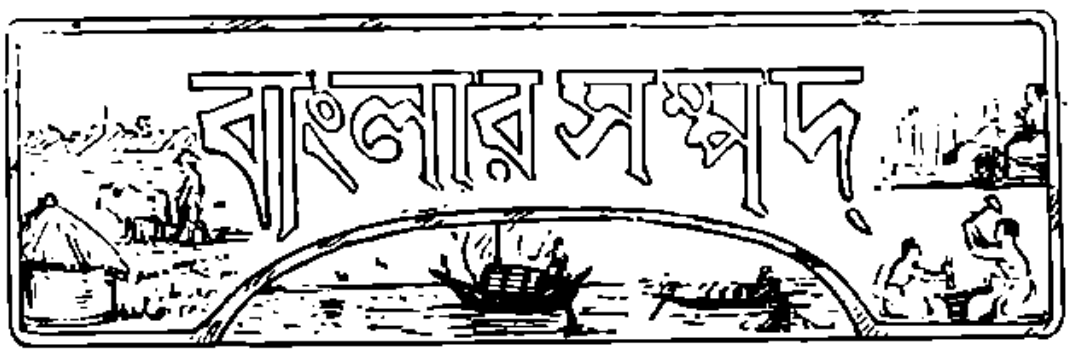

জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মোট ৩৫,৮০,০০০ টাকা মূলধন লইয়া বাংলায় ১৬টি নূতন জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী সংস্থাপিত হইয়াছিল।

১ নেভিগেশন	
১ মোটর ট্রাক্‌শন	
২ রাসায়নিক ও তৎসম্পর্কিত ব্যবসা	
১ লৌহ, ইস্পাত এবং জাহাজ নির্ম্মাণ ব্যবসা	
১ এজেন্সি (ম্যানেজিং এজেণ্ট কোম্পানীসহ)	
৯ ট্রেডিং এবং ম্যানুফ্যাক্চারিং ও অপরাপর	
১ কটন মিল	
১ কয়লার খনির কার্য্য	
১ অভ্রের খনির কার্য্য	২০,০০০
১ এষ্টেট্‌ল্যাণ্ড এবং বিল্ডিং	৯০,০০০
মোট	৩৫,৮০,০০০

কাঁচা পাট রপ্তানি

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাংলা হইতে ২৬৩,৭০৪ বেল কাঁচা পাট রপ্তানি হইয়াছিল। তন্মধ্যে কলিকাতা হইতে ২৪৩,৯১০ বেল্ এবং চট্টগ্রাম হইতে ৯,৭৯৪ বেল রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯৩৬ এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাংলা হইতে মোট রপ্তানি যথাক্রমে ২৭৮,০১৮ এবং ৩৯৫,৯০৩ বেল হইয়াছিল। তন্মধ্যে কলিকাতা হইতে যথাক্রমে ২৭২,২৫৫ এবং ৩৮৫,০৯৫ বেল রপ্তানি হইয়াছিল।

কলিকাতার বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯৩৮ সনের মার্চ্চ মাসের ৫·৪৩ কোটি টাকার তুলনায় এপ্রিল মাসে কলিকাতায় ৫·১৬ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানি হইয়াছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের ৪·৬৫ কোটি টাকার স্থানে ঐ সনের এপ্রিল মাসে পুনঃরপ্তানিসহ রপ্তানির মূল্য ৪·৮১ কোটি টাকা হইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের মূল্য যথাক্রমে ৪·৩৬ কোটি এবং ৪·১১ কোটি টাকা হইয়াছিল।

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যের সহিত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের উক্ত সময়ের তুলনামূলক মূল্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল। ব্রাকেটের অন্তর্ভুক্ত অঙ্কগুলি বৃদ্ধি অথবা হ্রাস সূচনা করে মাত্র।

	লক্ষ টাকা হিসাবে
যন্ত্রপাতি	৬০ (— ২)
খনিজ তৈল	৪৭ (+১২)
সূতার দ্রব্য	৪৩ (+ ৫)
লৌহ ও ইস্পাত	১৯ (—১৮)
অপরাপর খনিজদ্রব্য	২৮ (+ ১)
সুপারী	৩৭ (+১৪)
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	১৪ (+ ১)
তক্তা ও কাষ্ঠ	১২ (+ ৫)
রাসায়নিক দ্রব্য	১০ (— ৪)
হার্ডওয়্যার	৯ (— ৬)
কাগজ ও পেষ্টবোর্ড	৮ (— ৪)
রসদ ও মুদীখানার দ্রব্য	৭ (— ১)
অন্যান্য প্রকার যন্ত্রপাতি	৬ (— ৩)
মদ্য	৬ (— ১)
ঔষধ	৫ (— ১)
মোটর গাড়ী	৪ (— ২)
তামাক	৪ (+ ১)
কাচ ও কাচ-নির্ম্মিত দ্রব্য	৪ (— ১)

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের মূল্যের সহিত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের উক্ত সময়ের রপ্তানি পণ্যের মূল্যের তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	লক্ষ টাকা হিসাবে
পাট-নির্ম্মিত দ্রব্য	২,০১ (—৪৬)
কাঁচা পাট	৮২ (—৪৩)
শস্য, ডাল	৩১ (+৯)
পিগ্ আয়রণ	২৪ (+১৩)
কাঁচা চামড়া	২৪ (—১৩)
চা	১২ (অপরিবর্ত্তিত)
গালা	১১ (—১৪)
অভ্র	৮ (— ৩)
শণ	৫ (অপরিবর্ত্তিত)
বীজ	৪ (—১০)
পশম নির্ম্মাণ	৩ (— ৩)
ম্যাঙ্গানীজ ওর	২ (— ২)

চা রপ্তানি

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশে যুক্তরাজ্যে বাংলার চা রপ্তানি :—

কলিকাতা	১৯৭,০১২ পাঃ
চট্টগ্রাম	×

নিম্নে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে যুক্তরাজ্যে চা রপ্তানির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

কলিকাতা	২৩২,৩৪৫ পাঃ
চট্টগ্রাম	১৫,৮১৬ পাঃ

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে যুক্তরাজ্যে মোট চা রপ্তানির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

কলিকাতা	১৬৫,৫৩৪,৭১২ পাঃ
চট্টগ্রাম	৭৯,১৪৪,৪২৪ পাঃ
মোট	২৪৪,৬৭৯,১৩৬ পাঃ

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট ২১৫,১৯৮,৪০৫ পাউণ্ড চা যুক্তরাজ্যে রপ্তানি হইয়াছিল।

ঢাকার শিল্পবাণিজ্য

ঢাকা জিলার মৃদুবায়ু কৃষিকার্য্যের অনুকূল। ধান্য, পাট, কলাই, সরিষা ও অন্যান্য তৈল বীজ, পান বরজ ও ইক্ষু এই জিলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ঢাকায় মসলিন ও কার্পাসের বিবিধ প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয় এবং খোলাই ও সূক্ষ্ম সূচীশিল্পের কাজ হইয়া থাকে। ঢাকার বস্ত্র শিল্প সুদূর অতীত কাল হইতে দেশ-বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। চুকায় কাশিদা ও ছাপান কাপড় প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয় এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহে রপ্তানি হইয়া থাকে। ঢাকার শাঁখা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন ঢাকায় উৎকৃষ্ট সোনা-রূপার কাজ হয়। ঢাকায় নানাপ্রকার সুন্দর ও বৃহৎ নৌকা নির্ম্মিত হয়। নারায়ণগঞ্জ ঢাকা জিলার একটি মহকুমা, ঢাকা হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী। ইহা পাটের ব্যবসায় ও পাটশিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

বস্ত্রশিল্প ব্যতীত তাম্র, পিত্তল ও শাঁখার কাজ ঢাকার অন্যান্য কুটীর-শিল্প। ঢাকায় টিনের বাক্স ও ট্রাঙ্ক প্রস্তুত হয়। ঢাকা, তারাব, সিদ্ধিগঞ্জ, নওয়াপাড়া, কাচপুর, আবদুল্লাপুর, খামরাই প্রভৃতি স্থানে তাঁতের উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়। শানোরা, বিক্রমপুর, মতিমল, ভাগর প্রভৃতি স্থানে কাশিদা কাপড় তৈয়ার হয়। ঢাকার স্থানীয় মুসলমানগণ টুপির উপর নানাপ্রকার সূক্ষ্ম সূতার ও জরীর কাজ করে। ঢাকা বোতাম-শিল্পের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এইখানে খোলাই কাজ হয়। আমলীগোলা ও নবাবগঞ্জে শিং হইতে নানাপ্রকার দ্রব্য নির্ম্মিত হয়। ঢাকায় অনেক মৃৎ-শিল্পী আছে। লাঙ্গলবন্দের এবং নারায়ণগঞ্জ মহকুমার পরস্পর-সন্নিহিত অনেক প্রধান ২ গ্রামে বিনুকের বোতাম-শিল্প অনুষ্ঠিত হয়।

ডেমরা নামক গ্রাম মুক্তা ও বিনুকের খোলা ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র এবং ডেমরা, ঢাকা সহর, লাঙ্গলবন্দ, ও নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে জেলে কিম্বা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বিনুকের খোলা কিনিতে পাওয়া যায়। ঢাকা সহরের চৌকুণী বাজার, আমলীগোলা ও নবাবগঞ্জে শিং হইতে বোতাম প্রস্তুত হয়। এইসকল বোতাম উৎকৃষ্ট হইলেও ইহাদের তেমন চাহিদা নাই।

নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা সহরে দিয়াশলাইয়ের কারখানা আছে। ঢাকায় অনেকগুলি কাঁসারী একত্র বাস করে এবং শাঁখারিবাজারে তামার বাসন প্রস্তুত হয়। কাঁসারীরা গৃহ-কার্য্যের উপযোগী কাঁসার বাসন তৈয়ার করে। ব্রাহ্মণগাও, ধানকুনিয়া, লৌহজঙ্গ, ফিরিঙ্গীবাজার, আবদুল্লাপুর, রোয়াল-খর ও খামরাই প্রভৃতি গ্রামে তাম্র ও কাঁসার কাজ হয়।

ঢাকা সহরের ইমামগঞ্জ, নারিন্দা এবং বাবুবাজারে প্রসাধন ও কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত হয়।

নৌকানির্ম্মাণ এই জিলায় একটি লাভজনক ব্যবসারূপে পরিগণিত এবং প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই নৌকা নির্ম্মাণে দক্ষ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় ৮ হাজার লোক মৃৎ-শিল্প কার্য্যে নিযুক্ত আছে এবং জিলার প্রায় সর্ব্বত্রই কুম্ভকারজাতীয় লোক বাস করে।

ঢাকা জিলার আমদানি-রপ্তানির কাজ প্রধানতঃ নারায়ণগঞ্জ বন্দর দিয়া হয়। কলিকাতা হইতে বস্ত্র, লবণ, কেরোসিন, মদ, জুতা ও ছাতা; আসাম হইতে চুণ ও কয়লা চট্টগ্রাম ও আসাম হইতে কাঠ, বাখরগঞ্জ হইতে চাউল ও ধান আমদানি হয়। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে পাট (প্রায় ৪ লক্ষ টন, তন্মধ্যে ½ ভাগ ময়মনসিংহ হইতে, ¼ ভাগ ত্রিপুরা হইতে এবং ¼ ভাগ ঢাকা হইতে আসে)। চামড়া, কলাই, পান, তৈল-বীজ, মৃৎপাত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা ব্যতীত মাণিকগঞ্জহাট, বৈদ্যবাজার, নরসিংদী, লৌহজঙ্গ, মনোহরহাট প্রভৃতি প্রধান বাণিজ্য স্থল। মুন্সীগঞ্জের কার্ত্তিক বারুণীর মেলায় নানাস্থান হইতে প্রভূত পরিমাণে পণ্যদ্রব্যের আমদানি হইয়া থাকে।

নারায়ণগঞ্জ (লোকসংখ্যা ৩৪,১৮৯) কার্য্যতঃ ঢাকার বন্দর। ইহা একটি প্রধান বাণিজ্যস্থল। এখানে শ্রীহট্ট হইতে চুণ, কয়লা ও মধু, রংপুর হইতে কাঠ, পুর্ণিয়া হইতে তামাক কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা রাজ্য হইতে কার্পাস, ময়মনসিংহ হইতে চামড়া, পল্লী অঞ্চল হইতে ষোলমরিচ,

তৈল প্রভৃতি, আকরগঞ্জ হইতে চাউল এবং কলিকাতা হইতে নানাপ্রকার বিদেশীয় পণ্য আসিয়া থাকে। জগদীশ চিনি বিহার ও মনোহরগঞ্জ হইতে আমদানি হয়। রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য রেল, ষ্টীমার বা নৌকায় স্থানান্তরে প্রেরিত হয়।

বাংলার কৃষি শিক্ষা

১৯০৬—০৭ খৃষ্টাব্দে বাংলার নিম্নোক্ত বিদ্যালয়সমূহে কৃষি শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে :—

১। বসন্ত কুমার এগ্রিকাল্‌চারেল্ ইন্‌ষ্টিটিউট্, জিলা রাজসাহী।
২। ইউসুফপুর মিডল ইংলিশ স্কুল, জিলা রাজসাহী।
৩। বলগ্রাম মিডল ইংলিশ স্কুল, জিলা রংপুর।
৪। খরবা মিডল ইংলিশ স্কুল, জিলা মালদহ।
৫। সুজনী মিডল ইংলিশ স্কুল, জিলা মালদহ।
৬। তেতুলিয়া মিডল ইংলিশ স্কুল, জিলা জলপাইগুড়ী
৭। বোদা মিডল ইংলিশ স্কুল, জিলা জলপাইগুড়ী।
৮। ফলাকাটা মিডল ইংলিশ স্কুল, জিলা পাবনা।
৯। উল্লাপাড়া হাই ইংলিশ স্কুল, জিলা পাবনা।
১০। সুখানপুর হাই ইংলিশ স্কুল, জিলা বগুড়া।

বাংলার প্রধান ফসলসমূহ

নিম্ন তালিকায় ১৯০৬—০৭ খৃষ্টাব্দে বাংলার উত্তর ভাগে প্রধান প্রধান ফসল উৎপাদনের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

ফসলের নাম	জিলার নাম	একর ১৯০৫-০৬	একর ১৯০৬-০৭
আউশ ধান	রাজসাহী	৩,৫৬১	৩,১৮৯
	রংপুর	২,০৭৪	২,৫০৮
	দিনাজপুর	৫,৯০৫	৬,২৬৪
	পাবনা	৭৭৮	৭২০
	বগুড়া	৩,৫০৯	৩,৩১২
	জলপাইগুড়ী	৬৪৭	৮৪০
	মালদহ	৪৬৪	৫৯২
আমন ধান	রাজসাহী	১১,২১৫	১১,৫৬৭
	রংপুর	২৮,৬১১	২৯,১১১
	দিনাজপুর	২৬,৭৩৪	২৭,৩৯২
	পাবনা	১,১৭৬	১,৬৪৮
	বগুড়া	১০৬,৬০১	১০৯,৮১২
	জলপাইগুড়ী	৭,৪৪০	৭,১২৮
	মালদহ	২১,২৪৫	২৮,৪০০
বোরো ধান	রাজসাহী	২৫,৮৭৫	২৫,২০৪
	রংপুর	২০,২৫০	২১,২৭৪
	দিনাজপুর	৪০,০০৪	৪৮,০০৮
	পাবনা	৩,৪০১	৫,০০০
	বগুড়া	৫,৮৫০	৮,৫০৮
	জলপাইগুড়ী	৪,৩০০	৫,০০০
	মালদহ	৮,১০০	৮,০০৪
নেপিয়ার ঘাস	রাজসাহী	৪৮০	৫২৩
	রংপুর	৪১৯	৪৫৮
	দিনাজপুর	৩২০	৪১০
	পাবনা	৭৫৫	
	বগুড়া	১,২০০	
	জলপাইগুড়ী	২৩০	৩১৫
	মালদহ	২১০	২৪৬
	রাজসাহী	৪০	১৪৭
	রংপুর	১৫	৩৪
	দিনাজপুর	১৫	৩৫
	পাবনা	৭	৪০
	বগুড়া	৫	১২
	জলপাইগুড়ী	১২	৪৫
	মালদহ	৭০	১৩০

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

নিম্ন তালিকায় ভারতের ১৯৩৭-৩৮ সনের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

আমদানি	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	
	টাকা	টাকা	
বাণিজ্য দ্রব্য, প্রাইভেট—			
বাংলা	৩৮,৬২,৩৪,০৩৭	৩৪,৭৬,০৩,৭৪২	৪১,৫৯,৬৮,২১৫
উড়িষ্যা		৬৪,৬১২	২২,২২১
বোম্বে	৪৪,৪২,৫৩,৯৫০	৪৯,৩২,৯১,৬৫৮	৭৩,৩৭,১১,২৩৫
সিন্ধু	১৪,৬২,২৫,৪০৭	১৪,০৩,০৪,৫১০	১৯,৫৮,২৬,২৫১
মাদ্রাজ	১৫,৭১,১০,৬৭১	১৫,২৬,৫৮,১১৪	২৮,৮৯,২৫,০৫২
ব্রহ্মদেশ	১০,৮৭,০৮,৮৫০	১০,৮৪,৮২,৭৮৯	
মোট	১,৩৪,৪২,৩২,৩৮৫	১,২৫,২৪,০৪,৪২৫	১,৭৩,৫৫,২৩,৮৮৪
ঐ গভর্ণমেণ্ট ষ্টোর	২,৩৪,০৪,৫৮০	২,৪৮,০৭,৮২৬	৩,৪৩,৪৪,৫৭৮
মোট বাণিজ্য দ্রব্য	১,৩৬,৭৬,৩৬,৯৪৫	১,২৭,৭২,১৩,২৫১	১,৭৬,৮৮,৬৮,১৩২
ধনরত্ন, প্রাইভেট			
বাংলা	২০,৩৯,৫৭১		১,৭১,৪৩,৩৮০
বোম্বে	৪,৭৯,৬১,৬২০		২,৫৮,৯৫,৫৮৯
সিন্ধু	৭,৮৫,৮৫৯	৭৩,২৩,৭৪২	১০,৫৭,৫৬৮
মাদ্রাজ	৩৭,৪৫,৪১৪	৩৭,৭১,৬০৬	১৮,৭৯,৬১২
ব্রহ্মদেশ	৩,৬২৬	৩৩,৬২১	
মোট	৪,৫৪,৩৬,০৯০	১৫,৫০,৬৬,৯৭১	৪,৫৮,৮৩,১৪৯
ঐ গভর্ণমেণ্ট	১,৯৯,৫২,৪৭৯	২৩,০২৩	১২,৪৩,৫৬৫
মোট ধনরত্ন			
আমদানির গ্রস টোটাল			

রপ্তানি	১৯৩৫-৩৬ টাকা	১৯৩৬-৩৭ টাকা	১৯৩৭-৩৮ টাকা
পণ্যদ্রব্য, প্রাইভেট—			
বাংলা	৩৫,২১,১৬২	৪৭,০০,২৬৬	
বোম্বে	২,৬৬,২৪,৩১০	৪,৮৫,৫৬,৬০৮	
সিন্ধু	৫৩,৮৪,৪৩৮	৭২,৩১,৫৪১	
মাদ্রাজ	১১,০২,২০৬	১০,৫৯,৮১৫	
ব্রহ্মদেশ	২,৫২,৬৪৬	৮,২৬,৪০৬	
মোট	৩,১৬,৫৪,১৬২	৬,২৪,০৭,৩৩৬	৮,২৮,১২,২৪১
(ভারতীয় বাণিজ্য পণ্য)			
বাংলা ...	৬৬,০৭,৪৫,০৫৪	৭৪,৯৫,২৮,০৭৮	৮৬,১৬,৩২,১৮২
উড়িষ্যা		১৭,৭৪২	২৯,৭৮২
বোম্বে	৩০,৪৪,৮২,১৮৩	৩৯,৫৪,৫৬,৬৭৩	৩৩,৩১,৭৬,২২৪
সিন্ধু	১৭,২৬,৬৮,১৩৪	২৪,৪৩,৬৬,৩২৬	২৬,৩০,৬৫,৮৯০
মাদ্রাজ	২৬,৮০,২৫,১৭১	৩৬,১৩,৭৫,৬৪৭	৩৮,১৩,০৮,০৯৮
ব্রহ্মদেশ	১৯,৯৫,৯৬,৪৫২	২১,১০,০১,৮২০	
মোট	১,৬০,৫২,৩৬,৯৯৪	১,৯৬,১২,৪৬,২৮৬	১,৮০,৯২,১২,১৭৬
মোট বৈদেশিক ও ভারতীয় রপ্তানি পণ্যদ্রব্য :—			
বাংলা	৬৬,৩৯,৬৬,২১৬	৭৫,৩৭,৫৯,০৪৪	৮৭,০৮,২৫,৮১৯
উড়িষ্যা		১৭,৭৪২	২৯,৬৮২
বোম্বে	৩০,১১,৭৬,৪৯৩	৪৪,৪০,১৩,২৮১	৩৯,৮৯,৮২,৩৭৬
সিন্ধু	১৭,৮০,৭২,৫৭২	২৫,১৫,৯৯,৮৬৭	২৩,৮৯,৮৬,৫৬১
মাদ্রাজ	২৬,৯১,২৭,৩৭৭	৩৬,২৪,৩৫,৪৬২	৩৮,৩২,০০,৫৮৫
ব্রহ্মদেশ	২০,০৪,৪৯,০৯৮	২১,১৮,২৮,২২৬	
মোট	১,৬৪,২৮,৯১,৭৪৬	২,০২,৩৬,৫৩,৬২২	১,৮৯,২০,২৫,১১৭
গভর্ণমেণ্ট ষ্টোর	৩০,৭৬,২২৮	১২,৪১,২৬২	৫৫,৮৪,০০০
মোট বাণিজ্য	১,৬৪,৫২,৬৭,৯৮৪	২,০২,৪৮,৯৪,৮৮৪	১,৮৯,৭৬,০৯,১১৭
বাংলা	৫,৭৭,১০৯	১৯,৩৭,৬৯৯	৩,৫৭,১০৪
বোম্বে	৪০,৫৬,৪৩,৯৪২	২৯,২৭,১৬,৭২৮	১৮,৪১,৭৬,৮৮৮
সিন্ধু	৩,০২,৯৬৪	৩,৮৮,৬৭৫	১৮,৮০,৩৮৪
মাদ্রাজ	৩৭,৫২,৯২৬	২৬,৪৯,৯৪৬	৩০,৭২,৯৮৯
ব্রহ্মদেশ	৭৯,৮৬,১৯৭	২৩,৪৭,২৬৬	...
মোট	৪১,৮২,৬৩,২০৯	৩০,০০,৪০,৩১৪	১৮,৯৪,৯০,৩২৫
ঐ গভর্ণমেণ্ট	৩,৮৪,২৪,৯৩৮	২০,০০,০০০	৮১,৭৯,৮৮২
মোট ধনরত্ন	৪৫,৬৬,৮৮,১৪৭	৩০,২০,৪০,৩১৪	১৯,৭৬,২০,২৫৭
রপ্তানির গ্রাণ্ড টোটাল ...	২,১০,২৬,৫৬,১৩১	২,৩২,৬৯,৫৫,১৯৮	২,০৯,৫২,৭৯,৩৭৪

ভারতের প্রধান প্রধান পণ্য দ্রব্যের আমদানি রপ্তানি

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের তুলনামূলক মূল্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

পণ্য	এপ্রিল, ১৯৩৮		১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের তুলনায় বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (−)	
	পরিমাণ টন	মূল্য টাকা	পরিমাণ টন	মূল্য টাকা
তুলানিষ্পিত পণ্য		৩২,৩১,১৬৭		−১১,৫৯,০৭১
ধাতব দ্রব্য		১০,৬৪,৬০২		−৮,২৯,৭৬৭
যন্ত্র		৩,৯০,৮০৪		−১,০৯,১৮৩
পশমনির্ম্মিত দ্রব্য		১,৭৩,২৮৫		−৯৬,১৮১
যন্ত্রপাতি		১৬,৬২,০৪৮		−৪৬,৯৭৬
তৈল		১৮,৯৯,০০৮		+১০,৮০,৯৪১
মোটর গাড়ী		৮,৭৮,১২২		+১,৩৭,১০৮
চিনি		৫০,২০৮		+৬,৯১৭
তুলার সুতা		১৮,৫০৮		+২,৭৮০
কাঁচা তুলা		৮২,৫৩,৭৭৫		−১,৬৫,৮৫,১৬৯
কাঁচা পশম (ভারতীয় ও বৈদেশিক)	১,৫৫৩	১৮,৬৪,৯৪৮	−৩৬২	−১০,২৬,৯৪৩
কাঁচা চামড়া	৪৪৯	৪,১৪,১৮৭	−৪১৫	−১,২১,৪২৩
গম	১৩,২১৫	১২,৩৮,১৬৯	−২০৪	−৪১,৫৪৬
গমের ময়দা	৩,৭৬০	৪,৪৫,১৬২	+৬৪৮	−৪৩৮
কাঁচা চামড়া	৬৪৮	৮,০৪,৬৯১	−৪২	+২২,০২০
সরিষা	২,১৭৬	২,৭৮,২৬০	+৭৫৯	+৮০,৬৬২
বার্লি	৩৬	২,৫৯৪	+২৭	+১,৬৮৭

রোধের বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রোধের বৈদেশিক বাণিজ্যের মোট মূল্য ১০·১৪ কোটি টাকা হইয়াছিল। বিগত বর্ষের উক্ত মাসের তুলনায় ৩·৩২ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছিল।

আমদানি

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের তুলনায় বাণিজ্য পণ্যের আমদানির মোট মূল্য ৫·৭২ কোটি টাকা হইয়াছিল। ইহাতে ১·১৭ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের তুলনায় বর্ত্তমান বর্ষের উক্তমাসে ৫·৭২ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানি হইয়াছিল। ইহাতে ১·১৭ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ২০·৩৯ লক্ষ টাকার তুলনায় ৫·৪৮ টাকা মূল্যের স্বর্ণ আমদানি, এবং ২·৭২ লক্ষ টাকার তুলনায়

১·৫৪ লক্ষ টাকা মূল্যের রৌপ্য আমদানি হইয়াছিল। নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রধান প্রধান পণ্যের তুলনামূলক মূল্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

	লক্ষ টাকা হিসাবে
কাঁচা তুলা	১,৩৬ (+১৩)
যন্ত্রপাতি	৪৪ (+৬)
খনিজ তৈল	৪১ (+২৪)
মোটর যান	২৪(−১১)
ধাতব দ্রব্য	২১(−৩০)
ইনষ্ট্রুমেণ্ট	১৯(−৮)
এনিলাইন ডাই	১৯(অপরিবর্তনীয়)।
রঙীণ তুলার খুচ্‌রা দ্রব্য	১৫(−২)
সাদা তুলার খুচ্‌রা দ্রব্য	১০(+২)
ধূসর তুলার খুচ্‌রা দ্রব্য	১০(+৩)
তক্তা	৯(+২)
মণি মুক্তা	৯(+১
তুলার সূতা	৯(−৪)
সিল্ক নির্ম্মিত দ্রব্য	৮(−৮)
মসলা	৭(+১)
কাগজ ও মলাট	৭(−৮)
রাসায়নিক দ্রব্য	৭(−৩)
মদ্য	৬(−৩)
হার্ডওয়্যার	৬(−৬)
ঔষধ	৬(−৪)
কাচ ও কাচ-নির্ম্মিত জিনিষ	৬(−২)
রসদ ও অয়েলম্যানস্ ষ্টোর	৬(−২)
পশম নির্ম্মিত দ্রব্য	৫ (অপরিবর্ত্তিত)
রবার নির্ম্মিত দ্রব্য	৫(−৪)
সিল্ক নির্ম্মিত দ্রব্য	৫(−২৬)
তুলা নির্ম্মিত পণ্য	৪(−২)
সিল্কের সূতা	৪(−৯)

নিম্নে পরিমাণের তারতম্য প্রদত্ত হইল :—

কাঁচা তুলা (টন)	১৬,২০৩(+৩,০৯৯)
খনিজ তৈল (মিলিয়ন গ্যালন)	১৬½(+৮½)
তুলানির্ম্মিত রঙীণ খুচরা দ্রব্য (মিলিয়ন গজ)	
তুলানির্ম্মিত সাদা খুচ্‌রা দ্রব্য (মিলিয়ন গজ)	৪৯(+১½)
তুলানির্ম্মিত ধূসর খুচরা দ্রব্য (মিলিয়ন গজ)	৮½(+৩½)

ভারতীয় উৎপন্ন ও নির্ম্মিত দ্রব্য

রপ্তানি

ভারতীয় উৎপন্ন ও নির্ম্মিত পণ্যের মোট রপ্তানির মূল্য ৩·০২ কোটি টাকা হইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের তুলনায় ৮৮·৮ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ১·৮০ কোটি টাকার তুলনায় ২৮·৮০ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানি হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষের এপ্রিল মাসে ৮,৪০০ টাকা মূল্যের রৌপ্য রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের তুলনায় প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইল।

	লক্ষটাকা হিসাবে
কাঁচা তুলা	১,৩৫(−৮৯)
বীজ	−৪১(+৩০)
তুলা নির্ম্মিত পণ্য	২৫(−৮)
তুলা নির্ম্মিত সূতা	১৩(+৭)
শস্য, সীম ও ময়দা	৮(+১)
কাঁচা চামড়া	৬(−৬)
কাঁচা পশম	৪(−৪)

ভারতে চিনি উৎপাদন

যুক্তপ্রদেশ

বিগত বর্ষে ৬৮টি ফ্যাক্টরীর তুলনায় বর্ত্তমান ঋতুতে ৭০টি ফ্যাক্টরী কাজ করিতেছে। তন্মধ্যে ২টি ফ্যাক্টরী নূতন সংস্থাপিত হইয়াছে। বিগত বর্ষের ৬,৩০৪,২০০ টনের তুলনায় ৬,০৭৪,০০০ টন ইক্ষু নিষ্পেষিত হইবে। বিগত-

বর্ষের ৬০৮,৬০০ টনের তুলনায় আলোচ্য সময়ে ৫৫৭,০০০ টন চিনি উৎপন্ন হইবে। গড়পড়তায় ৯·১৭ পারসেণ্ট চিনি নিষ্পেষিত হইবে আশা করা যায়।

বিহার

১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ৩৩টি ফ্যাক্টরী কার্য্য করিতেছিল। বিগতবর্ষের যথাক্রমে ৩,৫৭৯,৫০০ টন এবং ৩২৯,৩০০ টনের তুলনায় আলোচ্য ঋতুতে যথাক্রমে ২,৪২০,০০০ টন ইক্ষু নিষ্পেষিত এবং ২৩১,১০০ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল। গড়পড়তায় ৮·৪১ পার্সেণ্ট চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল।

মাদ্রাজ

১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ৯টি ফ্যাক্টরীর কার্য্য চলিতেছিল। বিগত বর্ষে যথাক্রমে ২৩১,৯০০ টন এবং ২১,১০০ টনের তুলনায় আলোচ্য ঋতুতে ২৩৭,০০০ টন ইক্ষু নিষ্পেষিত ও ২২,০০০ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল। গড়পড়তায় ৯·২৮ পারসেণ্ট চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল।

বোম্বে

বর্ত্তমান ঋতুতে ১টি ফ্যাক্টরী কার্য্য করিতেছিল। বিগত বর্ষের যথাক্রমে ৩৫৭,০০০ টন এবং ৩৩৮,২০০ টনের তুলনায় বর্ত্তমান ঋতুতে যথাক্রমে ৩৮০,০০০ টন ইক্ষু নিষ্পেষিত এবং ৪১,৬০০ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল। গড়পড়তায় ১০·৯৫ পারসেণ্ট চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল।

বাংলা

বর্ত্তমান ঋতুতে বাংলায় ৭টী ফ্যাক্টরী কার্য্য করিতেছে। বিগতবর্ষের ২১২,৫০০ টন এবং ২৪,২০০ টনের তুলনায় আলোচ্য ঋতুতে ২৩৫,০০০ টন ইক্ষু নিষ্পেষিত ও ২২,৩০০ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল। গড়পড়তায় ৯·১০ পারসেণ্ট চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল।

উড়িষ্যা

বর্ত্তমান ঋতুতে দুইটি ফ্যাক্টরী কার্য্য করিতেছিল। এবং ১৬,০০০ টন ইক্ষু নিষ্পেষিত ও ১,৩০০ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল। গড়পড়তায় ৮·১৩ পারসেণ্ট চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল।

ভারতীয় রাজ্য

বর্ত্তমান ঋতুতে দশটি ফ্যাক্টরী কার্য্য করিতেছে। বিগতবর্ষে যথাক্রমে ৭৭০,২০০ টন এবং ৭৪,৪০০ টনের তুলনায় আলোচ্য ঋতুতে ৮১৭,০০০ টন ইক্ষু নিষ্পেষিত এবং ৮১,২০০টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল। গড়পড়তায় ৯·৯৩ পরসেণ্ট চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল।

হল্যাণ্ডের সহিত বাণিজ্য

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম কোয়ার্টারে হল্যাণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য :—

নিম্নে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম কোয়ার্টারে হল্যাণ্ডের সহিত ভারতীয় ব্যবসায় অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

	ভারতবর্ষ হইতে আমদানি	ভারতবর্ষে রপ্তানি
	(হাজার গুল্ডেন হিসাবে)	
জানুয়ারী-মার্চ্চ		
১৯৩৭	৭,৭৪৫	২,৬১৯
১৯৩৮	৫,৬৯৭	২,০১৮

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের অক্টে ব্রহ্মদেশে রপ্তানি ও তথা হইতে আমদানির হিসাব প্রদত্ত না হওয়ার দরুণ এই সময়ের ট্রেড্ ব্যালেন্সের হ্রাস পাইয়াছে। ইহা দৃষ্ট হইবে যে, ভারতবর্ষের অনুকূল ব্যালেন্স কেবলমাত্র ১,৪০০ হাজার গুল্ডেনের কিঞ্চিদধিক হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম কোয়ার্টারে চাউলের আমদানি প্রকৃতপক্ষে ১১·৫ মিলিয়ন কেপ্‌স্ হইতে বর্ত্তমান বর্ষের উক্ত সময়ে ১ মিলিয়ন কেপ্‌স্ হ্রাস পাইয়াছিল। বিগত বর্ষের প্রথম কোয়ার্টারের তুলনায় বর্ত্তমান বর্ষের উক্ত কোয়ার্টারে প্রধান প্রধান ভারতীয় পণ্যের আমদানি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। যথা তুলার আমদানি ৪·১ মিলিয়ন হইতে ২·৫ মিলিয়ন

কেগ্‌স্‌ পাটের আমদানি ৫'৬ মিলিয়ন কেগ্‌স হইতে ২ মিলিয়ন কেগ্‌স, খৈলের আমদানি ৭'৬ মিলিয়ন হইতে ৬'৪ মিলিয়ন কেগ্‌স পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। ইহার প্রতিকূলে গ্রাউণ্ডনাটের আমদানি ২৪'৪ মিলিয়ন হইতে ২৬'৯ মিলিয়ন ছোবড়ার ছড়ির আমদানি ১'৩ মিলিয়ন হইতে ১'৮ মিলিয়ন কেগ্‌স, এবং ম্যাঙ্গানীজ ওর এর আমদানি ১'৩ মিলিয়ন হইতে ২'৬ মিলিয়ন কেগ্‌স পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ভারতে তুলার চাষ

বিগত বর্ষের ৫,৯৯১,০০৩ একরের তুলনায় আলোচ্য-বর্ষে ৬,০২৩,০০০ একরে তুলার চাষ হইয়াছে। তন্মধ্যে ২,৩৫১,০০০ একর জমি ভারতীয় ষ্টেটে অবস্থিত। বিগত বর্ষের ১,১২০,৯৯০ বেল তুলার তুলনায় আলোচ্যবর্ষে ১,২০৮,০০০ বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪৬৫,০০০ বেল তুলা ভারতীয় রাজ্যে জন্মিয়াছে।

মাদ্রাজ

বর্ত্তমান বর্ষে ২,৫৫৬,০০০ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে। ইহা বিগত বর্ষের তুলনায় ২ পারসেণ্ট বেশী। মাদুরা ব্যতীত অন্যান্য তুলা উৎপাদনকারী জিলাগুলিতে তুলার ফসল নর্ম্মালের নীচে ছিল। বিগত বর্ষের ৪৯৭,০০০ বেলের তুলনায় আলোচ্যবর্ষে ৫০৫,০০০ বেল তুলা উৎপাদিত হইয়াছে।

হায়দারাবাদ

আলোচ্য বর্ষে ৩,৫৬৩,০০০ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে। ইহা বিগত বর্ষের তুলনায় ১৬ পারসেণ্ট বেশী হইয়াছে। বিগত বর্ষের ৪৯৯, বেলের তুলনায় ৫৭০,০০০ বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বিগত বর্ষের তুলনায় ১৪ পারসেণ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কুইনাইনের মূল্য

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে কুইনাইন সল্ট বিক্রীর বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	আসাম	বাঁংলা	বিহার	উড়িষ্যা	পাঞ্জাব	অপরাপর প্রদেশ ও ষ্টেট্‌
	পাঃ আঃ	পাঃ আঃ	পাঃ		পাঃ আঃ	পাঃ আঃ
পাব্লিক হেলথ ডিপার্টমেণ্ট			২৫০- ০			
মিলিটারী ডিপার্টমেণ্ট					১০০- ০	
মেডিকেল ডিপার্টমেণ্ট	৩২৮-১০		৬৫- ০			
জেল, বনবিভাগ ও পি ডাব্লিউ ডিপার্টমেণ্ট	২৭০- ৯		১২- ০			
জিলা লোকাল, ইউনিয়ন বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি	২৪৪- ৪					
রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্ট	৯- ০					
প্রাইভেট্‌ হাসপাতাল এবং ডিস্‌পেন্‌সারি		১,০৫৬-১৫				
পাব্লিক		২,৬৮৬-১৫				
পাব্লিক (এজেণ্টের মারফৎ)	৩৯৮- ০	৩,৪২২- ০	২৬- ০			
মোট	২,৯৮১-১০	১৬,৩৭০-১২	২,৪৪৬- ৬	১২৮-১০	১০০- ০	৮-০

নিম্নলিখিত তালিকায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তুলার চাষের বিবরণ প্রদত্ত হইল—

	১৯৩৭-৩৮					
	এরিয়া (১,০০০ একর)	উৎপন্ন (১,০০০ বেল)	এরিয়া (১,০০০ একর)	উৎপন্ন (১,০০০ বেল)	এরিয়া (১,০০০ একর)	উৎপন্ন (১,০০০ বেল)
প্রদেশ ও ষ্টেট						
বোম্বে	৬,০২৩	১,২৬৮	৫,৯৯১	১,১২০	৬,৮৩৭	১,৩৮০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৪,০৪৭	৭১১	৩,৯৫২	৮৭৫	৪,০৬৮	৬১৬
পাঞ্জাব	৩,৪৮৫	১,৫১০	৩,৬৯১	১,৯২১	৩,৫১৯	১,৫৮২
মাদ্রাজ	২,৫৫৬	৫০৫	২,৫১২	৪৯৭	২,৬৯৩	৫০৭
যুক্তপ্রদেশ	৫৮১	১৯৭	৭০০	১৭৫	৫৯৬	১৯৫
সিন্ধু	১,০৪৯	৩৯৪	৯৮৯	৪২১	৮১২	৩৩১
বাংলা	৯৪	৩১	৯৪	২৮	৭৩	২৪
বিহার	৪৩	৮	৩১	৬	৩৯	৮
আসাম	৪৫	২৪	৩৬	১৩	৩৮	১১
আজমীঢ় মারওয়ারা	৩৫	১৫	৩৪	১১	৩৫	১৩
নর্থ-ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ	২২	৪	২১	৪	১৯	৩
উড়িষ্যা	৮	১	৬	১	৯	২
দিল্লী	৩	১	২	১	২	১
হায়দারাবাদ	৩,৫৬৩	৫৭০	৩,০৮০	৪১৯	৩,৬২৮	৫৬৯
মধ্যভারত	১,০৩৭	১৪৩	১,৪১৪	২০৩	১,২০১	১৮০
বড়োদা	৫৯৪	৯৮৬	৮৭১	১০৭	৮৩৭	১৫৬
গোয়ালিয়র	৬৬৮	৭৮	৭১৪	৯৬	৬০২	১২৪
রাজপুতানা	৭২৪	৬৩	৫৩৪	৭৩	৪৮৬	৭৯
মহীশূর	৮৫	১১	৮৫	১২	৮৭	১১
মোট	২৫,৪৮৩	৫,৬৬৩	২৪,৭৫৯	৬,২০৪	২৫,৯৪৪	৫,৮২৪

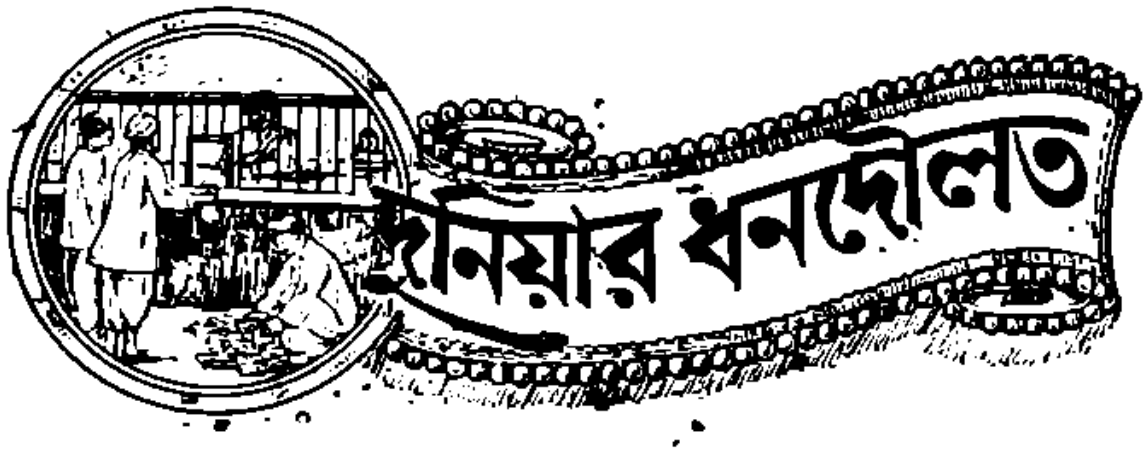

আর্জেন্টিনার বৈদেশিক বাণিজ্য

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে পশম রপ্তানির পরিমাণের তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইল—

	মার্চ্চ, ১৯৩৮	মার্চ্চ, ১৯৩৭
	বেল	বেল
যুক্তরাজ্য	১১,৭৩৬	২,৩৮৬
মার্কিণরাজ্য	১,৭৯৫	৬,৮২১
ফ্রান্স	৫,৯০৯	৫,২৭৭
জার্ম্মানি	৬,৭৯৪	১,৪৭৪
বেলজিয়াম	১,৭৭৪	৪,৫০১
ইটালী	২,২৯১	৪,৮৩২
হলাণ্ড	২৯৬	৭
সুইডেন	১,১০৬	—
ডেনমার্ক	৩৫	—
জাপান	১,২৪১	৫০০
পোলাণ্ড	১,৪১০	৭৯৪
অপরাপর	৮৭৫	৫৬৭
মোট	৩৪,২৮২	২৭,৯৩৯

পশম রপ্তানি

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৬-৩৭ এবং ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত পশম রপ্তানির পরিমাণের তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

দেশ	অক্টোবর-মার্চ্চ	
	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৬-৩৭
	বেল	বেল
যুক্তরাজ্য	৫৩,১৩৪	৪৭,০৮৭
মার্কিণরাজ্য	৪,২৭১	৬১,৮১৩
ফ্রান্স	২১,০৬৮	২০,০৬৮
জার্ম্মানি	২৭,০৫৭	৬,৭০৮
বেলজিয়াম	৭,০৫৯	১৪,০৩৪
ইটালী	৪,৮৫৮	১৪,২৫৩
হলাণ্ড	২২৮	১,৪৭৮
সুইডেন	১,৫০০	৪৪৯
ডেনমার্ক	২৩৪	৪৬২
জাপান	২,৪২৬	১৯,৩৫৪
পোলাণ্ড	৩,৫৪০	৫,০২৪
অপরাপর	৩,৫৩২	৩,৪৩৩
মোট	১১৫,৬৭৭	২০৪,২৩৩

মিশরের বৈদেশিক বাণিজ্য

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মিশরের বৈদেশিক বাণিজ্যের তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

দেশ	আমদানি		রপ্তানি	
	১৯৩৭	১৯৩৮	১৯৩৭	১৯৩৮
	হাজার পাউণ্ড হিসাবে	হাজার পাউণ্ড হিসাবে	হাজার পাউণ্ড হিসাবে	হাজার পাউণ্ড হিসাবে
	'০০০	'০০০		'০০০
যুক্তরাজ্য	৮,২৮০	৭,৪২৯		১২,৪৯১
জার্মাণি	৪,১২৪	৩,৫১১	৩,৩১০	২,২২৪
ইটালী	৩,২৮৩	১,০৯৩	২,৩৯২	১৪৩
বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গ	২,২৮১	১,৭৩৩	৮০০	৪৮৫
মার্কিণরাজ্য	২,১৪৩	১,৮১০	১,৫৫৮	১,৪৮৮
ফ্রান্স	১,৭০১	১,৬৫০	৪,২৪৪	৩,২৯৮
রুমানিয়া	১,৫৬৫	১,০৪২	১,২১৬	৭০২
জাপান	১,৫০১	২,১৭৮	২,৪৬৮	২,৫৪১
চিলী	১,৩৫৬	৯৩১	৬২৮	৪৩
বৃটিশভারত	১,০৫৫	৮৬১	১,৯৫১	১,২৬২
ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ	৯৫৫	৬৩০	৩৬	৩২
ইরাণ	৭৯৯	৫৯৮	৩	—
নেদারল্যাণ্ডস্	৭৫৩	৬০৪	৪৯০	৪০৪
চেকোস্লোভাকিয়া	৭০৮	৫২৮	১,২৬২	১,১০১
হাঙ্গেরী	৫৯৪	৫১৪	২৪০	২২৩
ফিন্‌ল্যাণ্ড	৫১১	২৫০	১৫	৬
সুইটজারল্যাণ্ড	৫১৬	৪০২	১,৩৩৪	৯৮২
সুইডেন	৪৯৫	৩৬৭	২৮৬	২০৯
গ্রীস	৪৮৩	৪৫৬	৪৬৮	৩৭৬
সোভিয়েট ইউনিয়ন	৪৫৮	৬০৩	—	৩
নরওয়ে	৪৩২	৫২০	১৭	১৩
পোলাণ্ড ও ডান্‌জিগ	৩৮৪	২৫৬	৪৫৩	৪৩২
অষ্ট্রিয়া	৩৭১	২৯৩	৪২৫	৩৮১
তুরস্ক	২৪৯	২৫৮	৩৫৯	১২৮
প্যালেষ্টাইন	১৯৪	১৮০	৪৪০	৪৭০
স্পেন	৩৫	৫৪	৬৪	৬৭৩
মোট	৩৮,০১৬	৩১,৪৯৬	৩৯,৬৬৫	৩২,৯৭১

আর্জ্জেন্টিনার বৈদেশিক বাণিজ্য

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর পর্য্যন্ত ১১ মাসে আর্জ্জেন্টিনা হইতে দেশবিদেশে কিউব্রাচো কাঠ এক্সট্রাক্ট এবং চামড়া রপ্তানির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

কিউব্রাচো (মেট্রিক টন)

	দস্ত	এক্সট্রাক্ট
যুক্তরাজ্য	—	১৩,৭৭২
সাউথ আফ্রিকা ইউনিয়ন	—	৫২০
বেল্‌জিয়াম	৫,৮২৫	৯,৭৮২
ডেনমার্ক	—	১,০৭৯
ফ্রান্স	২৩,২৮৮	১০,৫৭১
জার্ম্মাণি	৩,৩৫০	১৫,৮৭২
হল্যাণ্ড	১৫	৩,৫৩১
ইটালী	২৮,৪৪৪	১,৪২৪
নরওয়ে	—	১,৩২৫
সুইডেন		৩,৫১৩
মার্কিণ রাজ্য	১৩,৯৯২	৪০,২০৯
অন্যান্য দেশ	২৪০	৫৫,৭৭০
	১৬,৭০৫	১৮৪,৯৯৫

চামড়া (মেট্রিক টন)

	লবণাক্ত	শুষ্ক
যুক্তরাজ্য	১৫,৩২১	২,৩৫০
বেল্‌জিয়াম	৯,০৫২	৬৮৭
ফ্রান্স	৪৫৩	৮৯১
জার্ম্মাণি	১৩,৩২০	৮৮৩
হল্যাণ্ড	৪,১৫১	১৬৪
ইটালী	৫০৬	৭,৯৪২
মার্কিণ রাজ্য	২৫,৯৯২	৬৬৪
অপরাপর দেশসমূহ	৪৬,৮৭০	৫,৯৫২
	১১৫,৮৮৫	১৪,৫০৩

ফিন্‌ল্যাণ্ডের কৃষিকার্য্য

বিবিধ প্রকার ফসল	মোট ফসল মিলিয়ন কিলো			প্রতি হেক্টারে উৎপন্ন ফসল কিলো			বৃদ্ধি বা হ্রাস ও শতকরা হার + − %
	১৯২১-২৫	১৯২৬-৩০	১৯৩১-৩২	১৯২১-২৫	১৯২৬-৩০	১৯৩০-৩৫	১৯৩১-২৫
রাই	৫০১	৭৫৫·২	৬৮·৪	১,৬৭২	১,৫৩৯	৯,১১১	+২৪·৫%
ওট	২৬৬·৫	৩০২·৭	৩৫২·৩	১,২২৮	১,৩৮৩	১,৫২৮	+২৫·০%
বার্লি	১২৫·৯	১৪৬·০	১৯৯·৪	১,১০২	১,৩০৭	১,৪২১	+২৫·৫%
গম	৫০১·২	৫৮৭·২	৬৭৪·৯	১,৯৭০	১,৯৯০	১,৪৪৪	+২৪·২%
মিশ্রিত শস্য	১২·২	১৪·৬	১৭·৭	১,২৭৩	১,৪৩৯	১,৬৩২	+২৮·০%
মিশ্রিত খড়	১৪৯·০	২,৬৩২·৪	৩,০০৯·৪	২·৬০৭	২,৮৭১	২,৯২৫	+১২·২%
ভাবঘাত খড়	৫৮৮·০	৪১৬·০	২৮০·১	১,৩০০	১,৫৪০	৯২০	−২৯·৪%
আলু	৫৯০·৬	৭৮৯·৪	১,১৪৬·৩	৮,১৯৯	১৪,২৬৫	১৪,১৮০	+৪৯·৭%
মিশ্রণ	২৯৯·৯	৪২১·৮	৭১৭·৪	২০,৬০০	২৬,১২৩	৩০,৮১৫	+৪৯·৭%

আন্তর্জাতিক ইস্পাত ব্যবসার অবস্থা

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে মোট ১২১,৮০০ টন ইস্পাত উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ১৩৫,০০০,০০০ ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছিল। নিম্ন তালিকায় ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশসমূহে ইস্পাত উৎপাদনের বিবরণ প্রদত্ত হইল—

	১৯৩৫	১৯৩৬
যুক্তরাজ্য	৯,৮৫৮,৭০০	১১,৭৮৪,৬০০
বৃটিশসাম্রাজ্য	১২,৫০০,০০০	১৪,৭০০,০০০
মার্কিণ রাজ্য	৩৪,০২২,৫২৪	৪৭,৭৬৭,৮৫৬
রাশিয়া	১২,২০১,০০০	১৬,৩৩৮,২০০
জার্মাণি	১৫,৮৮২,২১৬	১৮,৮৫৪,৯৫১
ফ্রান্স	৬,১৭১,৬৪৩	৬,৬০২,১৫০
বেলজিয়াম	২,৯৭৪,৮০৩	৩,১২৩,৪২৭
পৃথিবীর মোট	৯৭,৮০০,০০	১২১,৮০০,০০০

অষ্ট্রেলিয়ার উৎপন্ন ইস্পাতের বিবরণ দেওয়া গেল না।

ইটালী এবং স্পেন ব্যতীত অপরাপর দেশসমূহে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্ন তালিকায় বিভিন্ন দেশসমূহের ইস্পাত উৎপাদন কার্যের বিবরণ দেওয়া গেল—

	মাসিক গড়পড়তা		
	১৯১৩	১৯৩৬	১৯৩৭
যুক্তরাজ্য	৬৩৮·৬	৯৮৫·১	১,১৭৮·৩ (নবেঃ)
মার্কিণ রাজ্য	২,৬৯৮·৪	৩,৯০৯·৯	২,১৫৩৮ (নবেঃ)
জার্মাণি	১,৪৪৫·৭	১,৫৭১·৫	১,৬৮৩·৮(অক্টোঃ)
ফ্রান্স	৩৮৪·৯	৫৪৯·৭	৬৯২·০
বেলজিয়াম	২০২·৩	২৬৫·৪	৩৪৮·৫
রাশিয়া	৩৬৫·৯	১,৩৪০·৩	১'৫০৩·৯ (নবেঃ)
জাপান		৪১২·১	৪৮১·৭ (জুন)
ইটালী		১৮৬·০	১৬৭·১(অক্টোঃ)
চেকোস্লোভাকিয়া		১২৭·৯	২০৫·৭
পোল্যাণ্ড		৯০·৮	১৩৪·১ ,,
সুইডেন		৮০·৩	১০০·৪(সেপ্টেঃ)
কানাডা	৮৭·০	৯২·৯	১১৪·৫(অক্টোঃ)
ভারতবর্ষ			৭৮·১ (জুন)
অষ্ট্রেলিয়া			৬৪·৫(অক্টোঃ)

ইকোয়াডোরের বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ইকোয়াডোরের বৈদেশিক বাণিজ্য :—

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর কোয়ার্টারে ইকোয়াডোরের আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের মূল্য যথাক্রমে ৪৭,০৫২,১২৪ সুকেরা এবং ৪০,২২২,৫৬৪ সুকেরা হইয়াছিল। নিম্নোক্ত তালিকায় বিদেশের সহিত ইকোয়াডোরের আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

দেশসমূহ	আমদানি সুকেরা	রপ্তানি সুকেরা
মার্কিণ রাজ্য	১৯,৩০৬,৪৩৬	১৬,০৮৬,৭৭১
জার্মাণি	১১,০৫৩,৬২৫	৪,১৮০,৫৯২
যুক্তরাজ্য	৪,৬২০,৪৭৬	৮৮৬,৮৪৭
আর্জেন্টিনা	১,৯০৭,৩৮৩	৪৯৪,১৫৭
ইটালী	১,৫০৭,১০৯	১,৩৮৭,১৩০
ফ্রান্স	১,২৫৫,৫৮	৬,১১১,৩৯১
বেলজিয়াম	১,০৪১,৫৫২	৩৪৬,২৬১
চেকোস্লোভাকিয়া	৯৬৭,১৭০	২৩৬,৭৯০
হল্যাণ্ড	৮৭৮,৬১৮	১৯২,০৫১
চিলী	৭৩৩,২৭০	১,৬০৪,৭৮৭
ক্যানাডা	৪৩৯,৬৮১	৭,৯১২
সুইডেন	৪০৪,৬৮১	২৬,৯৩৬
সুইট্‌জারল্যাণ্ড	৩৮২,৫৪৮	১৫৭,৪৭৬
কলম্বিয়া	৩৪৭,৯০৩	১২৪,২৭২
জাপান	২৮৮,৫০১	—
বৃটিশভারত	২৪৮,০৪	৪২
নরওয়ে	২২৯,০১৯	১৯,৮০৪
পেরু	২১৪,২৬৩	১,০২৫,৭২৩
ইন্দোনিয়া	১৫৯,৮০২	—
ডেন্‌মার্ক	১৩২,৯৩৬	১০,২০২

দেশসমূহ	আমদানির হুকেয়া	রপ্তানির হুকেয়া
ব্রাজিল	১০৪,৫২৭	১,৪৩৬,৪৭২
স্পেন	১০৪,০১২	৩,০০০
কলাম্বিয়া	৬৫,০৪৩	৫৫১,৮৪৩
পেরু ও	৩৮,২৩৮	১৩৩,৫২৩
পানামা	১৩,৬১১	২৬৩,৭৩৫
উরুগুয়ে	—	৩,৭১০,২৭০

ডমিনিক্যান্ রিপাব্লিকের রপ্তানি

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৫,১৮২,৫১৪, ডলার মূল্যের ৬৩৩,৫৬৪ টনের তুলনায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ১৮,১২৮, ৭০২ ডলার মূল্যের ৬১৭,৮৫৪ মেট্রিক টন ওজনের পণ্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের প্রধান প্রধান পণ্য রপ্তানির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

পণ্যদ্রব্য	১৯৩৭ পরিমাণ টন	১৯৩৭ মূল্য মার্কিণ ডলার	১৯৩৬ পরিমাণ টন	১৯৩৬ মূল্য মার্কিণ ডলার
কাঁচা চিনি	৪২৮,০৬২	১০,৬৮০,৮৩২	৪৩৩,০২৩	৮,৫০৯,১৭৭
কোকো	১২,৬১৬	২,৫২৩,৭৪৩	১৮,১৫১	১,৬০৫,১৪৩
কফি	১১,০১৪	১,৭৬৩,৪৮৪	১৪,৫৫৭	২,০১৮,০৭৫
গুড়	১০০,৩৯১	৮৪৪,২৮১	১১২,৪৬৭	৯৮৪,৩৩৯
তুলা	১৪,১৭১	৩১৯,৩৩৫	১৬,০২৬	৩০৮,৩৯৬
পালো ও বালি	৩,০৫৯	১৯৬,৬১৩	৬১৬	৩৬,৩৮৯
সুরঞ্জিত পত্র	৯০৭	১২৪,৬৫৪	৮৭০	১২১,৯৯৩
তামাক পাতা	৩,১৪৯	১৭৩,৩২২	৪,৭৯৩	১৯৯,৩৩০

কেনিয়া এবং উগাণ্ডার ব্যবসা

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কেনিয়া ও উগাণ্ডার বাৎসরিক ট্রেড্ রিপোর্ট অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ রপ্তানি পণ্যের মূল্য ৯,৬৫৬,৭৯১ পাউণ্ড হইয়াছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে রপ্তানি পণ্যের মূল্য ৮,৩৫৪,৭৭৪ পাউণ্ড হইয়াছিল। বৈদেশিক রপ্তানি পণ্যের মূল্য ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১২, ২৪১ পাউণ্ড হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ৩৮০,৪১০ পাউণ্ড হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু পুনঃরপ্তানির মূল্য ,১৯১,১২৪ পাউণ্ড হইতে ১,৪৯৫,৯৪৮ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি াইয়াছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১০,৩১০,৩৭৬ পাউণ্ডের লনায় আলোচ্যবর্ষে রপ্তানি পণ্যের মূল্য মোট ১,৮৯১,৯০৮ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ৩,৫৪৩,৫৬৫ পাউণ্ড মূল্যের পণ্য আমদানি হইয়াছিল। হাতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের তুলনায় আমদানি পণ্যের মূল্য ,৮৭২,৭৮১ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ইটালীর বৈদেশিক বাণিজ্য

নিম্নে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ইটালীর আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসার বিবরণ দেওয়া গেল :—

(হাজার লীরা হিসাবে)

	আমদানি	রপ্তানি	ব্যালেন্স
১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের			
মাসিক গড়	১,১৫৩	৮৬৯	—২৮৪
মার্চ্চ, ১৯৩৭	১,০৮২	৮৩৬	—২৪৬
ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮	৯৯৮	৮৭৯	—১১৯
মার্চ্চ, ১৯৩৮	১,০১৪	৮০৮	—২০৯

পূর্ব্বোক্ত তালিকায় ইটালীর কলনি এবং অধিকৃত দেশসমূহের বাণিজ্য ইটালীর বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। নিম্ন তালিকায় ইটালীর কলনি এবং অধিকৃত দেশসমূহ সহ ইটালীর বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

(মিলিয়ন লীরা হিসাবে)

	আমদানি	রপ্তানি	ব্যালেন্স
১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে			
মাসিক গড়পড়তা	১,১২৪	৬৪৪	−৪৭০
মার্চ, ১৯৩৭	১,০৬৪	৫২৬	−৪৬৮
ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮	৯৭৯	৬৪৯	−৩৩০
মার্চ, ১৯৩৮	৯৯৩	৬৫০	−৩৪৩

নিম্নে প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যের পরিবর্ত্তনের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

(মিলিয়ন লীরা হিসাবে)

	মাসিক গড় ১৯৩৭	মার্চ ১৯৩৭	ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮	মার্চ ১৯৩৮
কাঁচা মাল	৫১৬	৪২৪	৪৭৬	৫১১
অর্দ্ধনির্ম্মিত পণ্য	২৪০	২১৪	২৬৩	৩২৩
নির্ম্মিত পণ্য	১৫৭	১২৩	১৪৪	১৫৯
জীবন্ত পশু	২৪০	৩২১	১১৫	১১১

ইটালির বৈদেশিক বাণিজ্য

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের সহিত বর্ত্তমান বর্ষের প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যের মূল্যের বৃদ্ধির অথবা হ্রাসের তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

(মিলিয়ন লীরা হিসাবে)

	মার্চ ১৯৩৭	মার্চ ১৯৩৮	বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (−)
কাঁচাতুলা	৮০	৯২	+১২
ঝরণা	১২৩	১৭১	+৪১
খনিজ তৈল	৫৫	৬৮	+১৩
যন্ত্রপাতি	৪০	৫৮	+১৮
কাঁচা পশম ও পশুর লোম	৩৫	৪৪	+৯
তৈলের বীজ	৪১	৩২	−৯
লোহ ও ইস্পাত	২৪	৩৭	+১৩
টুকরা লোহ	১৬	১৫	−১
কাষ্ঠ	২২	১৯	−৩
তাম্র টুকরা	৩৫	২৭	−৮
সেলুলোজ	২২	৪৭	+২৫
কাঁচি	২০	১৬	−৪
রবার ও গাটাপরচা	২১	১৩	−৮
মদ্য	১৯	১১	−৮
কাঁচা চামড়া	৩০	৩৩	+৩
কাঁচা পাট	৮	৯	+১
তৈল ও চর্ব্বি	২৪	২৭	+৩

নিম্ন তালিকায় রপ্তানি পণ্যের তারতম্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

(মিলিয়ন লীরা হিসাবে)

	মাসিক গড়পড়তা ১৯৩৭	মার্চ ১৯৩৭	ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮	মার্চ ১৯৩৮
কাঁচা মাল	৮১	৮৪	৭৯	৭৮
অর্দ্ধ-নির্ম্মিত পণ্য	১৬৬	১৪৯	১৭২	১৬৭
নির্ম্মিত দ্রব্য	৩৬৫	৩৪২	৩৪৬	২৯৪
জীবন্ত পশু	২৫৭	২৪৯	২৭২	২৭৪

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৮ ও ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের মূল্যের তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

(মিলিয়ন লীরা হিসাবে)

	মার্চ ১৯৩৭	মার্চ ১৯৩৮	বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (−)
তুলা নির্ম্মিত পণ্য :—			
খুচরা দ্রব্য			
সূতা			
অপরাপর			
কৃত্রিম সূতা :—			
কাঁচা সূতা			
নির্ম্মিত সূতা			
সিল্ক থ্রেড			
পশম নির্ম্মিত পণ্য			
যান ও উহার অংশ			

বয়লাতি	২০	২৭	+৭	মার্কিণ রাজ্য	৯৫	১২১	+২৭
শুষ্ক ফল	২৩	২১	−২	অষ্ট্রিয়া	৪৭	৩৬	−১১
কাঁচা শণ	২৬	৩৪	+৮	রুমানিয়া	১৭	২৩	+৬
চাউল	২১	১৮	−৩	হাঙ্গারী	৩৯	১৯	−২০
অমিত অয়েল	১৮	১৬	−২	আর্জেন্টিনা	১৩১	২৭	−১০৪
শালকার	৭	১১	+৪	ফ্রান্স	৩১	১৯	−১২

নিম্ন তালিকায় দেশবিদেশে ইটালী হইতে আমদানি পণ্যের তারতম্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	মার্চ্চ ১৯৩৬	মার্চ্চ ১৯৩৮	বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (−)
আর্থাণি			+৫৮
সুইটজারল্যাণ্ড	২১	২৫	+৪
যুক্তরাজ্য	২৯	৭৩	+৪৪
ভারতবর্ষ	৪৪	৩৩	−১১
চেকোশ্লোভাকিয়া	২১	২২	+১
তুরস্ক	৮	২৮	+২০
ইটালীয় উপনিবেশসমূহ	১৮	২১	+৩

চেকোশ্লোভাকিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ও উক্ত বর্ষের জানুয়ারী-মার্চ্চ মাসে দেশবিদেশে চেকোশ্লোভাকিয়ার আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	মার্চ্চ, ১৯৩৮		জানুয়ারী-মার্চ্চ, ১৯৩৮	
	আমদানি	রপ্তানি	আমদানি	রপ্তানি
	হাজার ক্রোউন হিসাবে		হাজার ক্রোউন হিসাবে	
আর্থাণি	১২৯,৯০৪	১৪৪,৪১৪	৩৭৫,৬১৬	৪৫৮,০২৫
অষ্ট্রিয়া	৩৫,০৬৪	৭৪,১২৭	৯৪,৮৭১	১৯০,৮০০
পোলাণ্ড	২০,২৪৮	২০,০০৬	৫৯,৬৫৫	৫৩,৩২৮
হাঙ্গেরী	২২,৫৫২	১৮,৯৮৭	৫৩,০১৩	৬২,৪৬৫
রুমানিয়া	৪১,৪৮১	৪৫,২৬২	১০৭,১৪০	১০৬,৫৭৯
যুগোশ্লাভিয়া	১৭,৫৫৫	৪১,৮৭৬	৫৪,৩৩৩	১২৫,২৮৪
বেলজিয়াম্	২১,৮১৩	২৪,১৩৬	৫৫,৬১৯	৬৪,৮৮৯
যুক্তরাজ্য	৪২,২৯৭	৯৭,৮০০	১০২,১৬৩	২৬১,১১৮
ফ্রান্স	৩৬,৬৪০	২৬,৫২৫	১০২,৫৪৬	৭৮,৬৪৫
ইটালী	২২,১১৬	৩১,২১৯	৫৯,৫৪৪	১০০,৩২৯
নেদারল্যাণ্ডস	৩১,৪২৯	৪৪,৬৫২	৭৫,৭৭৯	১০৯,১১৫
সুইটজারল্যাণ্ড	২৯,৪১৪	৪০,৭৫৮	৭১,৫৫১	৯৮,৫৫৯
নরওয়ে	৬,৪৮৫	১৬,০৮৮	২২,৫২০	৩৮,৬৮০
সুইডেন	২৮,৬৬৪	৩০,০২৫	৭৯,৮২৭	৮৪,৭৮১
গ্রীস	৫,৫০৫	২,৫০১	৫৬,৭৯৯	৫,৫০৯

	মার্চ, ১৯৩৮		জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৩৮	
	আমদানি	রপ্তানি	আমদানি	রপ্তানি
	হাজার ক্রোউনহিসাবে		হাজার ক্রোউন হিসাবে	
সোভিয়েট ইউনিয়ন	২,৮৬৪	৬,৪১৭		৪৯,১৬৬
তুরস্ক	১০,৭১৬	২৭,৯০৭		১০৩,৯৮১
চীন	২,৭১১	৩২,৭৩৯		১২২,৪৪৪
বৃটিশ ভারত	২০,২৮৮	১০,১১৬		৩৩,২৪৭
ডাচ্ ইণ্ডিজ	১৯,৪৯৮	৪,৫৬৮		১৪,৫১৪
মিশর	১৬,৪২৪	৭,২৬৮		১৮,৪৭৫
দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন	৬,৩৫৪	১১,৪২৬		৩৩,১০২
বৃটিশ ইকোয়েটরিয়াল্ অয়েষ্ট আফ্রিকা	৮,১৩৭	৯৪৯	২৮,৮৩১	৩,২৭১
মার্কিণ রাজ্য	৭৩,০৩২	৬১,৮০৩	২৩৮,৮৯৫	২০০,১৩০
আর্জেন্টিনা	২৩,৮২৬	১২,৯৬৭	৪২,২৩০	৪৬,৬৬৮
ব্রাজিল	৭,০৩৫	৮,৮৮২	২১,০৮১	২৭,২৯৯
অষ্ট্রেলিয়ার গণতন্ত্র	১১,৪১০	৬,২২৮	৩০,১৭৩	১৮,১১১

পোলাণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পোলাণ্ডে ১০৯,০৯০,০০০ জিলোটি মূল্যের পণ্য আমদানি এবং ৮৪,৭০৩,০০০ জিলোটি মূল্যের পণ্য রপ্তানি হইয়াছিল। ইহাতে ২৪,৩৮৭,০০০ জিলোটির প্রতিকূল ব্যালেন্স ছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের তুলনায় আমদানি পণ্যের মূল্য ২৭,৪৭৯,০০০ জিলোটি বেশী এবং রপ্তানি পণ্যের মূল্য ৭,৪৭৩,০০০ জিলোটি ন্যূন ছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম দুই মাসে মোট আমদানি পণ্যের মূল্য ২১২,৪৪৩ জিলোটি ও মোট রপ্তানি পণ্যের মূল্য ১৭৬,২১১,০০০ জিলোটি ছিল। ইহাতে ৩৬,২৩২,০০০ জিলোটি মূল্যের প্রতিকূল ব্যালেন্স ছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মোট আমদানি পণ্যের মূল্য ১৭২,২৬৭,০০০ জিলোটি ও রপ্তানি পণ্যের মূল্য ১৯০,৬৩৬,০০০ জিলোটি ছিল।

ফ্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে আমদানি পণ্যের মূল্য ৩,৫২৮ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক ছিল। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের তুলনায় ৭৬০ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ ১৭·৭ পারসেণ্ট ন্যূন ছিল। আলোচ্য মাসে রপ্তানি পণ্যের মূল্য ২,২৩১ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক ছিল। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের তুলনায় ৮৮ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ ৩৮ পারসেণ্ট ন্যূন ছিল।

আলোচ্য বর্ষের প্রথম তিন মাসে মোট আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের মূল্য যথাক্রমে ১১,৭০৮ এবং ৭,০০২ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক হইয়াছিল। রপ্তানি পণ্যের মূল্যের তুলনায় আমদানি পণ্যের মূল্য ৪,৭০৬ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক হইয়াছিল। তন্মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য পণ্যের মূল্য ৩,৩০৭ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক ও কলোনিয়াল বাণিজ্য পণ্যের মূল্য ১,০৯৯ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক হইয়াছিল।

পরলোকে বৃটেনিয়া বিস্কুট কোম্পানীর ডিরেক্টর মিঃ এন্ সি,গুপ্ত

বৃটেনিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড্এর ডিরেক্টর মিঃ নলিনচন্দ্র গুপ্ত বিগত ১২ই মার্চ্চ রাঁচিতে হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডক্টর নিমচাঁদ গুপ্ত তৎকালে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন মিঃ গুপ্ত কলিকাতা হাইকোর্টে এটর্নিরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তিনি একজন বিখ্যাত শিল্প ব্যবসায়ী ছিলেন এবং বিস্কুট শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য যথেষ্ট টাকা খাটাইয়াছিলেন। মেসার্স ডি এস ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোং নামক সুবিখ্যাত বিস্কুট ফ্যাক্টরীতে তিনি বিশেষ অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এই কোম্পানীর নাম বৃটেনিয়া বিস্কুট কোং লিমিটেডে পরিণত করিয়াছিলেন। তদবধি ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ইহার সেক্রেটারী ছিলেন। অধিকন্তু ইহার সংস্থাপন কাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি ইহার ডিরেক্টর ছিলেন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের ৭ তারিখে তিনি অল্প কালের জন্য রাঁচিতে স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছিলেন। মৃত্যুর পরে মোটর গাড়ীযোগে তাঁহার শব কলিকাতায় আনীত হইয়া নিমতলা ঘাটে দাহ করা হইয়াছিল।

ভলকার্ট ব্রাদার্স হইতে মিঃ পি অটোর অবসর গ্রহণ

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মার্চ্চ মিঃ পি অটো বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ ভলকার্ট ব্রাদার্স হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি উক্ত কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি নেপল্‌সের সন্নিকটে সেলার্নোতে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি উক্ত অঞ্চলের সুইস উপনিবেশে একটি প্রাইভেট স্কুলে শৈশবে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি বার্গডর্ফ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য গমন করিয়াছিলেন।

১৮৯৯-১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আশেপাশে বয়নশিল্প দ্রুত সম্প্রসারণ লাভ করিলে পর তিনি শৈশবকালে নূতন নূতন বয়নযন্ত্রপাতির সংস্থাপন দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে ইঞ্জিনীয়ার হইবার প্রবল বাসনা জন্মে। তিনি "ফক্তিরিয়া ফ্রাটিতে" ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষানবিশ হইয়া প্রবিষ্ট হন। তথায় তিনি ফাউণ্ড্রি টার্নিং ফিটিং এবং বয়লার মেকিং শিক্ষা করিয়াছিলেন। এপ্রেন্টিসশিপ সমাপনান্তে মিঃ অটো বার্গডর্ফের টেক্‌নিক্যাল কলেজে যোগদান করেন। তথায় তিনি মেকানিক্যাল্ এবং ইলেকট্রিক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা লাভ করিয়াছিলেন। ডিপ্লোমা লাভের পর তিনি পুনরায় ফ্রাটেজি সেলার্নোস্থিত স্পিনিং মিলে ছয় মাসের জন্য এপ্রেন্টিস খাটিয়াছিলেন। জার্ম্মাণিস্থিত কটবিনজিন টেকনিক্যাল কলেজে এক বৎসর কাল বয়ন শিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন। তথায় তিনি স্পিনিং টেক্‌নলজিতে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে মিঃ অটো ইংল্যাণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। তথায় ল্যাঙ্কেশায়ারস্থিত ওল্ডহামে প্রাট ব্রাদার্স লিমিটেডে এক বৎসর কাজ করিয়া তিনি তাঁহার টেক্‌নিক্যাল বিষয় লাভ করিয়াছিলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে গোখ্‌লে বিল্‌এ বৈদ্যুতিক শক্তি লাগাইবার জন্য মিঃ অটো ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইয়োরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তখন তিনি ভল্‌কার্ট ইউনাইটেড প্রেস কোম্পানী লিমিটেডে এসিষ্টাণ্ট সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আসিবার সময়ে যুদ্ধ বাধিলে তিনি সুইটজারল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এন্‌স্বাডিনে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। আট মাস কাল সৈন্যবিভাগে কার্য্য করিবার পর তিনি মুক্ত হইয়ে বোম্বেস্থিত ভলকার্ট ব্রাদার্সের আফিসে যোগদান করিবার জন্য ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ভল্‌কার্ট ইউনাইটেড প্রেস কোম্পানীর সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্টে বদলি হন। কয়েক বৎসর পরে তিনি এই ডিপার্টমেণ্টের প্রধান অফিসারের পদে উন্নীত হন।

তিনি অতি অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার ভদ্র ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। বোম্বে সেণ্ট্রাল ষ্টেশনস্থিত ভলকার্ট ব্রাদার্সের ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের ভারতীয় কর্ম্মচারিগণ মিঃ এবং মিসেস্ অটোকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

কুরুবার সম্প্রদায়

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ৩ লক্ষের অধিক কুরুবার সম্প্রদায়ের লোক আছে। তাহাদের প্রধান পেশা কম্বল বুনা এবং মেষ পালন করা। ভট্টর নঞ্জন গৌড়ের নেতৃত্বাধীনে ইহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করে একটি বৈঠক বসিয়াছিল। এই বৈঠক উপলক্ষে প্রদর্শনীতে বিবিধ প্রকার হস্ত-নির্ম্মিত পশমের কাপড় সজ্জিত করা হইয়াছিল। সভাপতির অভিমত এই যে, পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত উন্নত প্রণালী অবলম্বনে মেষ-উৎপাদন ব্যবসা লাভজনক হইতে পারে। এই ব্যবসার উন্নতিকল্পে সভাপতি মহাশয় একটি মেষ-উৎপাদন ষ্টেশন সংস্থাপনের সুপারিশ করিয়াছেন।

কোয়েম্বাটুরে শ্রমিক কল্যাণ সভা

কাপড়ের কলের অনেক মালিক ও সমাজ সেবায় উৎসাহী নাগরিকবৃন্দ কাপড় নির্ম্মাণ ব্যবসায় নিযুক্ত শ্রমিকদের কল্যাণার্থ বিবিধ প্রশ্নের আলোচনাকল্পে কোয়েম্বাটুরে সমবেত হন। সভাপতি মিঃ ঐ সি উডহাউস সি আই ই কর্ম্মনিয়োগ কর্ত্তা এবং শ্রমিকদের মধ্যে সৌহার্দ্দ সংস্থাপনকল্পে মাঙ্গলিক সমিতি সংস্থাপন করিবার আবশ্যকতা ব্যক্ত করেন। এই সমিতি শ্রমিকদিগকে মদের দোকান হইতে অপসারিত করিবে। অতঃপর ইহাও আলোচিত হইয়াছিল যে, সমস্ত মিলগুলি একত্রে মাঙ্গলিক সমিতি গঠন করিবে কি স্বতন্ত্র সমিতি গঠন করিবে। মিলের একজন মালিক প্রস্তাব করেন যে, 'মিল ওনার্স এসোসিয়েশন মেবার ইউনিয়নের প্রতিনিধি কয়েকজন সাধারণ নাগরিক এবং কয়েকজন অফিসার নিয়া মাঙ্গলিক সঙ্ঘ সংগঠন করা উচিত। এই সমিতি মিলের কার্য্য পরিদর্শন করিবে। বহু আলোচনার পর কোয়েম্বাটুরে শ্রমিকদের সামাজিক উন্নতি কল্পে পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি সংগঠিত হইয়াছিল।

মিঃ সি জি কুপারের অবসর গ্রহণ

৩০ বৎসর ভারতবর্ষে অবস্থানের পর মেসার্স বেরী অ্যাণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং রেসিডেন্ট পার্টনার মিঃ সি জি কুপার অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড, মার্কিণরাজ্য এবং কানাডা প্রভৃতি দেশে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ১৯শে জানুয়ারী সমুদ্র যাত্রা করিয়াছেন।

মিঃ কুপারকে সম্প্রতি বেঙ্গল ক্লাবের তোজে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তিনি বাংলার আইন সভার মেম্বর ছিলেন। তিনি পুলিসের সুহৃদ ছিলেন। তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ হইলে তিনি তীব্র

প্রতিবাদ করিতেন। তিনি মিঃ আশ্বট্রুথের সহিত হাসপাতাল ও নার্সের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। তিনি গভর্ণমেণ্টকেও বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ট্রেনিং প্রাপ্ত নার্স হাসপাতালের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। তিনি আইন সভার ডেপুটি লিডার এবং সেক্রেটারী ছিলেন। আইন সভার সদস্য থাকা কালীন তাঁহাকে বিবিধ প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

মিঃ কুপার একজন ভাল খেলোয়ার ছিলেন। তিনি লোথিয়ান্ কমিটি এবং বেঙ্গল ক্রাণ্ডাইজ কমিটিতে ইয়োরোপীয় দলের স্বার্থসংরক্ষণকল্পে তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি "পেপার চেজ" ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং দি রয়েল ক্যাল্‌কাটা টার্ফ ক্লাবের সদস্য ছিলেন। তিনি বিগত মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের "রাইফেল ব্রিগেডে" যোগদান করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন।

বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সংবাদ

পৃথিবীর শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ ও মুখ্য দ্রব্যের পুঁজি

রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে মার্চ্চ মাসের যে সংখ্যা-সমাচার প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে শিল্প-উৎপাদনের মোট পরিমাণ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা শতকরা ৭ ভাগ, এমন কি ১৯২৯ অপেক্ষাও শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সোভিয়েট রাশিয়া হইতে কোনও তথ্য পাওয়া যায় নাই বলিয়া আলোচ্য হিসাবে সে দেশকে ধরা হয় নাই।

শুধু ইয়োরোপের কথা ধরিলে শিল্প-উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৬ ও ১৯২৯ সন অপেক্ষা শতকরা প্রায় ৯ ভাগ বাড়িয়াছে। উত্তর আমেরিকাতে উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শতকরা ৯২ ভাগ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

১৯৩৭এর তৃতীয় তিন মাসের তুলনায় শেষ তিন মাসের মধ্যে শিল্প-উৎপাদনের পরিমাণ কিন্তু শতকরা ১০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। আমেরিকাতে শিল্প-উৎপাদনের মন্দা ঘটাতেই এই কমতি হইয়াছে। আসলে আলোচ্য বর্ষের শেষ তিন মাসের মধ্যে আমেরিকাতে শিল্প-উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ১৯ ভাগ কমিয়া যায়। তবে পৃথকভাবে ধরিলে, শেষ তিন মাসে ইয়োরোপে শিল্প-উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, বলিতে হইবে।

বিভিন্ন দেশের জাতীয় সূচক সংখ্যা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বেশীর ভাগ দেশেই শিল্প উৎপন্নতা যার-পর-নাই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের পরিমাণ অপেক্ষা আলোচ্য বর্ষে বেশী উৎপাদন হইয়াছে জাপানে শতকরা ৬০, ল্যাট্‌ভিয়াতে ৫৬, ফিন্‌ল্যাণ্ড ও সুইডেনে ৪৯, এস্থোনিয়াতে ৩৯, ডেন্‌মার্কে ৩৪, চিলিতে ৩১, নরওয়েতে ২৮, যুক্তরাজ্যে ২৪, আর্জ্জাণ্টিনে ১৭ এবং অষ্ট্রিয়াতে ৬।

গ্রীস ও হাঙ্গারী সম্বন্ধে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ৯ মাসের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের সমতা অপেক্ষা গ্রীসে শতকরা ৪৯ এবং হাঙ্গারীতে ৩৮ ভাগ শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্যানাডা ও ইটালীতে শিল্প-উৎপাদনের পরিমাণ উক্ত সমতায় পৌঁছিয়াছে, কিন্তু এখনও কয়েকটি দেশে শিল্প-উৎপাদনের পরিমাণ ১৯২৯ এর সমতা অপেক্ষা কম রহিয়াছে। যেমন চেকোস্লোভাকিয়াতে শতকরা ৪ আমেরিকাতে ৮, নেদারল্যাণ্ডসে ৯, পোল্যাণ্ডে ১৫ এবং ফ্রান্সে ১৭। অতঃপর ১৯৩৮ জানুয়ারী মাসে শিল্প-উৎপাদনের পরিমাণ পোল্যাণ্ডে সামান্য বৃদ্ধি পাইলেও আর প্রায় সমস্ত দেশেই হ্রাস কমিতে সুরু করিয়াছে, না হয় স্থায়ু হইয়া রহিয়াছে।

উপস্থিত পৃথিবীর মুখ্য দ্রব্যের পুঁজি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ১৯২৯ জুনের তুলনায় ১৯৩৭ জুন পৃথিবীতে মুখ্য দ্রব্যের পুঁজি শতকরা প্রায় ১০ ভাগ পর্য্যন্ত কমিয়া গিয়া পুনরায় ১৯৩৭ এর দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রমশিল্পে ব্যবহারোপযোগী কাঁচা মালের পুঁজিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাড়িয়াছে।

অপর খাদ্য দ্রব্যের পুঁজি কিন্তু ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা শতকরা ১০ ভাগ কম রহিয়াছে।

গত বার মাসের যে হিসাব সঙ্কলিত হইয়াছে তাহাতে প্রমাণিত হয়, ধন্তার পুঁজি প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে এবং তাম্র শতকরা ৫০, দস্তা ৩২, তুলা ও রাবার ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। টিনের পুঁজিতে হ্রাস বৃদ্ধি কিছু হয় নাই। কিন্তু ১৯৩৯ এর তুলনায় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে সীসার পুঁজি শতকরা ১৪ এবং কাঁচা রেশম ১০ ভাগ কমিয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কোকোর পুঁজিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে—শতকরা ৩৮ ভাগ। ইহাছাড়া চিনি শতকরা ১৩, তুলা ৮, গম ৫-৬ ভাগ বাড়িয়াছে। কিন্তু পুঁজি কমিয়াছে যাই. শস্তের শতকরা ৩-৪, চা ৭, কফি ১১ এবং বার্লি ২০ ভাগ।

২। বিশ্ববাণিজ্যের চলতি অবস্থা

রাষ্ট্রসঙ্ঘ-সঙ্কলিত সংখ্যা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৩৭ ডিসেম্বরের তুলনায় ১৯৩৮ জানুয়ারী স্বর্ণ মূল্য হিসাবে বিশ্ববাণিজ্যের দর শতকরা ১১·২ ভাগ কম ছিল। এই কমতি কিন্তু খুব বেশী বলিতে হইবে, কেননা ইহার পূর্ব্বেকার বিগত তিন বৎসরের সংখ্যা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উক্ত তিন বৎসর ধরিয়া ডিসেম্বর অপেক্ষা জানুয়ারী মাসে বিশ্ববাণিজ্যের দর শতকরা ৬ ভাগের বেশী কমে নাই।

আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান, যুক্তরাজ্য, বেল্‌জিয়াম্ ও সুইডেনের আমদানি এবং আর্জ্জাণ্টি, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যাণ্ডস্, সুইডেন, জাপান, আর্জেন্টিনা ও ভারতবর্ষের রপ্তানির পরিমাণে রক্ষণের হওয়ার দরুণই বিশ্ববাণিজ্যের দরে এই কমতি ঘটিয়াছে।

সঙ্কলিত সংখ্যা হইতে আরও প্রকাশ যে, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে নির্ম্মাণ-তৎপরতায় সামঞ্জস্য ছিল না। যেসকল দেশে নির্ম্মাণ-তৎপরতার পরিমাণ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দেই ১৯২৯ এর সমতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে সে দেশগুলিতে নির্ম্মাণ তৎপরতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শতকরা হিসাবে নির্ম্মাণ তৎপরতা বাড়িয়াছিল ফিন্‌ল্যাণ্ডে ৩৮, আর্জেন্টিনায় ৩৩, কলাম্বিয়া ও উরুগুয়েতে প্রায় ৩২, চিলিতে ১৭, দক্ষিণ আফ্রিকাতে ৬, আর্ম্মাণিতে ৫ এবং হাঙ্গারীতে ½ ভাগ। নির্ম্মাণ তৎপরতা কিন্তু বিশেষ ভাবে কমিয়াছিল যুক্তরাজ্যে শতকরা ৫ এবং সুইডেনে ৭ ভাগ।

যে দেশগুলিতে নির্ম্মাণ-তৎপরতা এখনও ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের সমতার বহু নিম্নে রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে নির্ম্মাণ-তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে সুইটজারল্যাণ্ডে শতকরা ১০০, ডেনমার্কে ৫২ এবং নিউজিল্যাণ্ডে ৩২ ভাগ। ইহা ছাড়া নির্ম্মাণ তৎপরতা বাড়িয়াছে আমেরিকাতে শতকরা ৯ এবং অষ্ট্রেলিয়াতে ৮ ভাগ। নির্ম্মাণ-তৎপরতা কমিয়াছে ইটালীতে শতকরা ৪ বেল্‌জিয়ামে ৭·৫ এবং ফ্রান্সে ১২ ভাগ।

নির্ম্মাণ-তৎপরতা খুব বেশী পরিমাণে কমিয়াছে পোল্যাণ্ডে শতকরা ২৫ ও প্যালেষ্টাইনে ২৮ ভাগ। এই প্রসঙ্গে বলা কর্ত্তব্য যে, এই দুইটী দেশের নির্ম্মাণ-তৎপরতা এত কম যে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের সমতার সহিত তাহার মোটেই তুলনা করা চলে না।

টাটা কোম্পানীর ১৯৩৭-৩৮ সনের বাৎসরিক রিপোর্ট

টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানীর ১৯৩৭-৩৮ সনের বার্ষিক রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, এই বৎসর কোম্পানীর কার্য্যের ফলাফল খুবই সন্তোষজনক এবং যথেষ্ট পরিমাণে লভ্যাংশও দেখা যায়। এই লভ্যাংশ কোম্পানীর অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে এবং কর্ম্মচারীদের বাৎসরিক বোনাস দেওয়া হইবে। চলতি বৎসরে কোম্পানীর দ্রব্যের মূল্য যাহা আদায় হইয়াছে তাহাই এই লাভের প্রধান কারণ।

যদিও পৃথিবীর সর্ব্বত্রই লৌহের উৎপাদন ও কাটতি ১৯৩৭-৩৮ সনে অত্যধিক বেশী হইয়াছিল এবং প্রায় সকল প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলিতে লৌহের উৎপাদন

ও কাটতি বাড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু একমাত্র ভারতে ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ন্যায় একই অবস্থায় থাকে।

কোম্পানীর প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :- কোক্ ৮৯৯,০০০ টন, পিগ আয়রণ ৯২১,০০০ টন এবং ষ্টীল ইনগটস ৮৯৯,০০০ টন। এই সংখ্যা হইতে বুঝা যায় যে, গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। পিগ আয়রণের উৎপাদন গত বৎসরের তুলনায় সর্ব্বাধিক বেশী হইয়াছে এবং বিক্রয় উপযোগী ইস্পাতের উৎপাদন কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে।

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, ৫০০ নূতন বাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। সহরের জল নিকাশের ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারীগুলি লোকের খুবই উপকার সাধন করিয়াছে। কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা বর্ত্তমানে ৫৬টি।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানে মার্কিণ রমণী

ডক্টর শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম এ, ইডি, ডি, (ক্যালিফোর্নিয়া), অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রঃ—মার্কিণে স্ত্রীলোকেরা জীবিকার্জ্জনের উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ কি কি চাকুরী করিয়া থাকে?

উঃ—কৃষিকার্য্য, পশুপালন, শিল্প, ট্রান্সপোর্ট, ব্যবসা-বাণিজ্য, জনসাধারণের সেবাকার্য্য, উচ্চাঙ্গের পেশা, গৃহস্থালীর কার্য্য এবং কেরাণীর কার্য্য করিয়া থাকে।

প্রঃ—মার্কিণে কত সংখ্যক স্ত্রীলোক জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চাকুরী গ্রহণ করিয়া থাকে?

উঃ—১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৮,০৭৫,৭৭২ ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৮,৫৪৯,৪১১ জন রমণী মার্কিণে জীবনযাপনের জন্য চাকুরী করিত।

প্রঃ—তাহাদের মধ্যে কত সংখ্যক স্ত্রীলোক পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন পেশাসমূহে কাজ করিত?

উঃ—নিম্ন তালিকা হইতে বিবিধ চাকুরীতে মার্কিণ স্ত্রীলোক নিয়োগের শতকরা হার জানা যাইবে:—

	১৯১০ শতকরা হার	১৯২০ শতকরা হার
সমস্ত স্ত্রীলোক	১০০ (৮,০৭৫,৭৭২)	১০০ (৮,৫৪৯,৪১১)
কৃষি, বনবিভাগ ও পশুপালন	১১·৩	৭·৭
শিল্পপ্রতিষ্ঠান	১৮·৫	১৯·৫
ট্রান্সপোর্ট	২·৭	৩·৭
ব্যবসাবাণিজ্য	৪·৭	৫·৭
জনসাধারণের সেবাকার্য্য	৯·১	১১·৯
উচ্চাঙ্গের পেশা	৯·১	১১·৯
গৃহস্থালীর কার্য্য	৩১·৩	২১·৬
কেরাণীর কার্য্য	৭·৩	১৬·৭

প্রঃ—মার্কিণে চাকুরীতে প্রবিষ্ট মহিলাদের মধ্যে কত সংখ্যক বিবাহিতা?

উঃ—ইহাদের মধ্যে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রায় ২,০০০,০০০ জন স্ত্রীলোক বিবাহিতা ছিল। ইহা নিয়োজিত সমগ্র স্ত্রীলোকের পাঁচ ভাগের এক ভাগ হইবে।

:—শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত স্ত্রীলোকদিগকে প্রধানত কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে?

উঃ—প্রথমতঃ অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাগণ, দ্বিতীয়তঃ বয়স্কা বিবাহিতা স্ত্রীলোকগণ। অধিকন্তু শেষোক্তদের সন্তানসন্ততিও আছে।

প্রঃ—মার্কিণী স্ত্রীলোকগণ কখন সর্ব্বপ্রথমে জীবিকা-র্জ্জনের জন্য বিবিধ প্রকার চাকুরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল?

উঃ—মার্কিণরাজ্যে ইয়োরোপীয়দের বসতি সংস্থাপনের যুগে।

প্রঃ—তাহারা দৈনিক কত ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকে?

উঃ—৮ ঘণ্টা।

প্রঃ—তারা কি পুরুষ শ্রমিকদের ন্যায় একই পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে?

উঃ—না। পুরুষদের তুলনায় অল্প বেতন পাইয়া থাকে। তবে তাহাদিগকে পুরুষদের ন্যায় কঠোর কাজ দেওয়া হয় না।

প্রঃ—স্ত্রী ও পুরুষদের মধ্যে পারিশ্রমিকের তারতম্য কি উচ্চ ধরণের পেশাসমূহেও পরিলক্ষিত হয় ?

উঃ—হাঁ। স্কুলের চাকুরীতেও স্ত্রী এবং পুরুষের মাহিনার পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রঃ—স্ত্রীলোকদের বিবিধ প্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কঠোর পরিশ্রমের দরুণ স্বাস্থ্যহানি ঘটে না কি ?

উঃ—হাঁ ঘটিয়া থাকে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্ক ষ্টেটে এই বিষয়ে গবেষণার ফলে দেখা গেল যে, পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীলোকেরা অনেক বেশী ব্যাধিতে ভুগিতেছে। প্রত্যেক ১০০০এর মধ্যে ১৫৪ জন স্ত্রীলোক এবং প্রত্যেক ১০০০এর মধ্যে ১১১ জন পুরুষ শ্রমিক পীড়িত।

প্রঃ—তদ্দরুণ প্রতি শ্রমিকের কতদিন কার্য্যের দিন নষ্ট হইয়া থাকে ?

উঃ—স্ত্রীলোক প্রতি ১·৬ দিন এবং পুরুষ প্রতি ·৯ দিন কার্য্যের সময় নষ্ট হইয়া থাকে।

প্রঃ—স্ত্রী শ্রমিকদের কষ্ট দূরীকরণার্থ মার্কিণে কোন আন্দোলন হয় নাই কি ?

উঃ—হাঁ হইয়াছে। তাহাদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য বিবিধ আইন পাশ হইয়াছে। তাহাদের দৈনিক কার্য্যের সময় ৮ ঘণ্টা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কার্য্যের সময় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কি কি চাকুরী তাহারা করিতে পারিবে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেসকল পেশা স্ত্রীলোকদের স্বাস্থ্যের ও নৈতিকচরিত্রের হানি ঘটাইতে পারে তাহা আইন দ্বারা নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রঃ—এই আইনের বিরুদ্ধে মার্কিণী স্ত্রী শ্রমিকগণ কোন প্রতিবাদ করে নাই কি ?

উঃ—হাঁ করিয়াছিল।

প্রঃ—সর্ব্বশ্রেণীর স্ত্রীলোকগণই কি এই সংরক্ষণ আইনের প্রতিবাদ করিয়াছিল ?

উঃ—যে সকল স্ত্রীলোকেরা প্রাপ্তবয়স্কা অথচ পারিবারিক বন্ধনে বিশেষ আবদ্ধ নহে, তাহারাই ইহার প্রতিবাদ চালাইয়াছিল। তাহারা ষ্টেটের আইন প্রণেতাদিগের নিকট শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষদের ন্যায় বিবিধ প্রকার চাকুরীতে প্রবিষ্ট হইবার সমান অধিকার দিবার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের জন্য দাবি করিয়াছিল।

তাহারা আন্দোলন চালাইবার উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল উইমেন পার্টিতে যোগদান করিয়া এই চেষ্টা চালাইতেছিল যে, স্ত্রীলোকেরা যে কোন চাকুরীতে অবাধে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। যে সকল পেশা পুরুষদের নিকট উন্মুক্ত স্ত্রীলোকদের নিকটও সেগুলি উন্মুক্ত থাকিবে। স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয় শ্রেণীর শ্রমিকদের কার্য্য করিবার সময়, সর্ত্ত ও পারিশ্রমিক একই হইবে। ইহাতে কোন প্রকার তারতম্য থাকিবে না। স্ত্রীলোকদের স্বার্থ সংরক্ষণ আইন মানবজাতির দুঃখদৈন্য, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পেশাজনিত দুঃখকষ্ট, পারিবারিক অশান্তি ও শ্রমিকদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি না ঘটাইয়া শুধু স্ত্রীলোকদের স্বার্থহানি ঘটাইয়া থাকে। এই যুক্তিতর্ক দর্শাইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ এই আইনের প্রতিবাদ করিয়াছিল।

প্রঃ—এই আন্দোলনের কি হইল ?

উঃ—কিছুই হয় নাই।

প্রঃ—বিবাহিত স্ত্রীলোকগণ জীবিকার্জ্জনের জন্য দিনের বেলায় কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলে তাহাদের অনুপস্থিতিতে ঘরে কে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে ?

উঃ—স্ত্রীর অনুপস্থিতে বেকার স্বামী শিশুর যত্ন নিয়া থাকে। অধিকন্তু বৃদ্ধা আত্মীয়স্বজনও দিনের বেলায় রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করিয়া থাকে। কেহ কেহ তাহাদের শিশুদিগকে নার্সারি স্কুলে পাঠাইয়া দেয়। মার্কিণরাজ্যে শিশুদের লালনপালনের জন্য নার্সারি স্কুল আছে। ইহাতে সুশিক্ষিতা

নার্স থাকে। তাহারা শিশুদের যত্ন নিয়া থাকে ও স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ৪।৫ বৎসরের বালকবালিকাদের তত্ত্বাবধানের জন্য কিণ্ডারগার্টেন স্কুল আছে। কাজেই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বা শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্ত্রীলোকদের অর্থোপার্জ্জনের পথে অন্তরায় হয় না।

প্রঃ—মার্কিণ রমণীগণ সপ্তাহে কতদিন কাজ করিয়া থাকে?

উঃ—ছয় দিন।

প্রঃ—তাহারা কি প্রত্যেক রবিবারেই ছুটি পাইয়া থাকে?

উঃ—ইহা কর্ম্মনিয়োগকর্ত্তাদের উপর নির্ভর করে। যেসকল স্ত্রীলোক ব্যাঙ্ক কোম্পানী বা ফ্যাক্টরীর অফিসে কেরাণীগিরি করে তাহারা প্রতি রবিবারেই ছুটি পাইয়া থাকে। আর যাহারা হোটেলে বা শাকসব্জীর দোকানে কাজ করে তাহারা সপ্তাহে একদিন মাত্র ছুটি পাইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ রবিবার ছুটি পায়, আবার কেহ বা অন্য যে কোন দিন ছুটি পাইয়া থাকে।

প্রঃ—মার্কিণ রমণীগণ ছুটির দিনে কিভাবে সময় কর্ত্তন করে?

উঃ—ছুটির দিনে তাহারা আমোদ আহ্লাদে সময় কর্ত্তন করে। কেহ মোটরযোগে পিক্‌নিক্ করিতে বাহির হয়। কেহ রঙ্গালয়ে যায়। কেহ বন্ধুর সহিত বেড়াইতে যায়। যাহারা রবিবারে ছুটি পায় তাহাদের মধ্যে অনেকে বাড়ীতে সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তবে যাহারা রবিবারে ছুটি পায় তাহারাই ছুটি উপভোগ করিতে পারে বেশী। অন্যান্য দিন ছুটি পাইলে বন্ধু বান্ধবের অভাবে হয় ঘরে একাকী বসিয়া থাকিতে হয়, নচেৎ রাস্তায় ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করিতে হয়।

প্রঃ—মার্কিণে যে সকল স্ত্রীলোক উচ্চাঙ্গের বা নিম্নস্তরের বিবিধপ্রকার পেশা দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে, তাহাদের মধ্যে কি সামাজিক বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়?

উঃ—হাঁ। আমাদের ন্যায় তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ না থাকিলেও তাহাদের মধ্যে বেশ-কিছু সামাজিক তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ধনাঢ্য শ্বেতাঙ্গদের সমাজ মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ অথবা শ্রমিক শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গদের সমাজ হইতে স্বতন্ত্র। উচ্চতর সমাজের লোক নিম্নতর শ্রেণীর লোকদিগকে হেয় চক্ষে দেখিয়া থাকে। তবে ঘৃণা করে না। নিগ্রো এবং প্রাচ্যদেশীয়দিগকেই তাহারা ঘৃণা করিয়া থাকে।

প্রঃ—শ্রমিক শ্রেণীর নাগরিকবৃন্দ কি ধনাঢ্য অথবা মধ্যবিত্তদের মধ্যে বসবাস করে না?

উঃ—না। শ্রমিকেরা সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে বাস করে না। তাহারা স্বতন্ত্র কোয়ার্টারে বসবাস করে। তবে মধ্যে মধ্যে অবস্থাপন্ন শ্রমিক ধনাঢ্য অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাগরিকদের কোয়ার্টারে সুন্দর আবাসে বসবাস করিয়া থাকে।

:—শ্রমিকদের ঘরবাড়ী কি পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর গৃহ হইতে হেয়।

উঃ—হাঁ। ইহাদের ঘরের চেহারা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। তবে তাহাদের আয় এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের মাপকাঠি আমাদের দেশের সচ্ছল মধ্যবিত্তদের তুলনায়ও বেশ উচ্চ। ইহাদের আয় আমাদের দেশের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আয়ের অনুরূপ হইবে। ইহাদের কুটীর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। ঘরের মেঝেয় গালিচা পাতা থাকে এবং জানালায় পরিষ্কার কাপড়ের পর্দ্দা থাকে। ঘরে টেলিফোন ও রেডিও থাকে। আমাদের দেশে কলিকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় নগরেও ঘরে ঘরে টেলিফোন ও রেডিও নাই। আমাদের দেশে এই দুইটি জিনিষ আভিজাত্যের পরিচায়ক। মার্কিণ দেশে টেলিফোন ও রেডিও নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু। অধিকন্তু শ্রমিকদের মোটর গাড়ীও থাকে। মার্কিণ দেশে প্রত্যেক চারিজন নাগরিকের মধ্যে

একজনের মোটর গাড়ী আছে। অর্থাৎ শতকরা ২৫ জনের মোটর গাড়ী আছে।

প্রঃ—মার্কিণে স্ত্রীলোক বা পুরুষ শ্রমিকেরা কাজ করিবার সময় দুর্ঘটনায় আহত হইলে ক্ষতিপূরণ পাইয়া থাকে কি?

উঃ—হাঁ। কোম্পানী বা ফ্যাক্টরীর কাজ করিবার সময় আহত হইলে ক্ষতিপূরণ পাইয়া থাকে ও বিনা পয়সায় চিকিৎসিত হইয়া থাকে। তা ছাড়া মার্কিণে প্রত্যেক শ্রমিকের জীবন বীমা আছে।

প্রঃ—কর্ম্মকর্ত্তারা অন্যায়ভাবে কোন শ্রমিককে কার্য্য হইতে জবাব দিলে প্রতীকারের জন্যও শ্রমিকদের কোন সঙ্ঘ আছে কি?

উঃ—হাঁ, আছে। অন্যায়ভাবে স্ত্রী বা পুরুষ শ্রমিক কর্ম্মচ্যুত হইলে শ্রমিকসঙ্ঘ ইহার প্রতীকার করিয়া থাকে। প্রত্যেক কোম্পানী বা ফ্যাক্টরীতে শ্রমিক সঙ্ঘ আছে।

প্রঃ—শ্রমিকদের চাকুরী দিবার জন্য কোন এমপ্লয়মেণ্ট বিউরো আছে কি?

উঃ—হাঁ, আছে। সরকারী এমপ্লয়মেণ্ট বিউরো আছে। শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য শ্রমিক কমিশনার আছে।

প্রঃ—মার্কিণের স্ত্রী শ্রমিকদের শিল্পশিক্ষা বা বিভিন্ন শিক্ষার জন্য কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে কি?

উঃ—না। তাহারা পুরুষ শ্রমিকদের সঙ্গে একই ভকেশনাল বা টেক্‌নিক্যাল্ স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। তাহারা পুরুষ শ্রমিকদের সঙ্গে নৈশবিদ্যালয়, কন্টিনিউয়েশন স্কুল, পার্ট টাইম কো-অপারেটিভ স্কুল ও অল্ ডে স্কুলে বিবিধ প্রকার পেশা শিক্ষা করিয়া থাকে। মোট কথা আমাদের দেশের তুলনায় মার্কিণে স্ত্রী বা পুরুষ শ্রমিকদের পেশা শিক্ষার সুযোগসুবিধা ঢের বেশী।

"দি বৃটিশ ট্রেড্ জ্যারনাল্ অ্যাণ্ড এক্সপোর্ট ওয়ার্ল্ড"

(মার্চ্চ, ১৯৩৮)

দেশান্তরগমন এবং ব্যবসাবাণিজ্য।
সমালোচনা।
ব্যাঙ্ক ও টাকাকড়ি।
নিউজিল্যাণ্ডের দ্রুত সংপ্রসারণ।
আর্থাণির আর্থিক অবস্থা।
টারিফ এবং কোটা।
জানুয়ারী মাসে রপ্তানির বৃদ্ধি।
প্রদর্শনীর সংপ্রসারণ।
নূতন যন্ত্রপাতি।

"বোর্ড অব ট্রেড্ জ্যারনাল্"

(১৭ মার্চ্চ, ১৯৩৮)

১। ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটেনের বৈদেশিক বাণিজ্য।

২। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাগরিকবৃন্দের বিভিন্ন দেশে গমন ও বিদেশ হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যে আগমন।

৩। যুক্তরাজ্যে কয়লা উত্তোলন এবং কর্ম্মে নিয়োগ।

৪। কেনিয়া এবং উগাণ্ডায় ব্যবসার অবস্থা।

৫। বৃটিশ ভারতে আবহাওয়া এবং ফসল।

৬। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফরাসী ইন্দোচীনের প্রধান প্রধান পণ্য রপ্তানি।

৭। জানুয়ারী মাসে মিসরের আমদানি ও রপ্তানি।

"ওরিয়েণ্টাল ইকনমিষ্ট"

(ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮)

১। মাসিক পর্য্যালোচনা।

২। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুকুওর বৈদেশিক বাণিজ্য।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ৬৩৮,১৯০,০০০ মাঞ্চুকুও ইয়েন মূল্যের পণ্য বিদেশে রপ্তানি ও ৮৮১,১৯০,০০০ মাঞ্চুকুও ইয়েন মূল্যের পণ্য মাঞ্চুকুওতে আমদানি হইয়াছিল। মোট ১,৫১৯,৩৮০,০০০ মাঞ্চুকুও ইয়েন মূল্যের আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা হইয়াছিল। রপ্তানির তুলনায় আমদানি পণ্যের মূল্য ২৪৩ মিলিয়ন মাঞ্চুকুও ইয়েন বেশী হইয়াছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের তুলনায় রপ্তানি পণ্যের মূল্য ৩৫,৪৩০,০০০ (৫·৬%) মাঞ্চুকুও ইয়েন এবং আমদানি পণ্যের মূল্য ১৮৯,৩০০,০০০ (২৭%) মাঞ্চুকুও ইয়েন হইয়াছিল। নিম্নোক্ত তালিকায় ১৯৩৭ এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মাঞ্চুকুওর বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

	১৯৩৭
রপ্তানি	৬৩৮,১৯০
আমদানি	৮৮১,১৯০
মোট	১,৫১৯,৩৮০
অতিরিক্ত আমদানি	২৪৩,০০০

মাঞ্চুকুওর কৃষি-সম্পদ্

নিম্ন তালিকায় মাঞ্চুকুওর প্রধান প্রধান কৃষিদ্রব্যের উৎপন্নের মূল্য ও কৃষকদের প্রাপ্তির মূল্য প্রদত্ত হইল :—

	উৎপন্ন ইয়েন	প্রাপ্তি ইয়েন
সোয়াবিন	২৭৩,০০০,০০০	২২৪,৩৩৭,৭৪০
ধান	৪৮,৫৭১,২৮০	৩৪,২২৯,০৫০
গম	১১৫,৬৩০,০০০	৯২,৫০৪,০০০
বার্লি	১২,৯৯১,২০০	৯,০৭২,৮৮০
ওট	৩,২৫৭,১০০	২,২৮৪,৮৭০
কাভিন	২৬৬,৫০১,৪০০	৮৮,৩৫০,৪২০
বীজ	১৮২,৮০৫,০০০	৬৭,৮০৬,২০০
তুলা	১২৮,৮৭৭,০০০	৪৩,১৩১,৯০০
আলু	১১,৯৫৫,৯৮৫	৪,৫০২,৩২৪
তুলা	১৯,১৪৫,০০০	১৭,২৩০,৩৬০
তামাক পাতা	৯,৭১৪,৬৬০	৪,৭১৯,৬৬০
বিট্	১৭৭,০০০	১৬৮,১৫০
ক্যাষ্টর	৪,৬৫০,০০০	৪,৬০৪,২৪০
তিসি বা মসীনার		
গাছ	৮০৬,৫২০	৮০৬,৫২০
কিনাফ্	১৫৯,৩২৯	১৫৯,৩২০
আলফালফা	৬৬,৫০০	৫৩,২০০
মোট	১,০৮২,৫৭৮,৬৬৫	৫৯৪,৬৬০,৯২০

"দি কমার্শ্যাল বুলেটিন"

(এপ্রিল, ১৯৩৮)

১। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যুক্তরাজ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য।

২। যুক্তরাজ্যের পণ্য রপ্তানি।

৩। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ব্যবসার বন্টন।

৪। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন।

৫। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য।

৬। খনিজ তৈল।

"রিপোর্ট অন্ ইকনমিক অ্যাণ্ড কমার্শ্যাল্ কণ্ডিশন ইন্ ডেনমার্ক"

(ডিসেম্বর, ১৯৩৭)

১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে জাতীয় আয় ও ব্যয়।

কৃষি শুল্ক।

ব্যবসা বাণিজ্য।

বৈদেশিক বাণিজ্য।

১। "মে কুক্ : প্রাইভেট্ ব্যাঙ্কার" ; হেন্‌রিএটা এম্ লারসন্ ; কেম্ব্রিজ ; হারভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ; ১৯৩৬ ; পৃঃ ৪১২ ; মূল্য ৪ ডলার।

২। "পাব্লিক ফিনান্স" ; (জনসাধারণের অর্থ) ; ক্লাইড্ এল্ কিং ; নিউইয়র্ক ; ম্যাক্‌মিলান্ কোম্পানী ; ১৯৩৬ ; পৃঃ ৬০২ ; মূল্য ৩ ডলার ৭৫ সেন্ট।

৩। "লেবার ইন্ জাপান" (জাপানে শ্রমিক) ; ই, এস্, বোগারডাস ; ইউনিভার্সিটি অব সাদার্ণ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস ; সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ৬৭-৭১।

৪। "ষ্টুডেন্টস অ্যাণ্ড অকুপেশন্স" (ছাত্র এবং পেশা) ; ই, জী, উইলিয়ামসন ; নিউইয়র্ক ; হেনরী হোল্ট অ্যাণ্ড কোং ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ৪৩৭।

৫। "চাইল্ড ওয়েলফেয়ার লেজিসলেশন" (শিশু মঙ্গল আইন ১৯৩৬) ; ওয়াশিংটন, ইউ, এস্, চিল্ড্রেন্স বিউরো ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ৩৫।

৬। "ফার্ম ফিনান্সিং ইন্ টেনিসি" ; চার্লস, ই, এল্‌রেড এবং অপরাপর ; ১৯৩৬ ; পৃঃ ৩১।

৭। "আস্‌পেক্টস অব এ চেঞ্জিং সোস্যাল ষ্ট্রাক্চার" (সামাজিক ভিত্তির রূপান্তর) ; স্যার পার্সি এল্‌ডেন ; লণ্ডন ; জর্জ এলেন অ্যাণ্ড আন্‌উইন লিঃ ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ১৯০।

৮। "দি ফরমেশন অব্ দি নিউ ইংল্যাণ্ড রেলরোড সিষ্টেমস্" জি, পি, বেকার ; কেম্ব্রিজ : হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ২৮৩ ; মূল্য ৩ ডলার ৫০ সেন্ট।

৯। "ফ্রেক ইন্দো-চায়না" ডি, টম্পসন ; নিউ ইয়র্ক : ম্যাক্‌মিলান্ ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ৪১৭ ; মূল্য ৫ ডলার।

১০। "দি প্লাউ অ্যাণ্ড দি সোর্ড" (লাঙ্গল এবং অস্ত্রশস্ত্র ; সি, টি, সিট্।

১১। "দি ইকনমিক পলিসি অব ফ্রান্স" (ফ্রান্সের আর্থিক নীতি) ; জি, পিল্ ; লণ্ডন : ম্যাকমিলান ; মূল্য ৮ শিলিং ৬ পেন্স।

১২। "আওয়ার ইকনমিক ওয়ার্ল্ড" (আমাদের আর্থিক দুনিয়া) ; ডি, ও, কিলম্যান্ ; নিউ ইয়র্ক : ক্রোয়েল্ ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ৫৮৪ ; মূল্য ৩ ডলার ৫০ সেন্ট।

১৩। "এ হিষ্টরী অব্ দি বিজনেসম্যান্" (ব্যবসায়ী লোকদের ইতিহাস) ; এম্, বিয়ার্ড ; নিউইয়র্ক ; ম্যাকমিলান ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ৭৭৯ ; মূল্য ৫ ডলার।

১৪। "এ ফিনান্সাল হিষ্টরী অব্ মেইনি" (মেইনির আর্থিক ইতিহাস) ; জি, ওয়েট, ব্রেড ইউজিন ; নিউ ইয়র্ক : কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ২৩৫ ; মূল্য ৩ ডলার ২৫ সেন্ট।

দি মেকিং অব্ মস্কো ; ই, ডি, সাইমন্ এবং অন্যান্য ; লণ্ডন লংম্যানস্ গ্রীন ; ১৯৩৭ ; ২৪৩ ; ৭ শিলিং ৬ পেন্স।

মস্কো-গঠন নামক বইটি চারিজন লেখক কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। লেখকেরা হইতেছেন সার আরনেষ্ট এবং লেডী সাইমন, অধ্যাপক জিউকেস এবং ডাঃ রবসন। ইহারা সকলেই রুশ ভাষায় অনভিজ্ঞ এবং ইহার পূর্ব্বে কেহই রুশিয়া সম্বন্ধে পড়াশুনা করেন নাই। ইহাদের লেখার মধ্যে সঠিক মতের চাইতে অনুমানই বেশী। মতগুলি বৃটেনের সহিত তুলনামূলকভাবে উক্ত পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। রুশিয়ানদের মত অনুযায়ী কিংবা রুশিয়ানদের ধারণার দিক্ হইতে সমস্ত বিষয়টী দেখিতে চেষ্টা করা হয় নাই। লেখকদের যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তিনি সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। ডাঃ রবসন শাসন-সংক্রান্ত বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অধ্যাপক জিউকেস্ শিল্প এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। লেডী সাইমন শিক্ষা সম্বন্ধে এবং সার আরনেষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন এবং সহর গঠন সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান উক্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ইহাদের মতে মস্কো পুনর্গঠন করিবার জন্য যে দশ বৎসরের প্লান করা হইয়াছে তাহা প্রশংসার্হ। অনুসন্ধান-কারীরা দুইটী বিরুদ্ধ মতের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন। একদিকে নূতন ব্যবস্থার উন্মাদনা তাঁহাদের যথেষ্ট উৎসাহিত করে ; এবং অন্যদিকে নিজেদের বদ্ধমূল সংস্কার এই যে, এই ব্যবস্থা ভ্রম-প্রমাদ পূর্ণ এবং গ্রেট বৃটেনে ইহা চলিতে পারে না। এই দুইটী বিরুদ্ধ মতবাদের সংঘর্ষ লেখার মধ্যে দেখা যায়। ডাঃ রবসন ব্যবস্থাগুলির প্রশংসা করিলেও দমনমূলক নীতি সমর্থন করিতে পারেন নাই। লেডী সাইমন শিশু-শিক্ষার প্রশংসা করিলেও মনে করেন যে, এই শিক্ষা কেবল প্রচারমূলক। সার আরনেষ্ট নূতন ব্যবস্থায় স্থান হিসাবে লোকসংখ্যা নিরূপণ করিয়া সহর গঠন প্রণালীর ভিতর যথেষ্ট নূতনত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন এবং মনে করেন যে, এই ব্যবস্থায় রুশিয়া অন্যান্য দেশের সমস্যার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

কো-অর্ডিনেশন অ্যাণ্ড প্লানিং ইন্ দি লোকাল অথরিটি; এইচ, আর পেজ ; (ম্যানচেষ্টার ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯৩৬ ; ৪২৭ ; মূল্য ১২ শিলিং ৬ পেন্স)।

এই পুস্তকে গ্যাস ও ইলেক্ট্রিক কোম্পানীর মধ্যে কিরূপে সহযোগিতা চলিতে পারে এবং কোথায় কোথায় বৈষম্য আছে সেবিষয়ে লিখিত হইয়াছে। মিঃ পেজ ম্যান-চেষ্টার সহরের কোষাধ্যক্ষের অফিসের একজন সভ্য। তিনি যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়াছেন। ম্যানচেষ্টার সহরের বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পরের সহযোগিতা সম্বন্ধে বারমিংহাম ও সালফোর্ড ইত্যাদি সহরের সহিত তুলনামূলকভাবে লেখা হইয়াছে। তিনি তিনটী বিষয়ের উপর জোর দিয়াছেন। ১৯২৯ হইতে সহযোগিতার জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহার এবং ১৯৩০ সনের অর্থনৈতিক কমিটির বিষয়ে তিনি সম্যকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন বিষয়ে কিরূপ ভাবে সহযোগিতা করা যায় সে সম্বন্ধে লেখক অবহিত হইয়াছেন। বইখানি শাসন ব্যবস্থার জন্য লিখিত হইলেও ইহাতে অর্থশাস্ত্রীদেরও প্রচুর চিন্তার বিষয় আছে।

রেট পেয়ারস্ মানি ; এ কলিন্স ; লণ্ডন ; এলেন ও আনউইন ; ১৯৩৬ ; ১৯১ ; ৫ শিলিং।

এই বইখানির লেখক মিঃ কলিনস্। তিনি অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে একজন ক্ষমতাবান লেখক। যদিও মিঃ পেথ বেলফাষ্ট সহযোগিতার উন্নতি সম্বন্ধে অনেকবার মিঃ কলিন্সের মতামত উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইলেও এ কথা বলিতেই হইবে যে, মিঃ কলিন্স দুইদিক্ সামলাইয়া মতামত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এই বইতে তিনি কয়েক জনের মতের অনুযায়ী স্থানীয় শাসন সম্বন্ধে একটি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৩৬ সনের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহার পূর্ব্ব কালীন সমস্ত বিবরণ সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। মোটের উপর অর্থশাস্ত্রীদের গবেষণামূলক চিন্তার বিশেষ খোরাক এই বইটীতে পাওয়া যায় না।

প্রস্পেক্ট অব্ বি কিপিং ইন ইন্‌ডিয়া; ভূপেন এপিয়ারি; আলমোরা, ইউ পি; মূল্য আট আনা।

উপরিউক্ত পুস্তকে লেখক ভূপেন এপিয়ারি ভারতে মৌমাছির চাষের সুবিধা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি আমেরিকায় মৌমাছির চাষে কিরূপ লাভ হয় সে বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন। লেখকের মত এই যে, শিক্ষিত বেকার যুবকদল যদি এই ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে তাহা হইলে বেকার সমস্যার কিছু সমাধান হইতে পারে। লেখকের কথায় যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ধরা যায় যে, দুইটি মৌমাছির চাক রাখিলে তাহা হইতে ৮০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত মধু পাওয়া যায়, তাহা হইলেও একটি লোকের বৎসরে ২৫ টাকার উপর আয় হয় না। বৎসরে ২৫ টাকা আয়ে লেখক কিরূপ ভাবে বেকার-সমস্যার সমাধান করিবেন তাহা আবার আর একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার উপর মধু খুচরা যেরূপ দরে বিক্রয় হয় তাহাতে দেখা যায় যে, ৪ আনা পাউণ্ডের বেশী দর উঠিবে না। ঐ দিক্ দিয়া দেখিলেও লেখক কিরূপ ভাবে ৮ আনা পাউণ্ডে মধু বিক্রয় করিতে পারেন তাহাও সন্দেহের বিষয় থাকিয়া যায়। যাহা হউক বেশী কিছু টাকা লইয়া এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে যে বেশ কিছু লাভ করা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং এই নূতন বিষয়টির দিকে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য লেখক ধন্যবাদার্হ।

গ্রাম্য অর্থ-নীতি বা গেঁও কড়ির হিসাব

"এক্কুড় কাক্কুড় দুক্কুড় নেবু
কড়া চার-চার সাম।
কুড়ি কড়ায় কুড়ি ফল
বলে গেছে রাম॥"

"কড়া-কড়ির কাল"কে গ্রাম্য অর্থনীতির আদিকাল ধরে আসরে নামতে হল। যেননা তার আগেকার খবর শোনা কথা, প্রত্যক্ষ ব্যাপার নয়। বাল্য-কালে কড়ি কৌচার টেপে বেঁধে আমি অনেক বার হাটে গিয়েছি, কড়ির বিনিময়ে হাট-বাজার করাটা আমার প্রত্যক্ষ ব্যাপার। পাড়াগাঁয়ের হাটে যখন কড়ির প্রচলন ছিল, সেই কালে আমি সশরীরে ধরাধামে বর্ত্তমান ছিলাম। এখন আমার বয়স ৬৭ বৎসর, কাজেই আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহায়তায় "কড়ি হতে টাকা"র খবরটি বিশেষরূপে দিতে পারব। উপরে যে একটি শুভকরের আর্য্যা তুলে দিয়েছি, ইহা বর্ত্তমানের হিসাবী লোকের পরীক্ষার জন্য নয়, কড়ির আমলের পরিচয় দিবার জন্য। তখন টাকা জিনিষটা গাওয়াল গাঁয়ে অদৃশ্য ছিল। তখনকার কালের পণ্ডিত বাস্ত-ভিটা খুড়তে খুড়তে এখন ভাঁড়-ভরা কড়ি পাওয়া যায়। তখনকার কালে 'কড়ি' ছিল সাধারণ গৃহীর মূল্যবান ধনসম্পদ্। প্রাচীন সভ্যতাদের অঙ্গার-স্তূপের মধ্যে পেয়েছি দস্তা ও কাঁসার কঙ্কণ। তখন ভদ্রলোকের গৃহিণীরা উক্ত প্রকার ধাতব অলঙ্কার পরে সমাজে গৌরবান্বিতা হতেন। এখনকার কালের সহিত তুলনা করে দেখলে সভ্যতার মান নির্দ্দেশ হতে পারবে। ধন সম্বন্ধে বাঙ্গালী কত উঁচুতে উঠেছে!

ষোড়শ খৃষ্টাব্দের কবিকঙ্কণচণ্ডীতে সদাগরের স্ত্রী কড়ির পুটুলি বেঁধে স্বজাতি নিমন্ত্রণের হাট করতে যেত। আমার জন্ম ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে। আমার যখন হাটে যাবার বয়স হয়েছিল, তখন আমিও কৌচার টেপে কড়ি কয়েক কড়া নিয়ে পেতে ভরে হাট করে আনতাম। সে পেতে বয়ে আনতে আমাকে গলদঘর্ম্ম হতে হত। এখন সে কথা বাজারে গিয়ে মনে পড়ে। এক কড়ায় এক 'কালি' কুমড়া, দুকড়ায় অন্ততঃ পক্ষে ৮টা বেগুন। দুকড়ায় দশটা মূলো। দু কড়ায় একটা প্রকাণ্ড লাউ। শাক হাটে বিকাত না, কেহ কিনতও না। মাছ এক আনা হতে দুআনা সের বিকাত। আমাদের মাছের উঠনা (রোজ) ছিল।

পূজার সময় ধোবা পিসী একখানা শাড়ী ও দুটাকা প্রণামী পেতেন। একদিন অন্তর একপোয়া মাছ বারমাস যোগান দিতে হত। গয়লাবাসী প্রতিদিন আধসের দুধ যোগান দিতেন (যখন গাই বিয়োত না) গাই বিয়োলে গাইয়ের দুবোজের দুধ কেটে নিতেন। এই মেহনতের জন্য পূজার সময় একখানা কাপড় ও লাড়ু-মুড়ির সিধা দিতে হত। কায়-কারবারে গয়লা-মাসী আবশ্যক দুধ, দই, ক্ষীর, ছানা যথা মূল্যে দিতেন। অন্য কোন গোয়ালার নিকট লওয়া হত না। কুমার জোঠাই পালপার্ব্বণে হাঁড়ি সরা দিতেন। তামাক মাখা 'ম্যাচ্লা' পৃথক কিনতে হত। আমাদের জন্য পোরের ভাতের' (প্রাতরাশের জন্য) ভাঁড় জোঠাই দিতেন। কায়-কারবারে যত তেউলো, ডিজেল, গরা, মালসা, গামলা, খোলা (মুড়ির চাল নাড়িবার), 'লম্বিসে ডিজেল' লাগত সবই উচিত মূল্যে দিতেন। তখন মাটির ভাওয়াতে ভাজা পীঠে হত। 'আস্কে' তোলা সরা-ঢাকনী, ইঁদুর-সরা ভাঁড় এবং বিবাহের 'আটহাড়ী' সবই জোঠাই দিতেন। ইঁদুর-সরা, আটহাড়ী (ভাঁড়) দাম দিয়ে কিনতে হত না। দু'রকমের 'সিধা' পেতেন। চাল ও জল খাবার মুড়ী, লাড়ু ইত্যাদি। তালের বড়া, সক্চাকলী, ভাজা পীঠে এসব মাটির ভাওয়াতেই হত। লোহার 'তাওয়া' তখন বিশেষ চলিত ছিলনা। সন্দেহে চাকুয়েরা

কেহ কেহ নিয়ে যেতেন। আমার পিতা বয়সার কাটা লোহার ভাওয়া নিয়ে গিয়েছিলেন। ইহাতে অনেকের ফরমাশ মত তাঁহাকে এনে দিতে হয়েছিল। 'বালতী' জিনিষটা তখন ছিলনা। বস্তি বাড়ীতে মাটির গামলায় ভাল ঢালা হত। কাঠের বারকোষে ভাত তরকারী পরিবেশন করা হত। থালার ব্যবহার ছিল। 'পরাত' নামক পিতলের কাপাউচু বড়-থালার চলন তখন হয় নাই। মাছের টক রাখা হত 'ডাবরে'। 'ডাবর' বলতে পানের ডাবরও বুঝায়, কিন্তু সে ডাবর ছিল স্থূল পাথরে নির্ম্মিত। কবিকঙ্কণে যে ডাবরে মাংসের ঝোল রাখবার কথা আছে, উহা পাথরের। ধাতব পানের 'ডাবর' নয়। এখন বাড়ী বাড়ী লোহার কড়া রন্ধন কার্য্যে ব্যবহার হয়, তখন লোহার কড়ার প্রচলন ছিল না। চাদর কাটা লোহার ছোট-বড় 'কড়া' কাহারও কাহারও ঘরে ছিল, উহার ব্যবহার বেশি নাই। শুনেছি ধনীরা ছাদের উপর, ঐ রকমের 'কড়া' রাখতেন। বাড়ীতে ডাকাত পড়লে, ঐ কড়ায় তৈল গরম করে—হাতা দিয়ে, ছাদ হতে ডাকাতদের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হত। আর থাকত লোহার পাই-ফল (তিনটা তীক্ষ্ণ কাঁটা), একদিকে গরম তেল ছিটাত এবং উঠানে, পার্শ্বের গলিতে লোহার পাইফল (পানী ফল) ছড়িয়ে দিয়ে তাহাদের 'পাইতারী' রোধ করা হত।

মনে পড়ে আমিও একবার ডাকাতের মশাল দেখেছিলাম ও তাহাদের 'হু' ধ্বনি শুনেছিলাম। মার কোলে ভয়ে জড় সড় হয়ে চুপ করে বসেছিলাম। বানরের ছানাগুলো যেমন মায়ের পেটের তলায় থাকে, আমিও তেমনি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে মায়ের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ছিলাম। এসব ব্যাপার সেই কড়ির আমলের। আমাদের গাঁয়ের দক্ষিণে বাঁকা নামে এক নদী আছে (কেদারবাহিনী)। সেই নদী পার হয়ে রেলষ্টেশন থেকে গাঁয়ে আসতে হয়। 'কাতলাপাড়ার দেশ' নাম শুনে থাকবেন। সেই দেশে আমাদের বাস ছিল। প্রাতে দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায় পথচলা অসম্ভব ছিল। নদীর ধারে ঠেঙাড়ের খুব ভয় ছিল, তারা ঠেঙিয়ে মানুষ মারত। ঐ ঠেঙাড়েদের ভয় যেখানে যেখানে ছিল, সেই সব স্থানকেই 'কাতলাপাড়ার দেশ' বলত। বর্দ্ধমানের উত্তরে পড়ে (পঞ্চেশ্বরী) নদীর ধারে নরজ-কর্জ্জনা নামে এক 'চটি' (সরাই) ছিল। সেখানে মানুষ মারা হত বলে প্রবাদ আছে।

"যদি পেরুলি নরজা, তবে নেয়ে ধুয়ে ঘর যা।
যদি না পেরুলি নরজা, তবে ধনমুড়ি দিয়ে ঘুম যা॥"

নরজার নিকটে নদীর ধারে একটা মেঠো পুকুর আছে, তার গর্ভে যে কত নরকঙ্কাল আছে বলা যায় না। কড়ির আমলে ঐইরকম ঠেঙাড়ের দারুণ ভয় ছিল। তারা পথিকদিগকে দূর হতে 'পাবড়া' (একহাত লম্বা বাঁশের লাঠি) ছুড়ে পায়ে মারত। পাবড়ার ঘায়ে পথিক পড়ে যেত, তারপর কাতলাপাড়ারা লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়ে মেরে ফেলত। শুনেছি মৃত্যুভয়ে পথিকেরা বলত, 'সবনে"মেরে ফেলিস্ না'। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। কাতলাপাড়ারা মেরে ফেলবেই। তাদের দলপতির সঙ্কেত বাক্য ছিল"কাতলা পড়েছে"। যাহাকে ঠেঙিয়ে মারবে তাহাকে দেখলেই "কাতলা পড়েছে" বলত। যেমন বলা, অমনি কাম। ঠগীরা লোকদের যে গলায় ফাঁস দিয়ে মারত, সেই অপকর্ম্মের ইসারা বাক্য যেমন ছিল, "পাসসাম" ঠেঙাড়েদের তেমনি ছিল "কাতলাপাড়"। এইসকল ভীষণ পাশবিক ব্যাপার সেই কড়ির আমলের। দু এক পণ কড়ি, খুব জোর কয়েক গণ্ডা পয়সার জন্য মাঠে ঠেঙাড়ের হাতে মানুষ মারা যেত। সেকাল সুখের কি দুঃখের ছিল বিচার করে দেখা চলে। ডাকাতি ত চিঠি দিয়েই হত, গোপনে নয়। কড়ির আমলের 'কথাসরিৎসাগর' মোটেই ছোট নয়। যেমন টাকায় এক হতে তিন-চার মণ চাল মিলত ও টাকায় আটসের তেল, আর দুধের পাওয়া ঘি পাওয়া যেত, তেমনি ঠেঙাড়ের ভয়ও পথে-ঘাটে ছিল। বাড়ীতেও ডাকাতের আতঙ্ক ছিল।

কড়ির আমলে আর এক শ্রেণীর মানুষ-মারা ছিল, তারা মাঠের ছোট নদীর মধ্যে বা পথের ধারের মেঠো পুকুরে, 'চাবি'জাল নিয়ে মাছ ধরার অভিনয় করত। পথিক পথশ্রমে নদী বা পুকুরের নিকট উপস্থিত

হয়ে অপরাধের জন্য জলে নামত। অপরাধের সময়, মানুষ-মারারা, 'চাবিজালে' চেপে ধরে তাহার উপর দাঁড়াত। পথিক জলের মধ্যে মরে যেত। কি ভীষণ ব্যাপার। এই রকমে মানুষ মারার কথা শুনেছিলাম কিন্তু কখনও দেখিনি। এখনও মাঠের পুকুরে জল সেঁচে যখন 'চাবিজালে' মাছ ধরে, একাকী সেই পথে যেতে ঐ ব্যাপার দেখলে মনে ভীষণ ভয় হয়। চাবিজালে মানুষ মারা সেই কড়ির আমলে প্রায়ই ঘটত। বর্ত্তমানে সভ্যতার বৃদ্ধিহেতু সেই ডাকাতি, সেই ঠেঙ্গাড়ে সেই চাবিজালে চাপা সমানে প্রকাশ্য দিবালোকে সহরের বক্ষেই অনুষ্ঠিত হয়, তবে উন্নত ও সভ্যতর প্রথায়। এখন কিন্তু কড়ির আমল নাই—আমল পড়েছে নোটের। সেকালের কড়িগুলো এখনকার টাকায় পরিবর্ত্তিত হয়েছে। তখনকার টাকা টাকাই ছিল, এখন টাকা নোট হয়েছে। হাজার টাকার বোঝা ঘাড়ে উঠত, এখন টাকেই চলে নোটরূপে। হাজার হাজার টাকার 'মোটর ডাকাতি' হানেদা হচ্ছে। পদিতে বসে টাকা নোট গুনবার সময় পিস্তলের ঘায়ে মহাজন মরছে। ভদ্রবেশী বর্ব্বরেরা বেমালুম ধনদৌলত নিয়ে চম্পট দিচ্ছে। পথে ঘাটে ডাকাত ধরার ফাঁদ পাতা আছে; কিন্তু কাজের সময় সে ফাঁদে কোন কাজই হয় না।

দেখা যাচ্ছে কড়ির আমলে অসভ্য প্রথায় যে ব্যাপার চলত, নোটের আমলে সভ্যতার আদরে সেই কাজই হচ্ছে। কড়ির মূল্য তখন যাহা ছিল এখন টাকার কদরও তাই আছে। কেবল ভাবান্তর বা রূপান্তর প্রাপ্তি ঘটেছে। কিছুই অদল-বদল হয় নাই। যাহা হয়েছে বলে মনে হয়, সেটির 'আধ্যাত্মিক' ব্যাখ্যাই হয়। এখন যদি ৬৲ টাকা মণ চাল হয়, তখন মণ ।৵০ ছ-আনায় মিলত। এখন আট আনায় সেও এক সের, তখন ছিল আট পয়সা দাম। লোকবৃদ্ধি ও খরচের বাড়তি হয়েছে। তখন খরচ কম ছিল ও দ্রব্য বাড়তি ছিল। কড়ির আমলে চাল কিনে ভাত প্রায় কেহই খেত না। চাল ধান বিনিময়ে তেল, নুণ, কাপড় পেত। সুতরাং পয়সা টাকার দিক্ দিয়ে মূল্য ধরা বড় একটা হত না। পয়সা টাকার কদর বোঝা যেত না। কড়ির আমলে আর বর্ত্তমান নোটের আমলে বিশেষ তারতম্য কি বুঝা যায় না। কড়ির আমলে ছিল অসভ্যতার বহর বেশী, এখন নোটের আমলে সভ্যতার বৈধাই অধিক। এই লম্বা চওড়া মান ধরে বিচার করে দেখা যায় অসভ্য এবং সভ্য জিনিষটারই "কদর"; কড়ি ও টাকা যা ছিল তাই আছে।

কড়ির চলন, কেবল যে এ দেশেই ছিল তা নয়। পৃথিবীর অনেক স্থলেই ছিল। ইহা হতে বোধ হয় দুনিয়ার একালে 'কড়ির যুগ' প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। কড়ির বরাত ভাল, সংস্কৃতে 'সুবর্ণবরাটক' পাওয়া যায়। ইহা কড়ির সম্রাট ছাড়া আর কিছুই নয়। লোকে বলে—

"কড়ি ফটকা চিড়া দই।
কড়ি বিনে বন্ধু কই।"

তখনকার কালে 'কড়ি' ছিল সেরা বন্ধু। এখন 'নোট'ই সেরা বন্ধু। দুই বন্ধুর মান বা কদর সেকালে একালে একই মালুম হচ্ছে। এখনও টাকার সঙ্গে কড়ির 'গাঁটছড়া' বাঁধা ছাড়ে নাই, কথায় কথায় লোকে বলে 'টাকাকড়ি'। কড়ি যে ধন ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কড়ির (রৌপ্য বা স্বর্ণবরাটক) আদর এক রাজার দেশ থেকে অন্য রাজার দেশেও ছিল। নোট কিন্তু ততদূর এগিয়ে উঠতে পারে নি। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনেছি আশীর্ণ সময়ের পর আফ্রিকার আশীর্ণ নোটগুলা চোতা শালপাতার দরেও বিকায় নি। সাম্রাজ্যবাদ হিসাবে সেকালে কড়ির মান ছিল স্বর্ণ রৌপ্যের কোঠায়। কড়ি ক্রমশঃ ধাতব মানে উঠেছে দামড়ি, ছিদাম, ঢেবুয়ার লেজ ধরে। এখন সেই সেকালের ঢেবুয়া, ছিদাম, দামড়ি সভ্যতার নেশায় এদেশে আনি, দুআনি পর্য্যায়ে গড়াগড়ি করছে। এদেশে একালে চামড়ার চাকতি, বা লোহার গোল স্বর্ণমানে দাঁড়াতে চেয়েছিল। সেও এক রকম 'নোট'। কিন্তু তা চলে নাই,—যেহেতু তখন লোকেরা অসভ্য ছিল। এখন সভ্য

হয়েছে চামড়ার চাকতি বা কোন অমূল্য ধাতব চাকতি বর্তমানে হাত বাড়িয়েছে। এর পরে কি?

কড়ির যুগে, গৃহস্থমাত্রেই কড়ির সমাদর করত, এবং বিনিময় ব্যাপারে ইহা ব্যবহার করত। সেকালে কড়ির চাহিদা দু-রকমের ছিল। মোটা কড়িগুলা দ্রব্য বিনিময়ে চলত, এবং একরকম ছোট কড়ি, যাহার নাম ঘিচে কড়ি, সেগুলার ব্যবহার হত চাকশিল্পে। আলনা, ঝালর, ইত্যাদিতে ব্যবহার হত। সে কড়ির নিম্নভাগ সমতল, পীঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুম্ব, দেখতে অনেকটা তেকোণা, বর্ণ হলদে গোছের। এই ঘিচে কড়ির বিনিময় চলত না। তবে কড়ির দ্রব্যমান ছিল পয়সায় এক পণ। ঘিচে কড়ি পণের গণ্ডা ধরে বিক্রয় হত। অন্য এক প্রকার বড় কড়িরও ব্যবহার হত। সেগুলা আমের মত বড়, পীঠের উপর কাল কাল ফোঁটা ও চিত্রিত। এর ব্যবহার কেবল হিন্দুরা "লক্ষ্মীর সাথে" করত। মূল্য এক হতে দু' পয়সা ছিল।

ঊনবিংশশতাব্দীর নবীন সভ্যতা ক্রমে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে পৌঁছালে কড়ির বিনিময়শক্তি কমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চাকশিল্পে ঘিচে কড়ির আদর হ্রাস হয়ে পড়ল। চাকশিল্পে কড়ির গহনা আরও আগে ছিল, মেয়েদের মাথার ঝাঁপা, হার এবং বালা কড়ির হত। এখনও ভরকাওয়ালীরা কড়ির অলঙ্কার পরে সহরে সহরে নাচ-গান করে বেড়ায়। বাংলায় কড়ির গহনা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে উঠেই গিয়েছে। তত্রাচ পূর্ব্ব স্মৃতির খাতিরে, ছোট ছোট ছেলেদের ঘুনসীতে দু-চার কড়া কড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হত, এখনও ক্বচিৎ দেখা যায়। মানবীয় অলঙ্কাররূপে কড়ি অচল হলেও, গরু, ছাগলের গলায় ছোট ঘণ্টা বা ঘুঙুরের সহিত গলায় সাজরূপে চলছে। মধ্যে মধ্যে দেখা যায় গরুকে কড়ির সাথে সাজিয়ে একদল লোক ভিক্ষা করে বেড়ায়। ভদ্র পরিবারেরা এখন শিল্পদ্রব্যে কড়ি প্রায় ব্যবহার করেন না, তত্রাচ শুভবিবাহ উপলক্ষে সিন্দুর পেতের ব্যবহার করেন। এ প্রথাটি কিন্তু অতি প্রাচীন। ইহা হতে পূর্ব্বকালে কড়ির চলনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন স্মৃতি-শাস্ত্রে, প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থায়-কড়ির হিসাবই পাই। সিন্দুর পেতে যে এদেশেই ব্যবহার হত তাহা নয়, আফ্রিকার কোন কোন অসভ্য জাতিদের মধ্যেও বাংলার কড়ির সিন্দুর পেতের ঠিক অনুরূপ পেতেরও এখন ব্যবহার হয়। তাহারা কি এদেশের লোক ছিল, না বণিকেরা ভারত হতে উক্ত পেতে নিয়ে গিয়েছিলেন?

তাপ্রোবেনে (সিংহল) মুক্তা (শঙ্খ, কড়ি?) ভারতের সম্পত্তি ছিল। বাঙ্গালী বণিকেরা সিংহলের পথে কড়ি সংগ্রহ করতেন। কড়ির ব্যবহার সভ্যতার বৃদ্ধিসহ অদৃশ্য হয়েছে। বর্ত্তমানে কড়ি প্রায় পাওয়া যায় না, এখন এক পয়সায় পাঁচ গণ্ডা। শিশু জাত হইবার পরে যে 'ষাটকৌড়ে' উৎসব এখন কুলা বাজিয়ে ছেলেরা করে, সেই সময়ের অনুষ্ঠান-বিশেষে কড়ির ব্যবহার হয়। এখন বলা যেতে পারে কড়ির বিনিময়ে প্রচলন লোপ হওয়াতে এবং কড়ির চাকশিল্প উঠে যাওয়াতে কড়ির ব্যবহার প্রায়ই হয় না। কড়ির ব্যবহারিক দিকটা বন্ধ হওয়ায় কড়ির দাম যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে। দেখা গেল দ্রব্য বিশেষের প্রচলন (ব্যবহার) যতই হ্রাস হতে থাকে ততই উহার মূল্য বৃদ্ধি পায়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে

ডক্টর শ্রীবিনয়কুমার সরকার

নোট-ব্যাঙ্কিং

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে "ফেডারাল রিজার্ভ" প্রথা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ধনবিজ্ঞানসেবী ও ব্যবসায়ী মহলে "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক" কথাটার বেশ-কিছু চলন বাড়িয়াছে। "কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক" কথাটা ততদূর ব্যাপক নয়, আর ইহার প্রয়োগও আরম্ভ হইয়াছে অল্প দিন হইতে। মহাযুদ্ধের পরবর্তী অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় এই কথাটা জন্মলাভ ও রূপগ্রহণ করিয়াছে। বাজারের উঠানামা, আর্থিক সঙ্কট, মুদ্রার স্থিতীকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্তমানে যে ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রাভিগতা বা ঐক্যসাধন এবং কর্জ-নিয়ন্ত্রণ সেই ব্যবস্থারই অন্তর্গত। একালের "সরকারী ব্যাঙ্ক" নামে পরিচিত কতকগুলা প্রতিষ্ঠানকেও রিজার্ভ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নামে অভিহিত করা অনেকটা সার্বজনিক দস্তুর দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এইখানে বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে, বিলাত (১৬৯৪), ফ্রান্স (১৮০০), জার্মাণি (১৮৭৬), জাপান (১৮৮২) এবং ইতালির (১৮৯৩) এই ধরণের সেকেলে ব্যাঙ্কগুলার কোনটাকেই "রিজার্ভ", "কেন্দ্রীয়" বা "সরকারী" বলা হয় না। আপন আপন দেশের নামানুসারেই এইগুলার নামকরণ হইয়াছে। "সরকারী" প্রতিষ্ঠানে হিসাবে এগুলার দৌড় কতটুকু তাহা বুঝিতে হইলে উহাদের ভিতর-বাহির রীতিমত খতাইয়া দেখিতে হইবে। সহজেই প্রশ্ন উঠিবে,—অতীতে এগুলা আপন আপন দেশের রিজার্ভ কেন্দ্রের কাজ করিয়াছিল কি না এবং বর্তমানেই বা এগুলার হালচাল কেমন। এইসব প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে মুদ্রার বাজারে এগুলার কার্যকলাপের ইতিহাস এবং ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের হিসাব আবশ্যক হইবে। কিন্তু একটি বিষয় সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই যে, এগুলা পুরাপুরি ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাঙ্ক। ব্যবসাবাণিজ্যের কর্জ-প্রতিষ্ঠানরূপে নোট ছাপান এবং নোট চালানও এগুলার কারবার এবং একটা বিশেষত্বও বটে। কাগজী মুদ্রা এবং নোট বাহির করার কাজে এগুলা প্রধানভাবে মোতায়েন।

ইতালিতে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলা এমিস্সিয়োনে ব্যাঙ্ক, ফ্রান্সে সিকুর্সালিজ ব্যাঙ্ক এবং জার্মাণিতে নোট-ব্যাঙ্ক রূপে পরিচিত। ইংরেজীতে ইহার প্রতিশব্দ "ইস্যু-ব্যাঙ্ক" হওয়া কর্তব্য।

এই সমস্ত ব্যাঙ্কের উপর দুই ধরণের কাজ ন্যস্ত থাকে। প্রথমতঃ ডিপজিট ও কর্জদাদনের কারবার করিয়া এগুলা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাজও করে। দ্বিতীয়তঃ কাগজের নোট বাহির করাও এগুলার বিশেষ ধান্ধা। ১৮৪৪ সনের ব্যাঙ্ক চার্টার আইনে ব্যাঙ্ক অব্ ইংলাণ্ডকে (১) মামুলি ব্যাঙ্কিং কারবার ও (২) নোট বাহির করা—এই দুই কাজের জন্য দুই স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

এই সমস্ত কর্জ-প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয়, রিজার্ভ, সরকারী বা আধা-সরকারী রূপটা অগ্রাহ্য করা বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাঙ্করূপে যে এগুলা সাধারণ ব্যাঙ্কের কারবারও চালায় তাহা ঘাঁটিয়া দেখাই প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষি, শিল্প বা অন্যান্য শ্রেণীর ব্যাঙ্কিংয়ের মত নোট-ব্যাঙ্কিংয়ের নিজস্ব ঝুঁকি এবং ঐ সমস্ত ঝুঁকি সামলাইবার পন্থা আছে। এখন নূতন রাইখ্স ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সকে ব্যাঙ্ক অব্ ইংলাণ্ডের সহিত তুলনা করিয়া দেখা যাউক। ইহাতে নোট-ব্যাঙ্কিং এবং বাণিজ্যবিষয়ক ব্যাঙ্কিং এই দুমুখো সমস্যা ইস্যু-ব্যাঙ্কগুলার দ্বারা কি ভাবে সমাধান হইতে পারে তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে।

জার্মাণির পাঁচটা নোট-ব্যাঙ্ক

১৮৫১ সনে জার্মাণিতে ১০টা নোট-ব্যাঙ্ক ছিল।

১৮৬০ সনে এই সংখ্যা ৩০ এবং ১৮৭৫ সনে ৩৩-এ পরিণত হয়। এক প্রুশিয়াতেই ব্যাঙ্ক অব্ প্রুশিয়া নামক সরকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া আরও ৮টা নোট-ব্যাঙ্ক ছিল।

১৮৭৫ সনের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে আইন জারি হয়। ব্যাঙ্ক-ব্যবসা ও উহার পরিচালনে সর্বত্র একই ধরণের নিয়ম-কানুন প্রচলন করার ব্যবস্থা করা হয়। জার্মাণ সাম্রাজ্যে সিক্কার ঐক্য-সাধনও ঐ আইনের অন্যতম বাধ্য ছিল।

১৮৭৫ সনের আইনের বলে ৩৩টি ব্যাঙ্ক নোট বাহির করিবার অধিকার লাভ করে। কিন্তু এইগুলার নোট ছাপাইবার মুদ্রণ ৩৮৪ লক্ষ মার্ক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হয়। এই ৩৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাইখ্‌স ব্যাঙ্ককেও ধরা হয়, এবং ইহার নোট বাহির করার দৌড় স্থির করা হয় ২৪ কোটি মার্ক পর্যন্ত। উক্ত আইনে এই ব্যবস্থাও কায়েম করা হয় যে, যদি এই সমস্ত ব্যাঙ্কের কোনোটি কেল মারে বা নোট বাহির করার অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে, তাহা হইলে রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক ঐ কেল-মারা ব্যাঙ্কের সমস্ত অধিকার ভোগ করিবে এবং ঐ ব্যাঙ্ক যে পরিমাণে নোট বাহির করার অধিকারী ছিল রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক সেই পরিমাণে অতিরিক্ত নোট বাহির করিতে পারিবে।

১৯০০ সনে রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক বাদে নোট-ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৭টি। এইগুলার মোট পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ কোটি মার্ক। নোট-ব্যাঙ্কগুলা যেই কারবার গুটাইয়াছে বা অধিকার ত্যাগ করিয়াছে রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক সেই তাহাদের স্থান দখল করিয়া পুঁজির ঘাটতি ও নোট ছাপাইবার ঘাট্‌তি দুই-ই পূরণ করার ব্যবস্থা করিয়াছে।

১৯১৩ সন হইতে জার্মাণিতে নোট-ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল মাত্র পাঁচটি, যথা—(১) ব্যাভেরিয়ার বায়ারিশে নোটেনবাঙ্ক, (২) স্যাক্সনির সেক্‌সিশে বাঙ্ক (৩) ভুর্টেম্বার্গের ভুর্টেম্ব্যার্গিশে নোটেনবাঙ্ক, (৪) বাডেনের বাডিশে নোটেনবাঙ্ক এবং (৫) রাইখ্‌স বাঙ্ক (ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক)। শেষোক্ত ব্যাঙ্কটির প্রধান কার্য্যালয় বার্লিনে অবস্থিত এবং দেশের মধ্যে তখন ইহার শাখা-কার্য্যালয় ৪৮০টা।

১৯১৩ সনে প্রথম চারটি নোট-ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা (মার্কে) নিম্নরূপ ছিল :—

	পুঁজি	নোট	নগদ
বায়ারিশে	৬৬,০৫৫,০০০		৩৯,১৯৭,০০০
সেক্‌সিশে	৩০,০০০,০০০	৪৩,৬৯৭,০০০	৩৪,২৯৩,০০০
ভুর্টেম্ব্যার্গিশে	৯,০০০,০০০	২১,২২৭,০০০	১১,০০০,০০০
বাডিশে	৯,০০০,০০০	১০,৮০৩,০০০	৭,৯১২,০০০

এই চারটি ব্যাঙ্কের নোট নোট ছাপানোর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৬,০০০,০০০ মার্ক।

১৯১৩ সনে রাইখ্‌স বাঙ্কের সর্বোচ্চ নোট প্রচার ২,৫৯৩,৭৪৫,০০০ মার্ক এবং সর্বনিম্ন প্রচার ১,৭১১,৭০০,০০ মার্ক দাঁড়ায়; সুতরাং এই বৎসরের গড় প্রচার ছিল ১,৯৫৮,০০০ মার্কের কাছাকাছি। প্রথম চারিটি নোট ব্যাঙ্কের সমবেত নোট-আরি অপেক্ষা রাইখ্‌স বাঙ্কের নোট নোট প্রচার প্রায় ১৩ গুণ বেশী। প্রাগ্‌যুদ্ধ-যুগে এই অনুপাতই ছিল দস্তুর।

যুদ্ধের পরবর্তী যুগের প্রথম বৎসরে (১৯১৯) পূর্বোক্ত চারটি নোট-ব্যাঙ্কের নোট-আরি নিম্নরূপ দাঁড়ায় :—

বায়ারিশে	১০৩,৮০০,০০০ মার্ক
সেক্‌সিশে	৮৪,৭০০,০০০ মার্ক
ভুর্টেম্ব্যার্গিশে	৩১,৭০০,০০০ মার্ক
বাডিশে	৩৭,৭০০,০০০ মার্ক

সুতরাং মোট প্রচারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৬০,০০০,০০০ মার্ক হইতে প্রায় ২৪৮,০০০,০০০ মার্ক পর্যন্ত। এইগুলির ৬২% বাড়তি মহাযুদ্ধের সময়কার রাইখ্‌স্ বাঙ্কের অতি-বাড়ের তুলনায় কিছুই নয়। ১৯১৯ সনের মাত্র একটা রাইখ্‌স বাঙ্কের নোট প্রচার দাঁড়ায় ৩৫,৬২৮,৩৬৯,০০৯ মার্ক। এই বৎসরের সর্বনিম্ন সীমা ২২,৪০৬,৮৪৪,০০০ মার্ক, এবং বৎসরের গড় ২৭,৯৮৭,৮০৮,০০০ মার্ক। মহাযুদ্ধের পরে কাগজী মুদ্রার যে অতি-প্রচলন দস্তুরে পরিণত হয়, ইহা তাহার পূর্বাভাষরূপে ধরা যাইতে পারে। ১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯১৯ সনের গড় ১৪২৯% বেশী। সুতরাং রাইখ্‌স

ব্যাঙ্কের সহিত অপর চারটি ব্যাঙ্কের অনুপাত ১০৮ : ১। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এই অনুপাত ছিল ১৩ : ১।

আর্থাণ সাম্রাজ্যের নিজস্ব বাজারে এই চারটি ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ছিল না বুঝা যাইতেছে। কিন্তু যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালে কাগজী মুদ্রার অতি-প্রচলন দেখা দেয়। কাজেই ১৯২৪ সনে ব্যাঙ্কসমূহ পুনর্গঠনের সময় এই ব্যাঙ্কগুলির নোট প্রচারের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয় নাই। ১৯২৪ সনের আইনে উক্ত ব্যাঙ্ক চতুষ্টয়কে সর্ব্বোচ্চ সীমায় নিম্নলিখিতরূপ নোট ছাপানোর অধিকার দেওয়া হয় :—

বায়ারিশে	৭০,০০০,০০০ রাইখ্‌স মার্ক
সেক্‌সিশে	৭০,০০০,০০০
ফ্রুটেম্বার্গিশে	২৭,০০০,০০০
বাডিশে	২৭,০০০,০০০

সুতরাং এইগুলার মোট নোট প্রচার ১৯৪,০০০,০০০ রাইখ্‌স মার্কের বেশী হইতে দেওয়া হয় নাই।

ব্যাঙ্কগুলাকে ১৯৩৫ সনের ১লা জানুয়ারি পর্য্যন্ত এই অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া হয়। তারপর এই অধিকার নাকচ বা হ্রাস করিবার কথা। প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তর এক বৎসরের নোটিশ দিয়া অধিকার নাকচ বা কমাইবার রেওয়াজ কায়েম করা হইয়াছে। কোনো ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কগুলি ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আর্থাণ যুদ্ধের রাইখ্‌স বাঙ্কে কেন্দ্রীভূত একচেটিয়া নোট-প্রতিষ্ঠানের আদর্শ গৃহীত হইয়াছে।

রাইখ্‌স বাঙ্ক ১৮৭৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সময় ব্যাঙ্ক অব্ প্রুসিয়া, ব্যাভেরিয়া, স্যাক্সনী প্রভৃতি প্রদেশের প্রতিষ্ঠানের মত সরকারী নোট-ব্যাঙ্ক ছিল। কিন্তু এইটির উচ্ছেদ সাধন করিয়া রাইখ্‌স বাঙ্কের গোড়াপত্তন করা হয়। প্রদেশের নাম ইহার সহিত জড়িত না করিয়া নয়া আর্থাণ সাম্রাজ্যের নামে ইহা প্রচলিত করা হয়। নিম্নে প্রথম প্রতিষ্ঠা হইতে ১৯২৩ সন পর্য্যন্ত (মহাযুদ্ধের পর কাগজী মুদ্রার অতি প্রচলন সহ) এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জীবন-কথা লিখিত হইল :—

সন	গড় নোট প্রচলন	১৮৭৬ সনের শতাংশ	সর্ব্বোচ্চ প্রচলন	সর্ব্বনিম্ন প্রচলন
	৬৮৪,৮৬৬,০০	১০০	৭৭৭,৬৭৭,৭০০	৬২১,০৮২,০০০
	১,০৮৩,৪৯১,০০০	১৫৮,২	১,২৪৭,২২৪,০০	৯৭৩,৪৮৭,০০০
	১,৯৪৮,১৭৩,০০০	২৮৫,৫	২,৫৯৩,৪৪৫,০০০	
	৭৮,৬১৯,৪৭১,০০০	১১৩,৪৭৯,৫	১১,৬০৯,৪৬৪,০০০	৬৫,৫১৯,৮৭৭,০০০
			১,২৮০,১ মিলিয়ার্ড	১১১,৯ মিলিয়ার্ড
			৪৯৬,৫ ট্রিলিয়ন	১,৩৩৬,৫

পুনর্গঠিত রাইখ্‌স বাঙ্কের প্রথম বৎসরের (১৯২৪) হালচাল নিম্নরূপ :—

(রাইখ্‌স মার্কে হিসাব)

গড় নোট প্রচলন	১৮৭৬ সনের শতাংশ	সর্ব্বোচ্চ প্রচলন	সর্ব্বনিম্ন প্রচলন
১,০৬৮,৪৬৫,০০০	১৫৬		

এই প্রসঙ্গে ১৮৯৬ সনের মাপজোক খতাইয়া দেখা দরকার।

কাগজী মুদ্রা বনাম ব্যাঙ্ক-নোট

ব্যাঙ্ক-নোট বস্তুটা কাগজী মুদ্রা ছাড়া আর কিছুই নয়। অনুমোদিত ব্যাঙ্কগুলা বড় বড় পাওনা পরিশোধের সময়ে এই চীজ প্রয়োগ করে। ব্যাঙ্কগুলার অধিকারে যে সোনা থাকে এবং ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে যাহা জমা থাকে তার পরিবর্তে উহারা প্রতিশ্রুতির নোট প্রচার করিয়া থাকে। সুতরাং ব্যাঙ্ক যে দেনার ঝুঁকি ঘাড়ে লয় ব্যাঙ্ক-নোটগুলা তার দলিল-সাক্ষী ছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্য ব্যাঙ্কগুলা ঠিক যে মূল্যের কাগজী মুদ্রা ছাড়ে ঠিক সেই মূল্যের মূল্যবান্ ধাতু জমা রাখিতে অভ্যস্ত।

রাষ্ট্র কিন্তু ব্যাঙ্কগুলার লেনদেনের কারবার বাড়াইবার জন্য উহাদিগকে সঞ্চিত মূল্যবান্ ধাতু অপেক্ষা কিঞ্চিতর মূল্যের নোট বাহির করিবার অধিকার দিয়াছে। ১৯২৪ সন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণিতে নিয়ম ছিল, প্রত্যেক ব্যাঙ্কে প্রচারিত নোটের এক-তৃতীয়াংশ মূল্যবান্ ধাতু জমা রাখিতে হইবে। প্রচারিত নোটসমূহের এক-তৃতীয়াংশ মূল্যের সোনা সকল সময়ে জমা রাখা নোট-ব্যাঙ্কগুলা নিরাপদ ভাবিত, কারণ দরকার হইলে তাহার দ্বারা নগদ টাকার শোধ দেওয়াও সম্ভবপর হইতে পারে।

সুতরাং পুরাতন দস্তুর নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত করা যাইতে পারে। নোট-ব্যাঙ্কগুলা নোটের এক-তৃতীয়াংশ মূল্যের সোনা জমা রাখিত। বাকী দুই-তৃতীয়াংশের জন্য নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা থাকিত। প্রথমতঃ, ব্যাঙ্কগুলা ভাল ভাল সিকিউরিটি বা কোম্পানীর কাগজ জমা রাখিতে চেষ্টা করিত, কারণ প্রয়োজন হইলে ঐগুলা অনায়াসে বিক্রয় করিয়া দায় উদ্ধার করা চলিত। দ্বিতীয়তঃ ব্যাঙ্কগুলা তিন মাসের মধ্যে পরিশোধিতব্য এক্সচেঞ্জ বিল বা বিনিময়ের দলিল এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কাগজ রাখিত।

সুতরাং প্রকৃত পক্ষে এই ধরণের ব্যাঙ্ক-নোটগুলিকে কাগজী মুদ্রা বলা চলে না। মূলতঃ এইগুলা খাঁটি মুদ্রারই স্থলাভিষিক্ত। কোন ব্যাঙ্কই খাঁটি কাগজী মুদ্রা বাহির করে নাই। একমাত্র গবর্ণমেণ্টই বিপদ-আপদের সময় কাগজী মুদ্রা বাহির করিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ মহা-যুদ্ধের রেওয়াজ উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাগজী মুদ্রার দস্তুর এই যে, উহা খাঁটি মুদ্রায় পরিণত হইতে পারে না।

কাগজী মুদ্রার উদাহরণ স্বরূপ রাইখস্ কাস্সেন্শাইন অর্থাৎ ইম্পিরিয়াল ট্রেজারি বিল উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৭৬ সনের ৩০শে এপ্রিল তারিখের আইন দ্বারা জার্ম্মাণির ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট এইগুলা প্রথম জারি করে। রাইখস্ বাঁকে এইগুলা অমুদ্রাঙ্কিত করে নাই। এর জন্য কোন সোনাকি মজুত রাখা হয় নাই বা এগুলা সোনায় রূপান্তরিতযোগ্যও ছিল না। সুতরাং এগুলা যেমন এক পক্ষে খাঁটি কাগজী মুদ্রার লক্ষণযুক্ত অন্য পক্ষে তেমনি এগুলা ব্যাঙ্ক-নোট হইতে পৃথক বস্তু। দেশবাসী যখন বা যদি গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব এবং আর্থিক লেনদেনে বিশ্বাসবান্ হয় একমাত্র তখন ও তবেই গবর্ণমেণ্ট কাগজী মুদ্রা জারি করিতে সাহসী হইয়া থাকে।

যে আইন অনুসারে রাইখস্ কাস্সেন্শাইনের প্রথম প্রচলন হয় তদনুসারে নিয়ম করা হয় যে, ১২ কোটি মার্কের বেশী এই চীজ বাহির করা চলিবে না। সুতরাং সাধারণ সময়ে সাম্রাজ্যের মুদ্রা-ব্যবস্থায় এইগুলা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই দাঁড়াইত না।

১৮৭৬ সনে এই খাতে কাগজী মুদ্রা বাহির করা হয় ৪৪,৮০৮,০০০ মার্ক, এবং ১৯১৩ সনে মাত্র ৪৮,২০২,০০০ মার্ক। এই সময়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ সীমা উপস্থিত হয় ১৯০৭ সনে এবং মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৫,৪৩৯,০০০ মার্ক; কারণ এই বৎসর আমেরিকার আর্থিক সঙ্কটের ঢেউ ইয়োরোপেও লাগিয়াছিল।

মহাযুদ্ধের সময় বা যুদ্ধের পরবর্ত্তী কাগজী মুদ্রার অতি-প্রচলনের যুগেও রাইখস্ কাস্সেন্শাইন সিস্তায় জগতে বড়রূপে প্রতিভাত হয় নাই। ১৯২০ সনের সর্ব্বোচ্চ সীমার বৎসরে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ১০০,২৫৯,০০০ মার্ক।

এই শ্রেণীর কাগজী মুদ্রা চাপা পড়িয়া যায় ভাল্যে হেন্স্ কাস্সেন্শাইন (লোন ট্রেজারী বিল) নামক আর

এক ধরণের কাগজী মুদ্রা দ্বারা। মহাযুদ্ধের প্রথম বৎসরে (১৯১৪) ইহার পরিমাণ ৮৭১,১৬৮,০০০ মার্ক হইলেও ১৯২২ সনে ২৩৮৪৭২৫৮১০০০ দাঁড়ায়। ১৯২৩ সনে ঐ বিলিয়নের সীমাও ছাড়াইয়া যায়। ১৯২৪ সনে এই ধরণের লোন্ ট্রেজারী বিল বিলুপ্ত করা হয়।

১৮৭৫ সনের রাইখ্‌স-ব্যাঙ্ক আইন

মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরগুলায় সুবিধা-প্রাপ্ত ব্যাঙ্ক চতুষ্টয়ের নোট নোট প্রচলন দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ১৫-২০ কোটি মার্ক। আর্থাণির লেন-দেনের ক্ষেত্রে ঐ ব্যাঙ্কগুলার বিশেষ ছিল অত্যন্ত কম। তাছাড়া ১৮৭৫ সনের আইন অনুসারে ঐ ব্যাঙ্কগুলার নোট কেবল মাত্র রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের নিকট বর্জ্জ শোধ দেওয়ার সময় মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইতে পারিত। ১৯২৪ সনের আইন অনুসারে এই সমস্ত নোটের আইনসঙ্গত মুদ্রারূপে (লিগ্যাল টেণ্ডার) ব্যবহৃত হওয়ার উপায় নাই। কোন প্রাদেশিক আইনকানুনের (ব্যাভেরিয়া, স্যাক্সনী প্রভৃতি) মূলত নাই যে, এগুলিকে এই মর্য্যাদা দিতে পারে। সুতরাং স্বভাবতই এই-গুলার কারবার আর্থাণ সাম্রাজ্যের মুদ্রাব্যবস্থার আলোচনা-ক্ষেত্রে বর্ত্তব্যের মধ্যে আসে না বলিলেও চলে।

বাস্তবক্ষেত্রে রাইখ্‌স ব্যাঙ্কই ছিল সাম্রাজ্যিক আর্থাণির একমাত্র নোট-ব্যাঙ্ক। সাধারণতন্ত্রী আর্থাণ যুক্তরাষ্ট্রের আমলেও রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের অধিকার অটুট আছে। ১৯২৪ সনের আইনে রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের এই অধিকার আরও বেশী বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক একটা আক্‌টিয়েনগেসেল্‌শাফ্‌ট অর্থাৎ বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের অধিকারী একটি "সাধারণ" জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী। সুতরাং প্রতিষ্ঠানটা আইনের চোখে আর পাঁচটা শিল্প বা বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের মত একই মর্য্যাদাবিশিষ্ট। লোকে সাধারণতঃ ইহাকে সরকারী ব্যাঙ্ক মনে করিলেও ইহা আসলে তাহা নয়। ১৯২৪ সনের আইন স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছে যে, ইহা আর্থাণ গবর্ণমেণ্টের সহিত সংস্রব-শূন্য। প্রসঙ্গতঃ ইহাও বলিয়া রাখা ভাল যে, ব্যাঙ্ক অব ইংলাণ্ড এবং ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সও সরকারী প্রতিষ্ঠান নহে।

১৯২৪ সনের পূর্ব্বে কিন্তু ইহার পরিচালন সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। প্রেসিডেণ্ট থাকিত একজন উচ্চতম সাম্রাজ্যিক কর্ম্মচারী। সুতরাং ইহার কার্য্য পরিচালনায় অংশীদারদের দাবীদাওয়ার কথা বড় একটা আমল পাইত না। সাম্রাজ্যবাদী সর্ব্বসাধারণের সুখ-সুবিধা রক্ষা করাই ছিল ইহার সব চেয়ে বড় ধান্ধা।

১৮৯৯ সনের চার্টার পরিবর্ত্তন করিয়া মূলধন ১৮ কোটি মার্ক (প্রায় ১৩½ কোটি টাকা) বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ১৯১১ সনে সর্ব্বোচ্চ লভ্যাংশ নির্দ্দিষ্ট হয় ৩½%। লভ্যাংশ বিতরণের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা নিম্ন নির্দ্দিষ্টভাবে বাঁটিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়:—½অংশ যাইবে রাষ্ট্রের তহবিলে এবং বাদবাকী অংশীদারগণ ভোগ করিবে। প্রত্যেক হিস্যাদারকে প্রাপ্ত লাভের ১০% চাঁদা দিয়া মজুত তহবিলের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৮৭৫ সনে রাইখ্‌স ব্যাঙ্ককে কেবল মাত্র বেশী দামের নোট জারি করার অধিকার দেওয়া হয়, —যথা ১০০০ ও ১০০ মার্কের নোট। ১৯০৩ সনের আইনে ৫০ এবং ২০ মার্কের নোট বাহির করার অধিকার দেওয়া হয়। ১৯২০ সনের পূর্ব্বে ১০ মার্কের নোট সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল।

১৯০৯ সনে প্রথম আইন করিয়া রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের নোটগুলাকে "লিগ্যাল টেণ্ডার" অর্থাৎ কানুন-মাফিক মুদ্রা রূপে ঘোষণা করা হয়। কার্য্যতঃ কিন্তু আইনের সাহায্যে কোনরূপ বাধ্যবাধকতার সৃজন না করা হইলেও ১৮৭৫ সনের পর হইতে ঐগুলা ঐভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল।

১৮৭৫ সনের আইন কাগজেকলমে রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের নোট বাহির করার গণ্ডী বাঁধিয়া দেয় নাই বা কোনরূপ প্রতিবন্ধকেরও ব্যবস্থা করে নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ একটা সীমার ব্যবস্থা কায়েম করা হইয়াছিল। কারণ ৫০০,০০০,০০০ মার্কের অতিরিক্ত নোটসমূহের জন্য ইহাকে ৫% হারে টেক্স দিতে হইত।

নোট-প্রচারের ক্ষমতা অসীম হইলেও রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক কোন্ কোন্ ধরণের কারবার চালাইতে পারিবে সে সম্বন্ধে আইন করিয়া রীতিমত বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে এই নোট-ব্যাঙ্কের অঙ্গ কোন ব্যাঙ্কের সহিত প্রতিযোগিতা করার উপায় ছিল না। সুতরাং এই ঋণ-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আপন খেয়াল-খুশী মত নোট বাহির করার বাস্তবিকই কোন উপায় ছিল না। কাজেই রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক আপন কারবারের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে যথেচ্ছ নোট প্রচারের অধিকারী ছিল মাত্র। আর এই সমস্ত কারবারের হালচালও এমন যে, রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক কোনো বিপজ্জনক ঝুঁকি মাথায় লইতে সাহসী হইত না, কারণ তাহা হইলে নেটি ভাঙাইয়া নগদ টাকা প্রদানের বিষয়ে ইহার যে সুনাম আছে তাহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিত।

জামিন অভাবে নোট অসিদ্ধ

আইনে খোলাসা করিয়া নোটের জামিন রাখার কথা ছিল। রাইখ্‌স ব্যাঙ্ককে অন্ততঃ পক্ষে প্রচারিত নোটের এক-তৃতীয়াংশের জন্য প্রচলিত দুই রকমের এক রকম গ্যারান্টি রাখিতে হইত। গ্যারান্টি বা জিম্মার চিজ্ ইম্পিরিয়াল ট্রেজারি বিল সমেত আর্ম্মাণ মুদ্রা হইতে পারিত। অথবা ব্যাঙ্কের সিন্দুকে সোনার তালও রাখা চলিত। বিদেশী মুদ্রার আকারেও সোনা রাখায় কোনো আপত্তি ছিল না। এক পাউণ্ড সোনার দাম ধরা হইত ১৩৯২ মার্ক। সুতরাং সিকিউরিটি রাখা সম্বন্ধে রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের কোনো স্বাধীনতা ছিল না; কাগজী মুদ্রার মজুদ তহবিল রীতিমত সরকারী আইন দ্বারা নির্দ্ধারিত হইত।

ধাতুঘটিত সিকিউরিটি বা জামিন যতখানি ততখানি পর্য্যন্ত নোটগুলা যে আসল স্বর্ণমুদ্রা সেই সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। সোনার তাল এবং বিদেশী মুদ্রা দুই-ই স্বর্ণ সিকিউরিটিরূপে গ্রাহ্য হইত। টাঁকশালে সকলেরই অবাধ অধিকার ছিল, এবং যে কেহ এখানে সোনা জমা দিয়া মুদ্রা তৈরী করিয়া লইতে পারিত; সুতরাং এই জন্য রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের মজুদ সোনাও আর্ম্মাণ স্বর্ণ-মুদ্রার সামিল ছিল।

কিন্তু চাকনা বা জামিনের অন্যান্য দফা বিষয়ক আইনে,—যথা ইম্পিরিয়াল ট্রেজারি বিল সহ সাধারণ আর্ম্মাণ মুদ্রার গ্যারান্টিতে,—রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের পক্ষে কাগজী মুদ্রার বিস্তার-অভিযানের দিকে ঝোঁক ছিল যথেষ্ট। কারণ এই দফার স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ বাঁধিয়া রাখার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। আর ইম্পিরিয়াল ট্রেজারি বিলও ছিল কাগজমাত্র। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত আর্ম্মাণ মুদ্রাই স্বর্ণ-নির্ম্মিত ছিল না। কারণ নিকেল, তামা এবং রূপার মুদ্রারও চলন ছিল।

সুতরাং যাহারা নোটের জামিন বা আবরণ স্বরূপ এক-তৃতীয়াংশ সোনার পক্ষপাতী তাহাদের পক্ষে ১৮৭৫ সনের আইন নিশ্চয়ই গলদ্‌পূর্ণ। রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক যদি আইনের দৌর্ব্বল্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিত তাহা হইলে আখিক জগতে মহা দুর্যোগ উপস্থিত হইতে পারিত। কিন্তু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক আপনাকে নিরাপদ্ রাখিবার জন্য আইনসম্মত সোনার পরিমাণ ও সিকিউরিটি বা কোম্পানীর কাগজ অপেক্ষা অধিকতর সোনা ও বাণিজ্যিক কাগজপত্র মজুদ রাখিয়া চলিয়াছে।

আর্ম্মাণির অন্যান্য নোট-ব্যাঙ্কের মত রাইখ্‌স ব্যাঙ্ককেও ⅓ ভাগ ছাপান নোটের জন্য ভাল ভাল সিকিউরিটি বা কোম্পানীর কাগজ (যদিও পূর্ব্বোক্ত নগদ টাকা নয়) মজুদ রাখিতে হইত। আইন অনুসারে কাগজগুলি তিন মাসের মধ্যেই শোধ দিতে হইত অর্থাৎ নূতন মেয়াদী হুণ্ডি জিম্মারূপে ব্যবহৃত হইতে পারিত না। অধিকন্তু এইগুলিতে যুগ্ম স্বাক্ষর থাকিত অর্থাৎ দুইটা বিশ্বাসযোগ্য কোম্পানীর দায়িত্ব কাগজগুলার গায়ে লেখা থাকিত।

ধরিয়া লওয়া যাউক, রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক ১০০,০০০,০০০ মার্ক মূল্যের নোট ছাপাইয়াছিল। তাহা হইলে ১৮৭৫ সনের আইন অনুসারে সমবেত নোটের জামিন, চাকনা বা আবরণ নিম্নরূপ দাঁড়াইত :—

১। "নগদ"—	
(ক) জার্মাণ মুদ্রা	
(১) স্বর্ণমুদ্রা	
(২) রৌপ্য মুদ্রা	
(৩) নিকেল বা তাম্র মুদ্রা	৩৩,৩৩৩,৩৩৩ মার্ক
(৪) ইম্পিরিয়্যাল ট্রেজারি বিল	
অথবা	
(খ) সোনা	
(১) সোনার তাল	
(২) বিদেশী মুদ্রা	
"সিকিউরিটি" বা কোম্পানীর কাগজ	
(ক) ফিক্ট এক্সচেঞ্জ সোনার কিনারাযুক্ত	৬৬,৬৬৬,৬৬৭ মার্ক
(খ) তিন মাসের মধ্যে শোধনীয় হুণ্ডি	

সুতরাং রাইখ্‌স বাঙ্কের সমস্ত নোটের জন্য জামিনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আইন অনুসারে কিছু জামিন-বিহীন বা আবরণ-শূন্য নোট বাহির করার অধিকার ছিল এবং ইহার সর্বোচ্চ সীমা বাঁধা ছিল ৪৫০,০০০,০০০ মার্ক।

এই সুবিধাভোগের সীমা যদি বাড়াইবার দরকার পড়িত তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে সম পরিমাণের নগদ অর্থেরও ব্যবস্থা করিতে হইত। অন্যথা যতদিন পর্য্যন্ত এই অতিরিক্ত নোট অর্থাৎ ঢাকনা-বিহীন নোট বাজারে চলিত ততদিন ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ৫% ট্যাক্স যোগাইতে বাধ্য থাকিত।

কিন্তু নোটের উপর জার্মাণ সিক্কা ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় প্রত্যেকখানি নোট নগদ অর্থরূপে ধার্য্য হইত বা নগদ অর্থের মূলাতিরিক্তরূপে বিবেচিত হইত। পূর্ব্বোক্ত সামান্য সুবিধা ছাড়া "ঢাকনা অভাবে নোট অসিদ্ধ" অর্থাৎ "ঢাকনাহীন নোট অগ্রাহ্য"—রাইখ্‌স বাঙ্কের ইহাই ছিল দস্তুর।

মার্কিণযুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক দুর্য্যোগের ধাক্কা ইয়োরোপেও লাগিয়াছিল এবং এজন্য জার্ম্মাণিকেও অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়। রাইখ্‌স বাঙ্ককে বাধ্য হইয়া (১) বেশী নোট ছাপাইতে হয় (২) নগদ অর্থ, ও সিকিউরিটি প্রভৃতির পরিমাণও কমাইতে হয়। ১৯০৬ ও ১৯০৭ সনে নোটের জন্য গড় ঢাকনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৪·১০% হইতে ৬৮%; ১৯০২ সনে এই পরিমাণ ছিল ৮২·৮%। ১৯০৭ সনে এক সময় নোটের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ দাঁড়ায় ১,২৭৫,০০০,০০০ মার্ক এবং নগদ অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৭৭৬,০০০,০০০ মার্ক।

১৮৭৪ সনের আইনে একমাত্র সোনাকেই নগদ অর্থ-রূপে গ্রহণ করা হয় নাই। সুতরাং নোটের নগদ অর্থের ঢাকনা ও সোনার ঢাকনার মধ্যে পার্থক্য ছিল। নগদ অর্থের ঢাকনার তুলনায় সোনার ঢাকনা কমই থাকিত। কারণ নগদ অর্থের মধ্যে সোনা ছাড়া অন্যান্য ধাতু এবং ইম্পিরিয়্যাল ট্রেজারী নোটও থাকিত। নিম্নে ঢাকনার (গড়) শতকরা হিস্তার ইতিহাস দেওয়া গেল :—

সন	গড় সোনার ঢাকনা	গড় নগদ অর্থের ঢাকনা
১৮৭৬	৪১·৯%	৮২·৪%
১৮৯১	৬০·৭%	৮৭·২%
১৯০৭	৪২·৯%	৬৪·১%
১৯১০	৫৪·৫%	৭২·০%
১৯১৮	১৭·৪%	
১৯১৯	৫·২%	
১৯২০	২·০৮%	
১৯২১	১·২৪%	
১৯২২	০·৩৪%	০···

১৯১৩ সন পর্য্যন্ত ক্যাশ অর্থাৎ নগদ অর্থের জামিন বা ঢাকনা সম্পর্কে "থ্রিটেল্‌স্ ডেক্কুং" অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ" নীতি দস্তুরমত অনুসৃত হইয়াছিল। ১৯০৭ সনের সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ ৬৬·১% ছিল আইনসম্মত ক্যাশের প্রায় দ্বিগুণ। ক্যাশ বা "নগদ" জামিনের সোনার হিস্তা সম্বন্ধে কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকিলেও এ বিষয়ে রাইখ্‌স বাঙ্ক খুব হুঁসিয়ার হইয়া চলিত। ১৯০৭ সনে সমস্ত প্রচলিত নোটের সোনার জামিন ছিল ৪২·৯%;

আইন অনুসারে যে পরিমাণে ক্যাশ জামিনের প্রয়োজন ১৯০৭ সনের এই সর্গনিয় সোনার জামিনও তদপেক্ষা বেশী ছিল। সুতরাং এক সোনার জামিন দ্বারাই আইনতঃ বাধ্য-বাধকতার স্বচ্ছন্দে পূরণ হইত। ১৯২৪ সনের আইনে সোনার জামিন বাঁধিয়া দেওয়া হয় ৪০%; ১৮৭৬ সন হইতে ১৯১৩ সন পর্য্যন্ত সোনার জামিনের হিসাব সব সময়েই এর চেয়েও বেশী ছিল।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী আর্থাণ শিক্কা-ব্যবস্থার দুইটি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ মুদ্রায় রূপান্তরিত করিবার জন্য রাইখ্‌স বাঙ্ক যত খুসী সোনা গ্রহণ করিতে পারিত; দ্বিতীয়তঃ লোকেরা টাকা-কড়ির পরিবর্ত্তে সেই মূল্যের সোনা লইতে পারিত। স্বর্ণমানের দেশ বা স্বর্ণমানের যুগের ইহাই হইতেছে রীতি।

রাইখ্‌স বাঙ্কের পুনর্গঠন (১৯২৪-২৯)

উপরে যে বিবরণী দেওয়া হইল তাহা এখন ইতিহাসের সামগ্রী। ১৯২৪ সনের আইন দ্বারা রাইখ্‌স বাঙ্কের কাঠামোটাই বদ্‌লাইয়া ফেলা হইয়াছে,—এক কথায় প্রতিষ্ঠানটাকে সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া সাজানো হইয়াছে। পুনর্গঠিত রাইখ্‌স বাঙ্কের পরিচালনা ও শাসনভার পাঁচটা বিভিন্ন বিভাগের হাতে অর্পিত হইয়াছে :—

(১) রাইখ্‌স বাঙ্ক ডিরেক্টোরিয়ম অর্থাৎ রাইখ্‌স বাঙ্কের ডিরেক্টার সভা, (২) জেনেরালরাট অর্থাৎ বড় সভা, (৩) নোট বাহির করিবার কর্ম্মকর্ত্তা, (৪) অংশীদারদের মহাসভা এবং (৫) অংশীদারদের কেন্দ্রীয় কমিটি।

ব্যাঙ্কের গঠন-প্রণালীর দিক্ হইতে ডিরেক্টার-সভাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিভাগ, কারণ এই সভা সিক্কা ডিস্কাউন্ট ও কর্জ্জপ্রদান-নীতি নিয়ন্ত্রণকারী। ডিরেক্টার সভায় প্রয়োজনমত যে কোন সংখ্যক সদস্যের স্থান হইতে পারে। একজন সদস্য প্রেসিডেন্টরূপে পরিচিত। সদস্যদের প্রত্যেকেরই আর্থাণ নাগরিক হওয়া চাই। সংখ্যা-পরিষ্ঠদের অনুমোদিত নিতান্ত সাদাসিধে আইনই ব্যাঙ্কের বিধিবদ্ধ আইন। দুই পক্ষে ভোট সমান হইলে প্রেসিডেন্ট নাকচ করিবার ভোট প্রয়োগ করিতে পারে।

প্রেসিডেন্ট বড় সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ব্যক্তি; নয় জনের মেজরিটি কর্ত্তৃক তিনি সমর্থিত এবং এই ৯ জনের মধ্যে ৮ জন আর্থাণ। সুতরাং কোনো অ-আর্থাণের পক্ষেই প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হওয়ার উপায় নাই। ১৯২৪ সনের পূর্ব্বে অবস্থা ছিল একেবারে বিপরীত। তখন প্রেসিডেন্ট গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক বাহাল হইত এবং একজন পুরাদস্তর সরকারী চাকুরেই ছিল। এখন প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন করে বড় সভা যার উপর গবর্ণমেন্টের কোন প্রভুত্বই নাই। অথচ এই বড় সভার অধিকাংশ সদস্যই যে অ-আর্থাণ তাহা আমরা পরে দেখাইব। বড় সভা কর্ত্তৃক প্রেসিডেন্ট পদচ্যুত হইতেও পারে। কিন্তু একটা বিষয় জানিয়া রাখা দরকার যে, যে নিয়োগপত্রের বলে প্রেসিডেন্ট কার্য্যভার গ্রহণ করে, সেই নিয়োগপত্রে কেবল-মাত্র নির্ব্বাচনে যোগদানকারী বড় সভার সদস্যদের নাম স্বাক্ষরই থাকে না, নিয়োগপত্রখানি রাইখ্‌স প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ আর্থাণ গবর্ণমেন্টের প্রেসিডেন্ট কর্ত্তৃকও স্বাক্ষরিত হওয়া দরকার। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক এই যে, রাইখ্‌স প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা করিলে নিয়োগপত্র স্বাক্ষরে গররাজী হইয়া বড় সভা দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচন আহ্বান করিতেও বাধ্য করিতে পারেন। রাইখ্‌স প্রেসিডেন্ট যদি দ্বিতীয় নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নিয়োগ-পত্রে নাম সহী করিতে অস্বীকৃত হন তাহা হইলে তৃতীয় নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হয়। এইবারও রাইখ্‌স প্রেসিডেন্ট যদি সহী করিতে রাজী না হন তাহা হইলে নিয়োগপত্রে রাইখ্‌স প্রেসিডেন্টের নাম স্বাক্ষর না থাকা সত্ত্বেও রাইখ্‌স বাঙ্কের প্রেসিডেন্ট কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্টের কার্য্যকালের মেয়াদ ৪ বৎসর। তিনি পুনর্নির্ব্বাচিতও হইতে পারেন।

পুরাতন রাইখ্‌স বাঙ্কের কাউন্সিল মেম্বারগণ গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইত। কিন্তু নূতন রাইখ্‌স বাঙ্কের ডিরেক্টোরিয়ম প্রেসিডেন্টের মত সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। প্রেসিডেন্টের মত সদস্যগণও বড় সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন অর্থাৎ ৬ জন আর্থাণ সহ ৯ জনের মেজরিটি

কর্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। নিয়োগপত্রে কিন্তু বাইখণ্ড প্রেসিডেন্টের পরিবর্ত্তে ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের নাম স্বাক্ষর থাকে। প্রথম ডিরেক্টোরিয়ম যে সমস্ত সদস্য লইয়া গঠিত হয় সেই সমস্ত সদস্য তিনটি বয়সের শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং তাহাদের কার্য্যকালের মেয়াদ ছিল ৪ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত। ইহাদের সকলেরই পুনরায় নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার আছে, এবং পুনর্নির্ব্বাচনের পর প্রত্যেকের ১২ বৎসর পর্য্যন্ত সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু প্রত্যেক সদস্যই ৬৫ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য।

গুরুতর আপত্তির কারণ উপস্থিত হইলে প্রেসিডেন্টকে পদচ্যুত করিতে পারা যায়; কিন্তু এজন্য পূর্ব্বোক্তরূপে মেজরিটি কর্তৃক এই পদচ্যুতি সমর্থিত হওয়া দরকার। এই একই ধরণে ডিরেক্টোরিয়মের অন্যান্য সদস্যদিগকেও জবাব দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু প্রেসিডেন্টের সমর্থন থাকা চাই। (ক্রমশঃ)

শেয়ার বাজার

(কলিকাতা, মে ১৯৫৮)

কিছুদিন ধরিয়া শেয়ার বাজারে কারবার কম হইতেছে। প্রায় সকল বিভাগই প্রাণহীন জড় পদার্থের মত নিস্পন্দ। এরূপ বিরামের অবস্থা কোনরূপ গতির পূর্ব্বাভাষ সন্দেহ নাই; কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক উত্তেজনার মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক হইলে হয়ত অধোগতি আরম্ভ হইতে বিলম্ব হইবে না, আর যদি এই বিরামের ফলে বাজারে বিশ্বাস জন্মাইবার সুযোগ ঘটে তাহা হইলে আবার কিছু স্ফূর্ত্তি দেখা যাইতে পারে।

এরূপ ঘটনাবিরল সময়েভারত সরকার তবু কিছু ঘটনা বাজারে আমদানি করায় বেপারীদের সাময়িকভাবে সময় কাটাইবার ব্যবস্থা হয়। ভারত সরকার নূতন ঋণ লইবার প্রস্তাব ঘোষণা করেন। সুদ শতকরা ৩৲ টাকা। ১৯৮০-৮৫ সনে পরিশোধনীয় ১৫ কোটি টাকার ঋণ। ১৯৫৮-৫০ এর শতকরা ৪৷৷০ সুদের কাগজ ১০১৷৵০ দরে এবং ১৯৩৯-৪৪ এর শতকরা ৫৲ টাকা সুদের কাগজ ১০৪৲ দরে মিলা ১০০৲ টাকার ১৯৬৩-৬৫ এর কাগজ ৯৮৲ টাকায় কেনা যায়। এই ঋণ ভারত সরকার কর্তৃক প্রায় ২৪ বৎসরের মেয়াদে ৩৲ টাকা সুদে পাওয়া অবশ্য রাজস্বের তরফ হইতে লাভজনক ব্যাপার। প্রায় ২৫ কোটির সামান্য বেশী টাকার জন্য অল্প সুদের কাগজ কিনিবার খরিদ্দার পাওয়া যায়। আবার কলিকাতা কর্পোরেশন শতকরা ৩৲ টাকা সুদে ১৯৬৮ এর ১লা জুন পরিশোধনীয় ১১½ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার ঋণের জন্য নোটিশ দিয়াছেন। এই দুই ব্যাপার শেয়ার বাজারে মে মাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মে মাসে কোম্পানীর কাগজ দর প্রায় একভাবেই থাকে। শতকরা ৩৷৷০ সুদের কাগজ ৯৮৷৵০ হইতে ৯৯৷৵০ পর্য্যন্ত হয়। অন্যান্য কাগজ দরের তেমন কোন তারতম্য হয় নাই। চটকলের মালিকদের মধ্যে কাজের সময় সম্বন্ধে কোন মীমাংসা হয় নাই। চটকলের শেয়ার দর বৈশিষ্ট্য-শূন্য থাকে। চা বাগান কি কয়লা খনির শেয়ার দরেও কোন চাঞ্চল্য দেখা যায় না। অন্যান্য শেয়ার দরেও তারতম্য তেমন হয় নাই।

১৯৩৫ এর জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক মাঝামাঝি দরের প্রত্যেক মাসের গড়পড়তা দরকে ১০০ ধরিয়া 'ক্যাপিট্যাল' পত্রিকাতে শেয়ারের যে সূচক সংখ্যা সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহার কয়েকটি নীচে দেখান গেল। এইগুলি হইতে গত কয়েক মাসের শেয়ার বাজারের চাঞ্চল্যশূন্য ভাব পরিষ্কার হইতে পারে:—

১৯৩৭

	জানুঃ	ফেব্রুঃ	মার্চ্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেঃ	অক্টোঃ	নবেঃ	ডিসেঃ
কোম্পানীর কাগজ দর	১০৪·১	১০২·৪	১০১·৪	১০১·৪	১০১·২	১০১·০	১০২·২	১০৩·৬	১০৩·৪	১০৪·১	১০৪·৭	১০৪·৩
ব্যাঙ্কের শেয়ার	২৬·৮	২৪·৮	২৪·৬	২২·৮	২৩·৬	২১·৭	২১·৩	২২·৭	২১·২	২১·৪	২৩·২	২১·৯
কাপড়ের কল	১০৫·৪	২৮·৫	১০৯·৪	১০৩·৫	১০০·৮	২৮·৯	১০০·০	১০৩·৪	১১৬·৪	১১৪·২	১০৯·৭	১০২·৮
কয়লার খনির	৯৯·৩	১০২·১	১০৬·৬	১০৩·০	৩৯·১	৯৫·৪	২৮·৬	৯৯·৭	১১১·১	১১৪·২	১০৬·৭	১০৪·৭
চটকলের	৮৯·৩	৮৮·২	৯১·১	৯০·৫	৮৮·৩	৮২·৯	৮৪·৬	৮০·৮	৮২·৮	৮২·৮	৭৮·১	৭০·৮
ইলেকট্রিকের	১০৪·২	১০৩·৩	১০৩·১	১০৩·৪	১০২.২	৯৭·২	২৮·৪	১০০·৩	২৮·০	৯২·৯	৮৯·৪	৮৭·৭
কাগজ কলের	১০৮·৫	১০৭·৫	১২০·২	১১৮·২	১১১·৯	১১৮·০	১১৮·৫	১১৪·৬	১০৯·২	১০৮·৩	১০৯·৩	১০৫·৯
চিনির কলের	১০০·৪	২৮·৯	২৫·৭	২৯·২	২৮·২	৮৯·০	৮৮·৬	৮৪·৮	৮৪·৬	৮৪·১	৮১·১	৭৯·৩
চা বাগানের	৯৭·৯	৯৭·৭	১০৬·২	১০৫·২	১০০·৩	২৮·২	৯৩·১	২৮·৯	১০৫·৫	১০৮·৮	১০৩·৯	২৮·৬
সকল শেয়ার দর	১০৮·৭	১০৫·২	১১০·৯	১০৬·৬	১০৪·৬	১০০·২	১০২·৪	১০৩·০	১০৭·৭	১০৭·৬	১০৩·৪	২৮·২

১৯৩৮

	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী		এপ্রিলের প্রথম	এপ্রিলের শেষ
কোম্পানীর কাগজ দর	১০৪·৬	১০৪·১		১০৩·৮	১০৩·৩
ব্যাঙ্কের শেয়ার	২৪·৮	২২·৩		২০·৮	২০·১
কাপড়ের কলের ,,	১০২·৮	১০০·৩		৮৯·৪	৮৯·০
কয়লার খনি	৯৭·৪	৯৩·৬		৮৬·৭	৮৪·৬
চটকলের	৭০·৬	৭২·৪		৭০·৮	৬৯·৬
ইলেকট্রিকের ,,	৮৬·২	৮৬·২		৮৪·৪	৮৪·৬
কাগজকলের	১০৫·৩	২৮·২		২৮·১	২৫·৮
চিনির কলের	৭৪·৪	৬৭·৭	৬৬·২	৬৭·০	৬৫·৮
চা বাগানে	২৭·৮	২৩·০	২৩·২	২৩·৬	২২·৪
সকল শেয়ার দর	২৭·০	২৩·৮	২১·৬	৮২·২	৮৮·৩

কোম্পানীর কাগজ

শতকরা ৩॥০ সুদের কাগজ কিছু বেশী ব্যতীত অন্যান্য দরের তেমন তারতম্য দেখা যায় না। কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

শতকরা	১২মে	১৯মে	২৬মে
৩॥০ সুদের কাগজ	৯৮৷৵০	৯৮৸০	৯৯৵০
৩৲ (১৯৪২-৪৪)	১০৩৵০	১০২৸৵০	১০২৸০
৩॥০ (১৯৪৭-৫০)	১০৩৷০	১০৩৷৵০	১০৩৵০
৪৲ (১৯৪১-৪৪)	১১৮৵০	১১৮৵০	১১৭৸৵০
৪৲ (১৯৬০-৭০)	১১৪৷৵০	১১৪৵০	১১৩৸০

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্কের শেয়ার দরের তেমন তারতম্য হয় নাই; কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৫মে	১২মে	১৯মে	২৬মে
বিজার্ভ	১১৬৷০	১১৫৷০	১১৭৲	১১৬৲
ইম্পিরিয়াল	১৫৪০৲	১৫৩০৲	১০৫২৲	১৫৫০৲
ঐ আংশিক	৩৮২৷০	৩৮২৲	৩৮১৲	৩৮৪৷০

চটকল

চটকলের শেয়ার দরে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় না; কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৫মে	১২মে	১৯মে	২৬মে
অ্যাংলো ইণ্ডিয়া	২৫৪৲	২৫৪৲	২৫৭৷০	২৫২৲
ক্লাইভ	১২৮৵০	১২৷০	১২৲	১২৬৷০
ফোর্ট উইলিয়াম	১৭৫৲	১৭৫৲	১৭৫৲	১৭৫৲
হাওড়া	৩৯৵০	৩৯৮৵০	৩৮৵০	৩৭৵০
কামারহাটি	৩৮৫৲	৩৮৫৲	৩৭৪৲	৩৮৫৲

কাপড় কল

কাপড় কলের শেয়ার দরে তারতম্য দেখা যায় কম; কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৫মে	১২মে
বঙ্গলক্ষ্মী	৪৯৲	৪৯৲
কেশোরাম	৬৮৵০	৬৫৷০
বাহিনী		১১৲

চা বাগান

চা বাগানের শেয়ার দর প্রায় একরূপ থাকে; কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৫মে	১২মে	১৯মে	২৬মে
বেটজান (আসাম)	১৯৲	১৯৲	১৯৲	১৯৲
বিশ্বনাথ ,,	২৪৲	২৪৩৷০	২৪৲	২৪৲
হাঁসকোওয়া (ডুয়ার্স)	৯৫৷০	৯৫৷০	৯৫৷০	১০৲
হাতিজুরী (শ্রীহট্ট)	১৯৷০	১৯৷০	১৮৪৷০	১৮৪৵০
হাসিমারা (ডুয়ার্স)	৪১৷০	৪০৪৲	৪০৪৷০	৪০৲

বিজলী

বিজলী কোম্পানীর শেয়ার দর প্রায় একরূপ থাকে; কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৫মে	১২মে	১৯মে	২৬মে
বেঙ্গল টেলিঃ	১৮৪৷০	১৮৪৷০	১৮৪৷০	১৮৪৷০
কলিঃ ইলেকট্রিক	৪১শি	৪০শিঃপে	৪০শিঃপে	৪০শি
ইউ, পি	১৭০৲	১৭০৲	১৭০৲	১৭৩৲

কয়লাখানি

কয়লাখনির শেয়ার দরের সামান্য তারতম্য দুই এক শেয়ারে দেখা যায়; কয়েকটির দর ছিল এইরূপ :—

	৫মে	১২মে	১৯মে	২৬মে
অ্যামালগ্যামেটেড্	২২৸০	২২৸০	২২৸০	২২৸০
বেঙ্গল	৩০৩৲	৩০৪৲	৩০০৲	৩০০৲
বরাকর	১২৸০	১২৵০	১২৵০	১১৷০
ইকুইটেবল	৩৪৷০	৩৪৷০	৩৪৸০	৩৪৲
রাণীগঞ্জ	৩০৸০	৩০৸০	৩০৸০	২০৸০

বিবিধ

বিবিধরূপ তারতম্য দেখা যায় বিবিধ শেয়ারে। কয়েকটি বিবিধ শেয়ার বাজারে চলতি বেশী তাহাদের কয়েকটির দর ছিল এইরূপ :—

	৫মে	১২মে	১৯মে	২৬মে
বম্বে কর্পোরেশন	৬৷৶০	৬৷৶০	৬৷৶০	৬৵০
ইণ্ডিয়ান আয়রণ	২৮৷৵০	২৮৵০	২৮৴০	২৬৵০
রোডেসিয়া কপার	১৸০	১৸০	১৬৵০	১৴০

৯৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

শ্রাবণ—১৩৪৫ ১৩শ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সকলেরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

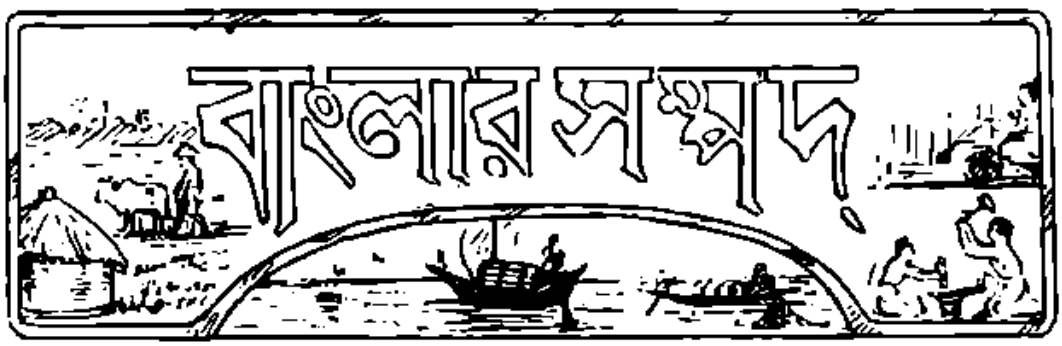

বাংলায় জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৮ সনের মার্চ্চ মাসে বাংলার বিশটি নূতন জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	মূলধন (টাকা)
১টি লোন	২০,০০০
২টি মোটর ট্রাক্শন	৭০,০০০
১টি প্রিন্টিং পাব্লিশিং অ্যাণ্ড ষ্টেশনারী	
১টি পাথর সিমেণ্ট ও গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী অপরাপর রসদের কোম্পানী	
৩টি এঞ্জেন্সি	
৩টি ট্রেডিংও ম্যানুফ্যাকচারিং	
৩টি কটন মিলস্	
১টি জুট প্রেস	
১টি করাত এবং গাছকাটার কল	
১টি প্রেস	২০,০০০
১টি কয়লার খনি	২০,০০০
২ হোটেল, থিয়েটার ও আমোদপ্রমোদের স্থান	৪,৫০,০০০
মোট	৬০,৬০,০০০

কলিকাতার বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিদেশ হইতে প্রাইভেট মালের আমদানি হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বিদেশ হইতে আমদানি পণ্যের মূল্য ৪·১৬ কোটি টাকা হইতে ৩·৭০ কোটি টাকা পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুনঃরপ্তানি সহ রপ্তানি পণ্যের মূল্য ৪·৮১ কোটি টাকা হইতে উক্ত বর্ষের মে মাসে ৪·৭৮ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের মূল্য যথাক্রমে ৩·৭৮ কোটি টাকা এবং ৬·০৩ কোটি টাকা হইয়াছিল।

আমদানি—

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসের আমদানি পণ্যের মূল্যের সহিত তুলনাত্মক বিবরণ প্রদত্ত হইল। ব্রাকেটস্থিত অঙ্কগুলি বৃদ্ধি অথবা হ্রাস সূচনা করিতেছে।

(লক্ষ টাকা হিসাবে)

যন্ত্রপাতি	১২ (+২০)
তুলা-নির্ম্মিত দ্রব্য	৩৮ (+১৩)
খনিজ তৈল	২৯ (−১৩)
লৌহ ও ইস্পাত	২৩ (− ৪)
অপর ধাতব দ্রব্য	১৮ (−১৬)
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	১২ (+ ২)
সুপারী	১১ (+ ৪)
কাষ্ঠ	১০ (+ ২)
হার্ডওয়্যার	১০ (অপরিবর্ত্তিত)
কাগজ ও পেষ্টবোর্ড	১০ (অপরিবর্ত্তিত)
রাসায়নিক দ্রব্য	৯ (− ৩)
অন্যান্য জাতীয় যন্ত্রপাতি	৭ (+ ১)
কাচ-নির্ম্মিত দ্রব্য	৭ (+ ৪)
রসদ	৬ (− ১)
ঔষধ	৬ (+ ১)
মদ্য	৪ (অপরিবর্ত্তিত)
মোটর গাড়ী	৪ (− ২)
তামাক	৪ (+ ২)

রপ্তানি পণ্য

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসের তুলনায় প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের মূল্যের তারতম্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	লক্ষ টাকা হিসাবে
পাট-নির্ম্মিত পণ্য	১,৯৯ (− ৭)
কাঁচা পাট	৭৮ (−৭৬)
চা	২৮ (+ ৪)
বীজ	২৭ (− ৪)
পিশ্	২৪ (+১০)
কাঁচা চামড়া	১৬ (−১৭)
শস্য ও খয়রা	১২ (− ৩)
গালা	৯ (− ৯)
অভ্র	৭ (− ৩)
মধু	৫ (− ৩)
পুরণী দ্রব্য	৫ (অপরিবর্ত্তিত)
ম্যাঙ্গানিজ ওর	৪ (অপরিবর্ত্তিত)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ব্যয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরীক্ষকমণ্ডলী বোর্ড কর্ত্তৃক রচিত ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের বাজেট আলোচিত ও অনুমোদিত হইয়াছে। বাজেটে ৩৭,৭০,৩৯২ টাকা আয় ও ৩৫,৮৬,০১৭৲ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা সাহায্য দিবেন। বিশ্ববিদ্যালয় যে টাকা চাহিয়াছিলেন, সরকার তাহা দেন নাই। অন্য দিকে আয় না বাড়িলে সরকারী এই সাহায্যে নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইত না।

পরীক্ষার ফিস ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তক বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে প্রচুর আয় হইয়া থাকে। গত দুই বৎসরে এই দুইটি খাতে আয় প্রচুর বাড়িয়াছে। আয়বৃদ্ধির ফলে বিশ্ববিদ্যালয় নূতন নূতন কয়েকটি পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে যেভাবে আয় বাড়িয়াছে ভবিষ্যতেও আয়বৃদ্ধির সে হার বজায় থাকিলে, আগামী বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা বিশেষ সচ্ছল হইবে।

পরীক্ষার ফি বাবদ আয় ১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা এবং পুস্তক বিক্রয় বাবদ আয় ৯০ হাজার টাকা হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুসারে ধরা হইয়াছিল; কিন্তু নূতন ব্যবস্থা অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা পাইয়াছে। অন্যান্য খাতে আয় বাদ দিলেও কেবলমাত্র ঐ তিনটি খাতেই আয় ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বাড়িয়াছে। তাহার ফলেই এ বৎসর সংশোধিত বাজেটে ৫,২২৩০৮৲ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এ বৎসর কি বাবদ আয় হইতে সংরক্ষিত তহবিলে ১ লক্ষ টাকা জমা রাখা হইয়াছে।

আগামী বৎসর ৫,২২,৩০৮৲ টাকা লইয়া কাজ আরম্ভ হইবে। সুতরাং আগামী ও তৎপরবর্ত্তী বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা বিশেষ সচ্ছল থাকিবে।

আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাইবে যে, বর্ষারম্ভে ৫ লক্ষ

টাকা মজুত থাকিলেও বর্ষশেষে তহবিলে মাত্র ১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা অবশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু আগামী বৎসর যেসকল ব্যয়ের হিসাব ধরা হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি ব্যয় এককালীন; ঐ সকল ব্যয় বাদ দিলে মোট ব্যয়ের অঙ্ক ১৮০ লক্ষ টাকা কমিয়া যাইবে। পুস্তক বিক্রয় ও ডিপোজিট টাকা বাবদ আয় পূর্ব্বাপর যে হারে বাড়িয়াছে, ভবিষ্যতেও সেই হারে বাড়িলে আগামী বৎসর স্বচ্ছন্দে পরিকল্পিত ব্যয় বহন করা চলিবে।

সংরক্ষিত তহবিলে এক্ষণে ৫,২১,৮০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ ও নগদ ৫৪ হাজার টাকা জমা আছে। ইতোপূর্ব্বে সিনেট কর্ত্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন পরিকল্পনায় আগামী বৎসর ৪ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ব্যয় হইবে; ঐ ব্যয় বহনের জন্য এ বৎসর ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করা হইতেছে। তৎপরে সংরক্ষিত তহবিলে প্রায় ১৮০ লক্ষ টাকা মজুত থাকিবে।

সিনেট কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ পরিকল্পনার বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত বিধি অনুসারে হিসাব পরীক্ষা বোর্ড গঠিত হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগের সম্প্রসারণের এবং অন্যান্য কার্য্যবিস্তারের ফলে উক্ত বোর্ড দ্বারা সকল হিসাব রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। উক্ত বোর্ডের কাজ ভাল-ভাবে চালান সম্ভব হইতেছে না। বোর্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলেই মনে করিতেছেন যে, বোর্ডের গঠনপ্রণালী, ক্ষমতা ও কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। একদিক্ হইতে ইহা সমর্থনযোগ্য; কিন্তু বিপরীত মতও উপেক্ষণীয় নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি বিভাগ আছে। প্রত্যেকটি বিভাগের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত একটি বোর্ডের সহায়তা ব্যতিরেকে সকল বিভাগের সন্তোষজনক কাজ করা সম্ভব নহে। কিন্তু বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা অর্থকমিটী বা হিসাব পরীক্ষা বোর্ড গঠিত হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র ক্ষমতা প্রয়োগে অসুবিধা ঘটিতে পারে। নূতন পরিকল্পনা অনুসারে কিয়দ্দিন কাজ চলার পর নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা বুঝিতে পারা যাইবে।

বাংলায় ইউনিয়ন বোর্ড ফার্ম্ম

বাংলার ১১টি জিলায় ১৪০টি ইউনিয়ন ফার্ম্ম আছে :—

জিলা	ফার্ম্মের সংখ্যা
নদীয়া	৩০
মুর্শিদাবাদ	২৪
২৪ পরগণা	২৪
খুলনা	১২
মেদিনীপুর	১২
হুগলী	১২
বীরভূম	
বাঁকুড়া	
বর্দ্ধমান	৬
হাওড়া	৬
যশোহর	৬
মোট	১৪০

বাংলার কৃষি সমিতি

নিম্নে ১৯৩৮-৩৭ খৃষ্টাব্দের বাংলার কৃষি সমিতির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

মেদিনীপুর জিলায় কৃষি সমিতি আছে জামনা ও লালগড়ে।

বর্দ্ধমান ডিভিশনে বর্দ্ধমান এবং বাঁকুড়া জিলা কৃষি সমিতি এবং প্রেসিডেন্সি ডিভিশনে মুর্শিদাবাদ জিলা সমিতি আছে। কিন্তু ইহারা উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন কার্য্য করিতেছেনা।

হাওড়াতে জিলা কৃষি সমিতি আছে।

চব্বিশ পরগণায় বসিরহাট সমিতি উল্লেখযোগ্য কাজ করিতেছে।

হুগলি জিলা কৃষি সমিতি বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিতেছেনা।

বীরভূম জিলায় কৃষি সমিতি আছে। এই সমিতি বীজ বিতরণের জন্য ১০০ শত টাকা চাষা পাইয়াছে।

রাই ও সর্ষপ চাষের ভবিষ্যদ্বাণী

যুক্তপ্রদেশ (৪৫·৪%)

বিগত বৎসরের (১৯৩৬-৩৭) তুলনায় এ বৎসর ১৯৩৭-৩৮ সনে ২,০০০ একর কম জমিতে রাই চাষ হইয়াছে। গত বৎসর কর্ষিত জমির পরিমাণ ছিল ২৬৮০০০ এবং এই বৎসর কর্ষিত জমির পরিমাণ ২৬৬,০০০। ডিসেম্বরের প্রথম দিকটায় একেবারেই বৃষ্টিপাত হয় নাই। কিন্তু মাসের শেষের দিকে বৃষ্টিপাত কিছু বেশী হয়। কেবল বেনারসে কোনওরূপ বৃষ্টি হয় নাই।

জানুয়ারি মাসে ফয়জাবাদ ও লক্ষ্ণৌ ব্যতীত আর সব জায়গায় বেশ বৃষ্টি হয়। ইহাতে ফসলের উপকারই হইয়াছে। যদিও শিলাবৃষ্টির জন্য দুই এক জায়গায় কিছু ক্ষতি হয়। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকের বৃষ্টিও ফসলের পক্ষে বেশ ভালই হয়। এবৎসর শতকরা ৮২ ভাগ ফসল উৎপন্ন হইবে আশা করা যাইতেছে। গত বৎসর উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ছিল ৭৪ ভাগ।

পাঞ্জাব (১৫·৭%)

গত বৎসরের ৬৮৯,০০০ একর জমির তুলনায় এ বৎসর ৭৫৮,০০০ একর ভূমি চাষ করা হইয়াছে। উক্ত জমির ৩৪৮,০০০ একর পরিমাণ জমিতে সরিষার চাষ করা হইয়াছে এবং ইহার উৎপন্ন দ্রব্য সাধারণ বৎসর হইতে কম হইবে। অন্যান্য তৈলের বীজ চাষ ৯০ ভাগ হইবে। কোনও কোনও স্থান হইতে শিলাবৃষ্টির খবর আসিলেও সাধারণভাবে ফেব্রুয়ারী মাসের বৃষ্টিতে ফসলের উন্নতিই সাধিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা (১১·৯%)

বিগত বৎসরের ৭৪০,০০০ একর জমির তুলনায় এ বৎসর ৭৭০,০০০ একর জমি চাষ করা হইয়াছে। জলের অভাবে ঢাকা, নদীয়া, মেদিনীপুর এবং রাজসাহীর কতক অংশে বৃষ্টি না হওয়ায় অল্প ফসলের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। এ বৎসর উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ শতকরা ৭৯ ভাগ হইবে আশা করা যাইতেছে। গত বৎসর দ্রব্যের পরিমাণ ছিল শতকরা ৮২ ভাগ।

বিহার (৯·৭%)

সর্ব্বসুদ্ধ ৫৮১,০০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছে। গত বৎসর হইয়াছিল ৫৩৪,০০০ একর জমিতে। জল বাতাসের অবস্থা ভাল হওয়ায় অল্প ফসল ভালই হইবে আশা করা যাইতেছে।

আসাম (৫·৩%)

এ বৎসর ৩৯১,০০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছে। জল না হওয়ায় অল্প এবং ফসলের পোকার জন্য কিছু ক্ষতি হইয়াছে। তবে গত বৎসরের ৬৮ ভাগ হইতে এ বৎসর ৭৯ ভাগ ফসল আশা করা যাইতেছে এবং সর্ব্বসুদ্ধ ফসলের পরিমাণ ৬৯০০০ টন হইবে আশা করা যায়।

সিন্ধু (২·৫%)

গত বৎসরের ১৪০,০০০ একরের তুলনায় এ বৎসর ১৪৮,০০০ একর চাষ করা হইয়াছে। জানুয়ারী মাসের ঠাণ্ডার জন্য ফসলের সামান্য ক্ষতি হইয়াছে এবং ইহাতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ কিছু কম হইতে পারে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (১·৬%)

গত বৎসরের ৪১,০০০ একরের তুলনায় এ বৎসর ৫১,০০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছে। সর্ব্বসুদ্ধ এ বৎসর ২,০০০ টন আশা করা যাইতেছে। গত বৎসর ছিল ১,০০০ টন।

বোম্বে (০·৬%)

২৪,০০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছে। ইহার মধ্যে দেশীয় রাজ্যের জমি ১,০০০ একর। ফসলের বেশ উন্নতি দেখা যাইতেছে।

উড়িষ্যা (০·৩%)

এ বৎসর ২৫০০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছে। গত বৎসর চাষ করা হইয়াছিল ২৪,০০০ একর জমিতে। জল বাতাসের অবস্থা ভাল থাকায় শতকরা ১২ ভাগ ফসল হইবে আশা করা যাইতেছে।

দিল্লী (০·১%)

গত বৎসরের ৫১,০০০ একরের তুলনায় এ বৎসর ৪৫,০০০ একর চাষ হইয়াছে। সাধারণ বৎসরের ন্যায় ফসল উৎপন্ন হইবে আশা করা যাইতেছে।

আলওয়ার (০·৮%)

সর্ব্বসুদ্ধ ৪৫,০০০ একর চাষ করা হইয়াছে। ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য ও বৃষ্টির অভাবে ফসলের কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

বড়োদা (০·৫%)

গত বৎসরের ৯,০০০ একরের তুলনায় এ বৎসর ১,৯০০ একর চাষ করা হইয়াছে। ঠিক সময়ে বৃষ্টি হওয়ার জন্য এবং বপন করার জন্য ফসল বর্দ্ধিত হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদ

গত বৎসরের ১০,০০০ একর জমির তুলনায় এবৎসর ৯,০০০ একর জমি চাষ করা হইয়াছে। ফসলের অবস্থা বেশ ভালই বলিয়া জানা গিয়াছে।

করাচীর বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে করাচী বন্দরে বিদেশ হইতে আমদানি পণ্যের মূল্য ১·২৪ কোটী টাকা এবং উক্ত বন্দর হইতে বিদেশে রপ্তানি পণ্যের মূল্য ১·৪১ কোটী টাকা হইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসের তুলনায় যথাক্রমে আমদানি পণ্যের মূল্য ৩৪ লক্ষ টাকা এবং ১·৯২ কোটী টাকা হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল ও মে মাসে আমদানি পণ্যের মূল্য ৯৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ২৮ পারসেন্ট হ্রাস পাইয়াছিল ও রপ্তানি পণ্যের মূল্য ৩·৬৯ কোটী টাকা অর্থাৎ ৪৬ পারসেন্ট হ্রাস পাইয়াছিল।

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

পণ্য	আমদানি		১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসের তুলনায় বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (−)	
	পরিমাণ টন	মূল্য টাকা	পরিমাণ টন	মূল্য টাকা
তৈল		১৮,০০,০৬৪		−১২,৯৩,৮০৪
তুলা-নির্ম্মিত পণ্য		২৮,৮৩,৪৭৯		৬,০৭,০২৭
ধাতব দ্রব্য		৯,৬১,২২০		− ৪,০৫,৯৬৫
মদ		৪৬,৫৪		৫০,৮৪০

পণ্য	মে, ১৯৩৮		১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসের তুলনায় বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (−)	
	পরিমাণ টন	মূল্য টাকা	পরিমাণ টন	মূল্য টাকা
যন্ত্রপাতি		১৫,১৪,০২৮		+ ২,২৪,১৭৯
পশমনির্ম্মিত দ্রব্য		৩,৮৮,৩১১		+ ১,৬২,০৮৭
মোটর গাড়ী		৬,৫৬,৬৫৩		+ ২১,১০৩
চিনি		১৫,৮৬৬		+ ৪,১১৬
তুলার সুতা		১২,০৬৯		+ ১,২৬৫

ব্রহ্মদেশ ও ইরাণ হইতে তৈল আমদানি হ্রাস পাইবার দরুণ আলোচ্য বর্ষে তৈল আমদানি হ্রাস পাইয়াছে। তুলা নির্ম্মিত সাদা ও রঙীণ খুচরা দ্রব্যের আমদানি হ্রাস পাইয়াছে। ১৪·৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৮ মিলিয়ন গজ সাদা কাপড় আমদানি হইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ১৯ লক্ষ টাকা মূল্যের ৯½ মিলিয়ন গজ সাদা কাপড় করাচী বন্দরে আমদানি হইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫ মিলিয়ন গজ রঙীণ কাপড় আমদানির তুলনায় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ৭ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩½ মিলিয়ন গজ রঙীণ কাপড় আমদানি হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪½ মিলিয়ন গজ ধূসর রংএর পট্টবস্ত্রের আমদানি হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষের মে মাসে ৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪½ মিলিয়ন গজ ধূসর পট্টবস্ত্র আমদানি হইয়াছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল ও মে দুই মাসে তুলা-নির্ম্মিত খুচরা মালের মোট আমদানি ৫৯ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩৩½ মিলিয়ন গজ হইয়াছিল। বিগত বর্ষের এপ্রিল ও মে মাসের আমদানির তুলনায় ইহা পরিমাণে ১১ পারসেণ্ট ও মূল্যে ২১ পারসেণ্ট ন্যূন ছিল।

রপ্তানি

	পরিমাণ টন	মূল্য টাকা	১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসের তুলনায় বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (−) পরিমাণ টন	মূল্য টাকা
কাঁচা তুলা	১৮,৩৮৯	১৫,৮৯,০৬৮	−২২,০১১	−১,১৬,৯০,০৮৪
কাঁচা চামড়া	১৭৫	১,৭০,৪৬৫	−৮০২	−৭,৯১,১১৯
কাঁচা পশম (ভারতীয় ও বৈদেশিক)	১,০২৮	১৪,৪৪,৭৫৭	+১৬৬	−১,৬০,৪৪০
কাঁচা চামড়া	৪৭১	৫,৮৩,৮৬০	−১৩৬	−১,৫১,১৯৭
গম	১৪,২১১	১৩,২২,০৩২	+৪৮১	−২৬,২৯৫
বার্লি	২৫	১,৯৪০	+১১	−৭৪১
গমের ময়দা	৪,০০৯	৪,৯৩,৪৫২	+১১৭	+১৪,৭৯০
রেপ্‌সিড	২,৮৮০	৩,৪৫,৮৮২	+৩৫৪	+৩৭৮

জাপানে, বেলজিয়ামে, মার্কিণ রাজ্যে, ইটালীতে, চেকোস্লোভাকিয়ায়, ফ্রান্সে এবং যুক্তরাজ্যে যথাক্রমে ১৬,১৫৪ টন, ৯,৫৩৯ টন, ১,৭৪৪ টন, ১,০৩২ টন, ৯২৯,৪৪৩ টন এবং ৪২৪ টন কাঁচা তুলা রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল ও মে মাসের মোট ৭৬,৬৮১ টন (৪২৯,৪১৩ বেল্) রপ্তানির তুলনায় আলোচ্য বর্ষের এপ্রিল এবং মে মাসে ৩৪,৩৪৩ টন (১৯২,৩২০ বেল্) তুলা রপ্তানি হইয়াছিল। জার্মাণি নেদারল্যাণ্ডস্, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, গ্রীস, প্রভৃতি দেশসমূহে-গরুর চামড়া এবং মিসর, গ্রীস, জাপান, মার্কিণরাজ্য প্রভৃতিতে মহিষের চামড়া রপ্তানি হ্রাস পাইবার দরুণ আলোচ্য বর্ষের মে মাসে করাচী বন্দর হইতে বিদেশ সমূহে চামড়া রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে। কাঁচা পশম রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। যুক্তরাজ্য এবং মার্কিণরাজ্য প্রধান ক্রেতা ছিল। আলোচ্য মাসে মোট ১৪,২১১ টন রপ্তানি গমের মধ্যে ১০,৫০২ টন গম যুক্তরাজ্যে, ২,৭৫০ টন বেলজিয়ামে, ৫০৬ টন ব্রহ্মদেশে এবং ৩৫০ টন মিসর দেশে রপ্তানি হইয়াছিল। পূর্ব্ব বর্ষের ২৭,১৪৯ টন গম রপ্তানির তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ২৭,৪২৬ টন গম রপ্তানি হইয়াছিল।

বোম্বের বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বোম্বের বৈদেশিক বাণিজ্য পণ্যের মোট মূল্য ৮·৮ কোটি টাকা ছিল। ইহা ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসের তুলনায় ২·৯৭ কোটি টাকা ন্যূন ছিল। ইহার কারণ অল্প পরিমাণে বাণিজ্য দ্রব্যও স্বর্ণের আমদানি এবং স্বল্প পরিমাণে ভারতীয় উৎপন্ন পণ্যের রপ্তানি।

আমদানি

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বিদেশজাত আমদানি পণ্যের মূল্য ৪·৯২ কোটি টাকা ছিল। ইহা ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের উক্ত মাসের ১·৩৯ কোটি টাকা ন্যূন ছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ১৫·১১ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ আমদানির এবং ৯·৩৮ লক্ষ টাকা মূল্যের রৌপ্য আমদানির তুলনায় আলোচ্য বর্ষের উক্ত মাসে যথাক্রমে ৭·৫৭ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও ২৭·৯৭ লক্ষ টাকা মূল্যের রৌপ্য আমদানি হইয়াছিল।

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসের সহিত আলোচ্য বর্ষের উক্ত মাসে প্রধান প্রধান বাণিজ্য পণ্যের তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	লক্ষ টাকা হিসাবে
কাঁচা তুলা	১,১৮ (+২৫)
বস্ত্রপাতি	৩৬ (−২)
খনিজ তৈল	৩০ (+৩)
ধাতব দ্রব্য	২২ (−২৯)
ইনষ্ট্রুমেণ্ট	১৮ (−৫)
মোটর গাড়ী ও সাইকেল প্রভৃতি যান	১৪ (−১০)
তুলার সুতা	১১ (অপরিবর্ত্তিত)
তুলা-নির্ম্মিত খুচরা রঙীণ দ্রব্য	১১ (−৫)
সিল্ক নির্ম্মিত দ্রব্য	১০ (−২)
কৃত্রিম সিল্ক নির্ম্মিত খুচরা দ্রব্য	৯ (−১৩)
এনিলাইন ডাই	৮ (−১৪)
তুলা-নির্ম্মিত ধূসর বর্ণের খুচরা পণ্য দ্রব্য	৭ (+১)
গাছ ও তক্তা	৭ (অপরিবর্ত্তিত)
কাগজ ও পেষ্ট বোর্ড	৭ (−৫)
মূল্যবান পাথর ও মুক্তা	৬ (অপরিবর্ত্তিত)
তুলা-নির্ম্মিত খুচরা দ্রব্য	৬ (−৫)
রাসায়নিক পদ্ধিয়ায় নির্ম্মিত দ্রব্য	৬ (−২)
ঔষধ	৬ (অপরিবর্ত্তিত)
হার্ডওয়ার	৫ (−৪)
অয়েলম্যানস্ ষ্টোর	৫ (অপরিবর্ত্তিত)
মদ্য	৫ (−২)
কৃত্রিম সিল্ক নির্ম্মিত সুতা	৫ (−১০)
রবার নির্ম্মিত পণ্য	৪ (−৪)
পশম নির্ম্মিত পণ্য	৪ (−৩)
কাচ নির্ম্মিত পণ্য	৪ (−৩)
মসলা	৩ (−৪)

রপ্তানি

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভারতীয় পণ্য রপ্তানির মোট

মূল্য ২·২৯ কোটি টাকা হইয়াছিল। ইহা ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসের তুলনায় ১·০৮ কোটি টাকা কম। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১·৪৭ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানির তুলনায় আলোচ্য বর্ষের উক্ত মাসে ৯১·৯৮ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানি হইয়াছিল।

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসের সহিত আলোচ্য বর্ষের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের মূল্যের তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	লক্ষ টাকা হিসাবে
কাঁচা তুলা	৯৫ (—৭১)
তুলা-নির্ম্মিত পণ্য	৩০ (—১১)
বীজ	২১ (+৪)
তুলা-নির্ম্মিত সুতা	১৭ (+৮)
শস্য ও গম	৯ (অপরিবর্ত্তিত)
কাঁচা চামড়া	৪ (—৬)
কাঁচা পশম	৩ (—১৭)
তৈল	৩ (—২)

কাঁচা তুলার রপ্তানি ২৭,৫৮২ টন হইতে ১৭,৭৩১ টনে, কাঁচা পশমের রপ্তানি ২½ মিলিয়ন পাউণ্ড হইতে ¾ মিলিয়ন পাউণ্ডে, মাঙ্গানীজ ওর এর রপ্তানি ১৮,১৪৪ টন হইতে ১,৮৫০ টনে, গমের ময়দার রপ্তানি ১,৭৫০ টন হইতে ১,২৬৭ টনে, গমের রপ্তানি ৬৬১ টন হইতে ১৭২ টনে হ্রাস পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে বীজের রপ্তানি ১০,০০১ টন হইতে ১২,৫৪৭ টনে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ৩৬·৬৩ লক্ষ টাকার তুলনায় আলোচ্য বর্ষের মে মাসে ২৪·১৪ লক্ষ টাকা মূল্যের বৈদেশিক পণ্যের পুন রপ্তানি হইয়াছিল।

চেকোস্লোভাকিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য

	আমদানি	রপ্তানি	আমদানি		রপ্তানি
	ডিসেম্বর		জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত		
	১৯৩৬		১৯৩৭	১৯৩৬	১৯৩৭
জার্ম্মাণি	১৫০		৯৭০১	১৩৮৮	১৬৪৫
অষ্ট্রিয়া	৩৪		৪৪৬	৫৫৩	৮৭৮
হাঙ্গেরী	১৮		১৯১	১৪৩	
গ্রীস	৫		১০৩	৬৭	
তুরস্ক	৮			৮৪	
ইটালী	—	—		২৪১	২১৩
বুল্‌গেরিয়া	৩	৬		৪৩	৬৭
রুমানিয়া	৩৬	৪৫		৩৬১	৩৮০
যুগোস্লাভিয়া	৩৯	৫৩		৩৪৭	৭৩০
পোলাণ্ড	২৮	১৯		২২০	১৬৫
সোভিয়েট রুশিয়া	১৮	১১		৯০	১৮০
ফ্রীমার্কেটস					
গ্রেটবৃটেন	৬১		৭০১		
সুইডেন	২৭		৪১৮		
নরওয়ে	১৩		১৩২		
ডেনমার্ক	৭		৬০		৪৯
ফিন্‌ল্যাণ্ড	২	১০	১৮		৬৪
ফ্রান্স	৭৪	৩৮	৫৭৬		৩৪৩
হল্যাণ্ড	৫৮	৪৫	৪১২		৩৩৭
সুইট্‌সারল্যাণ্ড	৫৮	৪৯	৩৫৯		৩৭৮
বেলজিয়াম	৬৩	৭০	৩১৫	২৩৪	১২২
বিদেশসমূহ	৬৬	৬৮	৯৬১	৪৮৩	৭৩০

	আমদানি		রপ্তানি	আমদানি		রপ্তানি	
	ডিসেম্বর			জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত			
	১৯৩৭	১৯৩৬	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৬
ক্যানাডা	৫১		৩	৪০	১৪	৭৩	৫৫
আর্জ্জেন্টিনা	১৭		১৪	২০১	১৬৬	১৮৭	৯০
ব্রাজিল	১৩		৭	১৭৩	৮১	৮৫	৪৮
ভারতবর্ষ	৩৪	৩৩	৯	৪৭১	৩০২	১৩২	৭৮
ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ	২৪	১৬	৩	২১২	১৪৮	৪৬	২১
জাপান	১৩	৭	৮	৭৯	৪১	৬০	৪১
চীনদেশ	৩	২	৪	৪৬	৫১	১৫৭	৫৭
প্যালেষ্টাইন	২	১	৪	১৬	১৭	৬০	৪৫
ইরাণ	১	১	২৩	৭	৭	১৯৯	
দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন	৪		৮	৪০	২৪	১৪৫	
মিসর	২০		৬	২২৩	১৭১	১১৭	
অষ্ট্রেলিয়া	১০		৫	১৪৩	৭৮	৬৬	

বুলগেরিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বুলগেরিয়ার আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের যথাক্রমে ৩,১৮১,০৬৮,০০০ লিভা এবং ৩,৯১০,৩৮২,০০০ লিভার তুলনায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আমদানি এবং রপ্তানি পণ্যের মূল্য যথাক্রমে ৪,২২৬,০৪১,০০০ লিভা ও ৪,০১৯,৪২৯,০০০ লিভা হইয়াছিল।

নিম্ন তালিকায় আলোচ্য বর্ষে দেশ-বিদেশে বুলগেরিয়ার আমদানি এবং রপ্তানির বিবরণ প্রদত্ত হইল।

	আমদানি		রপ্তানি	
	১৯৩৬			
	হাজার লিভা		হাজার লিভা	
জার্ম্মাণি	২,৬২৮,২৭৩	১,৯৪০,০৯২	২,১৬২,৫১৭	১,৮৪৯,২২৩
ইটালী	২৪৫,৭৬২	১৮,৪৬৪	২১০,৭৮৫	১৪২,১৮৯
চেকোশ্লোভাকিয়া	২৪৪,২০৩	২৪৪,১৯০	২৭৮,২৬৮	১২৭,৬৬১
যুগোশ্লাভিয়া	২০২,৩১৬	১৪৫,৯৫১	৬২৫,১০৯	৪৫৩,৬৬৩
বেল্‌জিয়াম	২১২,৯৯৭	৪৭,৭২৪	৮৪,৬০৪	১৪৬,২২৮
পোলাণ্ড	২১২,৫১৪	২২,৫১৭	২৩২,২৮৯	১৪৬,০৯৭
অষ্ট্রিয়া	১৬৬,১৮৮	১৮১,২৭৬	২০২,১৬৪	১১৬,০৯১
ফ্রান্স	১৬৪,৪৫৩	৩৮,৯৮৮	৮০,৯০৯	৮০,২৬০
রুমানিয়া	১৪৩,৭৮৫	২৮,৭১৩	১২,৪৮২	৫,৮১৫
যুগোশ্লাভিয়া	১১৩,৭৮৮	৬৫,৪৪৭	১১২,৪৯৮	৮৩,৬৯৯

দেশ	আমদানি		রপ্তানি	
	১৯৩৬ .			
	হাজার লিভা		হাজার লিভা	
মার্কিণ রাজ্য	১০০,১৯৭	৬২,০৪৪	১২২,১২৯	১০০,৪৭৮
নেদারল্যাণ্ড	৬৬,০৬৪	২২,৯২৮	১০৯,৩৮৭	১০০,৮৩৪
হাঙ্গেরী	৬৩,৯১৮	৪৯,৮৩১	৪৬,১৪৬	৪৫,৩৬৭
ইতিয়া	৪৩,৮০৮	২০,৪২৮	১৩	—
সুইডেন	৪৩,০৪৬	১৭,৩৬২	৬৫,০০০	৬৮,০৭২
তুরস্ক	২৪,৮৪৬	২৫,৪৭৯	৩২,২১০	২৫,২৮১
যুগোস্লাভিয়া	২৩,৭৪৬	১০,৫২৬	৩২,৯২২	১৯,৩৬৭
মিশর	২১,০৭৪	১৪,৮০৩	৯৫,০২৬	৮৯,১৪২
গ্রীস	১৭,৪৮১	১৪,১৪৭	২৩,১৯১	১৯,৫৭৪
প্যালেস্টাইন	১২,০২৫	১১,১১০	৭৪,২১৭	৪২,৪১৭
ডেন্‌মার্ক	৩,৯৯৯	১,৮৩৮	১০৮,৬৭৯	১১২,২৬৮
জাপান	২,০৭৪	১,৭৪৭	৪০	২১৬
নরওয়ে	১,৮৬৪	৯০৮	৯,৮৬০	১,৮১৭
সোভিয়েট ইউনিয়ন	১,৩০০	৩,৯৮৯	২৩	৯
স্পেন	২৩২	৬,০৬১	১৪,৪১৩	৩২,৬৪৯
সিরিয়া	৪৭	১,০৮২	৬,৭৬৬	৪,৯৮৩
মালটা			১৪,৪৭৩	৯,৮৯২

যবদ্বীপ হইতে চিনি রপ্তানি

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ৮৪,৬১১ টনের তুলনায় আলোচ্য বর্ষের উক্ত সময়ে ৫০,৯৮৮ মেট্রিক টন চিনি জাভা হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ১৪,৪৮০ টনের তুলনায় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের উক্ত মাসে ১২,৭৬০ মেট্রিক টন চিনি সুয়েজের পশ্চিমে বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ১,৮০৩ টনের তুলনায় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের উক্ত মাসে ১,৪৭১ মেট্রিক টন বৃটিশ ভারত আমদানি করিয়াছিল। বিগত বর্ষের ফেব্রুয়ারী মাসের ১২,৬০৭ টনের তুলনায় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের উক্ত মাসে হংকং ও চীনদেশ ৪,৮৬৮ মেট্রিক টন চিনি আমদানি করিয়াছিল। পক্ষান্তরে জাপান ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ১৬,২৬৪ মেট্রিক টন চিনি আমদানি হ্রাস করিয়া ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের উক্ত মাসে ৯,৪০৩ টন চিনি আমদানি করিয়াছিল। নিম্নোক্ত তালিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের তুলনায় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের উক্ত মাসে যবদ্বীপের চিনি রপ্তানির বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

দেশসমূহ	ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮	১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত মোট ১১ মাস	১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস	১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত
	মেট্রিক টন	মেট্রিক টন	মেট্রিক টন	মেট্রিক টন
হলাণ্ড	১০,১০২	১২৭,৬০৫	৩,১৮৭	১০,৫৯৭
হলাণ্ড (এক ও)		৯৩৮		
ইংলণ্ড (এক ও)		২৪,৬০৮		
জার্ম্মানি		৩০৬		
ফ্রান্স	৪৯৮	৬,৩২২		
বেলজিয়াম পোর্ট সৈয়দ, আলেকজেণ্ড্রিয়া ইত্যাদি		২১১,০৩৮		৮৫,৯১১
আমেরিকা (পূর্ব্ব উপকূল)		২৯৫		২,১৪২
আমেরিকা (পশ্চিম উপকূল)	১২	৩৩০	১২৬	৪০৮
মোট (হুয়েজের অন্তিম অঞ্চল)		৩৭৫,৪৭৫		
এসিয়া মাইনর		৪,০৭৯		
আরব		৪০৮		৮,৮৭৩
এডেন		১০,০২৭		১৩,৩৬৮
ইরাক		৭,৩৬৬		৬,৬০৪
সোমালিল্যাণ্ড				১৪২
পর্ত্তুগিজ ইষ্ট আফ্রিকা		৮৬২		১,০৪১
বৃটিশ ইষ্ট আফ্রিকা		২,৯৮৩		৩,০৯১
নরিসাস		৩৬৬		৩২৯
সিংহল		৬২,৬২৬		৬৩,৬৪০
বৃটিশ ভারত		২২,৮৬৮		৪১,৪১২
শ্যাম		১৯,৮০৩		২৮,৭১০
বৃটিশ মালয়		৩		৩৪
পিনাং		২০,১৪৯	২,৩৮৪	২৩,৪৬৯
সিঙ্গাপুর		৬৩,৮৮৪	৪,৩৬৬	৬০,৩৩৫
ফরাসী ইন্দোচীন		১,২৯৪		২,৬৯৬
হংকং		৮৭,৪৮৪		১৮১,৩৪৮

দেশসমূহ	ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮	১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত মোট ১১ মাস	১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস	১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত
	মেট্রিক টন	মেট্রিক টন		মেট্রিক টন
চীনদেশ	২,৩২৯	৩০,১৪৭		৪৭,৫৮৪
ফরমোজা				৫০৫
ভেইরীন (চাসনী)				৩৮,১৭৯
কোরিয়া				২৯,৭২৫
জাপান			১৬,২৫৪	১৬২,২৯৭
বৃটিশ নর্থ বোর্ণিও			১৫	১৪৪
সারাওয়াক				৫
পর্ত্তুগীজ টিমুর				১৬
অষ্ট্রেলিয়া				৩৭২
নিউজিলাণ্ড				৬৮,৫৮৬
পলিনেশিয়া				২১৩
অন্যান্য স্থান				২
মোট	৫০,৯৮৮	৯৪৭,৯৯৮	৮৪,৯১১	৮৮৫,০৩৯

জাপান ব্যাঙ্ক

২৮শে ফেব্রুয়ারী চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,৯৩০ মিলিয়ন ইয়েন। কিন্তু তাহা হইলেও ফেব্রুয়ারী মাসে দেখা যায় যে চলতি নোটের পরিমাণ ৪০১ মিলিয়ন বাড়িয়া গিয়াছে এবং ব্যাঙ্ক অব্ চোসেন ও টাইওয়ানকে নোট আমানতের জন্য যে ১২০ মিলিয়ন ইয়েন দেওয়া হয় তাহা বাদ দিলেও দেখা যায় যে, জাপানের বাজারে ইয়েনের পরিমাণ ২৮০ মিলিয়ন বর্দ্ধিত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক অব জাপানের গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির পরিমাণ হইতেছে ১'১৭৫ মিলিয়ন ইয়েন।

যুক্তরাজ্যে দরজা আমদানি ব্যবসা

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যুক্তরাজ্যে ৬ ফুট উচ্চ এবং ২ ফুট প্রশস্ত দরজা আমদানির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

দেশ	সংখ্যা	মূল্য (পাউণ্ড)
ক্যানাডা	৩০,৮১৬	১২,৪৮৯
সুইডেন	১০,৭৭১	৪,৬২৯
মার্কিণ রাজ্য	১,৪১০	৫৬১
ফিন্‌লাণ্ড	৫৬০	২১৫
নেদারল্যাণ্ড		৫৮
পোলাণ্ড		
জার্ম্মাণি	৩৬	৪৯
বেলজিয়াম	৩	৩
মোট	৪৩,৫৫৭	১৮,৩৩৭

অপরাপর দরজা

	সংখ্যা	মূল্য (পাউণ্ড)
সুইডেন	২,৩৬৮	৭৪৯
ক্যানাডা	৯৬	৩৯
জার্ম্মাণি	১৭	১৭
মোট	২,৪৭১	৮০৫

নিম্নোক্ত তালিকায় পূর্ব্বোক্ত সময়ে যুক্তরাজ্যে তিন প্রকার নির্দ্দিষ্ট দরজা আমদানির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

নিম্ন দেশসমূহ হইতে আমদানি	মূল্য (পাউণ্ড)
ক্যানাডা	২,০৮৭
সুইডেন	১,১৮৩
অষ্ট্রিয়া	৩৮৬
আয়ার্লণ্ড	১৬
বেলজিয়াম	১৪
ফ্রান্স	২
মোট	৩,৬৮৮

নিম্নোক্ত তালিকায় বিদেশসমূহ হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১-১১ জানুয়ারীর মধ্যে যুক্তরাজ্যে ৬ ফুট উচ্চ এবং ২ ফুট প্রশস্ত দরজা আমদানির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	সংখ্যা	মূল্য (পাউণ্ড)
ক্যানাডা	১৬,৩৫০	৩১,৪৩১
সুইডেন	৮,৩১০	৩,৫১২
মার্কিনরাজ্য	১,৫০০	৫১৮
ফিন্‌ল্যাণ্ড	৮৫৬	৩১৪
নেদারল্যাণ্ড	৩১	৪৭
মোট	৮৭,০৪৭	৩৬,০০২

নিম্ন তালিকায় পূর্ব্বোক্ত সময়ের মধ্যে যুক্তরাজ্যে রপরাপর দরজা আমদানীর বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	সংখ্যা	মূল্য, পাউণ্ড
ক্যানাডা	১,১০০	৪৫৫
সুইডেন	৬০	২০
নেদারল্যাণ্ড	১	১
মোট	১,১৬১	৪৭৬

মার্কিণ রাজ্যে কফি এবং চা আমদানি

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ক্ত রাজ্যের কফি আমদানি ও রপ্তানির বিবরণ প্রদত্ত ল :—

দেশসমূহ	কফি আমদানি পরিমাণ, পাউণ্ড	রপ্তানি পরিমাণ, পাউণ্ড
চেকোশ্লোভাকিয়া		১০,৪৬৮
ফ্রান্স		২২১,৫২৭
জার্মানি		৮,০৫২
নরওয়ে		৭৮,৪৯৬
ক্যানাডা		৭৫০
ডেন্‌মার্ক		৯,৯২৯
ফিন্‌ল্যাণ্ড		৭০,৯১৩
সুইডেন		৪৭,৮৬১
চিলি		১০,৭৪১
বৃটিশওয়েষ্ট ইণ্ডিজ		১৩৩
নেদারল্যাণ্ডস্		১০৬,১৬০
কোষ্টারিকা		
গুটিমালা		
হণ্ডুরাস		
নেদারল্যাণ্ড ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ		
ফ্রেঞ্চ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ		
নিকারাগুয়া	৬,৬১৮	
পানামা	৩৪,৪৯৮	
ম্যালভাডোর	২,৭০০,১৮৮	
মেক্সিকো	৮৮,৪০৮	
কিউবা	৩৭৪,৩৩৬	
ডমিনিকান রিপাব্লিক	২৯০,৯৯৫	
হেইটি রিপাব্লিক	৫০০,৮৪৮	
ব্রাজিল	৫৭,১০৯,৮০১	
কলাম্বিয়া	৩৩,৯৩৪,১০০	
ইকোয়াডোর	১,৭৫৪,৪৮২	
ভেনিজুয়েলা	১,১৫২,০৮৩	
পর্ত্তুগাল	৪৯৮,৮২৪	
সুরিনাম	৪০,১০৫	
এডেন	৩৪,৪০০	
আবেকা	১১,৪০০	

ট্রিনিডাড্	৭০,০০০		অষ্ট্রেলেশিয়া		১১,৭৭৪
ছোট আরব	৩৬৮,৪২২		ইয়োপিয়া	৭৮,৪৫৮	
নেদারল্যাণ্ড ইণ্ডিজ	৬,৯১৬,৭৯১	১৮৪	বৃটিশ ইষ্ট আফ্রিকা	২,৫০৮,৪৩৭	
জাপান		৪,০৫০	পর্তুগীজ আফ্রিকা	৪২৩,৬৯৬	
প্যালেষ্টাইন		২৪			
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ		১৪৮	মোট পাউণ্ড	১১১,০৯৯,২৫৫	৬৮৫,০৪১

হরিজন উন্নয়নের প্রচেষ্টা

বিহার গবর্ণমেণ্টের ইনফর্মেশন অফিসার সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত বিবৃতি বাহির করিয়াছেন :—

বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের হরিজনদের ও আদিম অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন নিম্নে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা গেল :—

শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা

হরিজন ছাত্রদের বিশেষ বৃত্তি দেওয়ার জন্য বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে ১৮,৩১০৲ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং স্থির করা হইয়াছে যে, পরবর্ত্তী বৎসরসমূহে এই খাতে ১৮,৮৮০৲ টাকার ব্যবস্থা করা হইবে। উহা ছাড়া বৃত্তিশিক্ষার্থী হরিজন বালকদের বিশেষ বৃত্তি দেওয়ার জন্য ১,১৪০৲ টাকা রাখা হইয়াছে।

আদিম অধিবাসী ছাত্রদের শিক্ষার জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে ৩,৪২০৲ টাকার। তাহা ছাড়া আদিম অধিবাসী ছাত্রদের মধ্যে বৃত্তিশিক্ষা প্রচারের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর ১০ হাজার টাকা ব্যয় করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন যে, কলেজে যে সকল হরিজন ছাত্র পড়িবে তাহাদের কাহাকেও বেতন দিতে হইবে না।

জল সরবরাহের জন্য ব্যয়

পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহের জন্য মোট ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫০ হাজার টাকা হরিজন ও আদিম অধিবাসীদের জন্যই বিশেষভাবে ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে মনোনয়ন

গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম মনোনয়ন ব্যাপারে হরিজন ও আদিম অধিবাসীদের দাবী বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে তপশীলভুক্ত শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা

গবর্ণমেণ্ট এক সার্কুলার জারি করিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, বিহার ব্যবস্থা পরিষদে বা বিহার ব্যবস্থাপক সভায় যেসকল হরিজন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাহাদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অধীনে চাকুরী করিতে কোন বাধা থাকিবে না। ১৯২৩ সনে যে সার্কুলার জারি করা হইয়াছিল, তাহাতে ছিল যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন কর্ম্মচারী আইন সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলে, তাহাকে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের চাকুরী হইতে অপসারিত করিতে হইবে। এই নূতন সার্কুলার দ্বারা কেবল হরিজনদের সম্পর্কে সেই বাধা অপসারিত করা হইল।

চাকুরী সম্পর্কে ব্যবস্থা

গবর্ণমেণ্ট সমস্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের উপর এই মর্ম্মে এক সার্কুলার জারি করিয়াছেন যে, আমলা ও নন-গেজেটেড্ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে তপশীলভুক্ত শ্রেণী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর এবং দরিদ্র অথচ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বর্ণহিন্দু প্রার্থীদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

অন্যান্য সুবিধা

পালামৌর খামিয়াদের কোন উপযোগী কুটীরশিল্প শিক্ষা দেওয়া সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে। উহা এখন গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে।

বিহার প্রজাস্বত্ব আইনের ৭(ক) আদিম অধিবাসীদের জমি হস্তান্তরের বিধিনিষেধ সম্পর্কে যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে, তাহা ভাগলপুর জেলার কর্ণগড় ও পীরপৈতি থানায় কুইয়া ও ওরাওদের সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে।

মিঃ ক্রফোর্ডের বক্তৃতা

ভারতবর্ষে রেলওয়ে সংক্রান্ত শিল্প সংপ্রসারণের কয়েকটি ধারা বিষয়ে ই-আই-আর রেলওয়ের ডেপুটি কমার্শ্যাল ম্যানেজার মিঃ সি, এ, ক্রফোর্ড ২২শে জুন আইন, শিল্পসূত্রে মিঃ কে, বি, আয়ারএর সভাপতিত্বে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বিগত দশবৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে শিল্প-ব্যবসা বিস্ময়কর সংপ্রসারণ লাভ করিয়াছে। মিঃ ক্রফোর্ড ষ্টাটিষ্টিকসের সাহায্যে দর্শাইয়াছেন যে, ভারতের আভ্যন্তরীণ শিল্প-সংপ্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশসমূহ হইতে শিল্প দ্রব্যের আমদানি হ্রাস পাইয়াছে। ভারতের এই শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সংপ্রসারণ ভারতীয় রেলওয়ে সমূহের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহার ফলে কোন কোন রেলওয়ের খুব লাভ হইয়াছে। পক্ষান্তরে কোন কোন রেলওয়ের উপর ইহা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মিঃ ক্রফোর্ড উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সংপ্রসারণের দরুণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ট্রান্সপোর্টেশন খরচ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু পক্ষান্তরে খরচ বৃদ্ধির অনুপাতে ইহার আয় বৃদ্ধি পায় নাই। অবশ্য বিভিন্ন প্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের উপর বিভিন্ন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

যে সকল অঞ্চলে বৈদেশিক পণ্যের ব্যবহার হইয়া থাকে সেইসকল অঞ্চলে বিদেশজাত মাল রপ্তানির সমস্যা অতি সামান্য। কেননা এইসকল মাল রপ্তানির খরচের হার বেশ বেশী। ভারতবর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংস্থাপন এই স্থানান্তরণ ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার ব্যতীত কাঁচা নিশ্চিত মাল স্থানান্তরণের বিশেষ ক্ষমতার উদ্ভব করিয়া থাকে। এই কাঁচা মাল এবং নিশ্চিত দ্রব্যের স্থানান্তরণ অতি কম মূল্যে হইয়া থাকে। সুতরাং বিদেশ হইতে আমদানি মালের স্থানান্তরণ অতি অল্প মূল্যে ভারতবর্ষে নিশ্চিত ও কাঁচা মাল স্থানান্তরণ কর্তৃক বিশেষরূপে প্রভাবিত হইয়াছে। মিঃ ক্রফোর্ড কাচের চুড়ি, গুড় এবং চিনি প্রভৃতির স্থানান্তরণের সমস্যার বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে বক্তা বৈদেশিক মালের পরিবর্তে যেসকল কাপড়, সিমেন্ট, কাঁচা নিশ্চিত মাল, কাগজ, লৌহ ও ইস্পাত এবং যেসকল খুচরা ভারতীয় মাল ভারতের বাজার দখল করিয়া বসিয়াছে ইহারও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অনেক স্থলে বক্তার মতে এইসকল ভারতীয় শিল্প দ্রব্য বিশেষরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর ক্ষতি করিয়াছে।

শিল্প জগতে এই প্রকারের বিপ্লব রেলওয়ে কোম্পানী-সমূহের বিশেষ অধিক দুরবস্থা ঘটাইয়াছে। পরিশেষে মিঃ ক্রফোর্ড রেলওয়েসমূহের আরোপিত অতিরিক্ত ট্রাফিক রেটের সমর্থন করিয়া উক্তি করিয়াছেন যে, রেলওয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের এজেন্ট ও ভৃত্য এবং রেলওয়েসমূহের কর্তব্য ইহাদের উন্নতি বিধান ও স্বার্থসংরক্ষণ করা। অধিকন্তু ব্যবসায়ী হিসাবে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষগণও রেলওয়ে কোম্পানীসমূহের স্বার্থ অবশ্য সংরক্ষণ করিবে।

ভারত সরকারের কৃষি-সংক্রান্ত গবেষণা

ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা বিভাগের ইম্পিরিয়াল কমিশন বিনা বৃষ্টির জলে চাষের উন্নতিকল্পে কয়েকটি গবেষণা করিতেছেন। যে উপায় অবলম্বন করাতে আমেরিকায় যথেষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে, বিশেষ করিয়া সেই পন্থায় এই গবেষণা বিভাগ তাঁহাদের গবেষণা কার্য্য চালিত করিতেছেন। তবে ভারতের অবস্থা ও আবহাওয়াভেদে ঐ প্রথার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইতে পারে।

এতদুদ্দেশ্যে এই বিভাগ ভারতের বিভিন্ন অংশে

পাঁচটি পরীক্ষামূলক কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্য ঐ উন্নতিকারক কমিটীর সাহায্যে পরিচালিত হইবে। বিভিন্ন কেন্দ্রে গবেষণার যে ফলাফল পাওয়া যাইত, সে সবের তুলনা করিয়া ঐ পাঁচটী কেন্দ্রে কার্য্য চলিবে।

মনে হয় সম্প্রতি যেভাবে উৎপন্ন শস্য পাওয়া যাইতেছে এই গবেষণামূলক প্রথা প্রবর্ত্তন করিলে সে সব জিনিষ দ্বিগুণ উৎপন্ন হইবে। এই প্রথার বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহাতে উৎপন্ন জিনিষের ব্যয় বৃদ্ধি হইবে না। তবে ইহাতে একটু বেশী সংখ্যায় শ্রমিক দরকার। তবে এই অতিরিক্ত মজুর পাওয়া ভারতের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। আরও ভারতের কৃষকদিগের হাতে যথেষ্ট সময় থাকে, এমন কি তাহারা তাহাদের কার্য্য করিয়াও যথেষ্ট অবসর ভোগ করে। সুতরাং তাহাদের মৃত্তিকা হইতে বেশী পরিমাণে উৎপন্ন জিনিষ পাইতে তাহারা আরও বেশী সময় ক্ষেপণ করিতে পারে।

যে কয়টি অঞ্চল এই পাঁচটি কেন্দ্রের জন্য মনোনীত করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে বোম্বাইএর সোনাপুর ও বীজাপুর, মাদ্রাজের হাসারী, পাঞ্জাবের রোটক ও নিজাম রাজ্যের রই ও হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বোম্বাই হায়দ্রাবাদের পরিকল্পনা কার্য্যকর হইতেছে, আর পাঞ্জাবে গত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতেই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

হাসারী ও সোনাপুরের মৃত্তিকা সম্বন্ধে জোর গবেষণা চলিতেছে। রায়পুর বীজাপুরে স্থানীয় সমস্যা সমাধানে মনোনিবেশ করা হইয়াছে। ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের কেন্দ্রগুলিতে বোম্বাইয়ের অবলম্বিত পন্থা লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে। সোনাপুরে জোয়ার শস্যের জন্য বৃষ্টির জলের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না সে সম্বন্ধে গভীর গবেষণা চলিতেছে।

হাসারীতে খুব কম পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। তাই সেখানের মৃত্তিকা অধিকতর গভীর ও অন্যান্য কেন্দ্রের চেয়ে লালু।

পাঞ্জাবে অনাবৃষ্টি যাহাতে না হয় তাহার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবে ঐ বিরাট খালটি যে রহিয়াছে তাহাতে সেচ কার্য্যের বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। তাহার উপর অনেক কূপেরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এমন অনেক অঞ্চল আছে, যেখানে ঐ খালের জল সেচকার্য্যে ব্যবহারে আসে না। পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে শস্য খুব অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাই কেবল ঐ অঞ্চলের মধ্যে দুর্ভিক্ষের জন্য প্রতি বৎসরই ব্যবস্থা করিতে হয়।

দক্ষিণ উপকূলের হিসার, রোটক, গারগাঁও, কারনালা ও আম্বালা এই পাঁচটি জিলায় ৩ কোটি লক্ষ একর জমিতে শস্য উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে ৪ কোটি ৮ লক্ষ একর জমি বৃষ্টির জলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাই ঐ অঞ্চলে বৃষ্টির জল ব্যতীত চাষের উৎকর্ষ সাধন করা যায় কি না সে সম্বন্ধে ঐ গবেষণার কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। তাই দিল্লী হইতে ৪০ মাইল দূরে রোটকে একটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। জল খুব নিম্ন লেভে আছে বলিয়া ঐ অঞ্চলে কূপ খনন করা বড়ই শক্ত। তাহার উপর জল লবণাক্ত। কেবল জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে যে বৃষ্টিপাত হইয়াছে তাহার পরিমাণ মাত্র ২০ ইঞ্চি। রোটকে খালের জল রহিয়াছে। সে জল সেচকার্য্যের ব্যবহারে আসিতে পারে। রোটকে যে গবেষণা-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে, সে কেন্দ্রে শক্ত ও নরম মাটী লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে।

পরলোকে মিঃ ষ্টার্ক

২৭শে জুন সোমবার, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ সম্প্রদায়ের নেতা এবং শিক্ষাব্রতী মিঃ হারবার্ট ষ্টার্ক ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পরলোকগত রেভারেণ্ড এল্‌ফ্রেড্ ষ্টার্ক, সি-এস্-এস্ এর পুত্র ছিলেন। তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরের সেক্রেটারীর বংশে জন্মিয়াছিলেন। বোম্বেস্থিত ১৩নং অশ্বারোহী সৈন্যের কর্ণেল জন সাদারল্যাণ্ড তাঁহার মাতামহ ছিলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ মিঃ ষ্টার্ক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ডাফ্টন কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি অনার্স সহ উক্ত কলেজ হইতে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি দর্শনশাস্ত্র, ইতিহাস ও ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি শিক্ষাকার্য্য গ্রহণে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড অব এডুকেশন কর্ত্তৃক সংস্থাপিত সেণ্ট জেভিয়ার্স হাই স্কুলের প্রথম হেড্ মাষ্টারের পদে মিঃ ষ্টার্ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার একবৎসরের মধ্যে তিনি আর্মেনিয়ান্ কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি বাংলা সরকারের অধীনে কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তৎপরে ডিভিশনাল্ ইন্সপেক্টর, ইউরোপীয়ান্ স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টর এবং ডেভিড্ হেয়ার এবং ঢাকা ট্রেনিং কলেজদ্বয়ের অধ্যক্ষের কার্য্যও তিনি করিয়াছিলেন। তিনি বাংলা সরকারের শিক্ষা-বিভাগের এসিষ্টাণ্টের কার্য্যও করিয়াছিলেন। অর্গেনাইজার হিসাবে মিঃ ষ্টার্কের সুখ্যাতি ছিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত ভারত সম্রাট কলিকাতায় পদার্পণ করিলে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শান্তি সন্ধি অনুষ্ঠানের সময়, এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলে পর ভারত সরকার তাঁহাকে বিভিন্ন ছাত্রদল অর্গেনাইজ করিবার উদ্দেশে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সৈন্য রিক্রুট করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার তাঁহাকে অবৈতনিক রিক্রুটার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি এই উপলক্ষে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ সম্প্রদায় হইতে ১,০০০ সহস্র লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঢাকা সময়ে ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহের জন্য বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। পাব্লিক সার্ভিসেস্ কমিশন এবং স্কীন্‌লার কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা সিভিল গার্ডের একজিকিউটিভ কমিটির মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তিনি পরলোকগত মিঃ ভারিউ, ই ম্যাড্‌গেজের সহিত "ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ ওয়াদিজ" লিখিয়াছিলেন। "১৮১৩ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়ান্ এডুকেশন ইন্ বেঙ্গল" তাঁহার একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিস্বরূপ মিঃ ষ্টার্ক লণ্ডনে গিয়াছিলেন এবং ভারত সরকারের সেক্রেটারী লর্ড পীলের নিকট অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ডেপুটেশন উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি লণ্ডনে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন স্থাপিত করিয়াছিলেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ ষ্টার্ক "অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ অ্যাণ্ড ডমিসাইল্ড ইয়োরোপীয়ান্ এসোসিয়েশনের কাউন্সিলের মেম্বর হইয়াছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহার প্রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মিঃ এইচ্ বার্টনের সহিত তিনি বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলে "অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ কন্‌ষ্টিটিউয়েন্সির" প্রতিনিধিরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বহু সমিতির সভ্য ছিলেন এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ছিলেন। মিঃ ষ্টার্ক বিধবা স্ত্রী, এক পুত্র এবং দুই কন্যা রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কলিকাতাস্থিত ভারতীয় সংবাদসেবী সঙ্ঘে ডক্টর রাধাকুমুদ মুখার্জ্জী

ডক্টর রাধাকুমুদ মুখার্জ্জী বলেন লর্ড লেষ্টন এবং তার অটো নিমিয়ার এওয়ার্ডের ফলে সেণ্ট্রাল গবর্ণমেণ্টের করস্বরূপ বাংলাকে ইহার রাজস্বের অধিকাংশ প্রদান করিতে হইতেছে। বাংলার মোটামুটি রাজস্বের আয় ৬৮ কোটি টাকা এবং ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কৃত্রিম প্রণালীতে বাংলাকে গরীব প্রদেশে পরিণত করিয়াছে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে ২৬ কোটি টাকা বাংলা প্রদেশ প্রতি বৎসর দিতেছে এবং অবশিষ্ট ১২ কোটি টাকা দ্বারা বাংলাকে ৪০ মিলিয়ন লোকের ভরণপোষণ করিতে হইতেছে।

সিন্ধু প্রদেশ সহ বোম্বে প্রদেশকে ১৫ কোটির বেশী টাকা দ্বারা কেবলমাত্র ১৯ মিলিয়ন লোকের ভরণপোষণ করিতে হইতেছে। বোম্বের ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সহিত তুলনা

করিলে বাংলা প্রদেশকে ইহার আভ্যন্তরীণ কার্য্যের জন্য ৩০ কোটি টাকার বেশী ব্যয় করিতে হইবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য বাংলা প্রদেশকে দরিদ্রে পরিণত করা হইয়াছে। এমন কি মাদ্রাজ প্রদেশ ইহার ৪২ মিলিয়ন লোকের তত্ত্বাবধানের জন্য ১৮ কোটি টাকা এবং পাঞ্জাব ২০ মিলিয়ন লোকের তত্ত্বাবধানের জন্য ১১ কোটি টাকা পাইয়া থাকে। বাংলা প্রদেশে কর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আরোপিত হইয়াছে। বাংলায় মাথা প্রতি কর ৭৷৷০ আনা, যুক্তপ্রদেশে মাথা প্রতি কর ৩৷৷৯ আনা এবং বিহার প্রদেশে মাথাপ্রতি ১৸৹ আনা কর ধার্য্য হইয়াছে।

পরলোকে মিঃ জে, এ, ডি, নাওরোজি

২৬শে জুন টাটা অয়েল মিলস্ কোম্পানী লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জে, এ, ডি নাওরোজি পরলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি পাঁচ মাসের বেশী পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট দাদাভাই নাওরোজীর দৌহিত্র ছিলেন। বাইন শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বড়োদা রাজ্যের আইন বিভাগে কাজ করিয়াছিলেন। টাটা লৌহ এবং ইস্পাত কোম্পানীর স্থাপনকর্ত্তা পরলোকগত স্যার জোরাবজী টাটার দৃষ্টি তাঁহার কার্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে সেক্রেটারিরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি টাটা মিল্স লিমিটেডের ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। টাটা আয়রণ এবং ষ্টীল কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি একজন সুদক্ষ গলোয়াড় ছিলেন। বোম্বেস্থিত বয়স্কাউট অর্গেনিজেশনের অনারী কমিশনার ছিলেন। তিনি বিধবা স্ত্রী রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

পরলোকে স্যার এ ম্যাক্করবার্ট

কানপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্প-ব্যবসায়ী স্যার এলাসডায়ার ম্যাক্করবার্ট ১লা জুন ইংলণ্ডে বিমানপোত দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইয়াছেন। তিনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আউটেল ও কেম্ব্রিজস্থিত ট্রিনিটি স্কুলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কানপুরস্থিত বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান তিনি ছিলেন। কানপুর কটন মিলস্, কানপুর উলেন মিলস্, এবং ধারিওয়াল উলেন মিলস্ও তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়াছিল। বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছিল। তিনি আপার ইণ্ডিয়া চেম্বার অব কমার্স ও সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বেরনেট ছিলেন এবং কানপুর উলেন মিলসের ম্যানেজাররূপে কানপুরে আসিয়াছিলেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যারনেটসির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন।

তিনি সুদক্ষ বৈমানিক ছিলেন এবং কানপুরস্থিত ইউ, পি, ফ্লাইং ক্লাব হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে "এ" লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দুইবার বিমান পোতে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত ভাইসরয়ের কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ইউ, পি, ফ্লাইং ক্লাবের মেম্বর ছিলেন ও ইহার কানপুরস্থিত শাখার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

উত্তর ভারতের শ্রমিক সমিতির ডেপুটি চেয়ারম্যান

সুপ্রসিদ্ধ মেসার্স বেগ্ সাদার্ল্যাণ্ড এণ্ড কোঃ লিমিটেডএর ডিরেক্টর মিঃ এইচ্, এ, উইল্‌কিনসন, কানপুরস্থিত উত্তর ভারতের শ্রমিক সমিতির ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত সমিতির চেয়ারম্যান স্যার ষ্ট্রাসি গ্যাভিন জোন্সের ভারতবর্ষ হইতে অনুপস্থিতির ফলে, মিঃ উইল্‌কিনসন এই সমিতির ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মেসার্স বেগ্ সাদার্ল্যাণ্ড এণ্ড কোঃ লিমিটেডে যোগদান করিয়াছিলেন। বিগত

মহাযুদ্ধের সময় তিনি ভারতীয় সৈন্যে যোগ দিয়াছিলেন। তথায় তিনি তাঁহার কার্য্যগুণে কাপ্তানের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কানপুরে শিল্প প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের ফলে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মেসার্স বেঙ্গল সাপ্লাই এণ্ড কোঃ এর ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কানপুরস্থিত এম্‌প্রিন মিলস কোং লিমিটেড, কানপুর টেক্‌স্টাইল লিমিটেড, সারন ইঞ্জিনীয়ারিং কোঃ লিমিটেড এবং পাইওনিয়ার লিমিটেড প্রভৃতি বিখ্যাত কোম্পানী-সমূহের ডিরেক্টর ছিলেন। ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে কানপুরস্থিত চেম্বার অব কমার্সের কমিটির মেম্বর ছিলেন এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে যুক্ত-প্রদেশের ইয়োরোপীয়ান্ সমিতির শাখার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। উত্তর ভারতের এসোসিয়ার্সের কর্ম্মঠ মেম্বর হওয়ার দরুণ তিনি এই সমিতি সংক্রান্ত বহু সমস্যা সমাধানে উৎসাহী ছিলেন। তিনি শান্তিপ্রিয় এবং শ্রমিকদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

মার্কিণে বয়স্কদের শিক্ষা

[ডক্টর শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ, ইউ-ডি ক্যালিফোর্নিয়া, অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

প্রঃ—মার্কিণে বয়স্কদের শিক্ষা আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য কি কি ?

উঃ—বয়স্কদিগকে হাইস্কুলের পঠনীয় বিষয়গুলিতে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে উচ্চবিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা পাশ করিবার উপযুক্ত করা। দ্বিতীয়তঃ বয়স্কদিগকে বিবিধপ্রকার পেশা বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া জীবিকার্জ্জনের পথ্ সুগম করিয়া দেওয়া। তৃতীয়তঃ বিদেশ হইতে আগন্তুক-দিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার দ্বারা তাহাদিগকে মার্কিণরাজ্যের উপযুক্ত নাগরিক করিয়া তোলা। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র মূর্খ শ্বেতাঙ্গ নাগরিক বিভিন্ন ইয়োরোপীয় দেশসমূহ হইতে মার্কিণরাজ্যে স্থায়িভাবে বসবাস করিবার জন্য কোটা নিয়া মার্কিণ রাজ্যে প্রবেশ করে। কাজেই তাহাদিগকে মার্কিণরাজ্যের উপযুক্ত নাগরিক গড়িয়া তুলিবার প্রধান উপায় বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলন। সুতরাং মার্কিণ নাগরিকবৃন্দও নবাগন্তুকদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা, পেশাশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারই মার্কিণরাজ্যের বয়স্ক শিক্ষা বিস্তারের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রঃ—বয়স্কদিগের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে ডিপ্লোমা পাইবার উদ্দেশ্যে মার্কিণ হাইস্কুলে কি কি বিষয় পড়িতে হয় ?

উঃ—তাহাদিগকে তাহাদের অভিরুচি অনুযায়ী হাইস্কুলের কারিকিউলাম পড়িতে হয়। যেসকল মেধাবী বয়স্ক ছাত্র আর্থিক অসচ্ছলতা বা অন্য কোন কারণ বশতঃ যথাসময়ে হাইস্কুলে প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই তাহারা সাধারণতঃ বয়স্কদের বিদ্যালয়ে কৃষি বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। কেহ কেহ তাহাদের মেধাশক্তি ও কার্য্যানুযায়ী বিবিধ প্রকার পেশা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। বিদেশ হইতে নবাগন্তুকগণ ইংরেজী, মার্কিণ ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান ও মার্কিণরাজ্যের কনষ্টিটিউশন প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকুরী প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বিবিধপ্রকার পেশাও শিক্ষা করিয়া থাকে।

প্রঃ—মার্কিণ অথবা বিদেশ হইতে আগন্তুক বয়স্ক নাগরিকগণ উপযুক্ত শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কি প্রকার বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া থাকে ?

উঃ—তাহারা নৈশ বিদ্যালয়ে, কন্টিনিউয়েশন পার্ট টাইম স্কুলে, ইউনিভার্সিটি এক্সটেনশন ডিভিশনের ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া থাকে। অধিকন্তু রেডিওর সাহায্যে বক্তৃতা, ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী, এবং ল্যাণ্টার্ণ বক্তৃতাও বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করিয়া থাকে।

প্রঃ—নৈশ বিদ্যালয়ের ক্লাস কখন আরম্ভ হয় ?

উঃ—সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে নৈশ বিদ্যালয়ের কার্য্য সুরু হয়।

প্রঃ—এই বিদ্যালয়ে কি কি বিষয় পড়ান হইয়া থাকে ?

উঃ—ইহাতে কৃষি ও পেশা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

বয়স্ক ছাত্র ও ছাত্রীগণ এই বিদ্যালয়ে তাহাদের প্রয়োজনীয় শিল্পীয় বিষয়গুলি বাছাই করিয়া পড়িয়া থাকে।

প্রঃ—আচ্ছা সন্ধ্যার সময় আর কোন প্রকার বিদ্যালয়ের ক্লাস বসে কি?

উঃ—হাঁ। ট্রেড্ এক্‌টেনশন ও ট্রেড্ প্রিপারেটরী নামে আরও দুইটি বিদ্যালয়ের ক্লাস বসিয়া থাকে।

প্রঃ—উক্ত বিদ্যালয় দুইটিতে কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে?

উঃ—কৃষি ও বিবিধ প্রকার পেশা বিষয়ক কোর্স পড়ান হইয়া থাকে।

প্রঃ—তবে কি নৈশ বিদ্যালয় এবং ট্রেড্ এক্‌টেনশন ও ট্রেড্ প্রিপারেটরী বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য একই।

উঃ—হাঁ একই বটে। তবে নৈশবিদ্যালয়ে এবং সর্ব্বশেষোক্ত বিদ্যালয়ে নবাগন্তুক ছাত্রছাত্রী ও যে সকল শ্রমিক বা আফিসের কর্ম্মচারী দিবাভাগে কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহারা তাহাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ভর্ত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ট্রেড্ এক্‌টেনশন বিদ্যালয়ে মনোনীত কার্য্যে ভবিষ্যৎ প্রমোশনের উদ্দেশ্যে উচ্চাঙ্গের শিক্ষার জন্য শ্রমিক অথবা কার্য্যে রত কর্ম্মচারিগণ পড়িতে আসিয়া থাকে।

প্রঃ—এই বিদ্যালয়গুলিতে কতকাল পড়িতে হয়?

উঃ—ইহার কিছু নির্দ্ধারিত সময় নাই। কেননা মার্কিণ রাজ্যের পেশাশিক্ষার বিদ্যালয়সমূহে, বিশেষতঃ নৈশ বিদ্যালয়গুলিতে অতি অল্প সময়ের জন্য কোর্স পড়ান হইয়া থাকে। ইহাকে মার্কিণরাজ্যে সর্ট ইউনিট কোর্স বলা হইয়া থাকে। এই বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীগণ তাহাদের প্রয়োজনানুসারে পড়িতে আসে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে পর তাহারা চলিয়া যায়।

প্রঃ—একই এলাকায় কি উক্ত প্রকার বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি বিদ্যমান আছে?

উঃ—না, একই অঞ্চলে উল্লিখিত বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতা নাই বা করিবার সুযোগ সুবিধা নাই। কেন না, উক্ত বিদ্যালয়গুলি একই সিটি স্কুল বোর্ডের অধীনে। এই বোর্ডের একজন প্রধান বিশেষজ্ঞ আছে। তাঁহাকে ডিরেক্টর অব ভকেশনাল এডুকেশন বলা হয়। প্রথমতঃ কোন সহর বা স্থানের বিশেষ প্রয়োজন বিষয়ে পরিজ্ঞাত হইয়া পেশাশিক্ষার বিদ্যালয় খোলা হইয়া থাকে।

প্রঃ—এই বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীর বয়স কত হইবে?

উঃ—১৪ হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যে হইবে। ১৪ বৎসরের ন্যূন এই বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রীদের বয়স না হইবার কারণ এই যে, মার্কিণরাজ্যে ৮ বৎসর পর্য্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপনান্তে পেশাশিক্ষা করিতে হয়।

প্রঃ—কন্টিনিউয়েশন স্কুলের শিক্ষাকার্য্য কখন সুরু হয়?

উঃ—দিনের বেলায়।

প্রঃ—এই বিদ্যালয়ে কি কি বিষয় পড়ান হইয়া থাকে?

উঃ—কৃষি ও পেশা বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রঃ—এই বিদ্যালয়েও তরুণ এবং বৃদ্ধ শিক্ষা লাভ করিতে আসে?

উঃ—হাঁ। এই বিদ্যালয়ে কোন কোন তরুণ অসুস্থতা নিবন্ধন হাই স্কুলে নিয়মিতরূপে যোগদান না করিতে পারিলে, হাইস্কুলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অধ্যয়ন করিয়া পুনরায় হাই স্কুলে চলিয়া যায়। আবার যে সকল তরুণ তরুণী অল্প মেধাশক্তি বশতঃ হাই স্কুলে অধ্যয়ন করিবার অনুপযুক্ত তাহারা এই বিদ্যালয়ে তাহাদের অভিরুচি অনুযায়ী বিবিধ প্রকার পেশা শিক্ষা করিতে আসে। অধিকন্তু যেসকল মার্কিণ তরুণী বিবাহান্তে গৃহিণী সাজিয়াছে তাহারা গৃহস্থালীর কার্য্য শিক্ষা করিতে আসে। বেকার বয়স্ক মার্কিণ অথবা বিদেশ হইতে আগন্তুক নাগরিকবৃন্দ পেশা অথবা কৃষি বিষয়ক শিক্ষালাভের জন্য আসিয়া থাকে।

প্রঃ—এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কি বাধ্যতামূলক?

উঃ—হাঁ, যেসকল তরুণ ফ্যাক্টরীতে চাকুরী করে

তাহাদিগকে প্রতি সপ্তাহে ৪ ঘণ্টা করিয়া বৎসরে ১৪৪ ঘণ্টা পেশা শিক্ষার জন্য এই বিদ্যালয়ে পড়িতে হয়। ক্যালিফোর্নিয়া ষ্টেটের নূতন আইনানুসারে বেকার যুবকদিগকে ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে সোম হইতে শুক্রবার দৈনিক ৩ ঘণ্টা করিয়া এই বিদ্যালয়ে পেশা ও রুটী বিষয়ক শিক্ষালাভ করিতে হইবে। তবে যেসকল তরুণ তরুণী ১৬ বৎসর বয়সে হাই স্কুলের ডিপ্লোমা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহারা এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আইনতঃ বাধ্য নহে।

প্রঃ—বিদেশ হইতে আগন্তুক নাগরিকবৃন্দ কি এই বিদ্যালয়ে বেশীর ভাগ পড়িতে আসে?

উঃ—তাহারা প্রধানতঃ দিনের বেলায় চাকুরী করিয়া থাকে এবং নৈশ বিদ্যালয়েই পড়িতে যায় বেশী। তবে তাহাদের মধ্যে যাহাদের দিনের বেলায় চাকুরী নাই অথবা রাত্রিতে কাজ করে তাহারাই এই স্কুলে পড়িতে যায়।

:—মার্কিণ রাজ্যের প্রত্যেক ষ্টেটেই কি কন্টিনিউয়েশন বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে?

উঃ—না। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মার্কিণরাজ্যের ৪৮টি ষ্টেটের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক ষ্টেটে এই বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে।

প্রঃ—বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সটেন্‌শন ডিভিশনের দ্বারফতে বয়স্কদিগকে কি কি পঠিতব্য বিষয় শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে?

উঃ—ইহার সাহায্যে উচ্চাঙ্গের পঠনীয় বিষয়গুলির সম্বন্ধেই বক্তৃতা করা হইয়া থাকে। যে সকল হাই স্কুল গ্রাজুয়েট উচ্চ শিক্ষার অভিলাষী অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের উদ্দেশ্যে পড়াশুনা করিতে চায় না, তাহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সটেনশন ডিভিশনে অধ্যয়ন করিতে আসে। এই ডিভিশনে ইংরেজী, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষাবিজ্ঞান, কমার্স প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় পড়ান হইয়া থাকে।

প্রঃ—রেডিও এবং লাইব্রেরীর সাহায্যে মার্কিণ দেশে কিরূপে বয়স্কদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে?

উঃ—মার্কিণ রাজ্যের ছোট, বড় প্রত্যেক নগরে এবং পল্লীতে রেডিওর প্রচলন আছে। কাজেই ইহার সাহায্যে বয়স্কদের মধ্যে দেশ-বিদেশের সামাজিক, রাজনীতি বা অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ে বক্তৃতাদ্বারা খবর প্রচার করা হইয়া থাকে। এই জাতীয় শিক্ষাকে ইন্‌ফরম্যাল এডুকেশন বলা হইয়া থাকে। মার্কিণ রাজ্যে সামাযাণ লাইব্রেরীর প্রচলন আছে। এই প্রকার লাইব্রেরী হইতে গ্রামে গ্রামে বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে বিবিধ প্রকার পুস্তক বিতরণ করা হইয়া থাকে।

প্রঃ—আমাদের দেশে বয়স্কদের শিক্ষার আন্দোলনের বিষয় আপনার কি অভিমত?

উঃ—উহা ভাল। তবে শুধু বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার দ্বারা দেশ হইতে অজ্ঞতা দূরীকৃত হইবেনা। সঙ্গে সঙ্গে অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্থাপন দ্বারা অজ্ঞতা দূর করিতে হইবে। মার্কিণ রাজ্যে বর্ত্তমান সময়ে শতকরা ৬ জন নাগরিক লিখিতে ও পড়িতে পারে না। ইহার প্রধান কারণ ইয়োরোপীয় দেশসমূহ হইতে প্রতি বৎসর বহুপরিমাণে নাগরিকবৃন্দের প্রবেশ। আর আমাদের দেশে এখনও শতকরা ৯০ জনেই কলম ধরিতে জানে না। কাজেই শুধু বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে অজ্ঞতা দূর করিতে পারা যাইবে না। সর্ব্বপ্রথমে দরকার এজাণ্ট এডুকেশন নিয়া হৈ চৈ না করিয়া প্রত্যেক গ্রামে সহরে ও নগরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারদ্বারা দেশ হইতে অজ্ঞতা দূর করা। তৎপরে বুড়াদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করা। মার্কিণ রাজ্য, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণি প্রভৃতি উন্নত দেশসমূহে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই হৈ চৈ পড়িয়াছিল সর্ব্বাগ্রে। কিন্তু আমরা হুজুগেই মাতিয়া উঠি বেশী। তাই এক্ষণে আমাদের দেশে সর্ব্বত্র এজাণ্ট এডুকেশনের রবই শুনিতেছি বেশী।

"দি রিভিউ অব ইকনমিক ষ্টাটিষ্টিকস্"

(মে, ১৯৩৮)

মূল্য পরিবর্ত্তন।

২। ক্ষতিপূরণ, বেতন, উপার্জ্জন ও কারখানার উৎপাদন।

"কমার্শ্যাল ওপিনিয়ন"

(মে, ১৯৩৮)

সম্পাদকীয়।

লণ্ডনের চিঠি।

চেম্বার অব কমার্সের সংবাদ।

"বৃটিশ চেম্বার অব কমার্স অব ইজিপ্ট"

(ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮)

আন্তর্জ্জাতিক তুলার মহাসভা।

মিসরের বৈদেশিক বাণিজ্য।

"আমেরিকান্ এক্সপোর্টার"

(জুন, ১৯৩৮)

নিউইয়র্কের বিশ্বব্যাপী মেলা।

বিদেশ হইতে মার্কিণ রাজ্যে আগত ভ্রমণকারী।

"দি লিভারপুল ট্রেড্ রিভিউ"

(এপ্রিল, ১৯৩৮)

সম্পাদকীয়।

২। দক্ষিণ আমেরিকায় আর্ম্মাণির ব্যবসা।

৩। বন্দরের ব্যবসা।

৪। অ্যাংলো-ইটালিয়ান বাণিজ্য চুক্তি।

"জাপান ক্রনিকল"

(১৯শে মে, ১৯৩৮)

সাপ্তাহিক বার্ত্তা।

২। জাপান এবং মার্কিণ রাজ্য।

৩। জাপানের সুদূর প্রাচ্যে বাণিজ্য।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জাপানের সুদূর প্রাচ্যের ব্যবসা ৪০,৩৩৯,০০০ ইয়েন অনুকূল। ২৯,২৪১,০০০ ইয়েন মূল্যের পণ্য রপ্তানি এবং ৫৯,৬১২,০০০ ইয়েন মূল্যের পণ্য আমদানি হইয়াছিল।

বিগত বর্ষের উক্ত মাসের তুলনায় রপ্তানি পণ্যের মূল্য ৩৪ পারসেণ্ট এবং আমদানি পণ্যের মূল্য ৪১ পারসেণ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে আমদানি পণ্যের তুলনায় রপ্তানির পণ্যের মূল্য ১১৮,৩৬২,০০০ ইয়েন বেশী ছিল। বিগত বর্ষের আলোচ্য সময়ের তুলনায় ইহা ২৯,০৪২,০০০ ইয়েন বেশী ছিল।

"দি ফিনান্সাল নিউজ"

(২রা জুলাই, ১৯৩৮)

জার্ম্মাণির আর্থিক অবস্থা।

২। চীন দেশের কাঁচা তুলা।

৩। ব্যাঙ্ক বার্ত্তা।

"ফেডারেটেড্ মালয় ষ্টেট্স্"

(কাষ্টমস্ এবং এক্সাইজ ডিপার্টমেণ্টের ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট)

বহির্ব্বাণিজ্য। রবার ফ্যাক্টরী।

"বেলফাষ্ট চেম্বার অব্ কমার্স জারন্যাল্"
(মার্চ্চ, ১৯৩৮)

উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড পোষ্টাল, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন সার্ভিসেস।

২। অ্যাংলো ইটালিয়ান্ চুক্তি।
৩। ইটালীর বাণিজ্য।
৪। অ্যাংলো-রুমানিয়ান্ চুক্তি।
৫। বৈদেশিক বাণিজ্য।
৬। রপ্তানি ও আমদানি।

"দি লেদার ট্রেড্স রিভিউ"
(১৮ই মে, ১৯৩৮)

ব্যবসা ও মূল্য।
বৈদেশিক কাঁচা চামড়ার আধুনিক মূল্য।
বাণিজ্যিক বার্ত্তা।

"দি জারন্যাল অব পলিটিক্যাল্ ইকনমি"
(এপ্রিল, ১৯৩৮)

১। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ উত্তোলন।

নিম্নোক্ত তালিকায় ১৯১৫ হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ট্রান্সভ্যালের খনিতে স্বর্ণোত্তোলনের বিবরণ প্রদত্ত হইল:—

বর্ষ	মিহি স্বর্ণোত্তোলন (আউন্স)	পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষের তুলনায় শতকরা হারের পরিবর্ত্তন
১৯১৫	৯,৫৯৯,৭০২	+০·০০
১৯১৬	৯,২৬২,৮৫৩	+৩·৭৮
১৯১৭	১০,১০০,৬৩০	+১·৬৮
১৯১৮	১০,৩৫৮,৫৯৬	+২·২৫
১৯১৯	১০,৪১২,২১৩	+০·৬২
১৯২০	১০,৭১২,৭৬০	+২·৮৫
১৯২১	১০,৮৭৪,১৪৫	+১·৪৪
১৯২২	১১,৫৫৩,৫৬৪	+৬·২৫
১৯২৩	১১,০১৭,৪০৫	—৪·৬৪
১৯২৪	১০,৪৮৬,৩৯৩	—৪·৮২
১৯২৫	১০,৭৭৬,৬৮৪	+২·৭৭
১৯২৬	১১,০৩৯,৪১১	+৫·২৯
১৯২৭	১১,৭৪০,৮২১	+৩·৫৩

২। শিকাগো সহরে নোট ছাপানীর প্রাথমিক ব্যবসা।

৩। ফ্রান্সে রেলওয়ে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের আয়ত্তে আনা এবং মাল স্থানান্তরণের সমন্বয় করা।

৪। গভর্ণমেণ্ট ফিনান্স সম্পর্কিত আধুনিক ইংরেজী গ্রন্থ।

৫। সোস্যালিজমের দুইজন অর্থশাস্ত্রবিদ্।

"বোর্ড অব ট্রেড্ জারন্যাল্"
(১৬ই জুন, ১৯৩৮)

মে মাসের বৈদেশিক বাণিজ্য।
যুক্তরাজ্যের ব্যবসা।
নিউজিলাণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য।
ইরাকের শিল্পোন্নতি।

"দি বৃটিশ ট্রেড্ জারন্যাল্ অ্যাণ্ড এক্সপোর্ট ওয়ার্ল্ড"
(লণ্ডন, জুন, ১৯৩৮)

১। সংবাদ ও সমালোচনা।
২। ব্যাঙ্ক ও টাকাকড়ি।
৩। ডেনমার্কে বৃটিশ পণ্যের রপ্তানি।
৪। রবার শিল্পের ক্রমবিকাশ।
৫। মার্কিণ রাজ্যের চা আমদানি বৃদ্ধি।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১১,৮৮৫,০০০ ডলার মূল্যের ৮২,৪১১,

পাউণ্ড আমদানির তুলনায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ২১,৩৬৯,০০০ ডলার মূল্যের ৯৪,৮১৭,০০০ পাউণ্ড চা মার্কিণ রাজ্যে আমদানি হইয়াছিল। ইহাতে আলোচ্য বর্ষে মার্কিণ রাজ্যে চা আমদানি ১৫ পারসেণ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নোক্ত তালিকায় মার্কিণ রাজ্যে বিভিন্ন দেশসমূহ হইতে ১৯৩৭ এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে চা আমদানির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	১৯৩৭ পাউণ্ড	১৯৩৬ পাউণ্ড
জাপান ও ফরমোজা	২৮৭৪৬,০০০	১৮,৭০৪,০০০
সিংহল	১৯,৯৯৭,০০০	১৩,৫৬৫,০০০
এন-ই-আই এবং হলাণ্ড	১৮,৯২৪,০০১	১৯,৬০১,০০০
বৃটিশ ইণ্ডিয়া	১০,১২৪,০০০	৭,০৬৬,০০০
গ্রেট বৃটেন	৯,৪১৩,০০০	১৮,০২৫,০০০০
চীন দেশ	৭,৪০২,০০০	৪,১২৪,০০০
অপরাপর দেশসমূহ	১৪১,০০০	৩২২,০০০
মোট	৯৪,৮১৭,০০০	৮২,৪১১,০০০

"দি বৃটিশ হোসিয়ারী ট্রেড" এফ, ও, ওয়েলস্; মর্জ এণ্ড অ্যান্‌উইন লিমিটেড; ১৯৩৫; পৃঃ ২৫২; ১০ শিলিং ৬ পেন্স।

বিগত মহাযুদ্ধের পর টেক্‌স্টাইল ইণ্ডাষ্ট্রি বিশেষ সংপ্রসারণ লাভ করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে মেরীর সূতার শ্রমিকদের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে নিয়োগের পূর্ব্বে মিঃ ওয়েলস এই শিল্পে কাজ করিয়াছিলেন। আর্থিক তত্ত্বের দ্বারা এই শিল্পের বিশ্লেষণ করা তাঁহার প্রথম ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এই শিল্প-ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে তাহাদের ব্যবসা বিষয়ে খবর সংগ্রহ করিতে কৃতকার্য্য হন নাই। কিন্তু তিনি এই ব্যবসার অতীত ইতিহাস সংক্রান্ত বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে গ্রন্থকার দুই শত পৃষ্ঠায় এই ব্যবসার ধারা-বাহিক ইতিহাস এবং চল্লিশ পৃষ্ঠায় বর্ত্তমান অর্গেনিজেশন, পলিসি ও সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন।

হোসিয়ারী শিল্পের ইতিহাস বেশী পুরাতন নহে। টিউডর ও ষ্টুয়ার্ট রাজত্বের সময়ে শিল্প বিপ্লব হইতে ইহার ইতিহাস প্রকৃতভাবে সুরু হইয়াছে। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আধুনিক হোসিয়ারী ব্যবসার সৃষ্টি হইয়াছে। ক্রমে ইহা লণ্ডন, মিডল্যাণ্ডস্ এবং স্কটল্যাণ্ডে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ১৬৫৭ হইতে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একশত বৎসর যাবৎ দি ফ্রেমওয়ার্ক নিটার্স কোম্পানী এই হোসিয়ারী ব্যবসা করায়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই কোম্পানী ইহার সদস্য ব্যতীত অন্য কাহারও হোসিয়ারী ব্যবসায় লিপ্ত থাকিতে বাধা জন্মাইত। এমন কি ইহার সদস্য ব্যতীত অপর কেহ মেরী বোনা প্রভৃতি তৈয়ার করিলে এই কোম্পানী তাহাদের মাল আটক করিত। কিন্তু লণ্ডন হইতে মিডল্যাণ্ডে হোসিয়ারী ব্যবসা স্থানান্তরিত হইলে পর এই কোম্পানীর চেষ্টা বিফল হয়।

এই পুস্তক রচনা দ্বারা মিঃ ওয়েলস চমৎকার কার্য্য করিয়াছেন। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হোসিয়ারী শিল্প আধুনিক আর্থিক ইতিহাসে দুইটি প্রধান স্থান করিয়াছে। প্রথমতঃ ল্যাঙ্কাশিয়ারের বস্ত্রশিল্প অষ্টাদশ শতাব্দীতে টেক্‌স্টাইল সংক্রান্ত আবিষ্কারের সহায়তা করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ব্যবসা সুরু হইয়াছিল। এই সময়ে নটিংহাম বোর্ড অব কন্‌সিলিয়েশন এবং আর্ব্বিট্রেশন বোর্ড সংস্থাপিত হইয়াছিল।

"দি চেয়রী ইন্‌ডাষ্ট্রি ইন্ "ক্যানাডা:"; সম্পাদক এইচ্ এ ইনিশ; টরন্টো; বিথারডন প্রেস, নিউহেভেন, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস; ১৯৩৭; পৃঃ ২৯৯; মূল্য ৩ ডলার ৭৫ সেন্ট।

এই পুস্তকখানি পাঁচজন গ্রন্থকারের রচনাবলী নিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে। যে হেতু পাঁচজন গ্রন্থকারের স্বাধীন চিন্তা সম্ভূত রচনাবলী এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে তদ্দরুণ ইহার অধ্যায়গুলির মধ্যে ভাবের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

চল্লিশ কড়িক অর্দ্ধ শতাব্দীর চেয়ে বেশী কাল যাবৎ চেয়রী ব্যবসার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। এই পুস্তকের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের বেশীর ভাগে চেয়রী ব্যবসার বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। অধ্যাপক ভ্রাণ্ড

অতি দক্ষতার সহিত ডেয়রী ব্যবসা সম্পর্কিত আর্থিক সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য দেশের তুলনায় এই ব্যবসার ত্রুটির বিষয়ও বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। মিঃ ইনিশ ফ্রেজার হিভার ভ্যালী অঞ্চল বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। কেন না এই অঞ্চলে দুগ্ধের ব্যবসা বিশেষরূপে সংপ্রসারণ লাভ করিয়াছে। অধ্যাপক লাটিমার ব্যবসা মন্দার আলোচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক ইনিশ দুগ্ধ ব্যবসার ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়াছেন। অধিকন্তু পৃথিবীর দুগ্ধ ব্যবসা ও ক্যানাডার দুগ্ধ ব্যবসার তুলনামূলক আলোচনাও করিয়াছেন।

"এ সোস্যাল সার্ভে অব প্রাইমাউথ" (প্রাইমাউথের সামাজিক জরীপ) ; আর, এম্, টাইলর ; লণ্ডন ; পি, এস্ কিং ; ১৯৩৮ ; পৃঃ ৬৭, মূল্য ৩ শিলিং, ৬ পেন্স।

ইহা দ্বিতীয় রিপোর্ট। প্রথম রিপোর্ট ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। যেসকল শ্রমিক পরিবারের বাৎসরিক আয় ২৫০ পাউণ্ডের বেশী নহে, সেইসকল পরিবারের সার্ভে এই পুস্তকে করা হইয়াছে। এই সার্ভে রিপোর্টের গৃহের অবস্থার বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রীর সার্ভের সমালোচনা এই রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। কেন না স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রীর সার্ভেতে উহাদের ঘরের বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। অধিকন্তু ইহাতে, কেবলমাত্র শ্রমিকদের বাড়ী-ঘরের বিষয়েই সার্ভে করা হইয়াছে। প্রাইমাউথসহ ছয়টি স্থানে প্রাইভেট সার্ভের সহিত সরকারী সার্ভের ফলের অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের পূর্ব্ব সার্ভে করা অঞ্চলের তুলনায় প্রাইমাউথের রেটসহ গড়পড়তা ভাড়া ১২ শিলিং ৫ পেন্স বেশী ছিল। গড়পড়তা শ্রমিকের আয় ২ পাউণ্ড ১০ শিলিং ১০ পেন্স। সার্ভিস পেন্সন ১·৮ পারসেন্ট ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল্ পেন্সন ১৮ ছিল।

"ইকনমিকস্ অ্যাণ্ড সোস্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউশন্স" (ধন বিজ্ঞান এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান) বি, এন্, ডেল্ ও ডব্লী, এফ্ লুথরিজার ; পঞ্চম খণ্ড ; বোষ্টন ; সিটল, ব্রাউন, ১৯৩৮ ; পৃঃ ২৯১ মূল্য ১ ডলার ২০ সেন্ট।

এই পুস্তকের প্রথম অংশে লোকতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থকারদ্বয় পৃথিবীর আধুনিক লোকবৃদ্ধিও লোক-বণ্টনের বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তৎপরে বিশদ-রূপে মার্কিণ রাজ্যের সমস্যা, আধুনিক পরিবর্ত্তনের বিশেষ ফলাফল এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সহিত লোকমণ্ডলীর সম্পর্কের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশে আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্বন্ধ, আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা তত্ত্ব, অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতি বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে।

"প্রিন্সিপল্‌স অব ইকনমিকস্" (ধনবিজ্ঞানের মূলনীতি); এফ-বি গারডার এবং এ, এইচ্ হান্‌সেন্ ; লণ্ডন ; গ্রীন অ্যাণ্ড কোম্পানী ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ৬৮৬, মূল্য ১৭ শিলিং ৬ পেন্স।

এই গ্রন্থে পাঁচটি অধ্যায়ের সমাবেশ হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে উৎপন্ন পণ্যের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রব্যের মূল্যের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অধিকন্তু এই অধ্যায়ে মূল্যের একচেটিয়া বন্দোবস্তের ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের আলোচনা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কিসার ইকোয়েশনের মূল ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া অর্থ এবং মূল্যের আলোচনা করা হইয়াছে। ব্যবসা বিপর্য্যয়ের বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইন্‌ভেষ্টমেণ্টের বিষয়ে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্বন্ধ, বৈদেশিক বিনিময়, ব্যালেন্স অব পেমেণ্টস এবং টারিফের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

১। "বৃটিশ হোসিয়ারী ট্রেড্" (বৃটিশ গেঞ্জীর ব্যবসা); এফ্ এ ওয়েল্স্; লণ্ডন; অর্জ এলেন অ্যাণ্ড আন্উইন, লিমিটেড্; ১৯৩৪; পৃঃ ২৪২; মূল্য ১০ শিলিং ৬ পেন্স।

২। "লেবার ট্রিটিজ অ্যাণ্ড লেবার কন্ভ্যাক্শন্স্" (শ্রমিক সন্ধি ও শ্রমিক চুক্তি); এব্রাহাম সি ওয়েন্ফিল্ড ব্লুমিংটন; প্রিন্সিপিয়া প্রেস; ১৯৩১; পৃঃ ১৩৬; মূল্য ২ ডলার।

৩। "প্রিন্সিপলস্ অব ইকনমিকস্" (অর্থ শাস্ত্রের মূলনীতি); ফ্রেডারিক বি, গারডার এবং এস্ভিন্ হার্ডেহাম্সেন্; বোইন্; গ্রীন্ অ্যাণ্ড কো; ১৯৩৭; পৃঃ ৬৮৬; মূল্য ৪ ডলার।

৪। "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অব জার্মানি আণ্ডার ন্যাশনাল্ সোস্যালিজম" (নাৎসী আমলে জার্মানির আর্থিক সংপ্রসারণ); ভ্যাসো ট্রিবানোভিচ্; নিউইয়র্ক; ন্যাশনাল্ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কন্ফারেন্স বোর্ড; ১৯৩৮; পৃঃ ১৪১; মূল্য ৩ ডলার ৫০ সেণ্ট।

৫। "বৃটিশ অ্যাণ্ড আমেরিকান্ হাউসিং" (বৃটিশ এবং আমেরিকার গৃহ); রিচার্ড, এস্, রিশ; নিউ ইয়র্ক; ন্যাশনাল্ পাব্লিক হাউসিং কন্ফারেন্স; ১৯৩৭; পৃঃ ১১০।

৬। "দি নিউ টার্কিশ লেবার্ কোড্" (নূতন তুরস্কের শ্রমিক আইন); অস্কার ট্রইখার্ট; ইন্টার-ন্যাশনাল্ লেবার রিভিউ; জেনেভা, সুইট্জারল্যাণ্ড; জুন; ১৯৩৭; পৃঃ ৭৪৩-৭৭৭।

৭। "লেবার ইন জাপান" (জাপানে শ্রমিক); এমরী এস্ বোগার্ডাস; উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রেস; সেপ্টেম্বর-অক্টোবর; ১৯৩৭; পৃঃ ৬৭-৭১।

৮। "দি সাইকলজি অব সিলেক্টিং এম্প্লয়িজ" (কর্মচারী নিয়োগের মনোবিজ্ঞান); ডোনাল্ড এ লাম্বার্ড; নিউইয়র্ক এবং লণ্ডন; ম্যাকগ্র হিল্ বুক্ কোম্পানী, ১৯৩৭।

৯। "লেবার লেজিস্লেশন ইন্ ক্যানাডা, ১৯৩৬" (১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ক্যানাডা শ্রমিক আইন); অটাওয়া; ডিপার্টমেণ্ট অব লেবার; ১৯৩৭; পৃঃ ১৭৬।

১০। "আস্পেক্টস্ অব এ চেঞ্জিং সোস্যাল ষ্ট্রাক্চার" (সামাজিক ভিত্তি পরিবর্তনের দিক্); স্যার পার্সি অল্ডেন; লণ্ডন; অর্জ এলেন অ্যাণ্ড আন্উইন লিমিটেড্; ১৯৩৭; পৃঃ ১৯০।

১১। "ইকনমিক প্ল্যানিং ইন্ অষ্ট্রেলিয়া, ১৯২৯-১৯৩৬" (১৯২৯-১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়ার আর্থিক পরিকল্পনা); উইলিয়াম রূপার্ট ম্যাক্রিথ; লণ্ডন; পি, এস, কিং অ্যাণ্ড সন লিমিটেড্; ১৯৩৭।

১২। "প্রটেক্শন এগেন্স্ট মাইন গ্যাসেস" (খনির গ্যাস হইতে রক্ষা); জে, জে, করবস এবং জি, ডাব্লিউ গ্রোভ; ওয়াশিংটন, ইউ, এস, বিউরো অব মাইনস; ১৯৩৭; পৃঃ ৫২।

১৩। "ট্রেনিং ফর পাব্লিক সার্ভিস" (জন সাধারণের চাকুরীর জন্য শিক্ষা); ডরথি ক্যাম্পবেল্ ফুল্ভার; বার্কে; ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়; বিউরো অব পাব্লিক অ্যাড্-মিনিষ্ট্রেশন; ১৯৩৭; পৃঃ ৪৮।

সংখ্যাবিজ্ঞানের মাপজোক

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, বি এস্-সি, বি এল্

বিরাটের সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য আমরা প্রায়ই ক্ষুদ্রের সাহায্য গ্রহণ করি। ইহাতে কল্পনার অনেক সংক্ষেপ সাধন হয় ও আমরা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বৃহতের পুঞ্জীভূত সত্তা অনুভব করিতে পারি। বৃহৎ বস্তুকে সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে উপলব্ধি করার যে চেষ্টা হয় তাহার দুই একটি ব্যবহারিক উদাহরণ উপস্থিত করা যাইতেছে। যথা—

১। পৃথিবী হইতে সূর্য্যের ব্যবধান বিরাট। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এ ব্যবধান প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল; কিন্তু এই বিরাট ব্যবধান সহজে কল্পনা করা সম্ভব নয়। আরও ক্ষুদ্র সংখ্যায় এ ব্যবধানের পরিচয় দেওয়া গেলে ধারণা করা সহজ হয়। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। এই গতিতে সূর্য্য হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে আলোকের প্রায় ৮ মিনিট সময় লাগে। পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব ৮ আলোক মিনিট। এই যে নূতন পরিমাপ "আলোক মিনিট", ইহার মধ্যে এমন একটি কল্পনা রহিল যাহাতে বিরাট দূরত্ব প্রকাশের এক সূত্র পরিচয় নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হইল।

২। কোন উৎসবে বহুলোকের সমাগম ও তদনুযায়ী আনন্দ কোলাহল হইল। ব্যাপারটি সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার জন্য হয়ত বলা হয় "১০ হাজার লোক হইয়াছিল" কিংবা "৩০ মণ ময়দার লুচি হইয়াছিল", ইত্যাদি। ক্ষুদ্র হইলেও এক একটি পরিচয় দ্বারা বৃহৎ বস্তুর কল্পনা করা সম্ভব।

তেমনি কতকগুলি সংখ্যাদ্বারা একটি ঘটনা, আবার এক, দুই বা ততোধিক সংখ্যাদ্বারা অনেকগুলি সংখ্যার পরিচয় সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যায়।

সংখ্যা বিজ্ঞানে যে সকল সংখ্যা লইয়া আলোচনা করা হয়, তাহার প্রত্যেকটির সহিত বিশেষ অর্থ জড়িত থাকে। আমরা কোন বস্তু বা বিষয়ের কোন প্রকৃতিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করিবার পূর্ব্বে কতকগুলি সংখ্যার সৃষ্টি করি। যে প্রকৃতিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করিবার উদ্দেশ্য থাকে, আমরা সেই প্রকৃতির একটি পরিমাপ পূর্ব্বে সাব্যস্ত করি। এই পরিমাপের সংখ্যা গণনা করিয়া যে প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে চাই, তাহার পরিবর্ত্তে কতকগুলি সংখ্যা ধরি। অতএব সংখ্যাগুলি কোন বিশেষ প্রকৃতির পরিমাপ ছাড়া অন্য কিছু নয়। কেবল সংখ্যা-বিন্যাস হইতে প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় না। বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন প্রকারে বিশ্লেষণ ও বিচার করিতে করিতে যে প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে চাই, তাহার নূতন নূতন অর্থ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতে থাকে।

সমষ্টি

যদি কোন বিশেষ একটি বা সামান্য কয়েকটি পরিচয় দ্বারা সমস্ত তাৎপর্য্য বুঝান সম্ভব হয়, তাহা হইলে সংখ্যাগুলি হইতে যে কোন প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা করা সহজ হয়। অল্প কয়েকটি সংখ্যার বিশেষ পরিচয়ের তত বেশী প্রয়োজন হয় না; অনেকগুলি সংখ্যা থাকিলে তাহাদের সমবেত বক্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য এমন কৌশল অবলম্বন করার প্রয়োজন হয় যাহাদ্বারা সমস্ত সংখ্যাগুলির সম্বন্ধে একটি সাধারণ জ্ঞান লাভ করা যায়। সংখ্যাগুলির সমষ্টি বা যোগফল এইরূপ একটি সাধারণ পরিচয়।

জনতা

সংখ্যা বিজ্ঞানে 'জনতা' শব্দটি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'জনতা' শব্দটি মূলতঃ লোকের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু সংখ্যা বিজ্ঞানে কেবল লোক কেন, যে কোন বিষয়ের সমাবেশকে 'জনতা' আখ্যা দেওয়া হয়; লোকের জনতা একটি বিশেষ জনতা মাত্র। দ্রব্যমূল্যের বিষয়ে,

সংখ্যা বিজ্ঞান অনুযায়ী, বয়ের জনতা বলা হয়, তদ্রূপ বারিপাতের জনতা, অথবা শস্যের হ্রাসবৃদ্ধির জনতা, বা মনস্তত্ত্বে প্রতিভার জনতা, ইত্যাদি।

কোন জনতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে জনতার নানা বৈশিষ্ট্যের কোন্‌টির সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের স্পৃহা বা প্রয়োজন তাহা পূর্ব্বে স্থির করিতে হয়। তাহার পর, সেই বৈশিষ্ট্যের যে যে প্রকৃতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন মনে হয়, সেই সেই প্রকৃতির প্রত্যেকটিকে এক এক পরিমাপে প্রকাশ করিতে হয়। যেমন ;—

কোন বাৎসরিক উৎসবে যে জনসমাগম হয় যদি তাহার বাহ্য কোন প্রকৃতি জানার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করিলে, অর্থাৎ 'এক' ধরিলে সংখ্যাগুলির যে সমষ্টি হয় তাহা জানিলেই হয়ত যথেষ্ট হয়। এক্ষেত্রে 'সমষ্টি' জনতার প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি পরিচয়। আবার, যদি অন্য কোন প্রকৃতির পরিচয় জানা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সেই প্রকৃতির কোন পরিমাপ সাব্যস্ত করিয়া প্রত্যেকটি পরিমাপ দ্বারা প্রকৃতিটি কতবার গণনা করা যায়, সেই সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হয় ও প্রকৃতিটি বিশ্লেষণ করিবার জন্য বিভিন্ন বিভাগে সংখ্যাগুলি প্রকাশ করা যায়।

যেমন, কোন উৎসবে যোগদানকারীদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন হইলে, আর্থিক অবস্থার কি পরিমাপ ধরা হইবে তাহা সাব্যস্ত করিতে হয়। প্রত্যেকের মাসিক আয় যদি তাহার আর্থিক অবস্থার একটা পরিমাপ ধরা যায়, এবং আয়ের পরিমাপ যদি টাকার সংখ্যায় ধরা হয়, তাহা হইলে যে সংখ্যাদ্বারা প্রত্যেকের আয় প্রকাশ করা যায়, সে সংখ্যাগুলি জানা আবশ্যক।

যে জনতার লোকের মোট মাসিক আয় জানা যায়, সে জনতার জনপ্রতি লোকের মাসিক আয় সাব্যস্ত করিয়া জনতার আর্থিক অবস্থার এক প্রকার পরিচয় পাওয়া যায়। যদি ১০ সহস্র লোকের মোট মাসিক আয় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা হয়, তাহা হইলে জনপ্রতি মাসিক আয় হয় $\frac{৩,৭০,০০০}{১০,০০০}$ = ৩৭৲। এই সংখ্যা জনতার সাধারণ ভাবে আর্থিক অবস্থার আভাস দেয়। ইহাকে সাধারণ ভাবে 'গড়' বলা হয়, অন্য প্রকার 'গড়ে'র সহিত তারতম্য আছে বলিয়া ইহাকে অনেক সময় 'পাটিগণিতিক গড়' বলা হয়। আর দুই রকম গড়, যথা "জ্যামিতিক গড়", "মেল গড়" এর বেশী ব্যবহার হয় না।

শ্রেণী বিভাগ

পূর্ব্বের উদাহরণে বিভিন্ন আয় অনুযায়ী কোন লোকের মধ্যে পার্থক্য করা হয় নাই। কিন্তু আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগে জনতার সকল লোককে বিভক্ত করিয়া দেখা যায়। বিভিন্ন শ্রেণী কিরূপ পরিকল্পনা অনুযায়ী রচনা করা হইবে তাহা নির্ভর করে বিশ্লেষণের মাত্রা কত গভীর বা কত বিস্তৃত হইবে, তাহার উপর।

পূর্ব্বের হিসাবে দেখা গেল ১০ সহস্র জনতার প্রত্যেকের ঘরে মাসিক আয় ৩৭৲। কিন্তু এই জনতার প্রত্যেক ব্যক্তিরই আয় যে মাসিক ৩৭৲ করিয়া এমন না হওয়াই সম্ভব। আয়ের মাত্রা অনুযায়ী জনতার সকলকে অনেক প্রকার বিভাগে বাছাই করা যায়। ধরা যাক ১০ সহস্র লোকের জনতার আয়ের বিভাগ এমন যে ৫ শত লোকের আয় ১০৲ টাকার নিম্নে, ৯ শত লোকের আয় ১০৲ হইতে ২০৲ টাকার মধ্যে, ২ সহস্র লোকের আয় ২০৲ হইতে ৩০৲ টাকার মধ্যে, ৪ সহস্র লোকের আয় ৩০৲ হইতে ৪০৲ টাকার মধ্যে, ১ সহস্র লোকের আয় ৪০৲ হইতে ৫০৲ টাকার মধ্যে, ১ সহস্র লোকের আয় ৫০৲ হইতে ৬০৲ টাকার মধ্যে, ৫ শত লোকের আয় ৬০৲ হইতে ৭০৲ টাকার মধ্যে, ৫ শত লোকের আয় ৭০৲ টাকার উর্দ্ধে। বিভিন্ন বিভাগে জনতার সকলকে বাছাই করিতে হইলে পুনঃপুন দেখিতে হয় যে, কে কোন্ বিভাগে পড়ে। এইরূপ বিভাগকে "পৌনপুঙ্ক বিভাগ" আখ্যা দেওয়া যায়। একটি তালিকা রচনা করিয়া উপরের পৌনঃপুঙ্ক বিভাগকে প্রকাশ করিলে তালিকাটি এইরূপ দেখাইবে।

তালিকা ১

মাসিক আয় (টাকার অঙ্ক)	
১০ এর নিম্নে (০-১০)	
১০ হইতে ২০ (১০-২০)	
২০ হইতে ৩০ (২০-৩০)	
৩০ হইতে ৪০ (৩০-৪০)	
৪০ হইতে ৫০ (৪০-৫০)	
৫০ হইতে ৬০ (৫০-৬০)	
৬০ হইতে ৭০ (৬০-৭০)	৫০০
১০ এর উর্দ্ধে	৫০০
মোট	১০,০০০

পৌনঃপুন্য শ্রেণীর তালিকাতে প্রথম স্তম্ভে "শ্রেণী বিভাগ" ও দ্বিতীয় স্তম্ভে "শ্রেণীর সংখ্যা" প্রকাশ করা হয়। তালিকার আয়ের শ্রেণীবিভাগ প্রথম স্তম্ভে ও প্রত্যেক শ্রেণীবিভাগে লোকের যে সংখ্যা হয় তাহা দ্বিতীয় স্তম্ভে দেখান হইয়াছে।

শ্রেণীবিভাগের ছোট বড় ; প্রত্যেক শ্রেণী বিভাগের অন্তর

'শ্রেণী বিভাগ'গুলি ক্রমশঃ ছোট শ্রেণী হইতে বড় শ্রেণী পর্য্যন্ত সাজাইতে হয়, যেমন, তালিকা ১এ প্রথম শ্রেণী-বিভাগ '১০এর নিম্নে' তাহার পর '১০ হইতে ২০', তাহার পর '২০ হইতে ৩০'। এইভাবে 'শ্রেণী-বিভাগ'-গুলি ক্রমশঃ ছোট বিভাগ হইতে বড় বিভাগে প্রকাশ করা হইয়াছে। সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয় এমনভাবে যাহাতে প্রত্যেক শ্রেণী-বিভাগে একই রকম "অন্তর" থাকে, যেমন উপরের উদাহরণে প্রত্যেক শ্রেণী-বিভাগে ১০এর অন্তর রহিয়াছে, যথা, ১০ হইতে ২০র অন্তর ১০ ; ২০ হইতে ৩০র অন্তর ১০, ইত্যাদি। এক প্রকার অন্তর ঠিক রাখিয়া ক্রমশঃ ছোট হইতে বড় শ্রেণীবিভাগ রচনা করা হইয়াছে। উপরের উদাহরণে প্রথম শ্রেণী-বিভাগটি 'এর নিম্নে' অর্থাৎ ১০৲ টাকার কম যাহাদের আয় তাহাদের সংখ্যা নিরূপণ করার জন্য এই বিভাগ সৃষ্টি করা হইয়াছে, কেহ হয়ত আয় করে না এমন লোককেও এই বিভাগে গণনা করা হইবে—অতএব এই বিভাগকে '০ হইতে ১০'—এমনও বলা যায়।

শ্রেণী-বিভাগের দুইটি সীমা

প্রত্যেক শ্রেণী-বিভাগে দুইটি সীমা ধরিয়া লওয়া হয়, যেমন, শ্রেণী বিভাগ '০ হইতে ১০', এখানে একটি সীমা ০, ও অপর সীমা ১০ ; তেমনি দ্বিতীয় শ্রেণী বিভাগ '১০ হইতে ২০'—একটি সীমা ১০, অপর সীমা ২০। এইরূপ প্রত্যেক শ্রেণী বিভাগে দুইটি সীমা আছে, একটিকে 'নিম্ন সীমা' ও অপরটিকে 'উচ্চ সীমা' বলা হয়। 'উচ্চ সীমা' ও 'নিম্ন সীমা' সংখ্যার বিয়োগ ফলকে তাহা হইলে 'অন্তর' বলা যায়।

শ্রেণীবিভাগের মধ্যস্থল

উপরের উদাহরণে কল্পনা করা হইয়াছে যে, এক এক শ্রেণী বিভাগে কতকগুলি লোকের গণনা হইয়াছে, কিন্তু যে কোন শ্রেণী বিভাগের মধ্যে আরও বিভাগ করা চলে—যেমন কল্পনা করা হইয়াছে ৫ শত লোকের আয় ১০৲ টাকার নিম্নে, ৫শত লোকের আয় ১০৲ হইতে ২০৲ টাকা, ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, প্রথম শ্রেণী-বিভাগের সীমা ০ হইতে ঠিক ১০৲ নহে, ১০৲এর কিছু কম, ধরা যাক ৯৸/১৫, দ্বিতীয় শ্রেণী-বিভাগের আরম্ভ ১০৲ হইতে ও শেষ ২০৲ নহে, ২০৲ টাকার কিছু কম, ধরা যাক ১৯৸/১৫, ইত্যাদি। প্রত্যেক শ্রেণীবিভাগের উচ্চ সীমা পরবর্ত্তী বড় শ্রেণীবিভাগের নিম্ন সীমা অপেক্ষা সামান্য কম, এত সামান্য যে প্রকৃত পক্ষে উভয় সীমা যেন পাশাপাশি এবং তারতম্য-শূন্য। যে কোন শ্রেণীবিভাগই ধরা হউক, প্রত্যেক বিভাগকে আরও বিভক্ত করে চলে—এই যে শ্রেণীবিভাগ ০ হইতে ৬০৲ ইহার মধ্যে ৫শত লোককে গণনা করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে কত লোকের বাস্তবিক আয় ০ (অর্থাৎ কিছু না) অথবা কত লোকের বাস্তবিক আয় ১৲ টাকা, অথবা কতলোকের বাস্তবিক আয় ২৲ টাকা, ইত্যাদি কোন সংবাদ এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হইতে জানা

যায় না; প্রকৃত কোন্ আয়ের সহিত ৫শত লোকসংখ্যার সম্বন্ধ তাহা স্থির করা যায় না। এই জন্য প্রত্যেক শ্রেণী বিভাগে যে 'মধ্যায়ন' রহিয়াছে তাহার সহিত শ্রেণী-সংখ্যাগুলির সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এরূপ কল্পনা বাস্তব ঘটনার নির্দেশ করে না। ০ হইতে ১০ এই বিভাগের মধ্যায়ন ৫এর সহিত শ্রেণী সংখ্যা ৫০০, অথবা ১০ হইতে ২০ এই বিভাগের মধ্যায়ন ১৫এর সহিত শ্রেণী সংখ্যা ৫০০, অথবা ২০ হইতে ৩০ এই বিভাগের মধ্যায়ন ২৫এর সহিত শ্রেণী সংখ্যা ১০০০এর সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়, যেন প্রথম বিভাগের প্রত্যেক লোকের আয় ৫৲ টাকা, যেন দ্বিতীয় বিভাগের প্রত্যেক লোকের আয় ১৫৲, যেন তৃতীয় বিভাগের প্রত্যেকের আয় ২৫৲, ইত্যাদি।

৭ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ব্যবস্থা

শ্রেণী বিভাগ করিয়া সংখ্যাগুলি প্রকাশ করিলেও সংখ্যাগুলির এমন সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রয়োজন হয় যাহা দ্বারা সংখ্যাগুলির বৈশিষ্ট্য কিরূপ তাহা প্রকাশ করা যায় বা সংখ্যাগুলির তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝান যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, 'গড়' এইরূপ একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পূর্ব্বে যে 'গড়' উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাকে যে 'পাটিগণিতিক গড়' বলা হয় তাহাও বলা হইয়াছে। 'পাটিগণিতিক গড়' ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার পরিচয় দ্বারা সংখ্যাগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে তাৎপর্য্য বুঝাইবার পদ্ধতি আছে। এই পরিচয়গুলি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা যায়, যথা :—

১। পাটিগণিতিক গড়,
২। রীতি,
৩। মধ্যায়ন,
৪। জ্যামিতিক গড়,
৫। যেল গড়,
৬। গড় বর্গের মূল।

এই ছয় প্রকার পরিচয়ের (ক) গণনা পদ্ধতি (খ) তাৎপর্য্য (গ) দোষগুণ সম্বন্ধে ক্রমশঃ আলোচনা করা হইবে।

১। পাটিগণিতের গড়

কোন সংখ্যা সমষ্টির পরিচয় সম্বন্ধে পাটিগণিতিক গড়ের ব্যবহার অধিক। যে কয়বার সংখ্যাগুলি প্রকাশ পায়, সেই কয়বার দিয়া সংখ্যাগুলির সমষ্টিকে ভাগ করিলে যে সংখ্যা হয় তাহাকে পাটিগণিতিক গড় বলে।

অক্ষরের সঙ্কেতে লিখিলে পাটিগণিতিক গড়কে এইভাবে প্রকাশ করা যায়; ধরা যাক, সংখ্যাগুলি $ক_১$ $ক_২$ $ক_৩$ ইত্যাদি ও শেষ সংখ্যা $ক_ন$ অর্থাৎ ক-এর নীচে ১ লিখিয়া প্রথম সংখ্যার পরিবর্ত্তে ক ক-এর নীচে ২ লিখিয়া দ্বিতীয় সংখ্যার পরিবর্ত্তে ক ইত্যাদি ও শেষ সংখ্যার পরিবর্ত্তে ক সঙ্কেত ব্যবহার করা হইয়াছে।

সংজ্ঞা অনুযায়ী

পাটিগণিতিক গড়, $\bar{ক} = \frac{ক_১ + ক_২ + ক_৩ + ক_৪ + \cdots \cdots ক_ন}{ন}$ ১]

$$= \frac{\Sigma ক}{ন} \qquad [১ (১)]$$

[এখানে পাটিগণিতিক গড়ের সাঙ্কেতিক চিহ্ন $\bar{ক}$ (ক অক্ষরের উপরে টান), ও এক প্রকারের সমস্ত বস্তুর সাঙ্কেতিক চিহ্ন Σ (গ্রীক ভাষার সিগ্‌মা অক্ষর) ও এক একটি সংখ্যার সাধারণভাবে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ক [ক অক্ষরের নীচে ক]

নিম্নের তালিকা ২ হইতে পাটিগণিতিক গড় নিরূপণ করিবার উদাহরণ দেখান যায়, যথা :—

বঙ্গদেশের বহির্ব্বাণিজ্যের আমদানি ও রপ্তানি কয়েক বৎসর যেরূপ হইয়াছে *—

* ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর বৃটিশ ইণ্ডিয়া, ১৯৩৬।

তালিকা ২

(কোটি টাকা।)

বৎসর	আমদানি	রপ্তানি
১৯২৬-২৭	৮১·৭	১৩৪·৬
১৯২৭-২৮	৮৬·৪	১৪৭·১
১৯২৮-২৯	৮৯·০	১৪৪·৯
১৯২৯-৩০	৮৩·৪	১৩৩·৭
১৯৩০-৩১	৫১·২	৮৬·৭
১৯৩১-৩২	৩৪·৭	৬৪·৮
১৯৩২-৩৩	৩৫·৪	৫৬·১
১৯৩৩-৩৪	৩২·৪	৬৩·৭
মোট	৪৯৪·২	৮৩১·৪

এখানে বৎসর গণনা করা হইয়াছে এপ্রিল মাস হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী মার্চ্চ মাসের শেষ অবধি।

১৯২৬-২৭ সন হইতে ১৯৩৩-৩৪ সন পর্য্যন্ত যে ৮ বৎসরের হিসাব দেখান হইয়াছে তাহাতে

মোট আমদানি

(সাঙ্কেতিক চিহ্ন ধরা যাক $\Sigma_{\text{আ}}^{\text{ক}}$) = ৪৯৪·২ কোটি টাকা

মোট রপ্তানি

(সাঙ্কেতিক চিহ্ন ধরা যাক $\Sigma_{\text{র}}^{\text{ক}}$) = ৮৩১·৪ কোটি টাকা

[ক-এর নীচে 'আ' থাকায় আমদানি ও র থাকায় রপ্তানি নির্দ্দেশ করিতেছে]

দেখা যাইতেছে যে, কি আমদানি কি রপ্তানি, উভয়ের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের সমষ্টি হইতে। এই যে পরিচয় তাহা আমদানি বা রপ্তানির প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য কিরূপ ছিল তাহা সূচনা করে না।

হয়ত এমন প্রশ্ন উঠিতে পারে ৮ বৎসরের মোট আমদানি বা মোট রপ্তানির পরিমাণ কিরূপ তাহা না হয় সমষ্টি হইতে পাওয়া গেল কিন্তু প্রতি বৎসর যে অনুপাতে আমদানি বা রপ্তানি হইয়াছিল সংক্ষেপে তাহার কি পরিচয়? এরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের সন্ধান পাটিগণিতিক গড় হইতে পাওয়া যায়। সাঙ্কেতিক চিহ্নে লিখিলে ইহারূপ দাঁড়ায়,

(আমদানির গড়)

$$\bar{\text{ক}}_{\text{আ}} = \frac{\Sigma_{\text{আ}}^{\text{ক}}}{\text{ন}} = \frac{৪৯৪·২}{৮} = \text{প্রায় } ৬১·৮ \text{ কোটি টাকা}$$

(রপ্তানির গড়)

$$\bar{\text{ক}}_{\text{র}} = \frac{\Sigma_{\text{র}}^{\text{ক}}}{\text{ন}} = \frac{৮৩১·২}{৮} = \text{প্রায় } ১০৩·৯ \text{ কোটি টাকা}$$

আমদানি বা রপ্তানির সংখ্যাগুলি যে কয়বার গণনা করা হইয়াছে তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন 'ন', এখানে ন=৮ অর্থাৎ ৮ বারের আমদানি এবং রপ্তানি গণনা করা হইয়াছে।

উপরে সাঙ্কেতিক চিহ্নে ক অক্ষর ব্যবহার করা হইয়াছে, 'ক' অক্ষর বাদ দিয়া অন্য কোন প্রকার সঙ্কেতেও বিষয়টী প্রকাশ করা চলে, যেমন আমদানির সাঙ্কেতিক চিহ্ন 'আ' অক্ষর দিয়া প্রকাশ করা চলে, আবার রপ্তানির সাঙ্কেতিক চিহ্ন 'র' অক্ষর দিয়া প্রকাশ করা যায়। সাঙ্কেতিক চিহ্ন কি ভাবে ব্যবহার করা যায় তাহা দেখাইবার জন্যই উপরের চিহ্নগুলির ব্যবহার করা হইয়াছে। যেরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্নই ব্যবহার করা হউক না কেন পাটিগণিতিক গড় নির্ণয়ের নিয়ম এই যে :—

"সংখ্যাগুলির যোগফলকে যে কয়বার সংখ্যাগুলির আবির্ভাব হইয়াছে তাহা দিয়া ভাগ করিতে হয়।"

তালিকা ২তে একটি একটি সংখ্যা এক এক সময়ের বা কালের সহিত বিভিন্নভাবে জড়িত—এরূপ সংখ্যা শ্রেণীকে "কাল শ্রেণী" বলে।

পৌনঃপুন্য শ্রেণী হইতে গড় নির্ণয় করা যায়। পৌনঃপুন্য শ্রেণী এমনভাবে রচিত হয় যে শ্রেণী বিভাগের কোন সংখ্যার সহিত শ্রেণী সংখ্যা যে জড়িত তাহা নিশ্চিত জানিবার উপায় নাই, এই জন্য কল্পনা করিয়া লওয়া হয় যে, প্রত্যেক শ্রেণী বিভাগের মধ্যস্থলের সহিত শ্রেণী-সংখ্যার সম্বন্ধ। শ্রেণীসংখ্যার প্রত্যেকটি সংখ্যার মূল্য শ্রেণীবিভাগের মধ্যস্থলের সমান। তালিকা—১এ কল্পনা করা হয় যে

প্রথম বিভাগের (০—১০এর) শ্রেণী-সংখ্যা (৫০০) শ্রেণী বিভাগের মধ্যস্থল ৫এর সহিত, দ্বিতীয় বিভাগের (১০—২০ এর) শ্রেণী সংখ্যা (৫০০) সেই বিভাগের মধ্যস্থল ১৫র সহিত জড়িত অর্থাৎ প্রথম বিভাগের ৫০০ জন লোকের প্রত্যেকের আয় ৫৲ টাকা, দ্বিতীয় বিভাগের ৫০০ জন লোকের প্রত্যেকের আয় ১৫৲ টাকা ইত্যাদি। এরূপ কল্পনার যৌক্তিকতা এই যে, স্থূলের অনেকটা সাম্য হয় ও গণনার অনেকটা সুবিধা হয়। এক বিভাগের প্রত্যেকের আয় সেই বিভাগের মধ্যস্থলের সমান হইলে শ্রেণী বিভাগের মধ্যস্থলের সহিত শ্রেণী-সংখ্যার গুণ করিলে তবে সেই বিভাগের সম্পূর্ণ আয় পাওয়া যাইবে—এইভাবে প্রত্যেক শ্রেণী-বিভাগের অঙ্ক শ্রেণী-সংখ্যার সহিত শ্রেণী-বিভাগের মধ্যস্থলের গুণ করিয়া সমষ্টি লইলে মোট আয় পাওয়া যায়। তালিকা ১-এ যে কাল্পনিক উদাহরণ লওয়া হইয়াছে তাহা হইতে এইরূপ দেখা যায় যে, শ্রেণী-বিভাগ করার পরও মোট আয় প্রথম উদাহরণের সমানই রহিয়া যায়, যথা :—

তালিকা ৩

শ্রেণী-বিভাগ (আয়ের শ্রেণী-বিভাগ)	শ্রেণীর মধ্যস্থল	শ্রেণীর সংখ্যা (লোকের সংখ্যা)	মধ্যস্থল ও শ্রেণী সংখ্যার গুণফল
০—১০		৫০০	২৫০০
১০—২০		৫০০	৭৫০০
২০—৩০		২০০০	৫০০০০
৩০—৪০		৪০০০	১৪০০০০
৪০—৫০		১০০০	৪৫০০০
৫০—৬০			৫৫০০০
৬০—৭০		৫০০	৩২৫০০
৭০—৮০		৪০০	৩৭৫০০
		১০,০০০	৩,৭৩,০০০
		$=\Sigma_n$	$=\Sigma(ক \times স)$

$$\text{গড় আয়} = \frac{৩,৭০,০০০}{১০,০০০} = ৩৭৲$$

সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা পৌনঃপুন্য পাটিগণিতিক গড় নির্ণয়ের পদ্ধতি নির্দেশ করা যায় এইভাবে :—

$$ক = \frac{ক_১ \times স_১ + ক_২ \times স_২ + ক_৩ \times স_৩ + \cdots\cdots + ক_ন \times স_ন}{স_১ + স_২ + স_৩ + \cdots\cdots + স_ন}$$

$$\frac{\Sigma(ক \times স)}{\Sigma_n} \qquad [২]$$

এখানে প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যস্থলের পরিবর্তে $ক_১, ক_২$ ইত্যাদি সঙ্কেত, প্রত্যেক শ্রেণী-সংখ্যার পরিবর্তে $স_১, স_২$ ইত্যাদি সঙ্কেত, প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যস্থল ও শ্রেণী-সংখ্যার গুণফলের পরিবর্তে $ক_১ \times স_১, ক_২ \times স_২$……ইত্যাদি সঙ্কেত, $ক_১ \times স_১, ক_২ \times স_২$ ……ইত্যাদি গুণের সমষ্টির পরিবর্তে $\Sigma(ক \times স)$ সঙ্কেত ও $স_১, স_২$ ইত্যাদির সমষ্টির পরিবর্তে $\Sigma স$ সঙ্কেত ব্যবহার করা হইয়াছে। এই সঙ্কেতে উপরের সমষ্টি বসাইলে এইরূপ হয়,

$$ক = \frac{\Sigma(ক \times স)}{\Sigma_n} = \frac{৩,৭০,০০০}{১০,০০০} = ৩৭৲$$

অর্থাৎ পৌনঃপুন্য শ্রেণীর পাটিগণিতিক গড় নির্ণয়ের নিয়ম এই যে :—"এক একটি শ্রেণীর মধ্যস্থলের সংখ্যা-দ্বারা শ্রেণী-সংখ্যাকে গুণ করিয়া গুণফলগুলির সমষ্টিকে শ্রেণী-সংখ্যার সমষ্টি দ্বারা ভাগ করিতে হয়।"

কৌতূহলী পাঠক পৌনঃপুন্য শ্রেণীর সন্ধান করিয়া স্বকীয় চেষ্টায় গড় নির্ণয় করিয়া দেখিতে পারেন। সংখ্যা বিজ্ঞানের পদ্ধতি নিজে অনুশীলন না করিলে শিক্ষা করা দুরূহ, ইহা বলিয়া রাখা প্রয়োজন।

পৌনঃপুন্য শ্রেণীর একটি বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায় নিম্নের তালিকা হইতে :—

ভারতে বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষ কুষ্ঠ ব্যাধি-গ্রস্তদের সংখ্যা (১৯০১) ।*

তালিকা ৪

(নিকটতম শতের সংখ্যা অর্থাৎ ধরা যায় যে প্রত্যেক সংখ্যার পরে ০০ বাদ দেওয়া হইয়াছে)

বয়স শ্রেণী-বিভাগ	শ্রেণীর সংখ্যা	
	নারী	পুরুষ
০ হইতে ৫ বৎসর	৩৩৬	৪৩১
৫	১০৩৬	১৪৭৩
১০	১৬০০	২৭১১
২০	২৮১৯	৫৩৩৫
৩০	৩৩১৬	৭২৭৭
২৫	৩০	৪৩৮৭	১০৮৭৬
---	---	---	---
৩০	৩৫	৪০২৫	১২৭৪৪
৩৫	৪০	৪৫৯০	১৪২৩০
৪০	৪৫	৪০৭৯	১৩৮৬৮
৪৫	৫০	৩৮৯৫	১২০৭৯
৫০	৫৫	৩৩৪৮	১০০৩০
৫৫	৬০	২৪০৩	৬৫৬৮
৬০	৬৫	১৯৭৩	৫১৭৫
৬৫	৭০	৮৫৯	২৩১৬
	মোট	৩৮৮৭৭	১০৫০২৩

পাটিগণিতিক গড় নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে গণনার সুবিধার জন্য তালিকাটি এইরূপে দেখান যায় :—

তালিকা ৫

বয়স শ্রেণী বিভাগের মধ্যস্থল	নারী		পুরুষ	
	শ্রেণী সংখ্যা (আনুমানিক লক্ষের অঙ্ক)	শ্রেণী সংখ্যা ও মধ্য-স্থলের গুণফল	শ্রেণী সংখ্যা (আনুমানিক লক্ষের অঙ্ক)	শ্রেণী সংখ্যা ও মধ্য-স্থলের গুণফল
২·৫	৩		৪	১০·০
৭·৪			১৫	১১২·৫
১২·৫	১৬		২৬	৩২৫·০
১৭·৫	২৮		৫০	৯১৭·৫
২২·৫	৩৩		৭৩	১৬৪২·৫
২৭·৫	৪০		১০৩	২৯৯৭·৫
৩২·৫	৪৩	১৩৯৭·৫	১২৮	৪১০০·০
৩৭·৫	৪৬	১৭২৫·০	১৪২	৫৩২৫·০
৪২·৫	৪৪	১৮৭০·০	১০৩	৪৯০৭·৫
৪৭·৫	৩৯	১৮৫৭·৫	১২১	৫৭৪৭·৫
৫২·৫	৩১	১৭৩২·৫	১০১	৫৩০২·৫
৫৭·৫	২৪	১৩৮০·০	৮৮	৫০২৫·০
৬২·৫	২০	১২৫০·০	৫২	৩২৫০·০
৬৭·৫	৯	৬০৭·৫	২৩	১৫৫২·৫
মোট	৩৯০	১৪৪৩২·৫	১০৫১	৪১০৫৫·০

* সেন্সাস অব ইণ্ডিয়া, ১৯০১, ভলিয়ম ১, ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১২২ ।

নারী সম্বন্ধে পাটিগণিতিক গড়, $\bar{x}_{না} = \frac{১৪৪৩২·৫}{৩৯০} = ৩৭·১$

পুরুষ সম্বন্ধে পাটিগণিতিক গড়, $\bar{x}_{পু} = \frac{৪১০৫৫·০}{১০৪১} = ৩৯·০$

অর্থাৎ ভারতে আনুমানিক গড়ে ৩৭ বৎসর বয়স্কা নারী ও ৩৯ বৎসর বয়স্ক পুরুষ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত দেখা যায়। এইভাবে উপরের তালিকার সমস্ত সংখ্যার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় পাটিগণিতিক গড় হইতে।

গড় নির্ণয়ের অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়

অনেক সময় অন্যরূপ উপায়ে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রমে ও সহজে গড় নির্ণয় করা যায়। তালিকা হইতে একটি সংখ্যাকে অনুমানে প্রথমেই গড় বিবেচনা করিতে হয়। এরূপ অনুমানে একেবারে ঠিক গড় না পাইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। হয়ত, প্রকৃত গড় এই 'আনুমানিক গড়' হইতে বড় হইবে, না হয়ত ছোট হইবে। এই জন্য যে সংখ্যাকে 'আনুমানিক গড়' ধরিয়া লওয়া হয় সেই সংখ্যা হইতে অন্য সংখ্যাগুলির তারতম্য নির্ণয় করিতে হয়। এই তারতম্যগুলির গড় নির্ণয় করিয়া আনুমানিক সংখ্যার সহিত গড় তারতম্য যোগ বা বিয়োগ করিলে প্রকৃত গড় নির্ণীত হয়।

তালিকা ২ হইতে গড় নির্ণয় করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ১৯২৬-২৭ সন হইতে ১৯৩৩-৩৪ সন পর্য্যন্ত ভারতে আমদানি হইয়াছে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৬১·৮ কোটি টাকার দ্রব্য। এই তালিকার সংখ্যা হইতে আনুমানিক গড় ধরিয়া কিভাবে গড় নির্ণয় করা যায় তাহা দেখান যায় এইভাবে—ধরা যাক্ আনুমানিক গড় ৫০ কোটি টাকা। তাহা হইলে গণনা হইবে এইরূপ :

তালিকা ৬

আমদানির সংখ্যা	আনুমানিক গড় হইতে সংখ্যার তারতম্য বেশী+ কম−
	+ ৩১·৭
	+ ৩৮·৪
	+ ৩৯·০
	+ ৩৩·৪
	+ ১·২
	− ১৫·৩
	− ১৪·৬
	− ১৭·৬
	+ ১৪১·৭
	− ৪৭·৫
মোট তারতম্য	+ ২৪·২

$$\text{গড়ে তারতম্য} = \frac{+২৪·২}{৮} = +১১·৮ \text{ (প্রায়)}$$

প্রকৃত গড় = ৫০ + ১১·৮ = ৬১·৮

অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে প্রকৃত গড় নির্ণয় করিবার নিয়ম এই ;—

প্রকৃত গড় = আনুমানিক গড়ের সহিত যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে গড় তারতম্য।

পৌনঃপুন্য তালিকা ৩ হইতে এরূপ পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ের যেরূপ ব্যবস্থা হয় তাহা নীচের তালিকায় দেখান যায়। ধরা যাক্, আনুমানিক গড় ৩৫,

তালিকা ৭

শ্রেণীর মধ্যস্থল	শ্রেণীর সংখ্যা (শতের অঙ্ক অর্থাৎ ০০ বাদ) ['স']	শ্রেণীর মধ্যস্থল হইতে আনুমানিক গড়ের তারতম্য ক	শ্রেণীসংখ্যা ও শ্রেণী মধ্যস্থল হইতে আনুমানিক গড়ের তারতম্যের গুণফল (০০ বাদ) [ক × স]
			−১৫০
			−১০০
			−২০০
			−৪৫০
			+১০০
			+২০০
			+১৫০
			+২০০
			+৬৫০
			+২০০ − Σ(ক × স)

$$\text{গড় তারতম্য} = \frac{\Sigma(\text{ক} \times \text{স})}{\Sigma^{\text{স}}} = +\frac{২০০}{১০০} = +২$$

∴ প্রকৃত গড় = আনুমানিক গড় + গড় তারতম্য
= ৩৫ + ২
= ৩৭

কৌতূহলী পাঠক এই পদ্ধতি দ্বারা অন্য উদাহরণের গড় নির্ণয় অভ্যাস করিতে পারেন। তালিকা ৬ হইতে যে কোন আনুমানিক গড়—যথা ৬০ অথবা ৭০ ধরিয়া গণনা অভ্যাস করা যায়, তেমনি তালিকা ৩ এ ২০ অথবা ৪০ ধরিয়া এবং তালিকা ৫এ ৩০ অথবা ৪০ ধরিয়া গণনা অভ্যাস করা যায়।

পাটিগণিতিক গড়ের তাৎপর্য্য

পাটিগণিতিক গড়ের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য্য কিরূপ তাহা একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যায়, যথা :—

কয়েক প্রকার সংখ্যা শ্রেণীর একই গড় হইতে পারে, যেমন,

তালিকা ৮

কতগুলি সংখ্যা	দুই	তিন	চার	পাঁচ	ছয়	সাত	যোগফল	পাটিগণিতিক গড়
পাঁচটি সংখ্যা	৭	৭	৭	৭	—	—	৩৫	৩৫ ÷ ৫ = ৭
পাঁচটি সংখ্যা	৬	৭	৮	৯	—	—	৩৫	৩৫ ÷ ৫ = ৭
ছয়টি সংখ্যা	৫	৬	৮	৯	১০	—	৪২	৪২ ÷ ৬ = ৭
সাতটি সংখ্যা	১	২	২	৩	৫	৩৫	৪৯	৪৯ ÷ ৭ = ৭
দুইটি সংখ্যা	১২	—	—	—	—	—	১৪	১৪ ÷ ২ = ৭

এই উদাহরণ হইতে দেখা যায় যে, সংখ্যাগুলি যে ভাবেই সাজান থাকুক না কেন তাহার উপর গড় নির্ভর করে না। সংখ্যাগুলি যদিও বিভিন্ন প্রকারের তথাপি তাহাদের গড় কিন্তু একই, অর্থাৎ ৭। এই বিষয়টিকে অন্য ভাবে চিন্তা করিলে ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, কতকগুলি সংখ্যার গড় জানিতে পারিলেও সংখ্যাগুলি কিভাবে সাজান আছে সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। যে কোনরূপ বা যে কোন কয়েকটি সংখ্যার একই গড় হওয়া সম্ভব অর্থাৎ গড়ের সহিত সংখ্যাগুলির পরিমাণ বা সংখ্যাগুলির গঠন-পদ্ধতির সহিত সম্পর্ক নাই।

পাটিগণিতিক গড়ের দোষগুণ

কতকগুলি সংখ্যার পরিচয় হিসাবে পাটিগণিতিক গড়ের প্রধান কয়েকটি দোষ এই যে—

১। সংখ্যাগুলির কোনটিরই হয়ত পাটিগণিতিক গড় প্রতিনিধি নহে; যেমন, তালিকা ৮ এর উদাহরণে ছয়টি সংখ্যার, বা সাতটি সংখ্যার বা দুইটি সংখ্যার একটিও ৭ নয়, অথচ গড়ে প্রত্যেকটিকে ৭ বলা যায়।

২। গড় নির্ণয়ে সংখ্যাগুলির সকলটিরই সমান মূল্য ধরা হয়, একটি যদি অত্যন্ত কম আর অপরটি যদি অত্যন্ত বেশীও হয়, গড় নিরূপণে তাহাদিগকে একই রূপ মূল্যের ধরা হয়; যেমন, তালিকা ৮এর উদাহরণে সাতটি সংখ্যার প্রথম ছয়টিই অত্যন্ত অল্প অথচ শেষেরটি অত্যন্ত বেশী, শেষেরটি না থাকিলে অবশিষ্ট ছয়টির গড় অনেক কম হইত অর্থাৎ যদিও শেষেরটির সহিত প্রথম ছয়টির সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তথাপি সাতটির গড় নির্ণয়ে এক বিভিন্ন সম্পর্কের বস্তুকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া গেল।

কতকগুলি সংখ্যার পরিচয় হিসাবে পাটিগণিতিক গড় ব্যবহার করার কয়েকটি প্রধান সার্থকতা এই যে—

১। ইহা সহজবোধ্য, ও

২। ইহা সহজে নির্ণয় করা যায়।

পাটিগণিতিক গড়ের বিশেষত্ব

পাটিগণিতিক গড় সম্বন্ধে প্রধান বিশেষত্ব এই যে,

(১) ইহার সহিত যে কয়বার সংখ্যাগুলি দেখা দিয়াছে তাহা গুণ করিলে সংখ্যাগুলির যোগফল পাওয়া যায়।

(২) সংখ্যাগুলি হইতে ইহার তারতম্য যোগ করিলে কোন অবশিষ্ট থাকে না; এই বিশেষত্বগুলি অক্ষরের সঙ্কেতে প্রমাণ করা সহজ, যেমন—

১। সংজ্ঞা অনুযায়ী পাটিগণিতিক গড়ের সাঙ্কেতিক চিহ্ন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে এই ভাবে

$$\text{পাটিগণিতিক গড়, } \bar{ক} = \frac{ক_১ + ক_২ + ক_৩ + ক_৪ + \cdots + ক_ন}{ন}$$

$$\bar{ক} \times ন = ক_১ + ক_২ + ক_৩ + ক_৪ + \cdots + ক_ন \quad [৩]$$

অর্থাৎ পাটিগণিতিক গড়কে সংখ্যাগুলি যে কয়বার আবির্ভাব হইয়াছে তাহা দ্বারা গুণ করিলে সংখ্যাগুলির যোগফল পাওয়া যায়; এখানে পাটিগণিতিক গড়ের পরিবর্তে অক্ষরের সঙ্কেত ক, সংখ্যাগুলির পরিবর্তে অক্ষরের সঙ্কেত $ক_১$, $ক_২$, $ক_৩$, $ক_৪$,... ইত্যাদিও সংখ্যাগুলি যে কয়বার আবির্ভূত হইয়াছে তাহার পরিবর্তে অক্ষরের সঙ্কেত "ন" বসিয়াছে।

তালিকা ৮ এর উদাহরণ হইতে এই বিষয় পরীক্ষা করা যায়—যেমন,

৪টি সংখ্যার পাটিগণিতিক গড় ৭, তাহাদের যোগফল ৭ × ৪ = ৩৪।

আবার ৬টি সংখ্যার পাটিগণিতিক গড় ৭, তাহাদের যোগফল ৭ × ৬ = ৪২।

আবার ৭টি সংখ্যার পাটিগণিতিক গড় ৭, তাহাদের যোগফল ৭ × ৭ = ৪৯। ইত্যাদি

২। প্রত্যেকটি সংখ্যা যথা $ক_১$, $ক_২$, $ক_৩$, $ক_৪$,...ইত্যাদি হইতে তাহাদের পাটিগণিতিক গড় $\bar{ক}$ বাদ দিয়া তারতম্যগুলি যোগ করিলে হয় এইরূপ:

$$(ক_১ - \bar{ক}) + (ক_২ - \bar{ক}) + (ক_৩ - \bar{ক}) + (ক_৪ - \bar{ক}) + \cdots$$

$+(\underset{ন}{ক}-\bar{ক})$.

[কারণ, $\underset{১}{ক}+\underset{২}{ক}+\underset{৩}{ক}+\underset{৪}{ক}+\cdots\underset{ন}{ক}-\bar{ক}\times ন$]

আরও সংক্ষেপে প্রকাশ করিলে $\Sigma(\underset{ক}{ক}-\bar{ক})=০$ [৪]

অর্থাৎ সংখ্যাগুলি হইতে পাটিগণিতিক গড়ের তারতম্য একত্র যোগ করিলে কোন অবশিষ্ট থাকে না, যোগফল শূন্য হয়।

তালিকা—৮ এর উদাহরণ হইতে এই বিষয় পরীক্ষা করা যায়, যেমন—

তালিকা ৯

পাঁচটি সংখ্যার প্রত্যেকটি হইতে পাটিগণিতিক গড়ের বিয়োগে	তারতম্য
৫—৭	-২
৬—৭	-১
৭—৭	০
৮—৭	+১
৯—৭	+২
৩৫—৭×৫	০

যোগফল ৩৫—৩৫

তালিকা ১০

ছয়টি সংখ্যার প্রত্যেকটি হইতে পাটিগণিতিক গড়ের বিয়োগ	
৪—৭	-৩
৫—৭	-২
৬—৭	-১
৮—৭	+১
৯—৭	+২
১০—৭	+৩
৪২—৭×৬	০

যোগফল ৪২—৪২

এখানে তালিকা—৯ এ $\bar{ক}=৭$, $ন=৫$, $\underset{১}{ক}=৫$, $\underset{২}{ক}=৬$ ইত্যাদি; তেমনি তালিকা—১০ এ $\bar{ক}=৭$, $ন=৬$, $ক_{১}=৪$, $ক_{২}=৫$ ইত্যাদি; এইভাবে বিবেচনা করিয়া [৩] ও [৪] সাঙ্কেতিক অক্ষরের সমীকরণের সহিত তালিকা ৯এর ও তালিকা ১০এর গণনা পদ্ধতির তুলনা করা যায়। এরূপ তুলনা করিলে সমীকরণ দুইটির অর্থ ও তাৎপর্য্য পরিষ্কার হয়।

রীতি

কোন বিষয়ের পরিমাপ লইবার পর যে পরিমাপ অধিকসংখ্যক ভাবে পাওয়া যায় তাহাকে সেই পরিমাপের রীতি বলে। সাংসারিক অনেক বিষয়ে ইহার ব্যবহার আছে—যেমন, পোষাক পরিচ্ছদের দোকানে কোন জনতার কোন বিশিষ্ট রীতির সংবাদ, এমন কি ঠিক মাপ জানা প্রয়োজন হয়।

কয়েকটি অতি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যায়; যেমন, কোন পায়ের মাপ ৮ ইঞ্চি লম্বা হইলে পাতা সাধারণতঃ কত ইঞ্চি হয় জানা থাকিলে জুতা তৈরী করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ৮ ইঞ্চি পায়ের মাপ যাহাদের তেমন ঘত পরিষ্কার জানুক না কেন, তাহাদের বেশীর ভাগের ঐরূপ মাপের তৈরী জুতা পায়ে ঠিক লাগিবে।

এইরূপ ৩২ ইঞ্চি ছাতি (বুকের মাপ) যাহাদের তাহাদের সকলের সাধারণতঃ হাতা কত ইঞ্চি লম্বা, গলার মাপ কত ইঞ্চি ইত্যাদি জানা থাকিলে একযোগে বহু জামা তৈরী করিয়া রাখা ও বিক্রয় করা যায়।

পৌনঃপুন্য রেখাতে যেরূপ বিভাগ করা হয় তাহার

যে বিভাগটিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক বিষয় গণনা করা হয় সেই বিভাগকে "রীতি" বলে।

তালিকা ৪এর উদাহরণে ৩৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নারী ও পুরুষ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই বয়স-বিভাগকে 'রীতি' বলা যায়; কিন্তু এই বিভাগের একটি বিশেষ বয়স যে বয়সে কুষ্ঠব্যাধির প্রকোপ অধিক তাহাকে 'রীতি' বলা সঙ্গত। তালিকাতে এই বিশেষ বয়সের নির্দ্দেশ না থাকিলেও, একটি নিয়ম অনুযায়ী তাহার নির্দ্ধারণ করিবার কৌশল এইরূপ :—

অক্ষরের সঙ্কেতে লিখিলে,—

$$\text{রীতি} = \text{নি} + \frac{\text{অ} \times \text{স}_2}{\text{স}_1 + \text{স}_2} \quad [\text{ক}]$$

সঙ্কেতের অক্ষরগুলির অর্থ এইরূপ :—

নি—যে শ্রেণী বিভাগে রীতি দেখা যায় সেই শ্রেণী বিভাগের নিম্ন সীমা।

অ—শ্রেণীবিভাগের অন্তর,

স_1—যে শ্রেণী-বিভাগে রীতি দেখা যায় সেই শ্রেণী বিভাগের অপেক্ষা ছোট শ্রেণী বিভাগের শ্রেণীসংখ্যা,

স_2—যে শ্রেণী বিভাগে রীতি দেখা যায় সেই শ্রেণী বিভাগ অপেক্ষা বড় শ্রেণী বিভাগের শ্রেণী-সংখ্যা।

তালিকা ৪ ও ৫ এর উদাহরণে নারী ও পুরুষ কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত জনতার বয়সের "রীতি শ্রেণী বিভাগ" ৩৫ হইতে ৪০ ও সেই শ্রেণী-বিভাগের ছোট এবং বড় শ্রেণী-বিভাগ দুইটি ও এই তিন শ্রেণী-বিভাগের শ্রেণী-সংখ্যা এইরূপ :—

তালিকা ১১ (নারী)

বয়স শ্রেণী বিভাগ	শ্রেণী সংখ্যা (লক্ষ)
৩০—৩৫	৪১
৩৫—৪০	৪৬
৪০—৪৫	৪৪

তালিকা ১২ (পুরুষ)

বয়স শ্রেণী বিভাগ	শ্রেণী সংখ্যা
৩০—৩৫	১২৮
৩৫—৪০	১৪২
৪০—৪৫	১৩৯

তালিকা—১১ হইতে [ক] সমীকরণ ব্যবহার করিয়া,

$$\text{রীতি} = ৩৫ + \frac{৫ \times ৪৬}{৪৬ + ৪১} = ৩৫ + ২\cdot৫$$

$$= ৩৭\cdot৫$$

তালিকা ১২ হইতে, $\text{রীতি} = ৩৫ + \frac{৫ \times ১৪২}{১৪২ + ১২৮} = ৩৫ + ২\cdot৭$

$$= ৩৭\cdot৫$$

রীতির তাৎপর্য্য

রীতির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, যে বৈশিষ্ট্য বারবার লক্ষ্য করা যায় বা ধরা যায় তাহার পরিচয় ও পরিমাপ পাওয়া যায় 'রীতি' হইতে।

রীতির দোষগুণ

'রীতির দোষ এই যে, অঙ্কশাস্ত্রের তেমন কোন যুক্তি-সঙ্গত নিয়মের সহিত এই পরিমাপ নির্দ্ধারণ পদ্ধতির সম্বন্ধ সাব্যস্ত করা যায় না; গুণ এই যে, যে শ্রেণীতে অত্যন্ত অল্প অথবা অত্যন্ত অধিক সংখ্যা দেখা যায় তেমন শ্রেণী রীতি বিচারের বহির্গত রহিয়া যায় এবং রীতি হইতে সংখ্যাগুলির গঠনপদ্ধতি সম্বন্ধে যে আভাষ পাওয়া যায়, তাহা পাটিগণিতিক ষড়ের পরিচয় অপেক্ষা অধিক পরিষ্কার।

মধ্যস্থ

বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগে সংখ্যাগুলির বিন্যাস করিবার পর যে শ্রেণীর উপরে ও নীচে সমপরিমাণ সংখ্যা থাকে সেই শ্রেণীকে 'মধ্যস্থ' আখ্যা দেওয়া যায়। এরূপ শ্রেণীর বিষয় সংখ্যা বিজ্ঞানে যথেষ্ট আলোচনা হয়।

তালিকা ৪ ও ৫-এর উদাহরণে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত নারী জনতার মোট সংখ্যা ৩২০ লক্ষ, এই জনতার যে বয়সের শ্রেণী বিভাগ রচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, ৩৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের কম বয়সের শ্রেণীগুলির মোট সংখ্যা ১৭৪ লক্ষ ও বেশী বয়সের শ্রেণীগুলির মোট সংখ্যা ১৬৯, অর্থাৎ ৩৫ হইতে ৪০

বৎসর বয়সের শ্রেণী-বিভাগের কম বয়সের ও বেশী বয়সের শ্রেণীগুলিতে জনতার সংখ্যাগুলি প্রায় সমানভাবে বিভক্ত ; অতএব ৩৫ হইতে ৪০ বৎসরের শ্রেণীকে মধ্যস্থ শ্রেণী বলা যায়, কিন্তু এই বিভাগের একটি বিশেষ বয়স, যে বয়সে কুষ্ঠব্যাধির প্রকোপ অধিক তাহাকে 'মধ্যস্থ' বলা সঙ্গত। তালিকাতে এই বিশেষ বয়সের নির্দ্দেশ না থাকিলেও তাহা একটি নিয়ম অনুযায়ী নির্দ্ধারণ করিবার কৌশল এইরূপ :—

অক্ষরের সঙ্কেতে লিখিলে,

$$\text{মধ্যস্থ} = \text{নি} + \frac{\text{অ}\left[\frac{1}{2}(\text{ন}+1) - \Sigma_{\text{ম}}\right]}{\text{ম}} \quad [৬]$$

সঙ্কেতের অক্ষরগুলির অর্থ এইরূপ —

নি = যে শ্রেণী-বিভাগে মধ্যস্থ দেখা যায় সেই শ্রেণী-বিভাগের নিম্ন-সীমা,

অ = শ্রেণী-বিভাগের অন্তর,

ন = মোট শ্রেণী-সংখ্যা,

$\Sigma_{\text{ম}}$ = যে শ্রেণী-বিভাগে মধ্যস্থ দেখা যায় সেই শ্রেণী-বিভাগ অপেক্ষা ছোট শ্রেণী-বিভাগের শ্রেণী-সংখ্যাগুলির সমষ্টি,

ম = যে শ্রেণী-বিভাগে মধ্যস্থ দেখা যায় সেই শ্রেণী-বিভাগের শ্রেণী-সংখ্যা।

তালিকা ১৩

ভারতে বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষ কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্তদের সংখ্যা (লক্ষে প্রকাশিত)

বয়স শ্রেণী বিভাগ		শ্রেণীসংখ্যা	
		নারী	পুরুষ
হইতে		৪	৪
	১৫	২৬	৫৩
	২৬	৫৩	৭৩
	৫৩	৭৩	১০৯
	৭৩	১০৯	১২৮
	১০৯	১২৮	৪৫
	১২৮	৪৫	৪০
	৪৫	৪০	৪৬
	৪০	৪৫	৪৪
	৪৫	৫০	৩৯
	৫০	৫৫	৩৩
	৫৫	৬০	২৪
	৬০	৬৫	
	৬৫	৭০	১
মোট		৩১০	১০৪১

এই তালিকার উদাহরণ হইতে [৬] সমীকরণ ব্যবহার করিয়া,

$$\text{মধ্যস্থ (নারী)} = 4 + \frac{4\left[\frac{1}{2}(৩১৩+১) - ১৭৪\right]}{৩৫}$$

$$= ৩৫ + \frac{4 \times ২১\cdot৫}{৪৬}$$

$$= ৩৫ + ২\cdot৩ = ৩৭\cdot৩$$

$$\text{মধ্যস্থ (পুরুষ)} = ৩৫ + \frac{4\left[\frac{1}{2}(১০৪১+১) - ৪০৮\right]}{১৪২}$$

$$= ৩৫ + \frac{৪ \times ১১৮}{১৪২}$$

$$= ৩৫ + ৪\cdot১ = ৩৯\cdot১$$

কৌতূহলী পাঠক তালিকা ১ এর উদাহরণ হইতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া রীতি ও মধ্যস্থ নির্দ্ধারণ করিয়া এই তিনটি পরিমাপের তুলনা করিতে পারিবেন।

মধ্যস্থের তাৎপর্য্য

মধ্যস্থ সম্বন্ধে এই বলা যায়, মধ্যবর্ত্তী অবস্থার পরিচয় পাইলে সমগ্র বস্তুর একার্দ্ধ ও অপরার্দ্ধের আভাষ কল্পনা করা সহজ হয়। এই জন্য মধ্যবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার সার্থকতা সকল বিষয়েই রহিয়াছে। এই কারণে সংখ্যা-বিন্যাসে কোন্ শ্রেণী হইতে এরূপ পরিচয়ের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা জানিবার কার্য্যকরী ব্যবহার প্রয়োজন।

মধ্যস্থের দোষগুণ

মধ্যস্থের দোষ এই যে, অঙ্কশাস্ত্রের তেমন কোন যুক্তিসঙ্গত নিয়মের সহিত এই পরিমাপে নির্দ্ধারণ পদ্ধতির সম্বন্ধ সাব্যস্ত করা সহজসাধ্য নয়। গুণ এই যে, যে শ্রেণীতে অত্যন্ত অল্প অথবা অত্যন্ত অধিক সংখ্যা দেখা যায় তেমন শ্রেণী রীতিবিচারের যেমন বহির্গত রহিয়া যায় তেমন মধ্যস্থবিচারে হয় না। অথচ পাটিগণিতিক গড় বিচারে যেমন সমান মূল্যবান মনে করা হয় তাহাও হয় না—এই অন্য মধ্যস্থ হইতে সংখ্যাগুলির গঠনপদ্ধতি সম্বন্ধে যে আভাষ পাওয়া যায় তাহা পাটিগণিতিক গড়ের ও রীতির পরিচয় অপেক্ষা অধিক পরিষ্কার।

পাটিগণিতিক গড় রীতি ও মধ্যস্থের তুলনা

ভারতে বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষ কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্তদের পাটিগণিতিক গড়, রীতি ও মধ্যস্থ গণনা করিয়া যে বয়স উপরের কয়েকটি গণনায় নির্ণীত হইয়াছে তাহার তুলনা দেখান যায় এইভাবে—

তালিকা ১৪ (তুলনা)

	পাটিগণিতিক গড়	রীতি	মধ্যস্থ
নারী	৩৭·১	৩৭·৫	৩৭·৩
পুরুষ	৩৯·০	৩৭·৫	৩৯·১

এই তালিকায় দেখা যায় যে, গড় ও মধ্যস্থ গণনা করিলে ভারতে কুষ্ঠব্যাধির প্রকোপ ৩৭ বৎসর বয়স্কা নারী ও ৩৯ বৎসর বয়স্ক পুরুষের মধ্যে বেশী; কিন্তু রীতি গণনা করিয়া দেখা যায় যে, এই সংখ্যা উভয় ক্ষেত্রেই ৩৭½ বৎসর। নারীদিগের পক্ষে তিন প্রকার গণনাতেই প্রায় একরূপ ফল পাওয়া গেল, কেবল পুরুষদিগের বেলায় রীতির গণনা গড় ও মধ্যস্থের গণনা হইতে বিভিন্ন আকার ধারণ করিল। এই পার্থক্যের কারণ ক্রমশঃ অন্যান্য গণনা হইতে নির্দ্ধারণ করিলে উভয় ক্ষেত্রে আরও কি কি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে

ডক্টর শ্রীবিনয়কুমার সরকার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আর্থাণ রাইখ্‌স ব্যাঙ্কে মজার ব্যাপার এই যে, গবর্ণমেণ্ট ডিরেক্টোরিয়মের উপর কোন প্রকার খবরদারি করিবারই অধিকারী নয়। আইনের ভাষায় ডিরেক্টোরিয়ম প্রায় পূর্ণ স্বরাজের অধিকারী। বড় সভারও ডিরেক্টোরিয়মের উপর কোনো হাত নাই, যদিও ইহা ডিরেক্টোরিয়মের জন্মদাতা।

গেনেরালরাট অর্থাৎ বড় সভাকে রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের "কিং-মেকার" রাজা-নির্ব্বাচক বলা যাইতে পারে। এই অদ্ভুত প্রতিষ্ঠানটির ছুড়িবার অন্য কোনো নোট-ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চৌহদ্দির মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই প্রতিষ্ঠানের ১৪ জন সদস্যের মধ্যে অর্দ্ধেক মাত্র আর্থাণ। বাকী সাতজন অ-আর্থাণ সদস্য, বিলাত, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড এবং সুইট্‌সারল্যাণ্ডের লোক। সাতজন আর্থাণ সদস্যের মধ্যে একজন প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি বড় সভারও চেয়ারম্যান। সাতজন বিদেশী সদস্যের মধ্যে একজন নোট বাহির করিবার কমিসারের কাজ করেন; আর্থাণ সদস্যের সংখ্যা বাড়ান যাইতে পারে

বটে, কিন্তু বিদেশী সদস্যদের সংখ্যা একজনও বাড়াইবার উপায় নাই।

দুইটি মহত্বপূর্ণ ব্যাপারঘটিত কাজে বড় সভার অনুমোদন আবশ্যক। ব্যাঙ্কের সিকিউরিটি বাবদ লগ্ন মেয়াদের সরকারী নোট গ্রহণ করিতে হইলে বড় সভার হুকুম লইতে হয়। তা ছাড়া নোটের জন্য ৪০% জামিনের যে আইন আছে তাহা ভঙ্গ করিতে হইলেও বড় সভার অনুমোদন চাই।

কেবলমাত্র রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের আর্য্যাণ অংশীদারদের বড় সভার আর্য্যাণ সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার আছে। ইহাদের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনের অধিকার নাই। প্রথমবার বিদেশী সদস্যগণ সংগঠন কমিটি কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সদস্যদের বেলায় এই নিয়ম করা হইয়াছে যে, শূন্য সমস্ত পদ আভিহিসাবে পূরণ করিতে হইবে, তবে সাতজন বিদেশী সদস্যকেই ভোট দিতে হইবে। একজন বাদে সকল সদস্যের অভিমত থাকিলে তবে নির্ব্বাচন সিদ্ধ হয়।

বড় সভা কর্ত্তৃক বিদেশী সদস্যদের মধ্যে একজন নোট-জারি করিবার কমিশার বা কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এজন্য ৯ জনের বোর্ড গঠন করা চাই এবং এর মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ৬ জন হইবে বিদেশী সদস্য। বড় সভার সদস্য শ্রেণীভুক্ত নয় এরূপ কোন ব্যক্তি যদি নির্ব্বাচিত হয় তাহা হইলে উক্ত নির্ব্বাচিত ব্যক্তির স্বদেশী বড় সভার সদস্যকে পদত্যাগ করিতে হয়। নির্ব্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিশার ৩ বৎসরের জন্য বড় সভার সদস্য পদবাচ্য হন।

কমিশারকে প্রত্যেক দিন ডিরেক্টোরিয়মের নিকট হইতে নোট ও জামিন সম্বন্ধে মাপজোক ও তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হয়। নোট তৈরী করা, বাহির করা, উঠাইয়া লওয়া এবং ধ্বংস করা সম্বন্ধে তিনিই একমাত্র কর্ত্তা, এবং আইন অনুসারে তিনিই নোট নিয়ন্ত্রণ করেন। ডিরেক্টোরিয়মের সভা-সমিতিতে তাঁহার যোগদানেরও অধিকার আছে।

প্রত্যেক জন রেজেষ্টারি করা অংশীদারকে লইয়া তাহাদের মহাসভা গঠিত হয়। যাহারা সভায় যোগদান করে কেবলমাত্র তাহারাই ভোটদানের অধিকারী। প্রত্যেকের অধিকারে যতগুলি শেয়ার বা অংশ থাকে তাহার কাগজে বর্ণিত মূল্যের ড্যালুর উপর ভোটের সংখ্যা নির্ভর করে।

অংশ প্রতি ভোট। কিন্তু একজন ঊর্দ্ধ পক্ষে ৩০০টি ভোটের অধিকারী হইতে পারে। সাধারণতঃ মেজরিটি গঠিত হইলেই ল্যাঠা চুকিয়া যায়। তবে দুই পক্ষে সমান ভোট হইলে শেয়ারের মূল্য অনুসারে সিদ্ধান্ত করা হয়।

প্রত্যেক বৎসর মহাসভার নিকট শাসন-বিবরণী দাখিল করিতে হয়। উদ্বৃত্ত অর্থ, লাভক্ষতির হিসাব, লাভ-বিবরণ, সমস্তই আইন অনুসারে নিষ্পন্ন করিতে হয়। বলা বাহুল্য বড় সভার অনুমোদন অনুসারে ডিরেক্টোরিয়ম যে সমস্ত আইনের নির্দ্দেশ প্রদান করে সেই সমস্ত আইন অনুসারে যেসকল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন মহাসভাকে সে সম্বন্ধেও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। তবে মহাসভা এ সম্বন্ধে নিজে কিছু বাৎলাইতে পারে না। আর একটা অধিকার আছে। এই প্রতিষ্ঠান আর্য্যাণ সদস্যদের দ্বারা বড় সভার আর্য্যাণ প্রতিনিধিবর্গও নির্ব্বাচিত করিতে পারে।

সেণ্ট্রাল আউদস্‌ বা কেন্দ্র-কমিটি একটি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত বিশেষ কমিটি। মহাসভার আর্য্যাণ ও বিদেশী উভয় শ্রেণীর সদস্যগণ কর্ত্তৃক এই কমিটি নির্ব্বাচিত হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ একমাত্র আর্য্যাণ অংশীদারগণই এই কমিটিতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এই কমিটি একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। প্রয়োজন হইলে ডিরেক্টোরিয়ম ইচ্ছামত ইহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারে। এই বিশেষজ্ঞগণ ব্যাঙ্ক, কলকারখানা, বাণিজ্য, কৃষি, কুটির-শিল্প, কারিগর-শ্রেণী প্রভৃতির পক্ষ হইতে ডিরেক্টোরিয়মের নির্দ্দেশ অনুসারে নির্ব্বাচিত হয়। ডিরেক্টোরিয়ম এই কমিটির প্রতিনিধিদিগকে উহার অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতে পারে।

নয়া রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের শাসন-বিভাগে বিদেশীদের স্থান উচু বুঝা যাইতেছে। কিন্তু ইহা চির-আচরিত দস্তুর নয়।

এই প্রতিষ্ঠানের আজন্তবী পারিপার্শ্বিক অবস্থাই ইহার জন্ম দায়ী। মহাযুদ্ধ, ভার্সাই সন্ধি, ডওস প্ল্যান এবং যুদ্ধ-ক্ষতি-পূরণের কমিশন—এইগুলির জন্যই রাইখ্‌স বাঙ্কের উপর বিদেশী কর্তৃত্ব দেখা যাইতেছে।

"এক-তৃতীয়াংশ ঢাকনা" হইতে "সোনার ঢাকনা" (১৯২৪)

ক্লাপ্‌ কর্তৃক "ডী হাউপ্‌টপ্রোবলেমে টেয়োরী ডেস্‌ গেল্ডেস্‌" (১৯০৫) প্রকাশিত হওয়ার পর জার্মাণিতে মুদ্রার নমিনালিষ্টিক (নামনিষ্ঠ) থিয়োরির অতি-প্রচলন হয়। যুদ্ধের মধ্যেও উহার পর বড় বড় শিক্ষা-বিশেষজ্ঞগণ থিয়োরীটি বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিতে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ-তান্নবার্গ প্রণীত "নয়া জার্মাণ কারেন্সী", ১৯২৪; "স্বর্ণের সিংহাসনচ্যুতি" এবং "মুদ্রার অতি প্রচলন", ১৯১৯, উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবুও মুদ্রার "মেটালিষ্টিক" (ধাতুনিষ্ঠ) থিয়োরী চলিতে থাকে, তবে ইহা সত্য যে, এই মতবাদ অনেকটা ক্ষুণ্ণ ও পরিবর্তিত হইয়া পড়ে। কিন্তু ১৯২৪ সনের ব্যাঙ্ক-আইনের দৌলতে এই থিয়োরী আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হয়। সেই জন্য কারেন্সীকে সোনা হইতে মুক্ত করিয়া কেবলমাত্র নোটের উপর উহার ভিত্তিমূল স্থাপন করার শ্রেয়ঃ জার্মাণি হইতে বিদায় লইয়াছে। নয়া রাইখ্‌স বাঙ্ক স্বর্ণমানের আদর্শকে ঠিক যেন কড়ায় ক্রান্তিতে স্বীকার করিয়া লইয়াছে বলিতে পারি।

প্রথমতঃ ডিটেল্‌সডেক্‌ং অর্থাৎ নোটের পরিবর্তে এক-তৃতীয়াংশ ঢাকনা রাখার জার্মাণ রীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ গোল্ড ডেক্‌ং (স্বর্ণ-ঢাকনা) পুরাতন রাইখ্‌স বাঙ্কে ছিল ইচ্ছাধীন বা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। তাহা ১৯২৪ সনের আইন অনুসারে রীতিমত বাধ্যতামূলক। আর অনুপাত যতদূর সম্ভব উচ্চ করা হইয়াছে।

নূতন আইন অনুসারে সমস্ত নোটের পরিবর্তে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

১। গোল্ড-ডেক্‌ং (স্বর্ণ জামিন) ৪০%

(ক) প্রকৃত সোনা (৩০%) :—

(১) সোনার তাল, (২) জার্মাণ স্বর্ণমুদ্রা, (৩) বিদেশী স্বর্ণমুদ্রা।

এই সমস্ত সোনা হয় রাইখ্‌স বাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে, না হয় কোন বিদেশী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের চলতি হিসাবে জমা রাখিতে হইবে। খাঁটি সোনায় এইরূপ সংজ্ঞা স্থির করা হইয়াছে যে, ১ পাউণ্ড ওজনের খাঁটি সোনায় ১০৯২টি রাইখ্‌স মার্ক তৈরী হইতে পারে।

(খ) ডেভিজেন (১০%) :—

(১) ব্যাঙ্কনোট, (২) উর্দ্ধপক্ষে ১৪ দিনের মধ্যে শোধনীয় কাগজ (৩) চেক, (৪) কোনো ভাল ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিদেশী মুদ্রাকেন্দ্রে বিদেশী মুদ্রায় শোধিতব্য দৈনিক বিলসমূহ। এই সমস্ত কাগজী মুদ্রার মূল্য নির্দ্ধারণের সময় সোনার দরে কষিয়া লইতে হয়।

ব্যবসার সিকিউরিটি অর্থাৎ বাণিজ্যিক কাগজ

(১) উর্দ্ধপক্ষে তিন মাসের মধ্যে শোধনীয় বিল। এই সমস্ত বিলে তিনটি সাউকার কারবারীর স্বাক্ষর থাকা চাই। ভাল কারবারের প্রমাণ থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে এইগুলি ডিস্কাউণ্ট করিয়া ঢাকনারূপে জমা রাখা যাইতে পারে।

(২) যে সমস্ত চেকে তিনটি সঙ্গতিসম্পন্ন কারবারীর স্বাক্ষর আছে সেগুলিও ডিস্কাউণ্ট করিয়া ঢাকনারূপে রাখা যাইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই বিল বা চেকের যদি বিশেষরূপ জামিন ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে তৃতীয় পক্ষের স্বাক্ষরের কোনো প্রয়োজন নাই।

গোল্ড ডেক্‌ং নয়া আইনের প্রধান বিশেষত্ব। কিন্তু সোনার ঢাকনা জিনিষটা পুরামাত্রায় স্বদেশী বস্তু নয়। গোল্ড-রিজার্ভের 'ধাতব' ও ডেভিজেন উভয় দফাতেই বিদেশী চিজ রীতিমত স্থান দখল করিয়াছে; তবে এই স্থান দেওয়া ইচ্ছাধীন বটে। আইনে আরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, রিজার্ভ বিদেশে রক্ষিত হইবে।

অধিকন্তু নোটের কর্ণধাররূপে বিদেশীকে নিয়োগ করার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা কায়েম করা হইয়াছে। আর

বড় সভায় বিদেশী সদস্যদের অবস্থিতি—এই ক্ষেত্রেও বিদেশীদের আধিপত্য চোখে পড়ে।

পুরাতন রাইখ্‌স বাঙ্ক উর্দ্ধ পক্ষে ৫৪০,০০০,০০০ মার্ক জামিনহীন নোট প্রচলনের অধিকারী ছিল; তবে জরিমানা দিয়া এইরূপ নোটের পরিমাণ বাড়ানো চলিত।

কিন্তু ১৯২৪ সনের আইন রাইখ্‌স বাঙ্ককে এই অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছে; "জামিন অভাবে নোট অবিধ"—এই নীতির এখন জয়জয়কার চলিতেছে।

জামিন, বিশেষতঃ সোনার জামিন সম্বন্ধে রাইখ্‌স বাঙ্ককে কিছু সুবিধা দান করা হইয়াছে। কিন্তু এই সুবিধা ভোগ করার পূর্ব্বে বাঙ্ককে বড় সভার অনুমোদন লাভ করিতে হয়। যদি কোন জরুরি অবস্থার উদ্ভব হয়, এবং ডিরেক্টোরিয়মের নিকট হইতে নির্দ্দেশ আসে তবেই মাত্র একজন বাদে সমস্ত সদস্যের অনুমোদন ক্রমে এই সুবিধা ভোগ করা চলিতে পারে।

৪০% সোনার জামিন বিষয়ক নিয়ম তখন দুইটি সর্ত্তে শিথিল করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ আইনসম্মত মাপকাঠি অনুসারে রাইখ্‌স বাঙ্ককে গবর্ণমেণ্টের নিকট ট্যাক্‌স্ দিতে হইবে। যদি এক সপ্তাহের বেশী জামিন হ্রাস করিতে হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিতরূপ ট্যাক্সের হার বলবৎ হইবে :—

		প্রতি সন
সোনার জামিন শতকরা	৩৭ হইতে ৪০	৩%
	৩৪ ,, ৩৭	৫%
,,	৩১½ ,, ৩৪	৮%

সোনার ঢাকনা ৩১½%এর কম হইলে প্রত্যেক সন হিসাবে ট্যাক্স এবং ৩১½%এর নীচে শতকরা প্রত্যেকটি কমতির জন্য ১% হিসাবে অতিরিক্ত কর যোগাইতে হইবে।

সোনার ঢাকনা হ্রাস করিবার দ্বিতীয় সর্ত্ত নিম্নলিখিত উপায়ে সিদ্ধ হইতে পারে। প্রথমতঃ হ্রাস করিবার সময়ের মধ্যে ডিস্কাউণ্টের হার ৫%-এর কম হইলে চলিবে না; দ্বিতীয়তঃ যখনই ট্যাক্স যোগাইতে হইবে তখনই ট্যাক্সের এক-তৃতীয়াংশ অনুপাতে ডিস্কাউণ্টের হারও বাড়াইতে হইবে।

৩। সোণার-ডেভূৎ বা বিশেষ স্বতন্ত্র ঢাকনা (৪০% দৈনিক দেনার বা দায়িত্বের)।

নোটের পূর্ব্বোক্ত ঢাকনা ছাড়া ১৯২৪ সনের আইনে রাইখ্‌স বাঙ্ক উহার দৈনিক দেনাপত্রের জন্য অন্ততঃপক্ষে ৪০% ঢাকনা রাখিবে এইরূপ ব্যবস্থা কায়েম করা হইয়াছে। এই ঢাকনা নিম্নলিখিতরূপ হইবে।

১। আর্থাণিতে রাইখ্‌স বাঙ্কের দৈনন্দিন ডিপজিট বা আমানত।

২। বিদেশে ,,

৩। রাইখ্‌স বাঙ্কের পক্ষে অন্যান্য ব্যাঙ্কের (আর্থাণ ও বিদেশী) উপর চেক।

৪। উর্দ্ধপক্ষে ৯০ দিনের মেয়াদ-বিশিষ্ট বিনিময় হুণ্ডি বিল।

৫। রাইখ্‌স বাঙ্কের যে-যে কর্জ্জ প্রতিদিন আদায় হইতে পারে।

সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, রাইখ্‌স বাঙ্ক দেশ-বিদেশে অপরের নিকট অল্পদিনের মেয়াদে যেসমস্ত কর্জ্জ দাদন করিয়াছে এই সমস্ত ঢাকনা তাহারই অন্তর্ভুক্ত।

আইনে আরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, দৈনিক কারবারের জন্য এই ৪০% ঢাকনা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য টাকাকড়ি হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। ক্ষতিপূরণ বাবদ রাইখ্‌স বাঙ্ককে সকল সময়ে দুই শত কোটি মার্ক জমা রাখিতে হয়।

রাইখ্‌স বাঙ্কের দৈনিক আমানত এবং অন্যান্য দেনা-পত্র দৈনিক ও অল্পমেয়াদের দাবীর আকারের স্থায়ী ৪০% রিজার্ভ হইতে মিটান হইয়া থাকে। এই রিজার্ভ যে কেবল মাত্র রাইখ্‌স বাঙ্কের সাধারণ ব্যাঙ্কিং কারবারের কাজ করে তাহা নহে; ইহা পরোক্ষে নোটের ঢাকনারও শক্তি বৃদ্ধি করে। এই আইন দ্বারা "নোট-বিভাগের" ঢাকনা, সিকিউরিটি বা সংরক্ষণ হইতে "ব্যাঙ্ক-বিভাগের" ঢাকনা, সিকিউরিটি বা সংরক্ষণকে পৃথক করা হইয়াছে। সুতরাং রাইখ্‌স বাঙ্কের উত্তমর্ণ হিসাবে নোটের অধিকারীদের সহিত আমানতকারী ও অন্যান্য উত্তমর্ণদের প্রতিযোগিতার পথও বন্ধ করা হইয়াছে।

সাধারণ ব্যাঙ্কিং কারবারের দেনাপত্রের জন্য এইরূপ বিশেষ ব্যবস্থা যদি না থাকিত তাহা হইলে আমানতকারী ও অন্যান্য কর্জ্জদাতাদের অধমর্ণ হিসাবে রাইখস্‌ব্যাঙ্ককে বহু সময় নোটের রিজার্ভে বা তাকনায় হাত দিতে হইত। আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত এই সোণার ভেল্ট বা স্বতন্ত্র "ব্যাঙ্কিং, রিজার্ভ"-তাকনা নোট 'কাগজী মুদ্রার রিজার্ভের" নূতন এবং নিখুঁত আমিনের ব্যবস্থা করিয়াছে। ১৯১৪ সনের আইন অনুসারে গঠিত নোট রিজার্ভের অতিরিক্ত এই পৃথক ব্যাঙ্কিং রিজার্ভের ব্যবস্থা চিন্তাক্ষেত্রে একেবারে নতুন চিজ নয়। ১৮৯৯ সনে হেল্‌ফেরিখ্‌ তাঁহার "জার্মাণ ব্যাঙ্ক আইনের নূতনত্ব সাধন" নামক গ্রন্থে এই মত বহু পূর্ব্বে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

(ক্রমশ)

শেয়ার বাজার

(কলিকাতা, জুন ১৯৩৮)

শেয়ার বাজারে বাট্টার হার সম্বন্ধে যে জল্পনা কল্পনা না হইতেছিল এমন নহে; কিন্তু ভারত সরকারের ঘোষণা এ বিষয়ে সন্দেহের পথ বন্ধ করে। ভারত সরকারের ঘোষণায় প্রকাশ হয় যে, বাট্টার হার বর্ত্তমানে যাহা আছে তাহাই থাকিবে। কোনরূপ পরিবর্ত্তন না হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় শেয়ার বাজারে এ বিষয়ের কোনরূপ ফলাফল দেখা যায় নাই।

আর একটি বিষয়ের জন্য শেয়ার বাজারে কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বিলাতী সরকার ১৬ই তারিখে ৮ কোটি পাউণ্ডের ১৯৪৪-৪৮ সনে পরিশোধনীয় শতকরা ৩ পাউণ্ড সুদে ১০০ পাউণ্ডের কাগজ ৯৮ পাউণ্ড ধরিদকরা যায় এমন ঋণ ঘোষণা করেন। দেশরক্ষা বাবদ ঋণপত্র প্রকাশ করা হয়। এই ঘটনার পর শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কাগজদর কিছু পড়িয়া যায়। এরূপ সাময়িক মন্দার তাৎপর্য্য অনেকে মনে করেন এই যে, ভারতে সরকার তরফ হইতে কোন ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করিলে সর্ত্ত আরও সুবিধাজনক হওয়ার প্রয়োজন হইবে।

মুলচী ও হীরাপুরের লোহার কারখানার ধর্ম্মঘট একটি উল্লেখজনক ঘটনা; কিন্তু এই ধর্ম্মঘট সত্ত্বেও আশ্চর্য্যের বিষয় "ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল" এর শেয়ার দর বরং শেষদিকে কিছু তেজী যায়।

অল্পদিন পূর্ব্বেও পাটের বাজারে কত গুজব যে কতবার উঠিয়াছে আবার মিটিয়া গিয়াছে তাহার হিসাব করা সহজ নয়। কিন্তু গুজবে ক্রমশঃ আস্থা হারাইবার যখন সময় হয় ঠিক তখন চটকল মালিকদের মীমাংসা অনেকটা পাকাপাকি ভিত্তিতে হয়, চটকলের শেয়ার দরও তেজী হয়।

কয়লা খনির শেয়ার সামান্য যেটুকু তেজী হইয়াছে তাহা ঋণস্থায়িত্বের নিদর্শন।

চা-বাগানের শেয়ার দর প্রায় একভাবেই থাকে। এমন স্থির যে কোনরূপ কারবার করা একরূপ অসম্ভব।

কোম্পানীর কাগজ

শতকরা ৩৲ সুদের কাগজ মাঝে কয়েক আনা মন্দা যায়, নতুবা দর প্রায় একরূপ থাকে। অন্যান্য কাগজ দর প্রায় একভাবে থাকে; যথা :—

শতকরা	৯ জুন	১৬ জুন	২৩ জুন	৩০ জুন
৩৲ সুদের কাগজ	৯৯৲	৯৮৷৵০	৯৮৷৵০	৯৮৸৵০
৩৲ (১৯৪২-৪৮)	১০২৸৵০	১০২৷৵০	১০২৸০	১০২৸০
৩৲ (১৯৪৭-৫০)	১০৩৵০	১০৩৷৵০	১০৩৷৵০	১০৩৵০
৪৲ (১৯৪৪-৪৪)	১১৭৸৵০	১১৭৷৵০	১১৭৸৵০	১১৭৸৵০
৪৲ (১৯৬০-৭০)	১১৩৷৵০	১১৩৷০	১১৩৷০	১১৩৷৵০

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার দর মাঝে পড়িয়া যায়, পরে আবার পূর্ব্বের দরে ফিরিয়া আসে। দর ছিল এইরূপ :—

	৯ জুন	১৬ জুন	২৩ জুন	৩০ জুন
রিজার্ভ	১১৩।০	১১৪৲	১১৩৲	১১৬৲
ইম্পিরিয়াল	১১৫৩৲	১৫৪৮৲	১৫৪০৲	১৫৪০৲
ঐ আংশিক	৩৮৯৲	৩৮৫৲	৩৮০৲	৩৮০৲

চটকল

চটকলের শেয়ার দর শেষে তেজী যায়, কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৯ জুন	১৬ জুন	২৩ জুন	৩০ জুন
অ্যাংলো ইণ্ডিয়া	২৪২।০	২৫৩।০	২৬২।০	২৭০৲
ক্লাইভ	১৭।০	১৬৮০	১৭।০	১৭।০
ফোর্ট উইলিয়াম	১৫৩।০	১৫৩।০	১৭৭৲	১৭০৲
হাওড়া	৩৫।০	৩৭৶০	৩৮৷৶০	৪০৮০
কামারহাটি	৩৫০৲	৩৬০৲	৩৭৫৲	৪০৫৲

কাপড় কল

কাপড় কলের শেয়ার দরের তেমন কোন তারতম্য ছিল না, কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৯ জুন	১৬ জুন	৩০ জুন
বঙ্গলক্ষ্মী	৪৯৲	৪৯৲	৪৯৲
কেশোরাম	৬।০	৫৶০	৭৶০
মোহিনী	১১৲	১১৲	১০৷৶০

চা বাগান

চা বাগানের শেয়ার দরের তেমন তারতম্য হয় নাই। কয়েকটি দর ছিল এইরূপ—

	৯ জুন	১৬ জুন	২৩ জুন	৩০ জুন
বেটজান (আসাম)	১৯৲	১৯৲	১৯৲	১৯৲
বিশ্বনাথ (,,)	২৩।০	২৩।০	২৩।০	২৩।০
ইঁসকোওয়া (ডুয়ার্স)	১০৲	৯৮০	৯৮০	৯৮০
হাতিকীরা (শ্রীহট্ট)	১৮৯৶০	১৭৪০	১৭।০	১৭৪০
হাসিমারা (ডুয়ার্স)	৪০৲	৪০৲	৩৮৲	৩৮৲

বিজলী

বিজলী কোম্পানীর শেয়ার দর প্রায় স্থির ছিল, কয়েকটি দর ছিল এইরূপ—

	৯ জুন	১৬ জুন	২৩ জুন	৩০ জুন
বেঙ্গল টেলিফোন	১৮১০	১৮৪০	১৮১০	১৮।০
কলিঃ ইলেক্‌ট্রিক	৩৯ পি ৯	৩৯ পি ৯	৩৮ পি ৬	৪১ পি
ইউ পিঃ	১৭৩৲	১৭২৲	১৭৩৲	১৭৩৲

কয়লা খনি

কয়লা খনির শেয়ার দর শেষের দিকে সামান্য তেজী যায়। কয়েকটি দর ছিল এইরূপ—

	৯ জুন	১৬ জুন	২৩ জুন	৩০ জুন
অ্যামালগামেটেড্	২২।০	২২৪০	২৩৪০	২৩৪০
বেঙ্গল	৩০৫৲	৩০২৲	৩১০৲	৩১৬৲
বরাকর	১১৮০	১১৮০	১২৲	১২৪০
ইকুইটেব্‌ল	৩৪৶০	৩৩৮৶০	৩৪৲	৩৪৮০
রাণীগঞ্জ	৩০।০	৩০।০	২৮৮৶০	৩১।০

বিবিধ

বিবিধ শেয়ার দর বিভিন্ন রূপ ছিল। কয়েকটি শেয়ার দর ছিল এইরূপ—

	৯ জুন	১৬ জুন	২৩ জুন	৩০ জুন
বর্ম্মা কর্পোরেশন	৫৶০	৫৶০	৫৷০	৫৷৶০
ইণ্ডিয়ান আয়রণ	২২।৶০	২১৪০	২০৲	২৩৪৶০
রোডেসিয়া কপার	১৮৶০	১৪৶০	১৪৶০	১৫৶০

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

ধনবিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্র

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

সম্পাদিত

১২শ বর্ষ—১৩৪৪

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা।

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

Established April 1926

A monthly journal, in **Bengali**, on economics (theoretical and applied), the applications of industrial research and scientific inventions for social welfare and material progress.

The object of the journal is to function as an organ of banking, foreign trade, money market, insurance, industrialization, agricultural enterprises, railway and shipping economics, public finance, economic legislation, national health, technical education, rural reorganization, municipal administration and other civic interests.

Edited by Prof. Dr. Geog. h.c. Benoy Kumar Sarkar, *Vidya-vaibhava*

Section 1. deals with the *wealth of Bengal*, profession by profession. The data are furnished by the reports of correspondents specially employed for the purpose. The standard of life prevailing among cultivators, artisans, fishermen, boatmen, leather-workers, weavers, shopkeepers, merchants, land-owners, exporters, importers, industrial workers, sailors, clerks, directors and founders of modern industries, banks and other business establishments—all classes of the Bengali population,—is the main theme of these statistical and objective investigations.

Section 2. deals with agricultural, manufacturing and *commercial activities of India* (excluding Bengal, but including the Indian states).

Section 3. deals with the *economic developments of the world*. It seeks to interpret the movement in foreign finance, industries and commerce to the Indian businessmen and economists. India's opportunities for co-operation with foreigners in all spheres of international trade and investment constitute likewise a special subject of study. The facts of world-economy involving, as they do, the intimate interdependence of India and the other countries in regard to economic functions and material welfare are placed before the readers in the form of a regular news-service.

Section 4. deals with the movements and pronouncements of the world's prominent bankers, captains of industry, engineers, chemists, experts in technical, commercial and agricultural education, statisticians, economists, finance-ministers and so forth. The *programmes of learned societies*, businessmen's associations, and bankers' institutes etc. fall within this section.

Section 5. is given over to *interviews* with specialists on problems of applied economics and economic thought.

In all these sections *Arthik Unnati*, although a monthly, intends to acquire the dynamic character of a weekly or even a daily newspaper.

Special Features:

1. A tabular statement of the contents (with occasional synopsis) of the economic, financial, export-import, statistical and allied journals in the Indian and foreign languages including *French*, *German*, *Italian*, and whenever possible, *Russian*, *Japanese* and *Turkish*.
2. Review of books.
3. A serial announcement of Indian and foreign books on economics, banking, commerce, technical education and all other branches of material and social welfare.

N.B. About *fifty per cent* of the monthly devotes itself to **essays and discussions of permanent value** bearing on the methods and problems of the economic sciences. **Bengali translation** or summaries of the views and theories of foreign economists of the present or preceding generations form a marked characteristic of this journal.

Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).

Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.

Director

Dr. Narendra Nath Law.

সূচীপত্র

বাংলার সম্পদ্

কৃষি সমিতির কার্য্য। ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক। তন্তুবায় সমিতি। রেশমের ব্যবসা। দুগ্ধ সমিতি। কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স সোসাইটি। বাংলার কৃষিসম্পদ্। (১-৫)

ধীরব সমিতি। কৃষি সমিতি। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক। বেঙ্গল সিল্ক ইউনিয়ন। পশুচিকিৎসা। ছাগতস্কর চীকা। পশু-চিকিৎসক কর্ম্মচারী। বেঙ্গল ভেটারিনারী কলেজ। ময়মনসিংহে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা। পল্লী স্বাস্থ্যোন্নতি-কল্পে গভর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টা। (৫৫-৫৯)

বাঙ্গালার রজ্জুশিল্প। পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা। পল্লীর জল-সরবরাহ। বাংলার তুলা রপ্তানি। বাংলায় সিল্ক ব্যবসা। বাংলায় গমের উৎপাদন। ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট সিণ্ডিকেট লিমিটেড্। ঋণ-সালিশী বোর্ড। (১১১-১১৬)

কলিকাতার বৈদেশিক বাণিজ্য। বাংলায় ডাকাতি। পল্লীর জলকষ্ট নিবারণে ইউনিয়ন বোর্ডের কৃতিত্ব। বাংলায় পাটের চাষ। কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী। বাংলার তিসি ও সরিষা। বাংলার গম। বাংলার কাঁচা পাট রপ্তানি। বাংলায় সিল্ক ব্যবসা। বাংলায় চিনির ব্যবসা। বাংলায় ছুরি ও কাস্তের ব্যবসা। ভারত জুট মিলস্। নিউ মডেল কটন মিল। (১৫৯-১৬৪)

বাংলার চা রপ্তানি। বাংলায় নারিকেল রজ্জুর ব্যবসা। বাংলায় কৃষি সমিতি। চামড়ার ব্যবসা। বাংলায় ইক্ষুর চাষ। কলিকাতায় মেটাল্ ওয়ার্কিং ইন্ডাষ্ট্রিউট সংস্থাপনের পরিকল্পনা। গন্ধীর ব্যবসা। (২০৭-২১০)

বাংলার আবগারী বিভাগ। বাংলায় পাটের চাষ। কলিকায় বৈদেশিক বাণিজ্য। বাংলায় বৈদেশিক পণ্যের আমদানি। (২৫৩-২৫৮)

বাঙ্গালার গ্রাম উন্নয়ন কার্য্যাবলী। রজ্জুশিল্প শিক্ষার উন্নতি; বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের বাজেট। বাংলায় নূতন ইয়েটঈক কোম্পানী। বিদেশে বাংলার পাট রপ্তানি। পাট রপ্তানি ব্যবসা। বাঙ্গালীর চা ব্যবসা। (৩০৩-৩০৭)

বাংলায় কটন স্প্রেসিং ফ্যাক্টরী। বঙ্গীয় সেচ বিভাগ। সেচ খাল। চলাচলের খাল। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যোন্নয়ন প্রচেষ্টা। বাঁধ সংরক্ষণ ব্যবস্থা। পরিমাপ ও পরিদর্শন। শিক্ষাপ্রদান ব্যবস্থা। বন্যা। চিত্রগুপ্তের খতিয়ান। পাট চাষের সংশোধিত পূর্ব্বাভাষ। আবাদী জমির পরিমাণ। উৎপন্নের পরিমাণ। বাংলায় পাট রপ্তানি। (৩৫১-৩৫৬)

বাংলায় নূতন ইয়েটঈক কোম্পানী। বাংলায় ধানের অবস্থা। আমন ধানের চাষ। বাংলার কাঁচা পাট রপ্তানি। বাংলায় সাপ্তাহিক জন্ম-মৃত্যু বিবরণী। বাংলায় কৃষি-শিক্ষা। কলিকাতার আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা। বাংলায় ইক্ষুর চাষ। বাংলার চা কোম্পানী। বাংলায় পাটের চাষ। বাংলায় পাট আমদানি ও রপ্তানির ব্যবসা। (৩৯৫-৪০০)

বাঙ্গালীর কলসংরক্ষণ ব্যবসা। বাংলায় শিক্ষাবিভাগ। বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের ব্যয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। বৈদেশিক বাণিজ্য। বাংলায় নূতন শিল্প বাবসা। বাংলায় তাঁতের ব্যবসা। মুন্সীগঞ্জে ছাতা নির্ম্মাণের সরকারী কারখানা। (৪৪৫-৪৪৯)

বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ। কলিকাতার বৈদেশিক বাণিজ্য। বাংলায় ইয়েট ঈক কোম্পানী। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের হাট-বাজার সংক্রান্ত বিভাগের সংক্ষিপ্ত কার্য্যাবলী। (৪৯১-৪৯৫)

বিজলী-শিল্পে চট্টগ্রাম কোম্পানীর সাফল্য। বাঙ্গালা সরকারের বাজেট। কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট। ময়মনসিংহ এবং ত্রিপুরার ঋণ-সালিশী বোর্ড। (৫৪১-৫৪৯)

আর্থিক ভারত

বোম্বের বৈদেশিক বাণিজ্য। ভারতে চিনির কল। ধানের চাষ। বিদেশে ভারতীয় চাউল রপ্তানি। করাচী বন্দরের বৈদেশিক বাণিজ্য। বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে তুলার চাষ। (৮-১০)

ভারতীয় গমের ভবিষ্যৎ। ভারত সরকারের অধীন রেলওয়ের আয়। তিসি চাষের ভবিষ্যদ্বাণী। (৬০ ৬৫)

বিদেশে ভারতের চা রপ্তানি। ইংলণ্ডে ভারতের কফি রপ্তানি। ভারতে চিনি উৎপাদন। করাচীর বৈদেশিক বাণিজ্য। ভারতবর্ষে বৈদেশিক পণ্য। (১১৭-১২১)

ভারতে চায়ের চাষ। কর্ষিত জমির পরিমাণ। ভারতে বিদেশী চায়ের আমদানি বৃদ্ধি। ভারতে কৃষির অবস্থা। ত্রিবাঙ্কুর রবার কোম্পানী। ভারতের রৌপ্য। ভারতীয় রাজস্ব। ভারতে বীমার ব্যবসা। (২১১-২১৬)

বিদেশে ভারতীয় পাট রপ্তানি। করাচীর বৈদেশিক বাণিজ্য। বোম্বের বৈদেশিক বাণিজ্য। ভারতে করলা উৎপাদন। ভারতে চায়ের উৎপাদন। বিদেশে ভারতীয় চা রপ্তানি। (২৪৯-২৬২)

বোম্বের বৈদেশিক বাণিজ্য। ভারতীয় কফি। (৩০৮-৩১০)

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী। ভারতীয় বৈদেশিক রপ্তানি পণ্য। ভারতে ইরিগেশন কার্য্য। মাদ্রাজ প্রদেশে কাঁচা তুলা। ভারতবর্ষের গম ফসলের পূর্ব্বাভাষ। ভারতীয় পাট রপ্তানি। বোম্বে প্রদেশের শিল্পোন্নতি। (১৬৪-১৬৯)

ভারতে ব্যাঙ্কির প্রকোপ শিশু-মৃত্যু। তুলার প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী। (৩৫৭-৩৬১)

ভারতের খনিজ সম্পদ্। ভারতের চামড়া রপ্তানি। ভারতের নীল রপ্তানি। ভারতে তুলার খাদন। ভারতীয় রাজ্যসমূহে তুলার খাদন। ভারতের চা রপ্তানি। ভারতবর্ষের রপ্তানি ব্যবসা। (৪০১-৪০৬)

ভারতের খনিজদ্রব্য উৎপাদন। ভারতে ইক্ষুচাষের দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী। ভারতে লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসা। বৃটিশ ভারতে মোট লৌহ ও ইস্পাত আমদানি। সংরক্ষিত লৌহ ও ইস্পাত আমদানি। সংরক্ষিত লৌহ ও ইস্পাতের মোট আমদানি। টিন্ আবরণ রপ্তানি। লৌহ ও ইস্পাত রপ্তানি। তুলা ফসলের দ্বিতীয় মাধ্যমিক রিপোর্ট। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য। (৪৪৯-৪৫৪)

যুক্তরাজ্যে ভারতের রপ্তানি ব্যবসা। ইটালীতে ভারতীয় কাঁচা চামড়া রপ্তানি। করাচীর বৈদেশিক বাণিজ্য। মাদ্রাজে মরিচের চাষ। তিসি ফসলের প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী। ভারতে তুলা চাষের ভবিষ্যদ্বাণী। (৪৯৮-৫০২)

গমের প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী। তিসির চাষ। (৫৫০-৫৫৫)

দুনিয়ার ধনদৌলত

গ্রেট বৃটেনে মোটর ও অপরাপর যান। রুমানিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য। চীনদেশের ট্যুং তৈল রপ্তানি। মাঞ্চুকুওর শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতি। মাঞ্চুরিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য। বিভিন্ন দেশে পরদেশীর সংখ্যা। (১১-১৪)

মার্কিণ রাজ্যের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানি রপ্তানি। মার্কিণে চামড়ার আমদানি। ক্যানাডার আমদানি। অষ্ট্রেলিয়ার আমদানি রপ্তানি ব্যবসা। কলকব্জার আমদানি। জাপানের বৈদেশিক ব্যবসা। গ্রেট বৃটেনে করলা উৎপাদন। অ্যাংলো-স্পেনিশ মদ্য ব্যবসা। দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য কাঁচামালের উৎপাদন। বৃটেনের বিয়ার মদ্য ব্যবসা। বৃটেনের করলা উৎপাদন ও কর্ম্ম-নিয়োগ। (৬৬-৭১)

সিংহলে তুলা নির্ম্মিত পণ্যদ্রব্য আমদানি। বৈদেশিক বাণিজ্যে জাপান এবং যুক্তরাজ্য। বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিজে তুলা-নির্ম্মিত বস্ত্রের আমদানি। উরুগুয়ের পশম রপ্তানি। গ্রেটবৃটেনে করলা উত্তোলন ও শ্রমিক নিয়োগ। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে গ্রেটবৃটেনে কর্ম্মনিয়োগ। দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলির কাঁচা মাল সম্পদ্। মার্কিণ রাজ্যের রেলওয়ে। ইংলণ্ডে ভিমের ব্যবসা। (১২২-১২৬)

ক্যানাডার খাতব সম্পদ্। যুক্তরাজ্যে মোটর গাড়ী। চীনদেশে জাপানের রপ্তানি ব্যবসা। ইষ্ট ইণ্ডিজে গ্রেটবৃটেনের

প্রাকৃতিক সম্পদ্। মৎস্য ব্যবসা। ব্রাজিলের বৈদেশিক বাণিজ্য। পর্তুগ্যালের সহিত গ্রেটবৃটেনের ব্যবসা। দেশবিদেশে গন্ধের চাষ। (১৭০-১৭৪)

চেকোস্লোভাকিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য। যুগোস্লাভিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য। রুমানিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য। অষ্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য। সিংহলের বৈদেশিক বাণিজ্য। (২১৭-২২১)

যুগোস্লাভিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য। জার্মাণির বৈদেশিক বাণিজ্য। চেকোস্লোভাকিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য। চেকোস্লোভাকিয়ার শিল্পদ্রব্য উৎপাদন। ডেনমার্কে দুগ্ধ ও দধির ব্যবসা। মার্কিণ রাজ্যের বৈদেশিক বাণিজ্য। সুইডেনের আমদানি এবং রপ্তানি। ফিন্‌ল্যাণ্ডের আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা। বৃটেনের বৈদেশিক বাণিজ্য। আর্জ্জেন্টিনার বৈদেশিক বাণিজ্য। (২৬৩-২৬৭)

দুনিয়ায় নবনীতের ব্যবসা। আন্তর্জ্জাতিক কফি ব্যবসা। পোল্যাণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য। ভারতে জাপানের কাপড় রপ্তানি। জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য। যুক্তরাজ্যে লৌহ এবং ইস্পাত উৎপাদন। (৩১১-৩১৬)

চেকো-স্লোভাকিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য। ইরাকের বৈদেশিক বাণিজ্য। ইরাকের রপ্তানি ব্যবসা। জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য। দুনিয়ার কাঁচা তুলার ব্যবসা। চীনদেশে রং এনামেল ও বার্ণিশ আমদানি। (৩৬২-৩৬৬

আফ্রিকা ও ক্যানাডায় স্বর্ণোত্তোলন। যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক ব্যবসা। ইটালীর বৈদেশিক বাণিজ্য। আর্জ্জেন্টিনার বৈদেশিক বাণিজ্য। অ্যাংলো-ফিনিশ ট্রেড্। টাস্মানিয়াকার বৈদেশিক বাণিজ্য। ভাসে চাউলের চাষ। নটিংহামে বেকার সমস্যা। (৪০৭-৪১১)

ডেনের ব্যবসা। যবদ্বীপে চিনি রপ্তানি। ফিন্‌ল্যাণ্ডে ফলের ব্যবসা। মাঞ্চুরিয়ার মৎস্য ব্যবসা। মাঞ্চুকুওর শিল্প ব্যবসা। ইটালীর আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা। যুগোস্লাভিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য। নরওয়ের বৈদেশিক বাণিজ্য। কিউবার বৈদেশিক বাণিজ্য। (৪৪৪-৪৬০)

দেশবিদেশে তুলার চাষ। আডা হইতে চিনি রপ্তানি। স্থানে স্থানে ধানের চাষ। জাপানের আর্থিক অবস্থা। ফরাসী অধিকৃত স্থানসমূহে কফির চাষ। গ্রেটবৃটেনের বৈদেশিক বাণিজ্য। যুগোস্লাভিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য। মার্কিণরাজ্যে জুতা নির্ম্মাণ ব্যবসা। ষ্টেট্ সেট্‌লমেণ্টের মৎস্য ব্যবসা। ব্রহ্মদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য। উরুগুয়ের বৈদেশিক বাণিজ্য। (৫০৩-৫০৮)

আডা হইতে চিনির রপ্তানি। পোলাণ্ডের বাণিজ্য। চেকোস্লোভাকিয়ায় পশম ও মহুয়ার অবস্থা। (৫৫৬-৫৫৯)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর রজনীকান্ত দাসের বক্তৃতা। সাহিত্য সম্মেলনে স্যর যদুনাথ সরকারের অভিভাষণ। স্যর জন রাসেলের উপদেশবাণী। বাঙ্গালার ট্রিউনিসিপ্যালিটির শাসন বিবরণী। পল্লীগ্রামে ও গ্রাম্য-জীবন। গ্রামত্যাগ। কুটীর শিল্প। বঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা। চন্দননগর সাহিত্য সম্মেলনে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা। (১৫-২৭)

বিখ্যাত শিক্ষাব্রতীর অবসর গ্রহণ। বিখ্যাত তুর্কি সৈনিকের মৃত্যু। ঢাকা ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে ডক্টর আর, সি, মজুমদারের বক্তৃতা। ভারতের কৃষি-শিল্প উন্নতির চেষ্টা। জাতীয় সংগঠনে শিল্প ও সামরিক শিক্ষার স্থান। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণী। আয়ুর্ব্বেদের গৌরব। (৭২-৭৯)

মার্কিণ রাজ্যের শিক্ষা-প্রণালী। পরলোকে জন ডি রকাফেলার। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। স্যর ফিরোজখান্ নুনের বক্তৃতা। আধুনিক জগতে স্ত্রী-জাতির স্থান। প্রাচীন ভারতের মুদ্রা। (১২৭-১৩৩)

মার্কিণ শিল্পনায়ক এডিসন ও ফোর্ড। স্যর জ্যাক নোবেলের অবসর গ্রহণ। বাঙ্গালী কৃষ্ণবাটক বিমল মুখার্জ্জির অভ্যর্থনা ও অভিজ্ঞতা। ওয়াশিংটন কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধি। (১৭৪-১৮০)

টোকিওর বেহর। ধূমপানের কুফল। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি দান। ইতালিয়ান নৃতত্ত্ববিৎ লাজি। আন্তর্জ্জাতিক সমাজ বিজ্ঞান কংগ্রেসে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের

নিমন্ত্রণ। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট বেনেশ। বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষৎ। (২২২-২২৪)

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ। মিঃ জে বাট্‌লার রাইট। প্যারিসে ডক্টর শাখট্। লালা কমলাপত সিংঘানিয়া। জেনিভায় স্যর এইচ্ পি মুডির বক্তৃতা। শক্তি-চতুষ্টয়ের মধ্যে চুক্তি। বার্লিনে ইটালীয় বাণিজ্য। সরকারী সেচ কমিটি। (২৬৮-২৭৩)

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মার্কনি। মিঃ ফ্রাঙ্ক জে ফেরেল। পরলোকে মিঃ সোয়াবজি এম কুটনাগর। জমীদারের বদান্যতা। (৩১৭-৩২০)

সমাজ বিজ্ঞানসেবিগণের প্রীতিভোজ। বাঙ্গালীর আবিষ্কার। পরলোকে মিঃ মাধবজী ডি থ্যাকারসে। সিমলা কন্‌ফারেন্সে স্যর এম্ ব্রেডহের বক্তৃতা। ইণ্ডিয়া সেলিনারী লিমিটেড্ ও শ্রীযুক্ত আশামোহন দাস। (৩৬৭-৩৭১)

বৃটিশ শিল্পব্যবসায়ী মিঃ পার্সি কেনিয়ানের ভারতবর্ষে আগমন। মিঃ হেরল্ড বাট্‌লারের ভারতবর্ষ পরিদর্শন। সুইডিস ব্যবসায়ী মিঃ প্রিজের ভারতে আগমন। বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার। দানবীর জগদীশচন্দ্র। অধ্যাপ এম্ এল্ টায়ান। (৪১২-৪১৬)

লাহোরে শিল্প-সম্মেলন। বেকার-সমস্যা। শিল্প বিবরণ সংগ্রহ। কাচ-শিল্প। শিল্প-গবেষণা প্রতিষ্ঠান। মিঃ কর্ডেল হালের ক্যানেডা পরিদর্শন। লণ্ডনে বড়োদার ট্রেড কমিশনার। স্যর জন্ ভিউরেন্স। অধ্যাপক এবার মিডল্টনের মৃত্যু। গভর্ণমেণ্টের জনহিতকর কার্য্যের পরিকল্পনা। ইন্দোর রাজ্যের প্রধান অমাত্যের বক্তৃতা। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মনোবিদ্যা শাখার সভাপতির অভিভাষণ। (৪৬৫-৪৬৮)

শেঠ জেঠালাল পুরুষোত্তমদাস বালাকিয়ার আকস্মিক মৃত্যু। দি ইণ্ডিয়ান্ মার্চ্চেণ্টস্ চেম্বারের নূতন প্রেসিডেন্ট। পরলোকে মিঃ জন্ টি হার্ডাকার। বঙ্গীয় বস্ত্র-কল সমিতি। শ্রমিক আন্দোলন। বাঙ্গলায় বস্ত্রকলের অবস্থা। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের সম্মেলন। বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সমাচার। (৫০৯-৫১৩)

ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরীর ১৯৩৬-৩৭ সনের রিপোর্ট। পূর্ব্ব আফ্রিকা ভারতীয় মহাসমিতি। কেন্দ্রীয় পরিষদে সার জেমস গ্রীগের বাজেট বক্তৃতা। শান্তিনিকেতনে ডক্টর কক্সিও। (৫৬০-৫৬৪)

মোলাকাৎ

পল্লী শ্রমিকদের দৈনিক ঘরোয়া খরচপত্র (শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিতের সহিত কথোপকথন)। (২৮-৩১)

লাটিন আমেরিকায় মার্কিণ-নীতি [ডক্টর শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম এ, ইণ্ডি, ডি (ক্যালিফোর্ণিয়া) মহাশয়ের সহিত কথোপকথন]। (৮০-৮৩)

টাটানগর (বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষণা-সহায়ক শ্রীযুক্ত শান্তিময় মৌলিকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা,—শ্রীসুশীল রায়)। (১৮১-১৮৪)

পল্লী-শ্রমিকের ঊর্দ্ধযাত্রা। (শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিতের সহিত কথোপকথন)। (১০৬-১১৬)

বেঙ্গল আক্‌টার-কেয়ার এসোসিয়েশন্।—শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল্। (২২৬-২২৭)

সামাজিক আর্থিক বণ্টন—শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল্। (২৭৪-২৭৯)

মার্কিণ দেশে ভারতীয় ছাত্র। (ডক্টর শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম এ, ইণ্ডি ডি (ক্যালিফোর্ণিয়া) মহাশয়ের সহিত কথোপকথন)। (৩২১-৩২৬)

শ্রমিকের আকস্মিক ঊর্দ্ধযাত্রা (শ্রীযুত হরিদাস পালিতের সহিত কথোপকথন)। (৩৭২-৩৭৫)

পল্লীসমাজে আর্থিক বণ্টন—শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিতের সহিত কথোপকথন। (৪১৭-৪২১)

মার্কিণে ভারতীয় শ্রমিক। [কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম এ, ইণ্ডি ডি (ক্যালিফোর্ণিয়া) মহাশয়ের সহিত কথোপ-কথন। (৪৬৯-৪৭৩)

মার্কিণ দেশে ভকেশন্যাল্ সার্ভের রীতি [শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম এ, ইণ্ডি ডি (ক্যালিফোর্ণিয়া)] (৫১৪-৫১৮)

মার্কিণে ব্যবসা মন্দা ও বেকার সমস্যা [ডক্টর

শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম এ, ইন্ডি, ষ্টি (ক্যালিফোর্নিয়া) অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়] (৪৯৮-৫১০)

পত্রিকাজগৎ

৩৩-৩৯ ; ৮৪-৮৮ ; ১৩৭-১৩৯ ; ১৮৪-১৮৮ ; ২২৮-২৩০ ; ২৮০-২৮৩ ; ৩২৭-৩৩১ ; ৩৭৬-৩৭৮ , ৪২২-৪২৭ ; ৪৭৪-৪৭৭ ; ৫১৯-৫২২ ; ৫৭১-৫৭৫ ।

সমালোচনা

মনিটারী রিফরমস্ ইন ওয়েষ্টার্ণ অ্যাণ্ড প্রকটিস। ইকনমিকস্ অ্যাণ্ড টেকনলজি। হোয়াট দি ইণ্টার-ন্যাশনাল লেবার অর্গেনিজেশন মিনস টু এমেরিকা। দি ফাণ্ডামেণ্টালস্ অব মানি। আর্জাইটস্ শাফ্‌ট্‌স্ উণ্ড ফিনান্‌সেস্ ওঁড্‌স্ ইন ডয়েচল্যাণ্ড। (৪০-৪১)

দি হিষ্টরী অব দি চে মার্কেট আন্দোলন। মানি অ্যাণ্ড ব্যাঙ্কিং। প্যারিস অ্যাজ এ ফিনান্সিয়াল সেণ্টার। দি নিউ ফেডারেল রিসার্ভ সিষ্টেম। (৮৯-৯০)

ওয়ার্ল্ড ট্রেড অ্যাণ্ড ইটস্ ফিউচার। দি রিসেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট অব জাপানিজ ফরেন ট্রেড্। প্লান ইওর ওন সিকিউরিটী। এলিমেণ্টস্ অব্ রিটেল সেলিং। ওয়েজেস অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ইন ইউনাইটেড ষ্টেটস্। লেবার লেজিসলেশনস্ ফর ক্যানসাস কোল মাইনস্। বুয়োক্রেসি। (১৪০-১৪১)

দি ফরেন পলিসি অব চেকোস্লোভাকিয়া। (১৮৯)

ল্যাণ্ডলর্ড অ্যাণ্ড পেজেণ্ট ইন চায়না। ট্যাক্সেশন অ্যাণ্ড পাব্লিক মানি। ফ্যামিলি ফিনান্স। টাকার কথা। জিওগ্রাফি অব লাটিন আমেরিকা। আমেরিকান ফরেন পলিসি ইন ক্যানাডিয়ান রিলেশনস্। ষ্ট্যাটেনিক লেবার্স অব্ ফ্রমানিয়া। (২৩১-২৩৩)

বৃটেন ইন ইয়োরোপ। চেকোস্লোভাকিয়া এ নিউ হলিডে গ্রাউণ্ড। ল্যাণ্ড লাইট অন ইয়োরোপ। ইণ্টার-ন্যাশন্যাল ট্রেড্ ষ্ট্যাটিষ্টিকস্। হট মানি ভারসাস্ ফ্রোজেন ফাণ্ডস্। একাউন্টিং। (২৮৪-২৮৫)

লেবার কণ্ডিশন ইন ওয়েষ্টার্ণ ইয়োরোপ। একস্‌প্লো-রেশন্‌স ইন্ ইকনমিকস্। ম্যানেজিং পারসন্যাল ফিনান্সেস্। ব্যাঙ্কিং থিওরি অ্যাণ্ড প্রাক্‌টিস্। দি নিউ মনিটারি সিষ্টেম অব চায়না। কম্পাইলার। (৩৩৫-৩৩৪)

ইনট্রোডাকশন টু মানি ব্যাঙ্কিং অ্যাণ্ড কর্পোরেশন। ডার আইন ছুল্ ডার মাশিনে আউক্ ডী আর বাইটস্ লোজিকাইট। দি ব্যাকওয়ার্ড আর্ট অব্ স্পেণ্ডিং মানি অ্যাণ্ড আদার এসেজ। ওয়েষ্টার্ণ সিভিলিজেশন ইন দি নিয়ার ইষ্ট্। (৩৭৯-৩৮০)

দি ইনকাম ট্যাক্স্ ইন গ্রেট বৃটেন অ্যাণ্ড কমানিয়া। এডুড্ জেকোনোমিক। রিপোর্ট অব দি এনকোয়ারী অন্ কো-অপারেটিভ এণ্টারপ্রাইজ ইন্ ইয়োরোপ। এ ডিক্লারেশন অব ইণ্টার-ডিপেণ্ডেনস্। এ ষ্ট্রাডি অব দি ফিসক্যাল সিষ্টেম অব টেনিসি। দি ব্রেক ক্রাক অ্যাণ্ড দি গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড। (৪২৮-৪২৯)

ইণ্ডিভিডুয়েল চায়নিসিস্। দি আই এল ও ইয়ার বুক। দি নিগ্রো অ্যাজ ক্যাপিটেলিষ্ট। মানি অ্যাণ্ড ব্যাঙ্কিং। হাউ সেল বিজনেস বি ট্যাক্স্‌ড। ওল্ড এজ অ্যাণ্ড সোস্যাল সিকিউরিটী অ্যাক্ট। প্রেজেণ্ট ডে ব্যাঙ্কিং। ওয়েজেস্ অ্যাণ্ড লেবার কণ্ডিশনস্ ইন বৃটিশ ইণ্ডিনিয়ারিং। (৪৭৮-৪৮০)

প্রাকটিক্যাল কটন মিল ম্যানেজমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া। রিপোর্ট অন্ অ্যান এনকোয়ারী ইন্টু ওয়ার্কিং ক্লাস ফ্যামিলি বাজেটস্ ইন আমেদাবাদ। প্রাক্‌টিস্ অ্যাণ্ড ফিনান্স অব ফরেন ট্রেড। রিকনষ্ট্রাকশন, দি ব্যাটেল ফর ডিমক্রেসি। ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল হিষ্টরী অব্ মিডিভিয়াল ইয়োরোপ। দি ইণ্ডিভো : মেক্সিকোজ. ওয়ে আউট। (৫২৩-৫২৫)

দি টেক্‌ষ্টাইল ইণ্ডাষ্ট্রি অব্ চায়না। ওয়েজেস্ অ্যাণ্ড লেবার কণ্ডিশন্‌স ইন কানপুর। পাব্লিক মেডিক্যাল সার্ভিসেস্। রিপোর্ট অন দি বৃটিশ সোস্যাল সার্ভিসেস্। দি ইভালুয়েশন অব পারমানেণ্ট ইন্‌কেপাসিটী ফর ওয়ার্ক ইন্ সোস্যাল ইন্সিওরেন্স। দি ইণ্ডিয়ান সুগার ইণ্ডাষ্ট্রি। (৫৭৬-৫৭৮)

গ্রন্থপঞ্জী

৪২, ৯১, ১৪২, ১৯০, ২৩৪, ২৮৬, ৩৩৫, ৩৮১, ৪৩০, ৪৮১, ৫২৬, ৫৭৯।

প্রবন্ধাবলী

আ

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনা
অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমেঘনাথ সাহা, এলাহাবাদ ... ৪৩১
আর্থিক বিলাতের বিশ বৎসর ৪৫
আর্থিক আসাম
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (অনুবাদ)

ই

ইণ্ডো-জার্মানী বাণিজ্যচুক্তি
শ্রীঅনুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল, এম, এ

ক

কৃষি সমস্যার একটি দিক্

খ

খাদ্য, পুষ্টি ও কর্ম্মদক্ষতা
ডক্টর শ্রীবিনয়কুমার সরকার

চ

চেক দস্তখত ও ব্যাঙ্কারের দায়িত্ব
শ্রীঅনুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল, এম এ

জ

জাপান চীনের দরিদ্রনারায়ণ

দ

দেশবিদেশের মজুর
শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল্ ২৮৭

ধ

ধনবিজ্ঞানের গোড়ার কথা
শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল্

প

প্রাথমিক সংখ্যাবিজ্ঞান
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, বি এস-সি, বি এল্ ৫৩২
প্রান্তিক প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতা
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম এ, বি এল ... ২৪৬

ব

বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদের আলোচনাসমূহ ৫২৭, ৫৮০
বাংলায় সমাজ-বিজ্ঞান
অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকারের বিবৃতি... ৪৩৩
বাঙ্গলায় মাছের ব্যবসা
শ্রীচারুচন্দ্র দাসগুপ্ত
বাঙ্গালীর অন্ন-সমস্যা
শ্রীনগেন্দ্রনাথ রক্ষিত
বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক চিন্তা ও
বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ
অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, বি এস,
সি-এইচ-ই (ইলিনয়) ১৯১
বিলাতের লোকবল নীতি ২৩৫
বিশ্ব-সঙ্কটের অর্থকথা
ডক্টর শ্রীবিনয়কুমার সরকার

ম

ম্যালেরিয়া নিবারণের অর্থকথা
শ্রীশান্তি মৌলিক ২৩৭

র

রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর বৃত্তান্ত
স্বামী সমুদ্ধানন্দ

ল

লাভবিহীন বীমাপত্রের চাহিদা
শ্রীসত্যানন্দ নন্দী
লোকবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম এ, বি এল

স

সোভিয়েট রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক উন্নতি
শ্রীঅক্ষয়কুমার সাহা
স্বর্ণ ও প্রফেসর কীনস্
শ্রীঅনুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল, এম এ

শেয়ার বাজার

৫৩, ১০৯, ২০৪, ২৫১, ৩৪৯, ৪৪১, ৫০৮, ৫৮৭।

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

ভাদ্র—১৩৪৫ ১৩শ বর্ষ—৫ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহিঃ।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সর্ব্বধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

শিক্ষিতের জনসংখ্যা

বাঙ্গালার জেলাসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা মেদিনীপুর জেলায়। তথাকার লোকসংখ্যা ২৭৯৯০০০ জন। তন্মধ্যে লিখিতে ও পড়িতে পারে এমন লোকের সংখ্যা ৪২৫০০০ জন। কিন্তু বাংলা দেশের মধ্যে ঢাকায় ইংরেজী জানা লোকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তথায় ৮০০০০ লোক ইংরেজী জানে। ঢাকা জিলার অধিবাসীদের সংখ্যা ৩৪৩০০০০ জন। তাহার পরই ময়মনসিংহের স্থান। ঐ জিলায় ইংরেজী জানা লোকের সংখ্যা ৭৮০০০ জন। লিখিতে ও পড়িতে সর্ব্বাপেক্ষা কম লোক পারে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে। তথায় ৯ হাজার লোক লিখিতে পড়িতে পারে। এই স্থানের লোক-সংখ্যা কম।

বাঙ্গালা দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক হিন্দু বাস করে মেদিনীপুর জেলায়, তথায় হিন্দুর সংখ্যা ২৪৯৩০০০ জন। তাহার পরের স্থান অধিকার করে ২৪ পরগণা। তথায় ১৭৪২০০০ জন হিন্দু বাস করে। বাঙ্গালার হিন্দুদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মেদিনীপুরের হিন্দুগণই অধিক সংখ্যায় লিখিতে ও পড়িতে পারে, তথাকার ৩৯৮০০০ জন লিখন-পঠনক্ষম।

ঢাকায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক হিন্দু ইংরেজীতে লিখিতে ও পড়িতে পারে। উহাদের সংখ্যা ৫০ হাজার। ২৪ পরগণায়ও একই সংখ্যক লোক ইংরেজী জানে। তাহার পরে হাবড়ার স্থান।

বাঙ্গালা দেশের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তথায় উহাদের সংখ্যা ৩৯২০০০ জন। তাহার পরেই ত্রিপুরার স্থান। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমান নাই বলিলেই চলে। বাঙ্গালার মুসলমান অধিবাসীর মধ্যে ময়মনসিংহের মুসলমানগণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যায় লিখিতে ও পড়িতে পারে। তাহাদের সংখ্যা ১৮১০০। ইংরেজী জানা মুসলমানের সংখ্যাও ময়মনসিংহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

পাটচাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ

স্থান		১৯৩৮ সন
ত্রিপুরারাজ্য		৮০০০ একর
বিহার		৪৪৪৮০০০
কুচবিহার		৩৯০০০
নোয়াখালী		৪৭২৫০
ত্রিপুরা		২৩১০০০
মুর্শিদাবাদ		৪৮৯০০
হুগলী		২২০০০
হাবড়া		৩৬০০
জলপাইগুড়ি	৩৫৭০০০	৩৭৬০০
পাবনা	৭৬০০০	৭৬০০০
আসাম	২১৯১০০	২১৭৭০০
নদীয়া	৬৩০০০	৬৩০০০
হুগোহর	৭৩৬০০	৭৩৮০০
মেদিনীপুর	৩৪০০	৩৭০০
দার্জ্জিলিং	১৮০০	
ময়মনসিংহ	৪২৪৫০০	৩৫০০০০
রাধরগঞ্জ	৪৩৫০০ „	৩৯৮০০

(নোয়াখালী হিতৈষী)

বাংলাদেশের বহির্ব্বাণিজ্য

১৯৩৭-৩৮ সনে বাঙ্গলার সমুদ্রপথে যে বাণিজ্য হইয়াছে সম্প্রতি উহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ রিপোর্টে দেখা যায় যে, চীন ও ইয়োরোপে রাজনৈতিক গোলযোগ থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গলার বহির্ব্বাণিজ্যে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ব্রহ্মদেশের সহিত বাঙ্গলার যে বাণিজ্য হইয়াছে উহা বাঙ্গলার বহির্ব্বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কতকগুলি পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি হওয়ায় আলোচ্য বর্ষের রিপোর্ট এরূপ সন্তোষজনক হইয়াছে। পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোনও চুক্তি হয় নাই। চিনি শিল্প নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে যে একটা আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি হইয়াছিল, উহার মিয়াদ আরও পাঁচ বৎসরের জন্য বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনুকূল আবহাওয়ার জন্য ধানের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল। ম্যাঞ্চেষ্টারের তুলাজাত দ্রব্যের বেশী দাম থাকায় এবং বৎসরের শেষভাগ হিয়া চীনের সহিত জাপান যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকাতে ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

বিদেশ হইতে আমদানি দ্রব্যের তালিকায় দেখা যায় যে, কলকব্জার আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তুলাজাত দ্রব্য, দিয়াশলাই, লবণ, চিনি ও সিমেন্টের আমদানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া গিয়াছে। উহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় শিল্পের ক্রমশই প্রসার হইতেছে। বাঙ্গলায় যে সিগারেট ব্যবহৃত হয় উহা প্রায় সমস্তই এদেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে। অবশ্য সিগারেটের জন্য যে তামাক পাতার দরকার উহা বিদেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকে। রপ্তানির তালিকায় দেখা যায় যে, কয়লা, তুলা, কাঁচা চামড়া, পাট, চা এবং ঢালাই লোহার সড়পড়তা দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বিমানপোতে যে পণ্যদ্রব্য আমদানি হইয়াছে উহার মূল্য ১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ছিল এবং যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে উহার মূল্য ১৬ হাজার ৪ শত টাকা ছিল।

কলিকাতার বৈদেশিক বাণিজ্য

আলোচ্য বর্ষের মে মাসের তুলনায় জুন মাসে কলিকাতার বৈদেশিক পণ্য আমদানি কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছিল। উক্ত সময়ে আমদানি পণ্যের মূল্য ৩·৭০ কোটি টাকা হইতে ৩·৬৭ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে পুনঃ রপ্তানিসহ রপ্তানি পণ্যের মূল্য ৪·৭৮ কোটি টাকা হইতে ৬·৮১ কোটি টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের আমদানি এবং রপ্তানি

পণ্যের মূল্য যথাক্রমে ৪ কোটি টাকা এবং ৮·৩১ কোটি টাকা হইয়াছিল।

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের সহিত প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যের তুলনামূলক মূল্য প্রদত্ত হইল :—

ব্রাকেট মধ্যস্থিত অঙ্কগুলি বৃদ্ধি অথবা হ্রাস সূচনা করে।

	লক্ষ টাকার
যন্ত্রপাতি	৭৪ (+১৭)
খনিজ তৈল	৫০ (+১)
তূলা-নির্ম্মিত দ্রব্য	২৮৭ (+৭)
লৌহ ও ইস্পাত	২২ (−৯)
অন্যান্য ধাতব দ্রব্য	২০ (−৮)
সুপারী	১০ (−২)
রাসায়নিক দ্রব্য	১০ (অপরিবর্ত্তিত)
হার্ডওয়ার	১০ (+৩)
কাগজ ও পেষ্টবোর্ড	৮ (−৩)
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	৮ (−৪)
অপরাপর যন্ত্রপাতি	৬ (−২)
অয়েলম্যানস্ ষ্টোরস্	৬ (−১)
ঔষধ	৫ (+২)
মোটর গাড়ী	৪ (অপরিবর্ত্তিত)
মদ্য	৪ (−১)
তামাক	৪ (−১)
কাষ্ঠ	৪ (−৬)
কাচ ও কাচ নির্ম্মিত দ্রব্য	৪ (−১)

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের সহিত প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের তুলনামূলক মূল্য প্রদত্ত হইল।

ব্রাকেট মধ্যস্থিত অঙ্কগুলি বৃদ্ধি অথবা হ্রাস সূচনা করে।

	লক্ষ টাকা হিসাবে
পাট নির্ম্মিত পণ্য	২০৭ (−৫১)
কাঁচা পাট	৫৭ (−৬৯)
চা	৫৬ (+২৮)
বীজ	১৯ (−১৩)
পিণ্ড আয়রন	১৬ (+৪)
কাঁচা চামড়া	১৬ (−১০)
ডাল ও ময়দা	১২ (−৮)
অভ্র	৭ (−৮)
গালা	৬ (−৯)
পশম নির্ম্মিত পণ্য	৬ (অপরিবর্ত্তিত)
শণ	৪ (−১)
ম্যাঙ্গানীজ ওর	২ (−২)

বাংলার চা রপ্তানি

নিম্নে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের দ্বিতীয় অর্দ্ধে যুক্তরাজ্যে বাংলার চা রপ্তানির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

কলিকাতা	১,৩৭০,৪৪৯ পাউণ্ড
চট্টগ্রাম	৩,৬৭৩,৩০২ পাউণ্ড

নিম্নে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের দ্বিতীয় অর্দ্ধে বাংলা হইতে যুক্তরাজ্যে চা রপ্তানির পরিমাণ প্রদত্ত হইল :—

কলিকাতা	৫,৪১৪,৬০২ পাউণ্ড
চট্টগ্রাম	১,৮৮৫,৫৩২ পাউণ্ড

নিম্নে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত মোট রপ্তানির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

কলিকাতা	১৮,৯১৪,০৬৬ পাউণ্ড
চট্টগ্রাম	৯,৫৩৪,২৯৪ পাউণ্ড
মোট	২৪,১৪৮,৩০০ পাউণ্ড

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত মোট ১৪,৬৭১,২৬৪ পাউণ্ড।

কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৮০,০০০ পাউণ্ড ডিপ্রিসিয়েশন ফাণ্ড ভিন্ন কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর ১১২,৪১২ পাউণ্ড আয় হইয়াছিল।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে নূতন রোলিংষ্টকের জন্য আমরা ৩৫৪,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছি। এই নূতন ধরণের গাড়ী সমূহ আরামপ্রদ ও জনসাধারণের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বিগত বর্ষে কলিকাতা কর্পোরেশন আপার সার্কুলার রোডস্থিত রাজাবাজার হইতে ভাব বাজার পর্য্যন্ত ট্রাম কোম্পানীকে লাইন বসাইতে অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু এখনও কর্পোরেশনের সহিত প্রকৃত রাস্তার এলাইনমেণ্ট সম্বন্ধে চুক্তি হয় নাই। সত্বর কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত এই সম্বন্ধীয় চুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে। এই রাস্তা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে লোকের ভিড় হ্রাস হইবে এবং জনসাধারণের চলাচলের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। রাসবিহারী এভিনিউ হইতে পার্কসার্কাস পর্য্যন্ত নূতন ট্রাম লাইন বসাইবার অধিকারের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট দরখাস্ত করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সুপারিশ করিয়াছেন। এই রাস্তা নির্ম্মিত হইলে পর বালিগঞ্জের সহিত মধ্য কলিকাতা এবং উত্তর কলিকাতার যোগাযোগ সহজ হইবে।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ট্রামযোগে লোকের চলাচল অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ট্রাম লাইনের বৃদ্ধি না হইলেও ট্রামযাত্রীর সংখ্যা ৮০ মিলিয়ন পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে। ইহা ট্রাম কোম্পানীর জনপ্রিয়তা সূচনা করে।

কলিকাতা বিজলী সরবরাহ-কোম্পানী

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিজলী সরবরাহ কোম্পানীর মোটামুটি আয় কেবলমাত্র ৮,০০০ পাউণ্ড ন্যূন ছিল। কোম্পানীর ব্যয় ১৬,০০০ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

বিজলী কোম্পানীর বিভাগওয়ারী মুনাফা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২১১,৫৫৪ পাউণ্ডের তুলনায় বিগত হিসাবে ২৩০,৮৭৬ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে দেখা যায়। আলোচ্য বর্ষে ৬২০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছে এবং ইহার অধিকাংশ বৃদ্ধালোড়স্থিত সুপার ষ্টেশনের সরঞ্জাম নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিগত বর্ষের তুলনায় ষ্টোরএর মূল্য ৮৫,০০০ পাউণ্ড বেশী হইয়াছে।

কলিকাতা বিজলী কোম্পানী কলিকাতার নাগরিক-বৃন্দ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সুবিধার জন্য এবং বিজলী ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে লিবারেল ট্যারিফ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

করাচীর বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে করাচী বন্দরে আমদানি বৈদেশিক পণ্যের মূল্য ১·২৫ কোটি টাকা ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষের জুন মাসের তুলনায় ১০ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষের জুন মাসে করাচী হইতে রপ্তানি পণ্যের মূল্য ১·৬৫ কোটি টাকা হইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের তুলনায় ২·১৫ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছিল।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল, মে এবং জুন মাসে আমদানি পণ্যের মূল্য ১·০৭ কোটি টাকা এবং রপ্তানি পণ্যের মূল্য ৪৮৪ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছিল।

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের প্রধান প্রধান আমদানি এবং রপ্তানি পণ্যের তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

আমদানি

	১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের তুলনায় বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (−)		
	পরিমাণ টন	পরিমাণ টন	মূল্য টাকা
তৈল			+ ১৫,৭৭,০৫৩
পশম মিশ্রিত দ্রব্য			+ ১,৩৭,৪১৭
চিনি			+ ১,৩০,২৭০
পাকানো সূতা			+ ১৪,৩৩৮
ধাতব দ্রব্য			− ৩,০৪,৪১২
মোটর গাড়ী			− ২,৮৮,৭৪৫
বস্ত্রপাতি			− ২,২৯,৯৩২
মদ্য			৩৭,৭৪১
তূলানির্ম্মিত দ্রব্য			১৫,৬১৭

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের করাচী বন্দরের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

রপ্তানি

	জুন, ১৯৩৮		১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের তুলনায় বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (—)	
	পরিমাণ টন	মূল্য টাকা	পরিমাণ টন	মূল্য টাকা
কাঁচা তুলা	১১,০৩৩	৪৭,২৭,৭৮০	—১৬,৪৩২	—১,৩৯,১৩,২৪৬
গম	৮০,২৫৬	৭২,২৪,৩০৬	—৩১,২০২	—৩৯,২২,৮২২
কাঁচা পশম (ভারতীয় এবং বৈদেশিক)	১৬৫	১১,৮০,১২৩	—১,১৪২	—১৪,২৮,৭১৮
কাঁচা চামড়া	১৯১	১,৭৫,২৭৭	—২৮৯	—৩,৪২,৮২৩
রেপসীড্	৮১৬	১,০৮,৭৪০	—২,২৬৪	—৩,৪০,৩০৬
কাঁচা চামড়া	৪৪১	৫,৪২,৬১৫	—৯০	—২,০১,১৩৬
বার্লি	৬,১৪০	৪,৮২,২৯০	+১,০৭৬	+৭৬,১৪২
গমের ময়দা	৩,০৪১	৩,৫৭,৪১৭	+৪৬২	+৪,২৪৯

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বৈদেশিক বাণিজ্য

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৮ এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মাদ্রাজ প্রদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

		মে, ১৯৩৭		মে, ১৯৩৮		তারতম্য	
পণ্য আমদানি	ইউনিট টন	পরিমাণ	মূল্য টাকা	পরিমাণ	মূল্য টাকা	পরিমাণ	মূল্য টাকা
ময়দা		১০,৭৭৬	৯,৮৭,২৭১		১,৫৬,০২৫	—৯,১৬৮	—৮,৩১,২৪৬
চাউল		৭২,৯৪৫	৪৬,৫১,০০৩		৬০,৫৪,২২৯	+১৩,৭২১	+৪,০৩,২২৬
ঘৃতাদি		—	১৭,১০,৪০৮	—	২৭,৮৯,৭৮৩	—	+১০,৭৯,৩৪৭
সার	টন	৯,১৪৯	৭,৩৪,৮২০	৪,০৬০	৪,২২,৪৬৭	—৫,০৮৯	—৩,১২,৩৫৩
ধাতব দ্রব্য	টন	৩,৬৫৬	৭,৭৪,৬৩২	২,৬০৫	৫,১৭,৪৭৭	—১,০৫১	—২,৫৭,১৫৫
খনিজ তৈল							
জ্বালানি তৈল	গ্যালন	৩৭,৮০০	১৭,৪৫৬	১,৬৩৮,০১০	৩,২৫,২৭৯	+১,৬০০,২১০	+৩,০৭,৮২৩
কেরোসিন তৈল		৩,৮৬৫,৬৬১	২৫,৫৯,৬৭০	৪,২৭৪,২৫৬	২০,৯৯,৫৯৯	+১,৪০৮,৫৯৫	—৪,৬০,০৭১
পেট্রল	,,	১,০৪৯,৩৯২	৯,৩৬,১৩৭	৩,১৬৮,৫৫৩	১৬,৬৭,৪৩০	+১,৮১৯,১৬১	+৭,৩১,৩৯৩
তুলার সুতা	পাউণ্ড	৬১৮,৩৯০	১,৪৫,০৯৪	২১৪,২০৯	২,৬৪,২৩৬	—৪০৪,১৮১	—৪,৯০,৮৫৮
খুচরা নির্ম্মিত পণ্য		৩,৫৭৩,৪১৬	৮,৩৬,৭২৪	১,৩২৯,০৪২	৩,৭৭,০৮৭	—২,২৪৪,৩৭৪	—৪,৫৯,৬৩৭
কৃত্রিম সিল্ক	গজ	—	৩,৭৮,৩৭৬	—	৩২,০৮৮	—	—৩,৩৯,২৮৮
যান		—	৯,৭৭,৬২৮	—	৭,৩৯,৮৭৮	—	—২,৩৭,৭৫০
অপরাপর পণ্য		—	৯২,১০,৩২১	—	৮২,৩৮,৭৬৩	—	—৯,৭১,৫৫৮
মোট		—	২,৪৫,৩০,২৪০	—	২,৩৯,৯২,২১১	—	—১৮,৩৮,০২৯

পণ্য	ইউনিট	মে, ১৯৩৪ পরিমাণ	মূল্য টাকা	মে, ১৯৩৮ পরিমাণ	মূল্য টাকা	তারতম্য পরিমাণ	মূল্য টাকা
রপ্তানি							
কফি			৪,৮৯,৭০৪		২,২৫,২৫৬	—৫,৬১৬	—২,৮১,৭৪৮
চামড়া							
ট্যান্‌করা চামড়া							
গরুর চামড়া					১৯,৩৯,৮৮১	—৪৫৫	—১৩,০৫,৫৩১
গোবৎস চামড়া					১,৮৮,৯০২	—১২২	—৩,১২,৪৭৭
ভেড়ার চামড়া					৭,৮৬,৮৭৫	—১০৯	—৯,১৪,৩০৫
					১,৫৩,৮৯৩	—৭১০	—৩,৩৪,৩৫৮
ম্যাঙ্গানীজ ওর					৭,৯৯,৬০৯	—১৩,৪৩৬	—২,৫৭,৮৭৬
তৈল					৪,০৮,৪৮২	+৯,৬১৮	+৪,০৪,২০৪
বীজ							
ক্যাষ্টর		৪,০৩৩	৬,১৭,৬৫১	১,৩৮২	১,৭০,৭৪৭	—২,৬৪৪	—৪,৪৬,৯০৪
মসলা	হন্দর	১,১৮১	৩,৬০,৭৬৪	৭১১	১,১৫১,৯৬৭	—৪৭০	—২,০৮,৭৯৭
কাঁচা তূলা	টন	৬,৫৭৮	৪৯,৩০,১৭৩	১,০৫০	৬,১৮,৯৮৮	—৫,৫২৮	—৪৩,১১,১৮৫
অনিম্বিত তামাক পাউণ্ড		২,০৯৩,১৪৬	৮,২৩,৫৩২	৫,০৮৬,২৫০	১৯,৪০,২৭০	+২,৯৯৩,৮০৪	+১১,১৬,৭৩৮
কাষ্ঠ		—	৩,৯৫,৪১৯	—	২৩,০৪৪	—	—৩,৭২,৩৭৫
অপরাপর পণ্য		—	১,৬৪,১৮,৫৮৫	—	১,৫৫,৯১,৫৫৪	—	—৮,২৬,০৩১
		—	৩,৩৫,৪৯,৪৯৭	—	৩,০৫,৭৯,৯৩৭	—	—১৯,৯৯,৫৬০
পুনঃরপ্তানি মোট		—	১,০১,১০৩	—	১,৩৫,০৬৮	—	+৩৩,৯৬৫

উত্তর ভারতে চায়ের উৎপাদন

নিম্ন তালিকায় ১৯৩১ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল—ডিসেম্বর মাসে উত্তর ভারতে চায়ের উৎপাদনের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

(মিলিয়ন পাউণ্ড)

	১৯৩৩	১৯৩৪	১৯৩৬
এপ্রিল	১১·৯৬	১১·১১	১১·৮৬	১০·৫৩
মে	১৯·৬৯	২০·৯৫	১৭·৪৫	১৮·৮৫
জুন	৪০·৪৫	৩৫·৩২	৩৭·০৮	৩৬·৮৫
জুলাই	৫৪·০৪	৫০·০৫	৫২·৪৯	৪৪·৮৪
আগষ্ট	৫৬·৮৫	৫৬·৯৮	৬০·২২	৫৬·৬২
সেপ্টেম্বর	৫৯·৬৮	৫৪·৯১	৬০·১৬	৫৬·০৬

	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩৪	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৮
অক্টোবর	৫২·৩৪	৫৯·৬৩	৪৭·৮৯	৫৪·২৬	৪৩·০০	৪০·৫৪	৫৬·৬০	
নবেম্বর	৩১·৫০	৩৬·৪৫	২৬·১০	২৫·৭৩	২৯·৪৯	২২·৩০	২৮·৭২	
ডিসেম্বর	৮·৮৮	১১·৫০	৩·৭২	৬·১৬	৩·১২	৩·৮৮	৫·৪৬	
	৩০৪·১৯	৩৬৮·৬৬	৩১৭·০৮	৩২৬·৩৩	৩১৩·০২	৩১১·১৭	৩৩৬·১৫	

বোম্বের বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বোম্বের বৈদেশিক বাণিজ্যের মোট মূল্য ৮·১৪ কোটি টাকা হইয়াছিল। ইহা বিগত বর্ষের জুন মাসের তুলনায় ৩·২৪ কোটি টাকা কম ছিল। আলোচ্য বর্ষের জুন মাসে ৪·৫৭ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানি হইয়াছিল। ইহা ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের তুলনায় ১·৩২ কোটি টাকা কম ছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ৩২·৬১ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ, এবং ৩৪·৪ লক্ষ টাকা মূল্যের রৌপ্যের তুলনায় আলোচ্য বর্ষের জুন মাসে যথাক্রমে ৫·১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ এবং ৮·২৩ লক্ষ টাকা মূল্যের রৌপ্য আমদানি হইয়াছিল। নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যের তুলনামূলক মূল্য প্রদর্শিত হইল :—

বন্ধনীর মধ্যস্থিত অঙ্কগুলি বৃদ্ধি অথবা হ্রাস সূচনা করে।

আমদানি

	লক্ষ টাকা হিসাবে
কাঁচা তুলা	৯১ (—১৬)
কলকব্জা	৪৩ (+ ৮)
খনিজ তৈল	৩৪ (— ৩)
খাদ্য দ্রব্য	২১ (—২১)
যন্ত্রপাতি	১৬ (— ৪)
মোটর গাড়ী ও যান	১৪ (— ৮)
এনিলাইন ডাই	১৪ (— ৭)
পাকানো সুতা	১২ (+ ২)
কাগজ এবং মলাট	৮ (— ৬)
তুলা-নির্মিত রঙীণ সুচরা দ্রব্য	৭ (— ৪)
কাষ্ঠ	৬ (অপরিবর্তন)
ঔষধ	৬ (অপরিবর্তন)
হার্ডওয়্যার	৬ (— ৪)
মদ্য	৬ (অপরিবর্তন)
তুলানির্মিত সুচরা দ্রব্য	৬ (অপরিবর্তন)
মূল্যবান্ পাথর	৫ (অপরিবর্তন)
মসলা	৫ (— ১)
রবার নির্মিত দ্রব্য	৫ (— ১)
অয়েলম্যান ষ্টোর	৫ (অপরিবর্তিত)
তুলা নির্মিত অন্যান্য দ্রব্য	৫ (অপরিবর্তিত)
কৃত্রিম সিল্ক নির্মিত সুচরা দ্রব্য	৫ (— ৮)
রাসায়নিক দ্রব্য	৫ (— ৮)
তুলা নির্মিত ধূসর বর্ণের সুচরা দ্রব্য	৪ (+ ৩)
পশম নির্মিত দ্রব্য	৪ (— ৫)
কাচ নির্মিত পণ্য	৪ (— ২)
কাঁচা সিল্ক এবং সিল্ক পোকা	২ (— ৩)
ফল	২ (+ ২)

রপ্তানি

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ভারতীয় উৎপন্ন পণ্যের মোট রপ্তানির মূল্য ২·৪৯ কোটি টাকা ছিল। ইহা ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের তুলনায় ৮৯·০৮ লক্ষ টাকা কম। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ৮১·২২ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানির তুলনায় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ৬১·৭৮ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ৪৭,০০০ টাকা মূল্যের রৌপ্য রপ্তানি হইলেও আলোচ্য বর্ষের উক্ত মাসে কোন রৌপ্য রপ্তানি হয় নাই। নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭

খৃষ্টাব্দের জুন মাসের সহিত আলোচ্য বর্ষের জুন মাসের তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

বন্ধনীর মধ্যস্থিত অঙ্কগুলি বৃদ্ধি অথবা হ্রাস সূচনা করে।

	লক্ষ টাকা হিসাবে
কাঁচা তুলা	১,১৫ (−২২)
বীজ	৩২ (+২৯)
তুলা নির্ম্মিত পণ্য	২৬ (−১৫)
তুলা নির্ম্মিত সূতা	৯ (অপরিবর্ত্তিত)
শস্য এবং ডাল	৮ (+ ২)
কাঁচা পশম	৪ (অপরিবর্ত্তিত)
তৈল	৪ (অপরিবর্ত্তিত)
কাঁচা চামড়া	৩ (− ৪)

বীমা কোম্পানীর নূতন ব্যবসা

কোম্পানীর নাম	বর্ষ শেষ	ব্যবসা সমাপ্ত লক্ষ টাকা	পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষের ব্যবসা লক্ষ টাকা
অম্বর	৩১-৩-৩৮	৩৪·২৪	৩৩·০০
আদ্যস্থান	৩১-৩-৩৮	১১·৭২	১০·২৬
এশিয়া মিউচুয়াল্	৩১-৭-৩৭	৮·১১	১০·০০
এশিয়ান্	৩১-১২-৩৭	৭৩·০৪	৭২·০১
এশিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট	৩১-১২-৩৭	৩০·২৩	১৮·১৭
বেঙ্গল ইন্‌সুরেন্স	৩১-১২-৩৭	১২·২৫	১০·১৪
ভাগ্যলক্ষ্মী	৩১-৩-৩৮	১২·০৩	১০·০৫
বোম্বে লাইফ	৩১-১২-৩৭	১,৪০ (কোটী)	১,৩৬ (কোটী)
বোম্বে মিউচুয়াল্	৩১-১২-৩৭	২,২০	২,০১½
কলিকাতা	৩১-১২-৩৭	২১·৮৯	২০·৭২
কমনওয়েল্থ্	৩০-৪-৩৭	৪০·৪০	৩২·২৪
এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া	২৮-২-৩৮	১,৮৭½	১,৮৭
ফ্রী ইণ্ডিয়া জেনারেল	৩১-৩-৩৮	১৭·৩১	১৬·২১
জেনারেল	৩১-১২-৩৭	৪৫·৩০	৫১·২৬
প্যাট্রিয়ান অর্থ ইণ্ডিয়া	৩১-১২-৩৭	(কোটি) ৪০·৮৮	(কোটি) ৩৬·৪২
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ	৩০-৪-৩৮	৩,০০	২,৭৫
হিন্দুস্থান মিউচুয়াল্	৩১-৩-৩৮	(লক্ষ টাকা) ১১·০০	(লক্ষ টাকা) ১১·২৩
ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্	৩১-১২-৩৭	৪০·৬৬	৩৫·১৮
ইণ্ডিয়ান্ মার্কেণ্টাইল	৩১-১২-৩৭	১৬·০৬	১৬·৩২
ইণ্ডিয়ান্ মিউচুয়াল্	৩১-১২-৩৭	১৭·১০	১৫·১০
ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল্ অ্যাণ্ড প্রভেনডাল	৩১-১২-৩৭	২৪·২২	
জুপিটার	৩০-৬-৩৭	১৬·৯৬	
মেট্রোপলিটান্	৩১-৩-৩৮	৭৫·৩৩	
নহীপুর	৩১-১২-৩৭	৪১·৪৭	
নাগপুর পাইওনিয়ার	৩১-১২-৩৭	১১·৬৮	
ন্যাশনাল্	৩৭-১২-৩৭	১,৬২½ (কোটি টাকা)	১,৭৫ (কোটি টাকা)
ন্যাশনাল্ ইণ্ডিয়ান্	৩১-১২-৩৭	৫৪·৪০	৫০·১৫
নবজীবন, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৬ মাস		৬·১১	
নিউ এশিয়াটিক	৩১-১২-৩৭	৩৫·৬০	৩০·৬৭
নিউ ইণ্ডিয়া	৩১-১২-৩৭	১·৬৭	১·৬৭
ওরিয়েণ্টাল	৯ মাস	(কোটি টাকা) ৯,২৮	(কোটি টাকা) ১০,২৬
পপুলার	৩১-১২-৩৭	(কোটি টাকা) ৭·৩২	(কোটি টাকা) ৭·১৫
সেণ্ট্রাল্	৩১-১২-৩৭	১১·১৪	১০·০৫
সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া	৩১-১২-৩৮	১৬·০০	১৩·৪০
ইন্‌সাইটেড্ ইণ্ডিয়া	৩১-১২-৩৭	১,২২	৯০·০৮
ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া	৩১-১২-৩৭	৬৭·৩৫	৬৬·৪০

জাপানে ভারতের তুলা রপ্তানি

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর এবং এপ্রিল মাসের ৩,০৭১০০০ বেল তুলা রপ্তানির তুলনায় ভারতবর্ষ ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের উক্ত মাসদ্বয়ে ১,২৯৩,০০০ বেল কাঁচা তুলা দেশবিদেশে রপ্তানি করিয়াছিল। ১লা সেপ্টেম্বর হইতে

৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত জাপান ৪২৪,০০০ বেল ক্রয় করিয়াছিল। ইহার ৮৮ পারসেন্ট জাপান উক্ত সময়ের প্রথম তিনমাসে ক্রয় করিয়াছিল।

ভারতে রবারের চাষ

দক্ষিণ ভারতে এবং ব্রহ্মদেশে প্রধানতঃ রবারের চাষ হইয়া থাকে। ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে ২২৮,৮৪১ একর জমিতে রবারের চাষ হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষের তুলনায় ১ পারসেন্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মোট কর্ষিত জমির মধ্যে ৪৭ পারসেন্ট ব্রহ্মদেশে, ৪২ পারসেন্ট ত্রিবাঙ্কুরে ৫ পারসেন্ট মাদ্রাজে, ৪ পারসেন্ট কোচিনে এবং ২ পারসেন্ট কুর্গ ও মহীশূরে ছিল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৩১,১৫৬,৩১৭ পাউণ্ডের তুলনায় ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ৪৮,৫৪৫,০৪৪ পাউণ্ড রবার উৎপাদিত হইয়াছিল। কুর্গে একর প্রতি ১৯৯ পাউণ্ড, ত্রিবাঙ্কুরে ২৪২ পাউণ্ড, মাদ্রাজে ২৪৩ পাউণ্ড এবং ব্রহ্মদেশে ২৮৩ পাউণ্ড রবার উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে ২৪·৯ মিলিয়ন পাউণ্ড রবার রপ্তানির তুলনায় ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে ৩৪·৭ মিলিয়ন পাউণ্ড রবার রপ্তানি হইয়াছিল। মোট রপ্তানি রবারের মধ্যে যুক্তরাজ্যে ৩২·৭ পারসেন্ট, ষ্ট্রেট সেটলমেণ্টে ২২·৩ পারসেন্ট, ফ্রান্সে ১০·২ পারসেন্ট, ইটালীতে ৭·২ পারসেন্ট, আর্জ্জাণ্টিনে ৬·১ পারসেন্ট, মার্কিণরাজ্যে ৪·৩ পারসেন্ট এবং চেকোস্লোভাকিয়ায় ৪·১ পারসেন্ট রবার রপ্তানি হইয়াছিল।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন রবার উৎপাদন এবং রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জ্জাতিক পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। নিম্ন তালিকায় ১৯৩৫-৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশের কোটার পরিমাণ প্রদত্ত হইল :—

	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৮
	টন	টন	টন	টন
ভারতবর্ষ	১২,৫০০	১২,৫০০	১২,৫০০	১৩,০০০
ব্রহ্মদেশ	৮,০০০	৮,৫০০	৯,৩০০	৯,২৫০

ভারতে ফলের চাষ

১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ফলের চাষ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। দি ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকাল্‌চারেল্‌ রিসার্চ্চ বিভিন্ন প্রদেশসমূহে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে ফলের চাষের এক্সপেরিমেণ্ট ষ্টেশনসমূহের বিস্তারের সহায়তা করিয়াছে।

দি ইম্পিরিয়াল্‌ কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল্‌ রিসার্চ্চ ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফলচাষের এক্সপেরিমেণ্ট ষ্টেশন সংস্থাপনকল্পে ১,২৯,৫৬২ টাকা ব্যয় করিয়াছে। প্রতিবৎসর উক্ত কার্য্যের জন্য ১,৪০,১৪৭ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। প্রাদেশিক ডিপার্টমেণ্টগুলি ফল গবেষণার কার্য্যের পুনর্গঠন করিয়াছে। প্রত্যেক ফল চাষোপযোগী স্থান সুচারুরূপে জরীপ করা হইয়াছে।

ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে সীম ও মটরের চাষ

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ এবং ষ্টেটসমূহে সীম ও মটর চাষের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	একর
যুক্তপ্রদেশ	৫,৬৮০,০০০
পাঞ্জাব	৪,৭০৮,০০০
বিহার এবং উড়িষ্যা	১,৩৪৮,০০০
হায়দারাবাদ	১,২৭২,০০০
মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার	১,২১৭,০০০
মহীশূর	৮৪৯,০০০
বোম্বে	৬৫০,০০০
সিন্ধু	৩১৩,০০০
ব্রহ্মদেশ	২৭৪,০০০
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২২৩,০০০

ভারতে কৃষি সমিতি

মাদ্রাজ প্রদেশে কৃষির উন্নতিকল্পে জিলা কৃষি সমিতি আছে। ১নং সার্কেলে একটি নূতন কৃষি সমিতি এবং

২২টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এবং ২নং সার্কেলে ৪৫টি সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছিল।

বোম্বে প্রদেশে ১৬টি তালুক ডেভেলপমেণ্ট এসোসিয়াশন কৃষি বিভাগ হইতে সাহায্য পাইয়া থাকে। তন্মধ্যে ২৫টি সমিতি আলোচ্য বর্ষে নূতন সৃষ্ট হইয়াছে। এই সমিতিগুলিতে মোট ৪৩,৪৯২ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।

বাঙ্গলা প্রদেশে আর্থিক অনটন বশতঃ কৃষি সমিতি-গুলিকে আশিক সাহায্য করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। এই আর্থিক অনটনের মধ্যেও মেদিনীপুর, হুগলী, হাবড়া, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং বগুড়া প্রভৃতি জিলাসমূহের সমিতিগুলি বিশেষ প্রশংসাজনক কাজ করিয়াছিল।

যুক্তপ্রদেশের উৎকৃষ্টতর কৃষিকার্য্য এবং উৎকৃষ্টতর জীবিকার্জ্জন সমিতিগুলি কৃষি বিভাগকে বীজ বিতরণে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

পাঞ্জাব প্রদেশে কৃষিবিভাগ কর্তৃক পরিচালিত ২,৮০০টি গ্রাম্য কৃষক সমিতি আছে।

ক্যানাডার বৈদেশিক বাণিজ্য

বিগত এপ্রিল মাসে ক্যানাডার আমদানি এবং রপ্তানি পণ্যের মূল্য যথাক্রমে ৪৮,৮২৪,৪১৮ ডলার ও ৪১,২৭৮,৭৫২ ডলার হইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমদানি এবং রপ্তানি পণ্যের মূল্য যথাক্রমে ৫৬,৮৮৬,০৬২ ডলার এবং ৬৫,৫১৬,৬৬১ ডলার হইয়াছিল। নিম্ন তালিকায় বিভিন্ন দেশের সহিত ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ক্যানাডার বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

দেশসমূহ	আমদানি ডলার	রপ্তানি ডলার
বৃটিশ সাম্রাজ্য মোট	১৩,০৫৮,২৩২	২৪,৯৩১,৬৮৮
যুক্তরাজ্য	৯,১৮৬,৯০২	১৮,৭৬১,৮৪৬
অষ্ট্রেলিয়া	৩৭৬,২৬৮	২,০১২,৩২৭
বৃটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা	১৪৯,২০৭	৫৬,৩২৪
বৃটিশ গায়ানা	৩৯৮,৭০৭	৯৫,৫৯৮
বৃটিশ ভারত	৪৮৪,৬৯৭	১১৯,০০৪
বৃটিশ পশ্চিম আফ্রিকা	৩০২,৩৭৩	৩১,৬৯৪
বৃটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা	২৩,৪৭৩	৮৯৫,৪০৫
সিংহল	২৮৯,৮৭৪	১১,৭৪৬
জ্যামেকা	৩৬৫,৯০১	১৯৪,৬৯০
নিউজিল্যাণ্ড	৪১০,২৫৫	১,৩০২,৬৮৫
ষ্ট্রেট্ সেটেলমেণ্টস্	৫৬৩,০৭২	৬৬,৬৪৮
ত্রিনিদাদ	১৪৮,৫৮৬	২০৬,১০২
হংকং	৯৫,৭৯৮	২১৪,৯৪৩
নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড	১১,৫৭৮	২৪৪,০০১
বিদেশসমূহ মোট	৩৫,৮৩৭,১৮৬	২৬,৩১৭,০৬৪
আর্জ্জেন্টিনা	১৯০,৮০৫	৪৮০,৫১৭
বেল্‌জিয়াম	৪৬৫,৪৮৫	২৩০,৯৮৬
ব্রাজিল	২৩,০২০	৩৩২,৯১৯
চীনদেশ	২৩৮,৮৬১	২০৯,৯৭৯
কলাম্বিয়া	২৭৯,৪৮২	৭০,৯৭৯
চেকোশ্লোভাকিয়া	২৭১,৫৩৭	১৪৩,৫৩১
ফ্রান্স	৪১৩,৪৯৭	৪৩৭,২৬৪
জার্ম্মাণি	৫৫৮,৭৮৭	৬৯৬,৬৯৬
ইটালী	১৭২,৮৫৬	৭৮,৮৫৯
জাপান	৩৯০,৯৬৮	১,৭৬১,৭৬৬
মেক্সিকো	১০৮,১৭১	৩৭১,৬২৪
নেদারল্যাণ্ডস্	১৪৮,৯০০	৩৬৯,৫৯৫
নরওয়ে	২৮,০৫৮	৩৩১,৩৯৪
পেরু	১৪৪,৬৮৫	৫৬,৩৬৬
সুইডেন	১৮৩,৪১৯	৩২৫,০৯৭
সুইট্‌সারল্যাণ্ড	৩৩৫,২৫০	৫৭,৭৬৭
মার্কিণরাজ্য	৩১,৩৭৬,৮৬৪	১৮,৩৬৭,৯২৫
ভেনিজুয়েলা	৭৯,৭৩১	৯৫,৮৬০

ব্রাজিলে কফির চাষ

ব্রাজিলে ৮,৮৭৫,০০০ একরের কিছু উপরে কফির চাষ হইয়া থাকে। মোট ২,৮১৭,৭৫০,০০০ কফি

গাছ জন্মিয়াছিল। ব্রাজিলের মধ্যে সান-পাওলো ষ্টেটে ৪,৬৬৮,৮০০ একরে কফির চাষ হইয়াছে ও ১,৭৮২,১৮০,০০০ গাছ জন্মিয়াছে। মিনাস গিরাসেসে ১,৮৯২,৭০০ একর জমিতে ৬০০,৬৮০,০০০ কফিগাছ জন্মিয়াছে, রিও দি জেনিরো ষ্টেটে ৮৭২,৮০০ একর জমিতে ২৭২,৩৮০,০০০ কফিগাছ জন্মিয়াছে। এস্পিরিতো সান্তোতে ৪৪২,০০০ একর জমিতে ১২৭,০৭০,০০০ কফিগাছ জন্মিয়াছে। বাহিয়ায় ৪২৩,৪০০ একর জমিতে ১৩৪,৪৩০,০০০ কফি গাছ জন্মিয়াছে। পারনামবুকোতে ২৯২,৮৫০ একর জমিতে ৯১,৯৭০,০০০ কফিগাছ জন্মিয়াছে। পারানায় ১২৪,১৫০ একর জমিতে ৩৯,৪২০,০০০ কফিগাছ জন্মিয়াছে সেয়ারে ৪১,৯০০ একর জমিতে ১৩,২০০,০০০ কফিগাছ জন্মিয়াছে। সান্তা কাথেরিনায় ১৩,৩৫০ একর জমিতে ৪,২৪০,০০০ কফিগাছ জন্মিয়াছে।

১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে ব্রাজিলে মোট ৩,৯১৬,৬৯২,০০০ পাউণ্ড কফি উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে ব্রাজিলে ৩,৪৫২,৮০০,০০০ পাউণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ২,৩১৮,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৬৭·১৩ পারসেণ্ট সান-পাওলো হইতে আসিয়াছে।

১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে ১,৭২৮,৫৫২,০০০ পাউণ্ড ব্রাজিল হইতে রপ্তানি হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪ ভাগের বেশী কফি সান্-তোস বন্দর হইতে রপ্তানি হইয়াছিল। এই মোট রপ্তানি কফি হইতে ৯৭১,১০২,১০৮ পাউণ্ড কফি অর্থাৎ ৫৬·১৮ পারসেণ্ট মার্কিণ রাজ্যে গিয়াছিল।

তৎপরে ফ্রান্স, জার্মানি এবং হলাণ্ড অধিক পরিমাণে ব্রাজিলের কফি আমদানি করিয়া থাকে।

আইসল্যাণ্ডে নবনীতের ব্যবসা

১৯০০ খৃষ্টাব্দে আইসল্যাণ্ডে মাখনের ব্যবসা সর্ব্বপ্রথমে সুরু হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ৩৩টি ক্রীমারী ছিল। ১৯০১ এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১০০ টন মাখন ইংলণ্ডে রপ্তানি হইয়াছিল। যেহেতু আইসল্যাণ্ডের মাখনের মূল্য ডেনমার্কের মাখনের মূল্য হইতে ১২ হইতে ১৩ পারসেণ্ট ন্যূন ছিল সুতরাং এই ব্যবসা লাভজনক ছিল না। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মাখন তৈয়ারীর কারখানার সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ১৪টিতে দাঁড়াইয়াছিল এবং তৎপরে ইহাদের সংখ্যা অধিকতর হ্রাস পাইয়াছিল।

নিম্ন তালিকায় আইসল্যাণ্ডের মাখনের আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

বর্ষ	আমদানি	রপ্তানি
১৯১৫	—	১০৯·১
১৯১৬-২০		১৩·৬
১৯২১-২৫		৮·০
১৯২৬		
১৯২৭		—
১৯২৮		৮·০
১৯২৯		—
১৯৩০		—
১৯৩১		১·৬
১৯৩২	—	—
১৯৩৩	১৩·৪	—
১৯৩৪	৫·৪	—
১৯৩৫	—	—
১৯৩৬	—	—

মার্কিণ রাজ্যের কফি ও চা

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মার্কিণ রাজ্যের কফি ও চায়ের আমদানি এবং রপ্তানির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

দেশসমূহ	আমদানি পাউণ্ড	রপ্তানি পাউণ্ড
ফিন্‌ল্যাণ্ড		৭১,৩৬৫
ফ্রান্স		২৬,৮২৩
বেল্‌জিয়াম		১৫,২৮৪
নরওয়ে		৮,৪৭৯
জ্ঞানাডা		৬,২২৬
বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ		২,২৭৭
বৃটিশ হণ্ডুরাস		১১,৩৬৩

দেশসমূহ	আমদানি পাউণ্ড	রপ্তানি পাউণ্ড
সুইডেন		৫৪,২১০
চীন		৭,৩০০
কোষ্টারিকা	১,৮৯১,৮৭৬	
গুটিমালা	৫,৯৫৮,৪৪৯	
নিকারাগুয়া	২,৮৯৭,১৫৪	
স্যাল্‌ভাডোর	১১,৩৫০,১৭২	
হোণ্ডুরাস	২৩৩,১৮২	
ম্যাক্সিকো	৫,৬১২,২১৮	
কিউবা	১,৭০৩,৬৮৭	
ডমিনিকান্ রিপাব্লিক	১১৭,৩৪৬	
হেইটি	২,৩৫৭,৬৫৩	
ব্রাজিল	৯২,৪০০,১৪৪	
পানামা	১৯,৫৫৪	
কলাম্বিয়া	৩০,৬০৪,৯৮৬	
ইকোয়াডোর	১৪,৫৮১	
ভেনিজুয়েলা	৯২৯,৯৮০	
এডেন	৩৫,০৭২	
ছোট আরব	৩৫৫,৭৭৯	
সুরিনাম	২৩,১৬৬	
ইথিওপিয়া	৬,৭২০	
নেদারল্যাণ্ডস্ অষ্ট্রেলেশিয়া	৪৯৬,০৮৯	
বৃটিশ ইষ্ট আফ্রিকা	১,৯২৮,৯১৫	
পর্ত্তুগীজ আফ্রিকা	১৯৭,৪১৮	
মোট পাউণ্ড	১৫৯,১৭১,৭৬৮	৩৬৫,৫১৭

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাকিণ রাজ্যে চায়ের আমদানি ও রপ্তানির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

দেশসমূহ	আমদানি পাউণ্ড	রপ্তানি পাউণ্ড
নদারল্যাণ্ডস্ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ		১,৫৫৪
ক্তরাজ্য		৮,১২০
ক্যানাডা	৫২,০৩১	২২,৩১৩
সুইট্‌সারল্যাণ্ড		৩২৬
হোণ্ডুরাস		৫৬৪
কলাম্বিয়া		৮৫৫
বারমুডা		১,০৪৫

চা

	আমদানি	রপ্তানি
পানামা		২,৬১৬
ভেনিজুয়েলা		১,৫৩৪
পেরু		৪,২০৩
ম্যাক্সিকো		২,৪১৭
বৃটিশ ভারত	৬৮৫,৩৭৪	
সিংহল	২,১৪৯,৬৮৪	
চীনদেশ	৪৬২,২১৪	
নেদারল্যাণ্ডস ইণ্ডিজ	২,৯৭০,৮৫১	
হংকং	৫৪,২১৪	
জাপান	২৮২,১৩২	
প্যালেষ্টাইন	৮৩	৩০৯
মোট পাউণ্ড	৬,৮২৮,২১৮	৫২,৭২১

আর্জেন্টিনার গম এবং ময়দা

দেশবিদেশে রপ্তানি :—

মেট্রিক টন

দেশের নাম	গম	গমের ময়দা
যুক্তরাজ্য	৬৮৬,৩৬১	২৩,৮৪৭
বৃটিশ অধিকৃত দেশসমূহ	৪,০০৯	৪৪
অষ্ট্রিয়া	১৭,২৬৫	
বেলজিয়াম	৩৮৩,৮৪৯	
বলিভিয়া	৩৭,১০৯	
ব্রাজিল	৯১১,৩৪১	
চীলি	৯৮০	
কিউবা	১৪০	
ডেনমার্ক	২৪,৯৬৪	
ইকোয়াডোর		

দেশের নাম	গম	গমের ময়দা
ইন্দোনিয়া		১
ফিন্‌ল্যাণ্ড	১২,৬৮৫	২
ফ্রান্স	৪১,১২৫	১,৪৩৮
ফরাসী অধিকৃত আফ্রিকা		
জার্মানি		৫৯০
গ্রীস		৪২৬
হল্যাণ্ড		১,১৯৭
ডাচ্ অধিকৃত স্থান		১৭
হাঙ্গেরী		১
আইসল্যাণ্ড		
আইরিশ ফ্রী ষ্টেট্		
ইটালী		
জাপান		
লাত্‌ভিয়া		
নরওয়ে		১৭
পানামা		৪১
পারাগুয়ে		১৭,৭৫০
পেরু		২৪২
পোল্যাণ্ড		১৭৯
পর্তুগাল		১৩২
রুমানিয়া		৪
স্পেন	১২,৪৫২	১৩১
সুইডেন	১২,৫২৪	৪৬
সুইটসারল্যাণ্ড	১,৩৪৪	
দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন	৭৪৭	
মার্কিণরাজ্য	২০,১৩২	৬৯৫
উরুগুয়ে	২৪,৯৪৯	২৪
যুগোস্লাভিয়া		৩৭
১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মোট	৩,৮৮৭,১২১	৯৫,১৯৬
১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মোট	১,৬১০,৩৮৬	৭৯,৭৮৩

আর্জেন্টিনার ভুট্টা রপ্তানি

দেশসমূহের নাম	
যুক্তরাজ্য ও বৃটিশ অধিকৃত দেশ	
অষ্ট্রিয়া	
বেলজিয়াম	
বলিভিয়া	
ব্রাজিল	
ক্যানাডা	
চীলি	
ডেনমার্ক	
ফিনল্যাণ্ড	
ফ্রান্স	
জার্মানি	
হল্যাণ্ড	৮৫৭,৭২৩
আয়র্ল্যাণ্ড	১৬০,৬৪০
ইটালী	৩৮৪,৯০১
জাপান	১৬,১৯৪
মেক্সিকো	২৪
নরওয়ে	১০৪,৯০০
প্যারাগুয়ে	৪০
পেরু	৪১০
পোর্টরিকো	৩০৪
স্পেন	১১,২৮৭
সুইডেন	৯৯,১১০
সুইটসারল্যাণ্ড	২,৮০৭
মার্কিণরাজ্য	৬৩২,৮৩৬
উরুগুয়ে	১,৭১৬
ভেনিজুয়েলা	
	৬,২৩৬,৭৯০

ঢাকা রামমোহন রায় লাইব্রারী ও ফ্রি রিডিং রুম

১৮৭৩ সনে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের তৎকালীন সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র দাস মহাশয়ের উদ্যোগে উক্ত সমাজের মন্দিরের গ্যালারিতে যে একটি ক্ষুদ্র লাইব্রারীর প্রতিষ্ঠা হয়, ১৮৮৩ সনে ডাঃ পি, কে, রায়ের প্রযত্নে যাহা সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী হয়, ১৯১০ সনে তাহাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া রামমোহন রায় লাইব্রারী ও ফ্রি রিডিং রুম নামে অভিহিত হয় এবং ঢাকার জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের একটি সুপ্রতিষ্ঠান হইয়াছে।

রামমোহন রায় লাইব্রারীর প্রতিষ্ঠা অবধি গত ২৮ বৎসরে উক্ত সমাজের পরিচালনায় ইহার অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং তজ্জন্য অনেক সহস্র টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, যাহার অধিকাংশ উক্ত সমাজকে বহন করিতে হইয়াছে। সভ্যগণের চাঁদা হইতে বার্ষিক দেড় কি দুই শত এবং গত কয়েক বৎসর ঢাকা মিউনিসিপালিটি হইতে বার্ষিক দেড় কি দুই শত টাকা সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে ইহার পুস্তক-সংখ্যা সাড়ে ছয় হাজার, আলমারীর সংখ্যা ২৮, পাঠক সংখ্যা দৈনিক ৭১।৮০র উপর। ইংরাজী ও বাঙ্গালা পত্রিকা দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ইত্যাদিতে ২৪ খানার কম নয়। সর্ব্বোত্তম সাময়িক পত্রিকাদিতে এবং সুরুচিসঙ্গত উৎকৃষ্ট পুস্তকাবলীতে লাইব্রারীর দিন দিনই উন্নতি হইতেছে এবং তজ্জন্য পাঠক সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। পুস্তক, আলমারি এবং পাঠক সংখ্যার বৃদ্ধিতে উপযুক্ত স্থানের অভাব হইয়াছে। সে জন্য অযৌগে গৃহের পরিবর্দ্ধন নিতান্ত প্রয়োজন। এই জন্য ৩।৭ হাজার টাকা আবশ্যক। সহৃদয় হৃদয়বানগণের দানের উপরই নির্ভর।

১৩৪৪ সনে ২৭৬ দিন লাইব্রারী খোলা ছিল এবং প্রতিদিন গড়ে ৮০র অধিক পাঠক আসিয়া পত্রিকা ও পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছেন। সভ্যগণ ২৭২৪ খানা পুস্তক গৃহে লইয়াছেন ও তাহার মধ্যে ৩০৫ খানা ধর্ম্মনীতি, ২৫৪ খানা জীবন চরিত, ২২৮ খানা সাহিত্য, ১২৯ খানা ইতিহাস, ৫৩৬ খানা উপন্যাস ১২০৫ খানা সমাজনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ ও মাসিক পত্রিকা। পুস্তক ও পত্রিকার মোট সংখ্যা ৬৫৩৫, ইহার মধ্যে বাঙ্গালা পুস্তক ২৪৭৪, বাঙ্গালা পত্রিকা ৭১৩, ইংরেজী পুস্তক ২৬২৪, ইংরেজী পত্রিকা ৪০৪, গভর্ণমেণ্ট পাবলিকেশন ৩৩১ খানা। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বাড়তি ১১০ খানার মধ্যে ৫৬ খানা ক্রয়ে ও ৫৭ খানা দানে পাওয়া গিয়াছে। ২ খানা ইংরেজী ৩ খানা বাঙ্গলা দৈনিক, ৪ খানা ইংরেজী ও ৫ খানা বাঙ্গালা সাপ্তাহিক ২ খানা বাঙ্গালা পাক্ষিক ৬ খানা ইংরেজী ও ২ খানা বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকা রাখা হইয়াছে, তাহার ১৬ খানা মূল্য দ্বারা ও ১১ খানা দানে পাওয়া গিয়াছে। লাইব্রারীর জন্য উক্ত সনে প্রায় সাড়ে পাঁচ শত টাকা ব্যয় হইয়াছে, উহার ২০০৲ টাকা ঢাকা মিউনিসিপালিটি হইতে পাওয়া গিয়াছে।

(সঞ্জীবনী)

ওয়ার্দ্ধা বিদ্যামন্দির ট্রেণিং ইনষ্টিটিউট

উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস বিদ্যামন্দির ট্রেণিং ইনষ্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, জাতীয় শিক্ষা ব্যতীত জাতীয়তা সম্ভব নহে। অতীতে ভারতবর্ষ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল, বিদেশীরা ভারতের বিদ্যায়তনসমূহে শিক্ষালাভ করিতে আসিতেন, কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ভারতবাসীই

এখন দলে দলে তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের শিক্ষার নিমিত্ত বিদেশে প্রেরণ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জাতীয় বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত ও অতিমাত্রায় কেতাবী ধরণের। বর্ত্তমান শিক্ষক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও মহাত্মাজী পরিকল্পিত শিক্ষার প্রসার সম্ভব নহে বলিয়া নূতন আদর্শে নূতন শিক্ষক সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতে এই বিদ্যামন্দির ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের ট্রেনিং লইয়া আপনারা খাঁটি শিক্ষার আলোক বর্ত্তিকা দূর পল্লী অঞ্চলে বহন করিয়া ফিরিবেন। আপনারা জাতীয় শিক্ষাপ্রচারের পবিত্র দায়িত্ব আজীবন পালন করিয়া জাতীয়তা বিরোধী শিক্ষার প্রভাব হইতে জাতিকে মুক্ত করিবেন।

স্বর্গীয় দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সভা

ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে পরলোকগত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর তৃতীয় বার্ষিক মৃত্যু স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে এক বিরাট জনসভার সভাপতি কলিকাতার মেয়র মিঃ এ কে এম জ্যাকেরিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য, আদর্শের প্রতি অনুরাগ এবং জনসেবার কৃতী প্রশংসা করিয়া ছাত্রদিগকে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে উপদেশ দেন; সভায় বহু বিশিষ্ট বক্তা বক্তৃতা করেন। ইনষ্টিটিউটের সেক্রেটারী অধ্যাপক এস এন ভট্টাচার্য্য সভায় ঘোষণা করেন যে, লেডী সর্ব্বাধিকারী তাহার স্বর্গীয় স্বামীর স্মরণার্থ ইন্‌ষ্টিটিউটের ষ্টুডেন্টস ফণ্ডে দরিদ্র ছাত্রের সাহায্যকল্পে পাঁচ হাজার টাকা ও তাঁহার স্বামীর মূল্যবান লাইব্রেরী ইনষ্টিটিউটকে দান করিতে সম্মত হইয়াছেন। ইনষ্টিটিউটের এক তলায় স্যার দেবপ্রসাদের একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইয়াছে।

সভাপতি মিঃ জ্যাকেরিয়া বলেন, গত শতাব্দীতে বাংলা দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি প্রখিতনামা মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর নাম ভারতে ও ভারতের বাহিরে ছড়াইয়া দিয়াছেন। সেই ইতিহাস, আদর্শ ও শিক্ষা এখন স্বপ্নের মত মনে হয়। আমাদের অধঃপতনের একটি প্রধান কারণ, আমরা গরীব হইয়া পড়িয়াছি, ছাত্রেরা স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছে, বিজাতীয় শিক্ষার ফলে তাহাদের মধ্যে বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, চাকুরীর জন্য লালায়িত বলিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষ দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। চাকুরীর প্রলোভন হিন্দু মুসলমানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ছাত্রদিগকে সর্ব্বাগ্রে মানুষ হইতে হইবে আগুতে ও পরে দেশের উন্নতি চিন্তা তাহাদিগকে করিতে হইবে। দেশে পাট, চা, ধান কয়লা আছে। কিন্তু সমস্ত ব্যবসা বিদেশীর হাতে গিয়াছে। যদি যুবকেরা তাহা পুনরুদ্ধার করিতে পারে তবে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইয়া যাইবে। আমাদের প্রাচীন সভ্যতা আছে রামায়ণ মহাভারতের মত গ্রন্থ আছে। সেই আদর্শ লইয়া যদি বাঙ্গালী গড়ায় তবে ভাবী বাংলায় শত শত রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিবে। ছাত্র ও যুবকেরা জাতিকে ও মাতৃভূমিকে সমুন্নত করিলে স্যার দেবপ্রসাদের আত্মা স্বর্গ হইতে তাহাদের মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি করিবে।

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

নেটালে ভারতীয় ঔপনিবেশিকের আর্থিক অবস্থা

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নেটালে মোট ৬৮,০০০ ভারতীয় আধুনিকের মধ্যে অনুমান ২৭,০০০ অর্থাৎ ৭১ পারসেন্ট বিভিন্ন প্রদেশে কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তদতিরিক্ত অনেকে নিজেদের খামারে কাজ করিয়াছে ও ব্যবসা বাণিজ্য করিয়াছে। ডারবানে ও ইহার আশেপাশে অনেক বেকার দেখা যাইতেছে।

কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় ৬,০০০ লোক চিনির ফাক্টরীতে কাজ করিতেছে। তৎপরে বিভিন্ন প্রকার সঙ্ঘে ২,১০০ লোক নিযুক্ত আছে। বিবিধপ্রকার কার্য্যে ও বাসার চাকুরীতে ৫,৬০০ এবং চা, কয়লা ও রেলওয়েতে মোট ১,৭০০ জন লোক নিযুক্ত আছে।

ঘ্যাসে এষ্টেটে প্রতিমাসে গড়পড়তায় ৪২ শিলিং ৬ পেন্স

বেতন দেওয়া হইয়া থাকে। তদতিরিক্ত আহার, বাসস্থান চিকিৎসা, ঔষধ বিনামূল্যে দেওয়া হইয়া থাকে।

আলোচ্য বর্ষে নেটালের কয়লার খনিতে ১,৮৮৫ জন শ্রমিক কাজ করিতেছিল। তন্মধ্যে ৫৫৭ জন পুরুষ, ৩৪৫ জন স্ত্রীলোক এবং অবশিষ্ট বালকবালিকা ছিল। পূর্ব্বের ন্যায় কয়লার খনিতে প্রতি সিফ্‌টে ১ শিলিং ৬ পেন্স হইতে ২ শিলিং ৬ পেন্স বেতন ছিল। তা'ছাড়া ঔষধ, চিকিৎসা এবং বাসস্থান ফ্রী ছিল। আলোচ্য বর্ষের মধ্য সময়ে ডারবানস্থিত কলকার্ক আয়রণ ওয়ার্কসে ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে ধর্ম্মঘট ব্যতীত শ্রমিক চাঞ্চল্যের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

শ্রমিকদের বাসস্থানসমূহের উন্নতি হইয়াছে। অধিকন্তু ইউনিয়নের স্বাস্থ্যবিভাগের পরিকল্পনানুযায়ী নূতন বাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নেটালে ভারতীয়দের সংখ্যা প্রায় ১,৭১,০০০ জন ছিল। তন্মধ্যে ৬৮,০০০ জন পুরুষ, ২৮,০০০ স্ত্রীলোক এবং অবশিষ্ট বালকবালিকা ছিল। ১৭১,৪০০ জনের মধ্যে প্রায় ২৬,৬০০ জন আগন্তুক ছিল এবং ৮৪৪,০০০ জন নেটালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষের তুলনায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ২৭৪টি শিশু বেশী জন্মিয়াছিল। ১০৮টি মৃত্যুহার ন্যূন ছিল। হাজার প্রতি জন্মের হার ৪৮·৭১ এবং মৃত্যুর হার ১৪·১৫ ছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে হাজার প্রতি জন্মের হার ৪৮·৮৪ এবং মৃত্যুর হার ১৫·৩১ ছিল।

মৃত্যুহারের হ্রাস

বিগত ছয় বৎসরের তুলনায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর হার খুব হ্রাস পাইয়াছে। নেটালে নূতন আগন্তুক আসে নাই। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান অ্যাক্ট দ্বারা ভারতীয় আগন্তুকের প্রবেশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ২৩২ জন ভারতীয় নেটাল হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। সরকারী স্কুল ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহে ১,০৪,৫০০ বালকবালিকার মধ্যে ২২,৫০০ বালকবালিকা অধ্যয়ন করিত।

রয়্যাল এক্‌সচেঞ্জে মিঃ বেন্‌থলের বক্তৃতা

"শ্রমিক ধর্ম্মঘটের মূলকারণ বেকার-সমস্যা। বেকার শ্রমিকদিগের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। ভারতীয় শ্রমিকদের প্রকৃত সুহৃৎ ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ। কেন না তাঁহাদের অর্থের সাহায্যেই ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বেকারদের কর্ম্ম যোগাইতেছে। যদিও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা শোষণকারী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা শ্রমিকদিগের "বাপ মা"।" ভারতবর্ষের এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট স্যার এড্‌ওয়ার্ড বেন্‌থল, এম-এল-সি, উক্ত সমিতির কলিকাতাস্থ সভ্যদের নিকট রয়েল এক্‌সচেঞ্জে আগষ্ট মাসের ৫ই তারিখ ফেডারেশনের ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া কমিটি সংগঠনের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত উক্তি করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে শ্রমিক চাঞ্চল্যের ফলে ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে শাস্তির উদ্দেশ্যে হয় হার মানিতে হইবে, নচেৎ আত্মমর্য্যাদার জন্য দৃঢ়তার সহিত শ্রমিক ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে যুঝিতে হইবে। আমার মতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ট্রাষ্টি হিসাবে আমাদিগের অংশীদার ও শ্রমিকদের প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করা উচিত এবং শেষোক্তদিগকে এমন মজুরী দিতে হইবে যাহাতে তাহারা আত্মমর্য্যাদা বজায় রাখিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। এই নীতি অনুসরণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমই আমাদিগকে শ্রমিকদের মঙ্গলের কারণ পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।" বক্তা বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করেন যে, কর্ম্মনিয়োগ-কর্ত্তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা ট্রেড-ইউনিয়নকে মানিতে চাহে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কর্ম্ম নিয়োগকর্ত্তাগণ ইউনিয়নগুলিকে শ্রমিকদের পক্ষ হইয়া সুপারিশ করিবার অধিকার দিতে স্বীকার করিতে চাহে না। কেননা বস্তুতঃ পক্ষে ইহা শ্রমিকদের প্রতিনিধি নহে। অধিকন্তু কতক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ইউনিয়নগুলিকে শ্রমিকদিগের স্বার্থ পর্য্যবেক্ষণ করিতে কর্ম্মনিয়োগ-কর্ত্তারা অনুমতি না দিলেও মজুরদের প্রতি কর্ম্মনিয়োগ-

কর্তাদের সহানুভূতির অভাব প্রতীয়মান হয় নাই। এই কমিটির সংস্পর্শে প্রত্যেক প্রদেশেই শ্রমিকদের হিতার্থে প্রতিষ্ঠান আছে। শ্রমিকবর্গের স্বার্থ ও মঙ্গল সর্বক্ষণ রক্ষার্থে শ্রমিক কর্মচারী নিযুক্ত আছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, শ্রমিক নেতার অভাবে কর্মকর্তারা তাহাদের সহিত মনোমালিন্যের নিষ্পত্তি করিতে পারিতেছে না।

ভূপাল স্কুলে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা

আগষ্ট মাসের ৯ই তারিখে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ভূপাল রাজ্যের আলেকজেন্দ্রা হাইস্কুলের ছাত্রদিগের সমক্ষে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। এই সভায় বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, শিক্ষকবর্গ ও নগরের বহু গণ্যমান্য নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। ভূপাল সরকারের এডুকেশন মেম্বার অনারেবল মিঃ মুহাইব কুরেশী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মিসেস্ সরোজিনী নাইডু স্কুলের ছাত্রবৃন্দের নৈতিক চরিত্র গঠনের আবশ্যকতার বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। অধিকন্তু বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্য সংস্থাপনের আবশ্যকতার বিষয়েও তিনি বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সাহসের সহিত জীবনের প্রত্যেক বিঘ্নের বিরুদ্ধে যুঝিতে উপদেশ দেন। তৎপরে বয়স্কদিগকে লক্ষ্য করিয়া মিসেস্ নাইডু বলেন যে, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব থাকা উচিত এবং সমাজসংস্কার সর্বপ্রথমে গৃহে সুরু হইবে। তাহা হইলে পরিশেষে সমগ্র দেশের নাগরিকবৃন্দের চরিত্র সংশোধিত হইবে।

বিশ্বভারতীতে ডাঃ তাও হেং চি

চীনের জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ডিরেক্টর ডাঃ তাও হেং চি অদ্য প্রাতে এখানে আসিয়াছেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার অনেকক্ষণ আলাপ হয়। তিনি চীনের বর্তমান অবস্থা এবং জাপানীদের আক্রমণের ফলে শিক্ষা কি প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহার বর্ণনা করেন। কবি বিপন্ন ছাত্রদের দুঃখ দুর্দশায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। যে সমস্ত বীর চীনা জনগণ সংগ্রামে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের প্রতি তিনি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম চীনে যান ঐ সময় যাঁহারা তাঁহার বিরাট অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন ডাঃ তাও তাঁহাদের অন্যতম। কবির 'চিত্রা' নাটিকায় অভিনয়ে তিনি সাহায্য করেন।

বিশ্বভারতীর চীনা ভবন এবং চীনা পণ্ডিতগণকে দেখিয়া ডাঃ তাও বিশেষ আনন্দিত হন। তিনি মন্তব্য করেন যে, বিশ্বভারতী সত্য সত্যই এমন একটি স্থান যেখানে সমগ্র বিশ্ব ভালবাসা ও বন্ধুত্বের মধ্যে জ্ঞানলাভ করিতে পারে।

পরলোকে বিলাতের বিশিষ্ট সাংবাদিক

বিলাতের বিশিষ্ট সাংবাদিক "ট্রুথ" কাগজের সম্পাদক মিঃ টমাস কলসী সম্প্রতি ৭৮ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। তিনি বহু ভুয়া কোম্পানীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া নিজেও বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং জনসাধারণেরও বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন।

জুয়াচোরদের বিরুদ্ধে তিনি বহু সংগ্রাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে হোরেশিও বটমলীর বিরুদ্ধে অভিযানই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। হোরেশিও বটমলী পার্লিয়ামেন্টের সদস্য ও 'জনবুল' নামক বহুল-প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বাকশক্তি ছিল এবং তিনি সুলেখকও ছিলেন। বটমলী ট্রাষ্ট ইংলণ্ডে আচ গবর্ণমেণ্টের বণ্ডের লেনদেন করিত। বটমলী তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তির সুযোগ লইয়া বহু জাল বণ্ড বাহির করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেন। মিঃ টমাস কলসী তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া তাঁহার প্রতারণা প্রকাশ করিয়া দেন। বিচারে বটমলীর কারাদণ্ড হয়।

কলসী বনাম বটমলী বিতণ্ডা সম্পর্কে একটী গল্প প্রচলিত আছে যে, মিঃ বটমলী মিঃ কলসীকে একে একে ১৭ খানা সলিসিটরের নোটিশ দিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ

কলসী তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া ঐ ১৭ খানা নোটিশ জালাইয়া চুরুট ধরাইয়াছিলেন। মিঃ কলসী ভূয়া কোম্পানীওয়ালাদের কীর্ত্তি উদ্ঘাটন করিতে গিয়া অনেকবার মামলায় পড়িয়াছিলেন; কিন্তু প্রত্যেকবারই তাঁহার সমালোচনা ন্যায্য বলিয়া সাব্যস্ত হয় ও তিনি মুক্তিলাভ করেন।

প্রথম জীবনে মিঃ কলসী ষ্টারশায়ার হেরাল্ড এবং ও মাঞ্চেষ্টার এক্জামিনারে কাজ করিতেন। ১৯৯৩ সনে তিনি ট্রুথ কাগজে যোগদান করেন। তিনিই এই কাগজে "দি লিগ্যাল পিলরী" নামক একটী নূতন বিভাগ প্রবর্ত্তন করেন। তিনি ট্রুথ কাগজে ৩৪বৎসর কাজ করিয়াছেন, এবং শেষ আট বৎসর সম্পাদক হিসাবে।

প্রেস গলফ সোসাইটির সভা হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মিঃ কলসী মারা যান।

ভাতের অর্থশাস্ত্র

[অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকারের সঙ্গে কথোপকথনের সারমর্ম]

প্রঃ—বাঙালী জাতির আর্থিক দুর্গতি সম্বন্ধে যে-সকল তর্ক-প্রশ্ন উঠিয়াছে সেই সব সম্বন্ধে আপনি বোধ হয় ওয়াকিবহাল আছেন। আপনার "বাড়তির পথে বাঙালী" বইয়ের বাড়তি বা উন্নতির সঙ্গে দুর্গতি-তত্ত্বের যোগাযোগ কিরূপ?

উঃ—অবনতি, দুর্গতি, ঘাটতি ইত্যাদির হিসাব না লইয়া বাড়তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ঠিক নয়। সেইসকল দিকে সর্বদা নজর দিয়াছিও। বস্তুতঃ, বাড়তি বা উন্নতির খোরাক এইটাই বড় সমস্যা। অনেকের মনেই সন্দেহ উঠিয়াছে—বাঙালী জাতটা বাঁচিবে কিনা। বাংলার নরনারী পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে,—না খাইয়া মরিতে মরিতে আজ না হয় কাল ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিদায় লইতে বসিয়াছে। এই ধরণের সন্দেহ একালের বাঙালী পণ্ডিতদের পেটে ঢুকিয়াছে। কাজেই বর্তমান জগতে "বঙ্গ-সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয়" সম্বন্ধে,—একালের দুনিয়ায় "বাঙালীর" প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে—যে লোকটা বকিতে চায় তাহার পক্ষে বাঙালী জাতের মরা-বাঁচার কথাটা আগে সমঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

প্রঃ—বাঙালী জাতের জীবন-মরণ সম্বন্ধে অর্থনৈতিক তরফ হইতে আপনার বিচার-প্রণালী কিরূপ?

উঃ—খুব সোজা যুক্তি লওয়া যাউক। ভাতের অর্থশাস্ত্রে প্রবেশ করিতেছি। কেন না বাংলার নরনারী—প্রধানতঃ ভাত খাইয়া জীবন-ধারণ করে। অবশ্য ডাল, শাকসব্জী, তরকারী, মাছ, ফল, দুধ, মাংস, ডিম, গম, যব, ভুট্টা, গুড়, তেল, ঘী ইত্যাদি কোনো বাঙালী বৎসরের কোনো দিন কোনো বেলা চোখে দেখে না এরূপ বুঝিতে হইবে না। অধিকন্তু বাংলার নরনারী একদম কপর্দকহীন এরূপ বুঝিবারও কারণ নাই, দরকার হইলে ট্যাঁকের কড়ি খরচ করিয়া জীবন ধারণের জন্য নানা জিনিষ খরিদ করিতে আর বিদেশ হইতে আমদানি করিতেও অনেক বাঙালী সমর্থ সন্দেহ নাই। দারিদ্র্যের প্রকোপ যতই হউক না কেন, ১৯৩০-৩৮ সনের বাঙালীকে একমাত্র চাউল-সমস্যা বিবেচনা করিলে অ-বাস্তবের উপর ভর করিতে হইবে। তাহা করিবার দরকার নাই। তথাপি সম্প্রতি একমাত্র চাউলের পরিমাণ দেখাইয়া বাঙালী জাতের পরমায়ুটা কষিয়া দেখিব।

অতএব একবার বাংলা দেশের জেলায় জেলায় পায়চারি করিয়া আসা যাউক। অধিকন্তু সরকারী চাষ-বিবরণীও আছে। তাহাতে জানা যায় কোন্ জেলায় কত চাউল আজকাল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া কোন্ জেলায় লোক-সংখ্যা কত তাহাও জানা আছে। আলোচনা-প্রণালী বুঝাইবার জন্য কয়েকটা মাত্র জেলার বৃত্তান্ত দিয়া যাইতেছি। সবই মোটা হিসাবের

কারবার। সুক্ষ্মতর হিসাব চালাইলে পুরাপুরি অর্থনৈতিক প্রবন্ধ হইয়া পড়িবে। কয়েকটা অর্থনৈতিক সংখ্যার সাহায্যে বাঙালীর জীবন-মরণ তত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠ কাঠামটা দেখাইব মাত্র। এইদিকে গবেষকদের নজর টানিয়া আনাই প্রধান মতলব। আমার মতামত কাহাকেও বিনা বাক্যব্যয়ে হজম করিয়া লইতে বলিতেছি না।

প্রঃ—আচ্ছা, তাহা হইলে একবার ভাতের অর্থশাস্ত্রে প্রবেশ করুন। আপনি কি মনে করেন যে, বাংলাদেশে বাংলার নরনারীর জন্য যতটা দরকার সেই পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয়?

উঃ—দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। মেদিনীপুর জিলায় ২৮ লাখ লোক। এখানে চাউল উৎপন্ন হয় ৩৭০ লাখ মণ। কিন্তু খাদক হিসাবে এই জেলার লোকসংখ্যা কত? আমার বিবেচনায় ২৮ লাখ লোক ধরা চলিবে না। কেননা সাধারণতঃ ১৫ বৎসর বয়সের যাহারা নীচে তাহাদিগকে আধা-মানুষ ধরিতে হইবে। আবার ৫৫ বৎসর যাহারা পার হইয়াছে তাহারাও প্রবীণ (অর্থাৎ ১৫—৫৫ বয়সের) লোকের আধা-আধি খায়, এইরূপ ধরা যাইতে পারে। আদম-সুমারীতে দেখা যায় যে, ১৫ বৎসর বয়সের নীচের শিশু ও ছেলেমেয়েরা আর ৫৫ বৎসর বয়সের উপরের বুড়াবুড়ীরা গুনতিতে ১৫ হইতে ৫৫ বৎসর বয়সের স্ত্রীপুরুষের প্রায় সমান। অর্থাৎ ১৫—৫৫ বয়সের লোক ২৮ লাখের অর্দ্ধেক বা ১৪ লাখ। অন্যান্য বয়সের লোক ১৪ লাখ। কিন্তু খাদক হিসাবে তাহারা আধা-মানুষ। কাজেই গুণতিতে তাহারা ৭ লাখ মাত্র। সুতরাং মেদিনীপুরি জেলার লোকসংখ্যা ২৮ লাখ হইলেও খাদক হিসাবে সংখ্যা দাঁড়াইবে ১৪ লাখ আর ৭ লাখ অর্দ্ধেক ২১ লাখ মাত্র। অতএব দেখিতেছি যে, ২১ লাখ লোকের জন্য মজুত ৩৭০ লাখ মণ। পড়ে প্রতিদিন মাথাপিছু প্রায় দুই সেরের কাছাকাছি পড়িতেছে।

প্রঃ—একমাত্র মেদিনীপুরের দৃষ্টান্তে গোটা বাংলা দেশের অবস্থা বুঝা যায় কি?

উঃ—নিশ্চয় না। এই জন্য অন্যান্য জেলার ভিতরও পাঁয়চারি করা আবশ্যক। আরও কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

এই ধরণের হিসাব চালাইলে নোয়াখালি জেলায় মাথা পিছু চাউল পড়ে দৈনিক ১½ সের। দিনাজপুরে পড়ে ১½ সের, ফরিদপুরেও ঐরূপ। জলপাইগুড়ি আর ময়মনসিংহে ইহার চেয়ে সামান্য কম, আর বাখরগঞ্জে কিছু বেশী। চব্বিশ পরগণায় আর ঢাকা জেলায় পড় দৈনিক মাথাপিছু দাঁড়ায় ১ সের অর্থাৎ এক সেরের কিছু কম। বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ এই চারি জেলায় পড় একসের। ইত্যাদি। সব কয়টা জেলার হিসাব দেওয়া বর্ত্তমানে উদ্দেশ্য নয়। কোনো কোনো জেলায়—যথা হুগলি—বেশ কিছু কম উৎপন্ন হয়।

প্রঃ—আপনি ত কেবল মাথা পিছু চাউল কত উৎপন্ন হয় তাহার হিসাব দিয়া যাইতেছেন। কিন্তু মুখ প্রতি প্রত্যেকে চাউল খায় কত তাহার হিসাব করিয়াছেন কি? তবেই না বুঝা যাইবে দরকার মাফিক চাউল জুটিতেছে কি না?

উঃ—আলবৎ। এইবার মুখ প্রতি বা উদর প্রতি ভাত কত চাই তাহার আলোচনাও করিব। কিন্তু এইখানে আলোচনা চালানো তত সহজ নয়।

বাঙালী স্ত্রীপুরুষেরা,—১৫-৫৫ বৎসর বয়সের প্রবীণদের কথা বলিতেছি,—এক এক বেলা কতটা চাউলের ভাত খায় এই সম্বন্ধে পাকা গবেষণা আজও হয় নাই। পাড়ায়-পাড়ায় খুঁটিয়া-খুঁটিয়া অনুসন্ধান চালানো উচিত। কেন না পেশা হিসাবে, রুচি হিসাবে বরাদ্দ বিভিন্ন। প্রবীণ লোকদের কেহ খায় কি বেলা আধসোয়া চালের ভাত, কেহ খায় এক সোয়া, কেহ দেড় সোয়া, কেহ এক সের? অনিয়মিত কাহারও কাহারও দুই তিন সোয়া আর এমন কি এক সের পর্য্যন্ত

দিয়া ঠেকে। জেলখানার কয়েদিদের জন্য গড় হিসাব বেড় পোয়া। বুঝিতেছি যে, বৈচিত্র্য আছে ঢের। এই সম্বন্ধে পাঁচ, চার বা সাড়ে তিন-কোটি লোকের উপর আন্দাজ চালাইয়া যাওয়া অতি-সাহসের কাজ। একসেরি পালোয়ান বাংলা দেশের চাষী বা মজুর মহলে কত হাজার গুনিয়া দেখা মস্ত নয়। আবার জেল-কয়েদিদের মত বেড় পোয়া-খোরাকওয়ালা লোক কয় লাখ তাহাও জানিতে চেষ্টা করা কর্তব্য। কিন্তু বহু জেলার বহু লোকের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইয়া বুঝিয়াছি যে, বোধহয় মাথা পিছু কি বেলা পোয়াটেক চাউলের হিসাব ধরা চলিতে পারে। এই আন্দাজেও ভুল-চুক থাকিবার কথা। তবে এক পোয়া অসম্ভব-কমও না, অসম্ভব-বেশীও না।

যাহা হউক এক-এক বেলা এক-এক পোয়া ধরিলে জনপ্রতি চাউল দরকার হয় রোজ আধসের। কিন্তু যে-কয়টা জেলার বৃত্তান্ত দেওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, সব জেলায়ই মাথা-পিছু দৈনিক গড় একসেরের বেশী ছাড়া কম নয়। অবশিষ্ট জেলাগুলার অবস্থাও এইরূপই দেখিয়াছি। দুই এক জেলায় কিছু কমও হয়। মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, না খাইয়া মরিবার অবস্থায় অধিকাংশ জেলার নরনারী আসিয়া দাঁড়ায় নাই।

প্রঃ—আপনি নিশ্চয় জানেন যে, এক জেলা হইতে অন্য জেলায় চাউল রপ্তানি হয়। কাজেই যে চাউল উৎপন্ন হয় সেই চাউল সবই জেলার ভিতর থাকিয়া যায় এরূপ ভাবিতে পারি কি?

উঃ—নিশ্চয় না। সেদিকেও নজর দিতে হইবে। আসল কথা, সারা বাংলার সবকয়টা জেলার কোটি পাঁচেক নরনারীর হিসাবই আসল বিবেচ্য। তাহার জন্য সূক্ষ্ম বিচার চালানো উচিত। জেলায় জেলায় আমদানি-রপ্তানি আছে, প্রদেশে-প্রদেশে আমদানি-রপ্তানি আছে। তবে এই কথাটা জানিয়া রাখা ভাল যে, যে জেলায় কম উৎপন্ন হয় আমদানি-রপ্তানির ফলে সেই জেলার লোক চাউলের অভাবে মরে না। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত গোটা বাংলা দেশের পাঁচকোটি দশ লাখ লোকের জন্য কত চাউল দেশের ভিতর থাকিয়া যায় তাহার পরিমাণও বাহির করা আবশ্যক। সেই সব দিকেও কিছু-কিছু অঙ্ক কষিয়া দেখিয়াছি। বাঙালী স্বদেশ-সেবকদের পক্ষে এই দিকে মাথা খাটানো আবশ্যক। এই বিষয়টা অর্থনৈতিক গবেষণার যোগ্য বস্তু। অনেকগুলা মাথা এই দিকে খেলিলে ভাল হয়। আমি যেরূপ বুঝিয়াছি সংক্ষেপে বলিয়া যাইতেছি।

বাঙালী জাতের পাঁচকোটি দশলাখ নরনারীর ভিতর আসল খাদক কত তাহা বাহির করিবার জন্য আগেকার কায়দা খাটাইব। সেই কায়দা খাটাইয়া পাই ২ কোটি ৫½ লাখ আর ১ কোটি ২½ লাখ, মোটের উপর ৩ কোটি ৮½ লাখ মাত্র। জনপ্রতি আধসের করিয়া রোজ ধরিলে এই তিন কোটি সওয়া আট লাখ নরনারীর জন্য চাই ৬০ লাখ টন চাউল। কিন্তু বাংলাদেশে চাউল উৎপন্ন হয় ৮৮ লাখ টনের বেশী। হিসাব বুঝিবার জন্য ২৮ লাখ টন লইতে হইবে। দেখা যাইতেছে যে, মানুষের উদরসাৎ হইবার পরেও চাউল বেশ কিছু বাঁচে। এইবার বলিব যে, চাষীদের জন্য ক্ষেতের বীজ আবশ্যক হয়। বিঘা প্রতি লাগে আন্দাজ সাড়ে তিন সের। প্রায় ২২ লাখ একরের জন্য (১ একর=৩ বিঘা) চাই আড়াই লাখ টনের কিছু কম। দেখা যাইতেছে যে, চাষের জন্য নেহাৎ অল্প মাত্র বীজ আবশ্যক হয়। তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। বাংলা দেশ হইতে রপ্তানি হয় যত চাউল, তাহার পরিমাণ নেহাৎ কম। বিদেশ হইতে যে চাউল আমদানি হয় তাহার হিসাব করিলে রপ্তানিও ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

প্রঃ—তবে কি আপনি মনে করেন যে, বাংলার নরনারীর কোনো দুঃখ নাই? ফলেই কি সোনার সংসার পাতিয়া বসিয়া আছে?

উঃ—রাধা মাধব! আমার বক্তব্য ঐরূপ নয়। আমার বক্তব্য কিন্তু জটিল। মাত্র এইটুকু বলিতে চাই যে, বাঙালীর যাই বয়চায় যত লাগে তাহার চেয়ে বেশ-কিছু বেশী চাউল বাংলাদেশে উৎপন্ন হয় এবং থাকিয়া যায়। অর্থাৎ বয়কটি হইলে বয়েক লাখ লোককে কি বেলায় এক পোয়ার ঠাইয়ে এমন কি জেড় পোয়া পর্য্যন্ত দিলেও বঙ্গজননীর হাড়ী অন্নপূর্ণার হাড়ীই থাকিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে বাঙালী যত গরীবই হউক, বাংলাদেশে ভাতের পরিমাণ সমগ্র ভাতের পক্ষে কম নয়। ভাতের অভাবে বাঙালীকে মরিতে হইবে না। ভাত ছাড়া অন্যান্য জিনিষও অবশ্য আছে ধরিয়া লইয়াছি। তবে "দুধে ভাতের" অবস্থা যাহাকে বলে, বাঙালী সেই স্বর্গ-সুখে নাই। কিন্তু আজও "ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা ভরা আহ্লাদে।" দারিদ্র্য ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও অনেক দিন থাকিবে। তবে মরিবার অবস্থা এ নয়। সাহসের সহিত দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই চালাইয়া চলা কর্ত্তব্য। দারিদ্র্য-বিহীন সম্পদ্ আর লড়াই-বিহীন উন্নতি আমার ধনবিজ্ঞানও জানে না, সমাজবিজ্ঞানও জানে না।

প্রঃ—কিন্তু মোটের উপর মনে হইতেছে যে, আপনি দেশের দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির অস্তিত্ব স্বীকারই করেন না।

উঃ—তাহা হইলে দেখিতেছি যে, আপনি আমার আলোচনার ত্রিসীমানায়ই পা বাড়াইলেন না। আমার বিচারে প্রতি মুহূর্ত্তেই মানুষকে বলিতে হয় :—"এত উচ্চে উঠেছি তবু উচ্চতমের অনেক বেশি।" দারিদ্র্য, দুঃখ, দুর্য্যোগ ইত্যাদি কাটাইয়া খানিকটা উঠিলাম বটে। কিন্তু হাত ছাড়িয়া বাঁচিবার সময় এখনো পাই-নাই। কোনো দিনই পাইব না। অর্থাৎ দারিদ্র্য-বিজ্ঞানই আমার ধনবিজ্ঞানের ভিত্তি। আর সমাজ-বিজ্ঞানের খোরাক রাখিয়াছি পতনের ভয়, অবনতির আতঙ্ক, ঘাটতির সম্ভাবনা। সম্পদের কথা ধনবিজ্ঞানের আপাত দেখা যায় বটে,—কিন্তু আসল কথা দারিদ্র্য, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই। সেইরূপ বাড়তির কথা, উন্নতির কথা, চড়াইয়ের কথা, দিগ্‌বিজয়ের কথা সমাজ বিজ্ঞানের আপাত রাখিয়া থাকি বটে। কিন্তু আসল আলোচ্য বস্তু দুর্গতি, ঘাটতি, ধ্বংস, উৎরাই, অবনতি আর এই সবের সঙ্গে হামেশা হাতাহাতি, এইগুলার আব্‌-হাওয়ায়, এইগুলাকে কলা দেখাইয়া এইগুলার অস্তিত্ব সত্ত্বেও স্তরে-স্তরে উন্নতি।

প্রঃ—তাহা হইলে বাংলাদেশের আর্থিক দুর্গতি, অবনতি, ঘাটতি ইত্যাদি সম্বন্ধে এইবার কিছু বলুন।

উঃ—তাহাতে একটা বিশ্বকোষ বাড়িয়া ফেলিতে হইবে। তাহা সম্ভব নয়। তবে ভাতের অর্থশাস্ত্র লইয়াই আবার একটা কথা বলিতেছি। দুর্ভিক্ষ আর দারিদ্র্য কাহাকে বলা হয় বুঝা যাক। সম্পদের ভিতরও যে দারিদ্র্য থাকিতে পারে ইহা বুঝিতে পারাই আসল কথা। দারিদ্র্যও আপেক্ষিক সম্পদ্‌ও আপেক্ষিক।

জেলার ভিতর অথবা বাংলাদেশে যথেষ্ট চাউল উৎপন্ন হইলেই যে হরেক জেলার প্রত্যেক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিজ নিজ পেট পূরিবার মতন ভাত পাইবে এমন কোনো কথা নাই। কেন না দুইবেলা বাঁচাইবার যোগ কোনো লোকের কোষ্ঠিতে লেখা আছে কিনা তাহা পল্লী-কিষাণের উৎপন্ন চাউলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, তাহা নির্ভর করে প্রত্যেক লোকের রোজগার করিবার ক্ষমতার উপর, আর রোজগারের পরিমাণের উপর। ধন-বিতরণ বা সম্পদ্-বণ্টনের মামলায় আসিয়া পড়িলাম। রোজগারের সুযোগ যদি না জোটে অথবা মেহনতের মাপে রোজগার যদি না জুটে, তাহা হইলে বাড়ীর পাশে মুদীর দোকানে অঢেল চাউল বস্তাবন্দি হইয়া পড়িলেও, [illegible] লোক দুর্ভিক্ষে মরিতে পারে।

কাজেই দুর্ভিক্ষের কথা শুনিবামাত্র জেলার ভিতর কোথাও চাউল নাই অথবা বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয় না যখন-তখন এরূপ সমস্যিয়া রাখা ঠিক হইবে না। কতকগুলা লোক খাইতে পাইতেছে না বলিয়া দেশসুদ্ধ লোক অনাহারে ভুগিতেছে এরূপ বুঝা ভুল। বাংলা দেশে দারিদ্র্য আছে ইহা প্রমাণ করা অতি সোজা। এই দারিদ্র্য একমাত্র শ্রেণী-গত নয়, ইহা দেশ-গতও বটে; সমগ্র দেশব্যাপী দারিদ্র্য। ইহা বুঝিবার জন্য গলদ্‌ঘর্ম হইতে হয় না। কিন্তু বাংলাদেশের দারিদ্র্য "বাড়িতেছে" ইহা প্রমাণ করা বড় কঠিন। অর্থশাস্ত্রের তরফ হইতে চরম কথা নিরূপণ। চাউল যদি দেশে একদম উৎপন্নই না হয় তাহাতেও আঁৎকাইয়া উঠিবার কারণ নাই। কেন না লোকগুলার ট্যাঁকে যদি পয়সা থাকে তাহা হইলে দুনিয়ার গলিঘোঁচ হইতে চাউল কিনিয়া আনা সম্ভব। অর্থাৎ সেই অবস্থায় দেশের ভিতরকার দুর্ভিক্ষ দুঃখের অবস্থাও নয়, দারিদ্র্যও নয়। ইহাকেই বলে দুর্ভিক্ষকে কলা দেখানো।

প্রঃ—আপনি ভিন্ন ভিন্ন জেলার উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ সম্বন্ধে অঙ্কগুলা পাইলেন কোথায়?

উঃ—দুঃখের কথা এই সব অঙ্ক ছাপার হরপে সরকারী কাগজপত্রে দেখি নাই। তবে বাংলা সরকারের কৃষি-দপ্তরে এইসকল তথ্য ও সংখ্যা মজুদ আছে। সৌভাগ্য আফিস হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শ্যাল মিউজিয়ামের পরিচালক জনৈক নিরোগী অঙ্কগুলা সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৯৩৬ সনে তিনি "কম্পেণ্ডিয়াম" নামে কমার্শ্যাল মিউজিয়ামের বিবরণী ছাপিয়াছেন। তাহার ভিতর অন্যান্য অনেক তথ্য ও সংখ্যার সঙ্গে চাউল বিষয়ক সংখ্যাগুলা ছাপা হইয়াছে। এই সংখ্যাগুলির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত হইতে পারে। নেহাৎ সংক্ষেপে আমার ব্যাখ্যাটা প্রচার করিলাম।

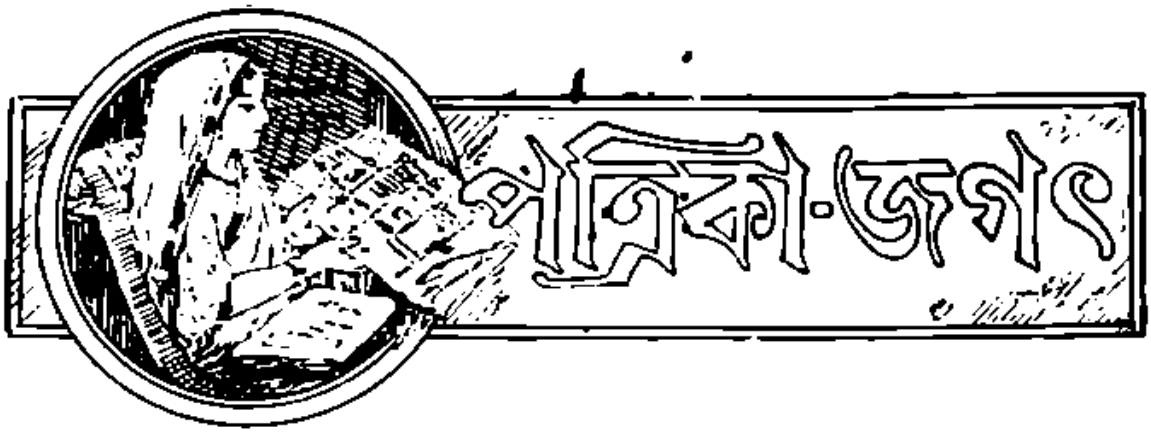

"দি টি অ্যাণ্ড রবার মেইল"

(২১শে জুলাই, ১৯৩৮)

১। চায়ের ভবিষ্যৎ।

২। চায়ের প্রচার কার্য্য।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নিম্নোক্ত দেশসমূহে চায়ের প্রচার কার্য্যের জন্য অর্থব্যয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	পাউণ্ড
মার্কিণরাজ্য	১৭৭,৫০০
যুক্তরাজ্য	৬৮,৫০০
ক্যানাডা	৪০,০০০
ইয়োরোপ মহাদেশ	৪০,৫০০
অষ্ট্রেলিয়া	২১,৬০০
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৪,০০০
মিশর ও অদূরপ্রাচ্য	১১,৭৭৫
	৩৭৭,৮৭৫

"সুইডিশ এক্সপোর্ট"

(জুলাই, ১৯৩৮)

ষ্টকহল্‌মে নূতন রেডিয়াম হাসপাতাল।

সুইডেনে আগামী আন্তর্জ্জাতিক ঘটনা।

সুইডেনে মার্কিণ রবার ফ্যাক্টরী।

"আইরিশ ট্রেড্ জারন্যাল্ অ্যাণ্ড ষ্টাটিষ্টিক্যাল বুলেটিন"

(জুন, ১৯৩৮)

বৈদেশিক বার্ত্তা।

স্যামন্ মৎস্য ধরিবার ব্যবস্থা।

মে মাসে জীবিকার্জ্জনের ব্যয়।

"দি গ্লাসগো চেম্বার অব কমার্স"

(জুলাই, ১৯৩৮)

সম্পাদকীয়।

জাহাজ নির্ম্মাণ ব্যবসা।

আর্থিক বার্ত্তা।

বাণিজ্যিক আইন।

জীবিকার্জ্জনের মাপকাঠি।

"হাইড্ অ্যাণ্ড লেদার"

(৯ই জুলাই, ১৯৩৮)

১। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে গৃহপালিত পশুর চামড়ার উৎপাদন হ্রাস।

বিগত এপ্রিল মাসে গৃহপালিত পশুর চামড়া উৎপাদন ১,৩৭৬,০০০ পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন ছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের ১,৬১৭,০০০ এবং এপ্রিল মাসের ২,০২৫,০০০টি গৃহপালিত পশুর চামড়া উৎপাদিত হইয়াছিল।

এপ্রিল মাসে সর্ব্বপ্রকার গৃহপালিত পশুর চামড়ার ষ্টক ১৩,০২৯,০০৩ হ্রাস পাইয়াছিল। ইহা ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের শেষভাগে ১৪,৫৭৬,০০০ এবং ৩০শে এপ্রিলের ৫৪,৭৩৩,০০০টি চামড়ার সহিত তুলনায় অনুরূপ। বিগত এপ্রিল মাসে ৫৪১,০০০টি চামড়া অর্থাৎ ৩·৮ পারসেণ্ট হ্রাস পাইয়াছে।

২। হেম্‌বার্গে আন্তর্জাতিক চামড়া বিক্রেতার সম্মিলনী।

"হার্ডউড্ রেকর্ড"

(জুন, ১৯৩৮)

সমালোচনা।
কাঠ ব্যবসা।

"ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার রিভিউ"

(জুন, ১৯৩৮)

১। স্থায়ী এগ্রিকালচারাল্স কমিটির প্রথম সেশন্।

২। সামাজিক নিরাপত্তা এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের শ্রমিক।

৩। আর্থিক ও সামাজিক গঠনে কো-অপারেটিভ্ সোসাইটীর কার্য্যকারিতা।

"ওরিয়েণ্টাল ইকনমিষ্ট"

(এপ্রিল)

বিদেশী এক্সচেঞ্জের ওঠা-নামা বন্ধ।
মাঞ্চুকুওতে জাপানের পুঁজি।

৩। উদ্‌ভিদের বর্ধনি দ্রব্য।

৪। মিঃ রেয়াস নিয়ন্ত্রীকরণ সম্বন্ধে।

৫। জাপানের শিল্প-বিজ্ঞান।

"ইনসিওরেন্স অ্যাণ্ড ফিনান্স"

১। ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল ইনসিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ।

২। ওয়ার্কমেন্স্ কম্পেনসেশন।

ইনসিওরেন্স হেরাল্ড

ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইন্সটিটিউট্।

২। দি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এবং বীমাবিজ্ঞান।
ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল ইনসিওরেন্স।

দি ইকনমিক রেকর্ড

(ডিসেম্বর, ১৯৩৭)

অষ্ট্রেলিয়ার বিংশশতাব্দীর ব্যাঙ্ক।
নিউজিল্যাণ্ড এক্সপোর্টের মূল্য দৃঢ়তা।
মাহিয়ানার হার নির্দ্ধারণ তথ্য।
রাশিয়া ১৯০০—১৯৩৬।
নিউজিল্যাণ্ডে সম্ভবপর মাহিয়ানা নীতি।

"মান্থলি ক্রপ্ রিপোর্ট অ্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্স

(জুন, ১৯৩৮)

১। আন্তর্জ্জাতিক গম বাণিজ্য ১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৮ সনের ভবিষ্যৎ ফসল।

২। বিট্‌পালনের ফসল সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য।

৩। মধ্য-জুনের আঙ্গুর ফসলের আবহাওয়া।

৪। পৃথিবী জীবের খাদ্য ফসল সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা।

৫। ১৯৩৭ সনে মাখনের বাণিজ্য ও লাভ।

"লেবার ইনফরমেশনস বুলেটিন্"

(এপ্রিল, ১৯৩৮)

১। নিউইয়র্ক সাজ-তৈরির কলকারখানার মাহিনা নির্দ্দেশ।

২। ১৯৩৭ সনের ব্যবসায় ক্ষতি ও লাভ।

৩। নারী শ্রমিক।

৪। কলকারখানার মজুরদের আঘাতের বহর ১৯৩৬ সনে।

৫। ১৯৩৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কার্য্যদান এবং রিলিফ্।

"কটন প্রগ্রেস ইন্ ব্রাজিল" এন্ এস্ পিয়ার্স আন্তর্জাতিক কটন ফেডারেশন সেক্রেটারী; মিচ্‌ল্যাণ্ড হাউস; ২৬ ক্রসষ্ট্রীট; মাঞ্চেষ্টার; ইংলণ্ড; পৃঃ ১৮২; মূল্য ১০ শিলিং ৬ পেন্স।

সম্প্রতি ব্রাজিলের তূলার ব্যবসা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১১১ খৃষ্টাব্দে ব্রাজিল ৬৭,২৭৫ বেল্ তূলা রপ্তানি করিয়াছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ৯২১,৯৪৩ বেল্ তূলা এই দেশ রপ্তানি করিয়াছিল। মার্কিণ কটন কণ্ট্রোল আইন কার্যকরী হইবার সময় হইতে লাঙ্কাশায়ারে এবং দুনিয়ার বাজারে ব্রাজিল প্রধান তূলা সরবরাহকারী দেশরূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। আন্তর্জাতিক কটন ফেডারেশনের সেক্রেটারী মিঃ পিয়ার্স তূলার সমাদর বিষয়ে রিপোর্ট দিবার জন্য ব্রাজিলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাহার রিপোর্টে মিঃ পিয়ার্স বিবিধপ্রকার তূলা ও ইহার শ্রেণী নির্ণয়ের প্রচলিত প্রথা এবং তূলা উৎপাদনের খরচ প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণের সন্নিবেশ করিয়াছে। মিঃ পিয়ার্স অধিকন্তু ব্রাজিল তূলার বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সার্ভে করিয়াছেন। ব্রাজিলে তূলা উৎপাদন করিতে এত কম খরচ লাগে যে, ইহার তূলা উৎপাদনকারী দেশসমূহে পৃথিবীর বাজারে প্রতিযোগিতায় দেশবিদেশের প্রায় তূলা উৎপাদনকারীদের সঙ্গে জয়ী হইবে। বর্ত্তমান গ্রন্থটি ইংরেজী ভাষায় ব্রাজিলের তূলা বিষয়ে লিখিত সুসংকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে বিবিধপ্রকার মানচিত্র, ফটোগ্রাফ ও ষ্ট্যাটিষ্টিকসের সন্নিবেশ হইয়াছে।

"পাব্লিক ফিনান্স" কৃষ্ণকুমার শর্ম্মা; এম এ, বি কম; বালোর প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাব্লিশিং কোং লিমিটেড্; বালোর সিটি; ১৯৩৭; পৃঃ ৩১৩; মূল্য ৩৲।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে পাব্লিক ফিনান্সের আবশ্যকতা সমধিক পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই মিঃ শর্ম্মার সার্ভের মূলনীতি ও ভারতের অবস্থার মধ্যে ইহার প্রয়োগ সাধারণ পাঠকবর্গ এবং কলেজের ছাত্রবৃন্দ প্রত্যেকেই অবশ্য পাঠ করিবে। এই পুস্তকের ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও সহজ হইয়াছে। এই গ্রন্থ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রবৃন্দ ও সাধারণ পাঠকবর্গের বিশেষ উপকারে আসিবে সন্দেহ নাই।

"কমার্শ্যাল্ রিলেশন্স বিটুইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড জাপান" সি, এন্, ভকীল এবং ডি, এন্, মেসুট্টি; লঙ্‌ম্যান্স গ্রীন্ অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড্; বোম্বে; মূল্য ৫৲ পৃঃ ২১০।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানের অবস্থা বর্ত্তমান ভারতের অবস্থার অনুরূপ ছিল। কিন্তু তদবধি জাপানের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান পুস্তকে জাপানের শিল্প-সংপ্রসারণের বিবিধ প্রকার কারণসমূহের বিশেষ বর্ণনা করা হইয়াছে। মার্কিণ-রাজ্যের পরেই জাপান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তূলা ব্যবহার করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যে যুক্তরাজ্যের অব্যবহিত পরেই জাপানের স্থান। কাঁচা এবং নির্ম্মিত তূলা যদিও এই দুইটী দেশের প্রধান বাণিজ্য পণ্য তথাপি আধুনিক কালে তূলা ব্যতিরেকে, ভারতবর্ষে অন্যান্য পণ্যের আমদানি সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহার সহিত ভারতে নির্ম্মিত পণ্যের প্রতিযোগিতা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

এই গ্রন্থে মেসার্স ভকীল এবং মেসুট্টি ভারতবর্ষে জাপানের অভাবনীয় কৃতকার্য্যতার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারদ্বয় জাপানের আর্থিক, সোড়া-

পত্তন ও জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য সংপ্রসারণ সম্পর্কে সরকারী নীতির বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। লোকের সামাজিক সংস্থিতি এবং জাপান সরকারের জাতীয় নীতি জাপানের শিল্প-সংপ্রসারণের অন্যতম কারণ। পুস্তকটিতে সর্বসুদ্ধ আটটী অধ্যায় আছে। প্রথম দুইটি অধ্যায়ে জাপানের আর্থিক সম্বলের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়দ্বয়ে ব্যবসা সম্পর্কিত ষ্টাটিষ্টিকস সন্নিবেশিত হইয়াছে। তৎপরবর্তী অধ্যায়দ্বয়ে ষ্টাটিষ্টিকসের বিশ্লেষণ এবং অতি সংক্ষেপে ব্যবসার গতির বর্ণনা করা হইয়াছে। তৎপরবর্তী অধ্যায়ে ইহার পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে জাপান হইতে আমদানি পণ্যের সহিত ভারতের প্রতিযোগিতার প্রকৃতির বিষয় পরীক্ষা করা হইয়াছে। সর্বশেষ অধ্যায়ে ১৯৩৪ এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারত ও জাপানের মধ্যে ব্যবসাচুক্তির সমালোচনাপূর্ণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

এই পুস্তকে সন্নিবেশিত ষ্টাটিষ্টিকস হইতে ইহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইতে পারা যায় যে, ব্যবসা মন্দার সময় ভারতের বাজারে অন্যান্য বিদেশসমূহের তুলনায় জাপান অপেক্ষাকৃত অনেক কম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। বর্তমানে ভারতে জাপানের আমদানি ও রপ্তানির অবস্থা এইরূপ যে, ইহা ভারতীয় অর্থশাস্ত্র ও রাজনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে অনেক মনোমালিন্য ঘটাইতে পারে। গ্রন্থকার-দ্বয়ের মতে ভারতবর্ষের বাজারে অন্যান্য বিদেশসমূহের তুলনায় জাপানের আপেক্ষিক কৃতকার্যতার প্রধান কারণ ইয়েনের মূল্য হ্রাস, শ্রমিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য, জাপানের শিল্পীয় সম্বন্ধ, তাহার বাণিজ্যের ভিত্তি, ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকৃষ্ট উপায়, নৌবাণিজ্যের সংপ্রসারণ, ব্যবসা ও শিল্পের সাহায্যকল্পে ব্যাঙ্ক ও টাকাকড়ি প্রভৃতি। বর্তমান পুস্তকের গ্রন্থকারদ্বয়ের অভিমত এই যে, জাপান ভারতবর্ষের কাঁচা তুলা ব্যতীত আরও সুদীর্ঘকাল চলিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ এবং চীনের ব্যবসা সংপ্রসারণ অদূর ভবিষ্যতে জাপানের শিল্প সংপ্রসারণের ব্যাঘাত জন্মাইবে। সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় শিল্পদ্রব্য নির্মাণকারীদের নিকট সান্ত্বনা-জনক হইলেও ইহার চরম নিষ্পত্তি ভবিষ্যতের গর্ভে বিলীন।

'দি মারার্ড ইণ্ডিয়া ইন্‌ভেষ্টর, ১৯৩৮" কোঠারী অ্যাণ্ড সন্স: ওরিয়েণ্টাল্ বিল্ডিংস মাদ্রাজ; মূল্য ৭৷০।

যদিও বর্তমান সময় পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতবর্ষ বিশেষ-রূপে বোম্বাই শিল্পে ব্যাপৃত ছিল, সম্প্রতি হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিক প্রোজেক্টস্ সংস্থাপন তন্নিকট অঞ্চলসমূহে শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যবসার উৎসাহ দানে করিয়াছে। তদ্দরুণ ইন্‌ভেষ্টর হ্যাণ্ডবুক এবং গাইডএর প্রয়োজনীয়তা ক্রত অনুভূত হইতেছে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কোঠারী অ্যাণ্ড সন্স বর্তমান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার প্রকাশকগণ বিশ বৎসরের অধিক দক্ষিণ ভারতের শিল্প ব্যবসার সহিত বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুতরাং তাহারা এই গ্রন্থ রচনার বিশেষ উপযুক্ত।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের বর্দ্ধিত ও পরিসংশোধিত সংস্করণে ভারতের বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর ম্যানেজমেণ্ট, ভারতীয় এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিজ বরোদা ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রুল, মিউনিসিপ্যাল রুল, ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট এবং অপরাপর ট্রাষ্ট সিকিউরিটির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে মাদ্রাজ ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন এবং কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ আইনকানুন দালালির হার ষ্ট্যাম্প, শেয়ার পরিবর্তনের খরচ বৃটিশ এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আয় প্রভৃতির বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে প্রধান প্রধান জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর লিষ্ট, বিবিধ প্রকার আবশ্যকীয় বার্ত্তা, দক্ষিণ ভারতীয় ইন্‌ভেষ্টরের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও আনন্দদায়ক হইবে। অধিকন্তু ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, কাপড়ের কল, চা, রবার এবং মাইনিং কোম্পানী, পাব্লিক ইউটিলিটি কোম্পানী চিনির কোম্পানী প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত বিবরণ জনসাধারণের বিশেষ উপকারে আসিবে। যদিও দক্ষিণ ভারতীয় ইন্‌ভেষ্টরদের উপকারে আসিবে তথাপি ইহাতে বিবিধ প্রকার কোম্পানী বিষয়ে এমন অনেক মূল্যবান সংবাদ

আছে যাহা উত্তর অথবা দক্ষিণ ভারতেই হউক প্রত্যেক ব্যবসায়ী কর্তৃক সমাদৃত হইবে।

"এডুকেশন অ্যাণ্ড দি সোশ্যাল ক্রাইসিস ইন্ ইয়োরোপ" (ইয়োরোপে শিক্ষা এবং সামাজিক বিপর্যয়) বেনহোল্ড সোয়ার কর্তৃক লিখিত, লণ্ডন: ইভান্স; ১২৪ পৃঃ; মূল্য ২ শিলিং ৬ পেন্স।

এই পুস্তকখানিতে আধুনিক ইয়োরোপের অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা করা হইয়াছে ইহাতে বহু তথ্যপূর্ণ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষার যে অবস্থা সেই সম্বন্ধে আলোচনা লইয়া পুস্তকখানি আরম্ভ করা হইয়াছে। এখানে লেখক দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, কেবলমাত্র বুদ্ধিশক্তির বৃদ্ধি বা চরিত্রের গঠন হইলেই শিক্ষার সমাপ্তি বা চরম ফল হইল বলিয়া ধরিলে চলিবে না। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুদিন যাবৎ হাতের কাজ শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা তিনি দেখাইতে চাহেন। লেখাপড়া শেষ করিবার পরও যেন শিল্প-শিক্ষা বা যন্ত্রপাতি বিষয়ক শিক্ষা ভাল করিয়া চালান হয়। শেষের কয়েকটী অধ্যায়ে কতকগুলি অতি চমৎকার এবং নিরপেক্ষ শিক্ষা সম্বন্ধীয় উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। যাহারা ভাল মেধাবী বালক তাহাদের শিক্ষার জন্য একটা উপায় "উনিভার্সিতে দু ত্রাভাই" নামক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ফরাসী দেশে শিক্ষানবিশি খাটার জন্য যে সব কানুন আছে তাহাও তিনি আলোচনা করিয়াছেন। বেলজিয়মে "ফ্রান্সিস্ত উনিভার্সিতেয়ার" এবং প্যারিসের "আতেলিয়ে-এক্সপ্" সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ডেনমার্কের বিদ্যালয়, কো-অপারেটিভ মুভমেণ্ট এবং তাহার গোড়াপত্তন সম্বন্ধে অতি পরিষ্কারভাবে লিখিয়াছেন। বিদ্যা-শিক্ষা শেষ করিবার বয়স সম্বন্ধে যে অধ্যায়টী লিখিয়াছেন তাহা গবেষণাপূর্ণ এবং সত্যই লেখকের শ্রমসাধ্য লেখা বলিয়া মনে হয়। ইহা হইতে অনেক শিক্ষা-বিষয়ক ব্যাপার জানিবার আছে এবং মনে হয় আমাদের মত যাহারা পশ্চাতে পড়িয়া আছেন তাঁহারা অগ্রগামী হইবার জন্য নূতন কিছু আলো ইহা হইতে পাইতে পারেন।

"ইয়োরোপ অ্যাট্ প্লে"; এস্, এইচ, উইয়ার; নিউ ইয়র্ক; এ, এস্, বার্নেস্; ১৯৩৭; ৪৮৯ পৃঃ; মূল্য—১০ ডলার।

১৯৩৬ সনে যখন দ্বিতীয়বার ইণ্টারন্যাশন্যাল রিক্রিয়েশন্ কংগ্রেসের বৈঠক বসে সেই সময়ে ওবরলেণ্ডার ট্রাষ্ট এই বিরাট ব্যাপারটী সংগ্রহ করিয়া রাখে। লেখক উক্ত বৈঠকে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনে কতক বিষয় জানিতে পারেন এবং তৎপরে ইয়োরোপের বহু রিক্রিয়েশন অনুষ্ঠানে ভ্রমণ করিয়াও জ্ঞান অর্জন করেন। পুস্তকখানিতে বহু ছবি দেওয়া আছে তাহাতে দেখান হইয়াছে যে, বিভিন্ন দেশের লোকে কাজের বাহিরের সময়ে কত রকমের কাজ করিয়া থাকে। লেখক সাধারণ ভাবেই রিক্রিয়েশন সম্বন্ধে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু শেষের অধ্যায়ে কেবলমাত্র কতগুলি কেন্দ্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যেমন ইতালী, বেলজিয়াম এবং জার্মাণি। জার্মাণিতে যে বৈঠক বসে সে সময়ে লেখক উক্ত স্থানে যান এবং দেশটীও পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবসর পান। সেই জন্য অধিকাংশ "তথ্য" জার্মাণ দেশ হইতে লওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানির অধিকাংশ স্থানেই মুক্ত বায়ুতে স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায় দেহ-শিক্ষা সম্বন্ধে বা ইয়োরোপের খেলাধূলা বিষয়ে নানা উপমামূলক সংখ্যার আহরণ দেখা যায়। অষ্টম অধ্যায়ে শিক্ষামূলক অধিকন্তু সময়ের ব্যবহার সম্বন্ধে অতি সুন্দর আলোচনা করা হইয়াছে। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের গানবাজনা কনসার্ট, থিয়েটার প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ গবেষণায় পুস্তকখানি সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। "ইন্টেলেকচুয়াল ইনষ্টিটিউট্ অব্ ইন্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন" এর প্রকাশিত "পপুলার আর্ট এবং ওয়ার্কার্স লিজার" সম্বন্ধে পুস্তকখানিকে ভিত্তি করিয়া লেখক "কলা" সম্বন্ধে একটী অধ্যায় লিখিয়াছেন। দশম অধ্যায়ে সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। "কোনি" "বালিলা" এবং লপ-লাণ্ড প্রভৃতি ইতালীর অনুষ্ঠান, মিউনিসিপ্যাল

পপুলার এডুকেশন কমিটি হাঙ্গারিতে এবং চেকো-স্লোভাকিয়ার "সোকোল" সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে।

"ইকনমিক প্ল্যানিং ইন্ অষ্ট্রেলিয়া, ১৯২৯-১৯৩৬", উইলিয়ম্ কপার্ট ম্যাকলাউরিন; লণ্ডন; পি এস কিং; ১৯৩৭; ৩০৫ পৃঃ।

এই পুস্তকখানিতে অষ্ট্রেলিয়ার ১৯২৯ হইতে ১৯৩৬ সনের মধ্যে অর্থনীতি সম্বন্ধীয় মতবাদসমূহ অতি পরিষ্কার ও সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। লেখকের মতে যে যে উপায় ঐ সময়ে অবলম্বন করা হইয়াছিল কেবলমাত্র চাষ আবাদের বিষয় ছাড়া আর সকল বিষয়ে সফল হইয়াছিল বলিতে হইবে। লেখকের বিশ্বাস যে যে কোন দেশই হউক না কেন-নিয়মিত উপায় নিরূপণ করিয়া তাহা বিশেষভাবে নিয়োজিত করিলে নিশ্চয়ই সুফল পাইবে।

'ইজি মনি'; লাইওনেল এ ভি; নিউম্যানেন; ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস; লণ্ডন; হামফ্রে মিলফোর্ড।

ইউনাইটেড ষ্টেটের অল্প সুদের হারের সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা করিয়াছেন। এই জন্য বণ্ডের দাম চড়িয়াছে। কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী করা যাইতে পারে না। এ রকম সুদের হার নিয়ন্ত্রীকরণ মতবাদী দেশের অর্থসমস্যার একটা নীতিরূপে ধরিয়া থাকিলে বহুদিন যাবৎ সেই নীতি সংরক্ষণ করা সম্ভব নহে।

১। "কো-অপারেটিভ এনটারপ্রাইজ" (সমবায় প্রচেষ্টা); ডেকর বেকার; নিউইয়র্ক; ডাব্লুগার্ড প্রেস; ১৯৩১, ২৬৬ পৃঃ।

২। "দি টুইলাইট অব্ আমেরিকান ক্যাপিট্যালিজম্" (মার্কিন পুঁজিতন্ত্রের গোধূলি) ইহা "নিউ ডিল" সম্পর্কীয় পুস্তক; লণ্ডন; ক্লিফ; ১৯৩৭; ২১৮ পৃঃ

৩। "এ্যান্টি-স্লেভারি অ্যাণ্ড এবরিজিনস্ প্রোটেকশন্ সোসাইটি" (দাসত্ব বিরোধী এবং আদিম অধিবাসিগণের রক্ষা অনুষ্ঠান); লণ্ডন; ১৯৩৭।

৪। "দি ইকনমিকস অব দি সালফিউরিক্ এসিড্ ইন্ডাষ্ট্রি" (সালফিউরিক এসিড তৈয়ারীর কলকারখানার অর্থনীতি), থিওডোর ক্রেপস্; ষ্টানফোর্ড বিজনেস্ সিরিজ; ক্যালিফর্ণিয়া; ষ্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; লণ্ডন; হাম্ফ্রে মিলফোর্ড; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; ১৯৩৮; ২৪৪ পৃঃ মূল্য ৪ ডলার।

৫। "চাইল্ড্ লেবার অ্যাণ্ড দি নেশন্স্ হেল্থ্" (শিশু শ্রমিক এবং জাতির স্বাস্থ্য); বস্টন্; ক্রিষ্টোফার পাবলিশিং হাউস্; ১৯৩৭; ৩২ পৃঃ মূল্য ৪০ সেন্ট।

৬। "দি ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার অর্গ্যানিজেশন্ অ্যাণ্ড সিমেন" (আন্তর্জাতিক শ্রমিক এবং নাবিকসঙ্ঘ); হোম্যান এল্মো; জেনেভার স্পেশ্যাল ষ্টাডি; অষ্টম ভলিউম্; ১নং জেনেভা; ১৯৩৭; ১৭ পৃঃ।

৭। "ক্যাপিট্যাল অ্যাণ্ড এম্প্লয়মেণ্ট" (মূলধন এবং চাকুরী); আর্ থি হর্ট্রে; লণ্ডন; নিউইয়র্ক; টোরোণ্টো, লংম্যান্স্ গ্রীন; ১৯৩৭; ৩৪৮ পৃঃ।

৮। "লেবার কণ্ডিশন্ ইন্ জেপানিস্ এগ্রিকালচার" (জাপানী চাষ-আবাদে শ্রমিকের অবস্থা); হিতেতোষী ইপেবি; টোকিও; মারুজেন; ১৯৩৭, ৮৮ পৃঃ।

৯। "দি ইণ্ডিয়ান কটন্ টেক্সটাইল ইন্ডাষ্ট্রি"; এম্ পি গান্ধী; কলিকাতা; এম্ পি গান্ধী; ১৯৩৭; ১৭৮ পৃঃ।

১০। "ইজি মনি" লায়োনেল এ ষ্টি; (অল্প সুদ সম্বন্ধে গবেষণা) নিউ হেভেন্; ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস; লণ্ডন; হাম্ফ্রে মিলফোর্ড; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; ১৯৩৭; ১৮৩ পৃঃ; মূল্য ২ ডলার।

১১ "পপুলেশন্ সাইক্ল্স্ অ্যাজ এ কজ অব বিজনেস্ সাইক্ল্স্" (মনুষ্য সংখ্যার বিপর্য্যয় হইল বাণিজ্যে বিপর্য্যয়ের কারণ; আগষ্ট লস্; (কোয়ার্টারলি জারনেল অব ইকনমিক্স্ হইতে পুনর্মুদ্রিত।

১২। "ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিকন্ষ্ট্রাকশন অ্যাণ্ড দি কণ্ট্রোল অব কম্পিটিশন্" (দি ব্রিটিশ এক্সপেরিমেণ্টস) শিল্প-বাণিজ্যের পুনর্গঠন এবং প্রতিযোগিতার দমন), আর্থার সুকাস্; লণ্ডন, নিউইয়র্ক, টোরোণ্টো লঙম্যান্স্ গ্রীন্; ১৯৩৭; ৩৮৪ পৃঃ।

১৩। "ইকনমিক প্ল্যানিং ইন্ অষ্ট্রেলিয়া" ১৯২৯-১৯৩৬ (অষ্ট্রেলিয়ার আর্থিক মাপজোক) ১৯২৯-১৯৩৬; উইলিয়ম হিউপার্ট ম্যাকলাউরিন; লণ্ডন, পি এস্ কিং, ১৯৩৭, ৩০৪ পৃঃ।

১৪। "দি ইকনমিক রিফরম্স্ অব লাষ্টিং প্রস্পারিটি অ্যাণ্ড পিস্" (স্থায়ী উন্নতি এবং শান্তির জন্য অর্থনীতির পুনর্গঠন); এ জি মণ্ড্রিগর; লণ্ডন; ইকনমিক রিফর্ম ক্লাব; ১৯৩৭, ৪২ পৃঃ; মূল্য ৯ পেন্স।

ধনবিজ্ঞানের অষ্ট্রীয়ান্ রীতি

শ্রীবরীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্.এ, বি-এল্

প্রাচীন অর্থশাস্ত্রীদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে প্রয়োজন সাধন ক্ষমতার সহিত মূল্যের একটা অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে। তবে তাঁহারা অনেকটা স্বতঃসিদ্ধের মত ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, প্রয়োজন সাধন-ক্ষমতার উপরই চাহিদা নির্ভর করে। একথা ইংরাজ অর্থনীতিকগণ সম্বন্ধে যতখানি প্রযোজ্য ফরাসী ও ইতালীয়ান্ অর্থনীতিবিদ্গণ সম্বন্ধে ততটা নহে। জার্মাণ গসেন্, ও ফরাসী - তাঁহারা এই ভাবেই চিন্তা করিয়াছেন। জেভন্সের সমসাময়িক একদল অষ্ট্রীয়ান্ অর্থশাস্ত্রী এই চিন্তাধারার গভীরতর বিশ্লেষণ করেন। এই গোষ্ঠি প্রয়োজন সাধন ক্ষমতার বিশ্লেষণ এরূপভাবে করেন যে, চিত্ত সম্বন্ধীয় উপকরণগুলিকে (সাবজেক্টিভ এলিমেন্ট্স্) ভিত্তি করিয়া একটী মূল্যতত্ত্ব খাড়া করা সম্ভব হয়। এই মতাবলম্বীদের উপর জার্মাণ আধিক সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মূল্যতত্ত্ব

যে বৎসর জেভন্স্ "থিওরী অব্ পলিটিক্যাল ইকোনমি" প্রকাশ করেন, সেই বৎসরই (১৮৭১ খৃঃ) কার্ল মেঙ্গার "গ্রুন্ডসেট্সে ডার কোন্কৃপ্তিভ্ইশাফ্ট্স্লেরে" প্রকাশিত করেন। মেঙ্গার বুঝিয়াছিলেন যে, আধিক তত্ত্ববিষয়ে অনেক মনীষীই আস্থা হারাইয়াছিলেন; তাই তিনি অসঙ্গতিগুলি দূর করিয়া আধিক তত্ত্বগুলিকে একটা নূতন ইজ্জৎ দিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, সব জিনিষই কার্য্য-কারণ নিয়মে আবদ্ধ। ধনবিজ্ঞানে মানুষের অভাব বা আকাঙ্ক্ষাই মূল কথা। যেসকল বস্তুকে মানুষের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের সহিত কার্য্য কারণ সম্বন্ধযুক্ত করা যায়, তাহারাই "ইউটিলিটিজ (প্রয়োজনীয় দ্রব্য)।" কোন বস্তুকে আধিক কার্য্য কারণের কোঠায় ফেলিতে গেলে চারিটী সর্ত্ত পূরণ হওয়া চাই—(১) মানুষের অভাব বা আকাঙ্ক্ষা (২) বস্তুর সেই সব গুণ থাকা চাই যাহার ফলে এই অভাব পূরণের সহিত কার্য্য কারণ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় (৩) মনুষ্য কর্ত্তৃক এই কার্য্য কারণ সম্বন্ধ স্বীকার (৪) বস্তুটী বিলাইয়া দিবার ক্ষমতা, যাহাতে প্রকৃতই অভাব পূরণে ইহা লাগিতে পারে। এইরূপভাবে বিশ্লেষণ করিয়াই মেঙ্গার মূল্যের ব্যাখ্যা দিতে চাহিয়াছেন। মেঙ্গারের মতে মূল্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত ঘটনা, সমাজ বা আইনের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহার মতে মূল্য নির্ভর করে প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতা ও আপেক্ষিক বিরলতার (রিলেটিভ স্কেয়ারসিটির) উপর। (কার্ল্ মার্ক্সের ঠিক্ উল্টা মত)।

থার্ডকুজের নৈকট্য অনুসারে পণ্যের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ হয়। যেমন রুটী প্রথম শ্রেণীর (বা পর্য্যায়ের) আটা-ময়দা দ্বিতীয় শ্রেণীর, গম তৃতীয় শ্রেণীর। এই শেষ শ্রেণী আবার "উচ্চ স্তরের"; 'উচ্চ স্তরে'র মূল্য 'নিম্নস্তর' হইতে প্রতিফলিত হয়; শরীর ও স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য মানুষ যে পরিমাণে গমের রুটী চায়, সেই অনুসারে গমের মূল্য হইয়া থাকে।

বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির পরিমাণ মানুষ বিভিন্ন-ভাবে করিয়া থাকে বলিয়া মূল্যের বিভিন্নতা দেখা যায়। মেঙ্গার বার বার বলিয়াছেন যে, মূল্য এবং মূল্যের পরিমাণ হইতেছে চিত্তগত বস্তু। উহারা নির্ভর করে অভাব বা আকাঙ্ক্ষার উপর। শ্রমের পরিমাণ বা নিযুক্ত পুঁজির সহিত উহাদের কোন প্রত্যক্ষ বা অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ বাধ্যতামূলক যোগ নাই। কোন আদিম জঙ্গলে কেহ হয়ত চিরকাল কাঠ কাটিয়া যাইতে পারে; কিন্তু সেই কাঠ কখনো মূল্যবান বলিয়া নাও বোধ হইতে পারে।

অথচ হঠাৎ কুড়াইয়া পাওয়া একখণ্ড হীরক মূল্যবান হইতে পারে। পুনঃ সৃষ্টি খরচার কথা বলিয়াও মূল্যের ব্যাখ্যা করা যায় না; কেননা এমন অনেক পণ্য আছে যাহা পুনরায় সৃষ্টি করা যায় না, আবার এমন পণ্যও আছে (যেমন সেকেলে পোষাক পরিচ্ছদ) যাহাদের মূল্য উৎপাদনকারীর উপকরণগুলি অপেক্ষাও অল্প। প্রকৃত পক্ষে বেগার বস্তুগত (অবজেক্টিভ) মূল্যের প্রতি একরকম নজরই দেন নাই এবং উৎপাদন-খরচার প্রতিও তেমন মনোযোগ দেন নাই।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ক্রিস্ট্রিয়ন কোন ভীজার উর্প্রপ্ উন্ড্ হাউপ্ট্ গেসেটসে ডেস্ ভিটশাফ্ট্লিখেন্ ডেটেন্" প্রকাশ করেন। মেঙ্গারের চিন্তাপ্রণালীর উপর ভিত্তি করিয়া তিনি তাঁহার তত্ত্বগুলি গড়িয়া তোলেন। কোন্ কারণে পণ্যের আধিক মূল্য হইয়া থাকে, ভিসেরের মতে তাহা মোটামুটী এই—(ক) পণ্য যদি ব্যবহারযোগ্য ফল-প্রসূ হয় (খ) পণ্যের যোগান যদি যতটা কাজে লাগান যায় তাহার সমান না হয় (গ) যদি সেগুলি লোকের আয়ত্ত হয় এবং পরিমিত হইলে ব্যবহার-যোগ্যতা যাচে এবং অপরিমিত হইলে তাহা কমে; (ঘ) যদি ইহার প্রয়োজন সুস্পষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা পূরণের আকাঙ্ক্ষাও থাকে ইত্যাদি তবেই পণ্যের আধিক মূল্য হয়।

জেভন্সের 'ফাইন্যাল্ ইউটিলিটি'র (শেষ প্রয়োজন সাধন ক্ষমতা) বদলে ভীজার "গ্রেন্ৎস্নুট্সেন" (প্রান্তিক প্রয়োজন সাধন ক্ষমতা) ব্যবহার করেন। একই প্রকারের পণ্যের যোগানের মূল্য, সেই বিভিন্ন পণ্যের যোগফলকে প্রান্তিক প্রয়োজন সাধন ক্ষমতা দিয়া গুণ করিলে যাহা হয় তাহার সমান হয়।

"কষ্ট্ ইন্ভেস্টমেন্টস্ অব্ প্রডাক্শান" (উৎপাদনের কষ্ট্ উপকরণ) এবং "স্পেসিফিক্ ইন্ভেস্টমেন্টস্ অব্ প্রডাক্শান" (উৎপাদনের বিশেষ উপকরণ) এই দুইয়ের মধ্যে ভীজার তফাৎ করিয়াছেন (থিওরি অব্ সোশ্যাল্ ইকনমিক্স্ ১৯১৪ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। প্রথমটী যার যার উৎপাদন করা সম্ভব, অই একাধিক কাজে লাগে; কিন্তু দ্বিতীয়টী—যেমন ভূমি স্বভাবতই বিরল বা একবারই মাত্র ব্যবহার করা যায়। কষ্ট্ উপকরণগুলি নানাকাজে লাগান যায় বলিয়া, কতকগুলি সমীকরণ-তুলনা করিয়া তাহাদিগকে উৎপাদন-ক্ষমতা দেওয়া যায়; কিন্তু বিশেষ উপকরণগুলিকে অবশিষ্ট দাবীদার বলিয়াই ধরিতে হইবে, কেননা, কষ্ট্ উপকরণগুলির সহিত একযোগে উৎপাদনকালে নিয়োজিত থাকিলেও প্রান্তিক প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতার যে অংশ কষ্ট্ উপকরণগুলিতে আরোপ করা যায় না, তাহাই বিশেষ উপকরণ-গুলির ভাগে পড়ে। ভীজারের মতে খরচ-মূল্য 'প্রয়োজন-মূল্য' নির্দ্ধারণ করে না; 'প্রয়োজন-মূল্য' এমনিই থাকে এবং 'কষ্ট্ ভ্যালু'কে অনুমোদন করে। প্রয়োজন মূল্য খরচ অনুমোদন করে বলার অর্থ ই 'ব্যবহারের মূল্য'র অবতারণা করা। অষ্ট্রীয়ান্ স্কুল খরচ সম্বন্ধে মতামত উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন নাই; ইহারা কেবল এই দুইটীকে মূল্য সম্বন্ধে সাধারণ-জ্ঞান ও সাধারণ নিয়মের সহিত যুক্ত করিতে চাহিয়াছেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যাখ্যা দিতেও চাহিয়াছেন।

"প্রয়োজন মূল্য" ও "খরচ-মূল্য" কথা দুইটী ব্যবহার করাও ভ্রমাত্মক। যদি "প্রয়োজন-মূল্য" বলিতে প্রয়োজন সাধন ক্ষমতার বেশী কিছু বুঝায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, খরচ বা বিরলতাও রহিয়া গিয়াছে; তেমনি খরচেরও কোন মূল্য থাকিতে পারে না যদি না প্রয়োজন সাধন ক্ষমতা তাহার সহিত যুক্ত হয়।

বোম্-বা ভার্ক

অগস্টেন কোন বোম্-বাভার্ক (১৮৫১-১৯১৪) অষ্ট্রীয়ান রীতির অন্যতম লেখক; ১৮৮৪ খৃঃ "পুঁজি ও সুদ" লেখক আর্থিক তত্ত্বের এক সমালোচনাত্মক ইতিহাস প্রণয়ন করেন; পরে "পণ্য-মূল্য তত্ত্বের খসড়া" ও (১৮৮৬) "পজিটিভ থিওরী অব্ ক্যাপিট্যাল" লেখেন (১৮৮৯)। তাঁহার লেখায় স্বাধীন চিন্তা ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার পরিচয়

পাওয়া যায়। অষ্ট্রীয়ান্ রীতির লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম চিত্তমধ্যীয় ও বস্তুমধ্যীয় আলোচনার চিত্তরকার ফাঁক পূরণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং বস্তুগত বিনিময় মূল্য ও দর-বিষয়ক একটী সুসম্পূর্ণ মত খাড়া করিতে তিনিই প্রথম চেষ্টা করেন।

বোম্-বাভার্ক চিত্তগত মূল্যের দুইটী শ্রেণী বিভাগ করেন: (১) বস্তুনিরপেক্ষ ব্যবহার মূল্য ও (২) বস্তুনিরপেক্ষ বিনিময় মূল্য। কোন পণ্য যে পরিমাণ সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ বা ঐ পণ্য ব্যতিরেকে যে পরিমাণ আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকিয়া যাওয়া সম্ভব, তাহার উপর চিত্তগত ব্যবহার মূল্যের পরিমাণ নির্ভর করে। "অপরাপর পণ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া কোন পণ্য ব্যক্তি-বিশেষের মঙ্গলসাধন করিয়া যে বিশিষ্টতা অর্জন করে—"তাহাই হইল চিত্তগত বিনিময় মূল্য; ইহার পরিমাণ, বিনিময় করা পণ্যের ব্যবহার-মূল্যের সমান হয়। কিন্তু সাধারণতঃ চিত্তগত ব্যবহার ও বিনিময় মূল্য পৃথক হয় বলিয়া, দুইটীর যেটীর মাত্রা অধিক থাকে তাহাই মূল্য নির্দ্ধারণ করে।

কিন্তু "মূল্য" বলিলেই যে চিত্তগত বুঝিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যেমন, যখন বলি যে এক পাউণ্ড ওজনের লোহা অপেক্ষা সমান ওজনের সোনার বিনিময় মূল্য বেশী, তখন আমরা পণ্য দুইটীর বস্তুগত বা অব্-জেক্‌টিভ্ সম্বন্ধটার কথাই ভাবি। কোন পণ্যের বিনিময়ে অন্যান্য পণ্য পাইবার যে ক্ষমতা—বস্তুগত হিসাবে তাহাই হইল বিনিময় মূল্য। ইহা সামাজিক ঘটনা ও সমাজেই ইহার অস্তিত্ব; কিন্তু বোম্-বাভার্ক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ইহা ব্যক্তিবিশেষের শুকরযানের উপর নির্ভর করে। তাঁহার সূত্র সংক্ষেপে এই:—"দুইটি' প্রান্তিক ডোজের' (মার্জিন্যাল পোয়ার) চিত্তগত মূল্য নিষ্পণের দ্বারা বাজার দর স্থিরীকৃত হয় বা ঐ দুই ডোজের সীমার মধ্যে থাকে।"

ভীজারের মত, বোম্-বাভার্কও স্বীকার করেন যে, মূল্য নির্দ্ধারণে উৎপাদন-খরচারও একটা স্থান আছে, কিন্তু তাহা পরোক্ষ ও গৌণ। উৎপাদন-খরচা সম্পর্কিত যে নিয়ম তাহা প্রান্তিক-প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতা বিষয়ক নিয়মের বিপরীত বা তাহা হইতে পৃথক নহে; উহা তাহার অন্তর্ভুক্ত।

সুদতত্ত্ব ও বণ্টন

সুদতত্ত্ব সম্বন্ধেও অষ্ট্রীয়ান্ পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। মেঙ্গার ও ভীজার ফলোৎপাদনের উপর জোর দিয়া থাকেন; আর বোম্-বাভার্কের মতকে কতকটা বিনিময়-নিষ্ঠ বলা চলিতে পারে। মেঙ্গার বলেন যে পুঁজির ব্যবহার (যদি ইহা বিরল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়) উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের অপেক্ষা অভীপ্সিত পণ্যের মূল্য বাড়াইয়া দেয় এবং মূল্যের এই বৃদ্ধি ব্যবহৃত পুঁজিপাটা বিতরণের শক্তি নির্দ্দেশ করে। উৎপাদনের উপায় হিসাবে এই শক্তির একটা বিশেষ মূল্য আছে। ভীজার বলেন যে, পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিই সুদের মূল।

"ক্যাপিট্যাল্ অ্যাণ্ড ইণ্টারেষ্ট" গ্রন্থে বোম্-বাভার্ক বলেন যে, জাতীয় উৎপাদনের যে অংশটা পুঁজি-পতিগণের হাতে গিয়া পড়ে তাহার কারণ অনুসন্ধান করাই সুদ-সমস্যা। সুদ সম্বন্ধে যে সব বিভিন্ন মত আছে সেগুলির মধ্যে তিনি বেশ একটা সূক্ষ্ম ভেদরেখা টানিয়াছেন। ফলোৎপাদন বিষয়ক মতগুলি গোড়া হইতেই বণ্টনের অংশগুলিকে পৃথক করিয়া দেখে; শোষণতত্ত্বগুলির মতে বণ্টনের সমস্ত অংশগুলি সেরেফ্ শ্রমকে ফাঁকি দিয়া একটানা স্রোতে বহিয়া যায়; আর মূল্যতত্ত্বগুলি অনেকটা ইহার মাঝামাঝি। বোম্-বাভার্ক এই মাঝপথই গ্রহণ করিয়াছেন।

চক্র-প্রণালীতে উৎপাদনের জন্য আবশ্যক হয় ভবিষ্যৎ-পণ্যের বা পুঁজির। ভবিষ্যৎ-পণ্যের সহিত বর্ত্তমান-পণ্য বিনিময় করিয়া-পুঁজিপতি এক সময়ে ভবিষ্যৎকালে চক্র-প্রণালী জনিত বিশেষ ফল পাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে, গোড়ায় স্বল্পপরিমাণ বর্ত্তমান-পণ্যের (পুঁজিই যাহার প্রতীক্) অধিকতর পরিমাণ

ভবিষ্যৎ-পণ্য অপেক্ষা মূল্য বেশী থাকে, কিন্তু কালক্রমে সেই ভবিষ্যৎ-পণ্যই বর্ত্তমান-পণ্য হইয়া দাঁড়ায়; তখন তাহার মূল্য পূর্ব্বের অগ্রিম দেওয়ার পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয়। এই বেশীর ভাগটা বা প্রিমিয়ামটাই হইতেছে সুদ। সংক্ষেপে বলা যায় যে, পুঁজি-পণ্যের মূল্য ও খাদন-পণ্যের মূল্যের মধ্যে যে তফাৎ তাহা দ্বারাই সুদের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায়।

সুদের এই ব্যাখ্যা সিনিয়রের ভোগ-বিরতি তত্ত্বের ঠিক বিপরীত। সিনিয়র সময় উপাদানটা লক্ষ্য করিলেও অপেক্ষা করিয়া থাকার খরচা ও ভোগ-বিরতির কথাই বেশী ভাবিয়াছেন। বোম্-বাভার্ক ভোগ-বিরতিকে একটা স্বতন্ত্র ত্যাগ বলিয়া স্বীকার করেন না। ধরা যাউক একটী ফলের গাছ রোপণ করা হইয়াছে; দশবছর অন্তর তাহাতে ফল ধরে ও কড়-কাপটা হয়। বোম্-বাভার্ক বলেন যে, যদি কড়-কাপটা না হয় এবং ফলের জন্য আমাকে দশ বৎসর অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে আমার ত্যাগের পরিমাণটা কি কিছু বেশী হয়? তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইবে—"না"; অতএব এক্ষেত্রে ভোগ-বিরতিকে সুদের জনক বলা চলে না। (ক্যাপিট্যাল্ অ্যাণ্ড ইন্‌টেরেস্ট, পৃঃ ২৮১)। আসলে বোম্-বাভার্ক সাধারণ মূল্যের সহিত বিশেষ মূল্যের গোলমাল করিয়াছেন।

বোম্-বাভার্ক বন্ধুত্বী নির্দ্ধারণ সমস্যার আলোচনা করেন নাই।

শিষ্যবর্গ

অষ্ট্রীয়ান্ রীতির শিষ্যবর্গের মধ্যে রবার্ট মায়ার, লাউন্ হার্ট, ফোন্ ফিলিপোভিচ্, এমিল্ স্যাক্স ও রবার্ট-হুসকার্কাণ্ড্ এর লেখায় স্বাধীন চিন্তার আভাস দেখা যায়। স্যাক্স আর্থিক জীবনে চিত্তগত ও বস্তুগত মূল্যের বিভিন্ন ক্রিয়ার বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং প্রান্তিক প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতা তত্ত্বের সহিত সার্ব্বজনিক ও সরকারী কর্ম-কৌশলের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্যাক্স বলেন যে, নাগরিকদের হিসাবে রাষ্ট্রীয় কার্য্যধারার যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে, কর বা ট্যাক্স তাহারই অনুপাতে ধরা উচিত এবং রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তির হাত হইতে পণ্যাদি কাড়িয়া লওয়া উচিত নয়, যদি নাকি তাহা ব্যক্তির হাতে থাকিলে অধিকতর নিট আয় দেয়। ফিলিপোভিচ্ গ্রুণ্ডরিশ্ ভার্ লেহিটিগেন্ কোনমি" গ্রন্থে বোম্-বাভার্কের সুদ-তত্ত্বের সমালোচনা করিয়াছেন।

ইতালিয়ান্ লেখক কস্মা, ফরাসী লেখক জ, এবং আমেরিক্যান্ লেখক প্যাটেন্, ক্লার্ক ও ফেটার্ অষ্ট্রীয়ান্ রীতির চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।

দর্শন

ইহাদের দর্শনকে 'হিডনিজ্‌ম্' বা মঙ্গলবাদ আখ্যা দেওয়া যায়। ইহাদের মতে আনন্দ ও ব্যথাকে তৌল করিয়াই মঙ্গল জানা যায় এবং মঙ্গল বা কল্যাণের মাত্রা অধিকতম হয় তখনই যখন সুখভোগীদের সংখ্যা দুঃখভোগীদের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হয়। ইহারা আত্ম-স্বার্থকেই শীর্ষস্থান দিয়াছেন। বোম্-বাভার্ক বলেন যে, অল্পতম ত্যাগ স্বীকার করিয়া অধিকতম প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতা অন্বেষণই অর্থনীতির সাধারণ সূত্র। ইহাদের মতে সকল আকাঙ্ক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে সুখ।

প্রান্তিক প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতা

অষ্ট্রীয়ান্ রীতির অভাব ও প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতা বিষয়ে আলোচনাসমূহ যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ :—

(১) আনন্দ ও ব্যথামূলক মনঃ সমীক্ষাকে (মঙ্গলবাদ) ভিত্তি করিয়া যে তত্ত্ব প্রণয়ন করা যায় তাহার মধ্যে যে সব ত্রুটী থাকে, তাহার সবই ইহাদের তত্ত্বে আছে। মূল্য-তত্ত্ব খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য ভিত্তি করা হইয়াছে ইন্দ্রিয়বোধ বা অনুভূতিকে; যদিও ইন্দ্রিয়-বোধ মাত্রই আনন্দদায়ক নহে, বা আনন্দই আকাঙ্ক্ষা

নহে, বা আকাঙ্ক্ষাই মূল্য নহে। আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও ইন্দ্রিয়বোধ থাকিতে পারে এবং ইন্দ্রিয়বোধ না থাকিলেও আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে; অতএব ইন্দ্রিয়-বোধ মূল্যের ভিত্তি হইতে পারে না। আনন্দবোধ বা অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা নির্দ্ধারণ করে না, আকাঙ্ক্ষার উপরই আনন্দবোধ নির্ভর করে।

(২) ইহাদের তত্ত্বগুলি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-প্রবণ।

(৩) ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং বাজার মূল্য বা দর পরিবর্ত্তন এই দুইএর মধ্যে যে ফাঁক তাহার সমাধান দিতেও সক্ষম হন নাই। মানুষের ইন্দ্রিয়বোধ, রুচি এবং ক্রয়শক্তি বিভিন্ন বলিয়া মানুষের বিচার শক্তির তুলনা করা দুরূহ। তবুও বিনিময়-মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য এরূপ তুলনার প্রয়োজন। সামাজিক প্রান্তিক প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতার দ্বারা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না।

(৪) প্রান্তিক প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতার সহিত মূল্যের সম্বন্ধ বিজ্ঞান-সম্মতভাবে মাপিয়া দেখান যায় না।

অষ্ট্রীয়ান্ রীতির প্রায় কেহই মজুরী সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা করেন নাই।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে

ডক্টর শ্রীবিনয়কুমার সরকার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিলাতের নোট আইন (১৮৪৪-১৯২৮)

আরও একটি বিষয় জানিয়া রাখিতে হইবে যে, নয়া আর্থাণ নোট-ব্যবস্থায় বিলাতী নোট-ব্যবস্থার মূলসূত্র-গুলা গ্রহণ করা হইয়াছে। ১৮৪৪-৪৫ সনের ব্রিটিশ (পীল) আইন দ্বারা ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের নোট-প্রচার নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। এই আইনের ফলে ব্যাঙ্কের নোট-বিভাগ ব্যাঙ্কিং বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সুতরাং ব্যাঙ্কের অন্যান্য বিভাগের ঢাকনা হইতে নোট-বিভাগের ঢাকনা পৃথক।

নোটের জামিন বা ঢাকনা সম্বন্ধে উক্ত আইনে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলা দেখিতে পাওয়া যায় :—

১। সিকিউরিটি	১৪,০০০,০০০ পাঃ
(১) সরকার	(বিশ্বাসনিষ্ঠ নোট-প্রচার)
(২) অন্যান্য	
২। সোনা	ঢাকনার বাকী অংশ
(১) সোনার তাল	পরিমাণ যতই হউক
(২) মুদ্রা	না কেন

১৮৮৩ সন পর্য্যন্ত সোনার ২০% রূপায় রাখা চলিত। কিন্তু তাহার পর রূপা রাখিবার প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং বুলিয়ান বা তাল কেবলমাত্র খাঁটি সোনা লইয়াই গঠিত হইয়াছে।

১৮৮৯ সনে সিকিউরিটির পরিমাণ ১৪,০০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ১৬,৫০০,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে।

১৯১৪ সনের কারেন্সী ও ব্যাঙ্ক আইন দ্বারা নোট-ব্যাঙ্ককে আইনসঙ্গত সীমা ছাড়াইয়া যথেচ্ছ ব্যাঙ্ক-নোট প্রচারের ক্ষমতা দেওয়া হয়। আইনটা সাময়িক ব্যবস্থা-রূপে গৃহীত হয়। ১৯১৯ সনে একটা সর্ব্বোচ্চ সীমার নির্দ্দেশ ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। এই সঙ্গে স্থির করা হয় যে, কোন সনের বাস্তব সর্ব্বোচ্চ "বিশ্বাস-নিষ্ঠ" (অর্থাৎ স্বর্ণবিহীন) চাকনায় প্রচারিত কারেন্সি পরবর্ত্তী সনের দ্বার্থা ও নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বোচ্চ সীমারূপে গৃহীত হইবে। ১৯২১ সনে এই সর্ব্বোচ্চ সীমা দাঁড়ায় ৩২০,৬০০,৫০০ পাউণ্ড।

১৯২৮ সনের জুলাই মাসে "বিশ্বাস-নিষ্ঠ" নোটের সর্ব্বোচ্চ স্থায়ী সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হয় ২৬০,০০০,০০০ পাউণ্ড। এই নয়া নিয়মে চাকনার অবস্থা দাঁড়ায় নিম্নরূপ :—

১। "বিশ্বাস-নিষ্ঠ"-নোট
(১) গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি
(২) অন্যান্য সিকিউরিটি } ২৬০,০০০,০০০ পাঃ
(৩) ৫,৫০০,০০০ পাঃ মূল্যের রৌপ্য মুদ্রা

২। স্বর্ণ চাকনাযুক্ত নোট } প্রচারিত নোটের বাকী অংশ
(১) মুদ্রা
(২) বুলিয়ান বা তাল

এই নয়া ব্যবস্থায় ১৮৪৪ সনের নীতিই অটুট রাখা হইয়াছে।

অর্থাৎ সিকিউরিটির বিনিময়ে যতটা সর্ব্বোচ্চ পরিমাণের নোট জারি করা যাইতে পারে তাহা ছাড়া বাকী সব নোটের জন্য স্বর্ণ জামিনের ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং বিলাতী নোট-ব্যবস্থাতেও আর্থাণ নীতির অর্থাৎ "জামিন অভাবে নোট অসিদ্ধ" নীতির জয়-জয়কার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেকখানি নোট মুদ্রার সার্টিফিকেট মাত্র এবং অল্পক্ষণে উহাকে স্বর্ণমুদ্রায় সাব্যস্ত করা যাইতে পারে।

কিন্তু পূর্ব্বে জামিনের হালচাল সম্বন্ধে আর্থাণ ও বিলাতী কারবার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক ছিল। এ তথ্যটা জানাইয়া দেওয়া দরকার। বিশেষতঃ, ১৮৪৪ সনের বিলাতী আইনের অনুসরণ করিয়াও ১৮৭৩ সনের আর্থাণ আইন মুদ্রা-ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করিবার জন্য কি পরিমাণ চেষ্টা করিয়াছে তাহাও জানিয়া রাখা ভাল।

ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডকে সোনার বাহিরে নোট প্রচার করিতে দেওয়া হয় না। এই প্রতিষ্ঠানের যে পরিমাণ সোনা আছে ঠিক সেই পরিমাণ নোট প্রচলন করিতে দেওয়া হয়। সিকিউরিটিগুলা যতই ভাল হউক না কেন একটি সর্ব্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বিলাতী নোট-ব্যবস্থা কেবল মাত্র "জামিন অভাবে নোট অসিদ্ধ" নয়; "স্বর্ণ জামিন অভাবে নোট অসিদ্ধ" এই নীতির উপরই উহার ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত। সোজা কথায় বিলাতী নোটের রিজার্ভ প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র স্বর্ণ-ধারাই গঠিত।

পুরাতন রাইখ্স্ বাঙ্ক (১৮৭৬ সনের আইন) কিন্তু বহুল পরিমাণে স্বর্ণের সংস্রব হইতে মুক্ত ছিল। এখানে সিকিউরিটিরই ছিল জয়-জয়কার। রাইখ্স্ বাঙ্কের নোটের বহর যত বেশী হউক না কেন, দুই-তৃতীয়াংশ নোটের পরিবর্ত্তে সিকিউরিটির ব্যবস্থা করিলেই চলিত। বিলাতী ব্যবস্থাতে কিন্তু সিকিউরিটি গৌণ স্থানই দখল করিয়া আসিতেছে। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের নোটের বহর যতই বেশী হইবে, ব্যাঙ্কের তহবিলে ততই বেশী সোনা মজুদ রাখিতে হইবে, এবং নোট বা সোনার তুলনায় সিকিউরিটির (উর্দ্ধপক্ষে ২৬০,০০০,০০০ পাঃ) অনুপাত ততই কম হইতে থাকিবে।

রাইখ্স্ বাঙ্কের ব্যবস্থায় সোনার চাকনার স্থান দুঁড়িতে হইবে "নগদ সিক্কায়"; ক্রিটেলসভেক্ষ্ নীতি অনুসারে এই "নগদ সিক্কা" বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। কিন্তু এখানেও বিকল্পের ব্যবস্থা আছে। তথাকথিত "নগদ সিক্কা" সোনা বা "আর্থাণ মুদ্রা" দুই-ই হইতে পারে। যদি সমস্তই সোনা ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে দেখা যায়, কারেন্সীর এক-তৃতীয়াংশ নোটের জন্য সোনা মজুদ রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু "নগদ

সিকার" জামিনের খাতে যদি কেবলমাত্র "আর্থাণ মুদ্রা" রাখার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে কি পরিমাণ সোনা থাকিবে তাহার কোনো পরাপরি নিয়মের উল্লেখ পাওয়া যাইবে না। আইনটা এমন শিথিল যে, ইন্সিরিয়্যাল ট্রেজারী বিলকে পর্য্যন্ত আর্থাণ মুদ্রার সামিল করা হইয়াছে। অথচ এই ইন্সিরিয়্যাল ট্রেজারি বিল জিনিষটা কাগজী মুদ্রা ছাড়া আর কিছুই নহে। তবে "নগদ সিকার" তালিকায় এই চিজটা অতি অল্প পরিমাণে রাখা হয়। ১৮৭৪ সনের আইনে "নগদ সিকার" যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও আমরা এই গলদ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

রাইখ্‌স্‌বাঙ্ক ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংলাণ্ড হইতে নীতি গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রয়োগের বেলায় অধিকতর অগ্রসর হইয়াছে। আর্থাণ কারেন্সী-ব্যবস্থায় কেবলমাত্র সোনাকেই নোটের প্রধান রিজার্ভ বা জামিনরূপে গ্রাহ্য করা হয় নাই।

১৮৭৪ সনের আর্থাণ আইন আরও এক বিষয়ে বিলাতী দস্তুরকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ, ইহার জামিন বা রিজার্ভ ছাড়াও কিছু নোট প্রচলনের (৪০০,০০০,০০০ মার্ক) ব্যবস্থা করা হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অধিকার ব্যাপকতর করারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯২৮ সনের জুলাই মাসের কারেন্সী ও ব্যাঙ্ক নোট আইন ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংলাণ্ডকে "আনুপাতিক" স্বর্ণ-জামিন রাখিবার জন্য বাধ্য করে নাই। এই আইনে "স্বর্ণ হীন নোট অসিদ্ধ" নীতিটা বিশেষ কঠোরতার সহিত মানাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে বলিয়াও মনে হয় না।

১৯২৮ সনের ২৮শে নবেম্বর তারিখে ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংলাণ্ডের নোট-বিভাগ নোট ও চাকনার নিম্নলিখিতরূপ সর্ট্টাহিক বিবরণী প্রকাশ করে :—

নোট (দেনা) :—

১। বাজারে	৩৬৭,০০১,১৪৮ পাঃ
২। ব্যাঙ্কে	৪২,০৮৭,৭৯৭ পাঃ
মোট	৪১৯,০৮৮,৯৪৫ পাঃ

জামিন বা চাকনা (সম্পত্তি)

১। বিশ্বাস-নিষ্ঠ বা বিশ্বস্ত (সোনা নয়)	২৬০,০০০,০০০ পাঃ
(১) সরকারী ঋণ	১১,০১৫,১০০ পাঃ
(২) অন্যান্য সরকারী সিকিউরিটি	২৩৩,৫৩৮,৪৪০ পাঃ
(৩) অন্যান্য সিকিউরিটি	১০,১৭৬,১৯৩ পাঃ
(৪) রৌপ্য মুদ্রা	৫,২৪০,১৫৭ পাঃ
২। সোনা	
(১) মুদ্রা	
(২) বুলিয়ন বা তাল	

অর্থাৎ প্রচারিত ৪১৯,০৮৮,৯৪৫ পাঃ মূল্যের নোটের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে মাত্র ১৪৯,০৮৮,৯৪৫ পাউণ্ড মূল্যের "সোনার চাকনা" ছিল। সুতরাং মোট নোটের স্বর্ণ-জামিনের পরিমাণ প্রায় ৩৮%, এখন বিশ্বাস-নিষ্ঠ, বিশ্বস্ত বা অন্যসূচক নোটের পরিচালন যদি বাড়াইতে হয়, আর আইনেও যখন এরূপ বৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে—তখন সোনার চাকনার অনুপাত নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কাগজে কলমে যেরূপ নীতিরই ব্যবস্থা থাকুক না কেন, এবং বিলাতী আইন যতই সংরক্ষণমূলক এবং প্রাচীনতার পক্ষপাতী হউক না কেন, অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর চাপে এবং বিভিন্ন মতবাদের গাতিরে রাইখ্‌স্‌ ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংলাণ্ড একই ধরণের কার্য্যক্রম মানিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছে।

১৯২৪ সনের আইন অনুসারে আর্থাণিতে গোল্ড চেক্‌ং (সোনার চাকনা) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং উহা বাধ্যতা-মূলক সোনার রিজার্ভ রাখার ব্যবস্থাও কায়েম করিয়াছে। সোনার জামিন যুক্ত নোটের পরিমাণও খুব বাড়িয়া গিয়াছে। তবুও নূতন ও পূর্ব্বতন উভয় রাইখ্‌স্‌ ব্যাঙ্কের সহিতই বিলাতী নোট ব্যাঙ্কের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ব্যাঙ্কের কাঠামো বা গঠন হিসাবে আর্থাণ প্রতিষ্ঠানে সোনার মজুদ তহবিল মাত্র গৌণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিলাতের ১৯২৮ সনের আইন ১৮৪৪ সনের আইনের সমান সাবধানী বা সতর্কতাযুক্ত। অন্ত পক্ষে ১৮৭৪ সনের আর্থাণ আইনে যে নৈথিল্য

প্রকাশ করা হইয়াছে, নয়া রাইখ্‌স্‌ বাঙ্ক পত্তনের আইনেও তাহারই প্রাবল্য দেখা যায়।

নোট-ব্যাঙ্কিংয়ের ফরাসী দস্তুর (১৮০০-১৮৪৮)

জার্মাণির ১৯২৪ এবং ১৮৭৫ সনের নোট বিষয়ক আইন যদি বিলাতী (১৮৪৪,১৯২৮) আইনের তুলনায় যথেষ্ট উদারনীতিক মালুম হয়; তাহা হইলে শত বৎসরের পুরাতন ফরাসী আইন আর্থাণ আইনকেও বেহাৎ রক্ষণশীল ও প্রাচীনপন্থী ঠাওরাইবে। কারণ বাঙ্ক অ ফ্রান্স নোট আরি সম্বন্ধে কোন ঢাকনা বা আমিন বিষয়ক আইনের ধার ধারে নাই। "স্বর্ণ অভাবে নোট অসিদ্ধ" নীতি চুলোয় যাউক, এমন কি আটপৌরে "আমিন বা ঢাকনা অভাবে নোট অসিদ্ধ" নীতিও ১৮০০ হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত ফরাসী কারেন্সী-আইনে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল।

নিম্নে লক্ষ হিসাবে যে কয়েকটি অঙ্ক দেওয়া গেল তাহা হইতেই বাঙ্ক অ ফ্রান্সের প্রাথমিক জীবনের কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে :—

	নগদ	বিল	নোট
১৮১২ (প্রারম্ভ)	১,১৪০	১৫০	১,১৭০
১৮১৪ (১৮ই জুন)	১১০	৩১০	৩৮০

১৮৪৬-৪৮ সন পর্য্যন্ত সঙ্কটকালে প্রকৃত অবস্থা নিম্নরূপ ছিল :—

	নগদ	বিল	নোট
১৮৪৬ (ডিসেম্বরের শেষ)	৭১০	১,৮৮০	২,৫৮০
১৮৪৭ (,,)	১,০৭০	১,৫৭০	২,৩০০

আইনের ব্যবস্থা না থাকিলেও, এই ব্যাঙ্কের নোট ও নগদের অনুপাত আধুনিক মাপকাঠি অনুসারেও অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বোক্ত সময়ের মধ্যে ফরাসী এলাকার বিভিন্ন স্থানে আটটি পৃথক নোট-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। সুতরাং বাঙ্ক অ ফ্রান্সের একচেটিয়া অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। নিম্নে ব্যাঙ্ক কয়টির অবস্থান এবং স্থাপিত হওয়ার সময় উল্লেখ করা হইল :—

১।	১৮১৭ রুঁয়া	৫।	১৮৩৫ মার্সেই
২।	১৮১৮ লঁৎ	৬।	১৮৩৬ লিল্‌
৩।	১৮১৮ বোর্দো	৭।	১৮৩৭ হাভ্র
৪।	১৮৩৩ নিম্ব	৮।	১৮২৮ তুলুজ্‌

প্রতিষ্ঠানগুলি আপন আপন জনপদে স্বাধীনভাবে কারবার পরিচালনের অধিকারী ছিল।

নিম্নের তালিকায় এই ৮টি ব্যাঙ্কের কারবারের পরিচয় দেওয়া হইল (লক্ষ) :—

সন	নগদ	বিল	নোট
১৮৪১	৩০০	৫১০	৬৩০
১৮৪৬	৪৪০	৭৭০	৮৬০
১৮৪৭	৪২০	৮৪০	৯০০

এই সমস্ত বিভাগীয় বা জিলা নোট-ব্যাঙ্ক বাঙ্ক অ ফ্রান্সের প্রতিযোগিতার মুখেও আপন আপন নোট-প্রচারের অনুপাত রক্ষা করিয়া চলিত।

১৮৪৮ সন ফরাসী নোট-ব্যাঙ্কের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই সনের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে ফরাসী-মুলুকে সর্ব্বপ্রথম নোট প্রচারের সর্ব্বোচ্চ সীমা (৩৫ কোটি) বাঁধিয়া দেওয়া হয়। হপ্তায় হপ্তায় উদ্বৃত্ত পত্র প্রকাশ করারও রেওয়াজ স্থাপিত হয়। উপরন্তু ২৭শে এপ্রিল ও ২রা মে তারিখের ঘোষণা অনুসারে ৭টি বিভাগীয় ব্যাঙ্কই বাঙ্ক অ ফ্রান্সের সামিল অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই দুই ঘোষণা-বাণী অনুসারে পুঁজি ৯৩,২৫০,০০০ ফ্রাঁতে বর্দ্ধিত করিয়া নোট আরির সর্ব্বোচ্চ সীমা ৪৫২০ লক্ষ ফ্রাঁ নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

ফ্রান্সে নোট প্রচারের সর্ব্বোচ্চ সীমা (১৮৪৮-১৯২৮)

বাঙ্ক অ ফ্রান্স কর্ত্তৃক নোট প্রচলনের সীমা নির্দ্দেশ নোট-ব্যাঙ্কিংয়ের এক নূতন রেওয়াজরূপে সমঝিতে হইবে।

১৮০৬ সনের ২২শে এপ্রিল তারিখের আইন এবং ১৮০৮ সনের ১৭ই জানুয়ারি তারিখের ঘোষণাবাণী দ্বারা বাঙ্ক অ ফ্রান্স স্থাপিত বা পুনর্গঠিত হয় বলা যাইতে পারে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া এই ব্যাঙ্ক কোনো সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দ্দেশের ধার ধারে নাই। পূর্ব্বেও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, ১৮৪৮ সনের ১৫ই মার্চ্চ তারিখের

ঘোষণা-বাণী দ্বারা সর্বোচ্চ সীমা ২৪০,০০০,০০০ ফ্রাঁ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের সময় সর্বোচ্চ সীমা বাড়াইয়া ৬৮০ কোটি করা হয় (১৮৭১ সনের ডিসেম্বর)। ১৮৮৪ সনে আইন করিয়া সর্বোচ্চ সীমা ৩৪৫ কোটি নির্দ্ধারণ করা হয়। ১৮৯৭ সনে উহা বাড়াইয়া ৪০০ কোটি, ১৯১১ সনে ৬৮০ কোটি এবং ১৯২৪ সনে ৬,৮০০ কোটি করা হয়।

নোট প্রচলন এবং স্বর্ণভাণ্ডারের সম্বন্ধ রক্ষা সম্পর্কে কোনরূপ আইনসঙ্গত বাধ্যবাধকতা না থাকিলেও ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এই কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ জাতির বাজার-সম্ভ্রম এবং মজুত ভাণ্ডার রক্ষা করিবার বাস্তব উপায় সম্বন্ধে আর্থানি এবং বিলাত উভয়কেই হার মানাইয়াছে।

সপ্ত দশকের সঙ্কট সময়ে নগদ ও নোটের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ অনুপাতের ব্যবস্থা ছিল :—

	নগদ	
২৭শে জানুয়ারী		
১৮৭০		
১৮৭১		
১৮৭২		
১৮৭৩		
১৮৭৪		
১৮৭৫	৯	২,৮০০,০০০,০০০

পরবর্ত্তী সনগুলিতে অনুপাত (লক্ষের হিসাব) নিম্নরূপ দাঁড়াইয়াছিল (দৈনিক গড়) :—

	নগদ	নোট
১৮৮০	১৯,৭৪০	২৩,০৫০
১৮৯০	২৫,১৩০	৩০,৬০০
১৯০১	৩১,৮৪০	৩৬,৮৭০
১৯০০	৩২,০৭০	৪০,০৪০
১৯০৫	৩৯,৫৬০	৪৪,০৮০
১৯০৯	৪৫,২৪০	৫০,৮০০
১৯১০	৩৯,২৭০	৫৬,৬৫০

উপরের অঙ্কগুলা হইতে দেখা যাইতেছে ১৮৭১-৭৩ সন দুইটা ছাড়া প্রায় সব সময়েই নগদ ও নোট প্রায় সমান সমান রহিয়াছে। খাঁটি সত্য কথা বলিতে গেলে, অধিকাংশ সময়েই প্রচলিত নোটের জন্য প্রায় ১০% গড়ে মূল্য ঢাকনা বা জামিন স্বরূপ রাখা হইয়াছে। অথচ এইজন্য ১৮৪৪-৪৫ সনের বিলাতী আইন বা ১৮৭৫ সনের জার্ম্মাণ আইনের মত কোনো আইনের বিধিনিষেধ ছিল না।

এই সমস্ত বৎসরের মধ্যে নোটের ঢাকনা বা জামিনের জন্য কেবলমাত্র ঐ নগদ সিক্কারই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহা নহে। নোট নোটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হিসাবে বাণিজ্যিক কাগজ ঢাকনারূপে কাজ করিয়াছে। নোট ও কাগজের দৈনিক গড় নিম্নলিখিতরূপ (লক্ষের হিসাব) :—

		নোট
১৮৯৯		৩৮,৮০
১৯০০		৪০,৩৪০
১৯০৪	১১,২৪০	৪৪,০৮০
১৯১১	১৮,৪২০	৪২,৪৩৫
১৯১৩	২৩,৭৪০	৪৬,৬৫০

এখন যদি আমরা নগদ (৯০%) এবং অন্যান্য সিকিউরিটি (প্রায় ৩০%) এক সঙ্গে যোগ করি, তাহা হইলে আমরা প্রচলিত নোটের জন্য প্রায় ১২০% অর্থাৎ নোট নোটের চেয়ে অনেক বেশী ঢাকনা জামিনের ব্যবস্থা দেখিতে পাই।

নোট-প্রচার সম্পর্কে ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সকে নেহাৎ নরম-পন্থী বলিতে হয়। নিতান্ত দরকের সময় ছাড়া (১৮৭১-৭৩) এই ফরাসী প্রতিষ্ঠান সিকু্যলাসিঙ্গ-ব্যাঙ্ক অর্থাৎ নোট-ব্যাঙ্কের কাজ করিয়াছে কি না তাহা রীতিমত সন্দেহজনক। মোটামুটিভাবে যেন ব্যাঙ্কটি সাধারণ ডিপজিট ব্যাঙ্কেরই কাজ চালাইয়াছে। মহাযুদ্ধ (সন ১৯১৪-১৮) এবং যুদ্ধোত্তর যুগের ঘটনাবলীকে অবশ্য অসাধারণ সমঝিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি বিষয় জানিয়া রাখা ভাল। ফরাসী কর্তৃপক্ষ মুদ্রা এবং রাজস্বের বেলায় নোট-ব্যাঙ্কের

"জানকাণ্ড" একরূপ এড়াইয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা কারেন্সী-প্রিন্সিপ্‌ল্ বা সিক্কা-নীতি (এই নীতির উপরই পীল ১৮৪৪-৪৬ সনে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের নোট-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন) বনাম ব্যাঙ্কিং প্রিন্সিপ্‌ল্ বা ব্যাঙ্ক-নীতি (অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত) নামক সমস্যাটা পুঁথিগত সমস্যারূপেই সমরিতে অভ্যস্ত।

ফরাসী কর্ত্তারা পীলের মত ব্যাঙ্ক-নোটকে মুদ্রারূপে গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। অ্যাডাম স্মিথ এবং রিকার্ডোর মত ফরাসী অর্থনীতিধুরন্ধরগণ নোটকে "মুদ্রার স্থলাভিষিক্ত"রূপেই বিবেচনা করেন। তাঁহাদের মতে নোটব্যাঙ্কগুলা এমন হওয়া আবশ্যক, যাহাতে উহাদের প্রচারিত নোটগুলা নোটওয়ালাদের দাবী উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রায় রূপান্তরিত করা সম্ভবপর হয়। আর এই ব্যবস্থা করার জন্য সাধারণ ব্যাঙ্ক-কারবারের যে দস্তুর আছে সেইরূপ মজুদ-ভাণ্ডার (রিজার্ভ), নগদ টাকা, সিকিউরিটি ইত্যাদি জমা রাখিয়া নোট-ব্যাঙ্কগুলা সাবধান-ভাবে চলিলেই হইল। চেক ভাঙ্গান, এক্সচেঞ্জ বিল এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কাগজপত্রের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কগুলা যেরূপ নীতি অবলম্বন করে নোটের বেলাতেও সেইরূপ নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ ফরাসী অর্থশাস্ত্রীরা নোট সম্বন্ধে "ব্যাঙ্কিং নীতির"ই পক্ষপাতী।

মতবাদ ও আইন-কানুন দুই বিষয়েই বাঙ্ক অ ফ্রান্স "ব্যাঙ্কিং-নীতি" মানিয়া চলিয়াছে; পক্ষান্তরে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড এবং রাইখ্‌স্ বাঙ্ক সিক্কা-নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "জানকাণ্ড" সম্বন্ধে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও ব্যাঙ্ক তিনটা কার্য্য-ক্ষেত্রে চাকনা ও নোটের পরস্পর নির্ব্বিশেষে মূলতঃ একই নীতি গ্রহণ করিয়াছে। চাকনা, সোনা, সিকিউরিটি ইত্যাদির গড়ন যাহাই হউক না কেন, ইহারা সকলেই ক্রমে ক্রমে "চাকনা বা জামিন হিসাবে নোট অগ্রিম" এই সার নীতিটা মানিয়া চলিয়াছে। দেনা বা দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত করিবার জন্য মামুলি ব্যাঙ্ক পরিচালনের যে দস্তুর আছে মূলতঃ তাহা হইতেই এই নীতি স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং বাস্তবতার রাজ্যে ব্যাঙ্কিং ও সিক্কা-নীতি দুইটা একটা রঙ্গমঞ্চে কোলাকুলি করিতেছে।

১৯১৪ সনের পর যে অসাধারণ ঘটনাবলী উপস্থিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ আবশ্যক।

যুদ্ধের সময় দৈনিক গড়গুলি কিরূপ ছিল তাহা নীচের তিন ধরা অঙ্ক হইতে বেশ বুঝা যাইবে (লক্ষ ফ্রাঁ) :—

সন	নগদ	বিল	নোট
১৯১৩	৪৪,০৫০	২৩,১৪০	৭৩,২৫০
১৯১৫	৪৭,০৯০	৯২৮০+২৩,৯৯০	১২২,৮০০
	(স্বর্ণ-মকুপের আমলে)		
	৫৮,৯০০	২০,৯৮০+১০,৮২০	২৭৫,৩৬০
	(স্বর্ণ-মকুপের আমলে)		

যুদ্ধোত্তর যুগে, ১৯২৮ সনের জুন মাসের আইন অনুসারে পুনর্গঠন না হওয়া পর্য্যন্ত বাঙ্ক অ ফ্রান্সের নোট ও রিজার্ভের হালচাল নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—

বিভিন্ন ধরণ	১৯২০	১৯২৭
১। নগদ	৫,৭৬৬,২৭০,১৩০	৫,৮৮৭,৭৭২,৮০৪
(১) ফ্রান্সের সোনা	৩,৫৫১,৭৮৭,৬২৪	৩,৬৮০,৫০০,৮২১
(২) বিদেশস্থ সোনা	১,৯৪৮,৩৬৭,০৫৬	১,৮৬৪,৩২০,৯০৭
(৩) রূপা	২৬৬,১১৪,৩৭২	৩৪২,৯৪১,১০৪
২। ডিস্কাউন্ট-করা কাগজ বৎসরের মধ্যে	৩২,০২৩,৬১০,৬০০	৪৪,২২১,২৬২,৮০০
৩। প্রচলিত নোট বৎসরের মধ্যে	৭,৮৪৪৭,১২৫,০০০	১৫,১৫৫,০০০,০০০
৪। মোট চলতি নোট	৩৭,৬৫২,২৪০,২৯৯	৪৬,৩০০,৬১৯,২৫০

১৯২৫ সনে ৩১শে ডিসেম্বরের আইন দ্বারা নোট প্রচলনের সর্ব্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হয় ৫৮,৫০০,০০০, ফ্রাঁ; পূর্ব্বেও একথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর-যুগে মোট প্রচলিত নোট ও নগদ চাকনা বা জামিনের অনুপাত অবশ্য লড়াইয়ের পূর্ব্বেকার অনুপাত

অপেক্ষা কম হইয়াছে। কিন্তু "তাল" বাণিজ্যিক কাগজের চাকনার রেওয়াজ উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করিয়াছে। ১৯২০ সনে বিলসমূহের গড় মেয়াদ ছিল প্রায় ৯০ দিন, কিন্তু ১৯২৭ সনে উহা মাত্র ১৮ দিনে পরিণত হইয়াছে।

"নয়া" বাঁক্ ড ফ্রাঁস

(১৯২৮ সনের জুন মাস হইতে)

যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে মুদ্রাঘটিত পুনর্গঠন অর্থাৎ "স্থিতি-করণ" ১৯২৬ সনের ৭ই আগষ্ট তারিখের আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর আরম্ভ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই আইনের বলে বাঁক্ ড ফ্রাঁস বিনিময়ের বাজারে সোনার তাল এবং সোনার জামিনযুক্ত সিকিউরিটি, বিল, বিদেশী কাগজী মুদ্রা ক্রয় করিবার অধিকারী হয়। বিনিময়ের বাজারে ফরাসী ব্যাঙ্কের এই প্রভাবের ফলে ১৯২৭ সনে নূতন অবস্থার উদ্ভব হয়। পূর্ব্বে বিদেশে যেমন ফরাসী পুঁজি রপ্তানি করা হইয়াছিল এইবার তাহার প্রতিক্রিয়া সুরু হয়। বাণিজ্যিক কাগজ এবং সোনার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক ঠিক সেই পরিমাণে নোট-প্রচার বাড়াইবারও অধিকারী হয়। নোটের বহর ১৯২৫ সনের ৬ঠা ডিসেম্বর তারিখের আইন মাফিক ৫,৩০০ কোটির সর্ব্বোচ্চ সীমায় আসিয়া ঠেকে। ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডে যে ফরাসী সোনা গচ্ছিত ছিল তাহাও ফিরিয়া পাওয়া সম্ভবপর হয়। ১৯২৭ সনে ফ্রাঙ্কের আধিক এবং রাজস্ব-ঘটিত অবস্থা বাস্তবিকই ফিরিয়া যায়।

বাঁক ড ফ্রাঁসের কর্ত্তা রাঁদ্ (প্যারি ১৯২৯) বলেন ১৯২৮ সনে "এক নূতন ফ্রাঁ সৃষ্টি হয়।" "১৪ বৎসর যাবৎ বাধাপ্রাপ্ত মুদ্রা থাকার পর ফ্রাঁ পুনরায় খাঁটি মুদ্রায় পরিণত হয় এবং পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী মুদ্রার সহিত চাকনা বা জামিন সম্বন্ধে ইহা সমান প্রতিযোগিতা করিবার অধিকারী হয়।"

১৯২৮ সনের ২৫শে জুন তারিখের আইনে সোনাকেই বিধিবদ্ধ মুদ্রা-ধাতুরূপে স্বীকার করা হয় আর পূর্ব্ববর্ত্তী আঠারো মাসের প্রচলিত হারে ফ্রাঁর দর বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ১৯১৪ সনের ৫ই আগষ্ট তারিখের আইন অনুসারে আইন-সঙ্গতরূপে ঘোষিত নোটগুলা উক্ত আইনের বলে বিলুপ্ত করা হয়। ব্যাঙ্ককে উহার প্রচারিত নোটগুলির জন্য সোনা বা মুদ্রা মজুত রাখিতে বাধ্য করা হয়।

জনসাধারণকে কতকগুলি নোটের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নোটের পরিবর্ত্তে সোনার মুদ্রা বা সোনা আদায় করিবার অধিকারী করা হয়, এবং এইরূপ নোটের সর্ব্বনিম্ন সীমা ২১৫,০০০ ফ্রাঁ বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

এই সমস্ত আইনকানুন দ্বারা কারেন্সীর স্থিতিকরণ এবং উহার একটা নির্দ্দিষ্ট মানদণ্ড নিরূপণ করা হয়। দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ঠিক এই উপায়েই কারেন্সির সংস্কার বা পুনর্গঠন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ফ্রান্সে কর্ত্তৃপক্ষ ফ্রাঁকে উহার পূর্ব্বতন-মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়াছেন। ফ্রাঁর মূল্য-হ্রাস করাসী মুদ্রাসংস্কারের এক বড় কথা। মুদ্রার মূল্য-হ্রাস-নীতি ফ্রান্সের আধিক ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক যুগের সূচনা করিয়াছে বলা যাইতে পারে।

নোট-নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯২৮ সনের ২৫শে জুন তারিখের আইনও সমান বিপ্লবাত্মক। এই আইন দ্বারা ১৮৭৬ সনের পর সর্ব্ব প্রথম বাঁক্ ড ফ্রাঁসকে নোট-প্রচারের জন্য সর্ব্বনিম্ন জামিন রাখিবার নীতি মানিয়া চলিতে বাধ্য করা হয়। উত্তমর্ণদের চলতি হিসাব সহ নোট প্রচারিত নোটের জন্য কম পক্ষে ৩০% সোনার মুদ্রা (বাণিজ্যিক কাগজ ছাড়া) রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং আইনসঙ্গত সর্ব্বোচ্চ নোটপ্রচারের নীতির (১৮৭৮ সনে ৩৫ কোটি এবং ১৯২৫ সনে ৫,৮০০ কোটি) মূলেও কুঠারাঘাত করা হয়। ৩০% সোনার চাকনা ১৯২৪ সনের রাইখ্‌স বাঙ্ক আইন-সঙ্গত সোনার চাকনা অপেক্ষাও বেশী, কারণ উক্ত আইনে উর্দ্ধ পক্ষে মাত্র ৩০% সোনার চাকনা রাখার বাধ্যবাধকতা কায়েম করা হইয়াছে।

নোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, ফ্রান্স শতাব্দীর পুরাতন "ব্যাঙ্কি নীতি" বর্জ্জন করিয়া ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড ও রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের "কারেন্সী নীতি" বা সিকা-নীতিই গ্রহণ করিয়াছে। তবে বাঁক্ ড ফ্রাঁস বিশ্বস্ত নোট প্রচারের "বিশ্বাস-নিষ্ঠ" বা আইন মাফিক সর্ব্বোচ্চ সীমা

সম্বলিত কঠোর বিলাতী ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের আনুপাতিক জামিন-বিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত শিথিল ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইয়াছে।

১৯২৮ সনের জুন মাসের আইনে উদ্বর্ত্তপত্র তৈরী করা এবং ঐশ্যার হিসাব-পত্র গ্রহণেরও কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে। ঐ তারিখে বিনিময়ের নয়া হার অনুসারে ব্যাঙ্কের অধিকারভুক্ত সমস্ত স্বর্ণমুদ্রার দর কষা হয়। রৌপ্যমুদ্রাগুলারও এইভাবে দর কষিয়া ঐগুলিকে মুদ্রার আসন হইতে নামাইয়া সাধারণ চাঁদি হিসাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্পণ করা হয়। কং রাঁদু (প্যারি, ১৯২৯) ১৯২৮ সনের দ্বিতীয় ছয় মাস ব্যাঙ্কের নিম্নলিখিত রূপ (লক্ষ ফ্রাঁর হিসাব) হিসাবে প্রকাশিত করে :—

তারিখ	স্বর্ণমুদ্রা	নোট	নোট ও চলতি আমানতের অনুপাতে সোনার জামিনের শতকরা হিস্যা
২৫শে জুন	২,৮৯,৩৫০	৫,৮৭,১৫০	৪০·৪৫
৭ই সেপ্টেম্বর	৩,০৪,২৬০	৬,১৫,৫২০	৩৯·১৭
২১শে ডিসেম্বর	৩,১৮,৩৫০	৬,১৯,১৪০	৩৯·৩২

এই সময়ের মধ্যে সোনার ঢাকনা বা জামিন দৈনিক বা অন্য মেয়াদের দেনাসমূহের ৩৯·১৭% ও ৪০·৪৫% এর মধ্যে উঠা-নামা করিয়াছে। এই ঢাকনা আইনসঙ্গত ৪০% এর অনেক উপরে। ব্যাঙ্কের তহবিলে মজুদ নগদ সোনার সহিত বিদেশে দৈনিক বা অন্য মেয়াদের যে সমস্ত সম্পত্তি আছে তাহা যোগ করিলে অনুপাত আরও বাড়িয়া যাইবে।

"আনুপাতিক ঢাকনা" সম্পর্কেও নয়া রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক ও পুরাতন ব্যাঙ্ক দ ফ্রাঁসের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। দুইটি নোট-আইনের সর্ত্তাবলীর মধ্যে যে সমস্ত পার্থক্য আছে তাহা মোটেই উপেক্ষা করা যায় না। ফ্রান্সের ৩৫% সোনার ঢাকনা (১) নোট এবং (২) চলতি ডিপজিট বা আমানত প্রভৃতি সাধারণ বাণিজ্যিক ঋণ উভয়ের বরাতই দিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মানিতে কেবলমাত্র নোটের বরাতই ৩০% সোনার ঢাকনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জার্ম্মাণ নোট-ব্যাঙ্কের চলতি ডিপজিট প্রভৃতি সাধারণ ব্যাঙ্কিং কারবারের বিশেষ ঢাকনার ব্যবস্থা আছে। এই ঢাকনার বরাদ্দ নোট মূল্যের ৪০% পর্য্যন্ত, এবং ইহা সোনা না হইলেও চলিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক নোট ও সাধারণ ব্যাঙ্ক-বিভাগের মধ্যে রীতিমত ভেদরেখা টানিয়া দুইটাকে পৃথক পৃথক স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রত্যেক বরাদ্দ জন্য বিভিন্ন ধরণের জামিন কায়েম করিয়াছে। অন্য পক্ষে বাঁক দ ফ্রাঁস নোট-প্রচার এবং ডিপজিট প্রভৃতি সাধারণ ব্যাঙ্কের কারবার দুইটিকে কেবলমাত্র মামুলি স্বরূপেই সমন্বিয়া লইয়াছে। সেই জন্য পৃথক পৃথক বরাদ্দ জন্য পৃথক পৃথক জামিনের ব্যবস্থা করা হয় নাই; ৩৫% সোনার ঢাকনা দুই ধরণের কর্জ্জেরই ভার গ্রহণ করিতে সক্ষম, এইরূপ ধারণা করা হইয়াছে।

বাকী ৭০% নোটের জন্য যে বাধ্যতামূলক ঢাকনার প্রয়োজন আর্থাণ আইনে তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু ফরাসী আইন এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব। ফ্রান্স আনুপাতিক ঢাকনার বাধ্যতামূলক নীতি স্বীকার করিয়াছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ চির-আচরিত স্বাধীনতাই উপভোগ করিতেছে।

বিলাতী প্রতিষ্ঠানের রক্ষণশীলতা ও হুসিয়ারীর তুলনা করিলে দেখা যায় ফরাসী প্রতিষ্ঠান রাইখ্‌স ব্যাঙ্কেরই মত শিথিল ও বটেই, অধিকন্তু কাগজী-মুদ্রা বা সাধারণ ব্যাঙ্ক-কারবার ক্ষেত্রে আইনের বালাই সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া আর্থাণ প্রতিষ্ঠানকেও অতিক্রম করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এখানে আমরা সেই পুরাণা "ব্যাঙ্কিং প্রিন্‌সিপল্" বা "ব্যাঙ্কিং নীতিকে" এক নয়া আকারেই দেখিতে পাইতেছি।

নোট-ব্যাঙ্কসমূহের বাণিজ্যিক, রিজার্ভ ও সরকারী ব্যাঙ্কিং

অন্যান্য আর্থাণ ব্যাঙ্কের মতই রাইখ্‌স ব্যাঙ্কও সাধারণ ভাবে আপন ব্যবসা-বাণিজ্যের কারবার চালাইয়া থাকে। কিন্তু ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের মত রাইখ্‌স ব্যাঙ্কেরও

সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের কারবার আর্থাণির বাঘা-বাঘা ব্যাঙ্কগুলার তুলনায় অত্যন্ত কম।

১৯১৩ সনে রাইখ্‌স বাঙ্কের সর্ব্বনিম্ন বাণিজ্যিক কারবারের পরিমাণ ৮,৭৪০ লক্ষ মার্ক এবং উহার সর্ব্বোচ্চ কারবার ১৭,৩২০ লক্ষ মার্ক। তুলনায় অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলার, যথা ডয়চে বাঙ্ক, ডিস্কোণ্টো গেজেল্‌শাফ্‌ট, ড্রেসড্‌নার বাঙ্ক প্রভৃতির কারবার অনেক বেশী। এই সমস্ত ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটির পুঁজিপাট্টা ২০ কোটি মার্ক। ডয়চে বাঙ্কের এক আমানতের হিসাবেই ১৪৮ কোটি মার্কের কারবার হইয়াছে। ড্রেসড্‌নারের আমানত ব্যাঙ্কিংয়ের পরিমাণ ৯৫,৮০ লক্ষ এবং ডিস্কোণ্টোর ৬৭,৬০ লক্ষ।

ডয়চে বাঙ্কে ডিস্কাউণ্ট ও সকল প্রকার কর্জ্জের খাতে কারবারের পরিমাণ ১৫৫ কোটি মার্ক, ড্রেসড্‌নারের ৯৪,২০ লক্ষ এবং ডিস্কোণ্টোর ৭৭,৮০ লক্ষ। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের একত্রে ডিস্কাউণ্ট ও কর্জ্জের খাতে মোট কারবারের পরিমাণ ৩২৭ কোটি মার্ক এবং ইহা রাইখ্‌স বাঙ্কের সকল প্রকার বাণিজ্যিক কারবারের প্রায় দ্বিগুণ। এই তিনটি ব্যাঙ্ক ছাড়া আরও অনেকগুলি ব্যাঙ্ক এই সময়ে কারবার চালাইয়াছে।

নিম্নে রাইখ্‌স বাঙ্কের "সক্রিয়" (সম্পত্তি) বাণিজ্যিক কারবারের (বিল, ডিস্কাউণ্ট ও সিকিউরিটির পরিবর্ত্তে কর্জ্জ দাদন) পরিচয় দেওয়া গেল :—

তারিখ	বিল	কর্জ্জ
	মার্ক	মার্ক
১৯০৩, ৩১শে ডিসে	১,০৮৯,১৯০,৮৫৫	১৪৬,২২৬,৭০০
১৯১৩, ৩১শে ডিসে	১,৪৯৭,৮৬০,২৮২	৯৪,৪৭২,৮০০
১৯২৪, ৩১শে ডিসে	২,০৫১,৪৩৮,৩২৯	১৬,৯৬০,২০০

বিলের কারবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্জ্জের কারবার হ্রাস পাইয়াছে। ১৯১৩ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মোট কারবারের পরিমাণ ১,৪৯২,০০৩,০৮২ মার্ক; ইহার সহিত আর্থাণির অন্যান্য ডিপজিট বা আমানত-ব্যাঙ্কের বাণিজ্যিক কারবারের তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে। নিম্নে অন্যান্য ব্যাঙ্কের ১৯১৩ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত কারবারের হিসাব দেওয়া গেল :—

ডিস্কাউণ্ট করা বিল	৪,২৮৬,২০০,০০০ মার্ক
অধমর্ণদের নিকট দাদন	১৪,২৪২,৬০০,০০০
সিকিউরিটি দরিদ	৫,৪৮৮,৪৯৫,০০০
বন্ধক	১৪,১৪৭,৪০০,০০০
পাবলিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কর্জ্জ দাদন	
মোট	৪১,২৮২,৩০০,০০০

অর্থাৎ আর্থাণির ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যাঙ্কের তুলনায় রাইখ্‌স বাঙ্ক মাত্র ৩·৮% কারবার করিয়াছে।

১৯২৪ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এই সমস্ত ব্যাঙ্কের "সক্রিয়" কারবার নিম্নরূপ ছিল :—

বিল	২,৩০৪,৬০০,০০০ মার্ক
অধমর্ণ	৪,৪৬৪,০০০,০০০
সিকিউরিটি	৩১৪,০০০,০০০
বন্ধক	১০৪,০০০,০০০
পাবলিক প্রতিষ্ঠানকে ধার	১৪১,২০০,০০০
মোট	৮,৩৩৮,১০০,০০০

ঐ তারিখে রাইখ্‌স বাঙ্কের মোট কারবারের পরিমাণ ২,০৬৮,৪২৮,৫২৯ মার্ক, অর্থাৎ অন্যান্য ব্যাঙ্কের কারবারের ২৪·৮%।

নিম্নে রাইখ্‌স বাঙ্কের ডিপজিট ("নিষ্ক্রিয়" অর্থাৎ দেনা) কারবারের পরিচয় দেওয়া গেল :—

১৯০০, ১লা জানুয়ারী	৩৮১,৩৪৭,২১৮ মার্ক
১৯১২,	৪৫৮,৪১১,২৪৪
১৯২৪, ,,	৪০৩,৭৬৩,০৮২

১৯১৩ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে অন্যান্য ব্যাঙ্কের ডিপজিট কারবারের পরিমাণ ৩৪,৪৭১,৮০০,০০০ মার্ক। ১৯১৩ সনের ১লা জানুয়ারি তারিখে রাইখ্‌স বাঙ্কের ডিপজিট কারবারের তুলনায় ইহা প্রায় ৯২ গুণ। ১৯২৪ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে "অন্যান্য ব্যাঙ্কের"

ডিপজিট কারবার ৭,৯৫০,৪০০,০০০ মার্ক; সুতরাং এ হিসাবে ঐগুলার কিন্তু রাইখ্‌স বাঙ্ক অপেক্ষা ১৯·৭ গুণ বেশী।

এ সম্বন্ধে ফ্রান্সের কাহিনী আশ্চর্য্যজনক।

ফ্রান্সের "বাঙ্কা-বাঙ্কা তিনটার" অর্থাৎ ক্রেদি লিঅঁনে, সোসাইতে জেনেরাল ও কঁতোয়ার ব্যাঙ্কগুলির "সক্রিয়" (সম্পত্তি) কারবার নিম্নরূপ :—

১৮৯৯, ৩১শে ডিসেম্বর	১,৬৯৫,০০০,০০০ ফ্রাঁ
১৯০৫	৫,১৮০,০০০,০০০
১৯১০	৪,১০০,০০০,০০০ ,,
১৮৯৫	৪৪৩,৮০০,০০০ ,,
১৯০১	৫৯২,৪০০,০০০ ,,
১৯০৪	৬৪০,৫০০,০০০ ,,

দেখা যাইতেছে ব্যাঙ্কগুলার কারবার ক্রমে ফাঁপিয়া উঠিতেছে; ১২ বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ১৪৭%।

অন্য পক্ষে বাঙ্ক ফ্রাঁসের বিল ডিস্কাউন্ট করিবার কারবার ১৮৮০ সন হইতে ১৯০৫ সন পর্য্যন্ত ক্ষেত্রবিশেষে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া ক্রমাগত কমিয়া চলিয়াছে। নিম্নে দৈনিক গড়ের হিসাব দেওয়া গেল :—

১৮৮০	৪৩,৩৯১
১৮৯০	৪১,২৭০
১৮৯৫	৪২,২৬০
১৯০১	৪১,০৬০
১৯০৫	৪৩,৬২০

বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলা বাঙ্ক ফ্রাঁসকে ক্রমেই এই কারবার হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। ১৯১২ সনে ইহার দৈনিক গড় ১,৩৩৩,০০০,০০০ ফ্রাঁ হয় বটে, কিন্তু তবুও এইখাতে বাঙ্কা তিনটার মিলিত কারবার দাঁড়ায় ইহার তিনগুণেরও বেশী। এমন কি, ক্রেদি লিঅঁনে নামক ব্যাঙ্কের বিল-ডিস্কাউন্টের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৪৪১,০০০,০০০ ফ্রাঁ।

বিগত কয়েক বছরের জন্য বাঙ্ক ও বাঙ্কা তিনটা ব্যাঙ্কের ডিস্কাউন্ট কারবারের তুলনামূলক হিসাব নীচে দেওয়া হইল :—

(লক্ষ ফ্রাঁর হিসাব)

সন	ক্রেদি লিঅঁনে	সোসিয়েতে জেনেরাল	কঁতোয়ার	বাঙ্ক
১৯০৩	৩২,৩৯১	৩০,২০০		৩২,১৬০
১৯০৪	৪১,২৭০	৪১,০৬০		৩৪,১৩০
১৯০৫	৫২,২৬০	৫৩,৬২০		৪১,৪০০

(ক্রমশঃ)

শেয়ার বাজার

(কলিকাতা, জুলাই, ১৯০৬)

শেয়ার বাজারে জুলাই মাসের মাঝে পূর্ব্বাপেক্ষা কারবার হইয়াছে একটু বেশী। এই সময় যে পেশাদার কারবারীরা কাজ করিয়াছে তাহা নহে, সস্তা করিবার উদ্দেশ্যে আগন্তুক কারবারীদের এই সময় আমদানি দেখা যায়। এবৎসর এমন সময় এরূপ ঘটনা হওয়ার কারণ কি হইতে পারে? বোম্বাইএর বাজারেও কাজ হইয়াছে বেশী, মাদ্রাজে সম্প্রতি ব্যাঙ্ক খোলা হওয়ার পরেও এসময় কাজ মন্দ হয় নাই। প্রধান তিনটি শেয়ার বাজারে কারবার বৃদ্ধির কারণ সম্ভবতঃ নিউ ইয়র্ক ও লণ্ডনে কারবার বেশী হওয়ার খবর এদেশে আসিয়া পড়া এবং ইয়োরোপের রাজনৈতিক চাঞ্চল্য হ্রাস পাওয়া। কলিকাতার বাজারে যে সমস্ত শেয়ারের এতদিন কোন খরিদ্দার পাওয়া যাইতেছিল না, সে সমস্ত শেয়ারেরও হাতবদল হইতে দেখা যায়। ব্যাপার দেখিয়া অনেকে আশা করেন যে, হয়ত

কিছুদিন ভারতীয় শিল্পের উন্নতি হইবে ও শেয়ার দর তেজী যাইবে, এবং যে তেজী ভাব দেখা যাইতেছে তাহা কেবল সাময়িক উন্নতি নহে।

লোহার কারখানায় বর্ষঘটের পরেও ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড ষীল কোম্পানীর শেয়ার দর তেজী যায়—অন্যান্য লোহার কারখানার শেয়ার দরও তেজী যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রণের ২৮৲ হইতে ৩০৸৶০ পর্য্যন্ত দর উঠে। লোহার কারখানাগুলি সম্বন্ধে অনেক গুজব রটিয়াছিল বটে, কিন্তু সেগুলি কর্পূরের মত উবিয়া গেল।

পাটের বাজারের গুজবে সকলে হয়রান হইয়া পড়িয়াছে—মিল মালিক সঙ্ঘে যে শেষ পর্য্যন্ত মতভেদ থাকিবে না সে বিশ্বাস অনেকটা দৃঢ় হইয়াছে, আর চটকলের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার নহে সে বিশ্বাসও কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়া ২৯৮৲০ হইতে ৩১৫৲ হইয়া ৩১২ পর্য্যন্ত হয়; কোর্ট উইলিয়াম ১৮৭৲ হইতে ২১১৲০ হইয়া ২০১৲০ পর্য্যন্ত হয়; হাওড়া হয় ৪০৫৶০ হইতে ৪৭৲ পর্য্যন্ত; কামারহাটি হয় ৪৩৪৲ হইতে ৪৬৪৲ পর্য্যন্ত।

কয়লা খনির শেয়ার দর সামান্য তেজী যায়—তেজী ভাবটা সাধারণতঃ বিশেষ এক কোম্পানীর খনির শেয়ার-গুলির মধ্যে দেখা যায়—অন্য আর এক কোম্পানীর খনির শেয়ারগুলির মধ্যেও খানিকটা তেজী ভাব দেখা যায় বটে, অন্যান্য অধেক কোম্পানীর খনির শেয়ারগুলির মধ্যে তত তেজীভাব দেখা যায় না। বরাকর ১৩৶০ হইতে ১৪৮৶০ হইয়া ১৪।০ পর্য্যন্ত হয়, ইকুইটেবল ৩৭৲ হইতে ৩৭৷৶০ হইয়া ৩৮৮৶০ পর্য্যন্ত হয়, রাণীগঞ্জ হয় ৩১।০ হইতে ৩২৮৶০

চা বাগানের শেয়ারে কাজ কিছু বেশী হয়—এমন মনে হয় যে শেয়ার বাজারের এই বিভাগে বেপারীদের নজর ফিরিয়া আসিতেছে। বিশ্বনাথ ২২৷০ হইতে ২৪৶০, হাসকাওয়া ২৮০ হইতে ১০৷০, হাতিকীরা ১৮৶০ হইতে ১২৸০ হাসিমারা ৩৮৲ হইতে ৪০৲ পর্য্যন্ত হয়।

অন্যান্য শেয়ার দরেরও বিশেষ মন্দাভাব দেখা যায় নাই।

কোম্পানীর কাগজ

শতকরা	৭ জুলাই	১৪ জুলাই	২১ জুলাই	২৮ জুলাই
৩৲ সুদের কাগজ	৯৮৷৶০	৯৮৸৶০	৯৯৶০	৯৯৷৶০
৩৲ (১৯৪১-৪৪)	১০২৸০	১০২৸০	১০২৸৶০	১০২৸০
৩৷০ (১৯৪৭-৫০)	১০৬৷০	১০৬৸৶০	১০৬৸৶০	১০৬৷০
৪৲ (১৯৫০-৫৫)	১১৭৸৶০	১১৮৶০	১১৮৶০	১১৮৶০
৪৲ (১৯৬০-৭০)	১১২৸৶০	১১২৸৶০	১১৩৲	

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার দর প্রায় ২।০ বাড়িয়া ৷০ পড়িয়া যায়, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ার দর ২০৲ তেজী হইয়া ১০৲ মন্দা যায়।

	৭ জুলাই	১৪ জুলাই	২১ জুলাই	২৮ জুলাই
রিজার্ভ	১১৫৲	১১৫৸০	১১৭৷০	১১৬৸০
ইম্পিরিয়াল	১৫৬৮৲	১৫৮৮৲	১৫৭০৲	১৫৫৮৲
ঐ আংশিক	৩৮৬৲	৩৮৪৲	৩৭৭৲	৩৭৭৲

চটকল

চটকলের শেয়ার দর মাঝে বেশ তেজী যায়। মাসের শেষের দিকে কিছু মন্দা যায়। কয়েকটি দর ছিল এইরূপ—

	৭ জুলাই	১৪ জুলাই	২১ জুলাই	২৮ জুলাই
অ্যাংলো ইণ্ডিয়া	২৯৮৷০	২৯৯৲	৩১৫৲	৩১২৲
ফাইভ	২০৬০	২০৬৷০	২২৷০	২১৲
কোর্ট উইলিয়াম	১৮৭৲	১৯৭৷০	২১১৷০	২০১৷০
হাওড়া	৪০৫৶০	৪০৷৶০	৪৩৮৶০	৪৭৲
কামারহাটি	৪৩৪৲	৪৩২৲	৪৪৬৲	৪৩৪৲

কাপড়ের কল

কাপড় কলের শেয়ার দর মোটামুটি একপ্রকারই থাকে। কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৭ জুলাই	১৪ জুলাই	২১ জুলাই	২৮ জুলাই
বঙ্গলক্ষ্মী	৪৯৲	৪৯৲	৪৯৲	৪৯৲
কেশোরাম	৬৷৶০	৬৷৶০	৬৸৶০	৭৷৶০
মোহিনী	১০৷৶০	১০৷৶০	১০৷৶০	১০৷৶০

চা বাগান

চা বাগানের শেয়ার দর মাঝে সামান্য তেজী হয়েও প্রায় সমস্ত মাসই মন্দীভাব বজায় থাকে। কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৭ জুলাই	১৪ জুলাই	২১ জুলাই	২৮ জুলাই
বেটজান (আসাম)	১৯৲	১৯৲	১৯৲	১৯৲
বিশ্বনাথ ( )	২২৷৹	২৪৵৹	২৪৷৹	২৪৵৹
হাসকোওয়া (তরাই)	৯৸৹	৯৸৹	৯৸৹	১০৷৹
হাতিগীরা (শ্রীহট্ট)	১৮৵৹	১৯৷৵৹	১৯৷৵৹	১৯৸৹
হাসিমারা (দুয়ার)	৩৮৲	৩৯৵৹	৩৯৷৹	৪০৲

বিজলী

বিজলী কোম্পানীর শেয়ার দর প্রায় স্থির থাকে। কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৭ জুলাই	১৪ জুলাই	২১ জুলাই	২৮ জুলাই
বঙ্গল টেলিফোন	১৮৲	১৮৲	১৮৷৵৹	১৮৷৶৹
লিঃ ইলেকট্রিক	৩৯৲	৪০৲/৬	৪০৲/৩	৪০৲/৬
ইউ পি	১১৬৲	১১৬৲	১১৪৲	১১৪৲

কয়লা খনি

কয়লা খনির শেয়ার দর সামান্য তারতম্য না ধরিলে প্রায় এইরূপ ছিল। কয়েকটি দর ছিল এইরূপ :—

	৭ জুলাই	১৪ জুলাই	২১ জুলাই	২৮ জুলাই
অ্যামালগ্যামেটেড	২৩৲	২৩৲	২৩৸৹	২৩৸৹
বেঙ্গল	৩৩২৲	৩২২৲	৩৩৫৲	৩৩৪৲
বরাকর	১৩৷৵৹	১৩৸৵৹	১৪৸৵৹	১৪৷৹
ইকুইটেবল	৩৭৲	৩৬৸৹	৩৭৷৵৹	৩৬৸৵৹
রাণীগঞ্জ	৩৩৷৹	৩৩৲	৩৩৷৹	৩২৸৵৹

বিবিধ

কয়েকটি বিবিধ শেয়ার দর ছিল এইরূপ :—

	৭ জুলাই	১৪ জুলাই	২১ জুলাই	২৮ জুলাই
বর্মা কর্পোরেশন	৭৮৵৹	৭৮৵৹	৭৮৵৹	৭৮৹
ইণ্ডিয়ান আয়রণ	২৬৸৹	২৬৸৹	২৯৲	৩০৸৵৹
রোডেসিয়া কপার	১৸৵৹	১৸৵৹	১৮৵৹	১৮৵৹

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আশ্বিন—১৩৪৫ আর্থিক উন্নতি ১৩শ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

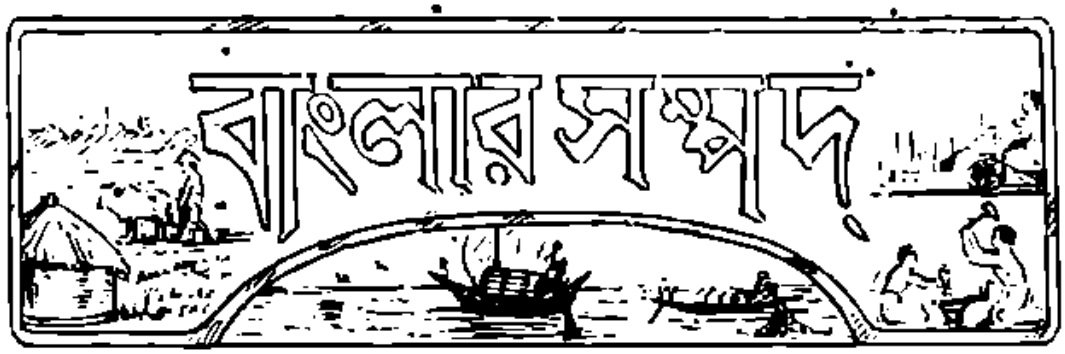

বাংলার পল্লী-কল্যাণ

ভারতের পল্লী-কল্যাণ সমস্যা যে অতি জটিল ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই। আধুনিক শাসন-আইন পাশ হইবার পর হইতেই উক্ত বিষয়টী সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। যেসব দেশে কংগ্রেসের প্রাধান্য সেখানে কিছু কিছু উন্নতি হইয়াছে মনে হয়। কিন্তু কংগ্রেস যেখানে প্রাধান্য পায় নাই সেসকল স্থল এখনও "যে তিমিরে সেই তিমিরে"। কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, পল্লী-সংস্কার মানে অর্থের সাচ্ছল্য। প্রায়ই শুনা যায় যে, অর্থের অনটন হেতুই পল্লীর দুঃখ ঘুচে না। বাংলার পল্লী-সংস্কারের ডিরেক্টর মহাশয়ের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, তিনি খাল-বিল আর পুষ্করিণী হইতে পাঁক তোলা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই করেন নাই। কোথাও কোথাও টিউবওয়েল খনন এবং কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া ব্যতিরেকে এদিকে আর কি কাজ হইয়াছে প্রকাশ নাই।

বাংলার যৌথকারবার

বঙ্গদেশে অল্পদিনের মধ্যে নিম্নলিখিত যৌথকারবার খোলা হইয়াছে:—

১। হিন্দুস্থান ম্যানুফ্যাকচারার্স লিঃ। রেজিষ্টার্ড অফিস বি ওল্ড পোঃ ষ্ট্রীট। কলিকাতা মূলধন ১,০০,০০০ টাকা।

২। কিকর আর্ট কোং লিঃ। রেজিষ্টার্ড অফিস ৩৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূলধন—১,৫০,০০০ টাকা।

৩। ন্যাশন্যাল জুট বেলিং কোং, লিঃ। হেড্ অফিস—আগাউরা, টিপারা; মূলধন—১,০০,০০০ টাকা।

৪। পিওর জুট সাপ্লাই করপোরেশন লিঃ রেঃ অঃ—১ বি ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূলধন—১,০০,০০০ টাকা।

৫। বাস্ত ঘুরিয়া রাইস্ মিল্স্ লিঃ—রেঃ অঃ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা; ৯০,০০০ টাকা।

৬। ক্যালকা পিক্‌চার্স লিঃ—রেঃ অঃ ৬০ বেলগাছিয়া রোড; কলিকাতা। মূলধন—১,০০,০০০ টাকা।

৭। সুর অ্যাণ্ড কোং লিঃ-রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৪ বেন্টিঙ্কষ্ট্রীট, কলিকাতা। ক্যাপিট্যাল—৫০,০০০ টাকা।

৮। মার্কেটিং কোং লিঃ রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৫ বেন্টিঙ্কষ্ট্রীট কলিকাতা। ২০,০০০ টাকা।

বাংলা ও আসামে পাটচাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ

	গত বৎসর একর	এ বৎসর একর
মুর্শিদাবাদ	৫৭,৫০০	৪৮,৯০০
হুগলী	২২,৫০০	২২,০০০
হাওড়া		৩,৬০০
জলপাইগুড়ী		৩৭,৮০০
পাবনা		৭৬,০০০
আসাম		
নদীয়া		
যশোহর		
মেদিনীপুর		
দার্জ্জিলিং		
ময়মনসিং		
বাখরগঞ্জ		
খুলনা		
বর্দ্ধমান		
রংপুর		
বগুড়া	৭৯,০০০	
ফরিদপুর	১,৯৬,০০০	
চট্টগ্রাম	৩০০	২০০
২৪ পরগণা	৪৫,০০০	৪০,০০০
রাজসাহী	৭৬,৮০০	৫৭,০০০
দিনাজপুর	৬৩,০০০	৭১,০০০
মালদহ	১২,৮০০	১৩,৭০০
ঢাকা	২,৬৯,০০০	৩,২১,৯০০
উড়িষ্যা	১৫,৩০০	১১,৫০০
মোট	৫,২০৯,১০০	২,৩৮৫,৩৫০

কলিকাতায় যক্ষ্মা সমস্যা

কলিকাতায় তথা বাঙ্গলার নানাস্থানে যক্ষ্মা রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯৩৮ সনের জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত ৬ মাসে কলিকাতায় যক্ষ্মা রোগে কিরূপ মৃত্যু হইয়াছে, নিম্নলিখিত সংখ্যানুপাত দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

কলিকাতা (সহর)

	২য় সপ্তাহ	৩র্থ সপ্তাহ	৪র্থ সপ্তাহ	
জানুয়ারী			৪৬	২৯৭
ফেব্রুয়ারী				২৫৬
মার্চ্চ				২৪১
এপ্রিল			৪৯	২৭৬
মে				২১৯
জুন				২০৯
			৬ মাসে মোট	১৪৯৮

সহরতলী

	১ম সপ্তাহ	২য় সপ্তাহ	৩য় সপ্তাহ	৪র্থ সপ্তাহ	৫ম সপ্তাহ	মোট
জানুয়ারী						৫৭
ফেব্রুয়ারী						৫৫
মার্চ্চ						৩৪
এপ্রিল						৫৭
মে						৪৪
জুন						৩৮
					৭ মাসে মোট	২৮৫

৬ মাসে (জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত) সহর ও সহরতলীতে যক্ষ্মা (বিভিন্ন প্রকার) ব্যাধিতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১৭৮৩। বিভিন্ন রোগে মৃত্যুর সংখ্যার সহিত

তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, বসন্ত রোগের দুরন্ত প্রাদুর্ভাবের সময় ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় উদরাময়ে (বিভিন্ন প্রকার) মৃত্যুর সংখ্যার নীচেই যক্ষ্মা মৃত্যুর সংখ্যা স্থান পাইতে পারে। সকল প্রকার রোগে মোট মৃত্যু সংখ্যার কত অংশের যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু হইয়াছে মাসানুক্রমিক তালিকা দৃষ্টে তাহা অনুমিত হইবে।

জানুয়ারীতে মোট মৃত্যুর	১২ ½ ভাগ
ফেব্রুয়ারীতে	১২
মার্চ্চে	১৩
এপ্রিলে	১৩
মে মাসে	১২
জুনে	১১ ,,

বাংলা দেশে যক্ষ্মা এবং কুষ্ঠ এই দুইটি রোগ অতীত এবং বর্ত্তমান জন্মের উৎকট পাপের পরিণামস্বরূপই দেহে প্রকাশ পাইয়া থাকে এরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এই রোগকে দীর্ঘ দিন চিকিৎসক এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের নিকট গোপন রাখিবার মনোভাব বহু লোকের মধ্যে দেখা গিয়াছে। সুতরাং যক্ষ্মায় মৃত্যুর সংখ্যাধিক্যের জন্য এরূপ সংস্কারকে কিছু পরিমাণে দায়ী করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এরূপ বহু বাড়ী আছে যাহাতে দিনমানে একবারও সূর্য্যের রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না, পরন্তু দিনের বেলাতেই আলো জ্বালিয়া গৃহকর্ম্ম করিতে হয়। এই-সকল গৃহের অবস্থান এমনি যে কয়লার ধোঁয়া বাহির হইবার পথ না পাইয়া ঘরের কোণে কোণে কালো মালিন্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই মালিন্য যক্ষ্মা বীজাণুর আরাম-দায়ক আবাস। পুরুষগণ অন্ততঃ বাহিরে যাইয়া আলো বাতাসে বেড়াইবার সুযোগ পায় কিন্তু স্ত্রীলোকদের সে সুযোগ কম হওয়ায় তাহাদের আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা বেশী।

বাংলায় ব্যাধির প্রকোপ

গত ১৩ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে বাংলাদেশে কোন্ কোন্ সংক্রামক ব্যাধিতে কত লোক মারা গিয়াছে, সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ তাহার নিম্নোক্ত হিসাব দিয়াছেন:—

আলোচ্য সপ্তাহে :—কলেরায় আক্রান্ত ৩২৪, মৃত্যু ১২৬, বসন্তে আক্রান্ত ৬০, মৃত্যু ২৬; ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত ১৭২, মৃত্যু ৯; মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত ১২, মৃত্যু ৭।

আলোচ্য সপ্তাহের পূর্ব্ব সপ্তাহে :—কলেরায় আক্রান্ত ৩০১, মৃত্যু ১৪২; বসন্তে আক্রান্ত ১০৪, মৃত্যু ৩৮; ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত ২৪০, মৃত্যু ৫; মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত ১০, মৃত্যু ২।

পূর্ব্ব বৎসরের আলোচ্য সপ্তাহে :—কলেরায় আক্রান্ত ১৪৭, মৃত্যু ৭৫; বসন্তে আক্রান্ত ১১৬, মৃত্যু ৭৬; ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত ২৯৮, মৃত্যু ১৪; মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত ১৪, মৃত্যু ৪।

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন জেলায় কোন্ কোন্ রোগে কত লোক মারা গিয়াছে, নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল :—

কলেরায়—বর্দ্ধমান ২, বাঁকুড়া ১, মেদিনীপুর ৩১, হুগলী ৫, হাওড়া ২০, ২৪-পরগণা ৬, কলিকাতা ১, নদীয়া ২, যশোহর ১, দিনাজপুর ১, বগুড়া ৩, পাবনা ১১, ঢাকা ৪, ময়মনসিংহ ৫, ফরিদপুর ৫, রাজসাহী ১, চট্টগ্রাম ১, ত্রিপুরা ১ ও নোয়াখালীতে ১৫ জন মারা গিয়াছে।

বসন্তে—বর্দ্ধমান ২, হুগলী ১, হাওড়া ১, কলিকাতা ৫, খুলনা ২, দার্জ্জিলিং ১, রংপুর ১, ঢাকা ৭, ময়মনসিংহ ২, ফরিদপুর ১, ত্রিপুরা ১ নোয়াখালী ২ জন মারা গিয়াছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জায়—হুগলী ১ ও কলিকাতায় ৮ জন মারা গিয়াছে।

মেনিনজাইটিস—কলিকাতায় ৬ ও ঢাকায় ১ জন মারা গিয়াছে।

বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড্

১৯৩৭ সনে কোম্পানীর সকল দিক্ দিয়াই উন্নতি হইয়াছে। এ বৎসর মিলের মোট ৭ লক্ষ ২১ হাজার

৮০৭ টাকার কাপড় বিক্রয় হইয়াছে। ১৯৩৬ সনে ৪ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫১৫ টাকার কাপড় বিক্রয় হইয়াছিল। ১৯৩৭ সনের জুন মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসে কোম্পানীর নিট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭ হাজার ১৬৪ টাকা; বাকী ছয় মাসে ২৪ হাজার ৩২৮ টাকা নিট লাভ হইয়াছে। এই টাকা হইতে মজুদ তহবিলে মোটা রকম টাকা রাখা হইয়াছে এবং অংশীদারগণকে প্রত্যেক ছয় মাসের জন্য আদায় বাবে বার্ষিক শতকরা সাত টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

১৯৩৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ১৯৯ টাকা ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। এই সমস্ত টাকা, মজুদ তহবিল (১০,২৬৬) এবং অন্যান্য দায় লইয়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৯৬ টাকা। উহার বদলে কোম্পানীর হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি রহিয়াছে উহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—জমি, বাড়ী, কলকব্জা ইত্যাদি ৫ লক্ষ ৪৭ হাজার ২৪৫ টাকা (মূল্যাপকর্ষ বাদে), মজুদ, কাপড় ও সূতা ইত্যাদি ১ লক্ষ ২১ হাজার ৫০৬ টাকা। বিবিধ দফায় পাওনা ৮৬ হাজার ৩০৬ টাকা হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ১৪ হাজার ১২৬ টাকা।

বঙ্গেশ্বরী কটন মিল ১৯৩৪ সন হইতে ডাক্তার নরেন্দ্র নাথ লাহার পরিচালনাধীনে আসার পরে সকল দিকে উন্নতি লাভ করিতেছে। ইতি মধ্যেই এই মিলের তৈয়ারী কাপড় বাজারে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই কলের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।

বাংলার মিউনিসিপ্যালিটির জল-নিকাশের বাৎসরিক ব্যয়

নিম্ন তালিকায় বাংলার বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত জল নিকাশের ব্যয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

মিউনিসিপ্যালিটির নাম	পরিমিত স্থান	১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মোট অর্থ ব্যয়	১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট অর্থ ব্যয়	সংরক্ষণের জন্য বাৎসরিক ব্যয়
	বর্গমাইল		টাকা	টাকা
বাঁকুড়া	৫,০০০		১০,০০২	
বরাহনগর	২২,১৫০		৮৩,৬৩৬	৫,১০৩
বারাসত	৫,৪০০		২৪,৮০৯	১৫৬
বারুইপুর	৬,৪৮৩		১৭,২৪৫	৩৪৮
বসিরহাট	২১,২৮৭		২২,০৭৫	
বহরমপুর	২৭,৪০৩		৬৪,৯২২	
ভদ্রেশ্বর	১৪,০০০		৩২,০২৭	
ভাটপাড়া	৮০,০০০		১৭,৯৮,০৫৮	
বজবজ	৫,৬১৯৭		৮৬,৬১৩	
বর্দ্ধমান	২৮,০০০		১,২৪,১৪৩	
চাঁপদানী	২০,০০০		২,৫৫,৯৫৮	
চান্দপুর (দক্ষিণ)	২,৬০০		১,৮৭৫	
চান্দপুর (উত্তর)	১,০০০		৪৮৭	

মিউনিসিপ্যালিটির নাম	পরিমিত স্থান	লোক-সংখ্যা	১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মোট অর্থ ব্যয়	১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট অর্থব্যয়	সংরক্ষণের জন্য বাৎসরিক ব্যয়
		বর্গমাইল	টাকা	টাকা	টাকা
ঢাকা			১২,৮৮৩	২৫,৮৭,৩৬৫	৪৬,৯৬৪
দার্জ্জিলিং			৫,১০৩	১,৮৮,০০০	৩,৬৯৯
ইংরেজ বাজার			৫৪৩	৩৩,১৯৫	৫৪১
পাকুলিয়া				৫৪,৩৪২	২,১৪৯
হাওড়া				১৪,২৬,২২৯	৪৮,৩৯০
জঙ্গীপুর				৪৭,২৫৪	৭৮
কলিম্পং				৬৪,০১৩	
কাটোয়া				৫৬,৪৩৩	১,০৭৮
খুলনা				১৫,১৫৮	১,১৫৪
কৃষ্ণনগর				৩৫,৫৯০	১,০২০
কাশিয়াং				২,৫৬,৪৮২	৪,৩৭১
কুষ্টিয়া	০·৫৫			৩৭,৫৬৮	১,৬০৯
নারায়ণগঞ্জ (পশ্চিমপাড়)	৩·০০			৮,৬১০	৩,৩৭৫
,, (পূর্ব্বপাড়)	১·৫০			৩২০	২৮৮
পটুয়াখালী	২·০০				৪৪১
রাণাঘাট	১·৫২				১,৩৮৫
রংপুর					
শ্রীরামপুর					
টাঙ্গাইল					
টিটাগড়					
উত্তরপাড়া					

কাশ্মীর গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক বীমা ব্যবস্থা

কাশ্মীরের মহারাজা একটি গভর্মেণ্ট বীমার ব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহা সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে কার্য্যকরী হয় তাহারও আজ্ঞা দিয়াছেন। গভর্মেণ্টের চাকুরে ও অন্য শ্রেণীর লোকেও উহার উপকার পাইতে পারিবে।

গোয়ালিয়রে ইরিগেশন

গোয়ালিয়রের উত্তর দিকে পার্ব্বতী ইরিগেশন প্রোজেক্ট হওয়ায় স্থানীয় প্রজাদের সুখ-সুবিধার বৃদ্ধি হইবে আশা করা যায়। সেখানে অনুর্ব্বর জমিগুলি পুনরায় চাষ-আবাদের যোগ্য হইয়া উঠিবে এবং তদ্দ্বারা সাধারণের আর্থিক অবস্থার কিঞ্চিৎ সুরাহা হইবে বলিয়া বোধ হয়। এই কাজটী উদ্ধার করার জন্য মহারাজার প্রায় ১,২৫,০০,০০০ টাকা খরচ পড়িয়াছে। বহু বৎসর ধরিয়া ইহার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। এই খালটী ৩০,০০০ একর ভূমিকে জলপ্রদান করিতে পারিবে।

র‍্যাওতা রিসারভয়ার নামক আর একটি খাল অল্পদিন হইল সম্পূর্ণ হইয়াছে। উহার দ্বারা ১৫০ মাইল অনুর্ব্বর জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা হইবে। ইহা গোয়ালিয়রের পশ্চিমাংশে সেওপুর ডিষ্ট্রীক্টের শুষ্ক মরুকে আবাদী জমিতে পরিণত করার মানসে তৈয়ারি করা হয়।

ভারতের বীমা আইন

"দি ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স অ্যাক্ট" আগামী অক্টোবর মাসে কার্য্যকরী হইবার কথা ছিল এখন শুনা যাইতেছে আগামী বৎসরের প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৯৩৯ সনের গোড়ার দিকে উহা কার্য্যকরী হইবে। বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্টের এমন ব্যবস্থা নাই এবং এমন লোকজনেরও অভাব যাহাতে এখনই ঐ আইন নিয়মিতভাবে পরিচালিত হইতে পারে। বীমার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ টমাস উক্ত বিষয় লইয়া খুবই ব্যস্ত আছেন।

ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের আয়বৃদ্ধি

গত এপ্রিল হইতে ২০শে জুলাই পর্য্যন্ত রেলওয়ের মোট আয় হইয়াছে ১৩১,৭৩ লক্ষ টাকা। গত বৎসর ঐ সময়ে ১৫৭,৯৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল।

সমস্ত আয় একুনে ধরিলে ৩,৭৫ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০১ এবং ৩,২৭ লক্ষ টাকা যাত্রী এবং মালের ভাড়া উঠিয়াছে। যে মাসের মোট খরচা যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে ০·৫০ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া বোধ হয়।

ভারত হইতে স্বর্ণ রপ্তানি

১লা জানুয়ারী হইতে ৩০শে জুন ১৯৩৮ সনে করাচী হইতে উড়োজাহাজ মারফতে বিলাতে স্বর্ণ রপ্তানি করা হইয়াছে ২,১৪,৯০০ টাকার এবং সোনার বাট পাঠান হইয়াছে ৩৮,১৪,৬৭০ টাকার।

ভারত কি সত্যই স্বর্ণহীন হইবে?

ভারতে রেশমের ব্যবসা

গত বৎসর হইতে উক্ত বাণিজ্যে যথেষ্ট লোকসান যাইতেছে। তাহার মূলতঃ দুইটী কারণ দেখা যায়,

১ম বিদেশী মালের আমদানি এবং ২য় মূল্যের হ্রাস। বিদেশীদের সঙ্গে রেশারেশি কিরূপ চলিতেছে তাহা নিম্নলিখিত অঙ্ক দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

১৯৩১-৩২ সনের সিল্ক ৩২,২৭,৪৬৭৲ টাকার আমদানি হইয়াছে চীন ও জাপান হইতে। উক্ত অঙ্ক ১৯৩৭-৩৮ সনে দেখা যায়—৯৪,৬৭,২৬২৲ টাকায় পরিণত হইয়াছে। আর্টিফিসিয়াল সিল্ক আমদানি করা হইয়াছে ১৯৩১-৩২ সনে প্রায় ১১ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং ১৯৩৭-৩৮ সনে তাহা ১৭ মিলিয়ন পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে।

রেশমের চাষ এখন প্রায় বন্ধ হওয়ার দাখিল হইয়াছে। আমাদের রেশম ব্যবসাতে যথেষ্ট রকমের উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু বিদেশীর চাপে তাহার সুফলটুকু কেহই দেখিতে পাইল না। ভারতের পল্লীতে রেশমের চাষ খুবই প্রয়োজনীয় জিনিষ। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান্ চেম্বার্স অব্ কমার্স যে এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন ইহা প্রশংসার্হ।

কাষ্টমের শুল্ক আদায়

বৃটিশ ভারতে মূলধন এবং স্থলপথ শুল্কের আদায় অবশ্য লবণের শুল্ক বাদ দিয়া ১৯৩৮ সনের জুন মাসে দেখা যায় ৩,২০ লক্ষ টাকা। ঐ সনের মে মাসে ৩,৪৯ লক্ষ টাকা; কিন্তু ১৯৩৭ সনের জুন মাসে ৩,৮৩ লক্ষ টাকা। সেণ্ট্রাল মাদক দ্রব্যাদি শুল্কের বহর ৭৭ লক্ষ টাকা ১৯৩৮ সনের জুন মাসে। কিন্তু ৭৩ লক্ষ টাকা ছিল ১৯৩৭ সনের জুন মাসে। ভিজুয়াগে সর্ব্বসমেত কাষ্টমশুল্ক আদায় হইয়াছে এপ্রিল হইতে জুনের মধ্যে ১২,১৭ লক্ষ টাকা। ঐ সময়ে গত বৎসরের আদায় ছিল—১৩,৮১ লক্ষ টাকা।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বর্ণনাপত্র (১৫ই জুলাই ১৯৩৮)

ব্যাঙ্কিং ডিপার্টমেণ্ট: লায়েবিলিটী—পেড্ আপ্ ক্যাপিটাল ৫,০০,০০,০০০৲, রিজার্ভ ফাণ্ড—৫০,০০,০০০; ডিপজিট—(ক) গবর্ণমেণ্টের (১) ভারতীয় সেণ্ট্রাল গবর্ণমেণ্ট ৭৩,২৬,৭০০০৲। (২) বর্ম্মা গবর্ণমেণ্ট—১২,৪১,২০,০০০৲ টাকা। (৩) গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য ডিঃ ৪৭,০৯,২০,০০৲ টাকা (খ) ব্যাঙ্কের জমা ২১,৬০,০০,০০০৲ টাকা। (গ) অন্যান্য জমা বাবদ—৫৫,০২,০০০৲ টাকা। যেসকল বিলের টাকা এখনো তাহার পরিমাণ—১০,৩৬,০০০৲ টাকা। বিভিন্ন দেশ—১১,৩০ ২০, ০০৲ টাকা—মোট ৪৭,৪৩৬,২০,০০৲ টাকা। অ্যাসেট্-মোট—(ক) ভারতের সিগ্নাল টেণ্ডার—৩৮৭,১২,৬০,০০৲ (খ) কেবলমাত্র বর্ম্মাস্থ সিগ্নাল টেণ্ডার—৩,০০০৲ টাকা। রৌপ্য মুদ্রা—৩,৬২,০০০৲ টাকা, ছোট ছোট মুদ্রা—৪,৬২,০০০৲; যে সকল বিল কেনা হইয়াছে অথবা বিক্রয় করা হইয়াছে—(ক) দেশী—৬৫,০০০৲ টাকা, (খ) বহির্দেশের—শূন্য। (গ) গবর্ণমেণ্টের ট্রেজারি বিল—১৪,২৬,০০০; অন্যান্য দেশে যাহা বাকী বকেয়া আছে—২০,১২,০০০৲ টাকা; গবর্ণমেণ্টের নিকট ঋণ এবং অ্যাড্ভান্স—শূন্য; অন্যান্য ঋণ এবং অ্যাড্ভান্স—৪২,২০,০০, ইন্ভেষ্টমেণ্ট—৬৬,১৩,৬০,০০৲ টাকা। অন্যান্য সম্পদ্—৮৫,৭১০,০০৲ টাকা; মোট টাকা—৪৭,৪৩,৩২০,০০৲।

পোষ্ট অফিস ক্যাশ সার্টিফিকেট

গত জুন মাসে ১৯৩৮ সনে পোষ্ট অফিস ক্যাশসার্টিফিকেট বিক্রয়ের অঙ্ক হইল প্রায়—১১,০৩৬,০০০৲, ঐ জুন মাসে ১৯৩৭ সনে উহার বিক্রয় অঙ্ক ১১,২৪,৪০,০০৲ এবং ১৯৩৬ সনের জুন মাসের বিক্রয় অঙ্ক হইল ১১,৬২,৬০,০০৲ টাকা।

বড়োদার ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অব্ বড়োদা লিঃ এর গত অর্দ্ধ বৎসরের অর্থাৎ জুন ১৯৩৮ সনে যে অর্দ্ধ বৎসর সমাপ্তি হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রফিটএণ্ডলস ৬৮,৫০৫, টাকা—৯আনা—৬ পাই ধরিয়া ৩,০০,৫০৩-৪-১০ পাই মোট লাভ হইয়াছে।

ফিজিদ্বীপে ভারতীয়ের অবস্থা

গত ১৯১৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৯২১ খৃঃ অব্দের মধ্যে ভারতীয়গণ শ্রমিক হইয়া ফিজি দ্বীপে বসবাস করে এবং

জমিজমা ইত্যাদি ইজারা গ্রহণ করে। এক্ষণে আইন হইয়াছে যে, উক্ত জমিজমা পুনরায় উচ্চহারে পত্তন করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট তাহাকে সমস্ত জমিই ফিজিবাসীদের অধীনে। মোট লোকসংখ্যার ৫৫ ভাগ ভারতবাসী এবং ৫৫ ভাগ ফিজি। ফিজিতে ইক্ষুর চাষই প্রধান এবং ভারতবাসীর সহযোগেই তাহা হইয়া থাকে।

ভারতের বাজারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা

১৯৩৮ সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসর কাল ভারতের আমদানি বাণিজ্যের একটি বিস্তারিত হিসাব ভারত, বর্ম্মা ও সিংহলের সিনিয়র ট্রেড কমিশনার প্রস্তুত করিয়াছেন। বিদেশী বাণিজ্য বিভাগ উহা প্রকাশ করিয়াছেন।

ঐ হিসাব হইতে দেখা যায়, পৃথিবীর প্রধান রপ্তানি-কারক দেশগুলি ভারতের বাজারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। ভারতে মোটর গাড়ী ও মোটর সাইকেলের বিক্রয় বাড়িয়া গিয়াছে এবং এইক্ষেত্রে আমেরিকা এবং বিশেষ করিয়া জার্ম্মাণি বৃটেনকে ছাড়াইয়া যাইতেছে। তবে সাইকেলের ব্যবসায়ে বৃটেন তাহার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আমেরিকান ও জাপানী যন্ত্রপাতির আমদানি বেশ বাড়িয়া গিয়াছে।

মোটরগাড়ীর আমদানি সম্পর্কে রিপোর্টে লেখা হইয়াছে, "বৃটেন যদিও নিজের আরও সুবিধা করিয়া লইতে সমর্থ হয় তথাপি জার্ম্মাণ উৎপাদকদের নিকট সে পরাজয় স্বীকার করে; জার্ম্মাণ উৎপাদকগণ ভারতের বাজার দখল করিবার চেষ্টা করিতেছে; তাহারা যে দর দিতেছে তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করা প্রায় অসম্ভব; ঐ দরের সহিত উৎপাদন খরচার কোন সম্পর্ক নাই।"

বৃটেনের মোটর গাড়ীর বিক্রয় সংখ্যা ৬৩৩৭ হইতে বাড়িয়া ৬৪১৯ হইয়াছে। আমেরিকান গাড়ীর বিক্রয় ৮৭০ হইতে বাড়িয়া ৪৮৮০ হইয়াছে, আর জার্ম্মাণ গাড়ীর বিক্রয় ৮১৩ হইতে ১০২১ হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত জার্ম্মাণির প্রস্তুত কম অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট মোটর সাইকেল অতি কম দামে আমদানি হইতেছে এবং ইহার জন্য একটা নূতন চাহিদার সৃষ্টি হইয়াছে। বৃটেনের মেশিনের আমদানি ৪৯১ হইতে কমিয়া ৪৮৩ হইয়াছে। কিন্তু বিদেশী মেশিন, প্রধানতঃ জার্ম্মাণ মেশিনের আমদানি ৪৮০ হইতে বাড়িয়া ১৮১ হইয়াছে।

হিসাব হইতে দেখা যায় যে, অন্যান্য প্রধান প্রধান দ্রব্য আমদানিতে বৃটেনের প্রস্তুত দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। হার্ডওয়্যার, টীল বার, টিউব, পেডাল সাইকেল সমস্ত আমদানিই বাড়িয়াছে।

তবে কার্পাসবস্ত্র ও সূতা আমদানিতে বৃটেনের ভাগ ১·৯১ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। জাপানের প্রতিযোগিতা একই রকম আছে।

কিন্তু জাপানের মেশিনারী, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও কাচদ্রব্য আমদানি বাড়িয়াছে। জার্ম্মাণির প্রস্তুত এইসব দ্রব্যের আমদানিও বাড়িয়াছে। যদিও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নাই, তথাপি জানা গিয়াছে যে, জার্ম্মাণির রাসায়নিক দ্রব্যের আমদানিও বাড়িয়াছে। সমস্ত রকম ইস্পাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রেও জার্ম্মাণির প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইয়াছে।

আমেরিকা হইতে মোট আমদানির পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়াছে। আমেরিকার কাঁচা তুলা, লুব্রিকেটিং অয়েল, মেশিনারী, মোটর গাড়ী ও হার্ডওয়্যার আমদানি বাড়িয়া যাওয়াতেই এরূপ হইয়াছে।

ইতালী হইতে আমদানি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; কৃত্রিম রেশম-সূত্র ও পশম বস্ত্র আমদানিই এই বৃদ্ধির মূলে।

আলোচ্য বর্ষে ভারতে মোট আমদানি পণ্যের মূল্য ৪৮ কোটী টাকা বাড়িয়া ১১৩·৪৪ কোটী টাকা দাঁড়াইয়াছে। আর মোট রপ্তানির মূল্য ১৩·১৬ কোটি টাকা কমিয়া ১২৮·২০ কোটি টাকা হইয়াছে;

ট্রেড কমিশনার বলিয়াছেন যে, ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য হ্রাসের প্রধান কারণ এই যে, চীন যুদ্ধ বাধায় জাপান এবার কাঁচা তুলা কম কিনিয়াছে; এবং অন্যান্য দেশও আমেরিকার তুলা সুবিধা দরে পাওয়ায় ভারতের তুলা কম কিনিয়াছে। এই বাবদ ভারতের রপ্তানি ১৫·৪০ কোটি টাকা কমিয়া গিয়াছে।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম-বিচ্ছেদের ফলেও রপ্তানি মূল্য কিছু কিছু হ্রাস পাইয়াছে।

আমদানি বৃদ্ধির একটা কারণ এই যে, বৎসরের প্রথম দিকে মূল্য বৃদ্ধি এবং ইয়োরোপে যুদ্ধের সম্ভাবনা এবং আমদানির মূল্য বৃদ্ধির জন্য এ বৎসর এরূপ বেশী আমদানি হইয়াছে। প্রথম ছয় মাস আমদানি বাণিজ্য এত বেশী হইয়াছিল যে, সর্ব্বপ্রকার কারখানাজাত দ্রব্যে বাজার একেবারে চষ্টি হইয়া যায়। ফলে ইদানীং আমদানি বেশ হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কতক কারণ 'অর্ডারের' অভাব এবং কতক কারণ মূল্যহ্রাস। বর্ত্তমান বৎসরে এই অবস্থাই চলিবে বলিয়া মনে হয়; আমদানি বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ এবৎসর আশাজনক নয়।

ভারতে চিনি উৎপাদনের ব্যবসা

নিম্ন তালিকায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশসমূহের চিনির কলের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৬-৩৭	
যুক্ত প্রদেশ	৬৮	৬৮	
বিহার	৩৩		
পাঞ্জাব ও সিন্ধু	৩		
মাদ্রাজ	৮		
বোম্বে	৭		
বাংলা	৬		
উড়িষ্যা	২		
ভারতীয় ষ্টেট	৯	৮	৯
মোট	১৩৩	১৩৭	১৩৪

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের ফ্যাক্টরীগুলিতে চিনি এবং গুড় উৎপাদনের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

বিশেষ বিবরণ	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৬-৩৭
	টন	টন
কার্য্যে রত ফ্যাক্টরীর সংখ্যা	১৩৬	১৩৭
চূর্ণিত ইক্ষু	৯,৯১৬,৪০০	১১,৬৮৭,২০০
চিনি উৎপাদন	১,১১১,৪০০	
গুড় উৎপাদন	৪০৬,৭০০	
ইক্ষু হইতে চিনি উৎপাদনের শতকরা হার		
ইক্ষু হইতে গুড় উৎপাদনের শতকরা হার		

ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম ছয় মাসে ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

(হাজার পাউণ্ডের হিসাবে)

	১৯৩৭	১৯৩৮
	জানুয়ারী-মার্চ এপ্রিল-জুন	জানুয়ারী-মার্চ
ভারতবর্ষ হইতে		
আমদানি	৭,৭১৪	
ভারতবর্ষে রপ্তানি	২,৬১৯	
ট্রেড্ ব্যালেন্স	৫,১০৬	

১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের অঙ্কগুলির ঠিক তুলনা হইতে পারে না। কেন না পূর্ব্বোক্ত অঙ্কগুলি হইতে ব্রহ্মদেশ এবং হল্যাণ্ডের মধ্যে ব্যবসা সম্পর্কিত অঙ্কগুলি বাদ পড়িয়াছে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম ছয় মাসে ব্রহ্মদেশ হইতে হল্যাণ্ডে ৫,৭৪৮ পাউণ্ডের মূল্যের পণ্য আমদানি হইয়াছিল। উল্লিখিত সময়ে হল্যাণ্ড ব্রহ্মদেশে ১,১০৮ পাউণ্ডের মূল্যের পণ্য রপ্তানি করিয়াছিল। ব্রহ্মদেশ ও হল্যাণ্ডের মধ্যে ব্যবসার হিসাব লক্ষ্য করিলেও ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবসা হ্রাস খুব ভয়াবহ। ভারতবর্ষে হল্যাণ্ডের মাল রপ্তানির তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে হল্যাণ্ডে পণ্য রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে। নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান পণ্য রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে :—

গ্রাউণ্ডনাটের রপ্তানি ১৩ মিলিয়ন কেপস হইতে ৪৩'৭ মিলিয়ন কেপস দাঁড়াইয়াছে। গ্রাউণ্ডনাট কেকের রপ্তানি

১১·৪ হইতে ১০·৫ মিলিয়ন কেগস পর্য্যন্ত হ্রাস হইয়াছে। বিবিধ প্রকার বীজের রপ্তানি ২·৫ মিলিয়ন কেগস হ্রাস পাইয়াছে। ইহা ৫০ পারসেণ্টের বেশী হ্রাস পাইয়াছে। পাট এবং শণ প্রভৃতির রপ্তানি ৯·৭ মিলিয়ন কেগস হইতে ২·৬ মিলিয়ন কেগস হইয়াছে। তুলার রপ্তানি ৮ মিলিয়ন কেগস হইতে ৪·৮ মিলিয়ন কেগসএ হ্রাস হইয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে ১·২ মিলিয়ন কেগস রপ্তানি তুলা-নির্ম্মিত বস্ত্র ১ মিলিয়ন কেগস হইয়াছে। পক্ষান্তরে ম্যানুফ্যাকচার্ড ওয়ার ১·৩ মিলিয়ন কেগস হইতে ২·৬ মিলিয়ন কেগস, পাটের সূতা ২·৩ মিলিয়ন কেগস হইতে ২·৮ মিলিয়ন কেগস এবং শস্য আমদানি ২·২ মিলিয়ন কেগস হইতে ৪·৯ মিলিয়ন কেগস হইয়াছে।

ব্যালেন্স অব্ ট্রেড ভারতের অনুকূল হইলেও ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী-জুন মাসের ১৬,৩১৫ হাজার শুল্কেন হইতে আলোচ্য বর্ষের জানুয়ারী-জুন মাসে ৭,০৪২ হাজার শুল্কেন দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বের স্বর্ণ-রপ্তানি ব্যবসা

বর্ত্তমান বর্ষের ১৩ই আগষ্ট তারিখে নারকুন্দা জাহাজে বোম্বে বন্দর হইতে ৪,৭৪৮,২৪১ টাকা মূল্যের স্বর্ণবার বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। এই জাহাজে করিয়া আদনে ৮,৯৮৪ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানি হইয়াছে।

গ্রেটবৃটেন গোল্ডষ্ট্যাণ্ডার্ড অপসারিত করিবার পর থেকে বোম্বে হইতে বিদেশে ৩,১৮,৯৬,৫৭,২৮৫ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানি হইয়াছে।

ভারতের স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা

আমদানি	হাজার টাকা হিসাবে
১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ আগষ্ট পর্য্যন্ত যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে	১,৬২
১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের উক্ত সময়ে ...	৮৩
বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (−)	+৭৯
১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৩ই আগষ্ট পর্য্যন্ত	২,৭৮৬
১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের উক্ত সময়ে	৮০,২৬
বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (−)	—৪৩,১০
রপ্তানি	
১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে	
১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের উক্ত সপ্তাহে	
বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (−)	
১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ৬ আগষ্ট পর্য্যন্ত	৭৪,৪৬৩
১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের উল্লিখিত সময় পর্য্যন্ত	৭২,৬৪০
বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (−)	—১,৮২৩

ভারতের রেলওয়ে এবং ট্রাম কোম্পানিসমূহের আয়

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৮ এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত রেলওয়ে ও ট্রাম কোম্পানীসমূহের আয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইল :

		১৯৩৮ টাকা	১৯৩৭ টাকা
আহম্মদপুর কাটোয়া	জুলাই ৩০	৩৮,০২৪	৩৩,৬৪৬
আরা-শাসারাম	,, ২০	১,২৩,৩৭৮	১,৩৫,৪৪০
আসাম-বেঙ্গল	,, ৩১	৪৭,১২,৭৪৩	৫৪,৫৪,১১৯
বাঁকুড়া-দামোদর সিডার			
বারাসত-বসিরহাট			
বসি লাইট			
বেঙ্গল-নাগপুর			
বেঙ্গল অ্যাণ্ড নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ	,, ৩১	১,৩৩,৯০,৮৪৯	১,৪১,৬০,১৬৪
বোম্বে বড়োদা	,, ৩১	৩,২৯,১৬,০০০	৪,১০,৬৫,০০০
বক্তিয়ারপুর বিহার			

		১৩৩৭ টাকা	১৩৩৮ টাকা
বর্দ্ধমান কাটোয়া	,, ৩০	৪৪,৮৩৪	৪৮,৩৬৪
চাপারমুখ শিলঘাট	,, ৩১	৪৮,১৮২	৫০,১১৭
কুচবিহার ষ্টেট	,, ৩১	১,১৪,২৮১	১,১৫,২৬৪
দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান দার্জ্জিলিং হিমালয়ান এক্সটেনশন	,, ৩১	১,৫৬,০৩২	১,৮৩,৬৭৩
ডেরি-রোটাশ আসাম	৬	৯৯'২৭১	৪২,১১৪
ইষ্টার্ণ বেঙ্গল	জুলাই ৩১	১,৭২,৮৭৭৬৯	১,৬৯,৩৪,২২৬
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান	,, ৩১	৭,০৮,৬১,২১১	৭,১২,৫৭,২১০
ফুডওয়া ইস্‌লামপুর	,, ২০		
গুজরাট	মে ৩১		
হার্ডওয়ার-চেরা	জুলাই ৩১		২,৭২,৮৬৮
হসিয়ারপুর দোয়াব			১,৭৬,৮৪৩
হাওড়া-আমতা			৩,১৯,৩৪৮
হাওড়া শিয়াখালা	,, ৩১		৬১,৩৩১
কালিঘাট-ফলতা	,, ৩০		৬৯,০৩১
কালিম্পং রোপওয়ে	,, ২০		৩৪,৭৮৪

কাটাখাল-লালাবাজার				
খুলনা-বাগেরহাট				
লারকানা-আকোবাবাদ	জুন ৩০			
মাদ্রাজ অ্যাণ্ড এস্‌-এম কম্বাইন্ড সিষ্টেম	জুলাই ৩০	২,৯০,৯০,৮৪০	২,৪৮,৮২,৪৮৬	
মরঘনসিং ভৈরব-বাজার	জুলাই ৩১	২,৭৪,৭৩৭	২,৫২,০৩৪	
নর্থওয়েষ্টার্ণ	জুলাই ৩১	৫,৬৯,১৪,৮৫৯	৫,৮২,৮৮,৭২৮	
সারা-সিরাজগঞ্জ	জুলাই ৩১	২,১৯,৮৭৬	২,০৬,৭৮১	
সাহসার। শাহরাণপুর	জুলাই ২০	৩,৩৯,৭৯০		
শোরাপুর-কোচিন	,, ৩১	৫,৯০,০১৩		
সাউথ-ইণ্ডিয়ান	৩১	১,৭৩,৮৬,৬৭৯		
সাউথ-ইণ্ডিয়ান রেল সিষ্টেম	জুলাই ৩১	১,৮৯,০১,০৭৩	১,৮৭,৩৩,৪৯৮	
সিন্ধু-লাইট	জুন ৩০	৩৯,৮৯৪	৭৩,৩৩৩	
তেজপুর-বালিপারা ট্রামওয়ে	মে ১০			
ত্রিবাঙ্কুর	জুলাই ৩১			
অপার সিন্ধু-লাইট লিঃ	জুন ৩০			

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

দুনিয়ায় চায়ের উৎপাদন

ভারতবর্ষ :—উত্তর ভারতে কিছু বৃষ্টি হওয়ায় চায়ের চাষ ভাল হইবে বলিয়া মনে করা গিয়াছিল। এপ্রিলের শেষ অবধি ৩,০৮১,০০০ পাউণ্ড চা জন্মিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে বৃষ্টির বিশেষ ঠিক না থাকায় চায়ের কিছু মন্দাভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও গত বৎসর এপ্রিল মাস অপেক্ষা এ বৎসরে ১৭·৫ পার সেণ্ট অধিক হইয়াছে।

নিয়াসাল্যাণ্ড :—এপ্রিল মাসের রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় যে, উক্ত স্থানে চায়ের ফসল খুবই ভাল হইয়াছে।

নেদারল্যাণ্ড ইণ্ডিস :—২০শে মে তারিখের খসড়া হিসাব অনুসারে জানা যায় যে, নিম্নলিখিত আবাদে কিরূপ চা উৎপাদিত হইয়াছে।

(হাজার পাউণ্ড হিঃ ধরা আছে)

	১৯৩৭	১৯৩৬
জাভা এবং মাদুরা		
বাহিরের প্রদেশ		
মোট	১৬৪,০২৪	১৬৩,৬২৯

জার্ম্মাণিতে মাখন রপ্তানি

(হাজার পোসেণ্ড হিঃ ধরা)

দেশের নাম	১৯৩৭	১৯৩৬	১৯৩৫	১৯৩৪	১৯৩৩
ডেনমার্ক	৭৪·৫৪৯	৭৩·৪০২	৫৬·২৯১	৪২·৯৩৩	৩৬·৬৭৮
সুইডেন	২৭·৪৬৩	২২·৯২৬	২১·২৪৬	১২·৫৮৪	১০·৮৩৬
নেদারল্যাণ্ড	২৬·৭৯২	২১·৫৮১	২৩·৬৯৭	২৮·৫৭৯	২৪·৪৪১
ইউ, আর, এস্‌এস্‌	১৪	১৩·৫১	১৫·২১০	১০·৩৭৫	
অন্যান্য দেশ	৬১·৬২৪	৪৮·১৫১	৪২·২৯৪	৩৮·৮৫৯	৪৭·৬০
মোট	১৯১·৪৩৮	১৬৮·২৪৪	১৫৬·৫২৯	১৩৬·১৬৫	১৩০·৩১০

ইটালীর বৈদেশিক বাণিজ্য

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৮ এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত বিদেশের সহিত ইটালীর বাণিজ্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

দেশ	জানুয়ারী-মে	
	১৯৩৮	১৯৩৭
	হাজার লীর	
জার্ম্মাণি—		
আমদানি	১,১৩১,৫৫৭	৯৩৬,৩২৫
রপ্তানি	৭০০,৯৬৮	৫৭৬,০৬৫
ট্রেড্‌ ব্যালেন্স	−৪৩০,৫৮৯	−৩৫০,২৬০
মার্কিনরাজ্য—		
আমদানি	৬০৫,০০৪	৫৯৩,০২১
রপ্তানি	৩১৫,১৪৪	৩২২,০৪৬
ট্রেড্‌ ব্যালেন্স	−২৮৯,৮৬১	−২৭০,৯৭৫
যুক্তরাজ্য—		
আমদানি	৩০০,৪৯৮	১৭০,৪৪৬
রপ্তানি	২২২,৫৬৫	২৫০,৫৬২
ট্রেড্‌ ব্যালেন্স	−৭৭,৯৩৩	+৭৯০,১১৮

দেশ	জানুয়ারী-মে	
	১৯৩৮	১৯৩৭
	হাজার পাউণ্ড	
সুইট্‌সারল্যাণ্ড—		
আমদানি—	১৩৪,০২০	১১০,০৭৮
রপ্তানি	১৮৪,১৮২	১৯০,০২৭
ট্রেড্ ব্যালেন্স	+৫০,১৬২	+৮৯,৯৪৯
ফ্রান্স—		
আমদানি	১১৫,১৩৮	১৬৮,৭৮১
রপ্তানি	১২৯,৩১৬	১৯৯,৯২৬
ট্রেড্ ব্যালেন্স	+১৪,১৭৮	+৩১,১৪৫
রুমানিয়া—		
আমদানি	১১৬,৮৩৯	১৪৬,৮২৮
রপ্তানি	৪৩,১৪৪	৪০,১৯২
ট্রেড্ ব্যালেন্স	—৭৩,৬৮৫	—১১৬,৬৩৬
পোল্যাণ্ড—		
আমদানি	১১১,৪৭৭	১০৭,২০৮
রপ্তানি	৪৭,২০০	৩৭,১৯৫
ট্রেড্ ব্যালেন্স	—৬৪,২৭৭	—৭০,০১৩
হাঙ্গেরী—		
আমদানি	৮৯,৬৪৬	২২০,৮১৩
রপ্তানি	৫৩,৫৪৭	৮৩,১২৭
ট্রেড্ ব্যালেন্স	—৩৬,০৯৯	—১৩৭,৬৮৬
যুগোস্লাভিয়া—		
আমদানি	৬৬,৬৭৫	৯০,০৩৪
রপ্তানি	৮৫,৬৭৭	৯২,৩৪৯
ট্রেড্ ব্যালেন্স	+১৯,০০২	+২,৩১৫

মিশরের বৈদেশিক বাণিজ্য

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৮ এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম কোয়ার্টারে বিদেশের সহিত মিশরের আমদানি এবং রপ্তানি ব্যবসার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	আমদানি		রপ্তানি	
	১৯৩৮	১৯৩৭	১৯৩৮	১৯৩৭
	মিশরী পাউণ্ড	মিশরী পাউণ্ড	মিশরী পাউণ্ড	মিশরী পাউণ্ড
	•••	•••	•••	•••
	হিসাবে	হিসাবে	হিসাবে	হিসাবে
মোট	৮,৮৮৩	৮,১৬৩	৮,৪৪৮	১৩,২০০
যুক্তরাজ্য	১,৩৪৯	৪,৭৮৯	৩,২৪৬	৪,৩৩০
জার্মানি	৮৪৫	৯২২	৮৫৭	৮৯৭
মার্কিনরাজ্য	৬৪৭	৫৪৭	১৯৭	৭১৭
ইটালী	৬১৯	৬৭৬	৪৪৫	৬২৮
ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ	৫৭৪	২১৪	১২	১৩
ফ্রান্স	৪৯৭	৩৪২	৭০১	১,২৯৪
বেলজিয়াম	৪৭৫	৫১০	১১০	২৫৮
রুমানিয়া	৩৪৮	৩৩৪	১৮৮	২৭৫
জাপান	২৮৭	৩৮১	৪৪১	১,৬২৫
ইরাণ	২৩৩	২৩৫	২	—
ভারতবর্ষ	১৮০	২১৬	৫২৭	৫৮১
সুইডেন	১৭৭	৮২		১১৫
চিলি	১৭৫	২১৬		২৪
নেদারল্যাণ্ডস্	১৫৭	১৫৪		২৩৭
চেকোস্লোভাকিয়া	১৩৫	১২০		৩৭৭
সোভিয়েট ইউনিয়ন	১২৮	৩৩	—	—
হাঙ্গেরী	১২৭	১০৪	৫৬	৭৮
সুইটসারল্যাণ্ড	১২১	১২১	২৯৫	৫৯৫
গ্রীস্	১১২	১২৫	৮৬	১৩৭
নরওয়ে	৮১	৭৭	৪	৬
পোল্যাণ্ড এবং ডান্‌জিগ্	৮০	৬৪	১৮৯	১৭২
অষ্ট্রিয়া	৭৪	৬৭	৯৩	১৪৪
সিংহল	৭১	৫৭	৮	১২
প্যালেষ্টাইন	৬৮	৪২	৯৫	১৯২

উরুগুয়ের পশম রপ্তানি

বিগত জুলাইমাসে মোট ৫,০৩০ বেল পশম বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। জার্ম্মাণিতে ২,০০৭ বেল, যুক্তরাজ্যে ৯৭ বেল, চেকোস্লোভাকিয়ায় ৪৯৪ বেল, ইটালীতে ৭৫২ বেল, পোল্যাণ্ডে ৩৩৭ বেল, বেলজিয়ামে ২৮২ বেল, ফ্রান্সে ১৯০ বেল, হল্যাণ্ডে ১৭৪ বেল, সুইডেনে ৮৭ বেল, মার্কিণ রাজ্যে ৭৬ বেল মোট পশম রপ্তানি হইয়াছিল।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত মোট ৬৯,৮২৯ বেল পশম রপ্তানি হইয়াছিল। জার্ম্মাণিতে ২৬,৪৩২ বেল, যুক্তরাজ্যে ৭,৮৮৪ বেল, বেলজিয়ামে ৪,৬৮৫ বেল, ইটালীতে ৪,৬১৩ বেল ফ্রান্সে ৩,৬৫৮ বেল, চেকোস্লোভাকিয়ায় ৩,৩১৬ বেল, হল্যাণ্ডে ২,১৮৪ বেল, জাপানে ২,৬৫০ বেল, পোল্যাণ্ডে ২,০৩০ বেল, সুইডেনে ১,০১৮ বেল, মার্কিণ রাজ্যে ৬১৮ বেল এবং নরওয়েতে ১১ বেল পশম রপ্তানি হইয়াছিল।

পূর্ব্ববর্ত্তী বছর তুলনায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত উরুগুয়ের রপ্তানি পণ্য ৪২,০৯৯ বেল হ্রাস পাইয়াছিল। নিম্ন তালিকায় বিদেশে রপ্তানি পণ্যের বৃদ্ধি (+) বা হ্রাসের (−) বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

জার্ম্মাণি	+১০,৩৩৮	বেল্
চেকোস্লোভাকিয়া	+ ২,৩১৬	
পোল্যাণ্ড	+ ১,৭০৪	
হল্যাণ্ড	+ ৪০৩	
নরওয়ে	+ ১১	
আর্জ্জেন্টিনা	− ২৫	
ব্রাজিল	৩১	
সুইডেন	− ৩১২	
যুক্তরাজ্য	− ১,০৮৭	
ফ্রান্স	− ১,৩০৬	
ইটালী	− ২,৭৪৭	
বেলজিয়াম	− ৩,২৮৬	,,
জাপান	−২৩,৪২৩	বেল্
মার্কিণরাজ্য	−২৫,৬০৬	

তুরস্কের বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের মূল্য যথাক্রমে ৮,৩৬৩,৮০০ এবং ৭,৮৫৬,০২১ টার্কিশ পাউণ্ড এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের মূল্য যথাক্রমে ১৩,৫৬৫,৪৯৪ এবং ৯,৪০১,৮১৩ টার্কিশ পাউণ্ড হইয়াছিল। নিম্ন তালিকায় ১৯৩৮ এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের প্রধান প্রধান পণ্যের আমদানি ও রপ্তানির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

আমদানি

বাণিজ্য পণ্য	১৯৩৮	১৯৩৭
	(টার্কিশ পাউণ্ড)	
পশম	১,১৩৫,০৬৩	৮৬,৪৯৯
চিনি	১,০৪২,০৬৮	৯২,১৯২
গাড়ী	৯১১,১৬৪	৪,৯৯১
পশমের সুতা	৫৬২,১১১	৪৪৭,৩১৮
মিল, বেকারী ও অন্যান্য খাদ্য প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি	৫৩১,০৮১	৩৫৩,৮১১
রেলওয়ে কোচ্	৫১৭,২৬১	৭৫১
তূলার সুতা	৪৯২,০৫১	৩৭৩,০১২
বিবিধ প্রকার লৌহ ও ইস্পাত	৪৫৪,৭৪৫	২৮৯,৮১৬
লৌহ ও ইস্পাত-নির্ম্মিত দ্রব্য	৩৯২,৯১০	৭৯,৮৪১

রপ্তানি

বাণিজ্য পণ্য	১৯৩৮	১৯৩৭
	(টার্কিশ পাউণ্ড)	
তামাক পাতা	২,৯১৮,৭৬৫	১,৮২৫,৬৮৩
মূলতানা	৯২৫,৪১৯	১৯৭,৭০২
হেজেল্ নাট	৬৬৭,৯৮৮	৪৮৪,৭২৯
ক্রোম ওর	৫২০,১৮০	২৩৭,৯২৬
বিবিধপ্রকার ফুটা	৪৮৪,৩০৭	৫৫১,৯৫৭
কাঁচা তূলা	৪৬৭,০০১	৩১৮,২১৪
রাই	৩৬৯,৪১২	১৬৮,৫১৪
অলিভ অয়েল	৩১১,১০৮	১৫৪,৪২৪
বাদাম	২৬৪,৩৮১	১৪৭,৪৮১

নিম্ন তালিকায় ১৯৩৮ এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দেশবিদেশের সহিত তুরস্কের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবরণ (টার্কিশ পাউণ্ড) প্রদত্ত হইল :—

দেশসমূহ	আমদানি		রপ্তানি	
	১৯৩৮		১৯৩৮	
জার্মাণি	৬,৮৪৭,৫২৮		২,৭২০,৬০৯	
মার্কিণরাজ্য	১,৭২৮,৬৬৭		২৯৩,৭৯১	
যুক্তরাজ্য	১,৯৯৪,৮৪৭		৪৬৮,১৮৮	
চেকোস্লোভাকিয়া	১,১৬৫,৪৪৫		১,৩০৪,৩২৭	
ইটালী	৪০৪,৪৫৫		১,৩৯৪,৪৩৫	
সুইডেন	৩৩৪,৮১৬		—	—
পোল্যাণ্ড	২৯৬,১৮৪		—	—
বেলজিয়াম	১৮০,৯১৩		—	—
ফ্রান্স	—		৫০৯,৭৩৭	৭১৮,৬৭২
গ্রীস	—	—	৪১০,০২৬	২০৭,২৩৭
রুমানিয়া	—	—	২৮৩,১৫২	১৪,০৩৭

	জানুয়ারী-জুন	
	১৯৩৮	১৯৩৭
	হাজার ক্রাউন হিসাবে	
কয়লা	২৯৯,৫০৪	২৬৬,৩৫৫
কাষ্ঠ	২৬৪,৫৬৩	২১৭,১৫৭
পশম-নির্ম্মিত সূতা	২৯২,৮৬৫	৩৩৭,০২৭
বস্ত্রপাতি	২১৫,৪৫৩	১৪৪,৮০৫
চামড়া-নির্ম্মিত জুতা	৩০৩,৬৯২	২৯৬,০৮২
শস্য, ময়দা	২৬১,৩১৮	৪৩৫,৭১১
চিনি	১৬২,০১৩	১০২,১৪৫
সিল্ক ও সিল্ক-নির্ম্মিত দ্রব্য	২০০,০২১	২১৭,৬০৫
নির্ম্মিত পোষাক পরিচ্ছদ	২১০,৪৫৩	২১৮,১৩১
কাগজ ও কাগজ-নির্ম্মিত দ্রব্য	১৯২,০৭৭	১৭৯,৬৩১
ধাতু ও ধাতু-নির্ম্মিত পাত্র	১৮১,১৪৬	১৯৪,০৮০
মোটর ও অপরাপর গাড়ী	১৫৯,৪৫৫	১৪৬,৮৭৭
শণ ও পাট-নির্ম্মিত দ্রব্য	১৪৫,৭৪০	১৬৭,২৪৩
পেনিসেলিন	১১২,৬০৫	১১৫,১৩৯
খনিজ দ্রব্য	১০৬,৫০৪	৯৪,৮০১
চামড়া	৯০,২৯৯	১০১,৪৬১
আসবাব ও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পণ্য	৭৪,২৮০	৮৯,৩৮৪

চেকোস্লোভাকিয়ায় বেকারসংখ্যা হ্রাস

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বেকারের সংখ্যা ২১·৩ পারসেণ্ট হ্রাস পাইয়াছে। নিম্ন তালিকায় ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিগত ৮ বৎসরে এপ্রিল, মে এবং জুন মাসে বেকারের সংখ্যার তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	এপ্রিল	মে	জুন
১৯৩১	২৯৬,৭৫৬	২৪৯,৬৮৬	
১৯৩২	৪৪৫,৮৩২	৪৮৭,২২৬	
১৯৩৩	৭২৫,৯১৯	৭২৬,৮২৯	
১৯৩৪	৭০৪,৩৩৮	৬২৪,৮৫০	
১৯৩৫	৭৩৪,৪৫০	৬৬৬,৪০৩	
১৯৩৬	৭১২,১৮৬	৬৩৭,৩৮৫	
১৯৩৭	৫০৩,৬৩২	৩৮৫,০৬১	
১৯৩৮	৩৮০,৮৪৯	২৮৪,৭৮৫	

যুক্তরাজ্যে নবনীতের ব্যবসা

নিম্ন তালিকায় ১৯১৩ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ডেনমার্ক এবং নিউজিল্যাণ্ড হইতে যুক্তরাজ্যে আমদানি নবনীতের পড়পড়তা বাৎসরিক মূল্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

কুইণ্টাল প্রতি গোল্ড ফ্রাঙ্ক্স্

	ডেনমার্কের নবনীত	নিউজিল্যাণ্ডের নবনীত	সর্ব্বপ্রকার নবনীতের গড়
১৯১৩	৪৪৫	৪২৯	৪২৫
১৯২০	৩৬৬	৩৪২	৩৪১
১৯৩১	২৯৬	২৬১	২৬৭
১৯৩২	১৮৯	১৮৩	১৭৬
১৯৩৩	১৪৫	১৩৮	১৩২
১৯৩৪	১২১	১১৪	১০৬
১৯৩৫	১৩৫		১২২
১৯৩৬	১৪৯		১৩৭
১৯৩৭	১৪৭		১৫০

নিম্ন তালিকায় বিদেশ হইতে যুক্তরাজ্যে আমদানি নবনীতের মাসিক মূল্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

কুইণ্টাল প্রতি গোল্ড ফ্রাঙ্ক-হিসাবে

মাস	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩৪	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৭
জানুয়ারী	২৮৯	১৮৫	১৪৪	১০৯	১২৩	১৩৯	১৩১
ফেব্রুয়ারী	৩০৬	১৯৫	১৪১	১০৪	১৩৩	১৪০	১২৭
মার্চ্চ	৩১৫	২০৫	১৩১	১০৭	১১৮	১২৯	১৩৪
এপ্রিল	২৮৬	১৯৮	১১৮	১০২	১০৮	১২২	১৪০
মে	২৭৪	১৭৪	১২৪	১০৩	১০২	১২২	১৩৯
জুন	২৭৮	১৬৬	১২৫	১০০	১০৭	১৩৯	১৪১
জুলাই	২৭২	১৬৭	১১৭	৯৭	১১২	১৪৪	১৪৫
আগষ্ট	২৭৪	১৬৭	১২৯	১০৪	১২১	১৫১	১৫৪
সেপ্টেম্বর	—	১৭৪	১৪০	১০৯	১৩৯	১৪৭	১৫৯
অক্টোবর	২৩৬	১৬৭	১৪৪	১০০	১৪০	১৩১	১৭৬
নবেম্বর	২২১	১৬৩	১৪৭	১১৮	১৪০	১৪০	১৯৪
ডিসেম্বর	১৯৩	১৫১	১২৯	১১৮	১৪০	১৩৭	১৬৭

আর্থিক প্ল্যানিং

স্যার এম্ বিশ্বেশ্বরায়া নিখিল ভারত খাদি প্রদর্শনীতে একটি অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। আর্থিক জগৎ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে ভারতে আর্থিক প্ল্যানিং একটা অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ। পঞ্চাশ বৎসরের প্ল্যান একটা ছকিয়া লইবার জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের একটি করিয়া ইকনমিক কাউন্সিল নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। তিনি একজন অর্থনৈতিক হিসাবেই বলিতে চাহেন যে, ভারতের জাতীয় বাণিজ্য-চাষ-আবাদ রাখিয়া ইহার কলকারখানার কাজ বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয়। তাঁহার মতে প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা এখন প্রচুর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাজেই তাঁহারা এখন দেশের মধ্যে আর্থিক ও বাণিজ্যিক যেসকল উপায় আছে, তাহা একত্রিত করিবার কর্ত্তব্যকে আর অধিক দিন ফেলিয়া রাখিতে পারেন না। পুনঃ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্ল্যান অবর্ত্তমানে সম্পূর্ণ বিফল হইবার সম্ভাবনা। অন্যান্য দেশের প্ল্যান সাফল্য লাভ করার পরে ভারতবর্ষে ইহার শুভাশুভের প্রশ্ন পুনরায় তোলার কোন প্রয়োজন নাই। প্ল্যান করিবার সময় সকলের সহ-কর্ম্মী হইয়া যোগদান করিবার ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক।

লর্ড উইলিংডনের বক্তৃতা

লণ্ডনের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির বাৎসরিক ভোজ উপলক্ষে লর্ড উইলিংডন বলেন যে, তিনি জহরলাল অপেক্ষা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ। তাঁহার মতে ভারতীয়েরা —তিনি রাজাই হউন আর কুটীরবাসী কৃষকই হউন— সকলেই খুব ভদ্র এবং নম্র। তাঁহারা সৎ এবং ন্যায় কথার বশ। ইহারা দয়া কিম্বা অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে ভোলে না। তাঁহার ষোড়শ বর্ষব্যাপী ভারতের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিতে পারেন যে, শতকরা ৯০ জন ভারতবাসীর মত জহরলাল যাহা বলিতেছেন সেরূপ তিনি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন যে, এখনও বহুবৎসর ধরিয়াই ভারতীয়েরা ইংরেজ শাসন চাহিয়া থাকে। তিনি ইহাও বিশ্বাস করেন যে, জাতিসঙ্ঘের সঙ্ঘে (কমন্ ওয়েলথ অব্ নেশনস্) ভারতবর্ষ উপকারী এবং সহায় হইবে।

পণ্ডিত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ

শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয় ১লা শ্রাবণ রবিবার ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাব পণ্ডিত সমাজ অনুভব করিতেছেন। ত্রিপুরা জেলায় দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে পুরীর গভর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক হন ও পরে রাজসাহী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক হন। তাহার পর ১৯০৮ সনে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অধ্যাপক হইয়া আসেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়ের অধ্যাপক হইয়া বহুকাল কাজ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন

ইহাদের প্রচারে বোঝা যায় যে ভারতে চা-চাষীদের সুবিধার জন্য চায়ের ফসল করা এবং চায়ের বাজার নির্দ্ধারণ করার যথাযথ ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদিন ধরিয়া

চেকোশ্লোভাকিয়ায় বেকারসংখ্যা হ্রাস

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বেকারের সংখ্যা ২১·৩ পারসেণ্ট হ্রাস পাইয়াছে। নিম্ন তালিকায় ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিগত ৮ বৎসরে এপ্রিল, মে এবং জুন মাসে বেকারের সংখ্যার তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	এপ্রিল	মে	জুন
১৯৩১	২৯৮,৭৫৬	২৪৯,৬৮৬	
১৯৩২	৫৫৫,৮০২	৪৮৭,২২৬	
১৯৩৩	৭৯৫,৯১৯	৭২৬,৬২৯	
১৯৩৪	৭০৪,৩০৮	৬২৪,৮৫০	
১৯৩৫	৭০৪,৫৫০	৬৬৯,৪০৩	
১৯৩৬	৭১৯,১৬৬	৬৩৭,৩৮৫	
১৯৩৭	৫০৩,৬৩২	৫৮৫,০৬১	
১৯৩৮	৩৮০,৮৪৯	২৮৪,৭৮৫	

যুক্তরাজ্যে নবনীতের ব্যবসা

নিম্ন তালিকায় ১৯১৩ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ডেনমার্ক এবং নিউজিল্যাণ্ড হইতে যুক্তরাজ্যে আমদানি নবনীতের গড়পড়তা বাৎসরিক মূল্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

কুইন্টাল প্রতি গোল্ড ফ্রাঙ্ক

	ডেনমার্কের নবনীত	নিউজিল্যাণ্ডের নবনীত	সর্ব্বপ্রকার নবনীতের গড়
১৯১৩	৪৫৫	৪২৯	৪২৪
১৯২০	৩৬৬	৩৪২	৩৪১
১৯৩১	২৯৬	২৬১	২৬৭
১৯৩২	১৮৯	১৮৩	১৭৬
১৯৩৩	১৪৫	১৩৮	১৩২
১৯৩৪	১২১	১১৪	১০৬
১৯৩৫	১৩৪		১২২
১৯৩৬	১৪৯		১৩৭
১৯৩৭	১৪৭		১৫০

নিম্ন তালিকায় বিদেশ হইতে যুক্তরাজ্যে আমদানি নবনীতের মাসিক মূল্যের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

কুইন্টাল প্রতি গোল্ড ফ্রাঙ্ক-হিসাবে

মাস	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩৪	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৭
জানুয়ারী	২৮৯	১৮৫	১৪৪	১০৯	১২৩	১৩৯	১৩১
ফেব্রুয়ারী	৩০৬	১৯৫	১৪১	১০৪	১৩০	১৪০	১২৭
মার্চ্চ	৩১৫	২০৫	১৩১	১০৭	১১৮	১২৯	১৩৪
এপ্রিল	২৮৬	১৯৮	১১৮	১০২	১০৮	১২২	১৪০
মে	২৭৪	১৭৪	১২৪	১০৩	১০২	১২২	১৩৯
জুন	২৭৬	১৬৬	১২৫	১০০	১০৭	১৩৯	১৪১
জুলাই	২৭২	১৬৭	১১৭	৯৭	১১২	১৪৪	১৪৫
আগষ্ট	২৭৪	১৬৭	১২৯	১০৪	১২১	১৪১	১৪৪
সেপ্টেম্বর	—	১৭৪	১৪০	১০৯	১৩৯	১৪৭	১৫৯
অক্টোবর	২৩৬	১৬৭	১৪৪	১০০	১৬০	১৩১	১৭৬
নবেম্বর	২২১	১৬৩	১৪৭	১১৮	১৪০	১৪০	১৯৪
ডিসেম্বর	১৯৩	১৫১	১২৯	১১৮	১৪০	১৩৭	১৬৭

আর্থিক প্ল্যানিং

স্যার এম্ বিশ্বেশ্বরায়া নিখিল ভারত খাদি প্রদর্শনীতে একটি অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। আর্থিক জগৎ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে ভারতে আর্থিক প্ল্যানিং একটা অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ। পঞ্চাশ বৎসরের প্ল্যান একটা ছকিয়া লইবার জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের একটি করিয়া ইকনমিক কাউন্সিল নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। তিনি একজন অর্থনৈতিক হিসাবেই বলিতে চাহেন যে, ভারতের জাতীয় বাণিজ্য-চাষ-আবাদ রাখিয়া ইহার কলকারখানার কাজ বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয়। তাঁহার মতে প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা এখন প্রচুর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাজেই তাঁহারা এখন দেশের মধ্যে আর্থিক ও বাণিজ্যিক যেসকল উপায় আছে, তাহা একত্রিত করিবার কর্ত্তব্যকে আর অধিক দিন ফেলিয়া রাখিতে পারেন না। পুনঃ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্ল্যান অবর্ত্তমানে সম্পূর্ণ বিফল হইবার সম্ভাবনা। অন্যান্য দেশের প্ল্যান সাফল্য লাভ করার পরে ভারতবর্ষে ইহার শুভাশুভের প্রশ্ন পুনরায় তোলার কোন প্রয়োজন নাই। প্ল্যান করিবার সময় সকলের সহ-কর্ম্মী হইয়া যোগদান করিবার ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক।

লর্ড উইলিংডনের বক্তৃতা

লণ্ডনের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির বাৎসরিক ভোজ উপলক্ষে লর্ড উইলিংডন বলেন যে, তিনি জহরলাল অপেক্ষা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ। তাঁহার মতে ভারতীয়েরা —তিনি রাজাই হউন আর কুটীরবাসী কৃষকই হউন— সকলেই খুব ভদ্র এবং নম্র। তাঁহারা সৎ এবং ন্যায্য কথার বশ। ইহারা দয়া বিদ্যা অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে ভোলে না। তাঁহার ষোড়শ বর্ষব্যাপী ভারতের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিতে পারেন যে, শতকরা ৯০ জন ভারতবাসীর মত জহরলাল যাহা বলিতেছেন সেরূপ নহে। তিনি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন যে, এখনও বহুবৎসর ধরিয়াই ভারতীয়েরা ইংরেজ শাসন চাহিয়া থাকে। তিনি ইহাও বিশ্বাস করেন যে, জাতিসঙ্ঘের সঙ্গে (কমন্ ওয়েলথ অব্ নেশনস্) ভারতবর্ষ উপকারী এবং সহায় হইবে।

পণ্ডিত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ

শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয় ১লা শ্রাবণ রবিবার ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাব পণ্ডিত সমাজ অনুভব করিতেছেন। ত্রিপুরা জেলার বেরগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে পুরীর গর্ভমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক হন ও পরে রাজসাহী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক হন। তাহার পর ১৯০৮ সনে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অধ্যাপক হইয়া আসেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়ের অধ্যাপক হইয়া বহুকাল কার্য্য করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন

ইহাদের প্রচারে বোঝা যায় যে ভারতে চা-চাষীদের সুবিধার জন্য চায়ের ফসল করা এবং চায়ের বাজার নির্দ্ধারণ করার যথাযথ ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদিন ধরিয়া

ফলের নিয়ামক কিছুই ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই দাম হিসাবে যাহা পাওয়া যাইত এতদিন তাহা আমরা দেখিতে পাই নাই। এবার আশা করা যায় চায়ের বাজার ভালই হইবে।"

পরলোকে স্যর জন বেল

আগষ্ট মাসের ২৫শে তারিখে স্যর জন্ উইলিয়াম এণ্ডারসন বেল পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে স্যর জন বেল গ্লাস্‌গোতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি চার্টার্ড একাউন্ট্যাণ্টশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেসার্স ম্যাকিনন্ মেক্যান্‌জি অ্যাণ্ড কোম্পানীর এসিষ্ট্যাণ্টরূপে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বে ব্রাঞ্চে বদলী হইয়াছিলেন। তথায় তিনবৎসর কাজ করিবার পর তিনি রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত হইয়া তথায় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিলেন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি ভারতবর্ষ, চীন এবং জাপানস্থিত মেসার্স ম্যাকিনন্ মেকাঞ্জি অ্যাণ্ড কোম্পানীর সিনিয়র পার্টনারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। স্যর জন সর্ব্বদাই জনসাধারণের কার্য্যে মন দিতেন। ১৯২৩ এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের মেম্বার হইয়াছিলেন। ১৯২৪ হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের মেম্বার ছিলেন। তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন।

১৯২৬ এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি একজন খেলোয়াড় ছিলেন এবং কলিকাতা নগরের শ্রেষ্ঠ ব্রীজের সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি লণ্ডনস্থিত মেসার্স গ্রে ডরেজ অ্যাণ্ড কোম্পানী ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া ডকেট্সএর পার্টনার ছিলেন।

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল্ কটন কমিটি

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১২ এবং ১৩ জুলাই ইণ্ডিয়ান্ সেণ্ট্রাল্ কটন কমিটির সপ্তত্রিংশৎ অধিবেশনী সভায় এই সমিতির সভাপতি স্যর ব্রাইস নিম্নোক্ত প্রকার বক্তৃতা করিয়াছেন :—

"মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি গিনিং এবং প্রেসিং ফ্যাক্টরী-সমূহের লাইসেন্সের জন্য আইন প্রবর্ত্তনের পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। কমিটি অনেক বৎসর যাবৎ গিনিং এবং প্রেসিং ফ্যাক্টরীর লাইসেন্সের জন্য আইন প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতার বিষয় প্রচার করিয়াছিলেন, এবং বোম্বে, মধ্য-প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশে পূর্ব্বেই আবশ্যকীয় আইন পাশ হইয়াছে। মাদ্রাজ বিল, বোম্বের পরিসংশোধিত আইনের অনুকরণে রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিবিধ এক্সপেরিমেণ্ট কেন্দ্র-সমূহে এই কমিটির তত্ত্বাবধানে নিম্নস্থ কার্য্যাবলীর বিবরণ প্রতি বৎসর প্রকাশের জন্য প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য যাহারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিবিধ প্রকার তুলা উৎপাদন কার্য্যে খবরবার্ত্তা রাখিতে উৎসুক তাহাদিগের মধ্যে এতদ্‌বিষয়ে প্রকাশিত বাৎসরিক বুলেটিনের সাহায্যে তুলা উৎপাদন কার্য্য বিষয়ে প্রকৃত সমাচার প্রদান করা।

কৃষি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল হাজার হাজার কৃষকদের মধ্যে প্রচারকল্পে প্রাদেশিক কৃষিবিভাগ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তজ্জন্য এই প্রাদেশিক বিভাগকে শতসহস্র ধন্যবাদ। বিগত বর্ষের বাৎসরিক রিপোর্ট হইতে জানিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষে তুলা উৎপাদন কার্য্যের নৈপুণ্য বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। উপসংহারে সমস্ত সদস্যদিগকে জানাইতে চাই যে, আগামী বর্ষে এই কমিটির সভা রাজস্থানস্থিত জায়েলপুরে ১৩ই হইতে ১৫শে নবেম্বর পর্য্যন্ত বসিবার কথা।

সন্তোষ বিস্কুট ফ্যাক্টরীর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ডাঃ মেঘনাদ সাহার বক্তৃতা

সন্তোষ বিস্কুট ফ্যাক্টরীর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ১২১নং মাণিকতলা মেইন রোডে কারখানাগৃহে এক জনসভা হয়। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নূতন কারখানার দ্বার উদ্ঘাটন ও উহার চুল্লী

প্রজ্বলিত করেন। ক্যাক্টরীর অধ্যক্ষিকারী শ্রীযুত মণীন্দ্রলাল বৈদ্য সাহা নিতান্ত নিম্ন অবস্থা হইতে অধ্যবসায়বলে উন্নতি লাভ করিয়াছেন।

ডাঃ মেঘনাদ সাহা এই উপলক্ষে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—একজন অর্থহীন যুবক অতি সামান্যভাবে জীবন আরম্ভ করিয়া ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, ইহা আনন্দের বিষয়। আশা করি, যুবকগণ তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইবে। বাঙ্গলাদেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালীর দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন,—ভিন্ন প্রদেশে যাইয়া বাঙ্গালী চাকুরীও পায় না, কোন ব্যবসাতেও ঢুকিতে পারে না। বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীর প্রতি সুবিচার করিতেছেন না। অন্যান্য প্রদেশেও যে বিহারের পুনরাবৃত্তি হইবে না, সে কথা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা কলিকাতায় আসিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতেছে।

ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের অকৃতকার্য্যতার কারণ উল্লেখ করিতে গিয়া বক্তা বলেন যে, বাঙ্গালীদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-দ্বেষ আছে, সহযোগিতা নাই। পরিশ্রমের দিক্ হইতেও বাঙ্গালী ছেলের ত্রুটী আছে। কলিকাতার ব্যবসাক্ষেত্রে ছেলেদিগকে পরিচিত করিবার কোন লোক নাই। মফঃস্বল হইতে যাহারা আসে তাহাদিগকে ব্যবসাক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে, অন্ততঃ কিছুকাল কলিকাতার মার্কেটের সঙ্গে পরিচিত করাইবার জন্য একটি বেকার রিলিফ হাউস সংগঠন করিতে বক্তা কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টকে অনুরোধ করেন। ইহা শুধু ভদ্রলোকদের জন্য করিতে হইবে তাহা নহে। শ্রমজীবীদের জন্যও করিতে হইবে। তাহা হইলে দেশের মস্ত উপকার হইবে। কলিকাতায় যখন গুণ্ডারাজ সুরু হয় তখন তাহাদের সঙ্গে যুঝিবার জন্যও কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে পাওয়া যায় না। সুতরাং শ্রমজীবীদের দ্বারা কলিকাতার মার্কেট দখল করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

ডাঃ সাহা বলেন—দেশী শিল্পের মোড়োপত্তন করিতে গিয়া প্রথমেই আমরা একটা মস্ত ভুল করি—বিদেশ হইতে আমরা যেসিন আমদানি করি। তাহাতে বহু লক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া যায়। একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে বক্তা কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের নিকট আবেদন করেন—যেখানে যন্ত্রপাতির মত মৌলিক জিনিষগুলি প্রস্তুত হইতে পারে। তাহা হইলে শ্রমিকদিগকেও বেশী বেতন দেওয়া যাইবে এবং দেশের কাঁচা মালও বেশী দরে ক্রয় করা যাইতে পারিবে।

আসাম সরকারের আর্থিক অবস্থা

আসাম ব্যবস্থাপক সভায় প্রধান মন্ত্রী আসাম গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একটি বর্ণনা দেন। তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৩৭-৩৮ সনের সংশোধিত বাজেটে আয় ৬ কোটী ৩৮ লক্ষ ৯৪ হাজার, ব্যয় ৬ কোটী ৩০ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ধরা হইয়াছিল এবং বৎসরান্তে তহবিলে ৩০ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা থাকিবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল; কিন্তু ঐ বৎসর ৭ কোটী ১৮ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা আয় এবং ৭ কোটী ৯২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। এদিকে বৎসরান্তে তহবিলে ৩০ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ছিল। রেভিনিউ খাতে ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা কম আয় হইয়াছিল। এ দিকে রেভিনিউ একাউণ্টে ব্যয়ও ১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা কম দাঁড়াইয়াছিল। মোটের উপর রেভিনিউ একাউণ্টে আয় অপেক্ষা ব্যয় ২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা বেশী না হইয়া ৫ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা বেশী হইয়াছিল।

১৯৩৮-৩৯ সনের প্রথম তিন মাসে রেভিনিউ একাউণ্টে ৭২ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা আয় হইয়াছে; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ঐ সময় ৭৬ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। ভূমি রাজস্ব বাবদ ৩ লক্ষ ৯২ হাজার, বন বাবদ ৪১ হাজার এবং ষ্টাম্প বাবদ ৫৭ হাজার টাকা কম আয় হইয়াছে; এদিকে মোটর ট্যাক্স বাবদ ৩৭ হাজার এবং চিকিৎসা বিভাগ বাবদ ৪৪ হাজার টাকা বেশী আয় হইয়াছে। যদি এইভাবে আয় হইতে থাকে, তবে চলতি বৎসরে ষ্টাম্প বাবদ অন্ততঃ ৩ লক্ষ টাকা কম আয় হইবে।

বৎসরের শেষে আর্থিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা এখনও বলা যায় না; কিন্তু এবার যে আসামে বন্যা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, ভূমি-রাজস্ব বাবদ আয় অনেক কম হইবে। ভূমি-রাজস্ব বাবদ আয় ৪ লক্ষ টাকাও কম হইতে পারে। যাহা হউক এবার ইনকাম ট্যাক্স বাবদ ২ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

চলতি বৎসরের প্রথম তিন মাসে রেভিনিউ খাতে ব্যয় দাঁড়াইয়াছে ৬২ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা; গত বৎসর এই সময়ে ৫৫ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য শিক্ষা ও অন্যান্য বাবদ যে সরকারী সাহায্য বরাদ্দ আছে ১৯৩৭-৩৮ সনের প্রথম তিন মাসে তাহার মাত্র অর্দ্ধেক দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু এই বৎসর পুরাপুরি সাহায্যই দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া গত বৎসর আফিং ক্রয় বাবদ শুধু ছয় মাসের খরচ ছিল, কিন্তু এবার পুরা এক বৎসরের হিসাব ধরা হইয়াছে, কাজেই গত বৎসরের প্রথম তিন মাস অপেক্ষা এবার প্রথম তিন মাসে ৬ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা বেশী ব্যয় দেখা গেলেও প্রকৃত পক্ষে এবার ব্যয় তত অধিক হয় নাই। কিন্তু এবার দুর্ভিক্ষ সাহায্য বাবদ এবং বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে কৃষি-ঋণ দানের জন্য বহু টাকা ব্যয় করিতে হইবে। বাজেটে দুর্ভিক্ষ সাহায্য বাবদ ৫০ হাজার টাকা এবং কৃষি-ঋণ বাবদ ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল; কিন্তু ইতিমধ্যেই ঐ বাবদ যথাক্রমে ৮৩৫৭০ টাকা ও ৯৮ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। অধিকন্তু দুর্ভিক্ষ সাহায্য ও কৃষি-ঋণ বাবদ আরও ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই সকল দফায় ইতিমধ্যেই বাজেটের বরাদ্দ অপেক্ষা ১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা বেশী মঞ্জুর করা হইয়াছে। আরও কত টাকা লাগিবে তাহা বন্যার ক্ষতির বিস্তৃত বিবরণ না পাইলে বলা অসম্ভব।

১৯৩৮-৩৯ সনের ঘাটতি পূরণের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট শতকরা দেড় টাকা সুদে ৩০ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ঋণ দিয়াছিলেন। কথা ছিল যে, আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ঐ টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। ৩৫ লক্ষ টাকা ঋণ তুলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের ঐ টাকা পরিশোধ করা হইবে বলিয়া কথা ছিল এবং বাজেটে ঐ রূপ ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। কিন্তু এখন স্থির হইয়াছে যে, ঋণ না তুলিয়া অন্য ভাবে ভারত গবর্ণমেণ্টের ঋণ পরিশোধ করা হইবে। গত ১লা আগষ্ট তারিখে ভারত গবর্ণমেণ্টের ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঋণ তুলিতে হইলে দালালি বাবদ ৫০ হাজার টাকা খরচ হইত এবং সুদ বাবদ আরও ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইত, কিন্তু এখন এই এক লক্ষ টাকা বাঁচিয়া গিয়াছে।

ঘাটতি পূরণ করিতে হইলে যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ট্রেজারী বিলে মেয়াদী কর্জ্জ লওয়া হয়, তবেই সুবিধা হয়। আসাম গবর্ণমেণ্ট যেভাবে ভারত গবর্ণমেণ্টের ঋণ পরিশোধ করিলেন তাহার ফলে বৎসরান্তে বেশী দিনের মেয়াদের ৩৫ লক্ষ টাকা ঋণের পরিবর্ত্তে ট্রেজারী বিলে অল্প মেয়াদের ২০ লক্ষ টাকা ঋণ থাকিবে।

চলতি বৎসরের বাজেটে প্রথমে ৪ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ঘাটতি ধরা হইয়াছিল; কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় ঘাটতি ৯ লক্ষ টাকাও দাঁড়াইতে পারে। এদিকে বৎসরান্তে উদ্বৃত্ত তহবিল ও বাজেটের প্রথম অনুমান মত ৪০ লক্ষ ৪৮ হাজার না হইয়া মাত্র ১৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা হইবে।

ঢাকায় মেডিকেল কলেজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার মেডিকেল স্কুলটিকে মেডিকেল কলেজে উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। ঢাকার পরলোকগত জগমোহন পাল মহাশয় যে চারি লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলেই এই পরিকল্পনা স্থির করা সম্ভব হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার মধ্যে প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজের জন্য বাড়ী তৈয়ারী করা হইবে, এখানে শরীর সংস্থান বিদ্যা (এনাটমি) শারীর বিজ্ঞান (ফিজিয়লজী), ভৈষজ্য শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমান স্কুল বিল্ডিংগুলিতে ও অন্যত্র আয়গায় রোগী চিকিৎসা অস্ত্রোপচার ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং অতিরিক্ত হাসপাতাল নির্ম্মাণ করা হইবে। কলেজ স্থাপনের জন্য বাড়ী তৈয়ার ইত্যাদি বাবদ এক-

কালীন সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে; তন্মধ্যে চারি লক্ষ টাকা স্বর্গীয় জগমোহন পালের দান হইতে পাওয়া যাইবে। এবং বাকী দেড় লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্ট দিবেন। কলেজের জন্য প্রতি বৎসর আনুমানিক আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে; তন্মধ্যে এক লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্ট দিবেন এবং ছাত্রবেতন হাসপাতাল হইতে লব্ধ আয় ও বর্ত্তমান মেডিকেল স্কুলের সরকারী সাহায্য দ্বারা অবশিষ্ট ব্যয় সঙ্কুলন করা হইবে।

এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। কারণ বহু লাইসেন্সিয়েট তৈয়ার করিয়া ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত, অথবা অল্পসংখ্যক মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট তৈয়ার করিয়া ডাক্তারদের যোগ্যতা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, সেই বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। তাহা ছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও বিবেচনা করা প্রয়োজন। অধিকন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজের জন্য যে ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, প্রকৃত-পক্ষে হয়ত তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয় হইবে। সুতরাং গবর্ণর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনাটি বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদিগকে লইয়া এই কমিটি গঠন করা হইল :—

(১) বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের সার্জ্জন জেনারেল (প্রেসিডেণ্ট), (২) ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার, (৩) অধ্যাপক জে সি ঘোষ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), (৪) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন এম-এ বি-এল (দাতা জগমোহন পালের সম্পত্তির অন্যতম ট্রাষ্টী), (৫) খাজা সাহাবুদ্দিন, (৬) কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, (৭) কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, (৮) ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, (৯) কলিকাতা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালসমূহের সেক্রেটারী। (১০) ডাঃ প্রেমকুমার দে বি-এস-সি, এম-বি, এম-আর-সি-পি (এডিনবরা), কলিকাতা মেডিকেল কলেজের কিজিয়লজীর অধ্যাপক, (১১) ঢাকার সিভিল সার্জ্জন, (১২) খাঁ সাহেব ডাঃ মৈজুদ্দীন খাঁ, ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালসমূহের সেক্রেটারী এই কমিটির সেক্রেটারীর কাজও করিবেন।

কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনাটি বিবেচনা করিয়া এইসকল বিষয়ে রিপোর্ট দিবেন:—

বর্ত্তমান মেডিকেল স্কুলের স্থলে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় কিনা?

কলেজ স্থাপিত হইলে গবর্ণমেণ্টের এককালীন ও পৌনপুনিক ব্যয় কত হইবে?

কমিটি যথাসম্ভব সত্বর রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

পরলোকে শেঠ প্রাণশুকলাল মকতলাল পগলভাই

বিগত জুলাই মাসের ৬ই তারিখ শেঠ প্রাণশুকলাল মকতলাল পগলভাই নাদিয়াদে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বোম্বের শেঠ মকতলাল পগলভাইয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার ৪১ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

শেঠ প্রাণশুকলাল বাল্যকালে আমেদাবাদে শিক্ষা লাভ করিয়া তন্নতা হাইস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কলেজে কিছুকাল অধ্যয়নের পর তিনি তাঁহার পিতার বিপুল ব্যবসায়ের সাহায্যার্থ আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার পিতা এবং ভ্রাতৃবর্গের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া অতি দক্ষতার সহিত তাঁহার পিতার সমস্ত ব্যবসা পরিচালনা করিয়াছিলেন। ষ্ট্যাণ্ডার্ড মিলস্, বোম্বেস্থিত নিউ চাদনা মিলস্, নডসরিস্থিত মকতলাল ফাইন স্পিনিং অ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং আমেদাবাদের সোরক মিলস, নাদিয়াদের নূতন সোরক মিলস্ প্রভৃতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের ম্যানেজিং এজেন্সির ভার তাঁহার পিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঃ প্রাণশুকলাল প্রায় ত্রিশটি মিলস, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিলেন।

শেঠ প্রাণশুকলাল কর্ম্মচারীদের প্রতি দয়ালু ছিলেন। তাহাদের উপর তাঁহার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। ব্যবসা-ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তির জন্য বড়োদার মহারাজা তাঁহাকে 'রাজারত্ন' উপাধিতে ভূষিত করিয়া-ছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমেদাবাদের ব্যবসা-ক্ষেত্রের বিশেষ ক্ষতি হইল।

কেরাণীর জীবন

(বাঙ্গলাদেশে কেরাণীর জীবনে বৈচিত্র্য কি কি তাহার সম্বন্ধে অ্যাডভোকেট পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় ও মিঃ জন্‌সন্‌এর মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন হইয়াছিল।)

প্রঃ—আচ্ছা, মিঃ মুখার্জি তোমাদের দেশে কেরাণীদের এত কষ্ট কেন বলছো? এর কারণ কি?

উঃ—আমার নিজের ধারণা হ'ল এর কারণ তিনটি প্রথম রক্ষণশূন্যতা; দ্বিতীয় একতাবিহীনতা; তৃতীয় অভাব।

প্রঃ—রক্ষণশূন্যতা বলতে তুমি কি মনে কর?

উঃ—কেরাণীরা ওয়ার্কমেন্‌স্ কম্পেনসেশন দিয়েও রক্ষা পাবে না, তাদের পরিশ্রমের জন্য ফ্যাক্টরী আইনও খাটবে না, তাদের মজুরির জন্য ওয়েজেস অ্যাক্ট হবে না, তাদের জীবনের মর্য্যাদার জন্য জগতের কোন কিছুই নাই।

প্রঃ—কেন এখানে কি তোমাদের কেরাণীর পরিশ্রম সম্বন্ধে কোন ঘণ্টা হিসাবে বাঁধাবাঁধি নাই?

উঃ—বাঁধাবাঁধি কোথাও কোথাও আছে যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ ১৪ ঘণ্টা পরিশ্রম আমায় চাই!

প্রঃ—বল কি? ১৪ ঘণ্টা কি মানুষ এক সঙ্গে খাটতে পারে?

উঃ—পারা না পারার প্রশ্ন এখানে নাই। যার দৈন্য, যেমন ক'রে হোক তাকে কিছু টাকা রোজগার ক'রে না আনলে ছেলে-পরিবার না খেয়ে মরবে—হয়তো বৃদ্ধ পিতামাতা উপবাসে দিন কাটাবে। কাজেই যে চার্ষ বা সর্ত্ত মনিব বলবে তাহাই তার মাথা নত ক'রে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া মৃত্যুর হাত থেকে এড়ানোর উপায় নাই। সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত ডিউটি, মধ্যে একবার ভাত খাবার ছুটী। এরকম ব্যবস্থা বহু স্থানেই আছে। অধিকাংশ ব্যাঙ্ক বা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে দেখা যায় বেলা ১০-৩০ হইতে রাত্রি ৭-৩০—এমন কি ৮টা অবধি থাকিতে হয়। কে তার বিরুদ্ধে বলবে বলুন। চাকুরী গেলে তো চাকুরী হবেই না, তার উপর উপবাস আর বস্ত্র।

প্রঃ—তোমাদের দেশে এত কষ্ট হবার কারণ কি কেবল রক্ষণহীনতা? রক্ষণহীনতা বলতে কি বোঝায়?

উঃ—"রক্ষণহীনতা" বলতে বুঝতে হবে যে আইন দ্বারা সব রকম অত্যাচার হতে মুক্তি পাবার ব্যবস্থা নাই। যদি আইনগত ব্যবস্থা না হয়, তাহা হলে আমাদের দেশে মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ব্যবস্থার সৃষ্টি খুবই কম হয়ে থাকে। অবশ্য স্যর আর এন্ মুখার্জির দৌলতে হয়তো মার্টিন কোম্পানীর কেরাণীরা সুখী হ'তে পারে, কিন্তু সে দৃষ্টান্ত বিরল।

প্রঃ—তারপর বলছো একতাবিহীনতা আর একটী কারণ। একতা নাই বা কেন আর থাকলেই বা কি হ'তো?

উঃ—আমাদের দেশে অভাবগ্রস্ত দুঃস্থ সংসার এত অধিক এবং লেখাপড়া শেখা শিক্ষিত যুবকের সংখ্যাও এত বেশী যে কাজের অপেক্ষা লোকের সংখ্যা বহুগুণ

অধিক হয়ে পড়ছে। সেই জন্য এক দিক্ হ'তে প্রকৃত কর্ম্মীর মাহিনা যা, তাহা ঠিক পাওয়া যায় না অথবা একটা ভদ্রলোকের জীবন চলার জন্য যত টাকা পাওয়া আবশ্যক, তাহারি ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুপাতে টাকা পায় না এবং না পেয়েও অভাবের তাড়নায় যে যা পায় তাই নিয়ে কোন গতিকে জীবন চালাতে চায়। ফলে এই প্রতিযোগিতা বেড়ে গেছে যে, আর একজন হওয়ার সম্ভাবনা চ'লে গেছে।

প্রঃ—আচ্ছা ভদ্রলোকের যা খরচা সেই ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা মাপ অনুপাতে যদি কাজ না পাওয়া যায় তা' হ'লে কেমন ক'রে জীবন-ধারণ করে?

উঃ—সেইটা পায় না ব'লেই তো প্রত্যেক অর্দ্ধভুক্ত মধ্যবিত্ত ঘরে যক্ষ্মার প্রকোপ, না হয় ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগ বাঁধা আছে। রোগে ভুগে, সাংসারিক কষ্টে জলে পুড়ে আমরা জীবনটাকে টেনে নিয়ে অকালে মারা যায়।

ঃ—তোমাদের ভদ্রলোকের ষ্ট্যাণ্ডার্ড কি?

ঃ—আমার নিজের ধারণা যা তাই বলছি। অবশ্য হয়তো খতিয়ে হিসাব ক'রে দেখলে কিছু ভুল থাকতে পারে, কিন্তু মোটের মাথায় বোধ করি যা' আমার ধারণা তাই সত্য। তাদের সাধারণ ষ্ট্যাণ্ডার্ডে কিরকম খরচা নিম্নে দেওয়া গেল। একটা পরিবার ধরা হয়েছে যেখানে স্বামি-স্ত্রী এবং দুটী মাত্র ছেলে। কিন্তু এরকম পরিবার হ'ল মিনিমাম্-টাইপ অর্থাৎ নিম্নতম সংখ্যার শ্রেণী।

বাড়ীভাড়া মাসিক ত্রিশ টাকা; বাস বা ট্রাম ভাড়া মাসিক চার টাকা, আলো খরচা মাসিক দুই টাকা; সংসারের দৈনিক শাকসব্জীর খরচা সাড়ে সাত টাকা; চাল ডাল তেল-ঘী ইত্যাদি প্রধান খাদ্যাদির খরচা এগার থেকে পনেরো টাকা (বাজার অনুযায়ী), কাঠ, কয়লা খরচা দুই টাকা; ছেলে মেয়ের পড়ার খরচা চার টাকা; তাদের দুধের খরচা ছয় টাকা; একজন চাকরের মাহিনা পাঁচ টাকা; টিফিন প্রভৃতি জলখাবার খরচা (তিনজনের) ছয় টাকা; কাপড় কাচার খরচা দুই টাকা; কাপড় জামা কেনার খরচা মাসিক চার টাকা। (নিম্নতম খরচার তালিকা)।

তা হলে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৮০৲ টাকা না হ'লে একটা ছোট পরিবারের কেবলমাত্র খাওয়ার খরচা পর্য্যন্ত ওঠে না। এর উপর যদি বীমার বাবদী করতে হয়, কি মেয়ের বিয়ের যোগাড় করতে হয় তা' হ'লে এই খাওয়ার খরচা হ'তে কেটে করতে হবে। যদি অসুখ করে ডাক্তার খরচা কোথা থেকে দেবে? হয় পয়না বাধা, না হয় ধার। তার মানে কিন্তু মাসে ঐ টাকার থেকে ক'মে যাওয়া আর খাওয়ার খরচার অভাব। এই তো হ'ল সাধারণ কথা। কিন্তু এই ৮০৲ টাকা হিসাবে মাহিনা কটা কেরাণী পায় তা হিসাব করলে আরও আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন। এখানে ২৫৲ টাকা থেকে ৬০৲ টাকার বেশী মাহিনা খুবই কম।

ঃ—আচ্ছা এরূপ দেখা যায় যে, অশিক্ষিত লোকেও বেশী টাকা মাহিনা পায়।

উঃ—কেরাণীর জীবনে মাহিনা বেশীর জন্য অধিক শিক্ষিত হওয়াই অন্যায়, অন্ততঃ আমাদের দেশে। এখানে অধিক শিক্ষিত লোক যদি কেরাণীর জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তা হ'লে ঘৃণার পাত্র হয়েই তাকে থাকতে হয়। বরং টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা হওয়াই ভাল।

প্রঃ—আমাদের দেশে (হিসাবে) এম্ এ পাশ করার পর কেরাণী হয়ে জীবন যাপন করতে করতে যদি লেখা পড়ার চর্চ্চা রাখে এবং কিছু পরিশ্রম করে তা হলে বেশ ভাল কাজ পায়। তোমাদের এখানে পাশ করার পর লেখা পড়ার চর্চ্চা ছেড়ে দেয় কেন?

উঃ—প্রথমতঃ দেখতে হবে যে আমাদের দেশে অর্থাৎ খাস বাঙ্গলা দেশে যারা এম্ এ পাশ করে তারা প্রথম শ্রেণীর কি না? যদি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় তা হলে হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা অন্যত্র ভাল কাজ জুটে যেতে পারে। কিন্তু যারা প্রথম-শ্রেণীর না তারা "পেরিয়াস্ টু আদ্‌মামেটার" বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্পৃশ্য জাতি। সেখানে তাদের যে শুধু ঘৃণা করে তা নয়, এমন কি লাঞ্ছনা গঞ্জনা ইত্যাদি কিছু বাদ যায় না। ঐ শ্রেণীর লোক যদি কেউ চেষ্টা করে কিছু উন্নতি করবার জন্য তা হলে তার জীবন এমন হয়ে উঠবে যে লেখা-পড়ার সংস্রব তার না ছেড়ে উপায় নাই।

প্রঃ—তোমরা ব্যবসা করতে শেখ না কেন?

উঃ—ব্যবসার দুটী বিশেষ আবশ্যক দ্রব্য হইল পুঁজি আর শিক্ষা। ঐ দুটীর কোনটীই শিক্ষিত বেকারী বাঙ্গালীর নাই। তাদের পিতামাতার কাছ থেকে শিক্ষা হয়েছে কোন গতিকে কিছু টাকা আনা চাকুরী করে আর বিয়ে থা করে ঘর সংসার করা। বড় আদর্শ নিয়ে ছোটবার মত শক্তি বা সাহস তাদের খুবই কম। বিলাতে রামসে ম্যাকডোনাল্ডের জীবন বা হের হিটলারের মত জীবন এ দেশে স্বপ্নের ও অগোচর। প্রথমতঃ সমাজের গতিতে ব্যক্তিগত গতির হ্রাস এবং দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থারও অভাব।

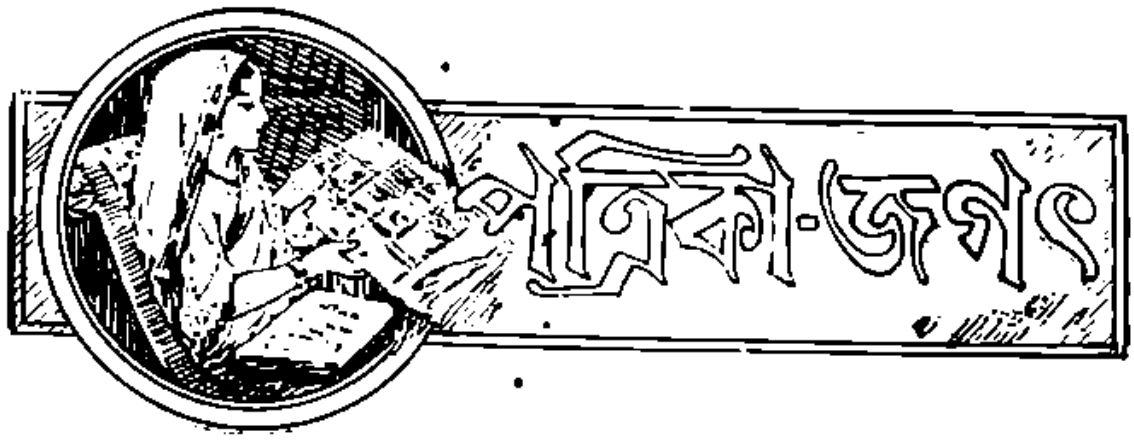

"মান্থলি লেবার রিভিউ"

(এপ্রিল ১৯৩৮)

১। কোম্পানীর একতার মধ্যে বিশিষ্টতা।

২। সার তৈয়ারির কারখানায় দুর্ঘিপাকের কারণ ও তাহা নিবারণ।

৩। সি সি সি'র জন্য ১,৮০০,০০০ যুবক বাছাই।

৪। বাষ্পীয় শক্তিতে চাষ-আবাদ এবং তজ্জন্য শ্রমিক অপসারণ।

৫। কলকারখানায় নিয়োগাতি।

৬। কারখানায় স্ত্রীমজুর।

কারখানায় বিবাদ।

৮। জাতীয় আয়।

উপরিউক্ত কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে প্রবন্ধ (১ম প্রবন্ধ) তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে দেওয়া গেল :—

মার্কিণরাজ্যে বিউরো অব্ লেবার ষ্ট্যাটিস্টিক্স একশত ছাব্বিশটি কোম্পানীকে রিপ্রেজেনটেটিভ" বা আদর্শরূপে ধরিয়া দেখাইয়াছেন যে, কোম্পানীর ইউনিয়নগুলি ঘন ঘন সৃষ্টি হইবার কারণ হইল "ট্রেড ইউনিয়নের" কর্ম্মপ্রবণতা। মজুররা অনবরত কর্ম্মঘট বা তাহাদের প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা কোম্পানীগুলির উপর জোর চালাইতে আরম্ভ করায় কোম্পানীর মধ্যেও ইউনিয়ন সৃষ্টি আবশ্যক হয়।

তিন রকম উপায়ে সেখানে মজুর আর প্রভুদের মধ্যে বিবাদ মিটমাট করার চেষ্টা হয়। প্রথমতঃ, ব্যক্তিগত চেষ্টা, সেখানে প্রভুরা নিজেরাই অথবা ডিরেক্টর বা ম্যানেজারদের দ্বারা কর্ম্মচারীদের সহিত কথোপকথন করিয়া থাকেন। প্রভুরা মাঝে মাঝে কর্ম্মচারীদের সহিত প্রকাশ্যে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সভায় আহ্বান করেন। কিংবা সাময়িক মজুর সমিতি গঠন করিয়াও দেন।

দ্বিতীয় উপায় হইল ট্রেড-ইউনিয়ন প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রভু-কৃত্য সম্বন্ধীয় কার্য্যাদি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ "লপ-কমিটির" মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত কোন অন্যায় বা দুঃখ জানান হইয়া থাকে, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের এজেন্ট বা রিপ্রেজেণ্টেটিভ কর্ত্তৃক কথাবার্ত্তা চালিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় উপায় হইল "কোম্পানী ইউনিয়নের" সাহায্যে কার্য্য করা। এ স্থলে "কোম্পানী ইউনিয়ন" বলিলে বুঝিতে হইবে যে, ইহা কোন একটা বিশেষ কোম্পানীর মজুরদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই আবদ্ধ। এই প্রকারের প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক কোম্পানীর তত্ত্বাবধান বিষয়েও উহারা হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে।

বিউরো অব্ লেবার ষ্ট্যাটিস্টিক্স ১২৬টি কোম্পানী ইউনিয়ন পরিদর্শন করিয়া সেখানকার প্রভু, ডিরেক্টর, অন্যান্য কর্ম্মচারী এবং ইউনিয়নের বিভিন্ন সভ্যদের সহিত যোগাযোগ করিয়া বহু তথ্য আহরণ করিয়াছেন। এই-সকল তথ্যের যে কেবলমাত্র ঐতিহাসিক মূল্য আছে তাহা নহে, ইহা বিভিন্ন কাজে লাগিতে পারে।

এইসকল ইউনিয়ন গঠিত হইবার কারণ কি?

প্রথমতঃ, দেখা যায় যে, ট্রেড ইউনিয়নের কর্ম-প্রেরণায় অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ "ওয়ার সেবার বোর্ড" এবং ক্যানসাল "ইণ্ডাসট্রিয়াল রিফু-ভারি অ্যাক্ট" প্রভৃতি অনুমোদিত হওয়ায় ঐরূপ ইউনিয়নের আবশ্যক আছে বলিয়া বোধ হয়।

যখন ইউনিয়নগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়, সে সময়ে অধিকাংশ ইউনিয়নই কর্তৃপক্ষের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। কোন কোন স্থলে কর্মচারীদের কথায় ইহার উদ্ভাবন হয় —আবার এও দেখা যায় যে, ট্রেডইউনিয়ন হয়তো গোল-যোগ মিটাইতে অক্ষম হইল, তখন কোম্পানী ইউনিয়ন গঠিত হইয়া তাহার মীমাংসা হইল। শেষোক্ত ঘটনাতে প্রত্যক্ষ বুঝা যায় যে, মজুরদের ইচ্ছার উপরেই প্রতিষ্ঠান-গুলির ভিত্তি। যেখানে কর্তৃপক্ষদ্বারা ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে সেখানেও প্রভুরা নিজেদের অভিমত প্রচার করার জন্য জোর করে না, কেবল মাত্র জানাইয়া দেয়।

কোম্পানী ইউনিয়নগুলির অনেক স্থলে মজুরদের বাস্তবিক যে দুঃখ তাহার সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট তদ্বির করা সম্ভব হয় না। তাহাদের সভ্যদের ইচ্ছা বা কষ্ট নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করাও কঠিন হয়। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ইউনিয়নের মজুরদের নিয়মিত বৈঠক বসিবার উপায় নাই। কোন কোনটী বৎসরে একবার বসে। জেনারেল মেম্বারসিপের জন্য যে বৈঠক তাহা একান্ত আবশ্যক— সাধারণ মজুরদের কি কি চাহিবা এবং উদ্দেশ্য তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য। যেখানে মজুরদের বৈঠক বেশী না বসে সেখানে তাহাদের নিজেদের নীতি বা সাধারণ আলোচনার অবকাশ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না।

কোম্পানী ইউনিয়নগুলি সামাজিক বা শ্রমিক আইন সম্বন্ধে একেবারেই অতি অল্প চিন্তা বা আলোচনা করিয়া থাকে। এরূপ সম্বন্ধে শ্রমিকদের মতামত কি তাহাও অনেক সময়ে জানিবার চেষ্টা করে না। যদি কখনও এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা উপস্থিত হয় তাহা হইলে কোম্পানী ইউনিয়নের বক্তা কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য বা অনুমোদিত বার্ত্তাটুকু সকলকার সম্মুখে দান করে।

"মান্থলি জারন্যাল অব দি বৃটিশ চেম্বার অব্ কমার্স ইন্ দি আর্জ্জেন্টাইন রিপাব্লিক"

(৩১শে মে, ১৯৩৮)

১। সংবাদ ও সমালোচনা।

৩। আর্জ্জেন্টিনার বৈদেশিক বাণিজ্য।

৩। জাপানের সহিত আর্জ্জেন্টিনার বাণিজ্য।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ৩,২০৬,২৬৪ ইয়েনের তুলনায় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ২,৪২৮,৪৮৬ ইয়েন মূল্যের পণ্য জাপান হইতে ভারতবর্ষে আমদানি হইয়াছিল। ইহাতে জাপান হইতে আমদানি পণ্যের মূল্য ৭০৭,৯৭৮ ইয়েন হ্রাস পাইয়াছে। পক্ষান্তরে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ৭৭০,৩৫৭ ইয়েন মূল্যের পণ্য জাপানে রপ্তানির তুলনায় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আর্জ্জেন্টিনা জাপানে ২,০৩৯,৩৮৩ ইয়েন মূল্যের পণ্য রপ্তানি করিয়াছিল। ইহাতে আলোচ্য বর্ষের মার্চ্চ মাসে আর্জ্জেন্টিনার রপ্তানি পণ্যের মূল্য ১,২৬৯,৭২৪ ইয়েন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত প্রথম কোয়ার্টারে জাপান আর্জ্জেন্টিনার ৭,৮৯৪,৯৫৭ ইয়েন মূল্যের পণ্য রপ্তানি করিয়াছিল। পক্ষান্তরে উক্ত সময়ে জাপান আর্জ্জেন্টিনা হইতে ৬,৬৮৩,৮০৪ ইয়েন মূল্যের পণ্য আমদানি করিয়াছিল।

৪। বৃটিশ টাকাকড়ি ও ব্যবসাবাণিজ্য।

৫। আর্জ্জেন্টিনা হইতে প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য।

৬। বৃটিশ বৈদেশিক বাণিজ্য।

"বেল্‌ফাষ্ট চেম্বার অব্ কমার্স জারন্যাল"

(জুলাই, ১৯৩৮)

১। রুশিয়ার সহিত ব্যবসা।

২। কয়লার মূল্য।

৩। মার্কিণরাজ্যে আমদানি।

৪। বেল্‌ফাষ্ট বন্দরের আমদানি ও রপ্তানি।

"দি সেণ্ট্রাল ইয়োরোপীয়ান অবজারভার"

(২২শে জুলাই, ১৯৩৮)

বৃটেন এবং দুনিয়ার অবস্থা।

বাণিজ্য এবং টাকাকড়ি।

জানুয়ারি-জুন মাসে চেকোস্লোভাকিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য।

"দি সিলোন টেড্ জারন্যাল্"

(মে, ১৯৩৮)

১। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাণিজ্য।

২। খাদ্যদ্রব্যের আমদানি।

৩। শুল্ক-নির্দ্ধিষ্ট খুচরা পণ্যের আমদানি।

৪। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আর্থিক অবস্থা।

"ক্যানাডাস উইক্লি"

(৪ঠা আগষ্ট, ১৯৩৮)

সাপ্তাহিক বার্ত্তা।

ক্যানাডিয়ান্ সম্পাদকমণ্ডলীর মতামত।

প্রাদেশিক বার্ত্তা।

বাণিজ্যিক সংবাদ ও অভিমত।

ক্যানাডার কৌটায় সংরক্ষিত মাল।

খাদ্য সংক্ষ।

জুনমাসে ক্যানাডার ব্যবসা।

"ফিনিস্ টেড্ রিভিউ"

(জুন, ১৯৩৮)

১। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফিন্‌ল্যাণ্ডের আর্থিক অবস্থা।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের কাগজের ব্যবসা।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের জঙ্গল ও উহার সার্থকতা।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের পাহাড় ও খনিজ সম্পদ্।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য।

"দি ইণ্টারন্যাশনাল সুগার জারন্যালস্"

(আগষ্ট, ১৯৩৮)

সংবাদ ওপনালোচনা।

মরিশাসে চিনির ব্যবসা।

ডেনমার্কে চিনির ব্যবসা।

আন্তর্জ্জাতিক চিনির কাউন্সিল।

বৃটিশ গায়ানায় ইক্ষুর চাষ।

"সার্ভে অব্ কারেণ্ট বিজ্‌নেস্ কণ্ডিশন্স"

(জুন, ১৯৩৮)

ব্যবসার অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বাণিজ্য পণ্যের দর।

আভ্যন্তরীণ ব্যবসা।

কর্ম্মনিয়োগ।

টাকাকড়ি।

বৈদেশিক বাণিজ্য।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে স্যাশন্যাল আয়।

"দুধের ব্যবসা"; লেখক—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ. আর্. এস্. এস্., এফ্. আর্. এইচ্. এস্., (লণ্ডন); ২৮ খানি ছবি সহ—নিউ বুক ষ্টল; ৯ নং, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; ১৭৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ১৷৷০।

গ্রন্থটিতে গোদুগ্ধ-শিল্প সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কথা যথাযথ আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ইয়োরোপে বিভিন্ন দেশে দুগ্ধ-শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার ফলে যেসকল তথ্য ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত প্রয়োগ এতদ্দেশীয় যে-কোনও দুগ্ধ-ব্যবসায়ীর পক্ষে বাঞ্ছনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দুগ্ধ-শিল্প কৃষি-শিল্পসমূহের মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় অংশ অধিকার করিলেও, অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে ইহা উপযুক্ত পর্য্যায়ভুক্ত নহে। বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্যসমূহের আমদানির জন্য আমাদের দেশে বাৎসরিক সাড়ে এক কোটী টাকার কম নহে।

গ্রন্থটীতে নয়টী পরিচ্ছেদে যথাক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ আলোচিত হইয়াছে। ১ম দুধ, অর্থাৎ খাদ্য হিসাবে দুধের মূল্য ও পরিমাণের তারতম্য কি কি অবস্থার উপর নির্ভর করে, তাহার আলোচনা। ২য়, বংশপালন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নীতিসমূহ বলা হইয়াছে, গোজাতির ভবিষ্যৎ বংশ কিরূপে অধিকতর উন্নত করা যায়, তদ্বিষয়ক আলোচনা বা নির্দ্দেশ কিঞ্চিৎ বিশদভাবে করিলে বই-খানির উপযোগিতা ও বৈজ্ঞানিক মূল্য বিশেষ বর্দ্ধিত হইতে পারিত বলিয়া মনে হয়। ৩য়, গোচারণ কথা, ইহাতে গোশালা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য ও দুগ্ধদোহন সম্বন্ধে যাবতীয় নীতি আলোচিত হইয়াছে। গো-পালন-কার্য্যে বৈজ্ঞানিক নীতির অনুসরণ দ্বারা কৃষিকার্য্যেও সার প্রয়োগাদি ব্যাপারে কিরূপ সহায়তা পাওয়া যায়, তাহার নির্দ্দেশ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। ৪র্থ পরিচ্ছেদে গরুর আহার্য্য ও খাদ্য সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। ৫ম, দুধের জীবাণু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও যথাসম্ভব উহা নিবারণের উপায়সমূহ সরলভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে দুগ্ধ জীবাণু-মুক্ত করিবার বৈজ্ঞানিক নীতি ও প্রণালীসমূহ সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। ৭ম পরিচ্ছেদে দুধের কারখানা ও তাহাতে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির কার্য্য, মূল্য ও উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ৮ম পরিচ্ছেদে মাখন তৈয়ারি সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ৯ম পরিচ্ছেদে শেষ কথা বা উপসংহার স্বরূপ ব্যবসায় সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় উপদেশ ও হিসাব দেওয়া হইয়াছে। বাংলাসাহিত্যে দুগ্ধ শিল্প সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা হিসাবে বইখানির সার্থকতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে সম্ভবতঃ দুই মত থাকিতে পারে না।

১। "ওয়ার্ল্ড ফিনান্স, ১৯৩৭-৩৮" (দুনিয়ার টাকা-কড়ি, ১৯৩৭-৩৮) ; পি, ইন্‌জীস ; লণ্ডন ; কীগান পল্‌ ; ১৯৩৮ ; পৃঃ ৩৬৬ ; মূল্য ১২ শিলিং ৬ পেন্স।

২। "দি জুভিনাইল লেবার মার্কেট" (তরুণ শ্রমিক বাজার) ; জে, অ্যাণ্ড, এম্‌, জিউক্‌স ; লণ্ডন ; গোলাঞ্চ ; ১৯৩৮ ; পৃঃ ১৭৫ ; মূল্য ৪ শিলিং ৬ পেন্স।

৩। "লায়েন্স অব্‌ ইকনমিকস্‌" (অর্থশাস্ত্রের বিজ্ঞান ১ নং ভলিয়ুম) ; আই, এম, কাপুর ; লাহোর ; দি নিউ এরা পাব্লিশার্স ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ১২০।

৪। "ইণ্টারন্যাশনাল ষ্টাডিজ ইন মডার্ণ এডুকেশন" (আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক গবেষণা) ; এস্‌, এইচ, বেইলী ; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ; ১৯৩৮ পৃঃ ৩০৯ ; মূল্য ১৫ শিলিং।

৫। "পলিটিক্যাল্‌ অ্যারিথমেটিক্‌" (রাজনীতিক পাটীগণিত) ; এস্‌, হগ্‌বেন ; লণ্ডন ; এলেন অ্যাণ্ড আন্‌-উইন্‌ ; পৃঃ ৫৩১।

৬। "দি গুড্‌ সোসাইটি" (ভাল সমাজ) ; ডাব্লিউ লিপম্যান্‌ ; লণ্ডন ; এলেন অ্যাণ্ড আন্‌উইন্‌ ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ৪০২ ; মূল্য ১০ শিলিং ৬ পেন্স।

৭। "এ হিষ্টরী অব্‌ ইকনমিক থট্‌" (আর্থিক চিন্তার ইতিহাস) ; ই, রল্‌ ; লণ্ডন ; ফেবার অ্যাণ্ড ফেবার ; ১৯৩৮ ; পৃঃ ৪৩০ ; মূল্য ১২ শিলিং ৬ পেন্স।

৮। "ম্যান্‌ উইদাউট ওয়ার্ক" (কর্মবিহীন মানব) ; পিল্‌গ্রীম্‌ ট্রাষ্ট ; কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ; ১৯৩৮ ; পৃঃ ৪৪৭ ; মূল্য ৭ শিলিং ৬ পেন্স।

৯। "ইণ্টারন্যাশনাল লোন্‌স অ্যাণ্ড দি কন্‌ফ্লিক্ট অব্‌ লজ" (আন্তর্জাতিক ঋণ এবং আইনের সংঘর্ষ) ; এম্‌, ডোম্‌কি ; লণ্ডন ; মুইট্‌ অ্যাণ্ড ম্যাক্সওয়েল ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ২১।

১০। "দি ইণ্টারন্যাশনাল্‌ ইকনমিক পজিশন অব্‌ আর্জেন্টিনা" (আর্জেন্টিনার আন্তর্জাতিক আর্থিক অবস্থা) ; জী, এস্‌, ফেল্‌স্‌ ; ফিলাডেলফিয়া ; পেন্‌সিল-ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ; লণ্ডন ; হাম্ফ্রে মিল্‌ফোর্ড, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ; ১৯৩৮ ; মূল্য ১৭ শিলিং।

১১। "ওয়েজেস্‌ অ্যাণ্ড ইন্‌কাম্‌ ইন্‌ দি ইউনাইটেড্‌ কিংডম সিন্স ১৮৬০" (১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে যুক্তরাজ্যে পারিশ্রমিক এবং আয়) ; এ, এল্‌, বাউলী ; কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রেস ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ১৪১ ; মূল্য ৮ শিলিং ৬ পেন্স।

১২। "আর্লি বৃটিশ ইকনমিকস্‌" (প্রাচীন বৃটিশ অর্থশাস্ত্র) ; এম্‌, বিয়ার ; লণ্ডন ; এলেন অ্যাণ্ড আন্‌-উইন্‌ ; ১৯৩৮ ; পৃঃ ২৫০ ; মূল্য ৮ শিলিং ৬ পেন্স।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে ?

ডক্টর শ্রীবিনয়কুমার সরকার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যাঁরা "বাঘা তিনটা"র সহিত কোনো রকমে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। কিন্তু দেশের মোট ডিস্কাউন্ট কারবারের ক্ষেত্রে ইহার আসন মাঝামাঝি মাত্র।

রাইখ্‌স বাঙ্ক ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংল্যণ্ড এবং বাঙ্ক অব ফ্রান্সের মত ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কারদের ব্যাঙ্ক। এই প্রতিষ্ঠান অন্যান্য সমস্ত ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকা জমা রাখে এবং জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অর্থসম্পদ্‌ কেন্দ্রীভূত রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। সুতরাং মোটা দেশের "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক" রূপে ইহার দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী। এই জন্য ইহাকে আপন "চাকনা" অর্থাৎ "নগদ" সোনা ও সিকিউরিটিগুলার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়।

রাইখ্‌স বাঙ্কের "চাকনা"ই প্রকৃত পক্ষে সমগ্র সাম্রাজ্যের গবর্ণমেণ্টের তথা অন্যান্য ব্যাঙ্কের "মজুদ তহবিল"। রিজার্ভ ব্যাঙ্করূপে রাইখ্‌স বাঙ্কের অধিকার ঠিক ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংল্যণ্ডের ব্যাঙ্ক-বিভাগের মত। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিলাতী প্রতিষ্ঠানের ব্যাঙ্কিং বিভাগে সবরকম ব্যাঙ্কিং কারবারই চলিয়াছে।

রিজার্ভ অর্থাৎ মজুদ অর্থ-ভাণ্ডার রক্ষা করিবার ব্যবস্থা জার্ম্মাণি ও বিলাতে একই ধরণের। দুই দেশে আর্থিক পরিস্থিতির জন্য এই আইনসঙ্গত রিজার্ভ কমিয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, শিল্পপ্রসার বা সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যের অভি-বাড়তির জন্য বিভিন্ন ধরণের বিল অতি-মাত্রায় উদ্ভূত হইতে পারে। এইসমস্ত বাণিজ্যিক কাগজ ডিস্কাউন্ট করিবার জন্য রাইখ্‌স বাঙ্ক বাধ্য হইয়া অতিরিক্ত নোট বাহির করিতে পারে, ফলে উহার আইনসঙ্গত চাকনাও কমিয়া যাইতে বাধ্য। এই অবস্থার সূত্রপাত হওয়া মাত্র রাইখ্‌স বাঙ্ক ডিস্কাউন্টের হার চড়াইয়া দেয়, অর্থাৎ চড়া হারে কর্জ্জ দিতে আরম্ভ করে। ফলে কোম্পানীওয়ালা ও অন্যান্য হঠাৎ ব্যবসায়ীদের উৎসাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং বাণিজ্যিক কাগজপত্র হাতে লইয়া ইহাদের পক্ষে ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হইতে আর উৎসাহ থাকে না। ব্যবসায়ীদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুঃসময়, কারণ মুদ্রার বাজার অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। রাইখ্‌স বাঙ্ক কিন্তু এইসময় আপন সম্পদ্‌ বাড়াইয়া লইয়া দেশের মজুদ ভাণ্ডারের নিরাপত্তা রক্ষা করে।

দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী এক্সচেঞ্জের উঠানামার জন্যও আইন-সঙ্গত চাকনা বিপর্য্যস্ত হইতে পারে। মার্কের তুলনায় পাউণ্ড, ডলার বা অন্যান্য বিদেশী কারেন্সীর দাম বাড়িতে পারে। এইরূপ অবস্থায় তথাকথিত "স্বর্ণবিন্দু" উপস্থিত হইবার জন্য এক্সচেঞ্জ বিলের পরিবর্ত্তে সোনার তালে বা মুদ্রায় মার্ক রপ্তানি লাভজনক হইয়া থাকে। জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীরা তখন নিশ্চয়ই রাইখ্‌স বাঙ্কের নিকট নোট লইয়া আসিয়া সোনার তাল বা মুদ্রার জন্য তাগাদা আরম্ভ করিবে। কাজে কাজেই রাইখ্‌স বাঙ্কের মজুদ সোনা হ্রাস পাইবার উপক্রম হয়। এই অবস্থাতেও নোটের জামেনা কমাইবার জন্য রাইখ্‌স বাঙ্ক ডিস্কাউন্টের হার বাড়াইয়া থাকে।

এই কার্য্যক্রম আপনা-আপনি উদ্ভূত হয় এবং ইহা ফরাসী বা বিলাতী ও জার্ম্মাণ দস্তুরও বটে। তবে এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে, ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংল্যণ্ড বা রাইখ্‌স বাঙ্কের তুলনায় বাঙ্ক অব ফ্রান্স সকল সময়েই প্রায় একই ধরণের ডিস্কাউন্টের হার রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। অধিকন্তু, ইংল্যণ্ড বা জার্ম্মাণি অপেক্ষা ফ্রান্সে ডিস্কাউন্টের হার সাধারণতঃ কমই আছে।

১৮৯৮ এবং ১৯১৩ সনের মধ্যে বাঙ্কের ডিস্কাউন্টের হার অধিকাংশ সময় ৩% ছিল।

নিম্নে ব্যতিক্রমের উদাহরণ দেওয়া গেল :—

হার	সময়
৩½%	১৮৯৯ ডিসেম্বর, ১৯০৭ মার্চ, ১৯০৮ জানুয়ারি, ১৯১১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ জানুয়ারি, ১৯১২ অক্টোবর
১৯০০	জানুয়ারি, ১৯০৭ নবেম্বর, ১৯০৮ জানুয়ারি, ১৯১১ অক্টোবর, ১৯১৩ জানুয়ারি
১৮৯৮	ডিসেম্বর

এই সময়ের মধ্যে রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের ডিস্কাউন্টের হার অনবরত উঠানামা ত করিয়াছেই, তাছাড়া উহা ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সব সময়েই বেশী ছিল। ফরাসীর ধরাবাঁধা ৩%এর স্থলে জার্মাণির "সাধারণ" হার অনেক সময়েই ৫%, এবং অধিকাংশ সময় ৬%। রাইখ্‌স ব্যাঙ্কে ১৮৯৮ সনে মাত্র ৫১ দিন, ১৯০২ সনে ২০৬ দিন, এবং ১৯০৫ সনে ১৯৬ দিনের জন্য ৩% হার উদ্ধৃত হইয়াছিল। নিম্নের তালিকাও এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণী দেওয়া হইল :—

সন	যে সমস্ত দিন ধার্য্য ছিল ৪½%	৫%	৫½%	৬%
১৮৯৮		৪৮	১০	৪২
১৮৯৯		৯০		৯১
১৯০০		১৬৮		১৫
১৯০১		৫৫		
১৯০৭				
১৯১০				
১৯১১				
১৯১৩				

১৯১৪-১৯২১ সনের মধ্যে বৎসরে ৩৬০ দিন রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের ডিস্কাউন্ট-হার ৫% ছিল। ফ্রান্সের ১৯১৪ হইতে ১৯১৯ সন পর্য্যন্ত হার ৫% নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহার পর হার,—ধর্ব্ব, মাত্র ১৯২৬ সনের জুলাই মাসে একবার,—৭%এর বেশী কখনও হয় নাই। ফ্রান্সের হার শতকরা ৫ হইতে ৬এর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে।

জার্মাণ ডিস্কাউন্ট হারের ইতিহাস কিন্তু নিম্নলিখিতরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল :—

সন	যে সমস্ত দিনে ধার্য্য হইয়াছিল ৯%	১০%	১৩%	১৯%	৩০%	৯০%
১৯২৩		১৭	৯৫	৯৯	৪৫	১০৬
১৯২৪		৩৬০				
১৯২৫	৩০৫	৪৫				

রাইখ্‌স ব্যাঙ্ক সরকারী প্রতিষ্ঠান নয় বটে, কিন্তু ব্যাঙ্ক অব্ ইংলাণ্ড এবং ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সের মত এই প্রতিষ্ঠানও কতকগুলি সরকারী কাজ করিবার জন্য বিশেষ অধিকার ভোগ করে। ইহা জার্মাণ সাম্রাজ্যের লেন-দেন এবং ঋণ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।

সাম্রাজ্যের সমস্ত ব্যাঙ্কিং কারবার এই প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়াই সম্পন্ন হয়। ১৯২৩ সনের আইন দ্বারা এ-সম্বন্ধে কোনো প্রকার নূতনত্বই সাধিত হয় নাই।

ইতি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট পূর্ব্বে একজন ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ছিলেন। ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সের গবর্ণরও এইরূপ ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। কিন্তু ব্যাঙ্ক অব্ ইংলাণ্ডের গবর্ণর মোটেই কোনো সরকারী কর্ম্মচারী নহেন। ডিরেক্টর বোর্ড কর্ত্তৃক ইনি প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হন। অংশীদারগণ আবার ডিরেক্টরদের নির্ব্বাচিত করে। ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড অপেক্ষা ফরাসী প্রতিষ্ঠান অধিকতর গবর্ণমেণ্ট-ঘেঁষা।

১৯২৮ সনের পুনর্গঠনের পরও ইহাকে প্রায় সরকারী

প্রতিষ্ঠান বলা চলে। নয়া রাইখ্‌স বাঙ্ক কিন্তু পুরাদস্তুর বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

সাধারণ ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাঙ্কারদের ব্যাঙ্ক (অর্থাৎ রিডার্ভ ব্যাঙ্ক)রূপে রাইখ্‌স বাঙ্ক উহার মক্কেলদের নিকট হইতে সাধারণভাবেই কি গ্রহণ করিয়া থাকে।

কিন্তু ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্টের ব্যাঙ্করূপে পুরাতন ব্যাঙ্কের মত নয়া রাইখ্‌স বাঙ্কও বিনা পারিশ্রমিকে সরকারী কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। তবে গৌণভাবে নিম্নলিখিতরূপ পারিশ্রমিক তাহার ভোগে আসে। প্রথমতঃ, একমাত্র এই প্রতিষ্ঠানই গোটা সাম্রাজ্যের জন্য আইন-সঙ্গত ব্যাঙ্ক-নোট ছাপাইবার অধিকারী। এই ব্যবসা নীতিমত লাভজনক। দ্বিতীয়তঃ, ইহা সরকারী তহবিলের একমাত্র তোষাখানা, এবং এই হিসাবে অজস্র তরল-পুঁজির অধিকারী। তৃতীয়তঃ, নির্দ্দিষ্ট ৩½% লভ্যাংশ বাদে ইহা বহুকাল যাবৎ সিকিবরাদ্দ লাভের হিস্যা হজম করিয়াছে।

জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টও কম সুবিধা ভোগ করে নাই। প্রথমতঃ, গবর্ণমেণ্টের লেনদেনের এজেণ্টরূপে রাইখ্‌স বাঙ্ক বিনা মজুরীতে সরকারী কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট এইভাবে নিখরচায় রাজস্ব, দেনা-পাওনা ইত্যাদি আর্থিক কারবার চালাইবার সুবিধা ভোগ করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্ট "নিট" লাভের অর্থাৎ লভ্যাংশ পরিশোধের পর যাহা বাঁচে তাহার বারো আনা পরিমাণ ভোগ করিয়া আসিয়াছে।

১৯২৪ সনের আইনে সর্ব্বনিম্ন লভ্যাংশের হার ৮% ধার্য্য দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ও রাইখ্‌স বাঙ্কের মধ্যে লাভের ভাগ বণ্টন করিবারও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম জারি করা হইয়াছে। রাইখ্‌স বাঙ্কের আরও একটি সুবিধা, জার্ম্মাণ ভূমিতে ইহাকে কর্পোরেশন বা ব্যবসায় প্রভৃতির কর হইতে সম্পূর্ণরূপে রেহাই দেওয়া হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপে রাইখ্‌স বাঙ্ক ও বাঁক্ ছ ফ্রান্স

ফরাসী ঋণদান-প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট বাঁক্ ছ ফ্রান্সের যে স্থান, রাইখ্‌স বাঙ্ক জার্ম্মাণির বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাঙ্কগুলার কাছে ঠিক সেই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সঙ্কট-সময়ে এই প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য ব্যাঙ্কসমূহের আপন আপন কাগজপত্র পুনরায় ডিস্কাউণ্ট করার পক্ষে পরম আশ্রয়স্থল। কিন্তু বাঁক্ ছ ফ্রান্স যেমন ফরাসী ব্যাঙ্ক-জগতের কেন্দ্রস্থল, রাইখ্‌স বাঙ্ককে ঠিক সেইভাবে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কজগতের কেন্দ্রস্থল কল্পনা করা যায় না।

এই দুই দেশের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহার মধ্যেই ইহার কারণ খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। সাধারণ ব্যাঙ্ক-কারবারের বেলায় জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক আর ফরাসী সোসাইতে ঘ ক্রেদির মধ্যে কোনো তেমাতেদ নাই, অর্থাৎ চলতি হিসাব, ডিস্কাউণ্ট, টাকা পাঠানো, বিনিময়, আদায় প্রভৃতির বেলায় দুই দেশের ব্যাঙ্কগুলার মধ্যে একই ধরণের রেওয়াজ বর্ত্তমান। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাঙ্কগুলা সাধারণতঃ এই সব কারবারই চালাইয়া থাকে। কিন্তু এমন কতকগুলা কাজ আছে যেগুলা ব্যাঙ্কিং কারবারের বাইরে, অথচ ব্যাঙ্কগুলাই এইসব কাজ হাসিল করিয়া থাকে। মুখ্যতঃ বা গৌণভাবে শিল্প-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ এই সমস্ত কাজের সামিল। শিল্পের মোসাবিদা কাজে পরিণত করা এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে পুঁজি যোগান, এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক-ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত।

ফরাসী ব্যাঙ্কগুলা এইসমস্ত কাজকর্ম্মের বেলায় অত্যন্ত হুঁসিয়ার অর্থাৎ এইগুলি পরিচালনা করিতে অত্যন্ত ভয় পায়। চলতি কাজকামে লাগিয়া থাকাই এগুলার ধন্ধর। অন্য পক্ষে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কসমূহ শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলার বুকের পাটা দেখাইয়া পুঁজিপাট্টা ঢালিয়া থাকে। ফরাসী মুল্লুকে, যেসমস্ত ব্যাঙ্ক এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষভাবে গঠিত এবং প্রয়োজননাফিক পুঁজিপাট্টার অধিকারী মাত্র সেইগুলার পক্ষে এই সব কাজে হাত দেওয়া সমীচীন বিবেচিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর মক্কেলদের আমানতী টাকায় বা গচ্ছিত অর্থে পুষ্ট ব্যাঙ্কগুলার পক্ষে এই ধরণের অতি-কিছু দুঃসাহসিক পরিকল্পনাসমূহের ঝুঁকি বা দায়িত্ব গ্রহণ অসঙ্গত বিবেচিত হয়। কারণ ঐ

সমস্ত কারবারে অনেক দিন ধরিয়া পুঁজি রীতিমত খাটিয়া রাখিতে হয় এবং সাধারণ ব্যাঙ্কের পক্ষে তাহা অসম্ভবই বটে।

অধিকাংশ জার্মাণ ব্যাঙ্কই শিল্প-বাণিজ্যে পুঁজি চালিতে অভ্যস্ত, এবং এইভাবে উহারা আপনাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্তই করিয়া থাকে। সুতরাং রাইখ্‌স্ ব্যাঙ্কের পক্ষে উহাদের ঝুঁকি বা দায়িত্বের অংশ গ্রহণ বা নিয়ন্ত্রণ একরূপ ঘটিয়া উঠে না বলিলেই চলে। কিন্তু ফ্রান্সে কতকগুলি বিশেষ ব্যাঙ্ক এইরূপ দায়িত্ব বা ঝুঁকি গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে; সেইজন্য বাঙ্ক অভ্ ফ্রান্সের পক্ষে বিপদ্-আপদ্ কোথায় ঘটিবে না-ঘটিবে তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজসাধ্য বলিয়াই মনে হয়। এই-সমস্ত বিষয় বিবেচনা করার পর, ফরাসী ব্যাঙ্ক-জগতে বাঙ্ক অভ্ ফ্রান্সের মত রাইখ্‌স্ ব্যাঙ্ককে জার্মাণ ব্যাঙ্ক-জগতের কেন্দ্ররূপে কল্পনা করা চলে না।

অন্য পক্ষে কিন্তু রাইখ্‌স্ ব্যাঙ্কের ডিস্কাউন্টের হার জার্মাণির অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলা মানিয়া লইতে বাধ্য। সুতরাং জার্মাণ মুল্লুকের গোটা ব্যাঙ্কিং কারবার হাতের মুঠার মধ্যে রাখিয়া নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ হিসাবে রাইখ্‌স্ বাঙ্ক ব্যাঙ্ক অব্ ইংলাণ্ড অপেক্ষা অধিকতর "কেন্দ্রী-কৃত"। অন্ততপক্ষে এই দফার বেলায় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে বাঙ্ক অভ্ ফ্রান্সকেও রাইখ্‌স্ ব্যাঙ্কের নিকট হার মানিতে হইবে।

নোটব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্ট

বিলাত, জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের শাসন-পরিচালনে যথেষ্ট সরমিল আছে।

১৮০০-১৮০৮ সনের আইনের পর হইতে বাঙ্ক অভ্ ফ্রান্স ২০০ জন সদস্য লইয়া গঠিত "সাধারণ পরিষদ্" কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছে। এই সদস্যগণ ব্যাঙ্কের সব চেয়ে বড় অংশীদার। পরিষদের কাজ "কাউন্সিল" ও "কমিটি" নামক দুইটি ছোট ছোট সভা কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। "কাউন্সিলে" থাকে ১৫ জন "রিজেণ্ট" আর কমিটিতে ৩ জন "সেন্সার"। রিজেণ্টরাই খাঁটি ডিরেক্টর বা শাসনকর্ত্তা। সেন্সারদের কাজ হিসাবপত্র অডিট করা।

সাধারণ পরিষদ্ কর্ত্তৃক রিজেণ্টগণ নির্ব্বাচিত হয়। ইহাদের মধ্যে ৫ জন আসে অংশীদারদের মধ্য হইতে। তবে কারখানার মালিক বা বণিক্‌রূপে ইহাদের ব্যবসা-জ্ঞান থাকা চাই। পরিষদ্‌কে গবর্ণমেণ্টের প্রাদেশিক ট্রেজারী অফিসারদের মধ্যে তিন জন রিজেণ্ট বাছাই করিয়া লইতে হয়। বাকী সাতজন সম্পর্কে পরিষদ যাহা খুসী তাহাই করিতে পারে।

সমগ্র শাসন-কার্য্যের খবরদারি করে একজন গবর্ণর ও দুইজন ডেপুটি গবর্ণর। এই তিনজন কর্ম্মচারীই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়। সাধারণতঃ বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীকে এইসমস্ত পদে নিযুক্ত করা হয়। গবর্ণর নিযুক্ত হন আজীবন কর্ম্মচারিরূপে। ১৮৯৭ সনের ১৭ই নবেম্বরের আইন অনুসারে গবর্ণর বা ডেপুটি গবর্ণরদের চেয়ার অব্ ডেপুটিস এবং সেনেটর সদস্য হওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাঙ্কের কার্য্য-নির্ব্বাহ সম্পর্কে তিনজন রিজেণ্ট ও তিনজন গবর্ণর গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং এ হিসাবে ইহাকে সরকারী ব্যাঙ্ক বলা যাইতে পারে; বিশেষতঃ শাখা-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যেসমস্ত আইন-কানুন করা হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে সরকারী প্রতিষ্ঠান বলিয়াই মনে হয়।

বাঙ্ক অভ্ ফ্রান্সের শাখাসমূহ ডিরেক্টর বোর্ড কর্ত্তৃক শাসিত হয়। এইসমস্ত বোর্ডে যাহারা অধিষ্ঠিত হন তাহারা স্থানীয় অংশীদারগণ বা বোর্ড প্রধান কার্য্যালয়ের অংশীদারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। তবে চরমভাবে নিয়োগ করিবার ভার থাকে গবর্ণরের হাতে। সুতরাং শাখাগুলাও সরকারী রক্ষণাবেক্ষণে শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া এইসমস্ত শাখার গবর্ণরগণও সমগ্র ব্যাঙ্কের গবর্ণরের মত এক একজন সরকারী কর্ম্মচারী।

কাঠামো অর্থাৎ গঠন-প্রণালীর দিক্ হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, গবর্ণমেণ্টের সহিত পুরাতন রাইখ্‌স্

ব্যাঙ্কের যোগাযোগ বাঙ্ক অফ ফ্রান্সের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর ছিল। রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট আর "কাউন্সিল" দুইই গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইত। তবে একটি কমিটির ব্যবস্থা ছিল এবং অংশীদারগণ ইহার ভিতর দিয়া ব্যাঙ্ক-শাসনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত।

অধিকন্তু, লভ্যাংশ প্রদানের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত গবর্ণমেণ্ট তাহার ¾ অংশ গ্রহণ করিত; সুতরাং এই ব্যবস্থা দ্বারা রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের কারবার সোজাসুজি সরকারী ব্যবসাতেই পরিণত ছিল।

রাইখ্‌স ব্যাঙ্কের নিট্ লাভের সরকারী হিস্যার নির্দিষ্ট শতকরা বরাদ্দ বহুবার স্থির করা হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ মহাসড়াইয়ের পূর্ব্বে ১৮৭৫, ১৮৮৯, ১৮৯৯ এবং ১৯০০ সনের সরকারী ঘোষণার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯২৪ সনের ৩০শে আগষ্ট তারিখের আইনেও অবস্থা সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া নয়া হারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইসমস্ত আইনের প্রত্যেকটির দ্বারা নিট্ লাভের নিম্নলিখিতরূপ শ্রেণী-বিভাগ করিয়া বিলি বন্দোবস্ত করা হইয়াছে :—(১) মজুদ তহবিল, (২) অংশী-দারগণের লভ্যাংশ, (ক) পরিশোধিত ও (খ) পরবর্ত্তী সনের হিসাবে জমা দেয় এবং (৩) সরকারী হিস্যা।

(ক্রমশঃ)

জাপানের আর্থিক অবস্থা

জাপানের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেকে বলিতেছেন যে, তাহার পক্ষে চীনের সহিত যুদ্ধের বিরাট ব্যয় অভিসম্পাতস্বরূপ হইয়াছে। যুদ্ধ যদি আরও কিছু দিন চলে, তাহা হইলে জাপানের অর্থনীতিক ধ্বংস অনিবার্য্য। জাপান কিন্তু তাহার এই অর্থনীতিক দৌর্ব্বল্য স্বীকার করিতে আদৌ প্রস্তুত নহে। সে বলিতেছে, এক্ষণে তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা যতদূর উন্নত হইয়াছে যে, সে বহুদিন এই যুদ্ধের ব্যয় অনায়াসে বহন করিতে পারিবে। কলিকাতার জাপানী বণিক-সমিতি জাপানের বর্ত্তমান অর্থনীতিক অবস্থার অনুসন্ধান করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তিকায় জাপানের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

অর্থনীতিক অবস্থার ক্রমোন্নতি

গত কয়েক বৎসরকাল ধরিয়া জাপানের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাবে আয় ও ব্যয় উভয়ের পরিমাণই বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে বৎসর, ইহার মধ্যে ৩,৪০০,০০০,০০০ ইয়েন সাধারণভাবে ব্যয় হইয়াছে। ইহা ব্যতীত যুদ্ধের জন্য ২,০০০,০০০,০০০ ইয়েন ব্যয় হইয়াছে।* এই অঙ্কগুলির সাহায্যে রুশ-জাপান যুদ্ধের পর হইতে জাপানের অর্থনীতিক অবস্থা কতদূর উন্নত হইয়াছে তাহার তুলনা করিলে অবস্থাটি সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় জাপানের ২৯০০,০০০,০০০ ইয়েন ব্যয় হইয়াছিল।

	১৯০৩ খৃঃ	১৯৩৬ খৃঃ
	(প্রতি দশ লক্ষ ইয়েন)	
ব্যাঙ্কে ও পোষ্ট আফিসে জমা	৮০১	১৭৪০৩
(মোট ২১ গুণ বাড়িয়াছে।		
ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে মূলধন	২২১	
(মোট ১৯ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে)		
বৈদেশিক ব্যবসা	৩০৭	
(মোট ৯ গুণ বাড়িয়াছে)		
জাপান ব্যাঙ্কের নোটের মূল্য		
(৮ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে)		
জাপান ব্যাঙ্কের রিজার্ভ স্বর্ণের মূল্য	১১৭	
(৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে)		

জনসাধারণের উপর ট্যাক্স

বর্ত্তমান যুদ্ধের ব্যয়ের অধিকাংশই জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া সঙ্কুলান করা হইবে। কোন দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইলে সেই দেশের জনসাধারণের উপর ধার্য্য ট্যাক্স সম্বন্ধে বিবেচনা করা আবশ্যক। এই সম্পর্কে বলা যাইতে পারে, অন্যান্য দেশ অপেক্ষা জাপানের জনসাধারণের উপর ট্যাক্সের ভার লঘু; গত দশ বৎসরের মধ্যে জাপানের ট্যাক্সের ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই, তবুও প্রাকৃতিক কারণে ট্যাক্স হইতে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ট্যাক্স হইতে আয়ের পরিমাণ ৬১৫,০০৯,০০০ ইয়েন ছিল; গত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ঐ আয়ের পরিমাণ ১০০,৭০০,০০০ ইয়েন হইয়াছে। অর্থাৎ উহা শতকরা ৪৪ বাড়িয়াছে।

প্রধান প্রধান বিষয়ের উপর ধার্য্য ট্যাক্স হইতে আয়ের পরিমাণ নিম্নে লিখিত হইল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে আয়কর শতকরা ১০৩ বাড়িয়াছে, ব্যবসায়-লাভ লাভের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ শতকরা ১০৮ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহির্ব্বাণিজ্যের শুল্ক-আয়ের পরিমাণ শতকরা ৬৪ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

	১৯৩২ খৃঃ	১৯৩৬ খৃঃ
আয়কর	১০০	২০৩
ব্যবসায়-লাভ লাভে ট্যাক্স	১০০	২০৮
বেশী মদ্যের উপর ট্যাক্স	১০০	১২৪
চিনির উপর ট্যাক্স	১০০	১১৯
বহির্ব্বাণিজ্যের শুল্ক	১০০	১৬৪
অন্যান্য		

উল্লিখিত হিসাবের তালিকা হইতে ইহা বুঝা যাইবে যে, জাপানে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা উন্নততর হইয়াছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ট্যাক্স-বৃদ্ধির সম্ভাবনা এখনও রহিয়াছে।

আয় ও ট্যাক্সের অনুপাত

তাহার পর, জনসাধারণের আয়ের অনুপাতে ট্যাক্সের পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। গত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এই অনুপাত শতকরা ২৮ ছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইহা শতকরা ১৫ হইয়াছে।

জাতীয় ঋণ

জাপানের জাতীয় ঋণের পরিমাণ (১৯৩৭) খৃঃ আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত) ১০,৭০০,০০০,০০০ ইয়েন। ইহার পর আরও ৩০০,০০০,০০০ ইয়েন ঋণ লইবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু জাতীয় আয়ের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার পর জাপানের জনপ্রতি জাতীয় ঋণের পরিমাণ আমেরিকা ও ইয়োরোপের দেশগুলির তুলনায় অল্প।

জাতীয় আয়বৃদ্ধির অনুপাতে জাতীয় ঋণবৃদ্ধির হার নিম্নলিখিতরূপ—

	জাতীয় ঋণ	জাতীয় আয়
১৯১৩	১০০	১০০
১৯২৮	২১৪	২৭৭
১৯৩১	২২২	২৮৮
১৯৩২	২৬৫	২৮২
১৯৩৩	৩১২	৩২১
১৯৩৪	৩৪৪	৩৭১
১৯৩৫	৩৮০	৪০৬

জাপানে জনপ্রতি জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৯৫০ ইয়েন। গ্রেট-বৃটেনে উহা ১৬৪ পাউণ্ড, ফ্রান্সে উহা ৮৪০০ ফ্রাঙ্ক; আমেরিকায় ২৮১ ডলার।

জাপানের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে জাপানে ২১৮০০০০০০ ইয়েন মূল্যের বৈদেশিক ঋণের বণ্ড ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে ১০৬০০০০০০ ইয়েন মূল্যের বণ্ড জাপানীদের হাতে থাকায় ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, বিদেশে জাপানের ঋণের পরিমাণ অধিক নহে।

জাপানের রপ্তানি-বাণিজ্য

ইদানীং জাপানের রপ্তানি-বাণিজ্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহার কারণ—(১) জাপানের বাণিজ্যগত ক্রিয়াকলাপে নূতনত্ব, (২) জাপানী কারিগরদিগের নৈপুণ্য, (৩) জাপানের ভৌগোলিক সুবিধা —বৈদেশিক বাজার ও জাপানের মধ্যে দূরত্বের অল্পতা (৪) জাপানের ব্যবসায়িগণ বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের প্রয়োজনের দ্রব্যাদি উৎপন্ন করে, (৫) জাপান বৈদেশিক বাজারের সকল সংবাদ রাখে।

বর্ত্তমান বৎসরে জাপানের আমদানির পরিমাণ অপেক্ষা তাহার রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ইহাতে অনেকে জাপানের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম আট মাসে জাপান ২১৪১০৫৬০০০ ইয়েন মূল্যের পণ্য রপ্তানি করিয়াছিল। ঐ সময় তাহার আমদানির পরিমাণ ২৯৩১২৮৭০০০ ইয়েন। অর্থাৎ রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি পণ্যের মূল্য ৭৯৪২৩১০০০ ইয়েন অধিক। রপ্তানি অপেক্ষা আমদানির পরিমাণ এইরূপ অধিক হওয়ার প্রথম কারণ এই যে, সুদূর প্রাচীর যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে জাপানী পণ্য চীনে আর প্রবেশ করিতেছে না। কিন্তু ইহাতে জাপানের কোন উৎকণ্ঠার কারণ নাই, কারণ মধ্য এবং দক্ষিণ-চীন এক্ষণে তাহার প্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য জাপানের উপর ক্রমেই অধিক নির্ভর করিতেছে। তাহার পর জাপানের পণ্য চীনে প্রবেশ করিতে না পারিয়া এক্ষণে উহা প্রাচীর অন্যান্য বাজারে গমন করিতেছে। ইহা ব্যতীত জাপানের পণ্য যেরূপ চীনে প্রবেশ করিতেছে না, সেইরূপ চীনের কোন দ্রব্যও আর জাপানে আসিতেছে না।

জাপানের রপ্তানি অপেক্ষা আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাইবার আর একটি কারণ—কতকগুলি দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। অধিক মূল্যে তূলা, পশম এবং লৌহ ক্রয়ের জন্য জাপানের আমদানি-পণ্যের মূল্য শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ্

কেহ কেহ মনে করেন, জাপানে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব হেতু বহুকালব্যাপী যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু সকল বিষয়ের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে যে, জাপানের ভৌগোলিক আয়তনের অনুপাতে তাহার প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ কম নহে। প্রথমতঃ, জাপানে খাদ্য-সামগ্রীর অভাব নাই, তাহার পর জাপানের যাহা প্রাকৃতিক সম্পদ্ আছে, তাহা পরিপূর্ণভাবে শোষণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রকৃতি যাহা জাপানকে দান করেন নাই, তাহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। জাপানের শিল্পের উন্নতি এবং মাঞ্চুরিয়ার সহিত জাপানের অর্থনীতিক সংযোগ-সাধন তাহার প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব দূর করিতেছে।

জাপানে খাদ্য সামগ্রীর অভাব নাই। চাউল তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ উৎপন্ন হয়, সমুদ্র-পরিবেষ্টিত জাপানে সমুদ্রজাত দ্রব্যের অভাব নাই, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। জাপানীরা মৎস্য ব্যবসায়ে পৃথিবীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

জাপানে যেপরিমাণ লৌহ উৎপন্ন হয়, উহাতে তাহার প্রয়োজন মিটে না। কিন্তু কোরিয়া ও মাঞ্চুকোওর লৌহ খনিগুলি জাপানের এই অভাব দূর করিয়াছে। অন্যান্য

ধাতুর অভাব জাপানে তত অধিক নহে। বিশেষতঃ, এলুমিনিয়াম জাপানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কয়লা এবং খনিজ তৈলের অভাবও প্রায় দূরীভূত হইয়াছে। নূতন কয়লার খনি এবং তৈলের ক্ষেত্রগুলি শোষণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

গত দশ বৎসরের মধ্যে জাপানের ধাতু-শিল্প শতকরা ৩২০ বৃদ্ধি পাইয়াছে; যন্ত্র-নির্ম্মাণ শিল্প শতকরা ২৩৭ এবং রসায়ন-শিল্প শতকরা ২২২ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আঁশ হইতে নির্ম্মিত দ্রব্যের জন্য জাপানী কারিগরগণ বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। জাপানের রেশম বিশ্ববিখ্যাত।

শিল্পের ক্রমোন্নতি

জাপানের শিল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে :—

	১৯১৩	১৯২৭ (যুদ্ধের পূর্ব্বে)	বর্ত্তমান সময়ে
চাউল	১০০	১১৩	১৩৩
রেশম		২৬৪	৩১০
টাকু		২৪৩	৪৪০
কার্পাস-সূত্র		২৬৬	২৩৭
বিদ্যুৎ ও অন্যান্য শক্তি		৩৩৩	৬১৭
লৌহ		৩৭২	৭৯৩
ইস্পাত		৫৬৪	১,৪৫৯

	১৯১৩	১৯২৭ (যুদ্ধের পূর্ব্বে)	বর্ত্তমান সময়ে
কয়লা		১৫৭	১৭৭
জাহাজ (টন)		১৬৪	১৩৮
রেলপথ (মাইল)		২১৪	২৪৭

এই প্রসঙ্গে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের সহিত জাপানের বাণিজ্যসম্বন্ধ কিরূপ, তাহা আলোচনা অন্যায় হইবে না—

ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত তূলা

(টনের হিসাবে)

	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৪-৩৫
জাপান	৪৩৩৫২	৩১৪১৮৭	৩৬৯৮২১
ইউনাইটেড্ কিংডম্	১০৭২৪৬	৮১৪৪৪	৬১২৪৫
বেলজিয়াম্	৫৫৪৭	৪০১৮৫	২৭৩৪৭
জার্ম্মানি	৩৭৬২৬	৪৭০৭০	৩৭৩৮৭
ইটালী	২৯৫২২	২৭৫৩৯	৪৯৫৯৮
ফ্রান্স	২৭৬৩০	২৯৬২৬	২৬৩৯১
আমেরিকা	১৬৯১১		৫৭২২
চীন	১২৮৭১	১৯৩৯৩	২৫২৭৭

ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন দেশের প্রেরিত দ্রব্যের মূল্য

১৯৫৬-৩৭

(টাকা)

যুক্তরাজ্য	৬১০৬০০৪২৪	৫০৪৭৬০৯১৯
জাপান	২৯৯৯০৮৪২১	২১৮৮৭১৪৩১
আমেরিকা	১৮৪১৭৩৩৪২	১৬১২২১১৮৫
জার্ম্মানি	৮৪৪৪৬১৯১	৯৫০২০৫০২
ফ্রান্স	৭৮৭৭৯১১৩	৭১৫৩৬১৯১
বেলজিয়াম্	৬৮৩২৬০৮১	৫৫১৯৫৮৩৬
ইটালী	৪৬৭৮৫৬১৩	৩৫১৮৬৬৪১
অষ্ট্রেলিয়া	৩২২৩৫৯৬৬	২৮৬৮৩১০৮
ক্যানাডা	২১৭৯২১৯২	১৭১১৩৫৩
চীন	১২৫০৯১৭৭	১৮৭৬৩৩৮

বিভিন্ন দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগত দ্রব্যের মূল্য

	১৯৩৬-৩৭ (টাকা)	১৯৩৫-৩৬ (টাকা)
যুক্তরাজ্য	৪৮০৮৮৬৯৫৯	৫২১৮৬৫২৫৫
জাপান	২১২৫৫৭১৮৯	২১৮৪৩১৬৫৯

	১৯৩৬-৩৭ (টাকা)	১৯৩৫-৩৬ (টাকা)		১৯৩৬-৩৭ (টাকা)	১৯৩৫-৩৬ (টাকা)
জর্ম্মাণি	১২১৪৮০৭৪	১২৩৪১৪৯৭৩	ইটালী	১২১১৫০৬৩	৮২০০২২৩৮২
আমেরিকা	৮১৫৯৯৬১৯	৮৯৪১৮৪৫৯	ফ্রান্স	১১৪৩৪২৮৩	১২১০৪৫৩
বেল্‌জিয়াম্	২৮০৭৯৯৬৩	২৪৩৬৪০১৩	অষ্ট্রেলিয়া	১১২৫৫২২২	১১২২৯২২৩
চীন	১০৯৯২৬৬৭	১৮৪৬১১৪০	ক্যানাডা	৭১৯৩৬৪৮	৯০৭৪৫২১

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

কার্ত্তিক—১৩৪৫ ১৩শ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে ;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়্যতে।

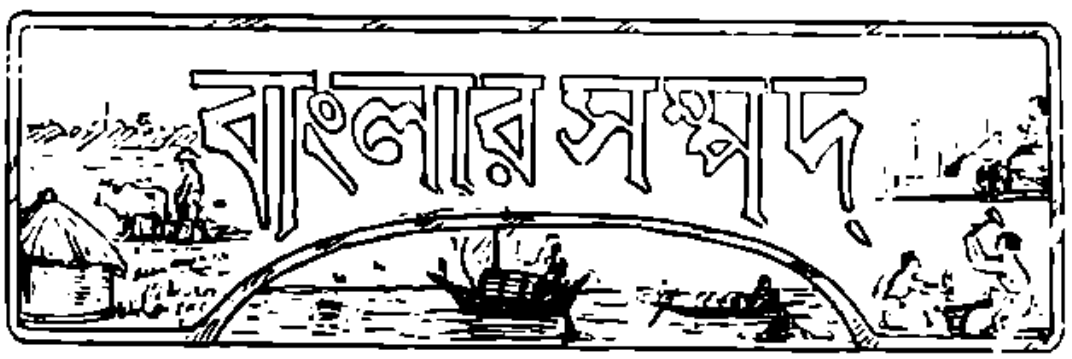

বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য

বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য ১৯৩৮ সনে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশী বাণিজ্যের পরিমাণ ১১,১১৪ লক্ষ টাকা হইতে বাড়িয়া ১৩,৮৬৪ লক্ষ টাকা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫১,৬০ লক্ষ টাকার মাল আমদানি ও ৮১,০৯ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে। কলিকাতা বন্দরে আমদানির পরিমাণ ৪,৯২৮ লক্ষ টাকা বা মোট আমদানির ৯৬% এবং রপ্তানির পরিমাণ ৭৯,৭৫ লক্ষ টাকা বা মোট রপ্তানির ৯২% বলিতে পারা যায়।

পল্লীর অবস্থা

১৯৩৪-৩৬ সনের শেষে বাংলায় মোট ৪,৮১০টি ইউনিয়ন বোর্ড ছিল। ১৯৩৬-৩৭ সনের শেষ দিকে উহাদের সংখ্যা ৪,৮৯৫ দাঁড়ায়। এই বৎসর সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ডের মোট ৯৯ লক্ষ ৩ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল এবং তাহাদের বিবিধ কার্য্যে মোট ৯৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সনে বাংলা দেশে ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের সংশ্লিষ্ট ১৪৫৩টি ইউনিয়ন বেঞ্চে ৭১ হাজার ৭৬০টি অভিযোগের এবং ১৩৩৮টি ইউনিয়ন কোর্টে ১ লক্ষ ৪ হাজার ৬৭৪টি মামলার বিচার হইয়াছে।

মোটর সার্ভিসের উন্নতি

পাণ্ডু গৌহাটি শিলং রোডের ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস

সম্পর্কে আসাম গবর্ণমেণ্ট ও কমার্সিয়াল ক্যারিং কোম্পানীর মধ্যে যে নূতন চুক্তি হইয়াছে তৎ-সম্পর্কে আসাম গবর্ণমেণ্ট ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, উক্ত সার্ভিসের জন্য যেসকল টেণ্ডার আসিয়াছিল তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, বর্ত্তমান কন্ট্রাক্টরগণের টেণ্ডারের সর্ত্তসমূহই ভাল এবং গ্রহণযোগ্য।

সাতক্ষীরা খালের সংস্কার

বাংলা সরকার সাতক্ষীরা খালটির পুনঃ সংস্কারের নিমিত্ত ৩০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। বর্ত্তমান পরিকল্পনা অনুসারে খালটির সংস্কারসাধন করা হইলে তাহা দ্বারা নৌকার সাহায্যে বাণিজ্যাদির উন্নতির আশা করা যায়।

পাটের অডিন্যান্স

সাতজন মেম্বর লইয়া একটি স্পেশাল জুট-সেলাস কমিটি গঠিত হইয়াছে। মিঃ পি, এস্, ম্যাক্‌ডোন্নাল্ড এই কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সমস্ত পাটের জমির পরিমাণ কিংবা উৎপন্ন পাটের বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইলে প্রাথমিক অনুসন্ধানের জন্যই ৮ হাজার লোক আবশ্যক হইবে এই অনুপাতে অন্যান্য কর্ম্মচারীরও আবশ্যক হইবে। প্রতি বৎসর ৭০ লক্ষ খণ্ড জমিতে চাষ হয়।

কলিকাতায় পাটের আড়ৎ

মাসের শেষে	হেসিয়ান কাপড় ও থলে		চটের থলে ও চট	
	গজ	গজ	গজ	গজ
	১৯৩৮	১৯৩৭	১৯৩৮	১৯৩৭
জানুয়ারি	২৪৩,০৪৬,৮২৭	১১০,৬০১,০৬৭	৯০,৭৯১,৪০৩	৭৭,৮৭৮,২৭৪
ফেব্রুয়ারী	২৯৬,০১৩,৩১২	১১৫,৪৩১,৬২১	৯৯,২২২,০৪২	৭৭,৯০৮,২০৭
মার্চ্চ	৩৫৩,৫২৪,৭০৮	৮০,৪০৭,১০২	১১২,৩০৮,০৫৪	৬৯,৭১৭,৪০৫
এপ্রিল	৩৯৭,০০০,০০০	৭৩,৮০৪,৯২৫	১০১,০০০,০০০	৬৪,৯১৫,৪৮৭
মে	৪২৩,০০০,০০০	৭৯,৪৬৩,২৭০	১৪০,০০০,০০০	৭৬,০১৪,৯৪৭
জুন	৪২৮,০০০,০০০	৯৬,৬৮৪,৬১৯	১৭০,৫০০,০০০	৯০,৩৫০,৩৬১
জুলাই	৪৩৩,২৫০,০০০	৯১,১৭০,৩৯৩	১৮৮,০০০,০০০	১১৩,৭৮৯,১৯২
আগষ্ট		৯৯,৮৩৯,৪৯৬		১২৩,৯৫৯,৬৮৮
সেপ্টেম্বর		১২৮,৪৬৬,৬৩৯		১২৯,৮১৯,৪৭৭
অক্টোবর		১৪১,২৮৮,৯০৭		৭৯,৭০১,৯৮৫
নবেম্বর		১৭৩,১৬৮,৮৯৭		৮০,৪৭৩,১৫৯
ডিসেম্বর		১৮৪,৯৩৮,৮৭৬		৮১,৯৫৮,৯৭৩

উপরিউক্ত সংখ্যাগুলি আমলাজি, আগরপাড়া, সাঁপাইলাই এবং শ্রীহনুমান মিল হইতে গৃহীত হইয়াছে। অন্য পাটের কলের সংখ্যাও পাওয়া গিয়াছে।

পাটচাষের পূর্ব্বাভাষ

জিলার নাম	পাট চাষের জমির পরিমাণ	পাট চাষের জমির পরিমাণ
	(একর)	
ঢাকা		
ময়মনসিংহ		
ফরিদপুর		
বরিশাল		
ত্রিপুরা		
নোয়াখালি		
চট্টগ্রাম		
রাজসাহী		
রংপুর		
দিনাজপুর	৮৩,০০০	
পাবনা	৭৬,০০০	
বগুড়া	৭২,০০০	
মালদহ	১২,৮০০	
জলপাইগুড়ি	৩৪,৭০০	
দার্জ্জিলিং	১,৮০০	
২৪ পরগণা	৪৫,০০০	৪০,০০০
নদীয়া	৬৩,০০০	৬২,০০০
মুর্শিদাবাদ	৫৭,৫০০	৪৮,৯০০
যশোহর	৭৩,৬০০	৭৩,৮০০
খুলনা	১৮,১৮০	১৮,৪০০
হুগলি	২২,৫০০	২২,০০০
হাওড়া		৩,৬০০
বর্দ্ধমান		১,৪৫০
মেদিনীপুর		৩,৭০০
ত্রিপুরা রাজ্য		৮০,০০০
কুচবিহার		৩,০০০

বিদেশী লবণ

১৪ হাজার টন লবণ বিদেশ হইতে বাংলায় আসিয়াছে বলিয়া জানা যায়। ইহাও শুনা যায় যে, বাংলাদেশে লবণ উৎপাদনের পরিমাণ ২০ হাজার টন বা চার লক্ষ ৬০ হাজার মণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯৩৭ সনে বাংলাদেশে মোট ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৩০ হাজার মণ লবণ বিক্রয় হইয়াছে। তাহার মধ্যে ১১,১৬,০০০ মণ বিদেশ হইতে এবং ৮,৭০৭,০০০ মণ এডেন হইতে ও অবশিষ্ট লবণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আমদানি হইয়াছে।

বাংলার রেশম শিল্প

বাংলাদেশের রেশম শিল্প সংরক্ষণকল্পে সেরিকালচার বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ সি সি ঘোষ এক বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতিপ্রসঙ্গে মিঃ ঘোষ বলেন যে, পূর্ব্বে বাংলা দেশে বহু লোক রেশম-গুটিকা পালন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে রেশমের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় অনেকেই এই ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছে। রেশমের দাম কমার ফলে গুটিপোকার দামও অনেক কমিয়া গিয়াছে। রেশম শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে রেশমের দর বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক, নতুবা বাংলা দেশে পুনরায় রেশম শিল্পের সমৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব।

আজকাল বিদেশ হইতে বহু পরিমাণে কম দামের রেশম আমদানি হইতেছে। ফলে বাংলার শিল্পও ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। বিদেশী রেশমের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পোকার চাষ ও উত্তম রেশম তৈয়ার করিতে হইবে। কিন্তু উপযুক্ত মূল্য না পাওয়ায় আজকাল অনেকেই গুটিপোকার চাষ করিতে চাহে না। পূর্ব্বে রাজসাহী, বগুড়া, মালদহ, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে গুটিপোকার চাষ হইত। কিন্তু প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ এইসব জেলা হইতে গুটিপোকার চাষ উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যাহারা গুটি-পোকার চাষ করিত উপযুক্ত মূল্য পাইলে তাহারা পুনরায়

এই ব্যবসা আরম্ভ করিতে ইচ্ছুক। সেই জন্য গুটিপোকার একটা নির্দ্ধারিত মূল্য স্থির করা আবশ্যক। মিঃ ঘোষের মতে প্রতি পাউণ্ড গুটিপোকার নিম্নতম মূল্য পাঁচ আনা এবং প্রতি পাউণ্ড রেশমের মূল্য ৬।০ হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন যে, প্রতি পাউণ্ড গুটিপোকার মূল্য ছয় আনা হইলে চাষীরা অধিকতর উৎসাহের সহিত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গুটিপোকা চাষে মন দিবে এবং তাহাতে রেশমও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হইবে।

(আনন্দবাজার)

দুর্দ্দিনে শিক্ষাকর স্থাপন

বর্ত্তমান ১৩৪৪ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে আকস্মিক ঝড়বন্যা ও বহুদিনব্যাপী অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়ায় এতদঞ্চলের মাঠ জলপ্লাবিত হইয়া যায় উহাতে মজুত তিল নষ্ট হইয়াছে। আউশ ধান্যসমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। জনসাধারণের শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি দেখা দিবে। জমিদার, তালুকদার, প্রজা কাহারও হাতে পয়সা নাই। ঘরে ভাত নাই। কৃষাণেরা কাজ পায় না। এই সময়ে এজেন্সার শিক্ষাকর প্রবর্ত্তিত হইবে জানা গেল।

এই শিক্ষাকর গত ১৯৩০ সনে মঞ্জুর হইয়াছে। দেশের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হওয়ার প্রতিকার গভর্ণমেণ্ট স্থগিতরহিল হইয়া এই সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এই দৈব দুর্ঘটনা, আকস্মিক ও চিন্তনীয়। এই দৈব ব্যাপার সংঘটিত না হইলে আমাদের বলার বিশেষ কিছু ছিল না।

(ফরিদপুর হিতৈষিণী)

লোকের দুরবস্থা

বিগত ১৫ই বৈশাখ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত অবিরত বৃষ্টি হওয়ায় এবার বর্ষা খুব শীঘ্রই আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। পূর্ব্বে অত্যধিক বৃষ্টির জল জমিয়া ধান ও পাটের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও যেসব পাট মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাও বর্ষার জলে ডুবিবার উপক্রম হইতেছে। ধান্যের অবস্থাও খারাপ। দেশের অবস্থা যে কি দাঁড়াইবে কল্পনা করা যাইতেছেনা। জনসাধারণ অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে লোকের ঠেকা হইলে মহাজনের নিকট হইতে ধার করিয়া কাজ চালাইত; কিন্তু কপর্দ্দকশূন্য বোর্ডের কল্যাণে এখন সে আশাও নাই এবং এই জন্যই লোকের এত দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে।

(ফরিদপুরহিতৈষিণী)

পাটশিল্পের পূর্ব্ব কথা

পাট বাংলার রপ্তানিপণ্যের অর্দ্ধেক এবং ভারতের এক-চতুর্থাংশের বেশী। ইংরেজেরা ভারতবর্ষে আসিবার বহু পূর্ব্ব হইতে এদেশে পাটের সমাক প্রচলন ছিল। আইন-ই-আকবরি (১৫৯০) গ্রন্থে দেখা যায় যে, দরিদ্র লোকেরা চট পরিধান করিত এবং পাটের কচি শাকের দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। এখনও আমাদের দেশে বহুস্থানে পাটশাক খাওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে।

ইয়োরোপে নেপোলিয়ানের পতনের পর বাণিজ্যের হঠাৎ উত্থান এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে যান্ত্রিকতার দ্রুত প্রসারের সহিত জলপথ বাণিজ্যের বিস্তৃতির জন্য ভারতীয় চটের চাহিদা প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া যায়। এইসমস্ত চটই বাঙ্গালী হিন্দু কৃষকেরা প্রস্তুত করিত কুটীর-শিল্প হিসাবে। এস্থলে ইহা বলা প্রয়োজন যে, মুসলমান কৃষকদের কার্য্য প্রধানতঃ কার্পাসে নিবদ্ধ ছিল।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশ হইতে নব্বই লক্ষ থান (তিন কোটী গজ) চটের থলে রপ্তানি হইয়াছিল।

(মিত্রোক্তা)

তামাকের বাজার

সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতে তামাকের উৎপাদন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কুড়িগ্রামে তামাকের বাজার দিন দিন ঐশ্বর্যশালী বলিতে হইবে। মোতিহার পানপাতা ১নং ১৮৯০; মোতিহার পানপাতা ২নং ১৬৮০; মোতিহার পানপাতা ১৩৷০ হইতে ১৬৲ পর্য্যন্ত; নাওবল ১নং ১৩৷০; নাওবল ১১৲০ হইতে পর্য্যন্ত; সিন্দুর আর কাটোয়া ১০৲ হইতে ১২৷০ পর্য্যন্ত।

চাউলের আমদানি রপ্তানি

১৯৩৮ সনের প্রথমভাগে যুক্তরাজ্যে চাউল আমদানি করা হইয়াছে ৫১৮,৮০০ হন্দর আর ১৯৩৭ সনের উক্ত সময়ে চাউলের আমদানি ছিল ৬৪৪,৬০০ হন্দর। তন্মধ্যে ভারতের রপ্তানি ছিল ৩৮৯,৪০০ হন্দর। ১৯৩৮ সনের গোড়ার দিকে আর ১৯৩৭ সনে একই সময়ে ছিল ৪৭৭,৮০০ হন্দর। ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যাইবে যে, ভারতের চাউল রপ্তানি বাড়তির দিকেই যাইতেছে। নিম্নে একটি মিশাল এবং ভাঙ্গারি চাউলের রপ্তানির সংখ্যা-টেবিল দেওয়া গেল—

১৯৩৬ (প্রথম ছয় মাসে)	১৯৩৭ (প্রথম ছয় মাসে)	১৯৩৮ (প্রথম ছয় মাসে)
	(বর্ম্মা হইতে রপ্তানি লইয়া)	
হন্দর	হন্দর	
২৪১,১০০	৩৮৮,৭০০	

ভারত হইতে স্বর্ণ রপ্তানি

৩রা সেপ্টেম্বর সপ্তাহ-শেষের যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯,৪৯,০০০ টাকার স্বর্ণ ভারত হইতে বিদেশে পাঠান হইয়াছে। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে দেখা যায় যে, ৪,৭১,০০০ টাকার স্বর্ণ ভারত হইতে গিয়াছে।

পিগ্ লৌহের উৎপাদন

মাস			
এপ্রিল			
মে			
জুন	১১২·৮		
জুলাই	১১৯·০		
আগষ্ট	১১৪·১	১৩৩·৬	
সেপ্টেম্বর	১১২·৯	১৩১·৬	
অক্টোবর	১৩০·৬	১৪১·৪	
নবেম্বর	১২৩·২	১৩৭·০	
ডিসেম্বর	১২৪·৬	১৩৯·৯	
জানুয়ারী	১০৯·৬	১৩৯·৬	
ফেব্রুয়ারী	৯৩·১	১২৮·৪	
মার্চ্চ	১১০·৪	১৩৪·৯	
	১,৩৪৩·১	১,৪৪০·৮	১,৫৫২·৩

ভারতে লৌহ ও ইস্পাত আমদানি

ভারতবর্ষে লৌহ এবং ইস্পাত কত পরিমাণ আমদানি হইতেছে তাহা নিম্নের তালিকায় দেওয়া গেল—

(হাজার টন)

	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
এপ্রিল	৩২·৫	৩১·১	৪৮·৭
মে	২৮·৮	২৯·৩	৩৯·১
জুন	৩১·৬	২৮·৫	৩৮·৪
জুলাই		২৯·৪	৪১·৩
আগষ্ট	২৯.৫	২৮·০	২৮·৭
সেপ্টেম্বর	২৭·১	২৬·৩	২৬·১
অক্টোবর	৩৫·৪	২৪·৬	২৪·৯
নবেম্বর	৩৩·৬	২৭·৯	২৪·৩
ডিসেম্বর	৪১·২		২২·০
জানুয়ারী	৬৬·০		৩৩·৯
ফেব্রুয়ারী	৫১·৪	৩২·৯	১৯·৭
মার্চ্চ	৪২·২	৪৫·০	২৩·৫
	৪৪৯·৪	৩৬২·৮	৩৭১·৬

১৯৩৮ সনের মে মাসের লৌহ আমদানির পরিমাণ ছিল ১৮,০০০ টন। তাহা পূর্ব্ব মাসের সংখ্যা অপেক্ষা প্রায় ১,০০০ টন অধিক; কিন্তু ১৯৩৭ সনের জুন মাসের সংখ্যা অপেক্ষা ২০,০০০ টন কম। ১৯৩৮-৩৯ সনের তিন মাসে ১২,০০০ টন আমদানি হইয়াছিল কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরের ঐ সময়ে যে আমদানির পরিমাণ ছিল তাহা হইতে ১৪,০০০ টন কম হইয়াছে।

কয়লা

১৯৩৪-৩৫ সন হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত মাসিক কয়লা খনন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তালিকা দেওয়া গেল (এই তালিকায় বার্ম্মার উৎপন্ন পণ্য ধরা হয় নাই) :—

(হাজার টন)

	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
প্রিল	১,৭০৪	১,৮১০	১,৮৪৮	১,৮৪৬
ষ	১,৮০৩	১,৮১৮	১,৮২৪	১,৭৮০
জুন	১,৬৪১	১,৭৩৩	১,৮৪৭	১,৭৪৭
জুলাই	১,৪৭৭	১,৫৪৯	১,৪৭৪	১,৭২১
আগষ্ট	১,৫২৭	১,৩৮৮	১,৫৪৮	১,৭০৪
সেপ্টেম্বর	১,৭২২	১,৬৩৪	১,৭১০	২,১২৯
অক্টোবর	১,৭৮৮	১,৬৬১	১,৬৪২	১,৯৩৯
নবেম্বর	১,৪৬৮	১,৭১০	১,২৭৬	১,৬৭৭
ডিসেম্বর	১,৭২৬	১,৮০৭	১,৬১৬	২,১৮৩
জানুয়ারী	১,৮৩৬	১,৮৭৬	১,৬৩৩	২,১৬৭
ফেব্রুয়ারী	১,৯২৮	২,১০২	১,৮৬৬	২,২৮৩
মার্চ্চ	১,৯৮৬	১,৮৭৭	১,৯২২	২,২৪২
	২০,৮৪৬	২০,৮৭৫	২০,০৬৪	২৩,৪৭৯

পূর্ব্ব মাসের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ১৯৩৮ সনের জুন মাসে কয়লা ৮৭,০০০ টন কম উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরের ঐ মাসের উৎপাদন অপেক্ষা ২১৪,০০০ টন অধিক হইয়াছে।

চিনির উৎপাদন

(বার্ম্মা বাদে)

	১,৩৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
এপ্রিল	১,৪৫৩	৮৪৯	২,২২৫	৬,৬০৭
মে	৪৮৪	২২৭	৪৫২	১,৬৫৮
জুন	২০২	১৮০	১৪৬	২২৬
জুলাই	১৪০	১৪৯	১৬৯	৮৫
আগষ্ট	১৭৫	১০৫	২০০	১৫১
সেপ্টেম্বর	১৭৯	১১১	১৬৯	১১৯
অক্টোবর	১৩৪	১১৫	১৮৩	১২৭
নবেম্বর	৩৭৯	৮৯১	৬১০	৩২৩
ডিসেম্বর	২,১৯৫	৩,১৭৪	৩,২৫০	২,৭৪৭
জানুয়ারী	২,৯৭৪	৩,৮০১	৪,৪৩৩	৪,৫২৫
ফেব্রুয়ারী	২,৭১১	৩,৯১৮	৪,২৬৮	৪,৫৩২
মার্চ্চ	২,৩৯৭	৩,৭২৪	৪,৫৮৭	
মোট সংখ্যা	১৩,৫২১	১৭,৩৪৪	২০,৮০২	

১৯৩৮ সনের জুন মাসে চিনি আমদানি হইয়াছিল ১,৭০০ টন কিন্তু তাহার আগের মাসে ১,০৫০ টন আমদানি হইয়াছিল এবং পূর্ব্ব বৎসরের জুন মাসে ৪৫০ টন মাত্র আমদানি হইয়াছিল।

ভারতের পাট রপ্তানি

বিভিন্ন বন্দরে যে পরিমাণ পাট রপ্তানি করা হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্ন তালিকায় দেওয়া গেল—

(জুলাই মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত মোট ১২ মাসের হিসাব)

	১৯৩৭-৩৮
ইউনাইটেড কিংডম	৬৮৭,২৪২
আর্ম্মাণ পোর্ট	৮০১,৫৫৩
ফ্রেঞ্চ পোর্ট	৩৩৪,৩২৯
বেলজিয়ান পোর্ট	১২২,৪০০
ইতালিয়ান	৩৮৩,৩৬৪
ডাচ	৩৩,৮২০
স্পেন	
গ্রীস	৭,১১২
ইউ, এস, এ	২৫২,৯৫৮
আর্জ্জেন্টিনা	২,৮৬৩
আবিসিনিয়া	১৪৮,৭১০

দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য

পোর্ট	১১,৬৬৭	২৩,৭১৪
আপান	৯৩,৮৮০	৭৫,৬২৬
চায়না	৭৭,২২৭	৩৪,৫৪৮
অষ্ট্রেলিয়া	৭,৭০৮	৯,৫২৫

ভারতীয় জুট মিল এসোসিয়েশনের ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ সনের তুলনামূলক পাট উৎপাদনের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

	ব্যাগ	
	১৯৩৭	
হেসিয়ান টন	৪,৯৪১	
পঞ্জ	১৯,৩৭২,১৪০	
স্যাকিং টন	৫৫,৬০৪	
পঞ্জ	১২৬,৯০৬,৪০০	
	ক্লথ	
হেসিয়ান টন	৪১,০৪৬	৪০,৩১৫
পঞ্জ	১৫৬,৮১৩,২৭০	১৫১,৮৯৬,৫১৯
স্যাকিং টন	২,৫৬২	২,৫২৫
পঞ্জ	৬,১৩৮,২৫০	৫,৯৭২,৪৮১

গত জুলাই মাসে ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশনের অন্তর্গত মিলের পাট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৩৬,৩৪৪ টন; কিন্তু গত বৎসর ঐ সময়ের পরিমাণ ছিল ১০৭,৯১৮ টন।

জাপানের বাণিজ্য

(হাজার ইয়েন)

আমদানি

	জানুয়ারি হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ১৯৩৮	পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা	জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১৯৩৮	পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা
এমিউনিশন, লৌহ এবং কলকব্জা	৬১০,২০৭	+২০,৯২৩	১৬০,৮৬৩	+৪৪১,১২৪
রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য কাঁচা মাল	২৪৩,৫০৮	−৫১৪,১০৭	৩২৯,৪৯১	−১৩৮,৫৯৫
অন্যান্য	২৮৮,৭৭১	−৭৮,০২৪	৩৪৬,৯০৩	+৮০,৮৬৯
	১,১৪২,৩২১	−৮২১,২৭৮		+৩৬৩,৩৯৮
তুলার কাপড়	১৮৭,৩৫৩		৩০৩,৮১১	+৪৯,৪৩৭
কাঁচা রেশম	১২৯,৬৪৩		২১০,৭২২	−২২,৬৪১
কৃত্রিম রেশমী কাপড়	৪৫,৪৫৯		৭৯,৭৫২	+২,৭০৩
কলকব্জা	৪৯,৮০৩		৪২,৭৬৩	+৪,০১৩
টিনে ভরা দ্রব্যাদি	২৬,৮৪২		৪৯,০২৪	+৪,৯৭৭
সিল্কের কাপড়	২০,৫১৩		৩৭,৮৯২	+২৪৩
রোনা জিনিষ	১৬,৪৫৩		৩৩,৯৫৪	+১,৩৩৭
পশমের কাপড়	১৫,০২৬		৩০,১৫২	+৩,৫৩৬
কৃত্রিম রেশমী সূতা	৬,৬৮২		২৪,০৫৮	+১১,৩৭৪
পেলানো	৯,৫০৯		২৩,৪৮০	+২,১৪৯
	৯৯৯,০২১	−২৪১,৬৫০	১,৬৭৫,৭৮০	+১১৮,৩৯২

চীন দেশের বাণিজ্য

বৈদেশিক বাণিজ্যের মাসিক বর্ণনা পত্র দেখিলে বুঝা যায় যে, ১৯৩৭ সনের জুলাই হইতে ডিসেম্বর মাসে রপ্তানি কারবার খুবই কমিয়া গিয়াছিল। আমদানির দিক্ হইতেও ঠিক ঐরূপ অবনতি দেখা যায়। রপ্তানি ৪৮% এবং আমদানি ৩০% কমিয়া গিয়াছে। নিম্নে বন্দর হিসাবে কিরূপ বাণিজ্যের হার ছিল তাহার তালিকা দেওয়া গেল :—

জানুয়ারি হইতে মে পর্য্যন্ত আমদানি

(হাজার ডলার)

	১৯৩৭		১৯৩৮	
	জানুয়ারি হিঃ	শতকরা	জানুয়ারি হিঃ	শতকরা
টিয়ানটিন	৪৫,৫১৯	৯·২৫	৭২,৭১৯	১৯·৪১
সিংটাও	২৬,৩৮২	৫·৩৬	৩,৯২১	১·০৬
হাংকাও	১৭,২৪৪	৩·৫০	১,৪৪৭	০·৪১
সাঙ্ঘাই	২৯৯,২২০	৬০·৭৮	৮৭,৪২২	২৩·৩৩
সোয়াটো	১২,৪১২	২·৪২	২১,২০৮	৫·৮৪
ক্যানটন	১৪,০২৪	২·৮৪	৩১,৯৩০	৮·৪২
চিউলাঙ	২৪,৩৫৯	৪·৯৫	১১৭,৪৮২	৩১·৩৫
মোটজু	৫,২৮৪	১·০৭	৫,০০৪	১·৩৪
উচু	৩,২৬৯	০·৬৬	২,৫৫৮	০·৬৮
মোট অন্যান্য সমেত	৪৯৯,৫২৩	১০০·০০	৩৭৪,৭০৫	১০০·০০

জানুয়ারি হইতে মে পর্য্যন্ত রপ্তানি

	১৯৩৭		১৯৩৮	
	জানুয়ারি হিঃ	শতকরা	জানুয়ারি হিঃ	শতকরা
টিয়ানটিন	১৭·৯২	৪৯,৪৩৫	২৩·৯২	
সিংটাও	৯·১১	২,৪২৭	০·৯৮	
হাংকাও	০·৪২	২৬৩	০·১১	
সাঙ্ঘাই	২০৫,২৪২	৫১·৫৫	৪৭,৮৮৯	২৩·৩০
সোয়াটো	১১,৩৭৩	২·৮৬	১২,০৭১	৪·৮৫
ক্যানটন	২১,৬৯৯	৫·৪৫	৫০,১৮১	
চিউলাঙ	৩,১৫০	০·৭৯	১০·৭০৭	৪·৩১
মোটজু	১১,৩৩৫	২·৮৫	১৬,২০৮	৬·৫২
উচু	১০,৮৫৫	২·৭৩	১০,৬৪৫	৪·২৮
মোট অন্যান্য বন্দর	৩৯৮,১৬৩	১০০·০০	২৪৮,৪৮৩	১০০·০০

টিয়ানটিনের বন্দরে এখন বাণিজ্য বেশ ভাল রকম চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। সিংটাও বন্দর হইতে ব্যবসা প্রায় লুপ্ত হইবার যোগাড় হইয়াছে, কারণ চীনেরা বণিক্ শ্রেণীকে একেবারে উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছে। সাঙ্ঘাইয়ে ৫০% বাণিজ্য হইত এখন তাহার স্থলে অতি সামান্য ব্যবসা চলিতেছে।

জার্ম্মাণির রেডিও শিল্প

রেডিওতে কতটা মানুষের ঝোঁক আছে তাহা জানিতে হইলে শ্রবণকারীর সংখ্যা জানা উচিত। এই কয় বৎসর হইল জার্ম্মাণিতে রেডিও শুনিবার লোকের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭ সন হইতে এই বৃদ্ধি বেশ বুঝা যাইতেছে। ১৯৩৮ সনের মে মাসে রেজিষ্টার্ড শ্রবণকারীর সংখ্যা ছিল ৯·৬ মিলিয়ন। ১৯৩৫ সনে শ্রবণকারীর সংখ্যা ১৮·৩% বাড়িয়াছিল, ১৯৩৭ সনে তাহা হইতেও ১১·৩% বাড়িয়াছে।

জার্ম্মাণির নগরগুলিতে যেখানে ৪৪% লোক বসবাস করে সেইসকল স্থলেই অধিক শ্রবণকারী আছে। ৫৬টী নগরে "রেডিও ডেন্‌সিটি" প্রায় ৬৬% বাড়ীতে দেখা যায়, আর অন্যান্য স্থানে ৫৩% মাত্র।

অষ্ট্রিয়াতে রেডিওর চাহিদা এই কয় বৎসর কিছু সামান্য বাড়িয়াছে। ১৯৩৭ সনে ২৬,০০০ শ্রবণকারী বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডিসেম্বরে ১% মাত্র শ্রবণকারী বাড়িয়াছে।

আশা করা যাইতেছে আগামী রেডিও বৎসরে শ্রবণকারীর সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে। জার্ম্মাণিতে মনে

হয় ১০ মিলিয়ন হইতে পারে। আর ১৯৩৯ সন নাগাদ ১১ মিলিয়ন হওয়া সম্ভব। অষ্ট্রিয়াকে ধরিয়া এখনই শ্রবণকারীর সংখ্যা হইল ১০·২ মিলিয়ন। আমেরিকার রেডিও ডেন্সিটি ৮৪%, ডেনমার্কে ৭২%, গ্রেটবৃটেনে ৬৮%।

জার্ম্মানিতে রেডিও শ্রবণকারীর সংখ্যা

সময়	রেডিও শ্রবণকারী সংখ্যা	পূর্ব্ব বৎসরের উপর বৃদ্ধি
জানুয়ারি ১ ১৯২৪	১,৪৮০	
১৯২৫	৪৪৮,৭৪৯	৪৪৭,১৬৯
১৯২৬	১,০২৩,১৭৭	৫৭৪,৪২৮
১৯২৭	১,৩৭৬,৫৬৪	৩৫৩,৩৮৭
১৯২৮	২,০০৯,৮৪১	৬৩৩,২৭৭
১৯২৯	২,৬৩৫,৪৬৮	৬২৫,৭২৭
১৯৩০	৩,০৬৬,৬৮২	৪৩১,১১৪
১৯৩১	৩,৪০৯,৫০৯	৪৪২,৮২৭
১৯৩২	৩,৯৮০,৮৪২	৪৭১,৩৪০
১৯৩৩	৪,৩০৭,৭২২	৩২৬,৮৭০
১৯৩৪	৫,০৪২,৬০৭	৭৪৪,৮৮৫
১৯৩৫	৬,১৪২,৯২১	১,০৯০,৩১৪
১৯৩৬	৭,১২২,৯৫২	১,০৫০,০৩১
১৯৩৭	৮,১৬৭,৯৫৭	৯৭৫,০০৫
১৯৩৮	৯,০৮৭,৪৫৫	৯১৯,৪৯৭
১	৯,৬২৯,৯১৫	
াই ১	৯,৫৪১,৮৮০	

মার্কিণরাজ্যে ফসল রোপণের ভূমির পরিমাণ

১৯৩৭ সন এবং ১৯১৪-১৮ ও ১৯২৮-৩২

(হাজার একর হিসাবে)

ষ্টেট	১৯১৪-১৮	১৯২৮-৩২
ন	২২	১৩
উ হ্যাম্পশায়ার	২১	১৩
ভারমণ্ট	৭৮	৬৪	৭৪
ম্যাসাচুসেট্	৫২	৩৯	৪০
কনেকটিকাট	৬৩	৫১	৫১
রোড আইল্যাণ্ড	১২	৮	১০
নিউইয়র্ক	৭৪৫	৫৮৪	৬৭২
	১০০৩	৭৭২	৮৭১
পেনসিলভেনিয়া	১,৫২০	১,২৪৬	১,৩৬৮
নিউজারসে	২৬০	১৭১	২০৮
ডেলাওয়ার	১৮১	১৪০	১৪৩
মেরিল্যাণ্ড	৬২৩	৫০৭	৫১৬
ভারজিনিয়া	১,৮২২	১,৪৮১	১,৪৮০
ওয়েষ্ট ভারজিনিয়া	৬১৬	৪৬০	৫১৮
	৪,১০০	৩,০৩১	৩,২৩৩
ওহিও	৩,৯০০	৩,৫২৮	৩,৭২১
ইণ্ডিয়ানা	৪,৩২৫	৪,৫৬৩	৪,৭০৬
ইলিনয়স	৯,৬৯০	৯,৩২৩	৯,৪৫১
মিসিগান	১,৭১০	১,৩৬৪	১,৫২,০
উইসকনসিন	১,৮২৩	১,০৬৯	২,৪২৪
	২২,৫১৮	২০,৯১৭	২১,৯৬৭
উত্তর ক্যারোলিনা	২,৩৭৪	২,১৮৩	২,৩২৬
দক্ষিণ	১,৭৯৯	১,৫২৫	১,৬৮৩
জর্জিয়া	৩,২৪৪	৩,৬৭৬	৪,২০৩
ফ্লোরিডা	৬৮১	৬৮৫	৭৮৯
কেণ্টাকি	৩,৬৫২	২,৯১৮	২,৯০৬
টেনেসি	৩,৪৮৫	২,৯২১	২,৭৭২
এলাবামা	৩,৩২৪	২,৮৬৮	৩,২২৭
মিসিসিপি	২,৭৬৪	২,১৭৭	৩,৪৯০
আরকানসাস	২,৩৬৫	১,৯৭৪	২,০৩২
লুসিয়ানা	১,৬০৮	১,২৯৯	১,৪২২
ওক্লাহামা	৩,৩৫০	৩,১৮৪	১,৭২০
টেক্সাস	৪,৭০৬	৪,৮২৩	৪,৫০৩
	৩৪,০৫২	৩০,২৩৭	৩০,১৫৬

ষ্টেট	১৯১৪-১৮	১৯২৮-৩২	১৯৩৭
মিনেসোটা	৩,০৬৩	৪,৫৯০	৪,৭৮৮
আইওয়া	৯,১৭০	১১,৪৫৩	১০,১৮৯
মিসৌরি	৭,৪৬২	৬,২২৩	৪,২৬৭
উত্তর ডাকোটা	৪২৫	১,১১৭	৯০৮
দক্ষিণ ,,	৩,১৪৮	৪,২৬১	৩,১৫৫
নেব্রাস্কা	৭,৫৩০	৯,৮০৩	৭,৯০৪
কানসাস	৮,৭৩২	৮,৮৮৮	৯,৪৫৬
	৫৮,৪৩০	৪৫,০১৫	৩৪,৮৮০
মোন্টানা	৭৩	১৩৩	১৩৯
ইডাহো	২৬	৩৮	৩৬
ওয়াইওমিং	৫২	১৮৮	২৬১
কোলোরাডো	৭৪৪	১,৬১৩	১,০৬৭
নিউমেক্সিকো	১৬৩	২৪৩	২০৩
আরিজোনা	২৩	৩০	৩৩
উটা	১৭	১৭	২২
নেভাডা	১	২	২
ওয়াশিংটন	৪৯	৩৫	৩২
ওরেগন	৫৭	৬৩	৬৬
ক্যালিফর্নিয়া	১০৮	৮৪	৬২
	১,৩১৩	২,৪৪৩	১,৯২৩
ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্	১০২,৪১৬	১০৩,৪১৮	৯৩,৪১০

জাপানে কাঁচা রেশম ও তাহার ব্যবহার

১৯৩৭	উৎপাদন (কিলো হিসাবে)	ব্যবহার (কিলো হিসাবে)
জুন	৪,৭১২,৮১০	২,৭৪৭,৭৩৮
জুলাই	৭,৪৫০,৪০০	২,৮৫৪,৭৪৬
আগষ্ট	৮,০৩৫,১২৬	১,৯৪৩,০৯৬
সেপ্টেম্বর	৮,৩১৭,৪২৪	১,৬৬২,০৭৭
অক্টোবর	৬,৮০৭,০৯৮	১,১৪৮,১৪৯
নবেম্বর	৬,৬৮৭,১৪৯	২,২৪২,০৮৫
ডিসেম্বর	৮,৪৭৩,৯০৮	২,৩৮১,০০০
১৯৩৮		
জানুয়ারী	৪,৩৩১,১৩১	
ফেব্রুয়ারি	৪,৯০৩,৮১৩	
মার্চ্চ	৬,১৮৯,৮৮০	
এপ্রিল	৬,৪৫৮,০৫৯	
মে	৬,০৪১,৯২২	
	৭৩,১১৯,৩৭৯	২৯,৩০৪,২২১

জাপানের বিদেশী বাণিজ্য

বৎসর ও মাস	মূল্য			জিনিষের পরিমাণ			একক মূল্য	
	রপ্তানি	আমদানি	মোট	রপ্তানি	আমদানি	মোট	রপ্তানি	আমদানি
১৯৩৩ গড়পড়তা	৯৪·৪	৮৭·৩	৯০·৬	১৩৮·১	১০৪·৬	১২০·৪	৬৮·৩	৮৩·৪
১৯৩৪	১১০·১	১০৩·৯	১০৬·৯	১৬৩·৪	১১১·৬	১৩৬·১	৬৭·৪	৯৩·১
১৯৩৫	১২৬·৬	১১২·৬	১১৯·০	১৮৫·৩	১১৬·৯	১৪৯·২	৬৮·৪	৯৬·৩
১৯৩৬	১৩৬·৬	১২৫·৮	১৩০·৯	১০২·০	১২৮·৪	১৬৩·৫	৬৭·৫	৯৮·০
১৯৩৭ ,,	১৬১·০	১৭২·৩	১৬৬·৯	২১০·৭	১৩৬·৪	১৭১·৬	৭৬·৪	১২৬২
১৯৩৭ মার্চ্চ	১৬০·০	১৭৯·২	১৭২·২	২১৬·৫	১৪৫·২	১৮১·৬	৭৪·০	১১৫·৫
এপ্রিল	১৬৪·৬	১৭৯·০	১৭২·৪	২১৫·৭	১৪৭·৬	১৭৮·৯	৭৬·৩	১২১·৩
মে	১৭১·২	২০৭·৯	১৯১·৪	২২০·৩	১৭১·২	১৯০·৩	৭৭·৭	১২১·৫
জুন	১৯৫·১	২২১·২	২০৯·৩	২৪৮·১	১৬৭·৯	২০৪·৪	৭৮·৬	১৩১·৮
জুলাই	১৭৫·৩	২২০·২	১৯৭·৯	২২২·৫	১৬৮·২	১৯৫·২	৭৮·৮	১৩০·৯
আগষ্ট	১৩২·২	১৯৪ ২	১৬০·৩	১৬৯·২	১৩৮·৩	১৪৫·২	৭৮·২	১৪০·৪

বৎসর ও মাস	মূল্য			জিনিষের পরিমাণ		একর মূল্য	
	রপ্তানি	আমদানি	মোট	রপ্তানি	আমদানি	রপ্তানি	আমদানি
সেপ্টেম্বর	১৭০·৫	১৬৫·৭	১৬৬·২	২২০·৮	১১৫·৩	৭৭·২	১৪৩·৭
অক্টোবর	১৬৫·৪	১৪৩·০	১৩৪·৫	২১৫·৬	৯৮·৭	৭৬·৭	১৪৪·৯
নবেম্বর	১৬৪·৯	১২৭·০	১৪৫·৩	২১৮·৩	৯০·৪	৭৫·৬	১৪০·৫
ডিসেম্বর	১৪৬·৮	১২৭·১	১৪০·৪	২০৭·৯	৯২·৫	৭৫·৪	১৩৭·৩
১৯৩৮ জানুয়ারি	১১২·৬	১০০·৩	১০৫·৬	১৫১·৩	৭৮·৯	৭৪·৪	১২৭·১
ফেব্রুয়ারি	১১৩·০	৯৩·৩	১০২·০	১৪২·৩	৭৮·৯	৭৪·২	১১৮·২
মার্চ্চ	১৩৩·২	৯০·২	১১৯·৫	১৭২·৯	৮৮·৭	৭৭·১	১২৩·১

বীমা-ব্যবসায়ে যুক্তরাষ্ট্র

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীমা চলে যুক্তরাষ্ট্রে। যদিও পৃথিবীর লোকসংখ্যার অনুপাতে যুক্তরাষ্ট্রে ৭% লোক আছে তথাপি পৃথিবীর মধ্যে ৭০% জীবনবীমা এই দেশের লোকের আছে। ১৯৩৭ সনে ৩১৫ আমেরিকান জীবনবীমা কোম্পানী পলিসিহোল্ডারদের ২৪০,০০০ ডলার প্রতি ঘণ্টায় দিয়াছে এবং সারা বৎসরের দেওয়ার মোট পরিমাণ ২,৪০০,০০০,০০০ ডলার।

সমবায় সম্মেলন

গত ২রা ও ৩রা জুলাই জামালপুরে ঢাকা বিভাগীয় সমবায়-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সেণ্ট্রাল ও আরবান ব্যাঙ্কসমূহের প্রায় ২০০ প্রতিনিধি এবং সমবায়-সমিতিসমূহের প্রায় ৮০০ সভ্য সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। মাননীয় শ্রীমুকুন্দবিহারী মল্লিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং মাননীয় শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার মহোদয় সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। খাঁ সাহেব আশরফ হোসেন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে প্রসঙ্গক্রমে বলেন :—

"দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে সমবায়-আন্দোলন এযাবৎ সম্পূর্ণ আকারে প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

(ময়মনসিংহবাসী)

কোচিনে নূতন মন্ত্রী

কোচিনের মহারাজা ডাক্তার এ আর মেননকে মন্ত্রীর পদে বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে "রুরাল ডেভেলপমেণ্ট" সংক্রান্ত ব্যাপারে মন্ত্রিত্ব করিতে হইবে।

উপস্থিত কোচিনের দেওয়ান বাহাদুর বিদেশে থাকায় তাঁহার স্থলে কে পি কানন নায়ারকে মহারাজা রাখিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুরে ডিরেক্টর অব্ ইনফরমেশন

মিঃ এন্ পি হরিহরান ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ডিরেক্টর অব্ ইনফরমেশন পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ফটোগ্রাফি এবং গভর্ণমেণ্ট প্রেস এই দুই সেকশন্ মিশ্রিত হইয়া যে ডিপার্টমেণ্ট হইয়াছে, তাহাই ডিপার্টমেণ্ট অব্ ইনফরমেশনের কর্ত্তারূপে থাকিবেন।

বার্ম্মাতে ভারতের নূতন প্রতিনিধি

ভূতপূর্ব্ব রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার মিঃ সি এ হেণ্ডারসনকে ভারত গবর্ণমেণ্ট বার্ম্মায় প্রথম প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইয়াছেন। পূর্ব্বে যে প্রকাশ হইয়াছিল যে মিঃ ডাব্লিউ, আর, এস সাথিয়ানাথানকে বার্ম্মার এজেণ্ট নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহা অমূলক।

রামারলি এরোড্রোম

রামারলি বাষ্পীয়যানের ষ্টেশনে অবজারভেটরি বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বেলুন সেকশনে অবজারভেটরি সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। সেখান হইতে আকাশপোতবাহীদের জলবায়ু সম্বন্ধে নিয়মিত উপদেশ দেওয়া হইবে। অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরাইবার এবং রাখিবার ব্যবস্থা হইয়া গেলেই মেটিঅরলজিক্যাল রিপোর্ট বাহির করার ব্যবস্থাও এরোড্রোম হইতে হইবে।

পরলোকে ওঙ্কারমল জেটিয়া

গত ১০ই আগষ্ট তারিখে সার ওঙ্কারমল জেটিয়া তাঁহার বালির বাগানবাটীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি একজন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। ১৪ বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি পিতার ব্যবসাতে প্রবেশ করেন এবং পরে নিজ হাতে তাহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া যান। তাহার পর ডেভিড্ ইউল সাহেব

তাঁহার গুণপনা দেখিয়া তাঁহাকে নিজের অফিসে দেওয়ান করিয়া লন এবং শেষে তিনি ডেপুটি চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। তিনি মাক্যোয়ারী অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন এবং কলিকাতার শেরিফের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের গভর্ণর হইয়াছিলেন। ১৯১৯ সনে ও, বি, ই উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৯২২ সনে 'সার' হন।

উত্তর ভারতের তাম্রযুগীয় সভ্যতার আমলের খনি অঞ্চল

বিহার প্রদেশের সিংভূম জেলার অন্তর্গত ঘোরাস গ্রামের একটী প্রাচীন দুর্গ সংপ্রতি সরকারী তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ধলভূম মহকুমার যে অঞ্চলে দুর্গটি অবস্থিত তথায় তাম্রখনিতে অতীতকালে লোকেরা কাজ করিত। ভারতের কয়েকটি মাত্র জায়গায় উপরিভাগের সন্নিকটে তাম্রখনি রহিয়াছে; এই অঞ্চলটি তন্মধ্যে অন্যতম। উত্তর ভারতের তাম্রযুগীয় সভ্যতার আমলের খনি অঞ্চল এ স্থানে আবিষ্কৃত হইতে পারে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর কয়েকটি তাম্র মুদ্রা এখানে পাওয়া গিয়াছে; সম্ভবতঃ অনুসন্ধানের ফলে তৎপূর্ব্ব যুগের চিহ্নাদিও এখানে আবিষ্কৃত হইতে পারে।

ধলভূম এষ্টেটের মালিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য সেই স্থানটি ভারত সরকারকে উপহার দিতে রাজি হইয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিহারের ছোটনাগপুর বিভাগে ভারতের বহুসংখ্যক আদিম অধিবাসী বাস করিয়া থাকে। সেখানে বহু ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।

(যুগান্তর)

পরলোকে সার নওরোজি সাকলাতওয়ালা

ফ্রান্সে সার নওরোজির জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তাঁহার স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল; কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার পরলোকগমনে সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছে। গত এপ্রিল মাসের শেষে তিনি স্বল্পদিনের জন্য ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া বিদেশ যাত্রা করেন। তাঁহার ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের দিন ছিল ৭ই আগষ্ট; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আর তিনি ফিরিলেন না। তিনি বহু কাজ করিয়া সমাজের নানা কল্যাণকর অনুষ্ঠানের পরিচালক হইয়া ৬৩ বৎসর বয়সে ইহলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। কলকারখানা এবং টাকাকড়ি সম্বন্ধীয় ব্যাপারে তিনি একজন প্রসিদ্ধ পরামর্শদাতা এবং অভিজ্ঞ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। টাটার মত প্রতিষ্ঠানও তাঁহার স্পর্শে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি "নিউ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ"এর চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বোম্বে এবং সেণ্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্য হইয়াছিলেন। ১৯২৩ সনে সি, আই, ই এবং ১৯৩৩ সনে 'সার' উপাধি পাইয়াছিলেন।

পরলোকে পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ

সুপরিণত বয়সে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বজনশ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। আজ হইতে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যেসকল ব্যক্তির কর্ম্মপ্রেরণায় ময়মনসিংহ জেলাকে শিক্ষায় সাহিত্যে ধর্ম্মে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছিল শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় সেই উৎসাহী কর্ম্মিমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ময়মনসিংহের সেই প্রাচীন যুগের সহিত আধুনিক যুগের যোগসূত্র ছিন্ন হইল। তাঁহার "ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর" গ্রন্থে ময়মনসিংহের সেকালের সামাজিক ইতিহাসের প্রচুর উপাদান আছে। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ দেশসেবার জন্য সরকারী উচ্চপদ ত্যাগ করিয়া ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন; বর্ত্তমানে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সহকারী সভানেত্রী। তাঁহার তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী কিরণলতা চন্দ, এম, এ কটকের র‍্যাভেন্‌শা কলেজে অধ্যাপিকা।

ভারতীয় ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের বাৎসরিক সভা

সম্প্রতি ভারতীয় ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের সাধারণ বাৎসরিক সভা হয়। এই ইনষ্টিটিউটের সভাপতি সার এডওয়ার্ড বেম্বল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এ সভায় আলোচ্য বৎসরে ঐ ইনষ্টিটিউটের সভাপতি সার বেম্বলই পুনরায় নির্ব্বাচিত হন। ডাঃ পি, এন বন্দ্যোপাধ্যায়, সার অর্জ্জ আর কাখেল, মিঃ জি, পি বৈতান, শ্রীযুত এস্ পি, মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সি ডাবলিউ বি নরমাণ্ড, সার সি, ভি, রমণ, লালা শ্রীরাম, কর্ণেল জি এইচ, র‍্যাবেন, শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার ও ঐ ইনষ্টিটিউটের বোম্বাই লাহোর মহীশূর ও পুণা শাখার সভাপতিগণ সহকারী সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। ডাঃ সত্তা চরণ লাহা কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন।

এই ইনষ্টিটিউটের অবৈতনিক অধ্যাপক মিঃ পি সি মহলানবীশ ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক রিপোর্ট ঐ সভায় পেশ করেন। এই রিপোর্ট গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বড়লাট যে ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল গবেষণাগার পরিদর্শন করেন সে সম্বন্ধে উল্লেখ ছিল। এই রিপোর্ট গত কয়েক বৎসরের ষ্ট্যাটিস্‌টিকস্ সম্বন্ধীয় সকল গবেষণামূলক প্রবন্ধের কথাই উল্লেখ করা হয়।

ভারতীয় মন্ত্রিমণ্ডল কর্ত্তৃক কারাসংস্কার

প্রকাশ যে বিহারের বর্ত্তমান কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে বিহার প্রদেশে কারাগারের আভ্যন্তরিক শাসন পরিচালনায় নিম্নলিখিত সংস্কার সাধিত হইয়াছে :—

(১) ভাগলপুর ও গয়া কেন্দ্রীয় কারাগারের স্ত্রীলোক কয়েদীদের সুতা কাটা শিক্ষা দিবার জন্ত অস্থায়ী ভাবে দুইজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

(২) হাজারীবাগ কেন্দ্রীয় জেলের এক প্রকার জমি তুলা উৎপাদনের জন্ত ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং স্থির করা হইয়াছে, প্রথমে ঐ প্রকার জমি লইয়াই পরীক্ষামূলক কার্য্য আরম্ভ হইবে।

(৩) হাজারীবাগ জেলে যেসব কয়েদীকে শ্রমসাধ্য-কার্য্য করিতে হয় তাহাদের গাত্রবস্ত্ররূপে পাটের কাপড়ের স্থানে পশমের কাপড় দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহা ছাড়া হাজারীবাগ জেলে কৃষিশিক্ষেরও প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

(৪) যেসব কয়েদী ব্রত পূজা পালনের জন্ত উপবাস করেন তাহাদিগের জন্ত জেলের সাধারণ খাদ্যের স্থানে দুগ্ধ, ঘি, ফলমূলাদি সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(৫) জেলখানার কয়েদীদের আহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। খাদ্য জল ও রন্ধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

(৬) ভাগলপুর, গয়া, হাজারীবাগ এবং দুমকা ও রাঁচি জিলার কেন্দ্রীয় জেলে চরকার সাহায্যে সুতা কাটা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

(৭) এতদিন জেলে কয়েদীদের দ্বারা যে ঘানি টানানোর ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সে ব্যবস্থা বন্ধ করা হইয়াছে।

(৮) জেল কর্ত্তৃপক্ষের উপর নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, কয়েদীদের শিক্ষিত করিবার ভার যেন তাঁহারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজন হইলে ও সুবিধা পাইলে এ সম্বন্ধে বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরও সাহায্য তাঁহারা লইতে পারেন।

(৯) বর্ষাকালে কিংবা গ্রীষ্মকালে কোন কয়েদীকে যেন মুক্ত স্থানে আহার দিবার ব্যবস্থা করা না হয়। এ সম্বন্ধে সরকার জেল কর্ত্তৃপক্ষের উপর কড়া হুকুম জারী করিয়াছেন।

(১০) কয়েদীদের স্নান ও হস্তমুখ ধৌত করার জন্ত যথেচ্ছ পরিমাণে জল সরবরাহ করার জন্ত জেল কর্ত্তৃপক্ষকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

(১১) জেলে যেসকল কয়েদীকে শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে হইবে তাহাদিগের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য ও শক্তি অনুসারে শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করার জন্ত নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ইহা ছাড়া বৃদ্ধ পঙ্গু কয়েদীদের মুক্তি দেওয়ার জন্ত বিশেষ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

টারিফ বোর্ড

ভারতীয় টারিফ বোর্ড বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। রেশম শুটানের কতদূর উন্নতি সম্ভব হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য বাঙ্গলার শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস্ সি মিত্র টারিফ বোর্ডের সদস্যদিগকে মালদহ পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করেন। কেননা ইহা বলা হইতেছে যে, শুটানের পক্ষে ভারতীয় রেশম দোষযুক্ত এবং ইহা অনেকটা শুটিগুলির নিকৃষ্টতার ফল। বোর্ডের সভাপতি জিজ্ঞাসা করেন যে, শুটি পাকানোর উন্নতি করিবার উপায় আছে কিনা। কেননা ভারতীয় রেশম বিদেশী রেশম হইতে অধিক দামী বলিয়া তাঁতীরা প্রথমোক্ত রেশম ব্যবহার করিতে পারে না।

রেশম শিল্পের ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ সি সি ঘোষ আশা করেন যে, যদি রেশম শিল্পকে উপযুক্তরূপ সংরক্ষণ করা যায় তবে তাঁহারা আরও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রেশম তৈয়ার করিতে পারিবেন এবং তাঁতীরা ভারতীয় রেশম স্বচ্ছন্দে তৈয়ার করিতে পারিবে।

সভাপতি বলেন যে, বিগত পাঁচ বৎসরে তুঁত গাছের রেশম তাঁত দুই সহস্র হইতে বাড়িয়া প্রায় তিন সহস্র দাঁড়াইয়াছে। রেশমের মূল্য সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং ইহা বলা যায় যে, ভারতীয় রেশম বিদেশীয় রেশম অপেক্ষা আট আনা বেশী দরে বিক্রয় হইতেছে। কৃত্রিম রেশম সস্তা ও চক্‌চকে দেখা যায় বলিয়া তাঁতীরা ক্রমে ক্রমে উহাই বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিতেছে। গত ছয় বৎসরে কৃত্রিম রেশম বস্ত্র তৈয়ার করিবার জন্য দুইটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

প্রতি বৎসর বিভিন্ন প্রকারের মোট সাড়ে এগার লক্ষ গজ রেশম বস্ত্র তৈয়ার হয় এবং উহার ভিতর তুঁত গাছের রেশম হইতে প্রায় ৭,৮৩,০২৪ গজ বস্ত্র তৈয়ার হয়। তৈয়ারী বস্ত্রের মূল্য প্রায় বার লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ তাঁতীদের পারিশ্রমিক শতকরা পঁচিশ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার শিল্পোন্নতির জন্য যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে সভাপতি প্রশ্ন উত্থাপন করিলে মিঃ এস্ সি মিত্র বলেন যে, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইতিপূর্ব্বেই যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। তিনি আশা করেন ১৯৩৯ সনে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবেন। মিঃ মিত্র আশা করেন, গবর্ণমেণ্ট উক্ত শিল্পকে বিদেশীয় অল্প মূল্যের রেশম হইতে রক্ষা করিবেন।

মালয়াতে ভারতীয় শ্রমিক

[মিঃ জনসনের সঙ্গে দ্বিতীয় দিন শ্রমিক সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মালয়াতে ভারতীয় শ্রমিক সম্বন্ধে আচ্ছেজোকেট পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিম্নরূপ কথোপকথন হয়]

প্রঃ—মালয়াতে ভারতীয় শ্রমিক আমদানি হওয়ায় যে গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল এখন তাহার কি অবস্থা ?

উঃ—কয়মাস হইল ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেন যে, মালয়াতে আর যদি নূতন শ্রমিক দল পাঠান যায় তাহা হইলে আরও অধিক বিপদ হইবার সম্ভাবনা। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, ১৯৩৮ সনের ১৫ই জুন তারিখ হইতে সম্পূর্ণরূপে শ্রমিক রপ্তানি করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। যে পর্য্যন্ত না শ্রমিকের চাহিদা ও সরবরাহ সমান হয় ততদিন পর্য্যন্ত উক্ত ব্যবস্থাই বজায় থাকিবে।

প্রঃ—মালয়াতে কেনই বা হঠাৎ এত অধিক শ্রমিক গিয়া পড়িয়াছিল ? গোড়া থেকেই তো এ রকম একটা গণ্ডগোলের পথ বন্ধ করিয়া দিলে ভাল হইত।

উঃ—১৯৩৭ সনে মালয়াতে রবার রপ্তানির পরিমাণ অকস্মাৎ বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে তখন শ্রমিকের চাহিদাও যথেষ্ট বাড়িয়াছিল। ভারতবর্ষের শ্রমিক-বৃন্দ কাজের খবর পাইয়া সেখানে ছুটিয়া গিয়াছিল। ১৯৩৭ সনে ডেক প্যাসেঞ্জারের মধ্যে শ্রমিকের মোট সংখ্যা ছিল ১০৪,৯৭২, আর পূর্ব্ব বৎসর উহার সংখ্যা ছিল ২৭,৮৫৪। ঐ বৎসরের শেষে মালয়াতে অবস্থিত ভারতীয় শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩১৫,৪৪৩ অথচ ১৯৩৬ সনে উহার সংখ্যা ছিল ২৯০,৩২৪। চাহিদা অপেক্ষা প্রায় ৯% শ্রমিক অধিক ছিল।

:—তাহা হইলে যেসকল শ্রমিক এখন কাজ পাইতেছে না বা যে সংখ্যা চাহিদার অধিক হইয়াছে তাহাদের কি অবস্থা হইবে ?

:—মালয়ার গবর্ণমেণ্টকে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, অতিরিক্ত শ্রমিকদিগকে যেন ভারতবর্ষে বিনা ব্যয়ে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রঃ—আচ্ছা অন্য কোন উপায়ে ঐ শ্রমিকদের সেখানে কাজের ব্যবস্থা করা যায় না ?

উঃ—মালয়ার গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট (প্রতিনিধি) খবর পাইয়াছেন যে, যেসকল শ্রমিক থাকিতে ইচ্ছুক অথচ কাজ পাইতেছে না তাহাদিগকে কাজ দিবার ব্যবস্থা হইবে। সাধারণের ১০% মাহিনা কমাইয়া দিয়া পুরুষ শ্রমিকদের জন্য ৪৫ সেণ্ট এবং স্ত্রী মজুরদের জন্য ৩৬ সেণ্ট করিয়া মাহিনা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যদি তাহাতেও অবস্থা ভাল না হয় তাহা হইলে হয়তো মাহিনার হার আরও কমাইতে হইবে। উক্ত ব্যবস্থা ১লা মে তারিখ হইতে বলবৎ হইবে।

প্রঃ—হঠাৎ যদি ঐ অছিলায় সকলের মাহিনা কমাইয়া দেওয়া হয় তবে তাহাদের জীবনধারণ করা কঠিন হইয়া উঠিবে না কি ?

উঃ—সেই কথা ভাবিয়াই ভারত গবর্ণমেণ্ট মালয়ার গবর্ণমেণ্টকে মাহিনা কমাইবার বিশেষ কারণ কি তাহার বিবরণ চাহিয়া পাঠান এবং ইতিমধ্যে হঠাৎ মাহিনা কমাইবার ব্যবস্থা স্থগিত রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন—যে পর্য্যন্ত না সমস্ত ঘটনা ভারত গবর্ণমেণ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে পারেন সেই পর্য্যন্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় মালয়ার গবর্ণমেণ্ট যে মাস হইতেই উক্ত ব্যবস্থা কায়েম করিয়া ফেলিয়াছেন।

প্রঃ—মাহিনা কমাইবার কারণ সম্বন্ধে মালয়া গবর্ণমেণ্ট কি কিছুই জানান নাই ?

উঃ—হাঁ, জানাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, জিনিষ-পত্রের দাম কমিয়া গিয়াছে। রবার রপ্তানির পরিমাণও কমিয়া যাওয়ায় রবারের কারখানা প্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াই চলিতেছে। মাহিনা কমান সত্ত্বেও তাহাদের অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক নহে। অন্যান্য দেশের রবার কারখানায় মজুরদের মাহিনার হার ইহা অপেক্ষা আরও কম।

প্রঃ—উহাদের মাহিনার হার মালয়াতে কিরূপ তোমার জানা আছে ?

উঃ—আমি যা জানি তাহা হইল এইরূপ :—

যেসকল স্থান দুর্গম সেখানে পুরুষ মজুরগণ পায় ৫৫ সেণ্ট এবং স্ত্রী মজুরগণ পায় ৪৬ সেণ্ট ; কিন্তু সুগম স্থানে পুরুষগণ পায় ৫০ সেণ্ট এবং স্ত্রী মজুরগণ পায় ৪০ সেণ্ট ;

প্রঃ—শাস্ত্রীর প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে কি জানা আছে ?

উঃ—১৯৩৭ সনে ভি এস শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে মালয়াতে পাঠান হয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট মালয়াতে ভারতীয় শ্রমিকের চাকরী সম্বন্ধে তাঁহাকে তদারক করিবার জন্যই পাঠান ; তাঁহার পরিদর্শনকালেই মালয়ার গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৭ সনের জানুয়ারি মাসে কিছু মাহিনা বাড়াইয়া দেন। কিন্তু সে সময়ে রবারের দর পাউণ্ড-পিছু ১০ সেণ্ট করিয়া বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং ইণ্টারন্যাশন্যাল রবার রেগুলেশন কমিটি স্থির করিয়া পাঠান যে, ৮০% করিয়া রপ্তানির কোটা বৃদ্ধি হইল।

প্রঃ—ভারত গবর্ণমেণ্ট কি উক্ত মাহিনার যৎকিঞ্চিৎ বৃদ্ধি মানিয়া লইয়াছিলেন ?

উঃ—না। ভারত গবর্ণমেণ্ট বলিয়া পাঠান যে, যে হিসাবে রবারের দাম চড়িয়াছে সেই অনুপাতে শ্রমিকদের মাহিনা অধিক হওয়া উচিত। সে বিষয় লইয়া যে সময় তদন্ত চলিয়াছে তাহার মধ্যে বাজারের অবস্থা বদলিয়া যায়।

প্রঃ—তাহা হইলে এখনও কিছুই সঠিক নিরাকরণ বা নিষ্পত্তি হয় নাই ?

উঃ—সঠিক নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নহে। দুনিয়ার হালচালের সঙ্গে আমাদের জীবন এমনভাবে জড়িত যে কোন একটা কিছুকে শেষ কথা বলিয়া ধরা যায় না।

দি ক্যানাডিয়ান জার্ণ্যাল অব্ ইকনমিকস্ অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স

(নবেম্বর ১৯৩৭)

১। দি নেচার অব্ পলিটিক্যাল অ্যাণ্ড ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ইন দি বৃটিশ ডোমিনিয়নস্।

২। দি রিহ্যাবিলিটেশন অব্ দি প্রেয়ারি হুইট ইকনমি।

৩। সাম আর্লি ফ্রেঞ্চ-ক্যানাডিয়ান অ্যাডভোকেসি অব্ প্রোটেকশন[(১৮৭১-১৮৭৩)।

৪। এ নোট অন দি হাফ্-ব্রীড্ প্রব্লেম ইন ম্যানিটোবা।

৫। রিসেণ্ট পাওয়ার লেজিস্লেশন ইন কুইবেক।

৬। অ্যান আর্লি এক্জাম্পল্ অব্ ডেট অ্যাডজাষ্টমেণ্ট।

দি ইকনমিক জার্ণ্যাল

(জুন ১৯৩৮)

১। মেথডস্ অব রিসার্চ (অনুসন্ধানের প্রণালী)।

২। ইকনমিকস্ অ্যাণ্ড হেয়ার ক্রিটিক্স্ (অর্থনীতি এবং তাহাদের সমালোচক)।

৩। অল্টারনেটিভ ফরমুলেশন অব্ দি থিওরি অব ইণ্টারেষ্ট (সুদ সম্বন্ধীয় নীতির পৃথক করণ)

৪। দি কনসেপ্ট অব হোর্ডিং (জমাইবার ভাব)।

৫। ইণ্ডিয়ান কারেন্সি ইন দি ডিপ্রেশন (ভারতীয় কারেন্সির পতন)।

৬। সাম থিওরেটিকো-টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্টস্ অব অফিসিয়াল ফরওয়ার্ড এক্সচেঞ্জ অপারেশন।

সাউথ আফ্রিকান জার্ণ্যাল অব্ ইকনমিকস্

(জুন ১৯৩৮)

ইকনমিক অ্যাসপেক্টস্ অব দি রিপোর্ট অব্ দি কেপ কর্পাণ্ড কমিশন।

২। ইণ্টারন্যাশন্যাল ট্রেড (আন্তর্জাতিক বাণিজ্য)।

৩। দি হাইডস্ অ্যাণ্ড স্কিন ইণ্ডাষ্ট্রি ইন সাউথ আফ্রিকা : নিড ফর রিসার্চ—(দক্ষিণ আফ্রিকার চামড়ার ব্যবসা এবং তৎসম্বন্ধে গবেষণা আবশ্যক)।

৪। ব্যাঙ্কিং ইন জাভা অ্যাণ্ড সাউথ আফ্রিকা (জাভা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাঙ্ক)।

৫। ইকনমিষ্টস্ প্রোটেষ্টস্ (অর্থনৈতিকদের আপত্তি)।

দি ওরিয়েণ্টাল ইকনমিষ্ট

(জুলাই, ১৯৩৮)

আট বিলিয়ন ইয়েন বাঁচান সম্ভব।

২। চীনের নতুন কাইম শুল্ক।

৩। তুলার আধিপত্য পুনরায় গঠন।

৪। রাইকেন কথাইন্সের উন্নতি।

৫। মাসিক ভাণ্ডার পর্য্যালোচনা।

৬। মাঞ্চুরিয়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিভিডেণ্ড করিয়াছে।

৭। যুদ্ধ এবং বাণিজ্য।

৮। নগরের উপর বিমানপোতের আক্রমণ।

৯। জাপানের উচ্চবংশ।

ইন্সিওরেন্স ওয়ার্ল্ড

(আগষ্ট, ১৯৩৮)

এফুইটি তালিকার ব্যবহার এবং আবশ্যকতা।
নূতন বীমা আইনে কমিশন সম্বন্ধে বাধাবাঁধি।
পণ্ডিত সনাতনম্ এবং অন্যান্য এক্চুয়ারিগণ।
বিদেশী বীমাবার্ত্তা।

আমেরিকান সোসিঅলজিক্যাল রিভিউ

(আগষ্ট, ১৯৩৮)

যুদ্ধের কারণ ও নিয়ন্ত্রণ।
যুদ্ধের একটী উপেক্ষিত লক্ষণ।
বক্তাবিষয়ক নিয়ম।
৪। শক্তি দূত।
৫। ছাপাখানায়, ছায়াচিত্রে জাতীয়তা।
৬। চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞতার সামাজিক এবং ব্যক্তিগত প্রভাবানুপাতে পরিবর্ত্তন।
৭। সমাজ এবং গল্পের মধ্যে আত্মীয়তা বিষয়ে মনস্তাত্ত্বিকভাবে আলোচনা।
৮। প্রতিষ্ঠানগত সমতা হইতে সামাজিক সমতার বিবর্ত্তন।
৯। ফিজিয়ান নায়কের অংশ।

কোয়ার্টারলি ম্যাগাজিন অব্ দি সোসাইটি ফর দি প্রোটেকশন অব চিলড্রেন ইন্ ইণ্ডিয়া

সোসাইটি ফর দি প্রোটেকশন ইন ইণ্ডিয়া কি?
শিশু-রক্ষা।
শিশুর মধ্যে মৌলিক স্নেহ ও বিরাগ।
শিশু হার্লেকুইন।
বিদ্যালয়ে যাও।

ইণ্টারন্যাশনাল লেবার রিভিউ

(আগষ্ট ১৯৩৮)

১। চিলিয়ান প্রতিষেধক ঔষধের আইন।
২। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে নৌ-শ্রমিক।
৩। যুগোস্লাভিয়াতে কৃষি-শ্রমিক।
৪। রাশিয়াতে এবং চেকোস্লোভাকিয়ায় সামাজিক বীমা।
৫। ক্যানাডার কাপড়ের কারখানা।

"এলেমেন্‌স অব পাবলিক ফিন্যান্স" (রাজস্ব বিজ্ঞান); ডি ফিণ্ডলে সিরাস ; তৃতীয় সংস্করণ ; ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোং ; ৪২ শিলিং নেট ; পৃঃ ১১৪৬।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ফিণ্ডলে সিরাস এবং রাজস্ব-সংক্রান্ত বিজ্ঞান কথা দুইটি গ্রন্থ সমার্থব্যঞ্জক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানকার সমস্ত ছাত্রেরাই তাঁহার লিখিত পুস্তক ব্যতিরেকে অন্য কিছুই জানে না। ১৯২৪ সনের সংস্করণ পরিবর্তিত হওয়ায় তাহাদের সকলেরই মনে নিশ্চয়ই আনন্দ হইয়াছে।

পুস্তকখানি দুইখানি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে। বর্ণনা এবং ঐতিহাসিক অংশে বাস্তবিকই অনেকটা পরিবর্তন দেখা যায়; কিন্তু তথ্য যে অংশে আছে সেখানে বিশেষ কিছু নূতনত্ব হয় নাই বলিলে ভুল হইবে না। রাজস্ব এবং খরচা-সংক্রান্ত তথ্যে আরও কিছু আমরা অধ্যাপক সিরাসের নিকটে আশা করি। সাধারণ এবং ব্যক্তিগত খরচার দিক্ হইতে তুলনামূলক একটি আলোচনায় দেখান হইয়াছে যে, ব্যক্তিগত খরচা বাধ্যতামূলক, কিন্তু সমষ্টিগত ব্যয় সেরূপ নহে। টাকা কর্জ্জ লইলে তাহার সুদ দিতেই হইবে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ব্যয় সমষ্টিগত ব্যয়ের মধ্যে বাধ্যতামূলক বলা চলে। অবশ্য "সুদ" বিষয়ে কিবা ব্যক্তিগত ব্যয় আর কিবা সমষ্টিগত সাধারণ খরচা উভয়ের অবস্থাই সমান। কারণ উহা সকলকেই দিতে হইবে। ভারতবর্ষের মত স্থানে ব্যক্তিগত খরচা বহুপ্রকারের এবং সেকেলে ব্যয়ভার প্রায়ই দেখা যায় বাধ্যতামূলক। এ ক্ষেত্রে "নেট অ্যাডভানটেজ" অথবা "মৃখ্য সুবিধা" নীতি যে ব্যক্তিগত ভাবের ব্যয়ে নিয়োজিত হইতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রগত ব্যয়ে পারে না ইহা বলা কতদূর যুক্তিসঙ্গত হইবে বলা যায় না।

"ক্যাননস অব এক্সপেণ্ডিচার" বা "খরচার নিয়ম-কানুন" বিষয়ক আলোচনার সম্বন্ধে তিনি দেখাইয়াছেন চার রকমের নিয়ম, যথা :—১। বেনিফিট, ২। ইকনমি, ৩। স্যাংশন, ৪। সারপ্লাস। তৎসঙ্গে "পাবলিক এক্সপেণ্ডিচার" সম্বন্ধে শ্রেণী-বিভাগ করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। "পাবলিক ডেটের শ্রেণীবিভাগ এবং "ট্যাক্সেবল্ কেপাসিটি," "ইনসিডেন্স অব্ ট্যাক্সেশন," "অ্যাডভানটেজেস অ্যাণ্ড ডিস্‌অ্যাডভানটেজেস অব পাবলিক ডেট" প্রভৃতি আরও নানা বিষয়ে অতি চমৎকার ও চিন্তাপূর্ণ গবেষণা করা হইয়াছে। পুস্তকখানি ছাত্র এবং শিক্ষক সকলের পক্ষেই সমান আবশ্যক।

"দি ইনকাম ট্যাক্স ইন গ্রেটবৃটেন অ্যাণ্ড রুমানিয়া" (রুমানিয়া এবং গ্রেটবৃটেনে আয়কর); ডাসিলে জি ডাসিলিউ পি এইচ-ডি।

রুমানিয়ান "মিনিষ্ট্রি অব্ ফিন্যান্স" বা রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রী এই পুস্তকের লেখক। লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে ডক্টর ডিগ্রির জন্য পুস্তকখানি প্রদত্ত হইয়াছিল। বইখানিকে চার ভাগ করা চলে, যথা—প্রথম অংশে রুমানিয়ার আয়কর সম্বন্ধে সাধারণ একটা আলোচনা। দ্বিতীয় অংশে আধুনিক আয়কর যাহা গ্রেটবৃটেনে প্রচলিত আছে সেই সম্বন্ধে আলোচনা। তৃতীয় অংশে রুমানিয়ার আধুনিক আয়কর সম্বন্ধে আলোচনা এবং চতুর্থ অংশে দুইদেশের আয়কর লইয়া তুলনামূলক একটি সুন্দর গবেষণা করা হইয়াছে।

উপসংহারে লেখক দেখাইয়াছেন যে, "এবিলিটি থিওরি" সেলিগম্যান যেভাবে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাই যুক্তিযুক্ত এবং গ্রহণীয়। লেখক বলেন যে, "অবজেক্‌টিভ সাবজেকটিভ এবিলিটি টু পে" হইল দুইটি করপ্রথার

চিত্রিতরূপ। কর্মানিয়ার আয়কর সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া লেখক দেখাইয়াছেন যে, অধিকাংশ স্থলেই কর স্থাপনের ফলে কিবা দরিদ্র কিবা ধনী সকলকেই দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়। তবে লেখক ইহাও দেখাইয়াছেন যে, বৃটেনের করদাতারা নীরব তাঁহাদের দেনা প্রদান করেন এবং তাহা স্বেচ্ছায়। কিন্তু কর্মানিয়ার করদাতারা ঠিক ঐরকম স্বেচ্ছায় করদান করা দূরে থাকুক বরং না দিতে হইলেই যেন বাঁচিয়া যায় তাদের এইরূপই মনোভাব।

"এগ্রিকালচার্যাল হোল্ডিংস্ ইন্ দি ইউনাইটেড্ প্রভিন্সেস" (যুক্ত প্রদেশে কৃষির জমি); বৃদ্ধিপ্রকাশ জৈন কর্তৃক লিখিত; সাহারাণপুর; পৃঃ ১৩১।

অবৈজ্ঞানিকভাবে কৃষির জমি বিলি বন্দোবস্ত হওয়ার আধুনিক উপায়ে চাষ করা সম্ভব নহে এবং সেই কারণে ভারতের চাষীরা খুবই কষ্ট পাইতেছে। লেখক বলেন যে, যুক্তপ্রদেশে এইরকম অবৈজ্ঞানিক জমি-বিলির সংখ্যা অতিমাত্রায় দেখা যায়। তিনি জমির বিবরণ ও বিলি এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। শেষের অধ্যায়টিতে দেখাইয়াছেন কি উপায়ে জমি-গুলির উন্নয়নসাধন করিয়া একত্রীকরণ করা যাইতে পারে।

"দি প্রিভেনশন অব্ ফিউচার ক্রাইসিস ইন দি ওয়ার্ল্ড ইকনমিক সিস্টেম" (ভবিষ্যতে পৃথিবীর আর্থিক সঙ্কটের প্রতিরোধ); বস্ কর্তৃক লিখিত; কন্‌স্টেবল অ্যাণ্ড কোং লিঃ; লণ্ডন; ১ শিলিং ৬ পেন্স; ৩৯ পৃঃ।

হের বস্ একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। ইনি বস্ ওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী এবং রবার্ট ওয়েন টাইপের একজন উদার মতাবলম্বী মানব। কাজেই বুঝা যায়, যে নীতি তিনি তাঁহার নিজের কলকারখানায় নিয়োগ করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা পৃথিবীর অন্য যে কোন ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইলে একই রকমের ফল ফলিবে। কিন্তু এরূপ চিন্তার মধ্যে একটি দোষ থাকিয়া যায় যে, পৃথিবীর বর্তমান সংস্পর্শ ঠিক নাৎসি জার্মাণির মত একরকমের নহে। তাহা বহুভাবে বিকশিত হইয়াছে এবং বহু রকমের ব্যাপারে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার পুস্তিকা-খানির দ্বারা উদ্দেশ্য তাহা ছোট কথায় বলিতে গেলে বলিব তিনটি। সেই তিনটি উদ্দেশ্য আমরা সকলেই মানিয়া লইতে বাধ্য। সত্যই তাহা সফল হইয়াছে এবং তাহা সাফল্যের যোগ্য। প্রথমটি হইল "টেক্-নোলজিক্যাল প্রোগ্রেস" (যন্ত্রপাতির উন্নতি)। দ্বিতীয়টি হইল "ফিউটিলিটি অব্ ক্লাসওয়ার" শ্রেণী-বিরোধের ব্যর্থতা এবং তৃতীয়টি হইল মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে এখন যে মনোভাব রহিয়াছে তাহার আমূল পরিবর্তন।"

"ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার্যাল ইকনমিক্স্" (ভারতীয় কৃষি-অর্থ-নীতি) এ ডি গাটেন কর্তৃক লিখিত; ডি, বি, টারপোরবালা অ্যাণ্ড সন্স কোং কর্তৃক প্রকাশিত; বোম্বে; পৃঃ ৩২৪।

বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে বর্সাদ তালুকের পল্লী-জীবন সম্বন্ধে বইখানিতে সুন্দর আলোচনা হইয়াছে। অবশ্য বর্ণনায় বস্তুতান্ত্রিকতার অভাব কোথাও দৃষ্ট হয় নাই এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পর পর বস্তুগুলি সাজানও ঠিক হইয়াছে। লেখক যেখানে উপসংহারে মতবাদ প্রকাশ করিতে গিয়াছেন সেখানে তাঁহার কল্পনার আধিক্য প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার মূল ভ্রান্তি হইয়াছে এই যে, বর্সাদ ও ভারত এক নহে, উহা সমগ্রের অংশ মাত্র; কাজেই ইহা বলা যাইতে পারে যে, বর্সাদের বিষয় যাহা উল্লেখযোগ্য তাহাই সমগ্র ভারতের বিষয়বস্তু বলিয়া ধরিলে ঠিক হইবে না।

"অ্যাগ্রিকালচার্যাল মার্কেটিং ইন ইণ্ডিয়া" বি, বি, মুখার্জি এম্, এ; থ্যাকার স্পিঙ্ক অ্যাণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; কলিকাতা; ১৯৩৭; পৃঃ ২৫৯; মূল্য ৪৷৷০ মাত্র।

কৃষি সম্বন্ধীয় অর্থনীতির পুস্তকের যে অভাব ছিল তাহা এই পুস্তকখানির দ্বারা পূরণ হইয়াছে। মিঃ মুখার্জির বইখানি ১৪টি অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। বাজার, দালাল, বিক্রয়ের প্রণালী, বিক্রয়ের জন্য অর্থ, ওজন, ভেজাল প্রভৃতি নানারকম আবশ্যক আলোচনায় বইখানি পূর্ণ। লেখকের আলোচনা বস্তুতান্ত্রিকভাবেই হইয়াছে এবং তাঁহার যৌলিকত্বও বহুস্থলে প্রকাশিত হইয়াছে।

১। "দি পাবলিক চাইল্ড ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অব্ কলাম্বিয়া" (কলাম্বিয়া প্রদেশে সাধারণ শিশু-মঙ্গল বিষয়ক কার্য্যপ্রণালী); এম্মা ও লুতবার কর্ত্তৃক লিখিত; ওয়াশিংটন; ইউ, এস, চিলড্রেন বিউরো কর্ত্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৭; বিউরো পাবলিকেশন নং ২৪০।

২। "কো-অপারেটিভ টেলিফোন এসোসিয়েশনস" ১৯৩৬; ফ্লোরেন্স ই, পার্কার; ওয়াশিংটন; ইউ, এস, বিউরো অব্ লেবার ষ্ট্যাটিসটিক্স; ১৯৩৮।

৩। "দি প্রোলিটারিয়েট: এ চ্যালেঞ্জ টু ওয়েষ্টার্ণ সিভিলিজেশন।" (দরিদ্র সাধারণ; পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বিরুদ্ধতায় আহ্বান); গোয়েন্থ, এ, ব্রিক্স্ কর্ত্তৃক লিখিত; নিউইয়র্ক; ম্যাক্-গ্র-হিল্ বুক কোং; ১৯৩৭; ২৭৯ পৃঃ।

৪। "আরবিট্রেশন অ্যাণ্ড দি ন্যাশান্যাল লেবার রিলেশন্স্ বোর্ড" (সালিশী এবং জাতীয় শ্রমিকের সম্বন্ধ বিষয়ক বোর্ড); এগবার্ট নিকল্স্ এবং জেমস্ ডাবলিউ, লোগান; নিউইয়র্ক, এইচ, ডাবলিউ উইলসন্ কো; ১৯৩৭; ৩৪৫ পৃঃ।

৫। "অ্যাগ্রিকালচারেটিক্যাল ইনভেন্টরি অব্ অকিউপেশনস্, বাই ইন্ডাস্ট্রিস অ্যাণ্ড সোসিয়াল ইকনমিক গ্রুপ্স্"; ওয়াশিংটন; ইউ. এস্. বিউরো অব্ দি সেনসাস্; ৪৪২ পৃঃ।

৬। "কেরিয়ার্স ইন্ ফরেষ্ট্রি" (জঙ্গল-সংক্রান্ত জীবন); ইউ. এস্. ফরেষ্ট সারভিস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত; ওয়াশিংটন; ইউ. এস্. ডি, অব্ এগ্রিকালচার; ১৯৩৮; ১৫ পৃঃ।

৭। "প্রফেশানাল এডুকেশন" (ব্যবহারিক শিক্ষা); সিডারপুল, ইংলণ্ড; সিডারপুল এডুকেশন; ১৯৩৭; ১২১ পৃঃ।

৮। "প্রফিট শেয়ারিং কর ওয়েজ-আর্নার্স" (বেতনভোগীদের মধ্যে লাভবণ্টন); সি ক্যানবি বল্ডার্সটন; নিউইয়র্ক; ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স্ কাউন্সিলস; ১৯৩৭; ১৫৬ পৃঃ চার্ট সহ।

৯। "ইউথ ইন্ বৃটিশ ইনডাষ্ট্রি" (বৃটিশ কলকারখানায় যুবার দল) এ সারভে অব লেবার কনডিশন্স্ টু-ডে (আধুনিক শ্রমিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা); জন গোলান; লণ্ডন; ভিক্টর গোলাঞ্জ, লিঃ; ১৯৩৭; ৩৪৪ পৃঃ।

১০। "লেবার অন্ দি মার্চ" (যাত্রার পথে শ্রমিক) এডওয়ার্ড লিডিন্সন্; নিউইয়র্ক, লণ্ডন, হার্পার; ১৯৩৮; ৩২৫ পৃঃ।

১১। "এগ্রিকালচার্যাল পোলিটিক্স" (কৃষি-বিষয়ক রাজনীতি); ১৯১৫-১৯৩৫; ডাবলিউ ফিলিপ্ গেক্কক্; ইপ্সুইচ; ডাবলিউ ই হ্যারিসন; ১৯৩৭; ১৪০ পৃঃ।

১২। "ষ্টেট অ্যাণ্ড ফেডারাল গ্রান্টস্ ইন্ এড" (ষ্টেট এবং ফেডারাল সাহায্য); নিউইয়র্ক, চিকাগো; হেরারবুল্; ১৯৩৮; ৫৫০ পৃঃ, মূল্য ৪ ডলার।

১৩। "দি মিনেস্ অব বৃটিশ ডিপপুলেশন" (বৃটিশ লোকসংখ্যার হ্রাস সম্বন্ধে ভীতি), সি এক্স ম্যাক্-গ্রেগার; লণ্ডন; ভূর্জ এলেন অ্যাণ্ড আনউইন্; ১৯৩৭; ১৪৮ পৃঃ।

১৪। "দি গ্রোথ অব্ আমেরিকান ম্যানুফাকচারিং এরিয়াস্" (মার্কিন কলকব্জার অধিকার বিস্তৃতির বৃদ্ধি); ইউনিভার্সিটি অব্ মিচিগান্ বিউরো অব্ বিজনেস্ রিসার্চ; ১৯৩৮; ৬৯৮ পৃঃ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে ?

ডক্টর শ্রীবিনয়কুমার সরকার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৮৭৬ সন হইতে ১৯১৩ সন পর্য্যন্ত রাইথ্‌স ব্যাঙ্কের কারবারে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ মোটা দাঁও মারিয়াছে তাহা নিম্নের অঙ্কগুলার উপর চোখ বুলাইলেই টের পাওয়া যাইবে :—

১৮৭৬-১৯১৩

নিট্ লাভের শ্রেণী-বিভাগ

মোট আয়	১,৩৬৮,০২৩,৬১১ মার্ক
মোট ব্যয়	৪৮২,০৬৩,৬১১
নিট্ লাভ	৭৭৯,০২৯,৮৮০
নিট লাভের সরকারী হিস্যা	৩৭৬,২৮০,০৮৩
নিট্ লাভে অংশীদারদের হিস্যা	
(ক) পরিশোধিত	৩৬৪,০৬৪,০০০
(খ) জমা	১,০১৪
মজুদ তহবিল	৩৮,৬৮৪,৭৬৩ মার্ক

সুতরাং গবর্ণমেণ্ট নিট্ লাভের "সিংহের ভাগই" গ্রহণ করিয়াছে, কারণ সরকারী হিস্যার বরাদ্দ ৪৮·৩% ; পক্ষান্তরে অংশীদারদের নিকট পরিশোধিত হিস্যার বরাদ্দ ৪৬·৭% মাত্র।

তবে এ হিসাবে সরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে পুরাতন রাইথ্‌স ব্যাঙ্কের বাঁক ফ্রাঁস অপেক্ষা বেশী বাহাদুরি দেখাইবার উপায় নাই। কারণ ১৮৯৭ সনের ১৭ই নবেম্বরের আইন অনুসারে বাঁক ফ্রাঁসকে নূতন কতকগুলি সুবিধা দান করিয়া তাহার বিনিময়ে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট নিজের অধিক সুবিধা ভোগের যে ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে তাহা মোটেই ফেলিতবা চিজ নয়। প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থা দ্বারা ফরাসী রাষ্ট্র ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ সনে ব্যাঙ্কের নিকট গৃহীত ৪ কোটি ফ্রাঁর সুদ হইতে রেহাই পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বাঁক যতদিন সুবিধা ভোগ করিবে গবর্ণমেণ্ট ততদিনের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ৪ কোটি ফ্রাঁর আর এক দফা কর্জ্জ আদায় করিয়া লইয়াছে। তৃতীয়তঃ, বাঁক যে পরিমাণ ডিস্কাউণ্ট ভোগ করে তাহার এক-অষ্টমাংশ পরিমিত অর্থ গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে বাধ্য আছে। এই অর্থের পরিমাণ অন্ততঃ ২০ লক্ষ ফ্রাঁ হওয়া চাই-ই। চতুর্থতঃ, ডিস্কাউণ্টের হার যদি ৫%এর বেশী হয় তাহা হইলে অংশীদারদের হিস্যা হইতে অতিরিক্ত কাটিয়া লইতে হইবে। যাহা বাকী থাকিবে তাহার সিকি ব্যাঙ্কের পুঁজিতে যোগ দিয়া তিন-চতুর্থাংশ রাষ্ট্রের তহবিলে জমা পড়িবে।

১৯১১ সনের ডিসেম্বর মাসের আইনে তৃতীয় ধারা সম্বন্ধে কিছু রদ-বদল করা হইয়াছে। ডিস্কাউণ্টের হার ৫%এর বেশী হইলে রাষ্ট্রের হিস্যা ¼ হইতে ½ এ পরিণত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিকন্তু উক্ত আইনদ্বারা গবর্ণমেণ্ট বিনা সুদে ২ কোটি ফ্রাঁ ধার লইবারও ব্যবস্থা করে।

নিম্নের তালিকায় বাঁক কর্ত্তৃক রাষ্ট্রের নিকট প্রদত্ত টাকার হিসাব দেওয়া গেল :—

	ফ্রাঁ	
১৮৯৭	২,৭৪২,০০০	
১৮৯৮	৩,৩৪৩,০০০	
১৮৯৯	৪,৮৪৭,০০০	৫,৪৩৩,০০০
১৯০০	৫,৬০৫,০০০	৪,৭২০,০০০
১৯০১	৪,১০৭,০০০	৫,৭৩৩,০০০
১৯০২	৩,৭৭৭,০০০	৭,২২৬,০০০
১৯০৩	৪,৩১৪,০০০	৮,৭২৩,০০০
১৯০৪	৪,৫১১,০০০	১৩,৬২৫,০০০
১৯০৫	৪,২২৫,০০০	
	মোট	৯৫,৮৬১,০০০

১৯২৮ সনের ২৩শে জুনের চুক্তি অনুসারে নয়া বাঙ্ক গবর্ণমেণ্টকে ৩০০ কোটি ফ্রাঁ বিনা সুদে ধার দিয়াছে, এই দেনা ১৯৪৫ সনে শোধ দেওয়া হইবে। সুতরাং বাঙ্কের নিকট ফরাসী রাষ্ট্রের বিনা সুদে ঋণের পরিমাণ ৩২০ কোটি ফ্রাঁ (নয়া ফ্রাঁ)।

ব্যাঙ্ক অব্ ইংলাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা পুরাপুরি বে-সরকারী। এর উপর রাষ্ট্রের কোনো ক্ষমতাই নাই। অংশীদারগণই সর্ব্বে-সর্ব্বা। তাহারাই নিজেদের মধ্য হইতে ডিরেক্টর-সভা গঠন করে। এই ডিরেক্টর-সভায় যে সদস্য আছে তাহাদের মধ্যে কাহারই কর্ম্মচারী বা মালিক-রূপে অন্য কোনো ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ নাই। একজন গবর্ণর এবং তাঁহার সহকারী ডেপুটী গবর্ণর আছেন ; এবং ইহারা উভয়েই দুই বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহারা উভয়েই শোধ ডিরেক্টর-সভার লোক।

বাঙ্কের নিকট হইতে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট যে মোটা মোটা আর্থিক সাহায্য ও বিনা সুদে ঋণ ভোগ করিয়া থাকে ১৯২৮ সনের রাইখ্‌স বাঙ্ক আইনের নিকট তাহা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত বস্তু। জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট বড় জোর ১০ কোটী মার্ক ধার লইতে পারে ; কিন্তু তাহা সরকারী বৎসরের মধ্যেই শোধ দিতে হয়। সুদও রীতিমতভাবে দিতে হয়। তবে সরকারী ডাক ও রেল বিভাগকে উর্দ্ধপক্ষে ২০ কোটি মার্ক ধার দেওয়ার জন্য রাইখ্‌স বাঙ্ককে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু নিট লাভের ১২% মজুর তহবিল এবং ৮% অংশীদারদের বাঁটিয়া দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা রাইখ্‌স বাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েই ভোগ করে।

তবে রাইখ্‌স বাঙ্কের কারবারে লাভের ভাগ লইতেছে বিধা জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট যে খুব বেশী লাভবান্ হইয়াছে তাহা মনে হয় না। মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্থিতিসাধনের পর প্রথম বৎসরের হিসাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহা বেশ বুঝা যাইবে। নিম্নে ১৯২৯ সনের যে অঙ্কগুলা দেওয়া হইল তাহা বেশ প্রণিধানযোগ্য :—

মোট আয়	৩০৭,০৭৩,৩৪০ রাইখ্‌স মার্ক
মোট ব্যয়	১৮৪,৫৪৯,১৫৯
নিট লাভ	১২২,৫১৪,১৯১
মজুর তহবিল	২৪,৫০২,৮৩৮
অংশীদারদের লভ্যাংশ	
(ক) পরিশোধিত	৯,০০০,০০০
(খ) জমা	৩৩,৪০৩,৬০০
গবর্ণমেণ্টের হিস্সা	৫৫,৬০৮,৫১৪

নয়া রাইখ্‌স বাঙ্ক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে বটে, তবুও নিট লাভের "সিংহের ভাগ" অর্থাৎ ৪৫·৪% সরকারই ভোগ করিবার অধিকারী।

কিন্তু ব্যাঙ্ক অব্ ইংলাণ্ডের বেলায় আমরা যেন আর একটা নয়া জগতে উপনীত হই। সরকারী নিয়ন্ত্রণ, এমন কি উহার সংস্পর্শ হইতেও পূর্ণ অব্যাহতি এই বাঙ্কের গঠনতন্ত্র বা কাঠামোর প্রধানতম সর্ত্তরূপে লক্ষ্যিতে হইবে। পূর্ব্বেও এসম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। নয়া রাইখ্‌স বাঙ্কের চেয়েও ব্যাঙ্ক অব্ ইংলাণ্ড এ সম্বন্ধে বেশী সুবিধা ভোগ করে। কারণ রাইখ্‌স বাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের বেলায় জার্ম্মাণ প্রেসিডেণ্টের অনেকখানি হাত আছে। তাহা ছাড়া বাঙ্ক ফ্রান্সের বিনা সুদে রাষ্ট্রকে কর্জ্জদান, আর ফরাসী ও জার্ম্মাণ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক লাভের মোটা অংশ রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেওয়া ব্যাঙ্ক অব্ ইংলাণ্ডের ইতিহাসে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। তবে নোট বিভাগে প্রতি বৎসর যে লাভ দাঁড়ায় তাহা অবশ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উপভোগ করে ; কিন্তু এই টাকার পরিমাণ এমন কিছু হাতী-ঘোড়া নয়। অন্য পক্ষে গবর্ণমেণ্ট ঋণের জন্য এই ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের মতই গবর্ণমেণ্টের নিকট পারিশ্রমিক আদায় করিয়া থাকে। সুতরাং দুই পক্ষই কেহ কাহারও অধীন না হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করিতেছে।

ধনবিজ্ঞানে বণ্টন-তত্ত্ব

শ্রীপঞ্চকুমার মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল

"বণ্টন" শব্দের অর্থ কি ?

উৎপন্ন দ্রব্যের বিভাগ করাই হইল বণ্টন। উৎপাদনের নিমিত্ত যে চারিটী "অনুসঙ্গ" অত্যাবশ্যক তাহাদের সকলের মিলিত চেষ্টায় উৎপাদিত দ্রব্যকে ভাগ করিতে হয়। উৎপন্ন দ্রব্যের বা জাতীয় অর্জ্জনের চারিটী অনুসঙ্গ হইল—ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন বা একত্রীকরণ। ইহাদের প্রত্যেকের এক একটী অংশ উক্ত জাতীয় অর্জ্জনের মধ্যে আছে। ভূমির অংশকে বলি "খাজনা", শ্রমের অংশকে বলি "মজুরি", পুঁজির অংশকে বলি "সুদ," সংগঠন বা একত্রীকরণের অংশকে বলি—"মুনাফা"।

কোন্ জিনিষটা বণ্টন হইয়া থাকে ?

ন্যাশন্যাল ডিভিডেণ্ড বা জাতীয় অর্জ্জনই বণ্টিত হইয়া থাকে। দেশের প্রকৃতিজাত দ্রব্য হইতে শ্রম, পুঁজি, সংগঠন প্রভৃতি দ্বারা যে ব্যবহার্য্য বস্তু প্রস্তুত হয় তাহাকে দেশীয় বাস্তব উৎপাদন বলি। দেশীয় বাস্তব উৎপাদনের সঙ্গে যখন জাতীয় কার্য্যাদি যুক্ত হয় তখন সমগ্রকে জাতীয় উৎপাদন নাম দেওয়া হয়।

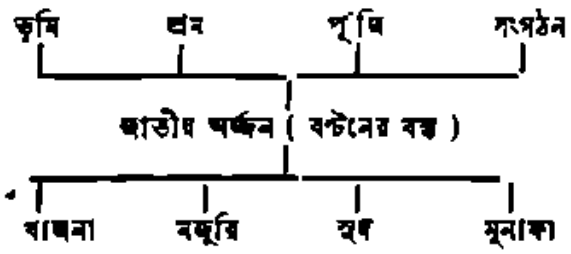

"জাতীয় অর্জ্জন" বা "ন্যাশন্যাল ডিভিডেণ্ড" বলিতে বুঝায় একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মোট উৎপাদন। উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন অনুসঙ্গের আয়ের উপায় হইল উক্ত জাতীয় অর্জ্জন। ইহা নিম্নলিখিতভাবে সাধারণতঃ ভাগ করা হইয়া থাকে :—

(ক) শ্রমের জন্য—মজুরি
(খ) ভূমির জন্য—খাজনা
(গ) পুঁজির জন্য—সুদ
(ঘ) সংগঠনের জন্য—মুনাফা

মার্শালের মতে "জাতীয় অর্জ্জন"

মার্শালের মতে "জাতীয় অর্জ্জন" একটা নির্দ্দিষ্ট জমা নহে, তাহা হইল প্রবাহ, যাহাতে বাড়্তি বা কম্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তিনি বলেন নদীর জলের যেমন জোয়ার-ভাটা হয় সেইরকম ইহারও বাড়্তি কম্তি হওয়া সম্ভব। ইংরেজ অর্থশাস্ত্রী মার্শালই সর্ব্বপ্রথমে এইরূপ "জাতীয় অর্জ্জন" বিষয়ক ধারণা পোষণ করেন এবং সেই জন্য "ওয়েল্থ ফাণ্ড" বা "পারিশ্রমিক তহবিল" তত্ত্ব উঠিয়া যায়।

তিনি বলেন "জাতীয় সম্পদ্" এবং "জাতীয় অর্জ্জন" দুইটি এক পদার্থ নহে। সম্পদ্ বলিতে সমস্ত আর্থিক উপার্জ্জন, লেন-দেন প্রভৃতি আরও কিছু বুঝায়। তদ্দ্বারা জাতির উন্নতির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। উহা মাত্র ইঙ্গিত করিতে পারে যে জাতির গতি কোন্ দিকে। "জাতীয় অর্জ্জন" দ্বারাই উহার উন্নতি বা অবনতির মাপ করা সম্ভব। মার্শাল সুন্দর ভাবে বুঝাইয়াছেন উক্ত "জাতীয় অর্জ্জনে"র মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিষকে গণ্য করা যাইতে পারে বা না পারে। জীবনে ব্যক্তিগতভাবে যে জিনিষকে আমরা "অর্জ্জন" বলিয়া মনে করি না সেগুলিকে "জাতীয় অর্জ্জনের" মধ্যেও ফেলিতে পারি না। মনে করুন কেউ বা ওকালতীর সঙ্গে একটু ডাক্তারিও জানেন। বাড়ীতে সাধারণ অসুখ করিলে হয়তো নিজের জানমত ঔষধ দিয়াই আরোগ্য করেন। এ স্থলে বলিতে পারিতো যে তাঁহার ডাক্তারির কার্য্য "জাতীয় অর্জ্জনের"

মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। উহা "জাতীয় অর্জ্জনের" মধ্যে যাইতে পারে না কারণ উহা ব্যক্তিগত অর্জ্জনই হয় না। এই ভাবে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, মানুষের ব্যক্তিগতভাবে উপকার করা, নিজস্ব দ্রব্যাদি ব্যবহার করায় যে উপকার পাওয়া যায়, কিংবা সাধারণের ব্যবহার্য্য বস্তু যাহার জন্য কোন পয়সা লাগে না, যেমন সাঁকো, পার্ক প্রভৃতি ব্যবহার জাতীয় অর্জ্জনের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

দেশের মজুর ও পুঁজি লইয়া প্রকৃতিজাত দ্রব্য হইতে যে নিট্ ব্যবহার্য্য বস্তু উৎপাদন করা হয়, বাস্তব ও অবাস্তব উভয় ধরিয়া এবং অন্যান্য উপকারী কার্য্য সকলকিছুর সমবেত ফল হইল "জাতীয় অর্জ্জন"। মার্শ্যাল বলেন যে "নিট্" এই শব্দটীর দ্বারা "জাতীয় অর্জ্জন" নির্দ্ধারণ করা সহজ হয় কারণ যতটা বিনষ্ট পদার্থ বা ক্ষতি ও মেরামতী মতে চলিয়া যায় তাহা মোট অর্জ্জন হইতে বাদ দিয়া লইয়া তবে "নিট্" অর্জ্জন বুঝা যায়। এই "নিট্" অর্জ্জনকেই জাতীয় অর্জ্জন বলিয়া তিনি মনে করেন।

ইংরেজ অর্থশাস্ত্রী পিগু বলেন যে, জাতীয় অর্জ্জন বলিতে বুঝায় একটী জাতীয় বাস্তব আয়ের যে অংশটী টাকার দ্বারা মাপ করা যায়। উহার মধ্যে বিদেশজাত আয়ও ধরিয়া লইতে হইবে। ইংরেজ পণ্ডিত হ্যাম্পও জাতীয় অর্জ্জনের ঐরূপ বিবরণী দিয়াছেন।

জাতীয় অর্জ্জনকে পৃথক করা হইতেছে টাকার মাপকাঠি দিয়া। টাকার লেনদেনের ভিতর দিয়া যেসকল জিনিষ অতিক্রম করিয়াছে তাহাদের সহিত বিনা টাকায় দ্রব্যাদির আদান-প্রদানের মধ্যে একটী পার্থক্য আছে। পিগু একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়া ধাঁধাঁর সৃষ্টি দেখাইয়াছেন। মনে করুন কোন বাড়ীতে একজন রাঁধুনিকে গৃহকর্ত্তা বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর মাহিনা হিসাবে রাঁধুনি কিছু পাইবে না, কিন্তু তাহার কাজগুলা তখনও থাকিয়া যায়। এ স্থলে পরিষ্কারভাবে দেখা যাইতেছে যে, "কাজ" বা (সারভিস্) থাকা সত্ত্বেও টাকার লেনদেন বন্ধ হওয়ায় জাতির অর্জ্জনের ঘাঁটতি হইয়াছে।

মার্কিণ অর্থশাস্ত্রী ফিশারের মতে আবার "জাতির অর্জ্জন" বলিতে আসলে বুঝাইবে একবৎসরের মধ্যে কতটা জিনিষ একটা জাতি প্রত্যক্ষভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে ব্যয় বা ব্যবহার করিয়াছে। মার্শ্যাল বলেন সারা বৎসরের উৎপাদন আর ফিশার বলেন সারা বৎসরের ভোগ বা ব্যবহারই জাতীয় অর্জ্জনকে নিরূপিত করে। কিন্তু ফিশারের মত অপেক্ষা মার্শ্যালের মতই প্রচলিত বেশী, কারণ উহা ব্যবহারিক জীবনে সহজে হিসাব করা যায়।

ইংরেজ অর্থশাস্ত্রী কেনান "জাতীয় অর্জ্জন" বস্তু বা শব্দ একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন একটা জাতির আয় ঠিক করিতে গেলে আরও অন্যান্য জাতির সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয় একথা সত্য। একজন ইংরেজের আয় হয়তো আমেরিকার উৎপাদন ও চীনের চাহিদার উপর নির্ভর করে। কাজেই পুরাদস্তুর কোনো এক জাতির কতটা অর্জ্জন তাহা নিরূপণ করা যায় না। সমগ্র জগতের অর্জ্জন নিরূপণ করাই যুক্তিযুক্ত, কিন্তু তাহা অসম্ভব।

জাতীয় অর্জ্জন নিরূপণে বাস্তব উৎপাদন যাহা-কিছু তাহার নিরূপণ করা যায়, অথবা ব্যয় বা ব্যবহারের মাপ-কাঠি ঠিক করা যায়। কিন্তু "সারভিস" বা কার্য্য নিরূপণের উপর অর্থশাস্ত্রীরা বিশেষ জোর দেন নাই কেন বুঝা যায় না। "সারভিস" বলিতে মার্শ্যালের মতে উপকারী কার্য্যাদিকেই বুঝায়; কিন্তু উপকারী শব্দের অর্থ কি? ডাক্তার উপকার করে, উকিল উপকার করে, পুলিশ উপকার করে, নাপিত চাকর সকলেই উপকার করে—এ স্থলে উপকার শব্দের অর্থ অভাব-পূরণ করা। তাহা হইলে যাহারা মনের খোরাক যোগায়, দেহের লালসার খোরাক যোগায় তাহাদের কার্য্যকে "সারভিস" বলা যাইতে পারে কি না? যদি তাহাদিগকে 'সারভিস' বলিয়া ধরি তাহা হইলে তাহার মাপকাঠি কিরূপে নির্দ্ধারিত হইবে? সকল সময়ে টাকার লেন-দেনের উপর চলিলে "জাতীয় অর্জ্জন" সম্পূর্ণভাবে মাপের মধ্যে পাওয়া যায় না। কাজেই বলিতে পারা যায় যে,

অবাস্তবের প্রকৃত মাপের অভাবে "জাতীয় অর্জ্জন" বিষয়ক আলোচনা অসম্পূর্ণ।

খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর নীতি

রিকার্ডো খাজনার নিম্নরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন :—"ভূমিজাত উৎপাদনের সেই অংশ যাহা জমিদারকে ভূমির নিজস্ব অবিনশ্বর গুণের জন্য দেওয়া হয়, তাহাই খাজনা।"

প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধার বিশিষ্টতাই যে খাজনার উৎপত্তির কারণ সে বিষয়ে রিকার্ডো ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন। সেই কারণে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রথমে শ্রেষ্ঠ গুণের ভূমি কর্ষণ করা হয়, তৎপরে তদ্নিম্ন স্তরের জমি চাষের তাঁবে আনা হয়। তারপরে যখন মানুষের খাবার দ্রব্যের জন্য চাহিদা আরও বাড়িতে লাগিল তখন ক্রমশঃ অধম স্তরের জমিকেও আবাদের তাঁবে আনা হইল। "সুবিধার বিশিষ্টতা" বলিলে শুধুই জমির উর্ব্বরতা বুঝা চলিবে না, ভূমির "অবস্থান"ও সঙ্গে ধরিয়া লইতে হইবে।

রিকার্ডোর মত অবলম্বন করিয়া চলিলে দেখা যায় যে, কোন এক স্থানে যখন লোকে প্রথম আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে তখন চাষ-আবাদের জন্য সবচেয়ে যাহা ভাল জমি তাহাতেই চাষ আরম্ভ করে। যতদিন পর্য্যন্ত উক্ত শ্রেণীর জমি আবাদের জন্য পাওয়া যাইবে ততদিন পর্য্যন্ত উহার জন্য কোন খাজনা দেওয়া হয় না। কারণ ঐসকল জমি হইতে যে উৎপাদন হইবে তদ্দ্বারা আবাদকারীদের জীবন চলিতে পারিবে। তারপর মনে করা যাক আর এক দল লোক সেই জায়গায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিল। কাজেই তাহাদের অভাব মোচনের জন্য সবচেয়ে ভাল জমির নিম্নস্তরের জমিগুলিকে আবাদের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু যতই লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকিবে ততই উৎপাদনের চাহিদা বাড়িয়া চলিবে। তখন আরও জমি আবাদের জন্য লোকে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে। কাজেই ক্রমশঃ নিম্ন, তদ্নিম্ন স্তরের জমিও কর্ষণ করার জন্য মানুষের দরকার হইবে। এ স্থলে বলুন যে, নিম্নস্তরের জমিগুলির গুণ প্রথম স্তরের জমির সমান নয়—অর্থাৎ প্রথম স্তরের জমি নির্দ্দিষ্ট সময়ের নির্দ্দিষ্ট মেহনত ও পুঁজি খরচে যতটা ফসল দেয় তদ্নিম্ন স্তরের জমিগুলি তদপেক্ষা অল্প ফসল উৎপাদন করে। কাজেই প্রথম স্তরের জমির যে প্রাকৃতিক উৎকর্ষ, গৌরব বা "বিশিষ্টতা" দ্বিতীয় স্তরের জমির উপরে পাইতেছে তাহার জন্যই প্রথম স্তরের জমির খাজনা ধার্য্য হইবে। ঐরূপে যখন তৃতীয় স্তরের জমির আবাদ হইল এবং তাহার ফসল দ্বিতীয় স্তরের জমির অপেক্ষা অল্প হইল তখন দ্বিতীয় স্তরের জমি তৃতীয় স্তরের জমির উপর প্রাকৃতিক উৎকর্ষ বা বিশিষ্টতা লাভ করিল—এই বিশিষ্টতার হেতু দ্বিতীয় স্তরের জমির উপর খাজনা নিরূপিত হইবে। কিন্তু তৃতীয় স্তরের জমি "মার্জিন্যাল" (সীমান্ত) স্তরের জমি। তাহার উপর কোন খাজনা নাই।

রিকার্ডোর নীতি বুঝিতে হইলে আরও দুইটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। রিকার্ডোর চাষ-নীতির দুইটী সীমা আছে—একটি হইল "আভ্যন্তরীণ সীমা" আর একটী হইল "বহিঃসীমা"। যখন লোকে ক্রমশঃ নিম্নস্তরের ভূমি আবাদের মধ্যে লইয়া আসে, তখন "বহিঃসীমায়" পৌঁছায়। যখন কোনো জমি চাষ করিতে করিতে ডিমিনিশিং রিটার্ণ বা "নিম্নগ আয়" দেখা দেয় তখন মানুষ আভ্যন্তরীণ সীমায় আসিয়া ঠেকে।

সমালোচনা

১ম। রিকার্ডোর মতে খাজনার জন্ম হইল ভূমির নিজস্ব এবং অবিনশ্বর প্রাকৃতিক উৎকর্ষের জন্য। কিন্তু দেখা যায় যে, একই ভূমিতে কয়েক বৎসর পরেই উৎপাদন কমিয়া যায়। যদি উর্ব্বরতা সমান থাকে তাহা হইলে উৎপাদনের অংশ সমানই থাকিবে। তাহা ছাড়া ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, রিকার্ডোর মতে "হ্রাস-প্রাপ্তির" নীতি ভূমিতে প্রযোজ্য। যদি উর্ব্বরতা সমান থাকে তাহা হইলে যতই পুঁজি ও মজুর লাগান যাইবে ততই উৎপাদন ক্রমশঃ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু উৎপাদনে "নিম্নগ আয়" প্রভাব বিস্তার করিলে তখনই ইহার উর্ব্বরতা কমিতেছে প্রমাণিত হয়।

অবশ্য ইহা বলিতে পারা যায় যে, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা যায়। উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নহে। তবে বলিতে পারা যায় যে "নিম্নগ আয়" আজ বা কিছুদিনের মধ্যে না আসিতে পারে যদি বৈজ্ঞানিক মতে সার দেওয়া বা চাষ করা হয়। এমন কোন উপায় আজ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই যদ্দ্বারা চিরদিনের জন্য ভূমির উর্ব্বরতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে।

২য়। রিকার্ডোর মতে প্রথম স্তরের ভূমি সর্ব্বাগ্রে আবাদের জন্য গ্রহণ করা হয়, তৎপরে দ্বিতীয় স্তরের, তৎপরে তৃতীয় স্তরের ভূমিকে বর্ধণ করা হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতার কোন উদাহরণই রিকার্ডোর মতকে সমর্থন করে না। কোন দেশেই লোকে প্রথম স্তরের জমিকে বাছিয়া লইয়া আবাদ আরম্ভ করে নাই। বরং দেখা যায় যে, নিম্নস্তরের ভূমি বর্ধণ করিবার পর উচ্চ স্তরের জমি আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। মার্কিণ অর্থশাস্ত্রী কেরী এবং জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রী রসার উক্ত মতবাদ প্রচার করিয়াছেন।

৩য়। মার্কিণ অর্থশাস্ত্রী ডাক্তার লোচ, ইংরেজ অর্থশাস্ত্রী কেয়ার্ণস্ প্রভৃতি অর্থশাস্ত্রিগণ বলেন যে, রিকার্ডোর মতে যে খাজনা উৎপন্ন দ্রব্যের দামের মধ্যে প্রবেশ করে না তাহা সম্পূর্ণ ভুল। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, আমেরিকার একচেটে খাজনার জন্য উৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এস্থলে আর একটি কথা বলা যাইতে পারে যে, "আভ্যন্তরীণ সীমা" ও "বহিঃসীমা" সম্বন্ধে যে ধারণা তাহাও যথাযথভাবে বিচার করিলে সত্য বলিয়া মনে হয় না। রিকার্ডো পরিষ্কার করিয়া একেবারেই দেখান নাই যে, উক্ত দুটী সীমার মধ্যে কোন্‌টী প্রথমে এবং কোন্‌টী শেষে আসিবে, অথবা দুইটী একসঙ্গে চলিবে কি না। তাঁহার লেখা হইতে বুঝা যায় যে, উৎপাদনের "হ্রাসপ্রাপ্তির" জন্য লোকে "আভ্যন্তরীণ সীমার" ইঙ্গিত পায়। অর্থাৎ যখন অন্যান্য জমিতে "হ্রাসপ্রাপ্তির" কার্য্য আরম্ভ হইয়া যায় তখন লোকে "আভ্যন্তরীণ সীমায়" পৌঁছিয়াছে এইরূপ বুঝে। কিন্তু স্থিরভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, যখনই লোক সংখ্যার বৃদ্ধির জন্য জিনিষের চাহিদা বাড়ে তখনই তাহার মূল্যের বৃদ্ধি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যখন মূল্যবৃদ্ধি হয় তখন লাভজনক ব্যবসাতে টাকা পাইবার আশায় কতকলোক "বহিঃসীমা" বাড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিবে অর্থাৎ খারাপ জমিকেও আবাদী জমিতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে। এবং যাহারা চাষ-আবাদের কার্য্য করিয়া বরাবর আসিতেছে তাহারাও লাভের অংশ বেশী করিয়া পাইবার জন্য আরও পুঁজি ও আরও মজুরি লাগাইয়া অধিক উৎপাদনের চেষ্টা করিতে থাকিবে। কাজেই দেখা যাইবে যে, "আভ্যন্তরীণ" এবং "বহিঃসীমা"র আবাদ একই সঙ্গে আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।

খাজনা-তত্ত্ব

অন্যান্য মূল্য যেমন চাহিদা ও সরবরাহের উপর নির্ভর করে জমির মূল্যও ঠিক তদ্রূপ চাহিদা ও সরবরাহের উপর নির্ভর করে। কোনো দেশে খাজনা নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে দেখিতে হইবে কতটা জমি সেখানে পাওয়া যায় এবং তাহার চাহিদা কতটা আছে। সরবরাহের দিকটা নিরূপিত করিবার তিনটি মূল বিষয় আছে—১ম, আবাদী জমির মাপ, ২য়, জমি চাষ করিবার জন্য মজুর-সংখ্যা এবং ৩য়, চাষের জন্য পুঁজি। চাহিদার দিকে লোকসংখ্যা ও তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা আর সেই স্থানের লোকের ক্রয়শক্তি আমাদের দেখিবার দরকার। উভয়ে মিলিয়া জমির খাজনা নিরূপণ করিয়া থাকে।

সরবরাহ ও চাহিদার সাধারণ অবস্থার দ্বারা আবাদী জমির উৎপাদন এবং জমির সীমা উভয়ই শাসিত হইয়া থাকে। একদিকে চাহিদা অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার জোর, লোক-সংখ্যা এবং তাহাদের ক্রয়শক্তি ও আর একদিকে সরবরাহ অর্থাৎ কতটা জমি আবাদ করা হইয়াছে এবং উহার উর্ব্বরতা এবং চাষী-মজুরদের সংখ্যা ও তাহাদের পুঁজি।

জমির খাজনা নিজেই কিছু করে না কিন্তু ইহা জমির উর্ব্বরতা, উৎপন্নের মূল্য জমির সীমা প্রভৃতি দ্বারা শাসিত

হইয়া থাকে। একখণ্ড ভূমির উপর যে পরিমাণ মজুরি ও পুঁজি নিয়োগ করা হয় সেই পরিমাণ মজুরি ও পুঁজি যদি আর একখণ্ড ভূমির উপরে নিয়োগ করা যায় এবং তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ প্রভৃতি পৃথক হয় তাহা হইলে একখণ্ড ভূমির যে "সুবিধার বিশিষ্টতা" আর একখণ্ড ভূমির উপর দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই হইল খাজনার কারণ।

সীমান্তস্থিত উৎপাদনের ব্যয় দ্বারা উৎপন্নের মূল্য নিরূপিত হয়।

খাজনা ও দ্রব্যের মূল্য

আবাদী উৎপন্নের মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে জমির খাজনাও তাহার মধ্যে গণ্য করিতে হইবে কি না? এই প্রশ্ন অর্থশাস্ত্রের আলোচনার একটি প্রধান বিষয়। ইহার প্রথমেই বলা যাক্, যে কোন-কোন অর্থশাস্ত্রীর মতে উহা মূল্য নিরূপণকারী অনুষঙ্গের মধ্যে গণ্য করা উচিত আর এক দল অর্থশাস্ত্রী বলেন তাহা হইতে পারে না।

উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নিরূপিত হয় সীমান্ত উৎপাদন-ব্যয়ের দ্বারা। অর্থাৎ যে ভূমিতে বহু অসুবিধা ও বেশী খরচা করিয়া উৎপাদন করা হইয়াছে এবং যাহার উৎপাদন চাহিদা মিটাইবার জন্য একান্ত আবশ্যক সেই ভূমির আবাদ-খরচা যাহা তাহার দ্বারাই মূল্য নিরূপণ করা হয়। যদি এমন মূল্য নির্দ্দিষ্ট করা গেল যাহাতে সীমান্ত-ভূমির চাষীর খরচা ওঠে না তাহা হইলে সে চাষের কাজ ছাড়িতে বাধ্য হইবে। সে চাষ ছাড়িয়া গেলে উৎপাদনের সরবরাহ কমিয়া যাইবে। যদি চাহিদার মাপ ঠিক থাকে এবং যোগান কমিয়া যায় তাহা হইলে অবশ্যই দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। দ্রব্যের মূল্য যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে তখন অন্যান্য লোকে লাভ পাইবার আশায় চাষের কাজে নামিবে। কাজেই আবার খারাপ জমিরও আবাদ করা হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উৎপন্নের মূল্য সীমান্ত-উৎপাদন-ব্যয়ের নিম্নে যাইতে পারে না। কিন্তু উক্ত সীমান্ত-স্থিত ভূমি কখনও খাজনা দেয় না। কারণ তদপেক্ষাতরের জমি না থাকায় "সুবিধার বিশিষ্টতা" হয় না এবং সুবিধার বিশিষ্টতা না থাকায় জন্য খাজনা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। সেই জন্য সীমান্তস্থিত ভূমির খাজনা কখনও উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে যাইতে পারে না। অথচ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেছে সীমান্ত উৎপাদনের ব্যয় এবং তাহার ব্যয়ের মধ্যে যখন খাজনা কোন রকমে থাকে না তখন খাজনা কখনও মূল্য নিরূপণের "অনুষঙ্গ" হিসাবে গণ্য হইতে পারে না। কিন্তু মূল্যহার যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে খাজনার হার বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহার কারণ হইল যে, মূল্যের হার বৃদ্ধি পাইলে লাভ পাইবার জন্য আরও লোকে চাষের কাজে লাগিবে কাজেই জমির চাহিদা বাড়িয়া যাইবে। এক সময়ে একই স্থানে জমির সরবরাহ ঠিক সমানই থাকে অথচ চাহিদা বাড়িয়া গেলে খাজনাও বৃদ্ধি পাইবে। এই জন্য মূল্য বৃদ্ধি পাইলে জমির খাজনা বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কতকগুলি বিশেষ স্থলে খাজনা মূল্যের মধ্যে যাইতে পারে

১। যখন সীমান্ত জমির উপরেও কোন বিশেষ কারণে খাজনা নিরূপিত হয় তখন মূল্যের মধ্যে খাজনা গণ্য হইতে পারে।

২। যদি কোন দেশে একচেটে জমির অধিকার কাহারও হাতে থাকে এবং সে যদি সীমান্ত ভূমির উপরেও খাজনা আদায় করে তাহা হইলে খাজনা মূল্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

ভারতবর্ষে দেখা যায় যে, জমীদারেরা বা গভর্ণমেণ্ট একচেটিয়া মালিক। ইহারা সীমান্তভূমিরও খাজনা লইতে ছাড়িয়া দেন না। কাজেই ভারতবর্ষে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে খাজনা প্রবেশ করে।

যে দিক্ দিয়াই দেখা যাক্ না কেন আমাদের মতে নীতি অর্থাৎ সীমান্ত ভূমির খাজনা না থাকায় মূল্যের মধ্যে খাজনা প্রবেশ করে না। যেখানে তাহার ব্যতিক্রম হয় খাজনাকে মূল্যের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহার দ্বারা নীতি প্রমাণিত হইয়াছে, অপ্রমাণিত হয় নাই।

কর-কল্প

মার্শালের মতে "কোয়াসি-রেণ্ট" শব্দের অর্থ হইল —"মানুষ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত উৎপাদনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে রোজগার এক সময়ে হয় সেই রোজগারটী হইল কোয়াসি-রেণ্ট।" তিনি বলেন যে, ভূমি অথবা প্রাকৃতিক যে সব উৎপাদনের সামগ্রী পাওয়া যায় তাহা সর্ব্ব সময়ে একস্থানে প্রায় স্থির বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু মানুষের তৈয়ারি যন্ত্রপাতির সরবরাহের স্থিরতা কিছু-কালের জন্য হইতে পারে বটে, তাহার পর চাহিদা অনুপাতে সরবরাহ ঠিক করিয়া লইতে পারা যায়।* যদি কিছু সময় দেওয়া হয় তাহা হইলে যন্ত্রপাতির সংখ্যা বাড়ানোর পক্ষে কোনই বাধা নাই। যেসকল উৎপাদনের "অনুসঙ্গের" সরবরাহ চিরস্থির তাহাদের পক্ষে খাজনা নিরূপিত হয় দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই যে কোন বস্তুই হউক না কেন চিরস্থায়ী ভাবে অথবা এককালীন হিসাবে যদি তাহার সরবরাহ স্থির থাকে অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি করার কোন উপায় না থাকে তাহা হইলে তাহের পক্ষেও একরকম খাজনা হইবে না কেন? মার্শালের অভিমত চিরস্থায়ী ভাবে স্থির উৎপাদনের অনুসঙ্গের বেলা খাজনা বলিব, কিন্তু সাময়িক ভাবে স্থির সরবরাহ এমন উৎপাদনের অনুসঙ্গকে কর-কল্প বলিতে পারা যায়। সাময়িক স্থির সরবরাহের উৎপাদন অনুসঙ্গ বলিলে বুঝিতে হইবে যে অল্প সময়ের মধ্যে কোন এক প্রকারের উৎপাদনের যন্ত্রপাতির যতটা চাহিদা ততটা পরিমাণ সরবরাহ বাজারে নাই এবং সেই চাহিদা অনুপাতে সরবরাহ করিতে হইলে কিছু সময় আবশ্যক হইবে। অতএব উক্ত অল্প সময়ে উহার সরবরাহ স্থির এ কথা সত্য। সেই সময়টুকুর মত উক্ত যন্ত্রপাতি বা ভূমি অথবা অন্যান্য চিরস্থায়ী সরবরাহজনক উৎপাদনের অনুসঙ্গের তুল্যই হইল। কারণ সেই সময়ের মধ্যে তাহাদের সরবরাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। আর একটী কথা উৎপাদনের অনুসঙ্গ বলিতে এখানে কলকব্জা, কারখানা বা ঘরবাড়ী প্রভৃতি সব কিছুই বুঝায়।

মনে করা যাক হঠাৎ কোন কারণে মাছের চাহিদা এক স্থানে বাড়িয়া গেল। ফলে যদি সরবরাহ সমানে বাড়ানো না যায় তাহা হইলে নিশ্চয়ই দাম বৃদ্ধি পাইবে। দাম বৃদ্ধি পাইলে লাভের জন্য যে যে মৎস্য ব্যবসায়ীর অতিরিক্ত জাল, নৌকা প্রভৃতি ছিল তৎসমুদয় ব্যবহার করিয়া হঠাৎ চড়া দরের অবসরটুকুতে তাহারা অপর লোকের অপেক্ষা লাভবান হইল। এই যে কতক লোকের অতিরিক্ত লাভ হইল অধিক জাল বা নৌকা থাকার জন্য এবং অন্যে ঐ প্রকার জাল বা নৌকার সরবরাহ হঠাৎ বাজারে একসময়ে পাইল না, সেই জন্য উক্ত অতিরিক্ত লাভকে মার্শালের মতে কর-কল্প নামে অভিহিত করা যায়। কিন্তু কিছুকাল পরে যখন বাজারে নৌকা, জাল প্রভৃতি অন্যান্য মৎস্য ধরিবার সরঞ্জাম আসিয়া পড়িবে এবং সকলেই তাহা কিনিতে পারিবে তখন সকল লোকের লাভই সমান হইয়া যাইবে এবং কর-কল্প বলিয়া কিছুই থাকিবে না।

উপরি উক্ত কারণে বলিতে পারা যায় যে, কর-কল্প অল্প সময়ের জন্য বলিলে ভুল হয় না। মানুষের তৈয়ারি কোন নূতন যন্ত্রপাতি অথবা চাহিদা অনুপাতে সরবরাহের অনুযায়ী পুরাণ যন্ত্রপাতি এক সঙ্গে হঠাৎ পাওয়া দুর্লভ। যাহা একেবারে আবশ্যকীয় ব্যয় তাহার উপরে যে লাভ সেই অতিরিক্ত লাভটি অল্প সময়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, এবং উক্ত অতিরিক্ত লাভটীও যন্ত্রপাতির অভাববশতঃ জন্মিয়া থাকে এবং যন্ত্রপাতির সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইয়া যায়।

ইংরেজ অর্থশাস্ত্রী ক্লার্ক প্রভৃতি অর্থশাস্ত্রীর মতে শুদ্ধ কর-কল্প নামক আর একটি কর হওয়া উচিত। তিনি বলেন যে, মানুষ যখন অতিরিক্ত লাভ করে অল্প সময়ের মধ্যে তাহার কারণ যন্ত্রপাতির সরবরাহ সকলে পায় না বলিয়া। আচ্ছা, যখন যন্ত্রপাতির সরবরাহ খুব বেশী হইয়া যায় এবং সকলেই যখন তাহা পাইতে পারে তখন অতিরিক্ত লাভ চলিয়া যায়। এমন কি এ অবস্থাও আসিতে পারে যে, উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা যে কারণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা কমিয়া গেল। তখন অতিরিক্ত লাভ দূরের কথা লোকসানও যাইতে পারে। সে সময়ে কেন শুদ্ধ কর-কল্প

হইয়াছে বলিতে পারি। তিনি বলেন কর-কল্প দুই প্রকার। যদি অতিরিক্ত লাভ করা যায় তখন "সসিটিভ্ কর-কল্প" বলিবে। আর যদি লোকসান যায় অর্থাৎ সাধারণ আয় অপেক্ষা লাভ পড়িয়া যায় তাহা হইলে "নেগেটিভ্ বা ঋণ কর-কল্প" বলিবে। ল্যাণ্ডের মত গ্রহণযোগ্য বলিয়া অন্যান্য অর্থশাস্ত্রীরা বিবেচনা করেন না, কারণ অধিক বা কম আয় এইটা পরীক্ষার বিষয় নহে, মার্শ্যালের সংজ্ঞা অনুসারে মানুষের তৈরি যন্ত্রপাতির দ্বারা যে রোজগার তাহাই কর-কল্প।

মার্শ্যালের আর একটি অভিমত এই যে, মানুষের নিজের বিশেষ অসাধারণ বা যত্ননিষ্ঠ জ্ঞান বা শক্তি যাহা অর্জিত হইয়াছে তজ্জন্য যে রোজগার তাহাও কর-কল্পের মধ্যে পরিগণিত করিতে পারা যায়। তাঁহার মতে মজুরি বা মুনাফার মধ্যেও কর-কল্প লক্ষ্য করা সম্ভব।

কেনানের মতে মার্শ্যালের উপরি উক্ত অভিমত ভ্রান্তিময়। কারণ তিনি নিজেই যখন বলিয়াছেন যে, কর-কল্প শব্দের অর্থই হইল মানুষের তৈয়ারি যন্ত্রপাতি হইতে অর্জন কিন্তু অর্জিত যত্ননিষ্ঠা বা জ্ঞান কখনই যন্ত্রপাতির সমান হইতে পারে না। কাজেই মানুষের নিজের যে গুণ তাহাকে কর-কল্পের মধ্যে আনা যায় না। এ স্থলে মজুরদের মধ্যে গুণের পার্থক্য হিসাবে আয়ের বিভিন্নতাকে টানিয়া আনা একান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

"মিশ্রণ আয়" নীতির সহিত খাজনার সম্বন্ধ

মার্কিণ অর্থশাস্ত্রী সেলিগ্‌ম্যানের মতে নিম্নগ আয়ই হইল ভূমির খাজনার কারণ। একজন কৃষক যতক্ষণ লাভ পাইবে ততক্ষণই মজুর ও পুঁজি আবাদের জন্য লাগাইবে; কিন্তু যে মুহূর্তে লাভ থাকিবে না তখনই সে আর সেই ভূমির উপর পুনরায় মজুর বা পুঁজি নিয়োগ করিবে না। অপর এক মার্কিণ অর্থশাস্ত্রী টাউসিগও বলেন যে, নিম্নগ আয়ের দিকে গতি না থাকিলে খাজনা হইতেই পারিত না। যদি শ্রেষ্ঠ স্তরের জমি হইতে বরাবর একভাবে উৎপাদন করা যাইত তাহা হইলে লোকে শ্রেষ্ঠ স্তরের জমিতেই কেবল আবাদ করিত। যদি মানুষে যতই মজুরি ও পুঁজি নিয়োগ করিত ততই সেই অনুপাতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি পাইত তাহা হইলে একই জমিতে আবাদ করিত, অন্যান্য জমি আবাদের জন্য আবশ্যক হইত না। ফলে নিম্নস্তরের জমিতে চাষ হইত না এবং শ্রেষ্ঠ স্তরের জমি হইতেই আবশ্যক মত সমস্ত উৎপন্নাদি পাওয়া যাইত। ইহা কিন্তু বাস্তব জগতে হয় না বলিয়াই শ্রেষ্ঠ, মধ্যম এবং অধম স্তরের ভূমিও আবাদের জন্য গৃহীত হইয়া থাকে।

টাউসিগ বলেন যে, একটা এমন অবস্থা থাকিতে পারে যখন হ্রাস-প্রাপ্তির কোন প্রভাবই আবাদের উপর খাটে না। হয়তো পুঁজি ও মজুরি অনুপাতে অধিক মুনাফাও পাওয়া যাইতে পারে, অবশ্য কিছুদিনের জন্য। এরূপ ঘটনা হইতে পারে যখন সত্য আতিয়া হঠাৎ অনাবাদী ভাল জমি পাইয়া যায় এবং সেখানে চাষ আরম্ভ করে। ইহার উদাহরণস্বরূপ আমেরিকার প্রথম আবাদের কথা বলিতে পারা যায়। আবাদের বাঙ্গলা দেশেও সুন্দরবন জমি পোর্টল্যানিএর তাবে যখন প্রথম গবর্ণমেণ্ট আবাদ করিতে দেন তখন ফসল অসম্ভব রকম অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইত। তারপর যে অবস্থা আসিল তাহাতে পুঁজি ও মজুরির অনুপাতে অধিক মুনাফা না পাইয়া ঠিক সমান মুনাফা পাওয়া গেল। টাউসিগ বলেন উর্বর আয়ের কাল চাষের কাজে অতি অল্প থাকে এবং উহা অস্থায়ী। তৃতীয় অবস্থায় মানুষ দেখিবে যে পুঁজি আর মজুরি যতই নিয়োগ করা হয় তাহার অনুপাতে দূরে থাকুক তাহার পরিবর্তে অতি অল্পই উৎপন্ন হইতেছে। এই সময় হইতে নিম্নগ আয়ের প্রভাব ভূমির উপর বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

হ্রাস-প্রাপ্তির প্রভাব যে একই সঙ্গে সকল জমির উপর আসিবে তাহা নহে। হয়তো কোন কোন জমির উপর প্রথম আসিবে এবং অন্যান্য জমিতে তখনও এমন উর্বরতা থাকিতে পারে যে মজুরি ও পুঁজির মুনাফা খুব ভালই পাওয়া যাইতে পারে। সমস্ত চাষের কারবার যে একই সঙ্গে হ্রাস-প্রাপ্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইবে তাহা নহে।

নতুন জমি আবাদের মধ্যে আসিতে পারে অথবা নতুন দেশও মানুষের গোচরে আসিতে পারে। ইতিহাসের দিক্ হইতে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এই ঘটনাগুলি একটী মহাসত্যের মধ্যে অস্থায়ী দৃশ্য মাত্র।

তারপর দেখা যাইবে যে, বৈজ্ঞানিক মতে চাষ আবাদ করায়, রাসায়নিক মতে জমির সার দ্বারা ও নূতন নূতন যন্ত্রপাতির দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তিকে পুনরায় অধিক পরিমাণে ফিরাইয়া আনা যাইতে পারে। এ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধিত প্রাপ্তির কোন সঙ্কেতই পাওয়া যায় না।

ইহা মনে হইতে পারে একই সঙ্গে বৃদ্ধি-প্রাপ্তি ও হ্রাস-প্রাপ্তির প্রভাব আবাদের উপরে আসিতেছে—ইহা অসঙ্গত ও প্রহেলিকা। বাস্তবিক দেখিতে গেলে দুটীই পর পর থাকিতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত নূতন আবাদী জমি পাওয়া যাইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক মতে নূতন নূতন ভাবে চাষের কাজ সৃষ্টি হইবে, রাসায়নিক সার দ্বারা উর্ব্বরতার পুনরুত্থান করিতে পারা যাইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্তির প্রভাব পাইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, হ্রাস-প্রাপ্তির প্রভাব আসা অবশ্যম্ভাবী তাহা আজই হউক বা আরও কিছুদিন পরে হউক। হ্রাস-প্রাপ্তির প্রভাব মাত্র কিছুকালের জন্য বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে।

সুদতত্ত্ব

পুঁজি সাহায্যে আমাদের উৎপাদি হইয়া থাকে বলিয়া সুদের সৃষ্টি হইয়াছে। কেবল মাত্র মজুরি দিয়া আমাদের যতটা পরিমাণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, পুঁজির সাহায্য পাইলে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন পাওয়া যায়। পুঁজির সাহায্যেই যন্ত্রপাতি ক্রয় করা যায় এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যেই উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই জন্য পুঁজির চাহিদাও বাজারে হয়। যতই আমরা অধিক পরিমাণে পুঁজি ব্যবহার করিব ততই উৎপাদির উপায় জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিবে। পুঁজির সাহায্যে যে একটা লাভ হইতে পারে বা হয় সেই জন্য মহাজনেরা সুদ চাহিয়া থাকেন। উক্ত সুদটী ইংরেজ অর্থশাস্ত্রী ম্যাল্থাস, ফরাসী অর্থশাস্ত্রী সে ও মার্কিণ অর্থশাস্ত্রী কেরী মানিয়া লইয়াছেন।

সমালোচনা

১। ভোগার্থে যে পুঁজি গ্রহণ করা তাহার কেন সুদ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে উক্ত সূত্রে সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখই নাই।

২। এ কথা সত্য যে উৎপাদনের জন্য পুঁজি আবশ্যক, কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হিসাবে পুঁজির সাহায্য কিছুই নাই। কাজেই কেবল মাত্র অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হইলেই সেব হইল না, তাহার যদি মূল্য না থাকে তবে তাহার আবশ্যক কি?

৩। উৎপাদিকা সূত্রের দ্বারা সুদ নির্দ্ধারণ করার পক্ষে কতকটা সাহায্য হইয়া থাকে। সুদ দেওয়াই হয় কারণ প্রত্যেক একক কিছু না কিছু উৎপন্ন করিয়া থাকে।

বিরতি বা অপেক্ষা

ইহার মূল কথা হইল উপস্থিত বস্তুর উপরে মানুষের আকর্ষণ ভবিষ্যৎ বস্তুর অপেক্ষা অনেক অধিক। এই সূত্র মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া ইংরেজ অর্থশাস্ত্রী সিনিয়র বলেন যে, যাহার হাতে টাকা আসিয়াছে সে এখনও খরচ করিতে পারে দুদিন পরেও খরচ করিতে পারে। কিন্তু উপস্থিতের উপভোগটা ত্যাগ করিয়া সুদূর এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য উপভোগটা সে সরাইয়া রাখিবে কিসের জন্য? ইহারই জন্য সুদ দেওয়ার ব্যবস্থা। অর্থাৎ মানুষকে সুদের লোভ না দেখাইলে তাহারা উপস্থিতের ভোগকে ত্যাগ করিবে কেন? অর্থাৎ উপস্থিতের ভোগটা যে একজন ত্যাগ করিবে তাহারই মূল্যস্বরূপ সুদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

সমালোচনা

উক্ত সূত্রের সমালোচনায় মার্শ্যাল বলিলেন যে, ত্যাগের জন্য মানুষকে কতটা কষ্ট সহ্য করিতে হয় এ ভাব উহার মধ্যে সুপ্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সকলেই যে ত্যাগের জন্য কষ্ট করিবে এ কথা সত্য নহে। যাহাকে ৫০৲ মাহিনায় সংসার চালাইতে হয় তাহার মাসে ১০৲ বাঁচান

কঠিন হইতে পারে কিন্তু কোনো ভোগপতির পক্ষে মাসিক ৫০০৲ বাঁচানো কিছুই নয়, তার জন্য কোন কষ্ট হইতেই পারে না।

এই জন্য মার্শ্যাল বলিলেন সুদ দিতে হয় কারণ অর্থ ব্যবহার করার জন্য একজনকে অপেক্ষা করিতে হয় বলিয়া। অপেক্ষা করার মজুরি হিসাবে তাহাকে সুদ দিতে হইবে। যখন একজন লোক কিছু টাকা জমাইয়া রাখে তদ্দ্বারা তাহার ভোগ করার আশা জন্মান্তরের জন্য বিসর্জ্জন দেয় না, মাত্র কিছুদিনের জন্য তাহা বন্ধ রাখে। তবে সাধারণ লোকের অপেক্ষা করার ইচ্ছা কম। কেবল যে সঞ্চয়ের দিক্ থেকে অপেক্ষা আবশ্যক তাহা নহে, আধুনিক যে কোন উৎপন্নাদির জন্যও অপেক্ষার দরকার। যে চাষী মাঠে বীজ রোপণ করিয়াছে তাহাকেও অপেক্ষা করিতে হইবে সেই বীজ হইতে গাছ হওয়ার জন্য, সেই গাছে ফল ধরার জন্য তাহার পর ফসল কাটানোর জন্য, তাহার পর বাজারে আসা এবং দর অনুপাতে বিক্রয় হওয়া পর্য্যন্ত। কিন্তু ইতিমধ্যে হয়তো যে দিন-মজুর তাহার ভরণপোষণের জন্য অর্থের আবশ্যক হইতে পারে। এবং উক্ত অর্থ সাহায্য মহাজনেরাই করিয়া থাকে। যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক না কেন মানুষ অপেক্ষা করা ব্যতিরেকে উৎপন্নাদির মূল্য পাইতে পারে না।

এখন বুঝা গেল যে, অপেক্ষা করা উৎপাদনের একটী অনুসঙ্গ। কাজেই তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে সীমান্তরেখার অনুসন্ধান আবশ্যক। যে লোকটী একেবারে সঞ্চয় করিতে অনিচ্ছুক, যে সুদের হার সেই লোকটীও সঞ্চয় করিতে চাইবে তাহাই হইল সীমান্ত সুদ। সমগ্র অপেক্ষার দ্বারা সুদের হার নির্ণয় হয় না, সীমান্ত অপেক্ষার দ্বারা সুদ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কারণ কতগুলি লোক থাকিবেই যাহারা সুদ পাওয়া যাক্ বা না যাক তাহারা সঞ্চয় করিয়া যাইবেই। আবার আর এক প্রকৃতির লোক দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা যদি ভবিষ্যতে মোট সঞ্চিত টাকা অপেক্ষা কমও পায় তথাপি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে তাহারা দ্বিধা বোধ করিবে না। এইসকল ব্যাপারে সঞ্চয় প্রায় প্রাকৃতিক বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু এই উপায়ে যতটা টাকা সঞ্চিত হইয়া থাকে তদ্দ্বারা পুঁজির চাহিদা বাজারে থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপে মিটিতে পারে না। কাজেই সুদের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকিবেই যতদিন পর্য্যন্ত না শেষ লোকটীকেও সঞ্চয় করিবার জন্য মত দেওয়াইতে পারে।

সেলিগ্‌ম্যানও উক্ত সূত্রকে বলিয়াছেন "ফরবেয়ারেন্স" বা সহ্য সূত্র। ভবিষ্যৎ একদিন না একদিন উপস্থিতে পরিণত হইবে, তখন প্রত্যেক একক বস্তুর ভোগ একটা নির্দ্দিষ্ট তৃপ্তি প্রদান করিবে। কিন্তু আজকের দিনে ভবিষ্যতের ভোগটীর যতই বেশী দাম হোক না কেন তাহা উপস্থিতের গণনায় অল্প বলিয়া বোধ হইবে। এই ভবিষ্যৎও উপস্থিত বা বর্ত্তমান ভোগের যে দাম এবং তাহাদের মধ্যে পার্থক্যই হইল সহ্যের পুরস্কার। এই পুরস্কার বা দাম দেওয়া হয় উপস্থিত ভোগকে ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেওয়ার জন্য।

এক সঙ্গে যদি অনেক টাকা হাতে থাকে বা অনেকটা জিনিষ পাওয়া যায়, তখন কতকপরিমাণে সঞ্চয় করিলে আমাদের বিশেষ কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। আমাদের উপস্থিত যতটা টাকা আছে তাহা হইতে সঞ্চয়ের জন্য রাখিয়া দিলে ভোগের জন্য টাকা কম পাওয়া যায়। আমরা তখন উপস্থিতের ব্যবহারকে ভবিষ্যৎ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বলিয়া গণ্য করি। কারণ ভবিষ্যতে সেই টাকাটা কিভাবে পাওয়া যাইবে এবং কত পরিমাণে ভোগার্থে ব্যবহার করা যাইবে সে বিষয়ে আমরা সর্ব্বদাই সন্দিহান। এইভাবে হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, আমরা সঞ্চয় করিতে করিতে এমন একটা যায়গায় আসিয়া পৌঁছিব তখন সঞ্চয় করা উচিত কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহের উদ্রেক হইবে। এবং তাহার পরেও যদি সঞ্চয় করা যায় তখন আর কোন পুরস্কারের সম্ভাবনা থাকে না। এই যে ইতস্ততের অবস্থা, অর্থাৎ উপস্থিত জমাইলে আমার লাভ অধিক হইবে কিম্বা উপস্থিত ভোগ করিলে লাভ অধিক হইবে এই অবস্থা পরিচালনে সঞ্চয় বন্ধ হইয়া যাইবে। এই অবস্থাকেই সেলিগম্যান্ বলেন "মার্জিন্যাল ইন্‌ক্রিমেন্ট অব্ সেভিং"।

আপেক্ষিক সূত্র বা সীমাবদ্ধিত আপেক্ষিক সূত্র যে সুদের হার নির্ণয় করে বলা হইল তাহা কিন্তু কেবল মাত্র সরবরাহের দিকটাই লক্ষ্য করিয়াছে, চাহিদার দিক বাদ পড়িয়া গিয়াছে। কেন না, কি উপায়ে বা কি কারণে লোকে সঞ্চয় করিবে এবং বাজারে পুঁজি বৃদ্ধি হইবে তাহাই দেখান হইয়াছে; কিন্তু তদ্দ্বারা চাহিদার দিক একেবারে লক্ষ্য করা হয় নাই। লোকে পুঁজি ব্যবহার করিবে কি করিয়া বা কেন অথবা তাহাদের চাহিদা অনুপাতে সুদের হার নির্ণীত হইবে এ কথা কোথাও বলা হয় নাই।

সময়ানুসরণ বা এগিও থিওরি

অষ্ট্রিয়ান অর্থশাস্ত্রীরা আর এক উপায়ে সুদের উৎপত্তি দেখাইয়াছেন। সমস্ত স্থলে সময়ই হইল সুদের নির্দ্ধারণ-কর্ত্তা—অর্থাৎ আমরা উপস্থিতকে ভবিষ্যতের অপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়া থাকি এবং উপস্থিত বস্তুনিচয়ের বিষয়ে যতটা নিশ্চিত ভবিষ্যতের বস্তুর উপর আমাদের ততটা আস্থা নাই, কারণ তাহা অনিশ্চিতের মধ্যে। আজ যে জিনিষ বা টাকা আছে তাহার কিছুদিন পরে মূল্য অল্প হওয়ার আশঙ্কাই আমাদের মনে জাগরিত হয়। এই আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা ভাবের জন্য উপস্থিতকে ভবিষ্যতের অপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া মনে করা হয়। আজ যাহা ধার দিবে কিছুদিন পরে সেই টাকার মূল্য হ্রাস হইতেও পারে বা তাহা নাও পাওয়া যাইতে পারে। সেই কারণে সুদের আবশ্যক।

মনে করা যাক বেঙ্গল ব্যাঙ্ক আজকে ২০০০৲ টাকা রামকে ধার দিল। এই ২০০০৲ টাকার দাম পাঁচ বৎসর পরে যে ঠিক এবই থাকিতে পারে না, এই আশঙ্কায় সুদের ব্যবস্থা হইয়াছে। আরও স্পষ্টভর ভাবে সুদের কারণ বুঝিতে হইলে দেখা যাইবে যে, সুদ নিম্নোক্ত কয়টী কারণের জন্যই উদ্ভূত। ১ম—ভবিষ্যৎকে আমরা উপস্থিতের অপেক্ষা কম বুঝিতে পারি, ২য়—উপস্থিত অভাবকে আমরা অধিক পরিমাণে অনুভব করি ভবিষ্যৎ অভাবের অপেক্ষা এবং ৩য়—যতই আমাদের উৎপাদনের উপায় জটিল হইয়া উঠিতেছে ততই আমরা অধিক উৎপন্ন দ্রব্যাদি পাইতেছি বটে, কিন্তু উপস্থিত বস্তুর উপরে ভবিষ্যৎ বস্তুর অপেক্ষা নূতন বিশিষ্টতাও ক্ষেপণ করিতেছি।"

মার্কিণ অর্থশাস্ত্রী ফিশারের মতে প্রথম দুই কারণ অবশ্য ঠিক কিন্তু তৃতীয়টীতে প্রসূতি সূত্র আনিয়া ফেলিয়াছে। অধিক দিন ধরিয়া জটিল প্রণালীতে যে অধিক বস্তু উৎপাদিত হইয়া থাকে এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। অল্প সময়ের মধ্যেও বহু উৎপাদন করা যায়। মহাজনী প্রণালীতে উৎপাদন প্রক্রিয়া হইয়া থাকে বলিয়া ভবিষ্যতের উৎপন্ন প্রচুর হয়। কাজেই ভবিষ্যৎ জিনিষের সরবরাহ যদি চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে তাহা হইলে মূল্যের হ্রাস হইবার সম্ভাবনাই বেশী। এই জন্যই এবং উপস্থিত প্রয়োজনের আধিক্য যে ভবিষ্যতের চেয়ে অনেক বেশী সেই কারণে উপস্থিত বস্তুর মূল্য ভবিষ্যতের বস্তু অপেক্ষা বেশী এবং উপস্থিত বস্তুর বিশিষ্টতাও ভবিষ্যৎ বস্তু অপেক্ষা অধিক দেওয়া হইয়াছে। ফিশার বলিয়াছেন যে, এম্‌বার্কের সূত্রের মধ্য-কথা হইল ভবিষ্যতের নিশ্চয়তার হ্রাস-করণই একমাত্র সুদের কারণ।

ফিশারের মতে সুদের কারণ হইল মানুষের অর্জ্জন ব্যয় করার অধৈর্য্যকে জয় করার জন্য। উক্ত ব্যয়ের অধৈর্য্য আবার অন্য চারিটী ঘটনার উপর নির্ভর করিতেছে। ১ম ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণ, ২য় সময়মত উক্ত অর্জ্জনের বিভাগ বণ্টন। ৩য় অর্জ্জনটী কি কি লইয়া গঠিত, ৪র্থ অর্জ্জন উপভোগ করার নিশ্চয়তা এবং শেষে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব অর্থাৎ ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি।

যোগান এবং চাহিদা

অন্যান্য বস্তুর মূল্য যেভাবে তাহার সরবরাহ এবং চাহিদার উপর নির্ভর করে, সুদের হার ও টাকার সরবরাহ এবং টাকা ব্যবহারের চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। পুঁজির সরবরাহের দিকে দুইটি প্রধান বিষয় আমাদের

সৃষ্টি আকর্ষণ করে—১ম মানুষের সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা এবং তাহার সঞ্চয় করিবার শক্তি। যদি আমাদের আয়ের অপেক্ষা ব্যয় অধিক হয় অথবা আয় যতটা তাহাতে ব্যয় কোন প্রকারে চলিয়া যায় তাহা হইলে সঞ্চয় অর্থ স্বপ্নের কথা হইয়া দাঁড়ায়। যখন ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হয় তখনই আমাদের সঞ্চয়ের অবকাশ হয়। তারপর শুধু আয় অধিক হইলেই হইবে না; ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের ইচ্ছাও থাকা আবশ্যক। চাহিদার দিক্ হইতে দেখিলে বুঝা যাইবে উৎপাদনের জন্য পুঁজির আবশ্যকতা বাড়িয়া গেলে তবেই টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। যখন জটিল প্রণালীতে ব্যবসায়, কারখানা প্রভৃতি অধিক পরিমাণে চলিতে সুরু করিবে তখনই পুঁজি আবশ্যক হইয়া পড়িবে। কিম্বা যদি যুদ্ধ অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণে কোন শাসনকর্ত্তা টাকার চাহিদা বাড়াইয়া দেন তাহা হইলেও পুঁজির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। এই উপায়ে চাহিদা ও সরবরাহ উভয়ে মিলিয়া একটা স্থলে উপস্থিত হইবে সেখানে সুদের হার নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে। যেমন দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সীমান্তস্থিত ব্যবহার এবং সীমান্তস্থিত উৎপাদন ব্যয় উভয়ে মিলিত হইয়া মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এখানেও তদ্রূপ সীমান্তস্থিত সহ এবং সীমান্তস্থিত উৎপাদিকা শক্তি উভয়ে মিলিয়া সুদের হার নির্ণয় করিয়া থাকে।

মোট সুদ ও নিট সুদ

সাধারণতঃ টাকা কর্জ্জ দিলেই আমরা একটা সুদ পাই কারণ অপরকে পুঁজি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া। সেখানে টাকা ফিরাইয়া না পাইবার আশঙ্কা কম এবং যেখানে দেখা যায়, যে লোক ধার লইতেছে তাহার চরিত্র এবং সম্পদ্ ভালই আছে সেখানে সুদের হার অল্পই থাকে। কিন্তু এমন অনেক সময়ে দেখা যাইবে যে, টাকার টাকা সুদ চাওয়া হইয়াছে এবং পাওয়াও গিয়াছে। সেখানে অসঙ্গত সুদের জন্য নিশ্চয়ই অন্য কারণ আছে। হয়তো রাত্রি একটার সময় কোন বাবুর টাকার আবশ্যক হইয়াছে এবং তাকে হয়তো বিশেষ কেহই চেনে না। এমন সময়ে যে টাকা ধার দেয় হয়তো তার বাড়ীর দলীল বন্ধক রেখেই হউক বা গয়না বাঁধা রেখেই হউক, তখন তার টাকা ফিরে পাওয়ার আশা খুবই কম থাকে। তাহার উপর বাড়ী যে তাহার বাঁধা দেওয়ার ক্ষমতা আছে কি না সে সম্বন্ধে খোঁজ না লইয়া বাঁধা রাখার যে বিপদ তাহা মাথায় করিয়া লইয়া যে টাকা ধার দিল সে কেন না টাকার টাকা সুদ এক বৎসরের জন্য কাটিয়া লইবে? সে তো খারাপ দিকটাই ভাবিবে যে তার টাকা জলে গেল—কারণ অজ্ঞাতকুলশীল লোককে একটা পাট্টা রেখে টাকা দিলে, তার বাড়ী ঘর, পাট্টার স্বত্ব, বাটীর স্বত্ব কিছুই না রেখে সে টাকা ধার দিল। এ ক্ষেত্রে টাকার টাকা সুদকে মোট সুদ বলা যায়। বাজার চল্‌তি সুদকে বলে নিট সুদ।

কতকগুলি বিশেষ উপাদান লইয়া মোট সুদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমে ধরিতে হইবে ক্ষতির আশঙ্কার জন্য যে প্রতিভূ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ টাকা উদ্ধার করিবার জন্য ভবিষ্যতের যে অনিশ্চিয়তা এবং অন্যান্য কষ্টের বাবদ একটা মূল্য ধরিয়া দেওয়া হয়। তৃতীয়তঃ ধার দিবার সময়ে যেসমস্ত আনুসঙ্গিক খরচা তাহার বাবদ যে টাকা দেওয়া হয়। চতুর্থতঃ নিট সুদ। প্রথম দফার যে উপাদানের কথা বলা হইল অর্থাৎ "ক্ষতির আশঙ্কার প্রতিভূ দেওয়া" ইহাতে ক্ষতিকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—১ম ব্যবসায়াত্মক ক্ষতি এবং ২য় নৈতিক ক্ষতি। ব্যবসায়াত্মক ক্ষতির মধ্যে বুঝিতে হইবে বাণিজ্যে হঠাৎ কোন লোকসান যাওয়ার জন্য টাকা না দিতে পারার অবস্থা অথবা জিনিষপত্রের দামের তফাৎ হওয়ার জন্য লাভের আশা শূন্য হওয়ার টাকা শোধের অসুবিধা প্রভৃতি। নৈতিক ক্ষতি অর্থাৎ যে টাকা ধার লইয়াছে সে নিজেই হয়তো অসৎ চরিত্রের লোক, কাজেই টাকা ফিরিবার আশা তার নিকটে খুবই কম। এই সকল ক্ষতির আশঙ্কার বিরুদ্ধে যে প্রতিভূ স্বরূপ অতিরিক্ত টাকা সুদ মধ্যে পরিগণিত হয় তাহা মোট সুদের অন্তর্গত। দ্বিতীয় দফায় দেখান হইয়াছে ভবিষ্যতের অনিশ্চিয়তা। যখন কাবুলিওয়ালা পথের পথিককে টাকা ধার দেয়, তখন সে

তাকে চেনে না, জানে না, টাকা শোধ করার ক্ষমতা আছে কিনা তাহারও খবর লয় না, লোকটীর চরিত্র সম্বন্ধে খবর লয় না অথচ টাকা ধার দেয়। টাকা শোধ করার জন্য যে পূর্ণ অনিশ্চিয়তা স্কন্ধে লইয়া কাবুলিওয়ালা লাঠির জোরে টাকা দেয় সেই জন্য তাহারা অতিরিক্ত সুদ আদায় করিয়া লয়। তৃতীয়তঃ যখন টাকা ধার দেওয়া হয় তাহার জন্য অনেক সময়ে লেখা-পড়া করিতে হয় সে জন্য রেজিষ্টারি খরচা, এটর্ণি বা উকিলের খরচা প্রভৃতি নানা রকমের খরচা ঐ সুদের মধ্যে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সব কয়টী উপাদান মিট সুদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মোট সুদ গঠিত করে।

সুদের হার শূন্য হওয়া সম্ভব কি

অর্থশাস্ত্রের মধ্যে সুদসংক্রান্ত একটী তর্ক শুনা যায় যে, সমাজের উন্নতি হইলে সুদের কোন বাতিক্রম হইতে পারে কি না এবং এমন কোন অবস্থায় মানুষ পৌঁছিতে পারে কি না যখন পুঁজির জন্য আর সুদ লাগিবে না।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সভ্যতার প্রভাব যতই বৃদ্ধি পাইবে মানুষ ততই বিবেচনা-বুদ্ধিসম্পন্ন হইবে। অসভ্য যুগের ধারা অনুসারে তখন আর মানুষ বলিবে না যে, "পরে যা হবার তা হবে, এখন তো খেয়ে নি"। সভ্যতার যুগে মানুষ ক্রমশই ভবিষ্যতের অন্ধকার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হয় এবং তাহার লক্ষ্য থাকে ভবিষ্যতের জন্য কিছু না কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা। তাহারা ভাবিতে শেখে যে, যদি বৃদ্ধ বয়সে অসুখ করে, রোজগার না থাকে তাহা হইলে কি হইবে, স্ত্রীপুত্রের জন্য তাহারা উপায় করার কর্ত্তব্য সর্ব্বদাই চিন্তা করে। কাজেই সমাজের উন্নতির সহিত এবং সভ্যতার প্রভাব বৃদ্ধির সহিত পুঁজি বাড়িয়া চলিবে। দ্বিতীয়তঃ যতই যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাণিজ্যের মধ্যে বেশী হইয়া যাইবে এবং যতই জটিল প্রক্রিয়াদির বৃদ্ধি হইবে ততই উৎপন্নের পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়া যাইবে এবং সাধারণ লোকের বুদ্ধি-বৃত্তি বাড়তির পথে চলিবে। মানুষের সেই সঙ্গে রোজগারও বেশী হইবে এবং সমাজে টাকার পুঁজি ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবে। জাতীয় অর্জ্জন সেই সঙ্গে নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু নিম্নগ আয়ের প্রভাব ক্রমশঃ আসিলে প্রতি একক পুঁজি টাকার যাহা আয় তাহা কমিতে থাকা।

টাকা-পিছু রোজগার কমিয়া যাক বা নাই যাক, মানুষের টাকার চাহিদা ঠিকই থাকিবে বরং বাড়িয়া চলিবে। তাহার কারণ তিনটী—১ম—আবিষ্কার এবং সাধারণ উন্নতি সভ্যতার আনুষঙ্গিক ব্যাপার। সভ্যতা বাড়িলে মানুষের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রভাবে নূতন নূতন আবিষ্কার হইতে থাকিবে এবং অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। যদি ধরা যায় আবিষ্কার ও উন্নতি কিছুকালের জন্য স্থগিত রহিল তাহা হইলেও মানুষের সংখ্যা বাড়িবে এবং সেই সঙ্গে তাহাদের চাহিদাও বাড়িবে এবং মানব-সমাজের সুখসম্ভোগ বৃদ্ধি হইবে সেই রকম নানারকম অভাবও আসিয়া জুটিবে। সেই অভাব পূরণ করিতে হইলেই পুঁজি আবশ্যক হইতে থাকা। কাজেই মানুষ এমন অবস্থার কোন সময় পৌঁছাইতে পারে না যখন তাহার পুঁজির আবশ্যকতা শূন্য হইবে।

শেয়ার বাজার

(কলিকাতা, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮)

ইয়োরোপের আর একটি আসন্ন মহাসমরে ইংলণ্ডের জড়িত হইবার সম্ভাবনা যতই নিশ্চিতের দিকে অগ্রসর হইতেছিল কলিকাতা শেয়ার বাজারের কারবার ততই মন্দার দিকে যাইতেছিল। মিউনিক চুক্তির ফলে বিনা যুদ্ধে ইয়োরোপের বর্ত্তমান গোলযোগ মীমাংসিত হওয়ার পর শেয়ার বাজারে পুনরায় কারবার তেজী হইবার যখন সুযোগ উপস্থিত তখন শারদীয় পূজার জন্য অবকাশ আসিয়া পড়ায় বাজারের অবস্থার তেমন কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় না।

আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে বাজারের অবস্থা তেজীই ছিল—ক্রমে অন্যান্য শেয়ার একটু নরম হইলেও করলাখনির শেয়ার দর মোটা আগষ্ট মাসেই তেজী ছিল—মাঝে ইণ্ডিয়ান আয়রণ কোম্পানী শেয়ার প্রতি ২৲ টাকা মুনাফা ঘোষণা করিয়া বাজারে কিছু কৌতূহল সৃষ্টি করে, ধর্ম্মঘট ইত্যাদি কারণে এই প্রতিষ্ঠানের যে ক্ষতি হয় তাহাতে কেহ মনে করিতে পারে নাই যে, কোন মুনাফা ঘোষণা করা সম্ভব হইবে।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম হইতেই ইয়োরোপের রাজনৈতিক গগনে ঘনঘটার সূত্রপাত হয় এবং ঘটনাবলী এত দ্রুতগতিতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে যে, যে কোন মুহূর্ত্তে ঘোরতর যুদ্ধের ভেরী বাজিয়া উঠিতে আশ্চর্য্যের তেমন কিছুই ছিল না; এই কারণে শেয়ার বাজারে ব্যবসায়ীদের পক্ষে দর সম্বন্ধে তাল রাখিয়া চলা একরূপ অসম্ভব ছিল। কেবল যুদ্ধ ছাড়া যুদ্ধের আনুষঙ্গিক আর সকল ঘটনাই ঘটিয়াছে, শেয়ার বাজারেও যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তার অভাব হয় নাই।

শতকরা ৩৷৹ সুদের কাগজ দরকে রাজনৈতিক কারণে শেয়ার দরের তারতম্য মাপিবার যন্ত্র বলা চলে—আগষ্ট মাসের দর ৯৯৷/৹ আর সেপ্টেম্বরের দর ৯১৷/৹—মাত্র কয়দিনে এরূপ গুরুতর মন্দা হইতে শেয়ার বাজারে ত্রাসের মাত্রার আভাস পাওয়া যায়; মাঝে অবশ্য দর ৯৫৲ এমন কি ৯৮৲ও হইয়াছিল। মোছলমান অবস্থা যে কেবল ছিল ইহা তাহার নিদর্শন। অন্যান্য শেয়ার দর কিরূপ ছিল তাহা নিম্নে পৃথকভাবে দেখান হইল। চটকল ও করলাখনির শেয়ার দর বেশ মন্দা যায়, চা-বাগানের শেয়ার দরেও তারতম্য দেখা যায়—এমন কি কয়েকটি শেয়ার দর বেশ মন্দা যায়। চটকলের বিরোধ অবসান করিবার জন্য সরকারী অভিন্যান্স জারী হয়—এই অভিন্যান্স জারী হওয়ায় চটকলের কার্য্যকাল সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব ও গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা কমিয়া গেল। শেয়ার দর তেজী হওয়া উচিত, কিন্তু যুদ্ধের হাঙ্গামা আসায় বাজারের স্বাভাবিক ভাব নষ্ট হইয়া যায়।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের মধ্যে শতকরা ৩৷৹ সুদের কাগজ দর বেশী বিপর্য্যস্ত হয়, এই কাগজ ও অন্যান্য কয়টি কোম্পানীর কাগজ দর ছিল এইরূপ—

	৪ আগষ্ট	১১ আগষ্ট	১৮ আগষ্ট	২৪ আগষ্ট	১ সেপ্টেঃ	৮ সেপ্টেঃ	১৪ সেপ্টেঃ	২২ সেপ্টেঃ	২৯ সেপ্টেঃ
শতকরা ৩৷৹ সুদের কাগজ	৯৯৷/৹	৯৯৷৹	৯৯৲	৯৯৷৵৹	৯৮৸৵৹	৯৮৸৵৹	৯৫৲	৯৮৲	৯১৷/৹
৩৲ (১৯৪১-৪৪)	১০২৸৹	১০২৸৹	১০২৸৵৹	১০২৸৹	১০২৸৹	১০২৸৵৹	১০২৷৵৹	১০১৸৹	১০০৵৹
৩৷৹ (১৯৪৭-৫০)	১০৬৷৹	১০৬৷৹	১০৬৷৵৹	১০৬৷৵৹	১০৬৷৵	১০৬৷৹	১০৫৷৹	১০৫৲	১০২৸৯
৪৲ (১৯৪৪-৫৪)	১১৮৸৹	১১৮/৹	১১৮৲	১১৮৲	১১৭৸৵৹	১১৭৸৹	১১৪৷৹	১১৪৸৹	১১২৲
৪৲ (১৯৬০-৭০)	১১২৸৵৹	১১২৸৵৹	১১২৸৵৹	১১২৸৵৹	১১২৸৹	১১১৸৹	১১০৷৹	১১০৸৹	১০৭৸৵৹

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার দরও বিপর্য্যস্ত হয়। দর ছিল এইরূপ—

	৪ আগষ্ট	১১ আগষ্ট	১৮ আগষ্ট	২৫ আগষ্ট	১ সেপ্টেঃ	৮ সেপ্টেঃ	১৫ সেপ্টেঃ	২২ সেপ্টেঃ	২৯ সেপ্টেঃ
রিজার্ভ	১১৬৸০	১১৬৸০	১১৭৲	১১৭।০	১১৬।০	১১৭৲	১১৫৲	১১৫৲	১১৩৲
ইম্পিরিয়াল	১৫৫৮৲	১৫৫০৲	১৫৬৩৲	১৫৬৩৲	১৫৬৩৲	১৫৫৮৲	১৫৫৮৲	১৫৫৩৲	১৫৫৩৲
ঐ আংশিক	৩৭৬৲	৩৭৬৲	৩৮২৲	৩৮০৲	৩৮৫৲	৩৮৫৲		৩৮১৲	৩৮১৲

চটকল

চটকলের শেয়ার দর অভিন্যান্স জারী হওয়ার তেজী হয়—কয়েকটি দর ছিল এইরূপ—

	৪ আগষ্ট	১১ আগষ্ট	১৮ আগষ্ট	২৫ আগষ্ট	১ সেপ্টেঃ	৮ সেপ্টেঃ	১৫ সেপ্টেঃ	২২ সেপ্টেঃ	২৯ সেপ্টে
অ্যাংলো ইণ্ডিয়া	৩০৯৲	৩০২৲	২৯৩৲	২৯৬৲	২৮৪৲	২৮৭৲	৩০০৲	৩০৮৲	২৮৭।০
ক্লাইভ	২২৪০	২২।০	১৯৫০	২০৲	১৯৶০	১৯৶০	২২।০	২২৲	২২৲
ফোর্ট উইলিয়াম	২১৫৲	২১৫৲	২১৫৲	২১৫৲	২১৫৲	২১৫৲	২১৪৷০	২১৫৷০	১৮১৲
হাওড়া	৮৮৲	৪৬৶০	৪৪।৶০	৪৫।০	৪৫৸৶০	৪৫৶০	৪৯৶০	৫০৲	৪৬।০
কামারহাটি	৪৫০৲	৪৩৬৲	৪২৫৲	৪২৫৲	৪৩০৲	৪২৭৲	৪৬২৲	৪৬৭৲	৪৪০৲

কাপড় কল

কাপড় কলের দরের তেমন তারতম্য দেখা যায় না, কয়েকটির দর ছিল এইরূপ—

	৪ আগষ্ট	১১ আগষ্ট	১৮ আগষ্ট	২৫ আগষ্ট	১ সেপ্টেঃ	৮ সেপ্টেঃ	১৫ সেপ্টেঃ	২২ সেপ্টেঃ	২৯ সেপ্টেঃ
বঙ্গলক্ষ্মী	৪৯৲	৪৯৲	৪৯৲	৪৯৲	৪৯৲	৪৯৲	৪৯৲	৪৯৲	৪৯৲
কেশোরাম	৬৸৶০	৭।০	৬৬৶০	৬৬৶০	৬৬৶০	৬৸০	৬৸০	৬৸০	৬৸৶০
মোহিনী	১০৪৶০	১০৪৶০	১০৪৶০	১০৪৶০	১০৪৪০	১০৪৶০	১০৪০	১০৪০	১০৲

চা-বাগান

চা-বাগানের শেয়ার দরের তারতম্য হইবারে তেমন কোন কারণও ছিল না—হয়ও নাই। কয়েকটি দর ছিল এইরূপ—

	৪ আগষ্ট	১১ আগষ্ট	১৮ আগষ্ট	২৫ আগষ্ট	১ সেপ্টেঃ	৮ সেপ্টেঃ	১৫ সেপ্টেঃ	২২ সেপ্টেঃ	২৯ সেপ্টে
বেটজান (আসাম)	১৯৲	২০৪০	২০৪০	২০৪০	২০৸০	২০৸০	২০৪০	২০৸০	২০৪০
বিশ্বনাথ (,,)	২৪৶০	২৪৶০	২৪৶০	২৪৶০	২২৸৶০	২২৸৶০	২২।৶০	২১।৶০	২১৸৶০
হাসিমারা (দুয়ার)	৪০৲	৪০৲	৪০৲০	৩৯৪০	৩৯৪০	৩৯৪০	৩৯৪০	৩৯৪০	৩৮৸০
হাঁসকোওয়া (তরাই)	১০৪০	১০৪০	১০৪০	১০।৶০	১০।৶০	১০।৶০	১০।৶০	১০।৶০	১০।৶০
হাতিকিরা (শ্রীহট্ট)	১৯।০	১৯।০	১৯।০	১৯।০	১৮।০	১৮৪০	১৮।০	১৮।০	১৭৪৶০

বিজলী

যুদ্ধের আশঙ্কায় অন্য বিজলী কোম্পানীর শেয়ার দর মন্দা যায়—কয়েকটি দর ছিল এইরূপ—

	৪ আগষ্ট	১১ আগষ্ট	১৮ আগষ্ট	২৫ আগষ্ট	১ সেপ্টেঃ	৮ সেপ্টেঃ	১৫ সেপ্টেঃ	২২ সেপ্টেঃ	২৯ সেপ্টেঃ
বেঙ্গল টেলিফোন	১৮৯৵০	১৮৯৵০	১৮৷৵০	১৮৯৵০	১৯৲	১৯৷০	১৯৷০	১৯৷০	১৭৸০
কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক	৪০শি ৬	৪০শি ৬	৪০শি	৪০শি০	৪০শি	৩৯শি ৯	৩৯শি ৯	৩৮শি ৯	৩৮শি
ইউ, পি	১৭৩৲	১৭৩৲	১৭৩৲	১৭৩৲	১৭৩৲	১৬৭৲	১৬৮৲	১৬৮৲	১৬৮৲

কয়লা খনি

কয়লা খনির শেয়ার দরও কিছু মন্দা যায়, কয়েকটি শেয়ার দর ছিল এইরূপ—

	৪ আগষ্ট	১১ আগষ্ট	১৮ আগষ্ট	২৫ আগষ্ট	১ সেপ্টেঃ	৮ সেপ্টেঃ	১৫ সেপ্টেঃ	২২ সেপ্টেঃ	২৯ সেপ্টেঃ
আমলেগ্যামেটেড	২৪৯৵০	২৪৸০	২৪৵০	২৪৵০	২৪৲	২৪৷০	২৪৲	২৪৷০	২৪৷৵০
বেঙ্গল	৩৩২৲	৩৩৫৲	৩৩২৲	৩২৯৲	৩২৯৲	৩২৯৲	৩৩০৲	৩২৮৲	৩২১৲
বরাকর	১৪৷৵০	১৪৷০	১৩৪৵০	১৩৸০	১৪৵০	১৪৵০	১৪৷০	১৩৷৵০	১২৯৵০
ইকুইটেবল	৩৬৸০	৩৬৵০	৩৬৵০	৩৬৷০	৩৬৸০	৩৬৵০	৩৭৷৵০	৩৫৸৵০	৩৫৷০
রাণীগঞ্জ	৩৪৷০	৩৪৷০	৩৫৵০	৩৩৵০	৩৩৷০	৩৩৷০	৩৩৷০	৩৩৷০	৩৫৷০

বিবিধ

	৪ আগষ্ট	১১ আগষ্ট	১৮ আগষ্ট	২৫ আগষ্ট	১ সেপ্টেঃ	৮ সেপ্টেঃ	১৫ সেপ্টেঃ	২২ সেপ্টেঃ	২৯ সেপ্টেঃ
বর্ধা কর্পোরেশন	৭৵০	৬৸৵০	৬৷৵০	৬৷০	৬৲	৬৵০	৬৷০	৬৷৵০	৫৸৵০
রোডেসিয়া কপার	১৷০	১৷৵০	১৷৵০	১৷০	১৬৵০	১৷৵০	১৷৵০	১৷৵০	১৷৵০
ইণ্ডিয়ান আয়রণ	৩৩৷০	৩২৸৵০	৩১৵০	৩৩৷০	৩৩৲	৩৩৷০	৩১৷৵০	৩১৷৵০	২৫৷৵০

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ—১৩৪৫ আর্থিক উন্নতি ১৩শ বর্ষ—৮ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৮

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয়-আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

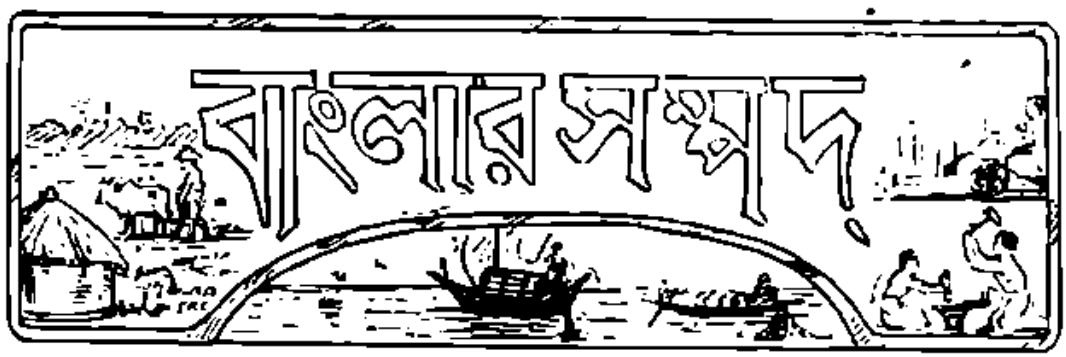

ভৈরব নদের সংস্কার

জানিতে পারা গিয়াছে, বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ভৈরব নদ সংস্কারের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা স্থির করিয়াছেন। গত বৎসর মার্চ্চ মাসে যশোহর সম্মেলনে প্রথম পরিকল্পনার বিষয় চিন্তা করা হয় এবং ঐ বৎসর বর্ষার পূর্ব্বেই জরীপ কার্য্য শেষ হয়। গত শীত ঋতুতে পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে এবং আগামী শীতকালে ফসল উঠিয়া গেলেই সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ হইবে।

এখন এই নদ যে পরিমাণ গঙ্গার পলিমিশ্রিত জল বহন করে সংস্কৃত অবস্থায় তাহার চেয়ে বেশী জল বহন করিবে। নূতন পরিকল্পনা অনুসারে কুমার নদের জল প্রথমে কলমীঘোলা বিলে এবং তথা হইতে কল্যাণপুরে গিয়া নবগঙ্গায় পড়িবে। নবগঙ্গা হইতে আর একটি খাল কাটা হইবে। এই খাল বলরামপুর খাল পর্য্যন্ত যাইবে। বলরামপুর খালও সংস্কার করা হইবে। পরে উহার জল গিয়া চিত্রা নদীতে পড়িবে। ফরিদ-কাঠিতে ঐ খাল চিত্রা ছাড়িয়া মঙ্গলপোতা খালের সহিত মিলিত হইয়া মাজদিয়া বাওরে পড়িবে। মাজদিয়া বাওর হইতে আর একটি নূতন খাল কাটা হইবে। এই খালের জল হৈবতপুরে গিয়া ভৈরব নদে পড়িবে।

৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ভৈরব নদ গঙ্গার একটি শক্তিশালী শাখা ছিল। উহার দ্বারা নদীয়া, যশোহর ও খুলনা জেলার বন্যার জল প্রবাহিত হইত। গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া পদ্মা দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হওয়ায় ভৈরব মজিতে আরম্ভ করে। পরে জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গার সৃষ্টি হওয়ায় ভৈরব নদ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং ইহার অস্তিম দশা উপস্থিত হয়। কাজেই মধ্য বঙ্গের এক বৃহৎ অংশ বন্যার জলের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়।

ভৈরব নদের তিনটি অংশের মধ্যে সকলের উজানের

দিকটা জলাঙ্গীর উপনদীতে মিশিয়া গিয়াছে। উহার নাম ভৈরব জলাঙ্গী। উহার সবটাই মুর্শিদাবাদ জেলায় পড়িয়াছে। মধ্যের ভাগ কোন প্রকারে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে। উহা জলাঙ্গী হইতে সামান্য জলই পাইয়া থাকে। যে অঞ্চলের ভিতর দিয়া এই অংশ প্রবাহিত হইয়াছে উহা অস্বাস্থ্যকর ও অনুর্ব্বর। ১৯২৯ সনে সেচ বিভাগ একটি নূতন খাল খোঁড়া করিয়া ইহার অবস্থা উন্নত করে। তৃতীয় অর্থাৎ একেবারে ভাটির অংশ ধর্ম্মদা ও জয়নগরের মধ্যে মাথাভাঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। পলি পড়িয়া উহা মজিয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্য বন্যার জল ইহার মধ্য দিয়া যশোহর জেলায় প্রবাহিত হইতে পারে না। উক্ত জেলার নবগঙ্গা, চিত্রা, কপোতাক্ষী প্রভৃতি নদীরও দুর্দ্দশা অনুরূপ। নদীয়া জেলায় জলাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা এবং খুলনায় মধুমতী ও ইহার শাখা-প্রশাখা থাকায় দরুণ বন্যার জল সরবরাহ হইয়া থাকে। কিন্তু যশোহর জেলায় মোটেই বন্যার জল সরবরাহ হয় না।

বাঙ্গলা দেশে মজা নদীর সমস্যা এরূপ ব্যাপক যে পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের উপর কোন প্রতিক্রিয়া হইবে কিনা তাহা না জানিয়া একটিমাত্র নদীর সংস্কার সম্ভব হয় না। সেইজন্য সমগ্র অঞ্চলের উচ্চ ও নিম্নস্থানসমূহের জরীপ হইতেছে। অপর কোন নদীর অপকার হইবে না জানিয়াই বর্ত্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইতেছে।

বঙ্গের জেলখানাসমূহ

আলোচ্য বর্ষে জেলখানায় বন্দীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। কিন্তু সম্রাট জর্জ এডওয়ার্ডের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে কতকগুলি অল্পদিনের মেয়াদী বৃদ্ধ ও স্থবির বন্দীকে এবং লঘু অপরাধে দণ্ডিতদিগকে মুক্তি দেওয়ায় জেলখানাসমূহে বন্দীদের সংখ্যা হ্রাস হয়। এইভাবে ২৮১১ জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। তাহা ছাড়া দমদমের নূতন জেলও ক্রমশঃ ব্যবহারযোগ্য করা হয়। এই বৎসরের শেষে হিজলী, দমদম ও বহরমপুরের অস্থায়ী জেল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

অপ্রাপ্ত-বয়স্ক এবং কিশোরবয়স্ক অপরাধীর সংখ্যা হইতে বুঝা যায়, অপরাধের এবং জেলের জনসংখ্যা হ্রাস করিতে হইলে অল্পবয়স্ক অপরাধীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এ বিষয় মন্ত্রিসভা বিবেচনা করিতেছেন। বঙ্গীয় শিশুরক্ষা আইনের গণ্ডী বৃদ্ধির এবং বড় আকারের সংশোধনাগার ও শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে।

বাঁকুড়ার বোরষ্টাল স্কুল অনবহল হইলেও গত কয়েক বৎসরে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করিয়াছে। সেখানে সাধারণতঃ প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। যাহারা মেধাবী, তাহাদিগকে ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্য পর্য্যন্ত পড়ান হয়। আলোচ্য বর্ষে একজন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে।

এক মাসের অনধিক কালের জন্য দণ্ডিত বন্দীর সংখ্যা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। এই বৎসর প্রায় ১০ সহস্র ব্যক্তিকে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। জেল বিভাগের পক্ষে এই শ্রেণীর কয়েদী রাখা লোকসান। তাহার ভরণপোষণ জেল বিভাগকে করিতে হয়। কিন্তু বিনিময়ে কিছুই পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর কয়েদীর দ্বারা জেলের জনতা বৃদ্ধি হয় এবং জেলের মধ্যে তাহাদের মন্দ প্রভাব বিস্তৃত হয়।

বিভিন্ন জেলায় বিচারাধীন কয়েদীর সংখ্যা আরও হ্রাস হয়। কিন্তু বীরভূম, ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহর, রাজসাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, ঢাকা, ফরিদপুর ও রাঘবপঞ্জে আরও হ্রাস হওয়া উচিত। ওয়ার্ডারগণের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা সন্তোষজনক। বিভাগীয় শাস্তির সংখ্যা এবৎসর কম দেখা যায়।

জেলখানায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অল্প মেয়াদে দণ্ডিতের সংখ্যাধিক্য হেতু সকলের জন্য কাজ সরবরাহ করা কঠিন। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ১৭,৬১৫ জন কয়েদীর মধ্যে ১৫,১৭০ জনকে অর্থাৎ শতকরা ৮৯ জনকে কাজে নিযুক্ত করা হয়। শতকরা ৩৫ জনকে জেলের মধ্যে শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এবৎসর আয় হ্রাস হইয়া ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯২৪৲ টাকা হয়। পূর্ব্ব বৎসর ৩ লক্ষ ১৩ হাজার ৩০৫৲ টাকা আয় হইয়াছিল।

বৎসরের শেষে গবর্ণমেণ্ট সরকারী ও বেসরকারী পরিদর্শক বোর্ডের নিকট জেলের পরিচালনা সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান এবং সে সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত জানিতে চাহেন। উত্তর পাওয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিতেছেন।

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির বাৎসরিক বিবরণী

১৯৩৭-৩৮ সনের ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির বিবরণী পত্রে দেখা যায় যে, উক্ত বৎসরের শেষে করদাতার সংখ্যা ২৬৫১৮ হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ছিল ২৬৭৪৪। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, করদাতার সংখ্যা নগরে কমিয়া গিয়াছে। গত আদমসুমারির বর্ণিত নাগরিক সংখ্যা হইল ১৩৮৫১৮। কাজেই উক্ত বৎসরের করদাতার সংখ্যা নাগরিক সংখ্যার তুলনায় হয় ১৯'২ অথচ পূর্ব্ব বৎসরে ছিল ১৯'৩। সারা বৎসরের আদায়ী কর হইল ৬৬৫১০০০৲ আর পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা হইল ৬৬৫০০০৲। "কারেণ্ট ডিম্যাণ্ড" হইল ৭০২৫০৮৲ আর পূর্ব্ব বৎসরের "কারেণ্ট ডিম্যাণ্ড" ছিল ৭৩১৬৬২৲; মোট আদায় বাকী বকেয়া সমেত হইল ৮৭৯০০৮৲। পূর্ব্ববৎসরে ছিল ৮১৭৪১৭৲।

মোট বাস্তব আদায় হইল ৬১০৩৩৪৲ কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরে ছিল ৫৭৯৫৪৯৲। বৎসরের বাকী আদায় হইল ২২৬৮০২৲, কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরে ছিল ১৭৭২৪০৲ মাত্র। উক্ত বাকী আদায়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট পাওনা হইল ৬৩০৪৮৲।

আয় ব্যয়

মোট আয় হইল সর্ব্বসমেত ৯১২১৩১, কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরের মোট আয় ছিল ৪৯৮০৬৯। বাটী এবং জমির কর এ বৎসরে অনেক বাড়িয়াছে বলিয়া বক্রী সত্ত্বেও গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসরের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে।

১০৩৮৲ আদায় হইয়াছিল ফেরি ও কানাল কর হইতে, ২১৮৮৲ জল কর আদায় হইয়াছিল, ৯২৭৯৲ কনসারভেন্সি কর আদায় হইয়াছিল। মিউনিসিপ্যালিটির সম্পত্তির আয় ছিল ৪৯৯৫৲, গ্রাণ্ট ও কণ্ট্রিবিউশন আদায় হইল ১৬৭৪১৲ ১০৯২৯৲ টাকা অগ্রিম দান ছিল, নানা-রকম ও কমুতি হিসাবে টাকা ছিল ৪৮২৩১৲।

আলোচ্য বৎসরের মোট খরচা হইল ৭১৬৬৬০৲ টাকা, তাহার পূর্ব্ব বৎসরে খরচের সংখ্যা ছিল ৭৫৪৮৬৮৲ টাকা।

মিউনিসিপ্যাল কুষ্ঠব্যাধি চিকিৎসালয়

৪১৮ জন রোগী গত বৎসর হইতে এখনও আসিবার তালিকায় রহিয়াছে আর ৫১০ জন মাত্র রোগীকে চিকিৎসার্থে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৮১'৫ পুরুষ এবং ১৮'৫ মাত্র নারী। হিন্দু রোগীর সংখ্যা হইল ৪৪'৬ আর মুসলমান রোগীর সংখ্যা হইল ৫৫'৪ পারসেণ্ট।

পাবলিক ওয়ার্কস

পাবলিক ওয়ার্কসের খরচা আলোচ্য বৎসরে হইয়াছিল ১০,২৪৯৲ আর তাহার পূর্ববর্ত্তী বৎসরে হইয়াছিল ৮৯২২৯৲ টাকা। খরচ বৃদ্ধির কারণ হইল মিউনিসিপ্যালিটির বাড়ীর মেরামত ও তৈয়ারি এবং অন্যান্য রাস্তা মেরামতীর জন্য ব্যয়।

পাটের বাজার

(২৩ অক্টোবর)

পাকা গাইট :—লণ্ডনের ১নং পাটের দরের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তৈরী ১নং ৩৩৲ দরে বিক্রেতা ছিল; কিন্তু রপ্তানিকারকদের সহিত কোন কারবার হয় নাই।

কাঁচা গাইট :—ভারতীয় তরাবধানে জাত বটম ও মিডল গ্রেড পাট যথাক্রমে ৬/০ ও ৬৷৵০ আনা মণ দরে কলওয়ালাদের সহিত সামান্য কারবার হইয়াছে।

রেল পথে আমদানি

(মণ হিসাবে)

২৩শে অক্টোবর পর্য্যন্ত

১২,৯২,০২৪

১০,৯৬,৫০৭

ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েশন লিঃ

বাজার খোলার দর	৩৮৸০
নিম্নতম দর	৩৮৶০
সর্ব্বোচ্চ দর	৩৯৲
বাজার বন্ধের দর	৩৮৸০

নারায়ণগঞ্জ পাটের বাজার

২২শে অক্টোবর মোট আওলা পাট আমদানি ৪৭,৬৬ মণ, দাদন আমদানি ২০০০ মণ, বাজারিয়া আমদানি ৩০০০ মণ। বাজারে অবিক্রীত মজুত ১৯০০০ মণ, বাজার দর চলতি ৮৭ তোলা ওজনে ৪৪০ পাই হইতে ৫৸৩ পাই পর্য্যন্ত। ৮০ তোলা ওজনে রিজেক্সন পাট ৬৶০।

বাজারের ভাব—দুই আনা বৃদ্ধি।

ময়মনসিংহ পাটের বাজার

স্থানীয় পাটের বাজারের অবস্থা তেজী। দৈনিক আমদানির পরিমাণ আনুমানিক ৫০০০/ মণ। ব্যবসায়িগণ অনুমান করেন, ফসলের প্রায় অর্দ্ধেক ইতিমধ্যেই বাজারে আমদানি হইয়াছে। পাটের দর :—টপস্ ৬৲০ মিডল ৫৷০ বটম ৫৲ টাকা। কৃষকেরা পাট বিক্রয় করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। পাট ছাড়িতেছে না।

সরিষাবাড়ী পাটের বাজার

গত তিন দিনে এখানকার বাজারে পাটের দর মণ প্রতি দুই আনা বাড়িয়াছে। কিন্তু দৈনিক আমদানি কমিয়া পূর্ব্ব বৎসরের এই সময়ের আমদানির তুলনায় অর্দ্ধেকেরও কমে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্রেতাগণ এই আমদানি হ্রাসের জন্য খুব হতাশ হইয়াছে, বোধ হইতেছে শীঘ্র আমদানি বাড়িবার সম্ভাবনা নাই।

দৈনিক আমদানি

৩০শে অক্টোবর ৭,৬০০/ মণ; ২১শে অক্টোবর ৫,৯০০/ মণ, ২২ অক্টোবর ৪,৮০০/ মণ।

বাজার দর (৮৪৸০ আনা ওজনে) নিম্নরূপ :—

তোষা	৬৷০	হইতে	৬৸০
ভাটী দেশাল	৫৸০	হইতে	৬৷০
চারগা	৫৷০	হইতে	৫৷৶০

বাজারের অবস্থা—চড়তি ভাব।

জামালপুর পাটের বাজার

গত চারিদিনে পাটের মূল্য মণ প্রতি আরও তিন আনা করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাট ভালমন্দ অনুযায়ী প্রতিমণ ৫৷৶০ হইতে ৫৸৶০ দরে বিক্রয় হইতেছে। তোষা পাট ৬৷৶০ করিয়া বিক্রয় হইতেছে। চারি দিবস পূর্ব্বে পাট ৫৶০ হইতে ৫৷৶০ করিয়া বিক্রয় হইতেছিল এবং তোষা পাটের মূল্য ছিল ৬৶০।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর যে পক্ষ শেষ হইয়াছে তাহাতে দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ এর দায় ও সম্পত্তির পরিমাণ নিম্নরূপ ছিল :—

দায়সমূহ

অঙ্গীকৃত মূলধন	৩,৩৬,০০০০০৲
আদায়ী মূলধন	১,৬৮,০০,০০০৲
রিজার্ভ ও বিবিধ তহবিল	৭৫,০০,০০০৲
গচ্ছিত টাকা, ব্যাঙ্ক ও এজেন্টের	
ঋণ এবং দেয় বিল ইত্যাদি	৩১,২০,৭৬,০০০৲
শাখাসমূহের হিসাব সমেত	
বিবিধ	৬,৪০,৪১,০০০৲
	৪০,০৪,১৭,০০০৲

সম্পত্তি

ক্যাশ,ক্রেডিট গবর্ণমেণ্ট ও	
অন্যান্য নির্ভরযোগ্য	
সিকিউরিটিতে	
গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য	
সিকিউরিটি বাবদ ঋণদান	
ডিস্কাউণ্টেড বিল	
জমি ও ইমারতাদি	
বিবিধ (ব্রাঞ্চের হিসাবসমেত)	৫,২১,৭৫,০০০৲
হস্তে নগদ তহবিল, ব্যাঙ্ক তহবিল	
সমর ঋণ, কোম্পানীর কাগজ,	
ট্রেজারী বিল, সেয়ার ডিবেঞ্চার	
প্রভৃতি বাবদ	১৯,১৪,৮৬,০০০৲
	৪০,০৪,১৭,০০০৲

কলকব্জার আমদানি

বিগত ৫ বৎসরে ভারতের মোট আমদানি যন্ত্রপাতির মূল্য :—

১৯৩৩-৩৪	
১৯৩৪-৩৫	
১৯৩৫-৩৬	
১৯৩৬-৩৭	
১৯৩৭-৩৮	

আমদানি প্রধান প্রধান কলকব্জাসমূহের তুলনামূলক তালিকা

(লক্ষ টাকা)

কলকব্জার শ্রেণী	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৭-৩৮
অবৈদ্যুতিক মোটর	১২১	১৭৪	১৫৭	১৬৯
বৈদ্যুতিক কলকব্জা	১২৭	১৬৯	২০৪	২৬৯
বয়লার	৬৬	৪৪	৭৬	১১৬
ধাতুদ্রব্যের যন্ত্রাদি	১৬	১৪	১৮	৩৬

(লক্ষ টাকা)

কলকব্জার শ্রেণী	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫
খনিতে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি		
তৈল নিষ্কাশন ও পরিশোধক যন্ত্র		
কাগজের কল		
রেফ্রিজারেটার		
চাউল ও ময়দার কল		
করাত ও কাঠের কল		
সীবন যন্ত্র		
চিনির কল		
চায়ের কল		
কাপড়ের কল		
পাটকল		
টাইপরাইটার ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি		
পশমের কল		
ছাপাখানার কল		

ষ্টেট রেলওয়ে

১৯৩৮ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর যে ১০ দিন শেষ হইয়াছে তাহাতে সমস্ত ষ্টেট রেলের মোট আয় হইল প্রায় ২৩৪ লক্ষ টাকা, পূর্ব্ববৎসর ঐ সময়ে রেলের আয় আরও ১২ লক্ষ টাকা অধিক ছিল এবং ১৯৩৬-৩৭ সনের খাঁটি আয় যাহা ধার্য্য হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা ১০ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছিল।

এপ্রিল মাসের ১লা হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মোট আয় হইল ৬৫·৩৬ ক্রোর টাকা। উহা গত বৎসরের খাঁটি ধার্য্য আয় অপেক্ষা ৪ লক্ষ টাকা কম এবং ১৯৩৬-৩৭ সনের সংশোধিত ধার্য্য আয় অপেক্ষা ৩৪৬ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছিল।

চিনির ব্যবসা

দি ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট অব সুগার টেকনোলজির ডিরেক্টর মিঃ আর, সি, শ্রীবাস্তব ১৯৩৭-৩৮ সনের চিনি উৎপাদন সম্বন্ধে একটী বিবরণী দাখিল করিয়াছেন।

শস্যের অবস্থা

আকের চাষ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ডিরেক্টর মহোদয় বলেন যে, ১৯৩৮-৩৯ সনে উহা পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কমের দিকে গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। উক্ত বৎসরের চাষ ভূমির ভবিষ্যদ্বাণী যাহা কমার্শিয়াল ইণ্টেলিজেন্স এবং ষ্টাটিসটিকসের ডিঃ জেনারেল করিয়াছিলেন তাহা হইল ৩,৩৫৫,০০০ একর জমি। যুক্তপ্রদেশের কোন কোন স্থান হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, সাদা পোকায় ইক্ষুশস্য কতক পরিমাণে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। পাঞ্জাবের একাংশ হইতেও ঐরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বন্যার জন্য নীচু জমির ফসল একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে, যেমন গোরাকপুর, বাস্তি, আজমগড়, গোণ্ডা, বারাইচ এবং বেলিয়া গ্রামে। অতিরিক্ত বৃষ্টিতে অথবা অত্যন্ত বৃষ্টির জন্য শস্য বহুপরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

চিনির কল

১৯৩৮-৩৯ সনে প্রায় ছয়টি নূতন কল খুলিবার কথা ছিল; কিন্তু শস্ত উৎপাদনের ব্যাঘাত হওয়া এবং অন্যান্য বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ার দরুণ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। অনেকেই সন্দেহ করিতেছেন যে, পরবর্তী কালে ইক্ষুর অনটন হওয়া অসম্ভব নহে। এ অবস্থাতেও অনেকগুলি কল কাজকর্ম বাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। তবে খাদ্যেসারি চিনি জন্মানোর পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইবে বলিয়া বোধ হয় না। ১৯৩৭-৩৮ সনে চিনির উৎপাদন একেবারে কম হইয়াছে। ভারতীয় ইক্ষু হইতে চিনির উৎপাদন—

	১৯৩৬-৩৭ (টন)	১৯৩৭-৩৮ (টন)
চিনির উৎপাদন	১,১১১,৪০০	৯৩০,৭০০

উপরিউক্ত সংখ্যাদ্বয় হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ১৯৩৬-৩৭ হইতে ১৯৩৭-৩৮ সনে উৎপন্ন চিনি কত কমিয়া গিয়াছে।

খাদ্যেসারি চিনি ও গুড় পরিষ্কার করিয়া চিনি উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ১২৮,০০০ টন এবং ১৭,০০০ টন হইয়াছিল ১৯৩৭-৩৮ সনে।

১৯৩৬-৩৭ সনে চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৪,৫৮২,০০০ একর আর ১৯৩৭-৩৮ সনে ছিল ৩,৯৪৩,০০০ একর।

বোম্বেতে দেশীয় স্বর্ণের মূল্য

মাস	উচ্চতম	নিম্নতম
এপ্রিল	৩২৶১৫	৩৪।৶০
মে	৩৫৶১০	৩৪৶১০
জুন	৩৪৸৶১০	১৪।৶১০
জুলাই	৩৪।৶০	৩৪।৶১৫
আগষ্ট	৩৪।৶৫	৩৪।৶৫
সেপ্টেম্বর	৩৪৸৶০	৩৪৮৶
অক্টোবর	৩৪৮৶১০	৩৪৯৶১০
নবেম্বর	৩৪৯৶০	৩৪।০
ডিসেম্বর	৩৪।১০	৩৪।৶৫
জানুয়ারি	৩৪।৶১৫	৩৪।৶০
ফেব্রুয়ারি	৩৪।৶০	৩৪।৶১০
মার্চ্চ	৩৪৸৶১৫	৩৪।৶১৫

উচ্চতম মূল্যে স্বর্ণ বিক্রয় হইয়াছে ৩৫৶১০ দরে জুন মাসে; কিন্তু নিম্নতম মূল্য দেখা যাইতেছে ৩৪৶১০ মাত্র। নিম্নতম মূল্যে ৩৪৲ টাকার নিম্নে দর পড়িতে দেখা যায় নাই। বুঝিতে হইবে যে, দরের ভাব উচ্চদিকেই বরাবর রহিয়াছে। ইহার কারণ বাহিরে স্বর্ণের চাহিদা বেশী।

১৯৩৭-৩৮ সনে স্বর্ণ রপ্তানি

	বুলিয়ন		স্বর্ণমুদ্রা	
	আউন্স হিঃ পরিমাণ	টাকার দাম	আউন্স হিঃ	টাকার দাম
১৯৩৭ সন এপ্রিল	১৯৬,৬৬০	১,৮৩,২৭,২০৩	১১৬	১১,২৪০
মে	১৪৮,৯১৪	১,৪৬,২১,০১৪	১১৭	১১,৩৭৫
জুন*	৮৭,৪৭৫	৮০,৯২,৩৭৩	৫২১	৪৮,৮৫৭
জুলাই	২৮০,৩৬৮	২,৪০,১৩,০৪১	১৯৩	১৭,৮৩৯
আগষ্ট	১৫৫,৯৭৭	১,৪৩,৬১,৩২২	৪৩৪	৩৯,৯২২
সেপ্টেম্বর	১৫৬,২৮৫	১,৪৪,৮১,৭৭৫		
অক্টোবর	১৪০,৬৭৮	১,৩০,৪০,৪১৫		
নবেম্বর	১২৭,৩৯৯	১,১৭,৫২,১৩৩		
ডিসেম্বর	১৬৭,৪৩২	১,৫৩,৯৬,১৫৯	১৩,৩০১	১২,২১,৬১২
১৯৩৮ সন জানুয়ারি	১৬৬,১৯৫	১,৫৩,২০,০৪১	১,৬৪১	১,৫০,৬৪০
ফেব্রুয়ারি	১২৬,২৫২	১,৮০,৫৭,২৮২	২০,২২৭	১৮,৬০,৯০৯
মার্চ্চ	২৬,৮৩৬	২৪,৭৫,১৩৭	৬০,৬৮৫	৫৬,২৪,৭৭৫
মোট	১,৮৪১,১৭২	১৭,০০,০৮,৫৯৫	৯৭,৩১১	৮৯,৯০,৬৯৫

চিনির আমদানি

এখনও পর্য্যন্ত ভারতে কত পরিমাণ চিনি বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয় তাহা দেখিলে বুঝিতে পারা যায় ভারতের চিনির কলকারখানা কত পিছনে পড়িয়া আছে। নিম্নলিখিত তালিকাটীতে আমদানির হিসাব কিছু দেখান হইল :—

যে যে দেশ হইতে	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭
আমদানি করা হইয়াছে	টন	টন	টন
ইউনাইটেড কিংডম	১৬,৮০০	২০,৪০০	২৮০
সিলোন			
জাভা			
মউরিসাস			
ষ্ট্রেইটস্ সেটেল্‌মেণ্ট			
চায়না ও হং কং			৫,০১০
পর্ত্তুগিজ ইষ্ট আফ্রিকা			
জাপান			
জার্ম্মাণি			
অষ্ট্রিয়া			
হাঙ্গারি			
নেদারল্যাণ্ড			
বেলজিয়াম			
ফ্রান্স			
চেকোস্লোভাকিয়া			
ইউনাইটেড ষ্টেটস্			
অন্যান্য দেশ			৯৯০
মোট			২২২,২০০

প্রাদেশিক চিনির খরচ

(নবেম্বর হইতে অক্টোবর)

প্রদেশের নাম	১৯৩৪-৩৫ উৎপন্ন চিনির পরিমাণ (টন)	১৯৩৪-৩৫ খরচ (টন)	১৯৩৫-৩৬ উৎপন্ন চিনির পরিমাণ (টন)	১৯৩৫-৩৬ খরচ (টন)
বাঙ্গলা	১৯,০০০	১৪০,০০০	৩১,০০০	১৪৮,০০০
বোম্বে	৩৩,০০০	২৪৩,০০০	৩৬,০০০	২১২,০০০
মাদ্রাজ	২৯,০০০	৮৫,০০০	৩৪,০০০	৭২,০০০
বিহার ও উড়িষ্যা	১৮৯,০০০	৫৭,০০০	২৫৮,০০০	৬২,০০০
যুক্ত প্রদেশ	৪৪৪,০০০	১২৪,০০০	৬৪৭,০০০	১৩১,০০০
পাঞ্জাব	২৭,০০০	২১৩,০০০	৮৯,০০০	২৩৩,০০০
মধ্য প্রদেশ ও বেরার		৪০,০০০		৫৪০,০০০
আসাম		১১,০০০		১৪,০০০
সিন্ধু এবং বেলুচিস্থান		২০,০০০		২২,০০০
রাজপুতানা		৪৯,০০০		৫০,০০০
মধ্য ভারত		২৬,০০০		২৮,০০০
নিজামের রাজ্য		১৭,০০০		১৮,০০০
কাশ্মীর		২,০০০		২,০০০
মহীশূর		৫,০০০		৮,০০০
বার্ম্মা		২৭,০০০		২১,০০০
মোট		১,০৪৯,০০০		১,০৭৪,০০০

ভারতে পাট উৎপাদন

পাট উৎপাদনের শেষ হিসাব হইল ৬,৬৯৬,০০০ বেল। ৪,৬৮১,০০০ বেল হইতে ২২·৯ পারসেণ্ট কম হইয়াছে (১৯৩৭-৩৮)।

মোট পাট চাষের ভূমির পরিমাণ হইল ৩,০৭৪,০০০ একর। ১৯৩৭-৩৮ সনে ৬·৪ পারসেণ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতের চা

উত্তর ভারতে জুলাই মাসে ভাল বৃষ্টি হওয়ায় এবং সময়মত বৃষ্টি হওয়ায় ফসল ভাল হইবে বলিয়া আশা করা যায়। গত বৎসর জুলাই মাসে যে পরিমাণ ফসল হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা ২১,৩৩০,৩২০ পাউণ্ড অধিক ফসল জন্মিয়াছিল।

দক্ষিণ ভারতে অবস্থা মন্দ নয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হওয়ায় ফসলের উৎপাদনের বেশ উন্নতি আশা করা যায়।

ভারতের তুলা

মধ্যপ্রদেশে অত্যন্ত বাশ্প থাকায় সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে খবর পাওয়া যায় যে, তুলার চাষের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। পঞ্জাবে সাপুর এবং লয়লাপুরের টেলাক্রপ্ ৯০% ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে বোম্বের কর্ণাটক প্রদেশে তুলার বীজ বপন চলিতেছিল। আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিন্ধুর তুলায় ফুল ধরিয়াছে।

বিভিন্ন দেশে ইক্ষুর চাষ

(১০০০ মেট্রিক টন)

দেশ	১৯৩৭-৩৮	গড়
আমেরিকা		
এন্টিগুয়া	৪২৩	৪৪৯
আর্জেন্টিনা	৮,১৪৭	৭,৬৯১
বার্বাডোস	২,৫০৬	২,৪২৭
ব্রাজিল	২২,৮২৭	২০,০৫০
কিউবা	৬৭,৫৭১	৪৩,৭৪২
ইকোয়াডোর	৪১৯	৪২৯
ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্	৯,২০০	৫,৩০০
ব্রিটিশ গায়ানা	৩,৯৬৮	৩,৫৫২
জ্যামাইকা	২,৬৫১	১,৫৮৮
মার্টিনিকে	১,২১৩	১,০৬১
মেক্সিকো	৬,৬০০	৫,১৮৭
পেরু	৯,০৬১	৮,৮৪৭
পোরটোরিকো	১৯,৫০০	১৮,৫৩৪
ডোমিনিকান রিপাবলিক	৯,১৪৯	৯,১৫৫
সেন্ট কিট্‌স্	৭৭২	৫৭৮
ত্রিনিদাদ	৩,৪১৭	২,৬৭১
ভেনেজুয়েলা	৫০০	৪৬৬
এশিয়া		
টায়ওয়ান		
ইণ্ডিয়া		৬৪,৭৬৮
জাপান		২,০১৮
জাভা		২৪,৯৩৮
ফিলিপাইন		২৪,৩২৮

আলুর চাষ

দেশসমূহ	বৃটিশ একক্ (ইউনিট)		
	১৯৩৮	১৯৩৭	আনুমানিক ১৯৩২ হইতে ১৯৩৬ পর্য্যন্ত
	হাজার মেট্রিক টন	হাজার মেট্রিক টন	হাজার মেট্রিক টন
ফিনল্যাণ্ড	৩২,১১৩	৩০,৫৮৮	২৬,৯২৪
হাঙ্গেরি	৫৪,৭৭৪	৫৬,৪২৪	৪১,৩৪০
ইতালি	৮,০৫১	৭,৪১৬	৪,৯৮১
লুক্সেমবার্গ	৫,৬০৭	৪,৫২৭	৪,০৪৭
নেদারল্যাণ্ড	৬২,২৮১	৫৮,৪৩৮	৬৫,৫০৮
ইংলণ্ড ও ওয়েলস্	৭১,২৮৮	৭০,০২২	৭১,৩১০
স্কটল্যাণ্ড	২১,৭২৮	২০,৮৪০	২২,৯৩৮
সুইট্‌সারল্যাণ্ড	১৬,৪১৩	১৯,৩৫০	১৫,৭৭৭
চেকোস্লোভাকিয়া	৭,৩২২	৯,১৪৭	৭,১৯৭
ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্	২২৩,৭২৫	২৩৫,৯৭৩	২২১,১৭৬

বিট ফসল

(১০০০ সেন্টল)

দেশ	১৯৩৮	১৯৩৭	বৃটিশ একক্ আনুমানিক ১৯৩২-১৯৩৬
ফিনল্যাণ্ড		১,৮৭৪	১,৪৮৪
হাঙ্গেরি		২২,৩২৪	২০,৩২২
নেদারল্যাণ্ড		৩৪,৮৭৫	৩৭,১৭৮
ইউনাইটেড ষ্টেট্স্		১৭৪,৯৮০	১৭৮,২২০

এস্তোনিয়ায় জীবজন্তুর চাষ ও মৌচাক ব্যবসা

শ্রেণী	১৯৩৮ ১৫ই জুন	১৯৩৭ ১৫ই জুন	১৯৩৬ ১৫ই জুন	১৯৩৫ ১৫ই জুন
অশ্ব	২১৯,০২০	২০৯,১২০	২১৫,৯১০	২১৭,৮১০
গোবা জীবজন্তু	৬৬০,৮৯০	৬৩৮,৯২০	৭৩১,১২০	৭২৫,৪০০
গরু	৪৫১,৬৭০	৪৪৬,৯৭০	৩৯৮,৭৫০	৪০২,৬৮০
ভেড়া	৬৪৯,৭৩০	৬৫০,৫৫০	৪৮৪,০৪০	৫৯৯,১৫০
শূকর	৩৮৪,৫৮০	৩৭৯,২৭০	২৪৪,৫৬০	২৮৯,১৯০
মুরগী	১৬৯৯,৪৪০	১৩৫০,৪৮০	১০৪৭,৪৮০	১০০৯,২৭০
মৌচাক	১০৩,৯৪০	১০২,১১০	৭৪,১০০	৮৫,৯০০

ক্যানাডার দুগ্ধোৎপন্ন দ্রব্যাদি

(১০০০ পাউণ্ড)

	১৯৩৭
ক্রিমারি মাখন	২৪৬,৮৭০
চিজ	১৩০,২২৮
ঘনীভূত দুগ্ধ	১৩৭,৪০০
দুগ্ধ	৬৫২,৭৬৯
সর	১৪,৭৪৭

উপরিউক্ত উৎপন্ন দ্রব্যাদি অধিকাংশই অন্টেরিও এবং কুইবেকে হইয়া থাকে। উহারা উভয়ে ৬৩% ক্রিমারি বাটার তৈয়ারি করে এবং ৯৫% চিজ তৈয়ারি করে। চিজ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দিক্ হইতে ক্যানাডার প্রয়োজনীয় দ্রব্য। ১৯৩৭ সনে মোট রপ্তানির পরিমাণ হইল ৮৮,৯৪৫,০০০ পাউণ্ড।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরী

নূতন মজুরী ও কার্য্যের সময় নির্দ্ধারক আইন ২৪শে অক্টোবর হইতে কার্য্যকর হইবে এবং প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ শ্রমিক এই আইনের আওতায় আসিবে। এই আইনানুযায়ী ন্যূনতম মজুরীর হার নির্দ্দিষ্ট করাতে প্রায় আড়াই লক্ষ শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি হইবে।

এই আইনানুযায়ী সমস্ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় শিল্প ব্যবসায়ে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী প্রথম বৎসরে প্রতি ঘণ্টায় ২৫ সেন্ট থাকিবে, দ্বিতীয় বৎসরে ৩০ সেন্ট হইবে এবং সাত বৎসর পরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪০ সেন্ট হইবে। প্রথম বৎসরে প্রতি সপ্তাহে কার্য্যের উর্দ্ধতম সময় থাকিবে ৪৪ ঘণ্টা, দ্বিতীয় বৎসরে ৪২ ঘণ্টা ও তাহার পর বৎসরে ৪০ ঘণ্টা।

ফরাসী দেশের চারিটী কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

সম্পদ (মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক)

	নগদ টাকা	অন্যান্য ব্যাঙ্কের কাছে পাওনা	বিল ডিস্কাউণ্ট	
১৯৩৭ মে		৩,৬৬৬	১৬,৪৭৯	১,৪৪৬
জুন		৩,৯৩৩	১৫,৮৬৯	১,৪৯৪
জুলাই		৪,১৭৬	১৬,৯১৪	১,৬০২
আগষ্ট		৪,২৫৮	১৬,৮৪২	১,৬৮৯
সেপ্টেম্বর		৪,৫৫২	১৬,৮০২	১৮,৩২

	নগদ টাকা	অন্যান্য ব্যাঙ্কের কাছে পাওনা	বিল ডিস্‌কাউণ্ট	ধার
অক্টোবর	২,৬৯৮	৪,৪৩৪		৮,১৭২
নবেম্বর	৩,৩২৫	৪,০৪০		৭,৮৩৪
ডিসেম্বর	৩,৪০৩	৪,১১৩		৭,৬২৪
১৯৩৮ জানুয়ারি	২,৯৯০	৪,৩১৯		৭,৯০৫
ফেব্রুয়ারি	৩,২১৮	৪,৩৫৭		৭,৯৯৪
মার্চ	৩,০২৪	৪,৩০২		৭,৩৩১
এপ্রিল	৩,০৮৩	৪,১২৮		৭,৪২৩
মে	৪,৯৭৬	৩,৯৪৪		৭,১৫৩

	দায়				
	জমা (ডিপজিট)				
	মোট	ডিম্যাণ্ড	সময়	একসেপ্‌টেন্স	অন্যান্য
১৯৩৭ মে	২৮,২৪২	২৭,৬৮২	৫৬০	৫৪২	৩,৮১৭
জুন	২৮,১২৮	২৭,৫৬৮	৫৬০	৫৯১	৩,৯৫৪
জুলাই	২৯,০৬৯	২৮,৫২৩	৫৪৬	৫৭৫	৪,১৩৩
আগষ্ট	২৮,৯৮৮	২৮,৪৩৮	৫৫০	৫৮৩	৪,১৫২
সেপ্টেম্বর	২৯,৮৩৮	২৯,২৮৮	৫৫০	৬৪৪	৪,২১৬
অক্টোবর	৩১,২৭৭	৩০,৭০৮	৫৬৯	৬৯৫	৪,৩৬৪
নবেম্বর	৩০,১৪২	২৯,৫৩৯	৬০৪	৬৯৫	৪,৪১৯
ডিসেম্বর	৩০,৩৪৮	২৯,৭৪৮	৬০০	৬৬১	৪,৫১৭
১৯৩৮ জানুয়ারি	৩০,০২২	২৯,৩৮৬	৬৩৪	৭৪০	৩.৭৭৩
ফেব্রুয়ারি	৩০,১৯৮	২৯,৫৪২	৬৫৬	৭৮১	৩,৬৮২
মার্চ	২৯,২৩৪	২৮,৬২০	৬১৪	৭৮০	৩,৭২২
এপ্রিল	৩০,৪৫৪	২৯,৮৭৪	৫৮০	৭৮১	৩,৮১৩
মে	৩৪,৩২৪	৩৩,৮২৮	৫৬৬	৬৭৬	৩,৮৪৬

জার্ম্মাণির পাঁচটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

সম্পদ্ (মিলিয়ন রাইখ্‌স্ মার্ক)

	নগদ টাকা	অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট পাওনা	বিল ডিসকাউণ্ট	ধার
১৯৩৭ জুন		২৯৬		২,৬৩৬
জুলাই		২৯৮		২,৬৭৬

		নগদ টাকা	অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট পাওনা	বিল ডিসকাউন্ট	ধার
	আগষ্ট		২৮২		২,৭০১
	সেপ্টেম্বর		৩২২		২,৭৫৪
	অক্টোবর		২৭৭		২,৬৮৭
	নবেম্বর		২৯৯		২,৬২৮
১৮৩৮	জানুয়ারি		২৮৩		২,৫৯৪
	ফেব্রুয়ারি		২৭৮		২,৬৩১
	মার্চ্চ		৩০৮		২,৭১৪
	এপ্রিল		২৭৩		২,৬৮০
	মে		২৬০		২,৬০৪
	জুন		২৭১		২,৭০৪

		ধার ডিপজিট			ব্যাঙ্কের কাছে	অন্যান্য
		মোট	ডিম্যাণ্ড	সময়	কর্জ্জ	ধার
১৯০৭	জুন	৬,২০৪	২,৯৬৯	৩,২৩৬	৫৮৩	১,২৪১
	জুলাই	৬,১৬৪	২,৮১৮	৩,২৪৫	৫৩৩	১,২৬১
	আগষ্ট	৬,১৭৫	২,৮৯২	৩,২৮৩	৫৩৩	১,২৬৫
	সেপ্টেম্বর	৬,১৭২	২,৯১৬	৩,২৫৬	৫৩৯	১,২৯২
	অক্টোবর	৬,১৪১	২,৮৬২	৩,২৭৯	৫১০	১,৩২৭
	নবেম্বর	৬,২৬৪	২,৯১২	৩,৩৫২	৫১৩	১,৩০৫
১৯০৮	জানুয়ারি	৬,০৮১	২,৮৩৯	৩,২৪২	৪৬৫	১,৩৩৬
	ফেব্রুয়ারি	৬,১৪৬	২,৮১৮	৩,৩২৮	৪৬৩	১,৩৫০
	মার্চ্চ	৬,০৩৮	২,৯১০	৩,৪২৮	৪৬০	১,৩৫৬
	এপ্রিল	৬,৩৮৪	২,৯৭৮	৩,৪০৬	৪৫৩	১,৩৩৪
	মে	৬,৫০৯	৩,০৫০	৩,৪৫৯	৪৪৪	১,৩২৭
	জুন	৬,৬৩৫	৩,১৫৯	৩,৪৭৬	৪৩৩	১,৩০৩

বোম্বাই গভর্ণরের উক্তি

সাতরা সিটি মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক প্রদত্ত মানপত্রের উত্তরে বোম্বাইয়ের গভর্ণর বলেন যে, "গণতান্ত্রিক নীতিতে শাসনকার্য্য পরিচালনা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন; অনেক দেশেই গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র আজ বহুলাংশে উপহসিত। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য শিক্ষিতজনের দরকার। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এক্ষেত্রে যথেষ্ট কাজ করিতে পারে।

মারাঠাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের উল্লেখ করিয়া অতঃপর তিনি বলেন, আপনারা নিশ্চয়ই জানিয়াছেন যে, সম্প্রতি আমার দেহরক্ষিদলে বোম্বাই প্রদেশ হইতে লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছি। এ মাসের প্রথম হইতে আমার দেহরক্ষিদলের প্রায় অর্দ্ধেক লোক মারাঠিদের মধ্য হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। মারহাট্টা অশ্বারোহীদের গৌরবময় কাহিনীর কথা যখন স্মরণ করি, তখন আমার সন্দেহ থাকে না যে, শীঘ্রই এই প্রদেশ তাহাদের জন্য গৌরব অনুভব করিবে। মারাঠিদিগকে সঙ্গে পাইয়া আমি আনন্দিত।

উপসংহারে গভর্ণর আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, "মারহাট্টা জেলা হইতে আজও যাঁহারা সৈন্যদলে যোগদান করিয়া থাকেন, বীরত্বগুণে তাঁহারা শ্রেষ্ঠতম।

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের সার্কুলার

লোক্যাল বোর্ডসমূহের বিলোপ ও প্রত্যক্ষ ভোটের সাহায্যে জেলা বোর্ডের নির্ব্বাচন সম্পর্কে বিভিন্ন জেলা বোর্ডসমূহের অভিমত জানিবার জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের স্বায়ত্তশাসন বিভাগ হইতে বিভাগীয় কমিশনারদিগের নিকট একটি সার্কুলার জারী করা হইয়াছে।

উক্ত সারকুলারে বলা হইয়াছে সংশোধিত বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন অনুসারে লোক্যাল বোর্ড-সমূহের বিলোপ ও প্রত্যক্ষ ভোটের সাহায্যে জেলা বোর্ডসমূহের নির্ব্বাচন হইবে। কয়েকটি জেলা হইতে লোক্যাল বোর্ডসমূহ তুলিয়া দিবার প্রস্তাব আসিয়াছে। তদনুসারে গভর্ণমেণ্টও কয়েক ক্ষেত্রে আদেশ দিয়াছেন। কাজেই যেসকল জেলায় লোক্যাল বোর্ডসমূহ বিলুপ্ত হইয়াছে সেই সকল জেলায় জেলা বোর্ডসমূহে প্রত্যক্ষ ভোটের সাহায্যে নির্ব্বাচনের প্রাথমিক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বোর্ডগুলির বর্ত্তমান মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে এইভাবে উহাদিগকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে।

যে জেলার মহকুমাগুলিতে একটি করিয়া লোক্যাল বোর্ড আছে, তাহাতে বর্ত্তমানে জেলা বোর্ডের সদস্য-দিগের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ নির্ব্বাচিত এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ মনোনীত হইয়া থাকে। তৎস্থলে তিন-চতুর্থাংশ সদস্য নির্ব্বাচনের সাহায্যে গ্রহণ করা হইবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন। এই জন্য সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইতে পারে।

এই সম্পর্কে প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের নিয়মাবলী সম্বন্ধে গত ১৬ই জুলাই যে নোটিশ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপ্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে।

শীঘ্রই কয়েকটি জেলা বোর্ডের মেয়াদ শেষ হইবে বলিয়া নির্ব্বাচন কেন্দ্রের সীমা নির্দ্ধারণ ও সংরক্ষিত আসন বণ্টনের প্রস্তাব এবং তৎসহ জেলা বোর্ডের অভিমত গভর্ণমেণ্টকে জানাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

প্রত্যেকটি কেন্দ্র হইতে মাত্র একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন।, তবে সংখ্যায় সম্প্রদায়ের জন্য একটি অতিরিক্ত আসন দেওয়া যাইতে পারে। যাহাতে সংখ্যায় সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন, তৎপ্রতি লক্ষ্য

রাখিতে হইবে। নূতন নির্ব্বাচন নিয়মে বিশেষ নির্ব্বাচন কেন্দ্রের ব্যবস্থা না থাকায় সংখ্যায় সম্প্রদায়ের সদস্য গ্রহণ সাধারণ কেন্দ্রেই হইবে। এলাকার মোট লোকসংখ্যা এবং প্রত্যেক কেন্দ্রের হিন্দু ও মুসলমান ভোটদাতাদিগের সংখ্যারও বিস্তারিত বিবরণ গভর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

আয়কর বিলের সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ

জানা গিয়াছে যে, ওরিয়েণ্টাল এবং নিউ ইণ্ডিয়া বীমা কোম্পানীর একচুয়ারীদ্বয় মিঃ বৈদ্যনাথম এবং মিঃ শাহাকে বীমা কোম্পানীগুলির পক্ষ হইতে আয় কর বিল সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটির নিকট এই দাবী পেশ করিতে পাঠান হইয়াছে যে, বিলাতে যে প্রণালীতে বীমা কোম্পানীগুলির উপর আয় কর ধার্য্য করা হইয়া থাকে, নূতন আইনে সেইরূপ বিধান করা আবশ্যক। বর্ত্তমানে আয় কর আইনের কোন ধারা অনুসারে বীমা কোম্পানীর আয় কর ধার্য্য করা হয় না। কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ড উক্ত আইনের ৪৯ ধারা অনুসারে কর ধার্য্যের প্রণালী স্থির করিয়াছেন। প্রকাশ যে, বীমা কোম্পানীগুলি এই দাবী করিতেছেন, যে কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ডের উপর কর ধার্য্য করিবার ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ার ফলে তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী নূতন নূতন প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে এবং ফলে এযাবৎ বীমা কোম্পানীগুলির স্বার্থহানি হইয়াছে; সুতরাং এই ব্যবস্থা রহিত হওয়া আবশ্যক।

মিঃ ডি এন ওয়াদিয়ার অবসর গ্রহণ

ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের সুযোগ্য কর্ম্মচারী মিঃ ডি এন ওয়াদিয়া সোমবার অবসর গ্রহণ করিবেন। তিনি সিংহলের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে সিংহল গবর্ণমেণ্টের পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন। শীঘ্রই তিনি সিংহল যাইতেছেন। সম্প্রতি ভূতত্ত্ব বিভাগের কর্ম্মচারীরা মিঃ ওয়াদিয়াকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

মিঃ ওয়াদিয়া বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কিছুকাল কাশ্মীরে প্রিন্স অব ওয়েলস কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন। ১৯২১ সনে তিনি ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগে যোগদান করেন। তিনি কাশ্মীরের পীর পাঞ্জাল পাহাড়, শিলঙের অঞ্চল এবং নাগা পর্ব্বত প্রভৃতি নানাস্থানে কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়াছেন।

ওয়াজিরীস্থানে ভূগর্ভ হইতে জল সরবরাহ সম্পর্কে গবেষণাকার্য্যের জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার লিখিত "জিওলজি অব্ ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থ ভারতের ভূতত্ত্ব সম্পর্কে একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র বৈজ্ঞানিক পুস্তকালয়ে এই পুস্তকখানা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের জয়ন্তী অনুষ্ঠানে এবং অপর একবার ভূতত্ত্ব শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছেন এবং দুই বৎসর কাল ভারতীয় মাইনিং জিওলজিক্যাল অ্যাণ্ড মেটালর্জিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। মিঃ ওয়াদিয়া রয়েল এসিয়াটীক সোসাইটির সদস্য।

জেলে উৎপন্ন দ্রব্যের ভাণ্ডার

আমিনুদ্দৌলা পার্কে যুক্তপ্রদেশের জেলসমূহের উৎপন্ন দ্রব্যের একটি ভাণ্ডার খোলা হইয়াছিল। বিচার বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ কে এন কাটজু উহার উদ্বোধন করেন। প্রায় ৫০ জন সাধারণ কয়েদী উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিল। তাহাদিগকে অন্যান্য লোকের সহিত বসিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। তখন সন্ধ্যা হইলেও তাহাদিগকে বিনা পাহারায় আসিতে দেওয়া হইয়াছিল। এই উপলক্ষে কয়েদীদিগের ড্রিল হইয়াছিল।

জেলসমূহের ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ সারামতুল্লা মন্ত্রীমহাশয়কে ভাণ্ডারের উদ্বোধন করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব্বে জেলে কয়েদীদিগের অমানুষিক খাটুনী ছিল, কিন্তু তাহাতে আর কিছুই হইত না। এখন লাভজনক খাটুনীর ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় যুক্তপ্রদেশে জেলখানা এবং কয়েদীর সংখ্যা বেশী।

ডাঃ কাটজু বলেন যে, জেলের তৈয়ারী জিনিস

যাহাতে বাহিরের জিনিসের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে সেইজন্য উহার দাম কমান উচিত। তবে যাহাতে জনসাধারণের মনে কোন খারাপ ধারণা না হয় সেইভাবেই দাম কমাইতে হইবে। তাঁহার মতে ছেলে এরূপ জিনিস তৈয়ার করা উচিত, যাহা সকল সরকারী বিভাগে ব্যবহৃত হইতে পারে।

পরলোকগত মিঃ আবুল হোসেন

বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের প্রাক্তন অধ্যাপক ও কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট আবুল হোসেনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য গতকল্য বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় মুস্লিম ইন্‌ষ্টিটিউট হলে এক সভা হইয়া গিয়াছে। খান বাহাদুর আবদুল মোমিন উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

স্বনামখ্যাত আবুল হোসেনের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া খানবাহাদুর মোমিন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, আবুল হোসেন সাহেবের অকাল মৃত্যুতে মুস্লিম সম্প্রদায়ের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধনই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, মিঃ হোসেন অত্যন্ত চরিত্রবান এবং ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার চরিত্র এবং কার্য্যাবলী যুবকদের অনুসরণ করা উচিত।

অতঃপর খান বাহাদুর আবদুল রহমান বক্তৃতা করেন। তিনিও মিঃ হোসেনের বহু গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া তাঁহার অকালমৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন।

তাঁহার বক্তৃতার পর অধ্যাপক আবদুল ওয়াহেদ, আবদুল কাদের, হুমায়ুন কবীর এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি পরলোকগত আবুল হোসেন সাহেবের সাহিত্যিক ও কর্মজীবনের বিভিন্ন বিষয় লইয়া আলোচনা করেন।

বেঙ্গল ফার্ম্মাসিউটিক্যাল এসোসিয়েশন

২৩শে অক্টোবর বেলা সাড়ে তিনটার সময় স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের লেকচার-ঘরে বেঙ্গল ফার্ম্মাসিউটিক্যাল এসোসিয়েশনের শিক্ষা-সংক্রান্ত, ভৈষজ্যসংক্রান্ত, সাধারণ ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলগুলির একটি সম্মিলিত অধিবেশন হইবে। ডাঃ আকেনসেরিয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিকট যে কলিকাতায় একটি ভৈষজ্য মহাবিদ্যালয় (কলেজ অব্ ফার্ম্মেসী) প্রতিষ্ঠার জন্য দুই লক্ষ টাকা দানের প্রস্তাব করিয়াছেন, সে বিষয়ে বিবেচনা করা ও ভৈষজ্যশাস্ত্র শিক্ষার কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ডাঃ আকেনসেরিয়ার মুক্তহস্তে দানের জন্য ধন্যবাদ জানানো এবং এসোসিয়েশনের টাকাকড়ি ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা এই অধিবেশনে হইবে। এসোসিয়েশনের সভাপতি কর্ণেল আর এন চোপরা অধিবেশনের সভাপতি হইবেন।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের আগামী অধিবেশন বড়দিনের অবকাশে গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত হইবে। আসাম প্রবাসী সমগ্র বাঙ্গালী সমাজ এই সম্মেলনের সাফল্যের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন। গৌহাটির বাহিরে আসাম প্রবাসী বাঙ্গালীগণের প্রতিনিধিগণ সত্বরই অভ্যর্থনা সমিতি ও পরিচালক সমিতিতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

এ বৎসর সম্মেলনের অধিবেশনে পাঁচটি শাখা বিভাগ থাকিবে, যথা—সাহিত্য, শিল্পকলা, বৃহত্তর-বঙ্গ, সমাজ-বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান। বঙ্গের ও প্রবাসের যে সব মহোদয়গণ এই বিষয়গুলিতে অভিজ্ঞ তাঁহাদের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন উল্লিখিত যে কোন বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিয়া উহার একটি সারমর্ম্ম ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠান।

রংপুর সাহিত্য পরিষদ

গত ২রা কার্ত্তিক অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকায় রংপুর হাদবেশ্বর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশয়ের সভাপতিত্বে রংপুর সাহিত্য পরিষদ্ মন্দিরে প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মহাপ্রয়াণে শোক-সভা ও পরিষদের ৩৪শ বার্ষিক তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

সভারম্ভে পরিষদের সহকারী সম্পাদক কবিশেখর শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় নগেন্দ্রনাথের জীবন-চরিত সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অনন্তর পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী বর্ম্মভূষণ মহাশয় বলেন, আমরা যখন "রংপুর সাহিত্য পরিষদ" প্রতিষ্ঠা করি, তখন মূলসভা হইতে নগেন্দ্রনাথ আসিয়া প্রথমে প্রাণময়ে উদ্দীপ্ত করেন। তখন হইতেই তাঁহার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় সুরু হয়। তারপর যখন কামরূপের ইতিহাস রচনার জন্য দ্বিতীয়বার রংপুরে পদার্পণ করেন তখন পরিষদের পক্ষ হইতে স্বর্গীয় পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয় তাঁহাকে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব উপাধিতে ভূষিত করেন।

পরিশেষে সকলে দণ্ডায়মান হন ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় শোক প্রস্তাবটি পাঠ করিলে সকলে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাহা গ্রহণ করেন এবং এক মিনিট কাল মৌন থাকিয়া স্বর্গগত আত্মার কল্যাণ কামনা করেন।

জনমঙ্গল সমিতি

বিগত ২১শে আশ্বিন বেলা ২টার সময় ত্রিপুরা রাজ্যে কৈলাসপুর বিভাগে কীর্ত্তনতলীমণ্ডপে জনসাধারণের "কৈলাসপুর বিভাগীয় জনমঙ্গল সমিতি" নামে এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। উক্ত সভায় বিভাগের বিভিন্ন স্থান হইতে সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিল। ইহার অধিকাংশ কৃষক।

উক্ত সমিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

১। শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত, উকিল—সভাপতি, ২। শ্রীযুক্ত আব্দুল গণি মজুমদার জমিদার—সহকারী সভাপতি, ৩। শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন সিংহ—সেক্রেটারী, ৪। মৌলবী আব্দুল লতিফ—সহকারী সেক্রেটারী, ৫। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সহকারী সেক্রেটারী।

শিল্পোন্নয়নে মাদ্রাজ মন্ত্রিসভার প্রচেষ্টা

"আমরা ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠার বিরোধী নহি। আমরা বৃহৎ কলকারখানা স্থাপনের বিরোধিতা করি না। তবে আমরা কুটির শিল্পের উন্নতি বেশী কামনা করি। কিন্তু বৃহৎ শিল্পের ভবিষ্যৎ এবং গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত আছি। এই সমস্ত বৃহৎ শিল্প প্রবর্ত্তনের ফলে কুটিরশিল্প লোপ পাইবে না, বরঞ্চ কুটিরশিল্পের দ্বারা যে অভাব পূরণ হয় নাই উক্ত শিল্পের দ্বারা তাহা পূরণ হইবে। আপনারা আশা করিতে পারেন যে, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা আরও অনেক দিন স্থায়ী হইলে তাঁহারা শিল্পের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।"

২৪শে তারিখ সন্ধ্যায় নাগাপট্টমে একটি কারখানায় বৈদ্যুতিক চুল্লির ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী মিঃ সি রাজাগোপাল আচারিয়া উক্তরূপ বক্তৃতা করিয়াছেন।

তিনি আরও বলিয়াছেন আমাদের দেশে যে সম্পদ্ আছে, আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে বিদেশ হইতে কাঁচা মাল আমদানি করার কোন প্রয়োজন থাকিবে না। আমাদের নিজেদের দেশের পায় দিয়াই আমরা ফল জন্মাইতে পারি। এই কারখানার ভিত্তি স্থাপনের দ্বারা আমাদের সেই চেষ্টা ও পরিকল্পনা রূপ পাইতেছে।

উপসংহারে তিনি বলেন—"গান্ধীপন্থীরা কলকারখানা ও বৈদ্যুতিক শক্তির বিরোধিতা করে, এইরূপ ভুল ধারণা কাহারও থাকা উচিত নয়। যে শিল্প প্রবর্ত্তনের ফলে কুটিরশিল্প ধ্বংস হইবে, তাঁহারা উহার বিরোধিতা করেন মাত্র। উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে আমরা চেষ্টা করিতেছি।"

দেশসেবাই শিক্ষার উদ্দেশ্য

গত ৩০শে অক্টোবর কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু শিলঙে এক বিরাট ছাত্র-সভায় বক্তৃতা করেন। স্থানীয় অপেরা হলে ব্যারিষ্টার আহম্মদ আলি খানের

সভাপতিত্বে ঐ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বসু তাঁহার বক্তৃতায় ছাত্রদিগকে সেবা-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বলেন। তিনি বলেন যে, একমাত্র জীবিকা উপার্জ্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। অবশ্য উন্নতভাবে জীবন যাপনের জন্য অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন; কিন্তু তাহা পরের সেবা করিবার লক্ষ্য লইয়া করিতে হইবে। স্বার্থপরতা জীবনের বা শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। তিনি আরও বলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে যে শিক্ষা আমরা পাইয়া থাকি, তাহা আমাদিগের হৃদয় উন্নত করে না, মনকেও সম্প্রসারিত করে না, সেবার ইচ্ছাকে প্রবুদ্ধ করে না এবং জাতীয় সম্মান সম্বন্ধে সচেতন করে না—এক কথায়, ইহা জাতীয় চরিত্রের গঠনে বা উন্নয়নে কোন সাহায্যই করে না। ইহা আমাদিগকে প্রকৃত নাগরিক হইবার শিক্ষা দেয় না। এই শিক্ষার নৈতিক দিক্ সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হইয়াছে। আমরা নিজের চেষ্টায় ও আমাদের সঙ্ঘের দ্বারা এই দুই শিক্ষার পরিবর্ত্তন করিতে পারি। পরিশেষে ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "তোমরা এই সঙ্ঘের ভিতরে থাকিয়াই তোমাদের সম্প্রদায়, দেশ ও জাতির সেবা করিতে শিখিবে।"

পাট অর্ডিনান্সের রহস্য উদ্ঘাটন

বঙ্গীয় আইন পরিষদে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু নবপ্রবর্ত্তিত পাট অর্ডিনান্স সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন পাট অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তনের পর পাট-চাষী ও পাট কলের মজুরদের দুরবস্থা সম্বন্ধে যে আশঙ্কা করা গিয়াছিল দুই মাস যাইতে না যাইতেই তাহা সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। অর্ডিনান্স জারীর ফলে পাটের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে এবং পাটকলে বহু শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে এবং যাহারা এখনও কাজ করিতেছে তাহাদের মজুরীর পরিমাণও কমান হইয়াছে। অর্ডিনান্স জারীর পূর্ব্বে পাটের বাজার আস্তে আস্তে চড়িতেছিল, কিন্তু অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই পাটের দাম কমিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং পাটকলের প্রায় দুই হাজার শ্রমিক কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে। যাহারা এখনও কাজে বহাল রহিয়াছে তাহাদের মজুরীর হার শতকরা ১৫ হইতে ২৫ টাকা হিসাবে হ্রাস করা হইয়াছে।

অর্ডিনান্সের ফলে পাটচাষী ও পাটকলের মজুরদের আয়ের উন্নতি হইবে বলিয়া মন্ত্রিমণ্ডলী যে বাগাড়ম্বর করেন তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। প্রকৃত পক্ষে পাটচাষী ও পাটকলের শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার সহিত এই অর্ডিনান্সের কোন সম্পর্ক নাই। অর্ডিনান্সের মূলে রহিয়াছে ভারতীয় পাটকল সমিতির, ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় সদস্যদের মনো-মালিন্য ও মতদ্বৈধ। পাটকল সমিতির ইয়োরোপীয় সদস্য-বৃন্দ পণ্য প্রস্তুত হ্রাস করিয়া কৃত্রিম উপায়ে পাটের বাজার ঠিক রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু ভারতীয় সদস্যবৃন্দ তাহাতে রাজী হন নাই। অতঃপর ইয়োরোপীয় সদস্যবৃন্দ এই ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তদানীন্তন গভর্ণর সার জন এণ্ডারসন কোন প্রকার আইন করিতে রাজী হন নাই।

তারপর এসোসিয়েশনের সদস্যদেরই মধ্যে একটা চুক্তির ফলে সাময়িক ভাবে দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ও চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে পুনরায় এসোসিয়েশনের ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয় সদস্যদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা দেয়। ইয়োরোপীয়গণ এসোসিয়েশনে সংখ্যায় অধিক এবং অধিকতর প্রতিপত্তিশালী থাকায় ভারতীয় সদস্য ও কলওয়ালাদের উপর চাপ দিতে থাকে। ইহাতে দুইটি কল ব্যতীত অন্যান্য সকল ভারতীয় সদস্য এসোসিয়েশনের প্রস্তাবে রাজী হইতে বাধ্য হয়। এই দুইটি কলকে সায়েস্তা করিবার জন্যই বর্ত্তমান অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

পাটকল সমিতির ইয়োরোপীয় সদস্যদের প্ররোচনায় গভর্ণমেণ্ট যে প্রবর্ত্তিত অর্ডিনান্সের ন্যায় একটি আইন প্রণয়ন করিবেন অর্থনীতি সম্বন্ধীয় একখানি কাগজ এইরূপ আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছিল এবং এই অর্ডিনান্স সম্বন্ধে ভারতীয় কলওয়ালাদের ভয় দেখাইয়াছিল। অর্ডিনান্স যে, পাটকল সমিতির ইয়োরোপীয় সদস্যদের প্ররোচনায় করা হইয়াছে তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, এসোসিয়েশন

পাটকলের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যেসকল সর্ত্ত দিয়াছিলেন, প্রবর্ত্তিত অর্ডিনান্সেও ঠিক সেই সকল সর্ত্তই রহিয়াছে। এই সব ব্যাপার দেখিয়া মনে স্বতই সন্দেহ জাগে যে, বাংলার বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় পাটকল সমিতির একটি শাখা কিনা।

গভর্ণমেণ্ট যদি এই সঙ্গে পাটচাষী ও পাটকলের মজুরদের স্বার্থের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতেন তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছু ছিল না। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। তাহা ছাড়া পাটের বাজার যখন চড়িতেছিল তখন এই অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তন করায় পরিষ্কার বুঝা যায় ইয়োরোপীয় কলওয়ালাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই অর্ডিনান্স জারী করা হইয়াছে।

ইয়োরোপীয় কলওয়ালাদের ব্যয় বাহুল্যের জন্যই পাটকলে বর্ত্তমান দুর্দ্দশার উদ্ভব হইয়াছে। এই ব্যাধিকে তাহারা না কমাইয়া কৃত্রিম উপায়ে মজুরদের ও চাষীদের উপর হাত দিতেছে। তাহারা কলে কেবল চটই প্রস্তুত করিতেছে। পাট হইতে নূতন দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়া পাটের বাজার ও মিলের উন্নতি বিধানের কোন প্রকার চেষ্টা করিতেছে না। নিজের ঘর যাহারা গুছাইতে পারে না তাহাদের সংরক্ষণ গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও যুক্তিসঙ্গত নহে। এই জন্যই সার জন এণ্ডারসন পাটকল সম্বন্ধে কোন আইন প্রণয়নে রাজী হন নাই। কিন্তু প্রতি কথায় কৃষকদের স্বার্থরক্ষার বুলি আওড়াইয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল তাহা করিলেন।

পাটকল সমিতির প্রতিবাদ

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর বিবৃতির প্রতিবাদে পাটকল সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান বলিয়াছেন যে—

১। অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট সমিতির সহিত কোন প্রকার পরামর্শ করেন নাই, এমন কি সমিতি পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এবিষয় অবগত ছিলেন না।

২। সমিতির প্রস্তাবে যেসকল সর্ত্ত ছিল অর্ডিনান্সে তাহার সমস্ত দূর করা হয় নাই। পাটকলে এখনও অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে। সমিতির সদস্যদের মধ্যে একটা মীমাংসা হইয়া গেলে অর্ডিনান্সের হয় ত কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

৩। অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তনের পর পাটের দর কমে নাই, বরং ঢাকা, চরমাগুরিয়া, চাঁদপুর প্রভৃতি স্থানে মণ-প্রতি আট আনা হিসাবে দর বাড়িয়াছে।

৪। অর্ডিনান্সের ফলে ২৫ হাজার লোক কর্ম্মচ্যুত হয় নাই, ১৪২৫৮ জনের কাজ গিয়াছে।

৫। শ্রমিকদের মজুরীর পরিমাণও শতকরা ১৫ হইতে ২৪ টাকা হ্রাস করা হয় নাই। কার্য্যকাল নিয়ন্ত্রণ অনুসারে মজুরী স্বতই কমিয়া গিয়াছে। সেই হিসাবে শ্রমিকদের মজুরীর হার ঠিকই রহিয়াছে। পাটকলের মালিকদের মধ্যে কলের দুর্দ্দশার প্রতিকারে একটা ব্যবস্থা না হইলে বহু মিল বন্ধ হইয়া যাইত, একথা শ্রমিকগণ জানিত। অর্ডিনান্স জারীর ফলে অনেক কল দরজা বন্ধ করার হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

৬। অর্ডিনান্সের সর্ত্ত এবং পাটকল সমিতির সর্ত্তের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিয়া যে কথা বলা হইয়াছে তাহাও সত্য নহে।

৭। পাটকল সমিতির পরামর্শ সমিতিতে একাধিক ভারতীয় সদস্য ছিলেন। কলের কার্য্য নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবে তাঁহাদের সম্মতি ছিল। অতএব অর্ডিনান্স ইয়োরোপীয় সদস্যদের ইচ্ছানুসারে করা হইয়াছে একথা বলাও অন্যায়।

৮। উপসংহারে মিঃ বসু ইয়োরোপীয়দের মিলগুলির ব্যয়বাহুল্য সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহাও অজ্ঞতা-প্রসূত। সমিতি এসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে অনিচ্ছুক।

যুক্তপ্রদেশে সংশোধনাগার স্থাপনের ব্যবস্থা

সম্ভবতঃ প্রস্তাবিত সংশোধনাগার (বোরস্থাল জেল) এলাহাবাদেই স্থাপিত হইবে। জেলসমূহের ইনস্পেক্টর জেনারেল মেজর সালাবত উল্লার সমভিব্যাহারে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শ্রীবাস্তব সম্প্রতি এখানকার পুরাতন ডিষ্ট্রিক্ট জেলের বাড়ী পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা নাইনী সেণ্ট্রাল জেলও পরিদর্শন করিয়াছেন।

জানা গিয়াছে, একজন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা নাইনী

সেণ্ট্রাল জেলে মেয়ে কয়েদীদিগকে শিক্ষাদানের এক পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিলে একজন বেতনভোগী শিক্ষয়িত্রী এবং কয়েকজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে। ঐসকল শিক্ষক তাঁহাদের অবসর সময়ে শিক্ষকতা করিবেন। মাইনী জেলে প্রায় ৬০ জন মেয়ে কয়েদী আছে।

বঙ্গের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন

১৯৩৭ সনে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনানুযায়ী যেসকল ব্যবস্থা হইয়াছে। তৎসংক্রান্ত ১৯৩৭ সনের সরকারী কার্য্য বিবরণীতে প্রকাশ,—

আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বসমেত ২০২২টি প্রতিষ্ঠান হইতে সালতামামী হিসাব পাওয়া যায়। ঐসকল বার্ষিক হিসাবের সার সংগ্রহ করিয়া জানা যায় যে, ঐসকল প্রতিষ্ঠানে আলোচ্য বর্ষে ৭ লক্ষ ৫৭ হাজার ৯৫৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং ১৬ হাজার ৩৯১ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক প্রত্যহ কাজ করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মোট ৬ হাজার ৫ শত ৫০টি দুর্ঘটনা ঘটে ঐ সকল দুর্ঘটনায় ১৩৪ জন মারা গিয়াছে; ৪৩৪ জন স্থায়িভাবে এবং ৫৯৮২ জন সাময়িক-ভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে ঐসকল শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বাবদ যথাক্রমে ৯০,৭২৭ টাকা, ১১০৩৯৪ টাকা এবং ৩,০৫৭ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

রেজিষ্টারীকৃত কলকারখানা ও খনি ছাড়াও রেলওয়ে, জাহাজ-প্রতিষ্ঠান ও গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রমিক ও কারিগরদের সম্পর্কেও এই আইন প্রযুক্ত হয়। ইহাদের সম্বন্ধে কোনও সালতামামী কমিশনারের নিকট দাখিল করিতে হয় না। টুপীর কারখানা, গ্লাসের কারখানা, উল ও তৈলের কল, চামড়া পরিষ্কারের কারখানা, কাগজের কারখানা, করাত কল ও ছাপাখানা প্রভৃতিতে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাবীর পরিমাণ আলোচ্য বর্ষে বৃদ্ধি হইয়াছে। মফঃস্বল অঞ্চলে যারা বাস করে, তাহাদের দাবী কিছু কিছু বৃদ্ধি হওয়ায়, এবং শ্রমিক ক্ষতিপূরণ কমিশনার মনে করেন যে, এই প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে আইনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক।

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে বঙ্গদেশে সীসার বিষে মৃত্যুঘটিত মাত্র একটী দাবী অমীমাংসিত ছিল। ঐ শ্রেণীর আরও দুইটি দাবী পরে পেশ হয়। এই তিনটী দাবীর মধ্যে একটি দাবী পূরণ করা হয়। বৎসরের শেষে দুইটী দাবী অমীমাংসিত থাকে। শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের ১০ ক্লি ধারা অনুসারে ২২৮টি দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। দুইটী ক্ষেত্রে আইনের ১০ ধারা অনুসারে মালিকদিগের উপর নোটিশ জারী হয়। তাহারা দায়িত্ব স্বীকার করেন কি না, নোটিশে তাহা জানিতে চাওয়া হয়। ১৬২টি ক্ষেত্রে মালিকগণ কমিশনারের নোটিশ পাইয়া ক্ষতিপূরণের টাকা জমা দেন। ৫০টি ক্ষেত্রে মালিকগণ এই বলিয়া দাবী অস্বীকার করেন যে, মৃতের অসাবধানতা বশতঃ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, উহার সহিত মালিকগণ সংশ্লিষ্ট নহেন।

বৎসরের প্রারম্ভে কমিশনারের হাতে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ১৯১ টাকা ৫ আনা ১১ পাই উদ্বৃত্ত তহবিল ছিল। আলোচ্য বর্ষে আরও ৩ লক্ষ ১২ হাজার ৭৬৮ টাকা ৬ আনা ৭ পাই তাহার নিকট আমানত হয়। মোট জমা ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৫৯ টাকা ১২ আনা ৬ পাই মধ্যে ক্ষতিপূরণ এবং নিযুক্ত অর্থ বাদে বৎসরের শেষে কমিশনারের হাতে ৭৫ হাজার ২৪২ টাকা ৮ পাই থাকে। কমিশনার কর্ত্তৃক ক্ষতিপূরণ বাবদে মালিকগণ নিজেরাও চুক্তি অনুসারে ৮৬ হাজার ২২৫ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়াছেন।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ভারতীয় নিয়োগ

বিহার বণিক সমিতির সেক্রেটারী মিঃ ভি ভি ঠাকুর, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ক্রমশঃ ভারতীয় নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে এক চিঠিতে জানাইয়াছেন,—

"আমার কমিটি অত্যন্ত দুঃখিত যে, যখন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এই পাশ হয় তখন যদিও এইরূপ প্রতি-

শ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ক্রমশঃ ভারতীয় নিয়োগ করিবার উপযুক্ত এবং কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, তথাপি দেখা যায় যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে মোট ২০২ জন কর্ম্মচারীর মধ্যে ১৯২৪ সনে যদিও ৩৪ জন ভারতীয় কর্ম্মচারী ছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা হ্রাস পাইয়া ২৪ জনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।"

এই চিঠিতে আরও বলা হইয়াছে যে, ইণ্ডিয়ান সেনট্রাল ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটী এইরূপ দুইটী সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার এজেণ্ট স্বরূপ হইবে অর্থাৎ স্থানীয় বোর্ডের শতকরা ৭৫ জন ডিরেক্টর এবং সেনট্রাল বোর্ডের অধিকাংশ ডিরেক্টর ভারতীয় হইবে। এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের চাকুরীতে বিশেষ ক্ষেত্র ভিন্ন আর অ-ভারতীয় নিযুক্ত করা হইবে না এবং তাহাতেও ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সচিবের অনুমতির প্রয়োজন হইবে।

মিঃ ঠাকুর বলেন—"ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক যদিও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেণ্ট হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছে তথাপি উপরোক্ত দুইটী সুপারিশের কোনটীই পালন করা হয় নাই।

পাঞ্জাবের ভূমিরাজস্ব ও বেকার সমস্যা

গত বৎসর গবর্ণমেণ্ট ভূমিরাজস্ব এবং বেকার সমস্যা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য যে দুইটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহাদের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা হইয়াছে বলিয়া এসোসিয়েটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন। রিপোর্টের সুপারিশগুলি সবিস্তারে জানা যায় নাই; তবে অনুমান হয় যে, করধার্য্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হইয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি যেসকল বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি আশ্বাস দিয়াছেন যে, কমিটির রিপোর্টে যাহাই থাকুক, কৃষক এবং ছোট জমিদারদিগকে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবেন।

বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য অর্থের প্রয়োজন। কাজেই নূতন কর ধার্য্য হওয়া সম্ভবপর। তবে কৃষকেরটি অত্যধিক কর দিয়া আসিতেছে বলিয়া জোর সুপারিশ করা হইয়াছে যে, অ-কৃষকদের উপর নূতন কর ধার্য্য করা উচিত। যাহাদের বার্ষিক আয় ৫০০৲ টাকা হইতে ২,০০০৲ টাকা, তাহাদের উপর এবং বিবাহ অনুষ্ঠানের উপর কর ধার্য্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী

গত ২৯শে অক্টোবর লাহোর পাতিয়ালা ভবন ময়দানে নিখিল ভারত শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাঞ্জাব সরকারের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত মনোহরলাল পুরোহিতের কার্য্য করেন।

প্রদর্শনীর কয়েকটি হল পাঞ্জাব সরকার কর্ত্তৃক পাঞ্জাব জেলাসমূহে প্রস্তুত দ্রব্য সম্ভার প্রদর্শনের জন্য দেওয়া হইয়াছে। প্রফেসর রামস্বরূপ খাপারের তত্ত্বাবধানে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ দেখাইবার জন্য একটি হল দেওয়া হইয়াছে। মোটের উপর প্রদর্শনীটি বিবিধ আমোদ প্রমোদে ও হল সংযোগে সুন্দর হইয়াছে।

ভারত সরকারের এডুকেশন কমিশনার

ভারত সরকারের নবনিযুক্ত এডুকেশন কমিশনার মিঃ জন সার্জ্জেণ্ট পি এচ ও কোম্পানীর মূলতান জাহাজে বোম্বাই পৌঁছিয়াছেন। ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, তিনি উহা পাঠ করিয়াছেন এবং উক্ত পরিকল্পনা তাঁহার বেশ চিত্তাকর্ষক মনে হইয়াছে। কার্য্যকরী শিক্ষা হিসাবে ইহা অনুরূপ অন্যান্য পরিকল্পনার ন্যায় বিশ্বাসযোগ্য হইলেও ভারতের অবস্থা সম্যক অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতে ইহা কি পরিমাণ কার্য্যকরী হইবে, সে বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। তবে ইংলণ্ডের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিতে পারেন, তথায় ছাত্রদের স্বোপার্জ্জিত অর্থে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ অসম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হইত।

অধ্যাপক সুরেন ভট্টাচার্য্যের বক্তৃতা

নিজামরাজের প্রধান মন্ত্রী ও ওস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার রাইট অনারেবল স্যার আকবর হায়দারীর

নিমন্ত্রণে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত সপ্তাহে হায়দ্রাবাদে সঙ্গীত সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাগুলি কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্যে বুঝাইবার জন্য তিনি তিনজন বাঙ্গালী এস্রেচার সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গে লন। তাঁহারা সকলেই নিজামরাজের অতিথি ছিলেন।

প্রথম বক্তৃতার বিষয় ছিল—'সঙ্গীতে ব্যাকরণ ও ভাষা।' প্রধান মন্ত্রীর দরবার গৃহে হায়দ্রাবাদের অভিজাত মুসলমান বংশের শিক্ষিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ এবং ইংরেজ ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রিত ছিলেন। দ্বিতীয় বক্তৃতা—'সঙ্গীত কাহাকে বলে?' এবং তৃতীয় বক্তৃতা 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসের ধারা'—দেওয়া হয় হায়দ্রাবাদের টাউন হলে। হায়দ্রাবাদের শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটরা এই বক্তৃতায় নিমন্ত্রিত হন।

বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতকে পাঠ্য বিষয়ের তালিকাভুক্ত করা।

ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিল

ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিলের দশম অধিবেশনে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যে এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, ১৯০৫ সনের ভারত শাসন আইনের ২০ (১) ধারার (ক) ও (গ) উপধারা অনুসারে ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে ১৯৩৩ সনের ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিল আইন সংশোধনের জন্য সুপারিশ করিতে হইবে। প্রস্তাবিত সংশোধন কার্য্যে পরিণত হইলে বৃটিশ মেডিকেল ডিগ্রীর অনুমোদন সম্পর্কে পারস্পরিক অনুমোদনের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইবে।

মেডিকেল ডিগ্রীসমূহের পারস্পরিক অনুমোদন সম্পর্কে সভাপতির নির্দ্দেশে ভিক্টোরিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, গ্রেট এষ্টওয়ার্ড দ্বীপ, নোভাস্কোসিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ম্যানিটোবা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের সহিত যে পত্রালাপ চলিয়াছিল কাউন্সিল তৎপ্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ প্রদান করেন।

এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কাউন্সিল যেসকল ডিগ্রী অনুমোদন করিবেন কেবলমাত্র সেইসকল ডিগ্রী-ধারীদিগকেই চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত করার জন্য অনুমোদন করিতে হইবে।

মাদ্রাজের এল এম পি ডিপ্লোমাধারীদের সম্পর্কে কাউন্সিল এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, যাঁহারা পাঁচ বৎসরের কোর্স সমাপ্ত করিয়াছেন এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে রেজিষ্ট্রেশনের পূর্ব্ববর্ত্তী পরীক্ষা না দিলেও চলিবে।

রাও বাহাদুর ডাঃ এ এল মুদালিয়ারকে কাউন্সিল মেডিকেল স্কুল শিক্ষা সম্মেলনে তাঁহাদের প্রতিনিধি মনোনীত করেন এবং খান বাহাদুর ডাঃ কে রহমান ও, বি, ই কে কাউন্সিল সর্ব্বসম্মতিক্রমে ১৯৩৭ সনের ১লা নবেম্বর হইতে তাঁহাদের সেক্রেটারী পদে বহাল করেন।

শ্রমিক বিবাদের মীমাংসা

[অ্যাডভোকেট পঙ্কজকুমার মুখার্জির সহিত জনৈক শ্রমিক-পত্নীর কথোপকথন]

প্রঃ—ভারতবর্ষে যে শ্রমিক বিবাদ বেড়েই চলেছে এর প্রতিকার কি কিছুই হচ্ছে না?

উঃ—প্রতিকারের ব্যবস্থা যা আছে এখন তা দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ ফল হচ্ছে না। আরবিট্রেশন, মোকর্দ্দমা, সালিশী বোর্ড ইত্যাদি ক'রেও দেখা যাচ্ছে ধর্ম্মঘটের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধির দিকেই চলেছে। দেশে কলকারখানা যতই বাড়বে ততই এইসব শ্রমিক আন্দোলন এবং শ্রমিক সংক্রান্ত নানারকম জটিলতা আসিতে থাকা। সে ধারণায় আইন দ্বারা এবং সঙ্গে সঙ্গে মিলে মিশে মিটমাটের ভিতর দিয়াই যতটা সম্ভব কষ্ট ও দুঃখ বিদূরিত করা যুক্তিযুক্ত।

প্রঃ—আপনার মতে কি উপায়ে তাহা সম্ভব?

উঃ—বিভিন্ন দেশে যেসব উপায় অবলম্বন করে সে সব কথার আলোচনা করার পূর্ব্বে আমরা সাধারণতঃ যে দেশের আইনকানুন নকল করেই আজ পর্য্যন্ত চালিয়ে এসেছি তাদেরই একটা আইন সম্বন্ধে বলবো। সেটা হল "ব্রিটিশ ট্রেড বোর্ড সিস্টেম"। ইহার মূল হইল ১৯০৯ সনের ব্রিটিশ ট্রেড বোর্ড অ্যাক্ট। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় যে, এই ধরণের আইনের আমাদের দেশে বিশেষ দরকার হ'য়ে পড়েছে।

প্রঃ—ব্রিটিশ ট্রেড বোর্ড সিস্টেম জিনিষটা কি? আপনি এ সম্বন্ধে কতদূর অনুসন্ধান ক'রেছেন?

উঃ—সার হেক্টর হেথারিংটন নামে একজন সজ্জন কর্ম্মী—যিনি শুধুই গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নহেন, তার দেশের গরীবদের হইয়া যিনি বহু কাজও করিয়াছেন, তাঁরই লেখা "দি ওয়ার্কিং অব দি ব্রিটিশ ট্রেড বোর্ড সিস্টেম" নামক আলোচনা পড়িয়া আমার এই সম্বন্ধে গবেষণার ইচ্ছা আসে এবং পরে আমাদের দেশে চলে কি না এই সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া যাহা আমার মনে হয় তাহাই আপনাকে বলিব। আমার এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই, কারণ ইহার সমস্ত খবরাখবর পাওয়া আমাদের কঠিন।

প্রঃ—আচ্ছা তা'হলে প্রথমে বুঝিয়ে দিন এই ট্রেড বোর্ড সিস্টেমটা কি?

উঃ—সহজ কথায় বলতে হলে ইহার সৃজনের কারণ হল কতগুলি কারখানায় অতিরিক্ত অল্প মাহিনার হার থাকার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। তাহারই সুবন্দোবস্ত করার জন্য এবং সেই সেই কারখানার একটা নিম্নতম মাহিনার হার বেঁধে দেবার জন্য। সাধারণ পন্থা অর্থাৎ "কলেকটিভ বার্গেনিং" যখন কোন কাজেই লাগল না তখন এই উপায়ের উদ্ভাবন করা হয়েছিল। প্রায় তিরিশ বছর পূর্ব্বে যখন বেকারবীমার সৃষ্টি

হয় নাই তখন এই ট্রেড বোর্ড সিস্টেম বেকার সমস্যেও বহু রকমের কাজ করে শ্রমিক জাতির বহু উপকার সাধন করেছিল।

:—সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের মাহিনা কি এই বোর্ড থেকে ঠিক হ'য়ে যেত? আর এই বোর্ডের যা মতামত তাই কি একেবারে চূড়ান্ত?

:—এক একটি "ষ্ট্রপ" ধরিয়া তাহাদের মাহিনার হার ঠিক করা হয়। এই বোর্ডের যা মতামত তাহা সাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হ'ত। তৎপরে গভর্মেণ্টের মন্ত্রিপক্ষ হতে তা অনুমোদিত হলে আইনের মতই তাহার জোর হ'ত। প্রত্যেক নিয়োগকারীকেই সেই মত অনুসারে নিয়তম হারে মাহিনা দিতে বাধ্য করা হ'ত। যদি কেহ তাহার অন্যথা করত তা' হ'লে সাধারণ আইন ভঙ্গের জন্য যেমন নির্দ্দিষ্ট দণ্ড দেওয়া হয় ইহার জন্যও ঠিক তদনুরূপ দণ্ড দেওয়া হত।

প্রঃ—ইহা কি অন্যান্য কারখানার সমানে প্রযোজ্য?

উঃ—ইহার প্রয়োগ সর্ব্বত্রই সমানভাবে হবে। ঠিক যেমন একটা আইন পাশ হলে হয়ে থাকে। সেণ্ট্রাল গভর্মেণ্ট ইন্সপেক্টর দ্বারা অনুসন্ধান করে থাকেন যে ইহার যথাযথ প্রয়োগ হ'ল কি না। তাঁরা প্রয়োগ সম্বন্ধে খুবই সতর্ক।

প্রঃ—ইহা কিভাবে গঠিত হ'য়ে থাকে বলুন তো।

উঃ—বোর্ডের তিনটী ভাগ আছে। ১ম এমপ্লয়ার (নিয়োগকারী); ২য় ওয়ার্কার (মজুর); ৩য় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মেম্বার (স্বাধীন সভ্য)। ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই প্রথম দুই শ্রেণীর লোক থাকেন, তৃতীয় শ্রেণীর লোক মাত্র তিনজন থাকেন, তন্মধ্যে একজন নারী। শেষের তিনজন সভ্যের মধ্যে দুইজনকে মন্ত্রী মহাশয় ঠিক করে দেন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যানরূপে কাজ করবার জন্য। মন্ত্রীমহাশয় সেক্রেটারি ডিপার্টমেণ্ট এই বোর্ডকে নানারকমে বহু সময়ে সাহায্য করে থাকেন। তাহার পর বোর্ডের মেম্বারদের মধ্যে যে যে-বিষয়ে পারদর্শী তাকে একটী কমিটি তৈয়ারি ক'রে সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে দেওয়া হয়।

প্রঃ—ইহাদের কার্য্যের ধারা কিরূপ এবং সে সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

উঃ—ইহাদের কার্য্যের ধারার মধ্যে কয়েকটী ধাপ আছে। যেমন প্রথম ধাপে ইহারা "প্রাথমিক মাহিনার তালিকা ঠিক করে লয়"। এই তালিকা ঠিক করা ভয়ানক কঠিন ব্যাপার। সাধারণতঃ বোর্ডের নিকটে একটা এমন অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত ব্যাপার এসে উপস্থিত হয় যাহার কোন পন্থা বা অনুষ্ঠানের সুচারু নিয়মই নাই। তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর কাজ কি এবং কোন মজুর কোন শ্রেণীর কার্য্যে কি পাবে ও পেয়ে থাকে তাহাই ঠিক করা প্রথমে অসম্ভব হয়ে ওঠে। যদিও কোন রকমে প্রভু আর মজুরদের দিক্ হ'তে একটা ঠিক আভাস পাওয়া গেল, তারপর "রফা" অর্থাৎ একটা নিয়তম হারের খসড়া তালিকা করা আর এক বিপদ।

তার পর দ্বিতীয় ধাপে বিশেষজ্ঞ দ্বারা একটি কমিটি তৈয়ারি করা হয়। উক্ত কমিটি সিডিউল বা তালিকাটী পুনরায় দেখে ঠিক ক'রে আবার একটি তালিকা গঠন করবে। যদি কোন যায়গায় গোলমাল উপস্থিত হয় সে স্থলে ইন্সপেক্টর দ্বারা গভর্মেণ্ট সাহায্য করে থাকে। তাহার পরের ধাপে "হার নির্ণয়" করা হয়। ইহার সাধারণ নিয়ম হ'ল দুইপক্ষ হ'তে তাহাদের নিজেদের "হার" পেশ করে দেয়। তাহার পর প্রকৃত কথোপকথন আরম্ভ হয়। এই "সিডিউল" পেশ করবার পর "আলোচনার" ধাপ আসে। এই ধাপটীও অতিক্রম করা এক সুকঠিন ব্যাপার। আমাদের দেশেই যে কেবল মাত্র দেখি যে শ্রমিকদের বিবাদ মেটানো কঠিন

তাহা নহে। ইহা সর্ব্বত্রই সমান। যদি মতের মিল কিছুতেই না হয় তা হলে ভোট লওয়া হয়। স্বাধীন সভ্যেরা অন্ত দুই পক্ষের মতামত বিশ্লেষণ করে বিচার কার্য্য আরম্ভ করেন। তার পর ছোট ছোট দলের নেতাদের আহ্বান করে আনা হয়। তাদের সহিত স্বাধীন সভ্যেরা তর্কবিতর্ক ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করেন। বহু অজানা তথ্যও তর্কের সময়ে বাহির হয়ে পড়ে। তখন স্বাধীন সভ্যেরা একটা ঠিক পান যে কোন পথে গেলে মীমাংসায় পৌছান যেতে পারে।

প্রঃ—প্রভু আর মজুরদের তরফ থেকে যে মতামত গ্রহণ করা হয় তাহা কি সব সময়েই মিলে যায়? না, "রফার" জন্ত বহু কসরত করতে হয়।

উঃ—উভয়ের মতামত কোনও দিনই এক রেখায় আসতে পারে না বা আসেও না। "রফার" জন্ত এত রকমের চেষ্টা করতে হয় যে ধৈর্য্য ও সময় ভিন্ন তাহা সম্ভবই হয়ে উঠত না। সাধারণতঃ দেখা যায় ঠিক বাজারের দর কষাকষির মত একটা ভাব। প্রভুরা যা দিতে ইচ্ছুক বা দিতে পারেন তা অপেক্ষা অনেক কম লিখে পাঠান এবং মজুররা যে হারে মিলে চলে তদপেক্ষা অধিক চেয়ে বসে।

প্রঃ—তা হলে মীমাংসা কি উপায়ে হয়?

উঃ—সেইখানেই বুদ্ধি এবং টেক্‌নিক্যাল জ্ঞানের সামঞ্জস্যের আবশ্যক। প্রথমে হয় তো সামান্ত কিছু ছাড়াছাড়ি হবে; কিন্তু তারপর ক্রমশঃ মীমাংসার অবস্থা কঠিন হয়ে উঠে। সেইখানেই তিন জন যে স্বাধীন সভ্য মন্ত্রীদের দ্বারা নিয়োজিত হয়ে থাকে তাহাদের "টেক্‌নিক্" বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাহারা এই সময়ে একটা "ডিফিং পয়েণ্ট" বার করে থাকেন। "ডিফিং পয়েণ্ট" হ'ল যাহার পরে আর কিছু বলা একেবারে মিথ্যা, অবশ্য উভয় দিক্ হতেই। জিনিষটা হল প্রায় বিজ্ঞানের "এক্সপেরিমেণ্ট" গোছের। চেষ্টা করতে হবে একটা লাইন ধরে কিন্তু তা'তে হয় তো দেখা গেল কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে ভুল হ'ল। সে ক্ষেত্রে আবার নতুন লাইন ধরে যেতে হবে। তাঁরা ঠিক করে লবেন যে কতগুলি দফার বিষয় আছে। সেই দফার বিষয়গুলির পক্ষে এবং বিপক্ষে যে যুক্তি তাহাদের কোনটার কতখানি জোর। ইহার পর প্রভুদের পক্ষে খানিকটা কথা বলে দিবেন এবং মজুরদের পক্ষে আবার খানিকটা কথা বলে দিবেন। এইরকম ভাবে পর পর অনেকগুলি বৈঠক হলে একটা মীমাংসার লাইন নিরূপিত হয়।

প্রঃ—স্বাধীন সভ্যদের কথা কি সব সময়েই দুই পক্ষ শুনে থাকে?

উঃ—দুই পক্ষের বিশ্বাসভাজন হওয়াই স্বাধীন সভ্যদের কার্য্যকর হবার একমাত্র উপায়। তাঁহারা ঠিক মত উভয় পক্ষের কথা শুনবেন। প্রত্যেক জিনিষটিকে ঠিকমত আলোচনা করবেন। দুই পক্ষই যেন এইটা বুঝতে পারে যে, তাদের কথা ঠিক শোনা হয়েছে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি আছে। যে মত চূড়ান্ত হিসাবে বোর্ড পেশ করবেন তাহার বিশিষ্ট কারণ ও যুক্তি দিয়ে উভয় পক্ষের সম্মুখে হাজির করা চাই। হয় তো এমনও হতে পারে যে, চূড়ান্ত মত শেষ অবধি গৃহীত হল না। হয় তো বিরুদ্ধবাদীর দল তাহাদের স্বকীয় মতের উপর প্রবল জোর চালিয়েছে। সে স্থলে স্বাধীন সভ্যেরা নিজেদের মতটা অতি ধীরে এবং বুঝে সুঝে ব্যক্ত করে থাকেন। যদি কোন রকমে বিচারের চূড়ান্ত কথায় অশান্তি নিয়ে কোন পক্ষ যায় তা হলেই ভবিষ্যতের গোলমালের বীজ রয়ে গেল।

প্রঃ—তার পর কোন ষ্টেপ্ বা ধাপ আসে?

উঃ—যখন সিভিউল তৈয়ারি ঠিক হল এবং রেট প্রভৃতি অন্যান্য ব্যাপার নির্ণীত হল তখন "ইণ্ড" তৈয়ারি

করে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একটা নোটিশ দেওয়া হয়। ইহার পর দুই মাস অপেক্ষা করা হয়। যদি কোন আপত্তি আসে। দুই মাসের মধ্যে আপত্তি না আসলে তা গ্রহণ করা হয় না। যদি কোন আপত্তি আসে, পুনরায় আলোচনা করে, আবশ্যক হলে, চূড়ান্ত বিচারে সংশোধন করে আবার পাঠান হয়। তার পর তিন মাস অতিক্রম করলে "কিক্সিং" বৈঠক বসে। তাহার পর মন্ত্রীর নিকট সেই চূড়ান্ত মত পাঠান হয়ে থাকে। তিনি তাহা অনুমোদন করে কোন তারিখ হতে উক্ত মত বলবৎ হবে তাহা ঠিক করে দেন।

প্রঃ—আচ্ছা মাহিনার হার নির্ণয়ের একটা "বেসিক্ প্রিন্সিপল্" কিছু থাকে না?

উঃ—"বেসিক প্রিন্সিপল্" না থাকলে চলতে পারে না। তা হ'ল একজন লোকের জীবিকা-নির্ব্বাহের নিম্নতম খরচার হার যতটা তার নিম্নে মাহিনার হার হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রায় সমান রকমের কার্য্যের মজুরী বা বাজারে চল্‌তি আছে সেই অনুপাতে মাহিনার হার নির্ণয় হয়ে থাকে।

"দি ক্যানাডিয়ান জার্ন্যাল অব্ ইকনমিক্স্ অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স"

(নবেম্বর, ১৯৩৭)

১। বৃটিশ ডোমিনিয়নে রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্রের বৃদ্ধি।

২। প্রেরারি গমের আধিক অবস্থার পুনরুদ্ধার।

৩। ফরাসী ক্যানাডিয়ানের রক্ষণশীলতার পক্ষপাতিত্ব।

৪। ম্যানিটোবার "হাফব্রীড্" সমস্যা।

৫। ঋণ পরিশোধের পুরাণ উদাহরণ।

"চ্যারিটি অর্গ্যানিজেশন কোয়ার্টার্লি"

(জুলাই, ১৯৩৮)

১। ট্রাম্পেটার।

২। গোল্ডীর এলাওয়েন্স সম্বন্ধে যুক্তি।

৩। গোল্ডীর এলাওয়েন্সের বিরুদ্ধে যুক্তি।

৪। অন্ধ-হিতকর কার্য্যের আধুনিক উন্নতি।

৫। ক্যানাডার ব্যাকউডে সামাজিক কাজ।

৬। বেলজিয়মের সামাজিক কর্ম্মের উন্নতি।

"ইন্সিওরেন্স ওয়ার্ল্ড"

(সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮)

দি চার্টার্ড ইন্সিওরেন্স ইন্সটিটিউট কনফারেন্স।

পাওয়া এবং প্রাপ্তির পথে যাত্রা।

বিদেশী বীমার বার্ত্তা।

মতামত।

"মান্থলি ক্রপ্ রিপোর্ট"

(সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮)

পৃথিবীতে গমের বাণিজ্য,১৯৩৭-৩৮।

গম শস্যের প্রাথমিক ফলাফল।

১৯৩৮ সনের রাই শস্যের প্রাথমিক হিসাব।

উত্তর প্রদেশে বার্লি শস্যের প্রাথমিক হিসাব।

উত্তর প্রদেশে ওট শস্যের হিসাব।

"দি এগ্রিকালচ্যার্যাল সিচুয়েশন"

(জুলাই, ১৯৩৮)

১। ফসলের দ্রুত পরিবর্ত্তন।

২। শস্য দামের জন্য কর্ম্ম-বিবরণী।

৩। বেশী রাজ্য-সমূহের বাণিজ্যিক বাধা।

৪। তুলা চাষীদের নূতন কাজ।

৫। আপেল ফসলের পূর্ব্ব হিসাব।

৬। ১৯৩৭ সনের শূকর চাষের আয় হ্রাস।

৭। দ্রব্য বদল ব্যাপারে শাসন ক্রিয়া।

"দি ইকনমিক জার্ন্যাল"

(সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮)

ভারতের স্বর্ণ রপ্তানি।

বোম্বেতে ব্যবসায় শিক্ষা।

সার মণ্টেগু ওয়েব।

ভারতের সেণ্ট্রাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক।

বাণিজ্য নীতির আধুনিক গতি।

পশ্চিমের অর্থশাস্ত্র।

৭। ক্যানাডার ব্যবসা ও পুঁজি।
৮। রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্র।
৯। আমেরিকার বিজ্ঞান-বার্ত্তা।
১০। শিক্ষাবার্ত্তা।

"দি ইকনমিক জার্ন্যাল"
(সেপ্টেম্বর, ১৯০৮)

১। অর্থশাস্ত্রের স্কোপ ও মেথড।
২। বাস্তবিক ও আর্থিক মাহিন্নার গতিবিধি।
৩। জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে "মার্জিন্যাল" নির্ণয়।
৪। খাদ্য ও কাঁচামালের ভাণ্ডার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের নীতি।
৫। জার্ম্মাণির জাতীয় অর্থকথা।

"ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার রিভিউ"
(অক্টোবর, ১৯০৮)

১। জার্ম্মাণির শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করণ।
২। দি ওয়ার্কিং অব ব্রিটিশ বোর্ড সিস্টেম।
৩। মেডিকেল বেনিফিটস্ আণ্ডার দুইস একসিডণ্ট ইনসিওরেন্স স্কিম।

"সোশ্যাল রিপোর্ট"
(মে, ১৯০৮)

জার্ম্মাণির পপিউলেশন মিরাক্‌ল;
প্রাইস্ ডিস্‌লোকেশন ডার্সাস ইন্‌ভেষ্টমেণ্টস্।
কমেণ্ট অন একট্রা-অর্ডিনারি বাজেট্‌স্।
দি সোশ্যাল ডিটারমিনেশন অব্ আইডিয়াজ।
হাবার লানিং অ্যাণ্ড হিউম্যানিস্‌ম্।

"দি ইকনমিক রেকর্ড"
(জুন, ১৯০৮)

"দি থিওরি অব্ ইণ্টারেষ্ট" (মূলতত্ত্ব)।
অষ্ট্রেলিয়াতে কলকারখানার শান্তি।
অষ্ট্রেলিয়াতে বেকারের একটী নমুনা।
অষ্ট্রেলিয়াতে ইউরোপ আমদানি)।
অষ্ট্রেলিয়ায় "বেসিক মজুরি।

"সোসিয়লজিক্যাল রিভিউ"
(অক্টোবর, ১৯০৮)

১। ইণ্ডিভিজুয়েল সাইকলজি অ্যাণ্ড কলেকটিভ সাইকলজি।
২। ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব এবং সমষ্টিগত মনস্তত্ত্ব।
৩। বস্তুবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানে কারণতত্ত্ব।
৪। কৃষ্টির আকৃতির সহিত ব্যক্তিগত আকৃতির আত্মীয়তা।
৫। সমাজের কার্য্যে ধারণার স্থান।
৬। দি মিন্‌স্ অ্যাণ্ড স্কিম ইন সোসিয়লজিক্যাল থিওরি।
৭। পরস্পরের বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্ব্বিবাহ।
৮। ফরাসী ক্যানাডার বংশ বিপর্য্যয়।
৯। সমাজতত্ত্বের গবেষণায় সমাজ রক্ষা বিষয়ক তথ্যের ব্যবস্থা।
১০। সমাজ আলোচনায় জীবনবৃত্তান্তের স্থান।

সমাজতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য মানুষের ব্যক্তিগত জীবনীর ব্যবহার বিষয়ে প্রথমে টমাস এবং জ্যানিকি নামক দুইজন লেখক পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎপরে ফ্রিয়ার্ড আর 'স' নামক চিন্তাশীল লেখক উক্ত প্রণালীর সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদের লেখা থেকে একটা নূতন আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা হইল—ব্যষ্টি সমাজের একক এবং কৃষ্টির বাহক। উপরিউক্ত প্রবন্ধটীতে এই সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া সমাজের আসল চিত্র আঁকা যায় ইহা সত্য। কারণ যদি ব্যষ্টি ও সমষ্টি পরস্পরের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এবং উভয়ে উভয়ের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে একটীর সন্ধান অপরটীর তথ্য গবেষণায় নিশ্চয়ই সাহায্য করিবে।

"অ্যান ইন্‌ট্রোডাকশন টু ইকনমিক অ্যানালিসিস অ্যাণ্ড পলিসি" (আর্থিক বিশ্লেষণ এবং নীতির ভূমিকা) ; ডে, ই, মিচ্‌ কর্তৃক লিখিত ; দি ক্ল্যারেনডন প্রেস ; ১৯৩৬ সন ; মূল্য ১০ শিলিং নেট।

পুস্তকখানি অর্থশাস্ত্রের ভূমিকাস্বরূপ ব্যবহার করিবার যোগ্য। সমগ্র অর্থশাস্ত্রের তথ্যসমূহ লেখক এক একটী করিয়া আলোচনা করিয়াছেন, অথচ তাহার কাঠিন্যটুকু বাদ দিয়া সুন্দরভাবে বলিয়াছেন। তিনি আধুনিক পরিবর্তনগুলিও লক্ষ্য করিতে ভুল করেন নাই। পৃথিবীর নিত্য করে সমস্যার কথা ধরিয়া তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করায় সমস্যার সমাধানের সাহায্য হইয়াছে এবং তত্ত্বসমূহও অতি প্রাঞ্জল ও পরিষ্কার রোধগম্য হয়।

পুস্তকখানিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে :—প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া—আয়ের বণ্টন—উৎপাদনের মূলতঃ প্রয়োজনীয় উপকরণ। লেখকের মত হইল এই যে, উপরিউক্ত বিষয়গুলির যদি ঠিকমত ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক অর্থনৈতিক একক সর্বোচ্চ জীবন-নির্বাহের খরচার হার স্বচ্ছন্দে বহন করিতে পারে। তাহাদের যথাযথ সমাধান বলিতে কি বুঝায় এবং তাহা কি উপায়ে কার্য্যকর হয় তাহা আর্থিক বিশ্লেষণ দ্বারা পুস্তকের প্রথম চারি অংশে লেখক দেখাইয়াছেন।

পুস্তকখানিতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যেক আর্থিক সমাজ স্বাধীন ও প্রত্যেক দেশেরই কয়েকটি বিষয়ে অন্য দেশের সহিত সংযোগ আছে। কাজেই আন্তর্জাতিক প্রভাবকেও তাচ্ছিল্য করা চলে না। "ইণ্টার-ন্যাশনাল ইকনমিক প্রব্লেম্‌স্‌" শীর্ষক অংশে আন্তর্জাতিক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে।

"আর্বাণ হ্যাণ্ডিক্রাফট্‌স্‌ অব্‌ দি বোম্বে ডেকান" (দাক্ষিণাত্যে বোম্বে প্রদেশের পল্লীশিল্প) ; এম্‌, এম্‌, জোসি এম্‌, এ কর্তৃক লিখিত ; গোখেল ইন্‌স্টিটিউট অব পোলিটিক্স অ্যাণ্ড ইকনমিক্স্‌, কর্তৃক প্রকাশিত ; পুনা ; মূল্য ২।০ মাত্র।

বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টার অব আর্টস পরীক্ষা দিবার জন্য এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছিল। পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার মূল উদ্দেশ্য হইল বোম্বে ডেকানের পল্লীশিল্প সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার এবং তাহার উন্নতি কি উপায়ে হইবে সে সম্বন্ধেও বইখানিতে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া। কুটীর শিল্পের আর্থিক তথ্য বিষয়ে আলোচনা হইতে সুরু করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন তাহাদের অবস্থা ভারতবর্ষে কেন এইরূপ হইল। তিনি উপসংহারে দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতিকল্পে কুটীরশিল্পের মূল্য প্রচুর।

১৮৮০ হইতে ১৯৩০ সন পর্য্যন্ত বোম্বে ডেকানের পল্লীশিল্পের ইতিহাস তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। কতকগুলি বাছাই করা শিল্প এই জন্য তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর কুটীরশিল্পের আধুনিক অবস্থা এবং তৎসম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানের বিষয় আলোচনা করিয়া ভবিষ্যতে তাহাদের কিরূপ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা তাহা দেখাইয়াছেন। কুটীর শিল্পের প্রতি রাষ্ট্রগত নীতি কিরূপ তাহা লইয়াও মিঃ ঘোষী আলোচনা করিতে ছাড়েন নাই। তিনি বলেন বিদেশে উহারা যেরূপ সাহায্য রাষ্ট্র হইতে পাইয়া থাকে তুলনা করিলে দেখা যাইবে ভারত সে তুলনায় রাষ্ট্রের নিকট হইতে কিছুই পায় না।

"দি মিড্‌ল্‌ওয়ে"; হ্যারল্ড ম্যাকমিলান কর্ত্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৮; পৃঃ ৩৮২; মূল্য ৫ শিলিং।

পুস্তকখানি দুই কারণে বেশ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। প্রথম কারণ হইল রক্ষণশীল দলের তরুণ চিন্তাশীল যাঁহারা তাঁহারা কিরূপে আধুনিক কলকারখানার সমাজ-তান্ত্রিক মতগুলি নিঃশব্দে হজম করিতে শিক্ষা করিয়াছেন—যে মিনিষ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অতি ঘৃণ্য ও ভয়ঙ্কর বলিয়া পরিত্যক্ত হইত। দ্বিতীয়তঃ, লেখক দেখাইয়াছেন যে, অনেক ব্যবসায়ীরাও কিরূপে গোঁড়া ব্যক্তিতান্ত্রিকতা পরিত্যাগ করিতেছেন। আধুনিক "টাওার্ড অব্ লাইফ" যে অতি নীচ তাহা লেখক নানা উপায়ে পরিমাপ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে "প্রোডাক্‌টিভিটি" বা উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাওয়া আবশ্যক।

বইখানিতে কলকারখানার জীবনীর যে বিভিন্ন গতি তাহার সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রথমে যখন কারখানা খোলা হয় তখন "আতঙ্ক" বা রিস্ক" খুবই বেশী থাকে এবং উৎপাদনের প্রক্রিয়াও উন্নতির পথে অগ্রগামী হয় মাত্র। তাহার পর কারখানার বৃদ্ধি হয় যখন কিছু লাভ প্রকৃত পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন বাজারে যখন উৎপন্ন দ্রব্যের রেশারেশি চলিতে থাকে। শেষে বৃদ্ধি খুবই বেশী হইয়া পড়ে এবং রেশারেশি খুব তীব্র হইয়া উঠে তাহাতে লাভ প্রায় শূন্য মার্গে চলিয়া যায় এবং নূতন প্রতিকার আসিয়া বাজারে উক্ত দ্রব্যের চাহিদা কমাইয়া ফলে। প্রথম দুই অবস্থাকে লেখক আখ্যা দিয়াছেন 'ইণ্ডিভিডিউয়াল ক্যাপিটালিসম" বা (ব্যক্তিগত পুঁজি-তান্ত্রিকতা এবং শেষেরটীকে বলেন "রেগুলেশন" বা নিয়ামক।

"দি প্রব্লেম্‌স্ অ্যাণ্ড প্র্যাক্‌টিস অব ইকনমিক প্ল্যানিং"; "রেমণ্ড বারো" কর্ত্তৃক লিখিত; পি, এস্, কিং কর্ত্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৭; পৃঃ ২৮০; মূল্য ১০ শিলিং ৬ পেন্স।

লেখক দেখাইয়াছেন যে, "প্ল্যানিং" হইল আধুনিক যুগের "সর্ব্বৌষধি মহৌষধি" এবং চলিতেছে সর্ব্বত্র। আগে যাহা ছিল "মুক্তিযোগ" আজ তাহা হইয়াছে প্ল্যানিং। পৃথিবীতে মহৌষধি পরিবর্ত্তন অবশ্যই সম্ভবপর; কিন্তু একটার পর একটা নূতন সমস্যা পৃথিবীতে উঠার সম্ভাবনা কম। "কম্পিটিটিভ" সিস্‌টেম তাঁহার মতে চিরদিন ধরেই গোলমালের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে, সেই জন্য প্রথম চারি অধ্যায়ে তিনি উক্ত প্রথার নিয়ামক আইন ও তাহার সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

"ফার্ম" বা সঙ্ঘবদ্ধতাই হইল আধুনিক বাণিজ্যের প্রধান রীতি। মূল প্রশ্ন হইল এই ধরণের "ফার্ম" কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমগ্র কারখানাকে যদি উহার কবলের মধ্যে আনা হয়, যাহা আমাদের লেখক খুবই সন্দেহ করেন, তাহা হইলে ফল অতি শোচনীয় হয়। দায়িত্ব-পূর্ণ উৎপাদনকারীরা যদি বদান্যতা বশতঃ উহা হইতে বিরত হয় তাহা হইলে অবশ্য চিন্তার কারণ কমিয়া যাইবে। এইস্থলে লেখক বলেন, "সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট" ফিরে যদি গবর্ণমেণ্ট এই সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে এবং ইহার প্রতিকারের জন্য তৎপর হয় তাহা হইলে ইহার সমাধান সম্ভবপর।

ভূমিকা-লেখক বলিয়াছেন আমাদের ভাগ্যক্রমে কি রকমের লোক শাসনকার্য্যে আসিবে তাহা এক কঠিন সমস্যা।

১। "ফরেন ব্যালেন্সেস"; পল ইনজিগ কর্তৃক লিখিত; ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন ভাবলিউ সি ২; ১৯৩৮; পৃঃ ১৮৬; মূল্য ৮ শিলিং ৬ পেন্স।

২। "অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু মনি" (টাকাকড়ির ভূমিকা); ভাবলিউ এ এল কাউলবর্ণ কর্তৃক লিখিত; লংম্যানস্ গ্রীন অ্যাণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৮; মূল্য ৬ শিলিং।

৩। "দি আউটলুক ফর গোল্ড" লার চার্লস্ মরগ্যান ওয়েব কর্তৃক লিখিত; জর্জ এলেন আনউইন কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৮; পৃঃ ১৪১; মূল্য ৪ শিলিং ৬ পেন্স।

৪। "কনফেশনস অব অ্যান ইকনমিক হেরেটিক" (অর্থনৈতিক বিরুদ্ধবাদীর স্বীকারোক্তি); জে এ হবসন কর্তৃক লিখিত; জর্জ এলেন আনউইন কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; পৃঃ ২১৭; মূল্য ৫ শিলিং নেট; ১৯৩৮।

৫। "দি ওয়ার্ল্ডস্ ইকনমিক ফিউচার" জে বি কণ্ডলিফ; বি ওলিন; ই এফ হেকশার এবং এস্ ডি মোডারিয়াগা কর্তৃক লিখিত; জর্জ এলেন অ্যাণ্ড আনউইন কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; পৃঃ ১৩৪; মূল্য ৪ শিলিং ৬ পেন্স নেট।

৬। "দি চেম্বার্লেন ট্র্যাডিশান" (চেম্বারলেনের গতানুগতিকতা); লার চার্লস্ পেট্রিক কর্তৃক লিখিত "রাইট" বুকরাব কর্তৃক প্রকাশিত; ১০নং সোহো স্কোয়ার; লণ্ডন; ১৯৩৮; পৃঃ ২৮৭।

৭। "দি ক্রাইসিস অব এম্পায়ার" জে এম্ বীন কর্তৃক লিখিত; জর্জ এলেন এবং আনউইন কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৮; পৃঃ ৪৩২; মূল্য ১৫ শিলিং নেট।

৮। "ট্রাক্ট ফাইভস্ নোমেনক্লেচার" দুই ভলিউম; লিগ অব নেশনস্ কর্তৃক প্রকাশিত; জেনিভা; ১৯৩৭।

৯। "কমিউনিসম, ফ্যাসিসম্ অর ডেমক্র্যাসি"; (সমাজতন্ত্র ফ্যাসিসম্ কিম্বা গণতন্ত্র), এডওয়ার্ড হিম্যান কর্তৃক লিখিত; ভাবলিউ ভাবলিউ নর্টন অ্যাণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; নিউ ইয়র্ক; ১৯৩৮; পৃঃ ৩১৭; মূল্য ২ ডলার ৫০ সেন্ট।

১০। "প্লট অ্যাণ্ড কাউন্টার প্লট ইন সেন্ট্রাল ইয়োরোপ" (মধ্য ইয়োরোপে চক্রান্ত ও প্রতিচক্রান্ত); এম্ ভাবলিউ ফন্তর কর্তৃক লিখিত; হাফটন মিফ্লিন কর্তৃক প্রকাশিত; বসটন; ১৯৩৭; পৃঃ ৩১৭; মূল্য ৩ ডলার ৫০ সেন্ট।

১১। "ইন্টারন্যাশন্যাল এসপেক্টস, অব জার্মাণ রেসিয়াল পলিসিস" (জার্মাণের জাতীয়তা নীতির আন্তর্জাতিক দিক্); অসকার জে ম্যানোয়েকি এবং মেলভিন এম ফ্যাসেন কর্তৃক লিখিত; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত নিউ ইয়র্ক; ১৯৩৭ সন; পৃঃ ৮৪; মূল্য ১৬ ডলার।

১২। "নরওয়ে অ্যাণ্ড নোবেল পিস প্রাইস" (নরওয়ে এবং শান্তির নোবেল পুরস্কার); অসকার জে ফাল্সনেস কর্তৃক লিখিত; নিউইয়র্ক; কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৩৮; পৃঃ ৩৩২; মূল্য ৩ ডলার ৫০ সেন্ট।

মজুরি

শ্রীশচীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্

মজুরির প্রকৃতি

শ্রমের পরিবর্ত্তে আমরা মজুরি পাইয়া থাকি। যেমন জমির ব্যবহারের পরিবর্ত্তে খাজনা দেওয়া হয় সেইরূপ মানুষের কার্য্যের বদলে মজুরি দেওয়া হয়। যদি বাজারে জিনিষ ক্রয় করি তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তে মূল্য স্বরূপ টাকা পয়সা দিতে হয়, ঠিক সেই রকম কলকারখানা বা অন্য কোন স্থানে আমরা আমাদের শারীরিক বা মানসিক শক্তিদ্বারা অন্যের কার্য্য করিয়া দিই বলিয়া মজুরি হিসাবে কিছু পাইয়া থাকি। সহজ কথায় বলিলে মজুরি হইল "শ্রম" বা "কার্য্যের" মূল্য স্বরূপ। যদি বলা যায় যে, "শ্রমের" মূল্য বা মজুরি দ্রব্যের মূল্য বা খাজনা প্রভৃতির মত একই নিয়মাধীন তাহা হইলে ভুল বলা হইবে না।

তথাপি মজুরি, খাজনা, সুদ ও মূল্য এই চারিটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যও কিছু আছে। সুদ একই রকমের দ্রব্যের ব্যবহার-জনিত ফলের উদ্‌ভাপন মাত্র। উহা কাল ও স্থান সমান রাখিলে ওঠে নামে কেবল মাত্র "রিস্ক" বা ঝুঁকি বা লোকসানের ভয়ের জন্য। যে কোন একটা বাজারে "নিট" সুদ এককালে সমান থাকিবে। কিন্তু মজুরির বিষয়ে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার গতি অন্যরূপ। বিভিন্ন শ্রমিকের কার্য্যকরার শক্তি অনুপাতে মজুরিও বিভিন্ন হইয়া যায়। যে শ্রমিক অধিক তৎপর তাহার মজুরি অন্যের অপেক্ষা নিশ্চয়ই অধিক হওয়া সম্ভব। মজুরি নানাপ্রকারের কিন্তু সুদ একপ্রকারের।

খাজনার সহিত মজুরির প্রভেদ হইল, খাজনা শূন্য হইতে বহু পরিমাণ পর্য্যন্ত হইতে পারে কিন্তু মজুরি একটা নিম্নতম হারের নীচে যাইতে পারে না। নেহাৎ এঁদো গলির ভিতরকার একটা ভাঙ্গা বাড়ী হইতে অতিকষ্টে সামান্য কিছু ভাড়া বা খাজনা আদায় হইতে পারে কিন্তু বড় রাস্তার উপর পরিষ্কার বাড়ীর বহু টাকা ভাড়া হইতে পারে। কোন একটা জিনিষের চাহিদা যদি একেবারে চলিয়া যায় তাহা হইলে তাহার খাজনা আর কি করিয়া পাওয়া যাইবে? যেমন শূন্য কয়লার খনির খাজনা কি হইতে পারে? কিছুই না। কিন্তু মজুরি সম্বন্ধে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরিশ্রম বা কার্য্য করিলে কিছু-না-কিছু মজুরি নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। খাজনা সম্বন্ধে আর এক কথা মনে রাখিতে হইবে, তাহা হইল এই যে, "সাধারণ খাজনার হার" নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে, কিন্তু "সাধারণ মজুরির হার" নির্ণয় সম্বন্ধে আমরা প্রত্যহই আলোচনা করিয়া থাকি। "সাধারণ মজুরি" বলিতে ইহা বুঝাইবে না যে, একেবারে একরকমের মজুরি সকলেই পাইবে। ইহার অর্থ হইল একশ্রেণীর মজুরদের মধ্যে মজুরির হার প্রায় একই রকম থাকে, অবশ্য অতি সামান্য তারতম্য হইতে পারে যাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে

জিনিষের "দাম" যখন টাকার দিক্ থেকে মাপা যায় তখনই আমরা মূল্যের সাধারণ হার বলি। মূল্য ও মজুরি উভয়ই ওঠা নামা করিয়া থাকে। এই ওঠা নামার পর্য্যায়ে উহাদের মিলন থাকার একটী তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। উহা হইল "মনি-ওয়েজেস্" (টাকায় মজুরি) এবং (রিয়াল ওয়েজেস) "খাটি মজুরি"। টাকায় মজুরি হইল, "মজুরি হিসাবে যতটা টাকা পাওয়া যায় তাহাই" কিন্তু "খাটি মজুরি" বলিতে বুঝা যায় যে, টাকায় মজুরি দিয়া যতটা জিনিষ পাওয়া যায় তাহা। অর্থাৎ শ্যাম চিনির কলে কাজ করে এবং মজুরি পায় পঁচিশ টাকা মাসিক ৩০৲। এই ত্রিশ টাকা হইল "টাকায় মজুরি" আর ত্রিশ টাকা দিয়া শ্যাম যতটা চাউল, কাপড়, বাড়ী ভাড়া ইত্যাদি দিতে পারিবে সর্ব্বসমেত হইল তাহার

"খাটি মজুরি"। চালের বাজার যদি চড়া হয় তাহা হইলে হয়তো তাহার ৫৲ টাকার আয়গায় ৬৲ টাকা লাগিতে পারে। সেই অনুপাতে ৩০৲ এর ব্যবহার তাহার কাছে কমে ও বাড়ে। সেই জন্য যদি দ্রব্যের মূল্যাদি সমস্ত বাড়িয়া যায় "টাকার মজুরি" সমান থাকিলেও "খাটি মজুরি" কমিয়া যায়। আবার টাকার মজুরি বৃদ্ধি পাইলেও ঠিক খাটি মজুরি সমানে বৃদ্ধি পায় না। কারণ হইল জিনিষপত্রের দামের হার। যে প্রভু তাহার স্বার্থ হইল "টাকার মজুরি" সম্বন্ধে, কিন্তু শ্রমিকের স্বার্থ হইল "খাটি মজুরিতে"।

এতক্ষণ দেখা গেল মূল্য ও মজুরির মধ্যে সাম্য কোথায়। এখন দেখা যাক তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়। প্রথমতঃ দ্রব্য প্রস্তুত করা মানুষের ব্যবহারের জন্য, কিন্তু মানুষের সৃষ্টির মূলে ব্যবহারতত্ত্ব ঠিক দেখা যায় না। যদিও গরীবদের মধ্যে দেখা যায় যে, তাহারা পুত্র-সংখ্যা বেশী কামনা করিয়া থাকে, কারণ সকলের রোজগার একসঙ্গে হইলে সংসারে সাচ্ছল্য আসিবে; কিন্তু তাই বলিয়া যদি কেহ ধরিয়া লয়েন যে, ইহাই একমাত্র মানব সৃষ্টির কারণ, তাহা হইলে ভুল হইবে। মানুষের উদ্দেশ্য মানুষ নিজেই, কিন্তু দ্রব্যের উদ্দেশ্য হইল অপর। দ্বিতীয়তঃ দ্রব্য উৎপাদিত হইলেই তাহা ব্যবহারের জন্য পড়িয়া থাকে, কিন্তু মানুষ পরিশ্রম করিতেও পারে নাও পারে।

তৃতীয়তঃ, শ্রম অধিক দিন থাকে না; কিন্তু অনেক দ্রব্য আছে যাহা বহুদিন যাবৎ থাকে। মজুরদের আজ না হয় কাল পরিশ্রম করিয়া যাইতেই হইবে, নচেৎ মৃত্যু অনিবার্য্য। যদিও পুঁজিদার ও মজুরের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ; একে অপরকে না লইলেই নহে, তথাপি মজুরদের অবস্থা দুর্ব্বল। কারণ তাহাদের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা নাই, তাহাদের অভাব অতি প্রকট। চতুর্থতঃ, শ্রম ও শ্রমিক অভেদ কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্যকে তাহার মালিকের নিকট হইতে পৃথক করা সম্ভবপর। মালিক একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার মাল হয়তো পৃথিবীর যে-কোন বাজারে চালিত হইতে পারে। মজুর কিন্তু শ্রম বিক্রয়ার্থ ঐ রকম যাইতে পারে না। দ্রব্য মুক্ত কিন্তু শ্রম বদ্ধ।

প্রস্তুত করিবার খরচা ও মজুরি

বাজারের দাম চাহিদা ও সরবরাহের উপরই নির্ভর করিয়া ওঠে-নামে। রিপ্রোডিউসিবল কমোডিটি বা পুনরুৎপাদনশীল দ্রব্যাদির সাধারণ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে প্রস্তুত করিবার খরচার দ্বারা। অর্থাৎ যদি প্রস্তুত করিবার খরচা কাহারও অধিক হয় তাহা হইলে সে কখনই লোকসান করিয়া অল্পদামে বিক্রয় করিতে পারিবে না। সেই হিসাবে "শ্রম" হইল পুনরুৎপাদনশীল দ্রব্য এবং উহার দাম প্রস্তুত করিবার খরচার উপরই নির্ভর করা উচিত। "শ্রম" প্রস্তুত করার খরচা বলিলে অবশ্য বুঝিতে হইবে মজুর সরবরাহ করার জন্য যে পরিমাণ খরচার আবশ্যক তাহাই। অনেকের ধারণা হইল মজুর বৃদ্ধি হইয়া চলিবে কতদূর? না, যে পর্য্যন্ত তাহাদের নিম্নতম আয়ের উপায় থাকিবে; সেইজন্য বলিয়া থাকে যে মজুরির হার হইল নিম্নতম জীবিকা নির্ব্বাহের খরচা। ইহাকেই ইংরেজিতে বলে "মিনিমাম্ সাবসিস্টেন্স থিওরি" বা নিম্নতম জীবিকা নির্ব্বাহ তত্ত্ব। উক্ত মতবাদের দুইটী দোষ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম হইল পুনরুৎপাদনশীল দ্রব্যের সহিত তুলনা করা ভুল। কারণ মানুষের বৃদ্ধি হঠাৎ কোন এক "আপনাআপনি বন্ধ" হওয়ার প্রথা কমিয়া যাইতে পারে, কেননা যে কোন সমাজে দেখা যাইবে যে, অর্থশালীর ঘরে লোকসংখ্যা খুবই কম। দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্যাদির দামও ঠিক প্রস্তুত করিবার খরচা দিয়াই নির্ণীত হয় না। ইহা ব্যতীত আরও একটী কারণ আছে তাহা হইল দ্রব্যের চাহিদা।

মজুরি ও কর্ম্ম-কুশলতা

মজুরি নির্ণয়ের নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইলে কয়েকটী মূল নীতির অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক জিনিষই বাজারে দাম পায় কেন? তাহার একটা উপকারে আসা বা কাজে লাগার গুণ আছে বলিয়া। কাঁচামালের দাম তৈরি মালের দামের সঙ্গে ওঠে বা পড়ে। যেমন কাঠের জিনিষের দাম যদি চড়িয়া যায় বা

তাহার চাহিদা যদি বাড়ে তাহা হইলে কাঠের দামও নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু বাড়িয়া যাইবে। জিনিষ উৎপাদন করিতে হইলে কেবল মাত্র কাঁচা মালের দ্বারা হইবে না, তাহার সহিত শ্রম চাই "তৈরি মাল" প্রস্তুত করিবার জন্য। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, দ্রব্যের চাহিদা বাজারে আছে বলিয়াই মজুরের চাহিদাও আছে। যদি মজুরি বৃথা নষ্ট করিয়া বাজে জিনিষ প্রস্তুত করা হয় তাহা হইলে উক্ত জিনিষের চাহিদা বাজারে হওয়া সম্ভবপর নহে। তাহার ফলে হইবে দিনকয়েক পরে সেই শ্রেণীর মজুরদের চাহিদাও কমিয়া যাইবে। মজুররা পারিশ্রমিক পায় কেন? কারণ হইল, তাহারা যে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে তাহা বাজারে দামে বিক্রয় হয়। সহজ কথায় মজুরি উৎপাদনশীলতার উপরই নির্ভর করিয়া থাকে।

মার্কিণ অর্থশাস্ত্রী সেলিগ্‌ম্যানের মতে "মার্জিন্যাল ইন্‌ক্রিমেন্ট" বা সীমান্ত বৃদ্ধির দ্বারা যেমন সমস্ত জিনিষের দাম প্রভাবিত হয় সেইরূপ মজুরিও প্রভাবিত হইয়া থাকে। একটা উদাহরণ ধরা যাউক। যদি প্রচুর জমি পাওয়া যায়,—এত জমি যে বিনা পয়সায় পাওয়া যায়, সেখানে যদি কোন লোক চাষ করে তাহা হইলে ফসলের উৎপাদন খরচা হইল কেবল মজুরি। সে ক্ষেত্রে যত মজুর বাড়াইয়া দিবে ততই ফসল অধিক পাওয়া যাইবে। যদি জমির পরিমাণ এত অধিক হয় যে, অনেক মজুর একত্রিত হইয়া কার্য্য করিবার যথেষ্ট সুবিধা থাকে তাহা হইলে ফসলের বৃদ্ধি হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু মজুর ব্যবহারের উচ্চতম অবস্থায় আসিলে পর "ডিমিনিশিং রিটার্ণ" বা নিম্নগ আয়ের নিয়ম দেখা দিবে। তখন প্রত্যেকবার মজুর নিযুক্ত করিলে তাহার উৎপাদন কমিয়া আসিবে। এই রকমভাবে কমিতে কমিতে এমন অবস্থা আসিবে যে আর নূতন শ্রমিক নিযুক্ত হইলে তাহার উৎপাদন কিছুমাত্র হইবে না। কিন্তু সুখের বিষয় ঐ রকম শূন্য উৎপাদন অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই চাষী নিশ্চয়ই সাবধান হইয়া পড়ে। কারণ বাণিজ্যক্ষেত্রে কেহ আসিয়া লোকসান দিবার ব্যবস্থা করে না। যে মুহূর্ত্তে চাষী বুঝিতে পারে যে, উৎপাদন কমিয়া আসিতেছে সে লোক নিযুক্ত করা বন্ধ করিয়া দেয়। প্রত্যেক বিষয়ে দেখা যাইবে যে উৎপাদনের জন্য নিযুক্ত মজুরদের মধ্যে একজন মজুর "সীমান্ত"স্থিত বলিয়া ধরা যায় যে স্বল্পতম উৎপাদনের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে মাত্র। এ অবস্থায় যেখানে রেশারেশি মুক্ত সেখানে সীমান্তস্থিত যে মজুর তাহার উৎপাদনের অংশের উপরই নির্ভর করিয়া সকলের মজুরি স্থির হইয়া থাকে। কারণ সমগ্র উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে শ্রমের দ্বারা। কাজেই যে সীমান্তস্থিত মজুর তাহার অংশের দ্বারাই অন্যান্য সকলের মজুরি নির্ণীত হইবে। সেই জন্য সেলিগ্‌ম্যান বলেন যে, সীমান্তের উৎপাদন দ্বারাই মজুরি স্থির হয়।

সংখ্যাবিজ্ঞানে জ্যামিতিক গড় ও লগারিথমের প্রয়োগ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, বি এস সি, বি এল

সংখ্যা বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া কি অর্থনৈতিক কি সামাজিক রাষ্ট্রিক নানাবিধ ব্যবহারিক ক্ষেত্রের সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত করা সহজ হয়। এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে যে কয়েকটি প্রাথমিক প্রক্রিয়া সচরাচর ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে জ্যামিতিক গড় নির্ণয় ও লগারিথম্ দুইটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এই প্রবন্ধে এই দুইটি বিষয়ের সংক্ষেপে সামান্য আলোচনা করা হইল।

জ্যামিতিক গড়

কতকগুলি সংখ্যার পাটিগণিতিক গড় নির্ণয় করিতে হইলে যে প্রথা অবলম্বন করা হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পাটিগণিতিক গড় নির্ণয় করিতে হইলে সংখ্যাগুলির যোগফল জানিতে হয়, জ্যামিতিক গড় নির্ণয় করিতে হইলে সংখ্যাগুলির পরস্পর গুণফল জানিতে হয়। পাটিগণিতিক গড় সাব্যস্ত করিতে হইলে সংখ্যাগুলির যোগফলকে ভাগ করিতে হয়—যে কয়টি সংখ্যাদ্বারা যোগফলটি গঠিত সেই কয়টি সংখ্যাদ্বারা। জ্যামিতিক গড় সাব্যস্ত করিতে হইলে সংখ্যাগুলির গুণফলের যে কয়টি সংখ্যাদ্বারা গুণফল গঠিত সেই কয়টী সংখ্যার বর্গমূল নির্দ্ধারণ করিতে হয়। পাটিগণিতিক গড় নির্ণয় করিবার প্রথার সহিত জ্যামিতিক গড় নির্ণয় করিবার প্রথার এই পার্থক্য। পাটিগণিত গড় নির্ণয় প্রথায় একত্র যোগ করিয়া ভাগ ও জ্যামিতিক গড় নির্ণয় প্রথায় একত্র গুণ করিয়া বর্গমূল নির্দ্ধারণ করা বিশেষত্ব। আর একটি বিশেষত্ব এই যে পাটিগণিতিক গড় নির্ণয় প্রথায় ভাগ করিতে হইবে যে কয়বার সংখ্যাগুলি যোগ করা হইয়াছে সেই কয়বারের সংখ্যা দ্বারা আর জ্যামিতিক গড় নির্ণয় প্রথায় বর্গমূল নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যে কয়বার সংখ্যাগুলি গুণ করা হইয়াছে সেই কয়বারের সংখ্যাদ্বারা।

একটি উদাহরণ দ্বারা দুইটি প্রথার তারতম্য দেখান যাইতে পারে এইরূপে :—ধরা যাক, ২, ৪, ৬, ৯, ১৮ পাঁচটি সংখ্যা ; ইহাদের পাটিগণিতিক গড় ও জ্যামিতিক গড় নির্ণয় করিতে হইবে।

পাটিগণিতিক গড় নির্ণয় করিতে হইলে এই পাঁচটি সংখ্যাকে একত্র যোগ করিতে হইবে ও যোগফলকে সংখ্যাগুলি ৫ বার যোগ করা হইয়াছে বলিয়া ৫ দ্বারা ভাগ করিতে হইবে, অর্থাৎ

$$\text{পাটিগণিতিক গড়} = \frac{২+৪+৬+৯+১৮}{৫} = \frac{৩৯}{৫} = ৭\cdot৮$$

জ্যামিতিক গড় নির্ণয় করিতে হইলে এই পাঁচটি সংখ্যাকে একত্রে গুণ করিতে হইবে। সংখ্যাগুলি ৫ বার গুণ করা হইয়াছে বলিয়া, গুণফলের ৫ম বর্গমূল নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, অর্থাৎ

জ্যামিতিক গড়

$$= \sqrt[৫]{২ \times ৪ \times ৬ \times ৯ \times ১৮}$$

$$= \sqrt[৫]{২ \times ২ \times ২ \times ২ \times ৩ \times ৩ \times ৩ \times ৩ \times ২ \times ৩}$$

$$= \sqrt[৫]{(২ \times ৩) \times (২ \times ৩) \times (২ \times ৩) \times (২ \times ৩) \times (২ \times ৩)}$$

অক্ষরের সঙ্কেত

অক্ষরের সঙ্কেতে প্রকাশ করিলে, $ক_১, ক_২, ক_৩, \ldots ক_ন$ যে কয়টি ১টি হইতে ন-টি পর্য্যন্ত সংখ্যা থাকিবে তাহাদের জ্যামিতিক গড় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সংখ্যাগুলির গুণফলের ন-বর্গমূল নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। অর্থাৎ—

জ্যামিতিক গড় (অথবা সঙ্কেতে),

$$অ = \sqrt[ন]{ক_১ \times ক_২ \times ক_৩ \times \ldots \times ক_ন}$$

যদি পৌনঃপুন্য শ্রেণীর সংখ্যাগুলির জ্যামিতিক গড় নির্ণয় করিতে হয় তাহা হইলে অন্যরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়।

বর্গমূল নির্দ্ধারণ করিবার সহজ উপায় লগারিথম্ পদ্ধতির সাহায্যে। লগারিথম্ পদ্ধতির ব্যবহার সম্বন্ধে জানিতে হইলে সূচক নিয়ম সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। সূচক নিয়ম ও লগারিথম্ পদ্ধতি সম্বন্ধে এক্ষণে আলোচনা করা যাইতে পারে।

সূচক নিয়ম

কোন সংখ্যাকে বার বার সেই সংখ্যাদ্বারা গুণ করিলে যতবার এইরূপ গুণ করা হয় সংখ্যাটির মাথার উপর ততবারের সংখ্যা লিখিয়া গুণনের ব্যবস্থা সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়, যথা :—

২³ লিখিয়া বুঝান হয় যে, ২কে ২ দিয়া গুণ করিয়া

গুণফল ২×২কে আবার ২ দিয়া গুণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ২×২×২=২³

তেমনি, ২×২×২×২ কে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয় ২⁴ লিখিয়া, অথবা ২×২×২×২×২কে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয় ২⁵ লিখিয়া ইত্যাদি।

যে কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দ্বারা অনেকবার গুণ করা যায়; যদি 'ক' লিখিয়া যে কোন সংখ্যা বুঝান যায়, তাহা হইলে ক-এর মাথায় ২ লিখিলে বুঝা যাইবে ক-কে ক দিয়া গুণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ক² = ক×ক; তেমনি, ক³ = ক×ক×ক,

ক⁴ = ক×ক×ক×ক,

ক⁵ = ক×ক×ক×ক×ক।

এসকল ক্ষেত্রে যতবার গুণ করিতে হইবে তাহা মাথার উপর লিখিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। তেমনি, $ক^{ন}$ লিখিলে বুঝা যায় যে,

$ক^{ন}$ = ক×ক×ক×ক×ক×ক……ন-সংখ্যক বার ক-কে ক-দ্বারা গুণকরা হইবে।

সংজ্ঞা

যে সংখ্যা অপর সংখ্যার মাথার উপর লিখিলে পুনঃপুন গুণনের সূচনা করে সেরূপ সংখ্যাকে "সূচক" বলা হয়। যে সংখ্যাকে বার বার সেই সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হয় তাহাকে তল বলা হয়।

যথা, $ক^{ন}$-এ ক হইল তল ও ন হইল সূচক।

পড়িবার নিয়ম

'২-এ সূচক ৩', এরূপ পড়িলে বুঝিতে হইবে ২-এর মাথায় ৩ লিখিয়া বিষয়টি প্রকাশ করা হইবে। 'ক-এর মাথায় ৩ লিখা থাকিলে পড়িতে হইবে 'ক-এ সূচক ৩', তেমনি কন পড়িতে হইবে 'ক-এ সূচক ন'।

ভগ্নাংশ ও অন্তরূপ সূচক

পুনঃপুন গুণ পদ্ধতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে হইলে পূর্ণসংখ্যা সূচক ব্যবহার করা হয় পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

বর্গমূল বা বিপরীত পদ্ধতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে হইলেও সূচক ব্যবহার করা যায়।

$\sqrt[৩]{২}$কে লিখা হয় এইভাবে, $\sqrt[৩]{২} = ২^{\frac{১}{৩}}$

এই সংখ্যাকে পড়া হয় "দুইএ সূচক তিনএর এক"

এখানে ভগ্নাংশ সূচক ব্যবহার করিয়া বর্গমূল পদ্ধতি প্রকাশ করা হইয়াছে। ভগ্নাংশ সূচকের আরও উদাহরণ দেওয়া যায়,

$$৪^{\frac{২}{৫}} = \sqrt[৫]{৪ \times ৪ \times ৪}$$

অর্থাৎ "চার-এ সূচক পাঁচ-এর তিন" সমান "চার-এ সূচক তিন-এর পঞ্চম বর্গমূল"

বিপরীত পদ্ধতি প্রকাশ করিতে হইলে সূচক ব্যবহার করা হয় এইভাবে, $২^{-৩} = ২^{\frac{-৩}{১}}$ অর্থাৎ '২-এ সূচক ৩' এর বিপরীত হইল '২-এ সূচক বিয়োগ ৩'; অথবা

$$৪^{-\frac{২}{৩}} = \frac{১}{\sqrt[৩]{৪ \times ৪ \times ৪}}$$

সূচক সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ সূত্র

এক। ম ও ন দুইটি সূচক এবং ক তাহাদের সাধারণ তল হইলে, $ক^{ম} \times ক^{ন} = ক^{ম+ন}$ [১]

অর্থাৎ, তল যদি সমান হয় তাহা হইলে গুণ করিতে হইলে সূচকগুলির যোগ করিতে হয়।

যথা; $৩^{২} \times ৩^{২} = ৩^{২+২} = ৩^{৪}$

দুই। নিয়ম [১] হইতে আরও কয়েকটি ফল পাওয়া যায় এইরূপ;

$$ক^{ম} \times ক^{ন} \times ক^{প} \times \cdots = ক^{ম+ন+প+\cdots} \quad [১ (১)]$$

অর্থাৎ, তল সমান থাকিলে, গুণ করিতে হইলে যত সূচকই থাকুক না কেন সমস্ত সূচকগুলি যোগ করিতে হয়।

তিন। আবার.

$$ক^{ম} \div ক^{কন} = \frac{ক^{ম}}{ক^{কন}} = ক^{ম-কন} = ক^{ম-ন} \quad [১ (২)]$$

অর্থাৎ ভল সমান থাকিলে, ভাগ করিতে হইলে ভাজ্যের সূচক হইতে ভাজকের সূচক বিয়োগ করিতে হয়, যথা,

$$৩^৪ \div ৩^২ = ৩^{৪-২} = ৩^২$$

চার। যে কোন সংখ্যার সূচক ০ থাকিলে ১ এর সমান হয়। অর্থাৎ

কারণ, $ক^১ \times ক^০ = ক^{১+০}$

$$ক^০ = \frac{ক^১}{ক^১} = ১$$

লগারিথম্

যদি $ক^{ন} = খ$ দেওয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে, ক-কে ক দ্বারা ক্রমাগত ন সংখ্যকবার গুণ করিলে খ-এর সমান হয়। এখানে ক-কে 'ভল' ও ন-কে সূচক বলা হয়। ভল সূচক মিলিত হইয়া যে কৌশলে খ সংখ্যাকে সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে "$ক^{ন} = খ$" এইরূপ লিখিবার ভঙ্গীতে। ইহাকে পড়া যায় "খ-এ সূচক ন খ-এর সমান।

কিন্তু সূচককে প্রধান্য দিলে ব্যাপারটি প্রকাশ করা যায় এইভাবে :—

ন হইল সেই সংখ্যা যে সংখ্যা ক ভলের সূচক হইলে উভয়ে মিলিয়া খ সংখ্যার সমান হয়; অথবা আরও সংক্ষেপে বলা যায় এইরূপ যে "ন ক-ভলে খ-এর লগারিথম্।"

'লগারিথম্'কে সংক্ষেপে লগ বলা হয়।

যথা, $ক^{ন} = খ$ দেওয়া থাকিলে লগারিথম্-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী বলা যায়,

$$ন = \underset{ক}{লগ}\ খ$$

অর্থাৎ $ক^{\underset{ক}{লগ}\ খ} = খ$

উদাহরণ, $২^৪ = ১৬$

অর্থাৎ $৪ = \underset{২}{লগ}\ ১৬$

অথবা $১০^২ = ১০০$

অর্থাৎ $২ = \underset{১০}{লগ}\ ১০০$

১০ ভল লগারিথম্ বা সাধারণ লগারিথম্

যে কোন 'ভল' ধরিয়া লগারিথম্ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু, সাধারণতঃ একটি বিশেষ 'ভল' ১০ ধরিয়া লগারিথম্ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় এবং ভল নির্দেশক চিহ্ন যথা $\underset{১০}{লগ}$ না লিখিয়া কেবল লগ লেখা হয়। কেবল লগ লিখিলে বুঝিতে হইবে 'ভল' ১০; যথা, লগ ২ লিখিলে বুঝিতে হয় $\underset{১০}{লগ}\ ২$। এরূপ লগারিথম্‌কে সাধারণ লগারিথম্ বলা হয়।

লগারিথম্ সম্বন্ধে কয়েকটি সূত্র

এক। ১এর লগারিথম্ ০

কারণ; $ক^০ = ১$;

$$০ = \underset{ক}{লগ}\ ১$$

দুই। ভলের লগারিথম্ ১

কারণ, $ক^১ = ক$

$$১ = \underset{ক}{লগ}\ ক$$

তিন। গুণফলের লগারিথম্ গুণনীয়কগুলির লগারিথমের যোগফলের সমান। কারণ, ধরা যাক

$$ম = ক^{চ} \text{ এবং } ন = ক^{ছ}$$

অর্থাৎ $চ = \underset{ক}{লগ}\ ম$; $ছ = \underset{ক}{লগ}\ ন$

যেহেতু, $ম \times ন = ক^{চ} \times ক^{ছ} = ক^{চ+ছ}$

অতএব, $\underset{ক}{লগ}\ (ম \times ন) = চ + ছ$

$$= \underset{ক}{লগ}\ ম + \underset{ক}{লগ}\ ন$$

চার। ভগ্নাংশের লগারিথম্ ভাজ্যের লগারিথম্ হইতে ভাজকের লগারিথমের বিয়োগ ফলের সমান। কারণ, ধরা যাক—

$$\text{যেহেতু, } \frac{ম}{ন} = \frac{ক^{চ}}{ক^{ছ}} = ক^{চ-ছ}$$

$$\text{অতএব, } \log_{ক}\left(\frac{ম}{ন}\right) = চ-ছ$$

$$= \log_{ক} ম - \log_{ক} ন$$

পাঁচ। ম-এ সূচক ন এর লগারিথম্ ন-গুণ ম-এর লগারিথম।

$$\text{ধরা যাক, } ম = ক^{চ}, \quad ন = ক^{ছ}$$

$$চ = \log_{ক} ম ; \quad ছ = \log_{ক} ন$$

$$\text{যেহেতু, } ম^{ন} = (ক^{চ})^{ন} = ক^{চ \times ন}$$

$$\text{অতএব, } \log_{ক}(ম^{ন}) = ন \times চ$$

$$= ন \times \log_{ক} ক$$

ছয়। যে কোন তলের লগারিথম্ দেওয়া থাকিলে অন্য তলের লগারিথম্ নির্দ্ধারণ করিবার পদ্ধতি।

ধরা যাক গ একটি সংখ্যা যাহার ক তলের লগারিথম্ জানা আছে, খ তলের লগারিথম্ জানা প্রয়োজন।

$$\text{ধরা যাক, } চ = \log_{খ} গ, \quad \text{অর্থাৎ } খ^{চ} = গ$$

$$\text{অতএব, } \log_{ক}(খ^{চ}) = \log_{ক} গ ;$$

$$\text{অর্থাৎ, } চ \times \log_{ক} খ = \log_{ক} গ$$

$$\text{অতএব, } চ = \frac{১}{\log_{ক} খ} \times \log_{ক} গ$$

$$\text{অর্থাৎ, } \log_{খ} গ = \frac{১}{\log_{ক} খ} \times \log_{ক} গ$$

অর্থাৎ গ এর লগারিথম্ ক তলে দেওয়া থাকিলে খ তলে নির্দ্ধারণ করিতে হইলে গ এর ক তলে লগারিথম্ নির্দ্ধারণ করিয়া খ এর ক তলে লগারিথমের বিপরীত দ্বারা গুণ করিতে হইবে।

সাত। পূর্ব্বের সূত্রে গ এর পরিবর্ত্তে ক লিখিলে এইরূপ ফল হয়,

$$\log_{খ} ক = \frac{১}{\log_{ক} খ} \times \log_{ক} ক$$

$$\frac{১}{\log_{ক} খ}$$ (কারণ লগারিথমের যে দ্বিতীয় সূত্র পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় $\log_{ক} ক = ১$)

$$\text{অতএব, } \log_{খ} ক \times \log_{ক} খ = ১$$

সাধারণ লগারিথমের ব্যবহার

১০ তলে ধরিয়া বিভিন্ন সংখ্যার লগারিথম্ কত হয় তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়। এইরূপ তালিকা হইতে গণনার অনেক সুবিধা হয়। তালিকা ব্যবহার কিভাবে করিতে হয় এখন তাহার আলোচনা করা যাক্।

১০ তল ধরিয়া যে কোন সংখ্যাকে প্রকাশ করা যায়; কিন্তু এক্ষণে প্রকাশ করিতে হইলে ১০এর যে সূচক ব্যবহার করিতে হয় তাহা সর্ব্বদা পূর্ণ সংখ্যা না-ও হইতে পারে, অথবা সে সূচক বিয়োগ সংখ্যাও হইতে পারে।

যেমন ৫২৫৭ সংখ্যাটিকে ১০ তল ধরিয়া প্রকাশ করা যায় বটে, কিন্তু ১০এর সূচকটি কত হইবে?

৫২৫৭ সংখ্যাটি $১০^{৩}$ অপেক্ষা বড় এবং $১০^{৪}$ অপেক্ষা ছোট।

অর্থাৎ ৫২৫৭ সংখ্যাটির ১০ তলের সূচক ৩ অপেক্ষা বড় ও ৪ অপেক্ষা ছোট; ৩+ ভগ্নাংশের সমান

৫২৫৭ = ১০^{৩+ভগ্নাংশ}।

অতএব, $\log$ ৫২৫৭ = ৩ অপেক্ষা কিছু বড়,

= ৩+ ভগ্নাংশ

আবার ·০১ যদি একটি সংখ্যা ধরা যায় তাহা হইলে এরূপ সংখ্যাকে ১০ তলে প্রকাশ করা যায়। এক্ষেত্রে সংখ্যাটি ·১ অপেক্ষা ছোট এবং ·০১ অপেক্ষা বড়,

অর্থাৎ $১০^{-১}$ অপেক্ষা ছোট এবং $১০^{-২}$ অপেক্ষা বড়

অর্থাৎ ·০৭ সংখ্যাটি ১০ তলের সূচক $-২ +$ ভগ্নাংশ এবং

$(-২ +$ ভগ্নাংশ$)$

·০৭ — ১০

অতএব লগ ·০৭ =

পূর্ণক ও অংশক

লগারিথমের যে অংশে পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহাকে পূর্ণক ও যে অংশে ভগ্নাংশ হয় তাহাকে অংশক আখ্যা দেওয়া হয়।

সাধারণ লগারিথমের পূর্ণক সংখ্যাটি দেখিয়াই বলিয়া দেওয়া যায়, অংশক নির্দ্ধারণ করা যায় বিশেষভাবে প্রস্তুত তালিকা হইতে।

পূর্ণক নির্দ্ধারণের উপায়

$১০^{১} = ১০$, অতএব লগ ১০ = ১

$১০^{২} = ১০০$ লগ ১০০ = ২

$১০^{৩} = ১০০০$ ইত্যাদি, লগ ১০০০ = ৩ ইত্যাদি

পূর্ণ সংখ্যাতে যে কয়টি অঙ্ক থাকে, লগারিথম্ লইলে তাহা হইতে ১ বিয়োগ করিলে পূর্ণক পাওয়া যায়। অর্থাৎ একক বাদে যে কয়টি অঙ্ক থাকে পূর্ণক তাহাই হয়। এককের লগারিথম্ ০ (শূন্য)।

যথা, $১০^{০} = ১$ অতএব লগ ১ = ০

আবার, $১০^{-১} = \frac{১}{১০} = ·১$

$১০^{-২} = \frac{১}{১০০} = ·০১$,, লগ ·০১ = −২

$১০^{-৩} = \frac{১}{১০০০} = ·০০১$ লগ ·০০১ = −৩

ইত্যাদি

দশমিক সংখ্যাতে দশমিকের পরে যে কয়টি শূন্য থাকে পূর্ণক তদপেক্ষা ১ বেশী বিয়োগ সংখ্যা হয়।

যে কোন অঙ্ক দ্বারা সংখ্যা রচিত হউক না কেন একই অঙ্ক দ্বারা যতগুলি সংখ্যা রচনা করা যায় সকল সংখ্যাগুলির সাধারণ লগারিথম্ লইলে পূর্ণক বিভিন্ন হইলেও অংশক একই হইবে। যেমন ৪, ২, ৩, ৭ এই চারিটি অঙ্ক দ্বারা নানারূপ সংখ্যা রচনা করা যায়, যথা,

৪২৩৭

৪২৩·৭

৪২·৩৭

৪·২৩৭

·৪২৩৭

·০৪২৩৭ ইত্যাদি

এগুলির সাধারণ লগারিথমে পূর্ণকগুলি যথাক্রমে ৩, ২, ১, ০, −১, −২ ইত্যাদি, কারণ

লগ ৪২৩৭ = ৩ + ভগ্নাংশ

লগ ৪২·৩৭ = ১ + ভগ্নাংশ

লগ ৪·২৩৭ = ভগ্নাংশ ইত্যাদি

পূর্ব্বের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, লগারিথম্ জানিতে হইলে সংখ্যাটিকে চাক্ষুষ দেখিয়াই পূর্ণক নির্দ্ধারণ করা যায়, কিন্তু অংশক যে কত হইবে তাহা সেরূপে জানা যায় না। অংশকও যাহাতে সহজে জানা যায় তাহার অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। সকলের পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য দশমিক লগারিথমে কোন্ সংখ্যার কিরূপ অংশক হইবে তাহা গণনা করিয়া অনেক প্রকার তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়। এরূপ তালিকাকে 'লগারিথম্ তালিকা' বলে, নানারূপ লগারিথম্ তালিকা কিনিতে পাওয়া যায়। ১ হইতে ৯৯৯ পর্য্যন্ত সমস্ত সংখ্যার দশমিক লগারিথমে কিরূপ অংশক হইবে তাহার একটি তালিকা সন্নিবেশ করা হইল।

লগারিথম্ তালিকার ব্যবহার

ধরা যাক ২৪৩ এর লগারিথম্ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই কয়টি সংখ্যার অঙ্কগুলি ২, ৪, ও ৩ পর পর লিখিয়া দশমিকে নানারূপ সংখ্যা করা যায়; যে দশমিক সংখ্যাই করা যাক না কেন অংশকের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না,

পরিবর্ত্তন হইবে পূর্ণকের। যদি সংখ্যা ২৪৩ (দুই শত তেতাল্লিশ) হয় তাহা হইলে পূর্ণক হইবে ২ আর যদি ৩ এর বামে বিন্দু বসান হয় তাহা হইতে সংখ্যাটি হইবে ২৪·৩ (চারিপ দশমিক ৩) এবং পূর্ণক এক্ষেত্রে হইবে ১। তেমনি বিন্দু যত বামে বসান হইবে পূর্ণক তত কমিয়া যাইবে এবং বিন্দু যত ডাইনে বসান হইবে পূর্ণক তত বাড়িয়া যাইবে। যদি সংখ্যাটি হয় ·০০০২৪৩ তাহা হইলে পূর্ণক হইবে —৪।

সংখ্যাটি ২৪৩ হউক অথবা ২৪·৩ হউক, অথবা ·০০০২৪৩ হউক যতক্ষণ ২ এর পরে ৪ তারপরে ৩ পর পর থাকিবে ততক্ষণ পূর্ণকের পরিবর্ত্তন হইলেও অংশকের পরিবর্ত্তন হইবে না। তালিকাতে ১ হইতে ৯৯৯ এর যে কোন সংখ্যার অংশক নির্দ্ধারণ করা যায়। ২৩৪ এর অংশক কত জানিতে হইলে প্রথম স্তম্ভে ২ এর পর ৪ অর্থাৎ ২৪ পর্য্যন্ত দেখা যাইবে, ২৪এর পর সকলের উপরের লাইনের ৩ এর ঘর দেখিতে হইবে। ২৪ এর ঘর হইতে ডাইনে চলিতে চলিতে উপরের ৩ এর ঘরের সোজা নীচে নামিলে ২৪ এর লাইন ও ৩ এর লাইন যেখানে মিশিল সেখানে যে ভগ্নাংশ পাওয়া যায় তাহাই ২৪৩ এর লগারিথমের অংশ। এইভাবে ২৪৩ এর অংশক তালিকা হইতে পাওয়া গেল ·৩৮৪৬। অতএব ২৪·৩এর লগারিথম্ ১·৩৮৪৬ ও ২·৪৩ এর লগারিথম্ ·৩৮৪৬। উভয় ক্ষেত্রেই অংশক ·৩৮৪৬।

তেমনি ৪২৪ দ্বারা যে কয়টি সংখ্যা রচনা করা যায় যথা, ৪২৪, ৪২·৪, ·৪২৪ তাহাদের লগারিথমের অংশক ৪২৪ এই তিনটি সংখ্যার অংশক। ৪২৪ এর অংশক নির্দ্ধারণ করিতে হইলে ৪২ ও উপরের ৪এর লাইন দুইটি যেখানে মিশিল তাহা দেখিতে হইবে। তালিকা হইতে দেখা যায় যে, লাইন দুইটি মিশিল ·৬১১০তে। তাহা হইলে,

লগ ৪২৪ = ২ + ·৬১১০ = ২·৬২০২

লগ ৪২·৪ = ১ + ·৬১১০ = ১·৬২০২

লগ ৪·২৪ = ·৬২০২

কিন্তু যে সংখ্যাটির লগারিথম্ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে তাহা যদি একক হইতে কম হয় তাহা হইলে তাহার পূর্ণক হয় বিয়োগবাচক সংখ্যা যেমন ·১এর লগারিথমে পূর্ণক = —১, ·০১এর লগারিথমে পূর্ণক = —২। এই বিয়োগ ব্যঞ্জক পূর্ণককে অন্য ভাবে লেখা হয়। বিয়োগ চিহ্ন পূর্ণকের মাথার উপর টান দিয়া বুঝা হয়, যথা $\bar{১}$, $\bar{২}$ ইত্যাদি।

এই পদ্ধতিতে লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, কেবল পূর্ণক বিয়োগবাচক, অংশক যাহা তালিকা হইতে পাওয়া যায় তাহা যোগবাচক। পূর্ব্বের উদাহরণে ২৪৩এর অংশক ·৩৮৪৬ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এই অংশক যোগবাচক; কিন্তু ·০০০২৪৩-এর লগারিথমে অংশক যোগবাচক ·৩৮৪৬ হইলেও পূর্ণক—৪, অথবা নূতন পদ্ধতিতে লিখিবার ভঙ্গীতে $\bar{৪}$, অতএব

লগ ·০০০২৪৩ = $\bar{৪}$·৩৮৪৬

তেমনি, লগ ·০০০৫২৪ = $\bar{৪}$·৭২০২

পূর্ব্বের উদাহরণ হইতে দেখা গেল যে, তালিকা হইতে লগারিথমের জন্য অংশক নির্দ্ধারণ করা হইতেছে তাহা তিন অঙ্কের সংখ্যার জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এই তালিকা হইতে চারি অঙ্কের সংখ্যারও লগারিথমের জন্য অংশক নির্দ্ধারণ করা যায়। চারি অঙ্কের সংখ্যার লগারিথমের জন্য অংশক ঐ তালিকা হইতে নির্দ্ধারণ করিতে হইলে অনুপাত করিতে হয়। যথা ৪২৫এর লগারিথমে অংশক ·৭২০২, তেমনি ৪২৬এর লগারিথমে অংশক ·৭২১০, ৪২৬ ও ৪২৫এর ব্যবধান এক এককের, আর অংশকের ব্যবধান ·০০০৮। অতএব যদি ৪২৫৭ এর লগারিথমের অংশক নির্দ্ধারণ করিতে হয় তাহা হইলে ·৭২০২এর সহিত যে সংখ্যা যোগ করিতে হইবে তাহা অনুপাত করিলে হয় এইরূপ :—

১ : ·৭ : ·০০০৮ :: ক

$$ক = \frac{·০০০৮ \times ·৭}{১}$$

= ·০০০৬ (প্রায়)

অতএব লগ ৪২৫৭ = ৩·৭২০৮

লগ ৪২৫·৭ = ২·৭২০৮

লগ ৫২·৫৭ = ১·৭২০৮

লগ ৫·২৫৭ = ·৭২০৮

এবং লগ ৫২৫৭ = ২·৭২০৮

লগ ·০৫২৫৭ = ২·৭২০৮ ইত্যাদি

লগারিথমের ব্যবহার

জ্যামিতিক গড়ের গণনায় লগারিথমের সহায়তা প্রয়োজন হয়। যেমন, ধরা যাক ৫, ৭, ৮, ৯ এই কয়টি সংখ্যার জ্যামিতিক গড় কত তাহা নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন।

$$\text{জ্যামিতিক গড়, } ঙ = \sqrt[৪]{৫ \times ৭ \times ৮ \times ৯}$$

$$= \sqrt[৪]{৩৫২০}$$

$$\text{লগ } ঙ = \frac{১}{৪} \times (\text{লগ } ৩৫ + \text{লগ } ৭২)$$

$$= \frac{১}{৪} \times (১·৫৪৪১ + ১·৮৫৭৩)$$

$$= \frac{১}{৪} \times (৩·৪০১৪)$$

$$= ·৮৫০৩ \text{ প্রায়}$$

অতএব, ঙ = ৭·০৮৫

(কারণ, তালিকা হইতে উল্টাভাবে দেখা গেল যে, অংশক ·৮৫০৩ হয় ৭০৮৫ এই কয়টি সংখ্যা পরপর থাকিলে, আর যেহেতু লগ ঙ এর পূর্ণক কিছু নাই যে সংখ্যাটির লগারিথম লইলে লগ ঙ—এর সমান হয় তাহা দশকের কর, অর্থাৎ ৭,০,৮,৫ এই অঙ্কগুলি পর পর সাজাইয়া দশকের কর যে সংখ্যা দেখা যায় তাহা ৭·০৮৫)।

লগারিথম্ সাহায্যে জ্যামিতিক গড় নির্ণয়

অক্ষরের সঙ্কেতে প্রকাশ করিলে $ক_১, ক_২, ক_৩, \cdots ক_ন$ প্রকৃতি ১টি হইতে ন-টি পর্য্যন্ত সংখ্যার জ্যামিতিক গড়,

$$ঙ = \sqrt[ন]{ক_১ \times ক_২ \times ক_৩ \times \cdots ক_ন}$$

$$\text{অতএব } \text{লগ } ঙ = \frac{\text{লগ } ক_১ + \text{লগ } ক_২ + \text{লগ } ক_৩ \cdots \text{লগ } ক_ন}{ন}$$

অর্থাৎ জ্যামিতিক গড়ের লগারিথম জানা যাহা সংখ্যাগুলির লগারিথমের পাটিগণিতক গড় নির্দ্ধারণ করিলে।

সংখ্যাগুলি পৌনঃপুন্য শ্রেণীতে সাজান থাকিলে তাহা হইতেও জ্যামিতিক গড় নির্ণয় করা যায়। যদি শ্রেণী বিভাগের মধ্যস্থল $ক_১$ এর শ্রেণী সংখ্যা $স_১$ হয়, মধ্যস্থল $ক_২$ এর শ্রেণী সংখ্যা $স_২$ হয়, মধ্যস্থল $ক_৩$ এর শ্রেণী সংখ্যা $স_৩$ হয় ও এইভাবে মধ্যস্থল $ক_ন$ এর শ্রেণী সংখ্যা $স_ন$ হয়, তাহা হইলে জ্যামিতির গড়,

$$ঙ = ন\sqrt{ক_১^{স_১} \times ক_২^{স_২} \times ক_৩^{স_৩} \times \cdots \times ক_ন^{স_ন}}$$

$$\text{অতএব, লগ } ঙ = \frac{স_১ \times \text{লগ } ক_১ + স_২ \times \text{লগ } ক_২ + স_৩ \times \text{লগ } ক_৩ + \cdots\cdots + স_ন \times \text{লগ } ক_ন}{ন}$$

$$\text{এখানে } ন = স_১ + স_২ + স_৩ + \cdots\cdots + স_ন = \Sigma স$$

পৌনঃপুন্য শ্রেণী হইতে জ্যামিতিক গড় নির্দ্ধারণের পদ্ধতি

একটি পৌনঃপুন্য শ্রেণী যেরূপে সাজান পাওয়া যায় তাহা হইতে জ্যামিতিক গড় যে ভাবে নির্দ্ধারণ করা যায় তাহার তালিকা :—

শ্রেণী বিভাগ	শ্রেণীর মধ্যস্থল ক	শ্রেণীর সংখ্যা স	লগ ক	স × লগ ক
৫০-৫৯	৬০	৪	১·৭৭৮২	৭·১১২৮
৬০-৬৯	৭০	৭	১·৮৪৫১	১২·৯৫৭৩
৭০-৭৯	৮০	১৭	১·৯০৩১	৩২·৩৫২৭
৮০-৮৯	১০০	৬১	২·০০০০	১২২·০০০০
১১০-১২৯	১২০	৬৪	২·০৭৯২	১৩৩·০৬৮৮
১৩০-১৪৯	১৪০	১৩০	২·১৪৬১	২৭৮·৯৯৩০
১৪০-১৬৯	১৬০	২১২	২·২০৪১	৪৬৭·২৬৯২
১৭০-১৮৯	১৮০	২১৯	২·২৫৫৩	৪৯৩·৯১০৭
যোগফল	[স = ৭০৭			১৫৩৪·৭০৭২

$$\text{লগ } ঙ = \frac{১৫৩৪·৭০৭২}{৭০৭} = ২·১৭০৭ = \text{লগ } (১৪৮)$$

অতএব, ঙ = ১৪৮ (প্রায়)

সংখ্যার লগারিথমের তালিকা

১·০০ হইতে ৯.৯৯ পর্য্যন্ত

(দশমিকের চার অঙ্ক পর্য্যন্ত)

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	·০০৪৩	·০০৮৬	·০১২৮	·০১৭০	·০২১২	·০২৫৩	·০২৯৩	·০৩৩৪	·০৩৭৪
·০৪১৪	·০৪৫৩	·০৪৯২	·০৫৩১	·০৫৬৯	·০৬০৭	·০৬৪৫	·০৬৮২	·০৭১৯	·০৭৫৫
·০৭৯২	·০৮২৮	·০৮৬৪	·০৮৯৯	·০৯৩৩	·০৯৬৭	·১০০৪	·১০৩৮	·১০৭২	·১১০৬
·১১৩৯	·১১৭৩	·১২০৬	·১২৩৯	·১২৭১	·১৩০৩	·১৩৩৫	·১৩৬৭	·১৩৯৯	·১৪৩০
·১৪৬১	·১৪৯২	·১৫২৩	·১৫৫৩	·১৫৮৪	·১৬১৪	·১৬৪৪	·১৬৭৩	·১৭০৩	·১৭৩২
·১৭৬১	·১৭৯০	·১৮১৮	·১৮৪৭	·১৮৭৫	·১৯০৩	·১৯৩১	·১৯৫৯	·১৯৮৭	·২০১৪
·২০৪১	·২০৬৮	·২০৯৮	·২১২৮	·২১৫৪	·২২০১	·২২২৭	·২২৫৩	·২২৭৯	·২৩০৪
·২৩০৪	·২৩৩৪	·২৩৫৪	·২৩৮০	·২৪০৫	·২৪৩০	·২৪৫৫	·২৪৮০	·২৫০৪	·২৫২৯
·২৫৫৩	·২৫৭৭	·২৬০১	·২৬২৫	·২৬৪৮	·২৬৭২	·২৬৯৫	·২৭১৮	·২৭৪২	·২৭৬৫
·২৭৮৮	·২৮১০	·২৮৩৩	·২৮৫৬	·২৮৭৮	·২৯০০	·২৯২৩	·২৯৪৫	·২৯৬৭	·২৯৮৯
·৩০১০	·৩০৩২	·৩০৫৪	·৩০৭৫	·৩০৯৬	·৩১১৮	·৩১৩৯	·৩১৬০	·৩১৮১	·৩২০১
·৩২২২	·৩২৪৩	·৩২৬৩	·৩২৮৪	·৩৩০৪	·৩৩২৪	·৩৩৪৫	·৩৩৬৫	·৩৩৮৫	·৩৪০৪
·৩৪২৪	·৩৪৪৪	·৩৪৬৪	·৩৪৮৩	·৩৫০২	·৩৫২১	·৩৫৪১	·৩৫৬০	·৩৫৭৯	·৩৫৯৮
·৩৬১৭	·৩৬৩৬	·৩৬৫৫	·৩৬৭৪	·৩৬৯২	·৩৭১১	·৩৭২৯	·৩৭৪৭	·৩৭৬৬	·৩৭৮৪
·৩৮০২	·৩৮২০	·৩৮৩৮	·৩৮৫৬	·৩৮৭৪	·৩৮৯২	·৩৯০৯	·৩৯২৭	·৩৯৪৫	·৩৯৬২
·৩৯৭৯	·৩৯৯৭	·৪০১৪	·৪০৩১	·৪০৪৮	·৪০৬৫	·৪০৮২	·৪১০০	·৪১১৬	·৪১৩৩
·৪১৫০	·৪১৬৭	·৪১৮৪	·৪২০১	·৪২১৭	·৪২৩৪	·৪২৫০	·৪২৬৭	·৪২৮৩	·৪২৯৯
·৪৩১৪	·৪৩৩০	·৪৩৪৬	·৪৩৬২	·৪৩৭৮	·৪৩৯৫	·৪৪১১	·৪৪২৮	·৪৪৪৪	·৪৪৬০
·৪৪৭৬	·৪৪৯২	·৪৫০৮	·৪৫২৪	·৪৫৪০	·৪৫৫৬	·৪৫৭২	·৪৫৮৮	·৪৬০৪	·৪৬২০
·৪৬৩৬	·৪৬৫১	·৪৬৬৭	·৪৬৮৩	·৪৬৯৯	·৪৭১৫	·৪৭৩১	·৪৭৪৭	·৪৭৬২	·৪৭৭৮
·৪৭৯৪	·৪৮১০	·৪৮২৫	·৪৮৪১	·৪৮৫৭	·৪৮৭২	·৪৮৮৮	·৪৯০৪	·৪৯১৯	·৪৯৩৫
·৪৯৫০	·৪৯৬৬	·৪৯৮১	·৪৯৯৭	·৫০১২	·৫০২৮	·৫০৪৩	·৫০৫৯	·৫০৭৪	·৫০৯০
·৫১০৫	·৫১২১	·৫১৩৬	·৫১৫২	·৫১৬৭	·৫১৮৩	·৫১৯৮	·৫২১৪	·৫২২৯	·৫২৪৫
·৫২৬০	·৫২৭৬	·৫২৯১	·৫৩০৭	·৫৩২২	·৫৩৩৮	·৫৩৫৩	·৫৩৬৯	·৫৩৮৪	·৫৪০০
·৫৪১৫	·৫৪৩০	·৫৪৪৬	·৫৪৬১	·৫৪৭৭	·৫৪৯২	·৫৫০৭	·৫৫২৩	·৫৫৩৮	·৫৫৫৪
·৫৫৬৯	·৫৫৮৪	·৫৫৯৯	·৫৬১৫	·৫৬৩০	·৫৬৪৫	·৫৬৬০	·৫৬৭৬	·৫৬৯১	·৫৭০৬
·৫৭২১	·৫৭৩৬	·৫৭৫১	·৫৭৬৭	·৫৭৮২	·৫৭৯৭	·৫৮১২	·৫৮২৮	·৫৮৪৩	·৫৮৫৮
·৫৮৭৩	·৫৮৮৮	·৫৯০৩	·৫৯১৯	·৫৯৩৪	·৫৯৪৯	·৫৯৬৪	·৫৯৭৯	·৫৯৯৪	·৬০০৯
·৬০২৪	·৬০৩৯	·৬০৫৪	·৬০৭০	·৬০৮৫	·৬১০০	·৬১১৫	·৬১৩০	·৬১৪৫	·৬১৬০
·৬১৭৫	·৬১৯০	·৬২০৫	·৬২২০	·৬২৩৫	·৬২৫০	·৬২৬৫	·৬২৮০	·৬২৯৫	·৬৩১০
·৬৩২৫	·৬৩৪০	·৬৩৫৫	·৬৩৭০	·৬৩৮৫	·৬৪০০	·৬৪১৫	·৬৪৩০	·৬৪৪৫	·৬৪৬০
·৬৪৭৫	·৬৪৯০	·৬৫০৫	·৬৫২০	·৬৫৩৫	·৬৫৫০	·৬৫৬৫	·৬৫৮০	·৬৫৯৫	·৬৬১০
·৬৬২৫	·৬৬৪০	·৬৬৫৫	·৬৬৭০	·৬৬৮৫	·৬৭০০	·৬৭১৫	·৬৭৩০	·৬৭৪৫	·৬৭৬০
·৬৭৭৫	·৬৭৯০	·৬৮০৫	·৬৮২০	·৬৮৩৫	·৬৮৫০	·৬৮৬৫	·৬৮৮০	·৬৮৯৫	·৬৯১০
·৬৯২৫	·৬৯৪০	·৬৯৫৫	·৬৯৭০	·৬৯৮৫	·৭০০০	·৭০১৫	·৭০৩০	·৭০৪৫	·৭০৬০
·৭০৭৫	·৭০৯০	·৭১০৫	·৭১২০	·৭১৩৫	·৭১৫০	·৭১৬৫	·৭১৮০	·৭১৯৫	·৭২১০
·৭২২৫	·৭২৪০	·৭২৫৫	·৭২৭০	·৭২৮৫	·৭৩০০	·৭৩১৫	·৭৩৩০	·৭৩৪৫	·৭৩৬০
·৭৩৭৫	·৭৩৯০	·৭৪০৫	·৭৪২০	·৭৪৩৫	·৭৪৫০	·৭৪৬৫	·৭৪৮০	·৭৪৯৫	·৭৫১০
·৭৫২৫	·৭৫৪০	·৭৫৫৫	·৭৫৭০	·৭৫৮৫	·৭৬০০	·৭৬১৫	·৭৬৩০	·৭৬৪৫	·৭৬৬০
·৭৬৭৫	·৭৬৯০	·৭৭০৫	·৭৭২০	·৭৭৩৫	·৭৭৫০	·৭৭৬৫	·৭৭৮০	·৭৭৯৫	·৭৮১০
·৭৮২৫	·৭৮৪০	·৭৮৫৫	·৭৮৭০	·৭৮৮৫	·৭৯০০	·৭৯১৫	·৭৯৩০	·৭৯৪৫	·৭৯৬০
·৭৯৭৫	·৭৯৯০	·৮০০৫	·৮০২০	·৮০৩৫	·৮০৫০	·৮০৬৫	·৮০৮০	·৮০৯৫	·৮১১০
·৮১২৫	·৮১৪০	·৮১৫৫	·৮১৭০	·৮১৮৫	·৮২০০	·৮২১৫	·৮২৩০	·৮২৪৫	·৮২৬০
·৮২৭৫	·৮২৯০	·৮৩০৫	·৮৩২০	·৮৩৩৫	·৮৩৫০	·৮৩৬৫	·৮৩৮০	·৮৩৯৫	·৮৪১০
·৮৪২৫	·৮৪৪০	·৮৪৫৫	·৮৪৭০	·৮৪৮৫	·৮৫০০	·৮৫১৫	·৮৫৩০	·৮৫৪৫	·৮৫৬০
·৮৫৭৫	·৮৫৯০	·৮৬০৫	·৮৬২০	·৮৬৩৫	·৮৬৫০	·৮৬৬৫	·৮৬৮০	·৮৬৯৫	·৮৭১০
·৮৭২৫	·৮৭৪০	·৮৭৫৫	·৮৭৭০	·৮৭৮৫	·৮৮০০	·৮৮১৫	·৮৮৩০	·৮৮৪৫	·৮৮৬০
·৮৮৭৫	·৮৮৯০	·৮৯০৫	·৮৯২০	·৮৯৩৫	·৮৯৫০	·৮৯৬৫	·৮৯৮০	·৮৯৯৫	·৯০১০
·৯০২৫	·৯০৪০	·৯০৫৫	·৯০৭০	·৯০৮৫	·৯১০০	·৯১১৫	·৯১৩০	·৯১৪৫	·৯১৬০
·৯১৭৫	·৯১৯০	·৯২০৫	·৯২২০	·৯২৩৫	·৯২৫০	·৯২৬৫	·৯২৮০	·৯২৯৫	·৯৩১০
·৯৩২৫	·৯৩৪০	·৯৩৫৫	·৯৩৭০	·৯৩৮৫	·৯৪০০	·৯৪১৫	·৯৪৩০	·৯৪৪৫	·৯৪৬০
·৯৪৭৫	·৯৪৯০	·৯৫০৫	·৯৫২০	·৯৫৩৫	·৯৫৫০	·৯৫৬৫	·৯৫৮০	·৯৫৯৫	·৯৬১০
·৯৬২৫	·৯৬৪০	·৯৬৫৫	·৯৬৭০	·৯৬৮৫	·৯৭০০	·৯৭১৫	·৯৭৩০	·৯৭৪৫	·৯৭৬০
·৯৭৭৫	·৯৭৯০	·৯৮০৫	·৯৮২০	·৯৮৩৫	·৯৮৫০	·৯৮৬৫	·৯৮৮০	·৯৮৯৫	·৯৯১০
·৯৯২৫	·৯৯৪০	·৯৯৫৫	·৯৯৭০	·৯৯৮৫	·১০০০	·১০০১	·১০০২	·১০০৩	·১০০৪

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	·৬০৩১	·৬০৪২	·৬০৫৩	·৬০৬৪	·৬০৭৫	·৬০৮৫	·৬০৯৬	·৬১০৭	·৬১১৮
২	·৬১৩৮	·৬১৪৯	·৬১৫৯	·৬১৬০	·৬১৭০	·৬১৮১	·৬১৯২	·৬২০৩	·৬২১৪
৩	·৬২৫৪	·৬২৬৫	·৬২৭৬	·৬২৮৭	·৬২৯৮	·৬৩০৯	·৬৩১৯	·৬৩২০	·৬৩৩১
৪	·৬৩৪২	·৬৩৫৩	·৬৩৬৪	·৬৩৭৫	·৬৩৮৬	·৬৩৯৭	·৬৪০৮	·৬৪১৯	·৬৪২৯
৫	·৬৪৩৯	·৬৪৪০	·৬৪৫১	·৬৪৬২	·৬৪৭৩	·৬৪৮৪	·৬৪৯৫	·৬৫০৫	·৬৫১৬
৬	·৬৫২৭	·৬৫৩৮	·৬৫৪৯	·৬৫৫৯	·৬৫৬০	·৬৫৭১	·৬৫৮২	·৬৫৯৩	·৬৬০৪
৭	·৬৬১৫	·৬৬২৬	·৬৬৩৭	·৬৬৪৮	·৬৬৫৯	·৬৬৬৯	·৬৬৭০	·৬৬৮১	·৬৬৯২
৮	·৬৭০৩	·৬৭১৪	·৬৭২৫	·৬৭৩৬	·৬৭৪৭	·৬৭৫৮	·৬৭৬৯	·৬৭৭৯	·৬৭৮০
৯	·৬৭৯১	·৬৮০২	·৬৮১৩	·৬৮২৪	·৬৮৩৫	·৬৮৪৬	·৬৮৫৭	·৬৮৬৮	·৬৮৭৯
১০	·৬৮৮৯	·৬৮৯০	·৬৯০১	·৬৯১২	·৬৯২৩	·৬৯৩৪	·৬৯৪৫	·৬৯৫৬	·৬৯৬৭
১১	·৬৯৭৭	·৬৯৮৮	·৬৯৯৯	·৭০০০	·৭০১১	·৭০২২	·৭০৩৩	·৭০৪৪	·৭০৫৫
১২	·৭০৬৬	·৭০৭৭	·৭০৮৮	·৭০৯৯	·৭১০০	·৭১১১	·৭১২২	·৭১৩৩	·৭১৪৪
১৩	·৭১৫৫	·৭১৬৬	·৭১৭৭	·৭১৮৮	·৭১৯৯	·৭২০০	·৭২১১	·৭২২২	·৭২৩৩
১৪	·৭২৪৪	·৭২৫৫	·৭২৬৬	·৭২৭৭	·৭২৮৮	·৭২৯৯	·৭৩০০	·৭৩১১	·৭৩২২
১৫	·৭৩৩৩	·৭৩৪৪	·৭৩৫৫	·৭৩৬৬	·৭৩৭৭	·৭৩৮৮	·৭৩৯৯	·৭৪০০	·৭৪১১
১৬	·৭৪২২	·৭৪৩৩	·৭৪৪৪	·৭৪৫৫	·৭৪৬৬	·৭৪৭৭	·৭৪৮৮	·৭৪৯৯	·৭৫০০
১৭	·৭৫১১	·৭৫২২	·৭৫৩৩	·৭৫৪৪	·৭৫৫৫	·৭৫৬৬	·৭৫৭৭	·৭৫৮৮	·৭৫৯৯
১৮	·৭৬০০	·৭৬১১	·৭৬২২	·৭৬৩৩	·৭৬৪৪	·৭৬৫৫	·৭৬৬৬	·৭৬৭৭	·৭৬৮৮
১৯	·৭৬৯৯	·৭৭০০	·৭৭১১	·৭৭২২	·৭৭৩৩	·৭৭৪৪	·৭৭৫৫	·৭৭৬৬	·৭৭৭৭
২০	·৭৭৮৮	·৭৭৯৯	·৭৮০০	·৭৮১১	·৭৮২২	·৭৮৩৩	·৭৮৪৪	·৭৮৫৫	·৭৮৬৬
২১	·৭৮৭৭	·৭৮৮৮	·৭৮৯৯	·৭৯০০	·৭৯১১	·৭৯২২	·৭৯৩৩	·৭৯৪৪	·৭৯৫৫
২২	·৭৯৬৬	·৭৯৭৭	·৭৯৮৮	·৭৯৯৯	·৮০০০	·৮০১১	·৮০২২	·৮০৩৩	·৮০৪৪
২৩	·৮০৫৫	·৮০৬৬	·৮০৭৭	·৮০৮৮	·৮০৯৯	·৮১০০	·৮১১১	·৮১২২	·৮১৩৩
২৪	·৮১৪৪	·৮১৫৫	·৮১৬৬	·৮১৭৭	·৮১৮৮	·৮১৯৯	·৮২০০	·৮২১১	·৮২২২
২৫	·৮২৩৩	·৮২৪৪	·৮২৫৫	·৮২৬৬	·৮২৭৭	·৮২৮৮	·৮২৯৯	·৮৩০০	·৮৩১১
২৬	·৮৩২২	·৮৩৩৩	·৮৩৪৪	·৮৩৫৫	·৮৩৬৬	·৮৩৭৭	·৮৩৮৮	·৮৩৯৯	·৮৪০০
২৭	·৮৪১১	·৮৪২২	·৮৪৩৩	·৮৪৪৪	·৮৪৫৫	·৮৪৬৬	·৮৪৭৭	·৮৪৮৮	·৮৪৯৯
২৮	·৮৫০০	·৮৫১১	·৮৫২২	·৮৫৩৩	·৮৫৪৪	·৮৫৫৫	·৮৫৬৬	·৮৫৭৭	·৮৫৮৮
২৯	·৮৫৯৯	·৮৬০০	·৮৬১১	·৮৬২২	·৮৬৩৩	·৮৬৪৪	·৮৬৫৫	·৮৬৬৬	·৮৬৭৭
৩০	·৮৬৮৮	·৮৬৯৯	·৮৭০০	·৮৭১১	·৮৭২২	·৮৭৩৩	·৮৭৪৪	·৮৭৫৫	·৮৭৬৬
৩১	·৮৭৭৭	·৮৭৮৮	·৮৭৯৯	·৮৮০০	·৮৮১১	·৮৮২২	·৮৮৩৩	·৮৮৪৪	·৮৮৫৫
৩২	·৮৮৬৬	·৮৮৭৭	·৮৮৮৮	·৮৮৯৯	·৮৯০০	·৮৯১১	·৮৯২২	·৮৯৩৩	·৮৯৪৪
৩৩	·৮৯৫৫	·৮৯৬৬	·৮৯৭৭	·৮৯৮৮	·৮৯৯৯	·৯০০০	·৯০১১	·৯০২২	·৯০৩৩
৩৪	·৯০৪৪	·৯০৫৫	·৯০৬৬	·৯০৭৭	·৯০৮৮	·৯০৯৯	·৯১০০	·৯১১১	·৯১২২
৩৫	·৯১৩৩	·৯১৪৪	·৯১৫৫	·৯১৬৬	·৯১৭৭	·৯১৮৮	·৯১৯৯	·৯২০০	·৯২১১
৩৬	·৯২২২	·৯২৩৩	·৯২৪৪	·৯২৫৫	·৯২৬৬	·৯২৭৭	·৯২৮৮	·৯২৯৯	·৯৩০০
৩৭	·৯৩১১	·৯৩২২	·৯৩৩৩	·৯৩৪৪	·৯৩৫৫	·৯৩৬৬	·৯৩৭৭	·৯৩৮৮	·৯৩৯৯
৩৮	·৯৪০০	·৯৪১১	·৯৪২২	·৯৪৩৩	·৯৪৪৪	·৯৪৫৫	·৯৪৬৬	·৯৪৭৭	·৯৪৮৮
৩৯	·৯৪৯৯	·৯৫০০	·৯৫১১	·৯৫২২	·৯৫৩৩	·৯৫৪৪	·৯৫৫৫	·৯৫৬৬	·৯৫৭৭
৪০	·৯৫৮৮	·৯৫৯৯	·৯৬০০	·৯৬১১	·৯৬২২	·৯৬৩৩	·৯৬৪৪	·৯৬৫৫	·৯৬৬৬
৪১	·৯৬৭৭	·৯৬৮৮	·৯৬৯৯	·৯৭০০	·৯৭১১	·৯৭২২	·৯৭৩৩	·৯৭৪৪	·৯৭৫৫
৪২	·৯৭৬৬	·৯৭৭৭	·৯৭৮৮	·৯৭৯৯	·৯৮০০	·৯৮১১	·৯৮২২	·৯৮৩৩	·৯৮৪৪
৪৩	·৯৮৫৫	·৯৮৬৬	·৯৮৭৭	·৯৮৮৮	·৯৮৯৯	·৯৯০০	·৯৯১১	·৯৯২২	·৯৯৩৩
৪৪	·৯৯৪৪	·৯৯৫৫	·৯৯৬৬	·৯৯৭৭	·৯৯৮৮	·৯৯৯৯	·১০০০	·১০১১	·১০২২
৪৫	·১০৩৩	·১০৪৪	·১০৫৫	·১০৬৬	·১০৭৭	·১০৮৮	·১০৯৯	·১১০০	·১১১১
৪৬	·১১২২	·১১৩৩	·১১৪৪	·১১৫৫	·১১৬৬	·১১৭৭	·১১৮৮	·১১৯৯	·১২০০
৪৭	·১২১১	·১২২২	·১২৩৩	·১২৪৪	·১২৫৫	·১২৬৬	·১২৭৭	·১২৮৮	·১২৯৯
৪৮	·১৩০০	·১৩১১	·১৩২২	·১৩৩৩	·১৩৪৪	·১৩৫৫	·১৩৬৬	·১৩৭৭	·১৩৮৮
৪৯	·১৩৯৯	·১৪০০	·১৪১১	·১৪২২	·১৪৩৩	·১৪৪৪	·১৪৫৫	·১৪৬৬	·১৪৭৭
৫০	·১৪৮৮	·১৪৯৯	·১৫০০	·১৫১১	·১৫২২	·১৫৩৩	·১৫৪৪	·১৫৫৫	·১৫৬৬

০	·৮৬৩৩	·৮৬৩৮	·৮৬৪৫	·৮৬৪১	·৮৬৪৭	·৮৬৬৩	·৮৬৬৯	·৮৬৭৫	·৮৬৮১	·৮৬৮৬
৪	·৮৬৯২	·৮৬৯৮	·৮৭০৪	·৮৭১০	·৮৭১৬	·৮৭২৫	·৮৭২৯	·৮৭৩৩	·৮৭৩৯	·৮৭৪৫
৭·৪	·৮৭৫১	·৮৭৫৬	·৮৭৬২	·৮৭৬৮	·৮৭৭৪	·৮৭৮৫	·৮৭৮৭	·৮৭৯১	·৮৭৯৭	·৮৮০২
৬	·৮৮০৮	·৮৮১৪	·৮৮২০	·৮৮২৫	·৮৮৩১	·৮৮৪২	·৮৮৪৪	·৮৮৪৪	·৮৮৫৪	·৮৮৫৫
৭	·৮৮৬৫	·৮৮৭১	·৮৮৭৬	·৮৮৮২	·৮৮৮৭	·৮৮৯৩	·৮৮৯৯	·৮৯০৪	·৮৯১০	·৮৯১৫
৮	·৮৯২১	·৮৯২৭	·৮৯৩২	·৮৯৩৮	·৮৯৪৩	·৮৯৪৯	·৮৯৫৫	·৮৯৫৯	·৮৯৬৪	·৮৯৬৯
৯	·৮৯৭৩	·৮৯৭৯	·৮৯৮৫	·৮৯৮৯	·৮৯৯৫	·৯০০৪	·৯০০৯	·৯০১৫	·৯০২০	·৯০২৫
	·৯০৩১	·৯০৩৬	·৯০৪২	·৯০৪৭	·৯০৫৩	·৯০৫৮	·৯০৬৩	·৯০৬৯	·৯০৭৪	·৯০৭৯
	·৯০৮৫	·৯০৯০	·৯০৯৬	·৯১০১	·৯১০৬	·৯১১২	·৯১১৭	·৯১২২	·৯১২৮	·৯১৩৩
	·৯১৩৮	·৯১৪৩	·৯১৪৯	·৯১৫৪	·৯১৫৯	·৯১৬৪	·৯১৭০	·৯১৭৫	·৯১৮০	·৯১৮৬
	·৯১৯১	·৯১৯৬	·৯২০১	·৯২০৬	·৯২১২	·৯২১৭	·৯২২২	·৯২২৭	·৯২৩২	·৯২৩৮
	·৯২৪৩	·৯২৪৮	·৯২৫৩	·৯২৫৯	·৯২৬৪	·৯২৬৯	·৯২৭৫	·৯২৭৯	·৯২৮৪	·৯২৮৯
	·৯২৯৪	·৯২৯৯	·৯৩০৪	·৯৩০৯	·৯৩১৫	·৯৩২০	·৯৩২৫	·৯৩৩০	·৯৩৩৫	·৯৩৪০
	·৯৩৪৫	·৯৩৫০	·৯৩৫৫	·৯৩৬০	·৯৩৬৫	·৯৩৭০	·৯৩৭৫	·৯৩৮০	·৯৩৮৫	·৯৩৯০
	·৯৩৯৫	·৯৪০০	·৯৪০৫	·৯৪১০	·৯৪১৫	·৯৪২০	·৯৪২৫	·৯৪৩০	·৯৪৩৫	·৯৪৪০
	·৯৪৪৫	·৯৪৫০	·৯৪৫৫	·৯৪৬০	·৯৪৬৫	·৯৪৭০	·৯৪৭৫	·৯৪৮০	·৯৪৮৫	·৯৪৯০
	·৯৪৯৫	·৯৫০০	·৯৫০৪	·৯৫০৯	·৯৫১৫	·৯৫২০	·৯৫২৫	·৯৫৩০	·৯৫৩৫	·৯৫৪০
	·৯৫৪৫	·৯৫৪৯	·৯৫৫৪	·৯৫৫৯	·৯৫৬৪	·৯৫৬৯	·৯৫৭৫	·৯৫৭৯	·৯৫৮৪	·৯৫৮৯
	·৯৫৯৯	·৯৬০৪	·৯৬০৯	·৯৬১৫	·৯৬২০	·৯৬২৫	·৯৬৩০	·৯৬৩৫	·৯৬৪০	·৯৬৪৫
	·৯৬৪৯	·৯৬৫৪	·৯৬৫৯	·৯৬৬৪	·৯৬৬৯	·৯৬৭৫	·৯৬৭৯	·৯৬৮৪	·৯৬৮৯	·৯৬৯৪
	·৯৬৯৯	·৯৭০৪	·৯৭০৯	·৯৭১৪	·৯৭১৯	·৯৭২৪	·৯৭২৯	·৯৭৩৪	·৯৭৩৯	·৯৭৪৪
	·৯৭৪৯	·৯৭৫৪	·৯৭৫৯	·৯৭৬৪	·৯৭৬৯	·৯৭৭৪	·৯৭৭৯	·৯৭৮৪	·৯৭৮৯	·৯৭৯৪
	·৯৭৯৯	·৯৮০৪	·৯৮০৯	·৯৮১৪	·৯৮১৯	·৯৮২৪	·৯৮২৯	·৯৮৩৪	·৯৮৩৯	·৯৮৪৪
	·৯৮৪৯	·৯৮৫৪	·৯৮৫৯	·৯৮৬৪	·৯৮৬৯	·৯৮৭৪	·৯৮৭৯	·৯৮৮৪	·৯৮৮৯	·৯৮৯৪
	·৯৮৯৯	·৯৯০৪	·৯৯০৯	·৯৯১৪	·৯৯১৯	·৯৯২৪	·৯৯২৯	·৯৯৩৪	·৯৯৩৯	·৯৯৪৪
	·৯৯৪৯	·৯৯৫৪	·৯৯৫৯	·৯৯৬৪	·৯৯৬৯	·৯৯৭৪	·৯৯৭৯	·৯৯৮৪	·৯৯৮৯	·৯৯৯৪

অ্যামিতিক গড় ব্যবহার করা হয় যেখানে বাড়তির কমতির হার নির্দ্ধারণ করিতে হয়। যে কোন প্রকার ক্রমোন্নতি যে হারে হয় তাহার পরিমাপে অ্যামিতিক গড় আনিবার প্রয়োজন হয়, যেমন লোক-সংখ্যা বা ক্রবৃদ্ধি সুদ বৃদ্ধি পায় অ্যামিতিক নিয়মে, কারণ সন্তানের সন্তান, তস্ত সন্তান, তস্ত সন্তান, অথবা, আসলের সুদ, আসল ও সুদের সুদ, তস্ত সুদ, তস্ত সুদ এইভাবে ক্রমোন্নতি হয়; এইরূপ ক্রমোন্নতিকে অ্যামিতিক নিয়ম বলে।

কোন বিষয় যদি অ্যামিতিক নিয়মে পরিবর্দ্ধিত হয় তাহা প্রকাশ করিলে দাঁড়ায় এইরূপ :—

$$ক_{ন} = ক_{১} \times (১+র)^{১০}$$

অর্থাৎ কোন বিষয় প্রথম অবস্থায় $ক_{১}$, তাহার পর

যতবার তাহার প্রত্যেকের বৃদ্ধি 'র' দেখা যায় ততবার $ক_0$ এর সহিত বৃদ্ধিটুকু যুক্ত হইয়া যুক্ত বিষয়ের প্রত্যেকে বৃদ্ধি 'র' হারেই হইতে থাকে; এইরূপ হইলে কোন সময়ে মোট যদি বৃদ্ধি $ক_n$ হয়, তাহা হইলে $ক_n$, $ক_0$ এবং র-এর মধ্যে যে সম্বন্ধ দেখা যায় তাহা পূর্ব্বের সামা দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

যেমন ১০০০৲ টাকা যদি ১২ বৎসর প্রতি বৎসর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে লগ্নী করায় ২০০০৲ দাঁড়ায় তাহা হইলে সুদের হার কিরূপ, এই প্রশ্নের উত্তর উপরের সামা হইতে নির্দ্ধারণ করা যায়। এই প্রশ্নে পাটিগণিতিক সঠিক কিরূপ হয় তাহা সহজে স্থির করা যায়, কারণ ১২ বৎসরে গড়ে ১০০৲ টাকায় ১০০৲ টাকা বৃদ্ধি, অর্থাৎ গড়ে বৎসরে ১০০৲ টাকায় বৃদ্ধি $\frac{১}{১২}$ = ৮৲ টাকা। কিন্তু চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ হওয়ায় বৃদ্ধির মাত্রা অন্যরূপ। উপরের সামা ব্যবহার করিলে হয় এইরূপ :—

$$২০০০ = ১০০০ \times (১ + র)^{১২}$$

অর্থাৎ লগ ২০০০ = লগ ১০০০ + লগ $(১ + র)^{১২}$

অথবা, লগ ২০০০ − লগ ১০০০ = ১২ লগ $(১ + র)$

$$\text{অথবা লগ } (১ + র) = \frac{৩·৩০১০ - ৩·০০০০}{১২} = ·০২৫১ = \text{লগ } ১·০৬$$

অতএব, র = ·০৬ প্রায় = $\frac{৬}{১০০}$

অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি সুদের হার বাৎসরিক শতকরা ৬৲ টাকা।

আবার, আদম সুমারী হয় প্রতি দশ বৎসর অন্তর। এইরূপ লোকগণনায় দেখা যায় যে,

১৯৩১ সনে বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা = প্রায় ৫১১ লক্ষ

১৯২১ ,, ,, = ,, ৪৭৬ লক্ষ।

এই সংবাদ হইতে বাৎসরিক লোকবৃদ্ধির হার নির্ণয় করা যায় এইভাবে, $৫১১ = ৪৭৬ \times (১ + র)^{১০}$

অর্থাৎ

$$\text{লগ } (১ + র) = \frac{\text{লগ } ৫১১ - \text{লগ } ৪৭৬}{১০} = ·০০৩১ = \text{লগ } (১·০০৭)$$

অতএব, $\frac{৭}{১০০০}$

অর্থাৎ বঙ্গদেশের লোকবৃদ্ধির হার বাৎসরিক হাজারে প্রায় ৭ জন।

শেয়ার বাজার

(কলিকাতা, অক্টোবর, ১৯৩৮)

এবার পূজার অবকাশের পর কলিকাতা শেয়ার বাজারের যেরূপ মন্দীভাব দেখা গেল, ইতিপূর্ব্বে কখনও এমন অবস্থা হইয়াছে কিনা, শেয়ার ব্যবসায়ীদের তাহা স্মরণ নাই। বাস্তবিক পক্ষে পূজার ছুটীর পূর্ব্বে জগতের ব্যবসাক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার যে বন্যা প্রবাহিত হইয়া গেল তাহাতে যে শীঘ্র শেয়ার বাজারের অবস্থা পুনর্জ্জীবিত হইবে না তাহা একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল; কিন্তু এ ঘটনা বিচার করিলেও এত অল্প কারবার হইবার পক্ষে তেমন যুক্তি যে পাওয়া যায় না তাহা বলাই বাহুল্য। সাধারণতঃ ছুটীর মধ্যে যে অর্ডারগুলি জমা হয় ছুটীর পর সেগুলি খালাস করিতে হইলে বাজার সরগরম হইয়া উঠে; আর এবার পূজার ছুটীর পর এই সাধারণ ঘটনার ব্যত্যয় ঘটিল। আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা এখনও অনিশ্চিত রহিয়া গিয়াছে, আর গত জুন মাস হইতে আশিক অবস্থার যে উন্নতি দেখা গিয়াছিল তাহারও ব্যতিরেক ঘটিয়াছে। মিউনিক চুক্তি জগতে প্রকৃত শান্তি আনিতে পারিয়াছে কিনা এ সন্দেহ প্রায় সকল দেশেই রহিয়াছে; এ বিষয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ী মহলও যে নিঃসন্দেহ হইতে পারে নাই তাহা শেয়ার বাজারে তাহাদের বেচাকেনার বিধা হইতে অনেকটা পরিষ্কার দেখা যায়।

অন্য বিভাগে তেমন কারবার না হইলেও কোম্পানীর কাগজের কিছু বেচা কেনা হইয়াছে। বোম্বাই বাজার

হইতে গুজব উঠে যে বৃটিশ সরকারী দপ্তরে অনেক অদল-বদল হইয়া যাইতেছে। এই গুজব রাষ্ট্র হওয়াতে শতকরা ৩॥০ সুদের কাগজ ২৮৷৶০ হইতে ২৭৷০ পর্য্যন্ত পড়িয়া যায়, কিন্তু এই সংবাদ যে গুজব ছাড়া আর কিছুই নয় তাহা বুঝিতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। তাহার পর এই কাগজের কিছু তেজী যায়। ইয়োরোপের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অতি দ্রুত পটপরিবর্ত্তনের সময় বোম্বাই বাজারের কোম্পানী-কাগজের মন্দীওয়ালাদের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ক্রোড় টাকার মত। সামান্য গুজবে যে কোম্পানীর কাগজের মন্দী হইতে পারে আর গুজব বিশ্বাস করিবার মত বেপারীর দেশে যে অভাব নাই তাহাই এই ঘটনাতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

চটকলের শেয়ার বাজারে তেমন বৈশিষ্ট্য কিছু দেখা যায় না। জুটমিল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তাহার অভিভাষণে চটশিল্পের অবস্থার উন্নতির জন্য নিজেদের মধ্যে রেষারেষি ভাবের যাহাতে প্রসার না হয় তাহার জন্য বলেন কিন্তু; ইহাতে দর যে তেজী হইবে তেমন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

বর্ম্মা কর্পোরেশন শেয়ার সম্বন্ধে লণ্ডন বাজারে চাহিদা দেখা দেয়, এজন্য এখানেও দর কিছু তেজী যায়। ধাতু-শিল্পের শেয়ার দরে কিছু উন্নতি আশা করা যায়।

কোম্পানীর কাগজ

	২৯ সেপ্টে	১২ অক্টো	১৯ অক্টো	২৬ অক্টো
শতকরা ৩॥০ সুদের কাগজ	২১৷৶০	২৮৶০	২৮৲	২৮৲
,, ৩৲	২১৷৶০	২৮৶০	২৮৲	২৮৲
,, ৩৲ (১৯৪১-৪৪)	১০০৶০	১০১৸০	১০১৸০	১০১৸০
,, ৩॥০ (১৯৪৭-৫০)	১০২৸০	১০৪৸০	১০৪৷০	১০৪৶০
,, ৪৲ (১৯৪৪-৫৫)	১১২৲	১১৭৲	১১৬৸০	১১৬৶০
,, ৪৲ (১৯৬০-৭০)	১০৭৮৶০	১১১৸০	১১২৲	১১১৸০

ব্যাঙ্ক

	২৯ সেপ্টে	১২ অক্টো	১৯ অক্টো	২৬ অক্টো
রিজার্ভ	১১৩৲	১১৪৲	১১৬৲	১১৪৷০
ইম্পিরিয়াল	১৪৪৩৲	১৪৬৩৲	১৪৭৩৲	১৪৮৭৲
ঐ আংশিক	৩৮১৲	৩৭৮৲	৩৭৭৲	৩৭৯৲

চটকল

	২৯ সেপ্টে	১২ অক্টো	১৯ অক্টো	২৬ অক্টো
অ্যাংলো ইণ্ডিয়া	২৮৭৷০	২৯৩৷০	৩০৮৲	৩২৩৲
ক্লাইভ	২২৲	—	২১৮৶০	২৩৷০
ফোর্ট উইলিয়াম	১৮১৲	—	২১১৷০	২২২৲
হাওড়া	৪৬৷০	৪৭৮৷০	৪৯৪৶০	৫১৷০
কামারহাটি	৪৪০৲	৪৪৫৲	৪৬২৲	৪৭৭৲

কাপড় কল

বঙ্গলক্ষ্মী	৪২৲	৪২৲
কেশোরাম	৬৬৶০	৭৲
মোহিনী	১০৲	১০৲

চা বাগান

বেটজান (আসাম)	২০৷০	২০৪০	২০৷০	২০৪০
বিশ্বনাথ ,,	২১৮৶০	—	২৩৬৷০	২৩৮৶০
হাসিমারা (দুয়ার)	৩৮৬৷০	৩৮৲	৩৭৷০	৩৭৷০
হাসকোওয়া তরাই	১০৷৶০	—	১০৬৶০	১০৪০
হাতিজিরা (শ্রীহট্ট)	১৭৬৶০	—	১৭৬৶০	১৭৬৶০

বিজলী

বেঙ্গল টেলিফোন	১৭৬৷০	১৭৲	১৮৶০	১৯৷০
কলিকাতা ইলেকট্রিক	৩৮শি	—	৩৭শি৯	৩৭শি৯পে
ইউ পি	১৬৮৲	১৬৫৲	১৬৪৲	১৩৪৷০

কয়লাখনি

অ্যামালগ্যামেটেড্	২৪৷৶০	২৩৷০	২৩৷০	২৪৷০
বেঙ্গল	৩২১৲	—	৩২৮৲	৩৩০৲
বরাকর	১২৮৶০	১৩৲	১৩৶০	১৩৷০
ইকুইটেবল্	৩৪৷০	৩৫৬৶০	৩৬৷০	৩৬৷০
রাণীগঞ্জ	৩৩৷০	৩৩৮০	৩৩৷০	৩৩৷৩৮০

বিবিধ

বর্ম্মা কর্পোরেশন	৪৮৶০	৪৯৶০	৪৮০	৪৯৶০
রোডেশিয়া কপার	১৷৶০	১৷০	১৷৶০	১৷০
ইণ্ডিয়ান আয়রণ	২৫৷৶০	২৭৮৶০	২৮৯৶০	২৮৷৶০

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

পৌষ—১৩৪৫ ১৩শ বর্ষ—৯ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে।
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয় কেতন উড়াতে।

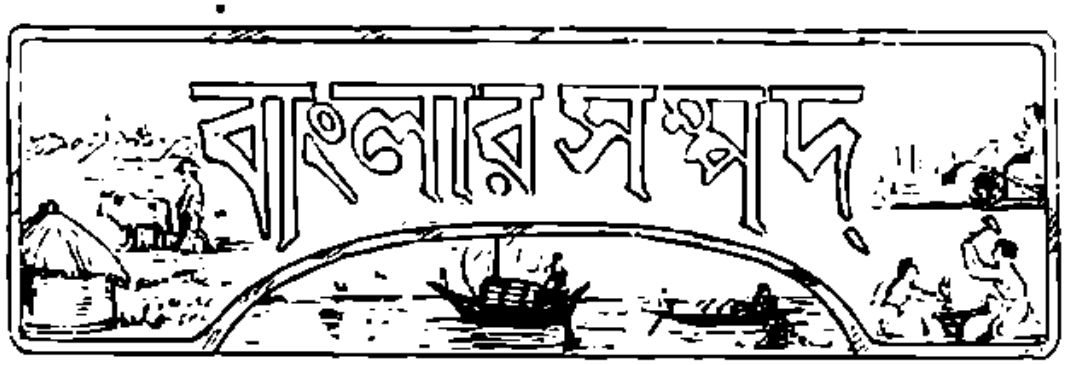

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

এবৎসর কোম্পানী ৩২১টি পলিসিতে মোট ৫ লক্ষ ৩ হাজার ২৫০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। বৎসরের শেষে কোম্পানীতে চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ ২৭, হাজার ৭৫৩ টাকা। আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৫৩ হাজার ৪৪১ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৩ হাজার ৩৪০ টাকা এবং অন্যান্য দফায় ৩৮ টাকা কোম্পানীর আয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এ বৎসর প্রিমিয়াম আয় শতকরা ১৮ ভাগ বাড়িয়াছে। ব্যয়ের দিকে মৃত্যু ও অন্যান্য দাবী বাবদ ৭১২ টাকা, প্রত্যর্পণ-মূল্য বাবদ ১৫৮ টাকা, কার্য্য পরিচালনা বাবদ ২৮ হাজার ৯ শত টাকা এবং অন্যান্য দফায় ৯ হাজার ৪৪১ টাকা খরচ দেখান হইয়াছে। এই সমস্ত খরচ বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে উহা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। বৎসরের প্রথমে জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩৪ হাজার ২০৮ টাকা এবং বৎসরের শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৮৪ হাজার ৯২৮ টাকা। কোম্পানীর আদায়ী মূলধন ৭৮ হাজার ৪৬৭ টাকা, জীবন বীমা তহবিল ৮৪ হাজার ৯২৮ টাকা, দাদনী তহবিলের ঘাটতি পূরণ তহবিল ১ হাজার ৮২৮ টাকা এবং অন্যান্য আদায় লইয়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৩ শত টাকা। উহার বদলে কোম্পানীর হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি রহিয়াছে উহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—

কোম্পানীর কাগজ ১ লক্ষ ২১ হাজার ৯ শত ৭২৲ টাকা পলিসি বন্ধকে জামিন ৫ হাজার ৫৭৬ টাকা, আসবাব

পত্র ৩ হাজার ২৯৮ টাকা, অনাদায়ী প্রিমিয়াম ৮ হাজার ২৩০ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ১ হাজার ৬৪৯ টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোম্পানীর তহবিল নিরাপদ ভাবেই সংরক্ষিত রহিয়াছে।

হুগলী ব্যাঙ্কার্স অ্যাণ্ড ট্রেডার্স লিঃ

গত ৫ বৎসরের মধ্যে ৪৩নং ধর্মতলা ষ্ট্রীটস্থ হুগলী ব্যাঙ্কার্স অ্যাণ্ড ট্রেডার্স লিঃ যে প্রকার উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে উহা খুব প্রশংসনীয়। ১৯৩৮ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত উক্ত ব্যাঙ্কের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে উহা আমরা বলিতে সমর্থ হইতেছি। ১৯৩২ সনের শেষভাগে ১৮ হাজার ৮ শত টাকা মূলধন লইয়া হুগলী ব্যাঙ্কার্স অ্যাণ্ড ট্রেডার্স লিঃ স্থাপিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৩৩ সন হইতে ব্যাঙ্কের কাজ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই ক্রমবর্দ্ধমান প্রগতির ফলে বিক্রীত মূলধনের পরিমাণ ৬০ হাজার ১ শত টাকা এবং আমানতের পরিমাণ ১১ লক্ষ ২০ হাজার ৩১০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া উক্ত ব্যাঙ্কে আমানতকারিগণের সুদ, কার্য্য পরিচালনার ব্যয় এবং অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দিয়া ৩০ হাজার ৬০ টাকা লইয়া একটি বন্ধুর তহবিল সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সংরক্ষিত অর্থের দ্বারা আমানতকারিগণের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ১৯৩৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ ৩৭৩ টাকা এবং ছয় মাসের মধ্যেই উহার পরিমাণ বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ১৭ লক্ষ ২০ হাজার ৩১০ টাকা। কাজেই ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্যাঙ্কটির উপর আমানতকারিগণের বিশ্বাস দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। যে কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে উহা গৌরবের বিষয়। বিগত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৯ লক্ষ ৩ হাজার ৯২ টাকা। এই দায়ের বদলে ব্যাঙ্কের হাতে যেসমস্ত সম্পত্তি রহিয়াছে উহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—হস্তস্থিত নগদ, ঘর্ণ ও অন্যান্য ব্যাঙ্কস্থিত ২ লক্ষ ২১ হাজার ২৫৯ টাকা। কোম্পানীর কাগজ ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৪২৬ টাকা। শেয়ার বাজারে বিক্রয়যোগ্য শেয়ার ৪ লক্ষ ৭ হাজার ৬১৫ টাকা, পোষ্টাফিসের ক্যাশ-সার্টিফিকেট ৩ হাজার ৬৯৭ টাকা, নগদ লাভী ৯ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪০৫ টাকা, বিল বাবদ পাওনা ৪৯ হাজার ১৭৪ টাকা। হুগলী ব্যাঙ্কার্স অ্যাণ্ড ট্রেডার্স সাধারণতঃ—কোম্পানীর কাগজ, বাজার চলতি শেয়ার, জমি ও বাড়ী, সোনা, নিজ গুদামস্থিত মালপত্র ইনসিওরেন্স পলিসি, রেল রসিদ ও নিজ ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতের জামীনে পেরোক্ত দফায় টাকা ধার দিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দরকার হইলে আমানতকারিগণের দাবী মিটাইবার জন্য ব্যাঙ্কের মোট সম্পত্তির মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ টাকা নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রহিয়াছে।

১৯৩৮ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের ৭ হাজার ৪১০ টাকা নেট লাভ হইয়াছে। হুগলী ব্যাঙ্কার্স অ্যাণ্ড ট্রেডার্স লিমিটেডের এই সাফল্যের মূলে উহার পরিচালকবর্গের উদ্যোগশীল কার্য্যতৎপরতা নিহিত রহিয়াছে।

রেশম শিল্প

এখনও কতটাকার রেশম যে ভারতবর্ষে আমদানি করিতে হইতেছে তাহা দেখিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। বাঙ্গলার শিল্প-কলার যুগে এই শিল্পের যতটা উন্নতি হইবার আশা করা যায় এবং যতটা উন্নতির স্থান আছে সে অনুপাতে ইহার কিছুই হয় নাই। নিম্নে একটী তালিকায় রেশম শিল্পের আমদানি দেওয়া গেল :—

	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭
	লক্ষ টাকা।			
কাঁচা রেশম	৫৭	৫৮		৬৫
রেশমের প্রস্তুত মাল (রেশমী কাপড় সমেত)	২,৮৬	২,৮০		১,৭৭
নকল রেশম	২,১৪	৩,১৯	৩,১৬	৩,৮৬

(উপরিউক্ত সংখ্যা "বেঙ্গল চ্যাম্বার্স অব কমার্সের রেশম শিল্পের মেমরাণ্ডাম হইতে গৃহীত।)

এইবার দেখা যাক রেশম শিল্পের আধুনিক অবস্থা

কিরূপ। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশনের রিপোর্টটীর উপর নির্ভর করিতে হয়।

১৯৩৭ সনে রেশম বাণিজ্য কিরূপ চলিয়াছে তাহার খবর পনেরটী কেন্দ্র হইতে পাওয়া যায়, যথা :—মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বাঁকুড়াস্থিত ১৫টী ব্যবসায় কেন্দ্র। উক্ত বাণিজ্য একশত বারটী গ্রাম লইয়া চলিয়া থাকে।

কাঁচা সিল্কের উৎপাদন

৫৩৮৫৯ পাউণ্ড, মূল্য

সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত একজন

ব্যবসায়ীর উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ৪৪,৮১৮৲

মোট ১৯৩৭ ৮৪,২৫৫৲

রেশমী কাপড় বিক্রয়

	টাকা
অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশনের ভাণ্ডার কর্তৃক বিক্রীত	
উক্ত এসোসিয়েশনের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত লোকের দ্বারা বিক্রীত	২,৩৩,৪৮৬৲
মোট	৩,৩৩,৩৫৫৲

(আসাম হইতে আনীত "মটকা", "কোট" লইয়া)।

ছাঁট (ওয়েষ্ট) রেশমের উৎপাদন

১৯৩৭ সনের ১০০ পাউণ্ড কোকুন হইতে প্রাপ্ত ছাট ৫·৬২ পাউণ্ড এবং ১৯৩৮ সনের ১০০ পাউণ্ড কোকুন হইতে প্রাপ্ত ৫·৩ পাউণ্ড।

মালবেরি চাষের খরচা

সার	৮৲
মজুরি (সার দেবার জন্য)	২৲
(বৎসরের অন্যান্য সময়ে)	১৫৲
খাজনা (জমির) ইত্যাদি	৫৲
	৩০৲

চাষের খরচা প্রতি বিঘায় ৩০ এবং উক্ত জমির উৎপন্ন রেশম ৬৫ পাউণ্ড। তাহা হইলে প্রতি পাউণ্ডে পাতার খরচা হইল ১ পাই। উক্ত ৬৫ পাউণ্ড মালবেরি বিক্রয় করিলে ৩৭৲ টাকা পাওয়া যায়।

১০০ পাউণ্ড কোকুন প্রস্তুত করিতে নিম্নলিখিতরূপ খরচা পড়ে :—

কোকুন বীজ	২০ আউন্স	১৲
জিনিষপত্রের দাম		৩৲
অন্যান্য খরচা		১।০
মজুরি		২৲
মোট		১৪।০

ইহার সহিত ২৪০০ পাউণ্ড মালবেরি পাতার দাম ধরা যাউক (১ পাই)

তাহা হইলে ১০০ পাউণ্ড কোকুন তৈরীর খরচা

বাঙ্গালার লবণ বাঙ্গলায় উৎপন্ন হইবে

বাঙ্গালার জন্য যে ৮০ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন, তাহা শীঘ্রই বাঙ্গালায় উৎপাদিত হইতে পারিবে এবং বর্ত্তমানে এডেন, ছামবার্গ ও ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে যে লবণ আমদানি করা হয়, তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, শীঘ্রই এই সম্পর্কে মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা হইবে এবং আশা করা যাইতেছে যে, পরে এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

বাঙ্গালার আবগারী বিভাগের মন্ত্রী কলিকাতার আবগারী ও লবণের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব ডি, এন মুখার্জ্জী ও খুলনা ডেপুটী কমিশনার অবজারভেটর মিঃ ডি এস, রও'কে যুক্তভাবে সুন্দরবনে বিস্তৃতভাবে লবণের কারখানার উন্নতি বিধানের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহারা যথারীতি তদন্ত করিয়া সরকারের নিকট তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন।

জানা গিয়াছে যে, তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন

যে, বাঙ্গালার মোট যে পরিমাণ লবণের প্রয়োজন তাহার অর্দ্ধেক একমাত্র সুন্দর বন এলাকাতেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই সুন্দরবন লবণ তৈয়ারী অন্যতম বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল।

নাটোরে স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা

সহরের অপরিচ্ছন্নতা এবং খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল দমনের জন্য নাটোর মহকুমা হাকিম চেষ্টা করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে সরিষার তৈল ও ঘৃতের ভেজাল অনুসন্ধানে ব্যাপক খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার সহরের হোটেলগুলির, বিশেষতঃ মুসলমান হোটেলের নোংরা বিছানাদি সমস্ত ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বিছানা ও আহারাদি বিষয়ে সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখিয়া চলিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কাচের আধার ব্যতীত কোন মিঠাই মিষ্টান্ন বা পাউরুটী প্রভৃতি রাখিলে তাহা এবং জল-মিশ্রিত দুগ্ধ মাত্রই নষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে। ড্রেন ও রাস্তা সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এবং কলের জল নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ করিয়া সরবরাহ করিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটিকেও চাপ দেওয়া হইতেছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা

এতদিনে সহরে ইলেক্‌ট্রিকের ব্যবস্থা হইতে চলিয়াছে। নাটোর মুকুল বাড়ীর পশ্চাতের ফাঁকা জায়গাতে পাওয়ার হাউসের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং শীঘ্রই আবশ্যক কার্য্যাদি আরম্ভ করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। আগামী বৎসরের ভিতর সহরের সর্ব্বত্র ইলেক্‌ট্রিক পাওয়া যাইবে।

বাঙ্গলার পল্লী উন্নয়ন

বাজেট লিয়ে বাঙ্গালার মন্ত্রিসভার বৈঠকে পল্লী উন্নয়নের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পল্লী-উন্নয়ন কর্ম্মচারীর রিপোর্ট অনুসারে এই আলোচনা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রিদিগের একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

পল্লী উন্নয়ন কর্ম্মচারী নাকি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, পল্লীবাসীদিগের সম্যক উন্নতির জন্য বিভিন্ন সরকারী বিভাগগুলির সমন্বয়সাধন প্রয়োজন।

মন্ত্রী কমিটির আলোচনা শেষ হইলে এবং এসম্বন্ধে সুপারিশ হস্তগত হইলে মন্ত্রিসভার পূর্ণ অধিবেশনে পুনরায় বিষয়টি আলোচিত হইবে।

বাংলায় মাছের চাষ

"বাঙ্গলাদেশে কৃষিকার্য্যের পরেই মৎস্য ব্যবসায়ের স্থান হওয়া উচিত। বাঙ্গলাদেশের শুধু দুগ্ধ ও মধুর জন্য বিখ্যাত হইলেই চলিবে না, মৎস্যের জন্যও বিখ্যাত হওয়া উচিত।" মঙ্গলবার অপরাহ্ণে রোটারী ক্লাবের সাপ্তাহিক প্রীতিভোজ সভায় ডাঃ এম, আর, নাইডু "বাঙ্গলা দেশে মৎস্য ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ" সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

মৎস্য শীকারের চারি প্রকার উপায়ের কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ নাইডু বলেন যে, বাঙ্গালা দেশে অতি প্রাচীন প্রথায় মৎস্য শিকার করা হইয়া থাকে। ফলে অধিক সংখ্যক মৎস্য ধরা পড়ে না।

ডাঃ নাইডু আরও বলেন যে, বাঙ্গালাদেশে মৎস্য ব্যবসায়ের অনেক সুবিধা সুযোগ থাকিলেও এই ব্যবসায় নানাভাবে অবহেলিত হইতেছে। সুগঠিত মৎস্য-চাষ বিভাগ হইতে বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বিত না হওয়ায় এবং শিশুমৎস্য ও ডিম প্রসবের উপযুক্ত মৎস্য শিকার করায় আশানুরূপ মৎস্য বৃদ্ধি পাইতেছে না। মৎস্য-রক্ষা আইনে এমন বিধান থাকা উচিত, যাহাতে কেহ শিশু মৎস্য শিকার করিতে না পারে। এইরূপ আইন প্রণয়ন এবং কৃত্রিম উপায়ে মৎস্যের ডিম ফুটাইবার চেষ্টা ব্যতীত মৎস্যের বংশবৃদ্ধি হইতে পারে না। বাঙ্গালা দেশের মৎস্যের মধ্যে ইলিশ ও ভেটকি বিশেষ বিখ্যাত। কাজেই ইহাদের বংশবৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টা করা উচিত। সরকার পক্ষ হইতে মৎস্য রক্ষার বিশেষ কোন চেষ্টা না হওয়ার ফলে ইহা অশিক্ষিত ধীবরদের হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। এই দরিদ্র ধীবরগণ কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ধনীর

হাতের জীবনক হইয়া এইরূপ একটি লাভজনক ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে কোনই চেষ্টা করিতেছে না।

(নোয়াখালী হিতৈষিণী)

হস্ত-নির্ম্মিত কাগজ তৈরীর সহজ উপায়

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ সুলভে ও সহজ উপায়ে কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বাহির করিয়াছেন। এই প্রণালীতে পল্লীগ্রামে সহজে পাওয়া যায় এরূপ কাঁচা মাল হইতে কাগজ তৈয়ারী করা যাইবে ও তাহাতে কাগজ নির্ম্মাণের ব্যয় প্রায় অর্দ্ধেক হইবে। এই প্রণালী এরূপ সহজ যে, যে কোনও সাধারণ বুদ্ধির লোক অল্প চেষ্টা দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিতে পারিবে। মৃতপ্রায় হস্ত নির্ম্মিত কাগজ শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ও তদ্দ্বারা বেকার সমস্যার কতকাংশে সমাধান করিতে এই প্রণালী অনুসারে কাগজ প্রস্তুত করা শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কয়েকজন যুবক ইতিমধ্যেই কাগজ প্রস্তুত করিতে শিক্ষা লাভ করিতেছে। শিল্প বিভাগ স্থির করিয়াছেন যে, বেকার যুবকগণকে ও যাহারা বংশ-পরম্পরায় এই শিল্পে নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে এই শিল্প শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইবে। একালে বাঙ্গলা দেশের হস্ত-নির্ম্মিত কাগজ শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল ও উহা তৈয়ারী করিয়া বহু লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কলের কাগজের প্রতিযোগিতার ফলে হস্ত-নির্ম্মিত কাগজ শিল্প ধ্বংস হইয়াছে। ১৯০৫ সনে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে হস্ত-নির্ম্মিত হরিদ্রা বর্ণের খুলট কাগজ প্রচলিত হয়। এক্ষণেও তাহার বিক্রয় আছে।

(নোয়াখালী হিতৈষিণী)

পাট চাষ ও অর্ডিন্যান্স

অর্ডিন্যান্স ভাল কি মন্দ এই তথ্য আবিষ্কার করা বা প্রমাণ করার ভার অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং খবরের কাগজে বহু লেখা প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। কাজেই এখানে কেবল বাস্তব জগতের ঘটনার সামান্য, অবশ্য সমগ্র নহে, চিত্রটী সম্মুখে আঁকিবার চেষ্টা করা যাউক।

পাটের আমরা তিন প্রকারের চেহারা দেখিতে পাই। প্রথম হইল "কাঁচা পাট", দ্বিতীয় প্রকারের হইল "পাটের থলে" এবং তৃতীয় হইল "পাটের কাপড়"। নিম্নে কতগুলি তালিকা দেওয়া গেল তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, পাটের চাহিদা এবং চলন দুনিয়ার বাজারে কিরূপ আছে।

১। কাঁচা পাট। (১লা জুলাই হইতে ২৯শে অক্টোবর ১৯৩৮ সন অবধি পাট কত পরিমাণে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে তাহার সংখ্যা দেওয়া গেল)—

	১৯৩৮	১৯৩৭
	হাজার বেল*	
নানা স্থান হইতে কলিকাতায় পৌঁছান পাট		
রেল ও ষ্টীমারযোগে মিলে আনীত পাটের পরিমাণ	১,৭১৩	
(কলিকতার ট্রেড ব্লকের বাহির হইতে)		
৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ স্থানীয় পাটের চলাচল বাবদ	১	
	৩,২০০	৩,৭৫৪

কাঁচা পাটের রপ্তানি

সমস্ত বৃটিশ বন্দর হইতে রপ্তানির পরিমাণ

	জুলাই ১৯৩৮	আগষ্ট ১৯৩৮	সেপ্টেম্বর ১৯৩৮	১৯৩৭ সনের আগষ্ট হইতে ১৯৩৮ সনের জুলাই পর্য্যন্ত
	হাজার বেল			
ইউনাইটেড কিংডম	৩২	৩৬	৭১	৭৮
কন্টিনেণ্ট	৯৩	৯০	১২২	১,১১৪

* এক বেল=৪০০ পাউণ্ড।

	জুলাই ১৯৩৮	আগষ্ট ১৯৩৮	সেপ্টেম্বর ১৯৩৮	১৯৩৭ সনের আগষ্ট হইতে ১৯৩৮ জুলাই
	হাজার বেল			
নর্থ আমেরিকা		৭	১১	
অন্যান্য দেশ		২৭	২৪	
"ফর অর্ডার্স"				
কারগোস	৮৪	৬০	১৫৫	৯৯১
মোট ১৯৩৮	২৪১	২২৯	৩৭৯	৩,৬৬৮
১৯৩৭	২৯৩	১২৫	২৭৫	৪,৮৭৯
১৯৩৬	৩০১	১৬৯	২১৯	৪,১৩২

পাটের থলে

গত তিন মাসের রপ্তানি

	জুলাই ১৯৩৮	আগষ্ট ১৯৩৮	সেপ্টেম্বর ১৯৩৮	জানুয়ারী সেপ্টেম্বর ১৯৩৮
	(লক্ষ ব্যাগ)			
ইউনাইটেড্ কিংডম		১৭	২৪	১২৪
কন্টিনেন্ট	২৩	২১	২৭	১৫৩
ফার ইষ্ট	১৪৯	১৭২	৬৩	১,৪৪২
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৪	১৩	২১	১৬৮
উত্তর আফ্রিকা	—	১	১	৬
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	৪	১৬	৮৩	১৪৩
দক্ষিণ আমেরিকা	২	৫৮		১৪৪
অষ্ট্রিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড	২৮	৫৭	৭৬	৩৬১
অন্যান্য দেশ	৬৭	৭৯	৪৭	৫৯৮
ফর অর্ডার্স কারগো	১০	৩	৬	৫৮
মোট ১৯৩৮	৩০৮	৪৩৭	৩৪৯	৩,২০৬

হেসিয়ান রপ্তানি

	জুলাই ১৯৩৮	আগষ্ট ১৯৩৮	সেপ্টেম্বর ১৯৩৮	জানুয়ারি সেপ্টেম্বর ১৯৩৮
		(লক্ষ ব্যাগ)		
ইউনাইটেড কিংডম		৩	৩৪	৩২৪
নর্থ আমেরিকা		১১	১১	১২৫
অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড				
অন্যান্য দেশ				
'ফর অর্ডার্স'				
কারগোস	৩	১	—	২৩
মোট ১৯৩৮	১৩৪	১১৩	২৬	১,০৪৮
১৯৩৭	১১৮	১১৬	২৮	১,০৫৬
১৯৩৬	২৮	১২৫	১০৩	১,০৬২

পাটের কাপড়

ইউনাইটেড কিংডম	৪	৬		
উত্তর আমেরিকা	১	—		
দক্ষিণ	৫			
অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড	২	২	১	১৭
অন্যান্য দেশ	৪১	১২	১৯	১৯৯
মোট ১৯৩৮	৫৩	৩০	৩৪	৩৪১
১৯৩৭	৫৬	৩৪	৩৮	৩৬০
১৯৩৬	৪০	২৯	৩৬	২৬০

হেসিয়ান

ইউনাইটেড কিংডম	১২৬		১২৪	
উত্তর আমেরিকা	৮৫০		৮৬৪	
দক্ষিণ আমেরিকা	৩৫৪		৪৫৮	
অষ্ট্রেলিয়া	২২		২৯	
অন্যান্য দেশ	৬৫		৭২	
"ফর অর্ডার্স"				
কারগোস	৪০	—	—	৪২
মোট ১৯৩৮	১,৪৫৭	১,৪৮৪	১,৬৪৭	১১,৬১১
১৯৩৭	১,৫৭৩	১,৪৬২	১,৪৫৩	১৩,০২৯
১৯৩৬	১,৩৫০	১,৫৫৭	১,৫৪৫	১০,৮৫০

কেন্দ্রীয় বাজেট

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে ব্যয়সঙ্কোচের যে সাড়া পড়িয়াছে, তাহা হইতে সরকারী তহবিলের শোচনীয় অবস্থা আশঙ্কা করিবার কারণ নাই, এই অভিমত খুব নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। ব্যবস্থা পরিষদে চলতি বৎসরের বাজেট পেশ করিবার পর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগেই অর্থসচিব আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের হালচাল লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের সুরু হইতেই তহবিলের অবস্থা ঘাটতির দিকে যাইবে। অবিলম্বে তিনি সরকারী বিভিন্ন বিভাগে বিবিধ খরচের পরিমাণ শতকরা দশটাকা হারে হ্রাস করিয়া ও গ্রীষ্মকালীন সিমলা সফরের আড়ম্বর আংশিকভাবে পরিহার করিবার সংকল্প করেন। কিন্তু যুদ্ধের আশঙ্কায় সামরিক বিভাগের চাপে অর্থসচিবের ব্যয়সঙ্কোচ পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যায়। ভারতে সামরিক বিভাগের ব্যয়বৃদ্ধির দরুণ বৃটিশ সরকারের ছিটাফোঁটা অর্থ সাহায্যের আশ্বাস ভারত সরকারের বাজেটের টাল সামলাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। সরকারী মহলে কেহ কেহ এই আশা পোষণ করেন যে, চ্যাটফিল্ড কমিটির প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা সাহায্য পাওয়া যাইবে। কিন্তু না আচাইলে বিশ্বাস নাই। এদিকে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাবের দিকে লক্ষ্য করিলে, কেন্দ্রীয় তহবিলের অবস্থা কাহিল বলিয়া মনে হয়। এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর এই ছয় মাসে বিদেশের সহিত বাণিজ্যে ভারতবর্ষ পশ্চাতে হটিয়াছে। রপ্তানি পণ্যে ঘাটতির পরিমাণ ১৯ কোটি টাকা এবং এই সময়ে আমদানি পণ্যের পরিমাণও পনর কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে; ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলের প্রধান নির্ভর শুল্ক বিভাগে আয় কম হইয়াছে। রৌপ্য আমদানির পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণ। রপ্তানি অপেক্ষা আমদানির মোট আধিক্য আঠার কোটি টাকারও উপরে যাইত। আলোচ্য ছয় মাসে বৃটিশ যুক্ত রাজ্যের মাল আমদানি প্রায় তিন কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে অথচ এই সময়ে বৃটেনে অন্যূন ছয় কোটি টাকার ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি কম হইয়াছে। জাপানের সহিত বাণিজ্যেও ভারতের অবস্থা তথৈবচ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চার কোটি এবং ইতালী, জার্ম্মানি ও বেলজিয়ামের দুই কোটি টাকা হিসাবে ভারতীয় পণ্য রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা দৃষ্টে অর্থসচিব কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে শুল্ক বাবদ ঘাটতির পরিমাণ ১৯৩৯ সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত সারা বছরে ২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ আর্থিক বৎসরের প্রথম ছয় মাসেই ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। অবিলম্বে ব্যয় সঙ্কোচের যদি নূতন পন্থা উদ্ভাবন করা না যায়, শেষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলের অবস্থা সঙ্গীন হইবার সম্ভাবনা আছে।

রাজস্ববিভাগের ব্যয়-সঙ্কোচ অভিযান

আর্থিক বৎসরের প্রারম্ভ হইতে রাজস্ব বিভাগ ক্রমাগত ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। গত দিল্লী অধিবেশনের শেষের দিক্ প্রথম ব্যয় সঙ্কোচ সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাহা এই যে, নূতন কোন ব্যয় যদিও মঞ্জুর হইয়া থাকে, তথাপি রাজস্ববিভাগের সহিত

দ্বিতীয়বার পরামর্শ না করিয়া সেই টাকা ব্যয় করিতে পারা যাইবে না। ফলে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা বাঁচিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আকস্মিক ও রাহা খরচের শতকরা ১০৲ টাকা হ্রাস করা হইয়াছে। ইহার পর নূতন নিয়োগ স্থগিত রাখা হইয়াছে এবং পোষ্ট অফিসে যে টাকা জমা রাখা হইয়া থাকে পূর্ব্বে সেই টাকার সুদের উপর কোন আয়কর ধার্য্য হইত না; কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা রেহাই দেওয়া হইতেছে না। সর্ব্বশেষে পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা রাখা হয় তাহার সুদ হ্রাস করিয়া শতকরা দুই টাকা হইতে দেড় টাকা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা ১লা ডিসেম্বর হইতে বলবৎ হইবে এবং ইহাতে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা বাঁচিবে। শুল্ক ও রেলওয়ে রাজস্ব ঘাটতি পূরণের জন্য যদিও ঐ সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে, তথাপি বাজেটে যে আয়কর ধার্য্য হইয়াছিল তাহা হইতে ৫০ লক্ষ টাকা বেশী আয়কর আদায় হইবে আশা করা যাইতেছে।

তুলা চাষের দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী

	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৬-৩৭
	(হাজার একর)		
বোম্বে	৪,০২৩	(ক) ৪,৪৮১	
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩,২২৪	৩,২৮৯	
পাঞ্জাব	৩,১৩৪	৩,১৭২	
মাদ্রাজ	৮৩৩	৬৪৭	
যুক্ত প্রদেশ	৬৯৭	৬৬৯	
সিন্ধু	৯১৩	১,০১২	
বাঙ্গলা	৮৭	(ক)৯৪	
বিহার	৪২	৪৩	
আসাম	৪৪	৪৩	
আজমীঢ়	২২	(ক)২৫	
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ			
উড়িষ্যা		৮	
দিল্লী	১	১	
হায়দ্রাবাদ	২,৮১৩	২,৭০৮	২,৪২০
মধ্যভারত	১,২২৭	১,৪১১	১,২৮৮
বড়োদা	৮৬১	৬৪৮	৮৫৬
গোয়ালিয়র	৬৪১	৫৯০	৬০৮
রাজপুতানা	৪৭৬	(ক)৫২৬	৫১৮
মহীশূর	৬৪	৩৪	৩৭
মোট	২১,৪৯২	(ক)২০,৭৩১	(ক)২০,৫০০

তুলা চাষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার

যে সমস্ত জমি চাষ করা হইয়াছে তাহার ফসল সম্বন্ধে ১৯৩৮-৩৯ ভবিষ্যদ্বাণী দ্বিতীয়বারে যাহা দেওয়া হইয়াছে, উহা হইতে দেখা যায় যে, ৪% ফসল বৃদ্ধি পাইয়াছে। কর্ষিত জমির পরিমাণ :—

১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮
(একর)	(একর)
২১,৪৯২,০০০	২০,৭৩১,০০০

অন্যান্য স্থানে যেখানে তুলার আবাদ হইয়া থাকে; সেসকল স্থলে চাষের জমির পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছে। যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, তুলার চাষ মার্কিণ প্রভৃতি দেশে বিশেষভাবে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

	ফসলের পরিমাণ	
	১৯৩৮	১৯৩৭
	টন হিঃ	টন হিঃ
আমেরিকা	৬,১০৩,০০০,০০০	৮,৭৮৭,৫০০,০০০
	(বেল হিঃ)	(বেল হিঃ)
চায়না ও মাঞ্চুরিয়া	২,২০০,০০০	৩,৬০০,০০০

পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে ভারতীয় তুলার চাহিদাও কমিয়া গিয়াছে। এই বৎসরের প্রথম ছয়মাসে চাহিদার পরিমাণ ছিল ২১২,০৫২ টন অর্থাৎ অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা

(ক) পুনরায় পরিদর্শিত ও সংশোধিত।

১০৩,৪২৭ টন ন্যূন। এক জাপানেই রপ্তানির হার পড়িয়া গিয়াছে ২৭,৪০৫ টন হইতে ৮০,২০৪ টনে। ইউনাইটেড কিংডমে ৩৬,৬৭৩ টন হইতে ৫,১৩২ টনে নামিয়া গিয়াছে। চীনদেশে বিদেশী তুলা যাইবার কোন আশাই নাই।

ভারত-আফগান বাণিজ্য-চুক্তি

আফগান সরকারের বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী সর্দার আবদুল মজিদ ভারত ও আফগানের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির আলোচনার জন্য নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে দিল্লীতে আগমন করিবেন। সম্প্রতি স্যর অলে মেইকাফ আফগানিস্থানে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে আফগান সরকার অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন এবং সেই মর্ম্মে একটি সরকারী ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন।

আফগান সরকার আশা করেন যে, ভবিষ্যতে সীমান্তে শান্তি স্থাপিত হইবে এবং বর্ত্তমান সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান হইবে। ভারত ও আফগানের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির ফলে ভবিষ্যতে দুই জাতির মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইবে এবং সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যা তিরোহিত হইবে বলিয়া তাঁহারা আশা করেন।

মহীশূরের স্বর্ণখনি

১৯৩৮ সনের আগষ্ট মাসে মহীশূর স্বর্ণখনি হইতে মোট ২৭৩৮০ আউন্স স্বর্ণ আহরণ করা হইয়াছে। জুলাই মাসে ২৭১৭৫ আউন্স স্বর্ণ আহরণ করা হইয়াছিল অর্থাৎ আগষ্ট মাসে জুলাই মাস অপেক্ষা শতকরা ০·৭ ভাগ স্বর্ণ অধিক আহরণ করা হইয়াছে। গত বৎসর আগষ্ট মাসে ২৭৮৬৬ আউন্স স্বর্ণ আহরণ করা হইয়াছিল অর্থাৎ বর্ত্তমান বৎসরের আগষ্ট মাসে যে পরিমাণ স্বর্ণ আহরণ করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা শতকরা ১·৭ ভাগ অধিক।

ভারতীয় গমের দর

অমৃতসর :—মংসির—২৲৯, মাহা—২/৪, হর—২।০।

ওকরা :—মংসির—১৸৵১০, মাহা—২৲২, হর—২৵৪ পাই।

মথুরা :—মংসির ২।৪, জেঠ ২৷১০ পাই।

শাহিবাবাদ :—মংসির ২।৵৪ পাই।

লুধিয়ানা :— মংসির ২৵২ পাই।

হাপুর :— তৈরী—২৵৮, মংসির—২৵৮, মাহা—২৵১০, জেঠ—২৵৬, নজরাণা কাব্লিক—৵২, মাহা—৵০, জেঠ ।৬ পাই।

আদর্শ উপনিবেশ

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট হরিজন ও শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য একটি আদর্শ উপনিবেশ স্থাপন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। কৃষির উপযুক্ত ১০০ বিঘা জমিতে ২৫টি পরিবারকে লইয়া উপনিবেশ স্থাপন করা হইবে। উপনিবেশ সমবায়-প্রণালী অনুসারে গঠিত হইবে। উপনিবেশিকগণ গৃহ নির্ম্মাণ, রাস্তা তৈয়ারি ও কূপ খনন কার্য্যে পরস্পরকে সাহায্য করিবে। এই উপনিবেশ গঠন করিতে ৩২ হাজার টাকার প্রয়োজন ও বাৎসরিক ব্যয় হইবে ১৪৬৬০ টাকা।

ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্ক

ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে শতকরা বার্ষিক ১।০ হারে সুদ দেওয়া হইবে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী সুদের হার শতকরা ৩।০ হইতে কমাইয়া শতকরা ২৲ করা হইয়াছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে ডাকঘরে ১ কোটি ২৯ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রয় হইয়াছে।

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর বাজেট

গত ৪ঠা নবেম্বর সন্ধ্যায় মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মিঃ আই এইচ টাউটন, মিউনিসিপাল ট্র্যাডিং কমিটিতে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর ১৯৩৯-৪০ সনের যে বাজেট দাখিল করিয়াছেন তাহাতে ১২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ঘাটতি দেখান হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের নগদ যে ২৪ লক্ষ

২১ হাজার টাকা ছিল সেই টাকা হইতে এই ঘাটতি পূরণ করা হইবে। ফলে ১১ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। সাধারণ ট্যাক্স হইতে যে আয় হইত সেই আয় হইতে মোট ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা আয় বেশী দেখান হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে টাকা মঞ্জুর করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা হইতে ১ লক্ষ হাজার টাকা বৃদ্ধি আয় অনুমান করা হইয়াছে। কারণ গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাহায্য হইতে শতকরা যে ৮৲ টাকা ছাটাই করা হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান আর্থিক বৎসর হইতে আর করা হইবে না।

আগামী বৎসর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৩৮ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বেশী ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

আগামী বৎসর ৩ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা আয় বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং ৩ কোটি ৫২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ভারতে জাহাজের ব্যবসা

"যদি ভারতবর্ষ উন্নত ও মজবুত ব্যবসায়ী জাহাজের মালিক হইতে পারে, তবে ভারতের জাতীয় ও অর্থনৈতিক জীবন অনেকাংশে উন্নত হইবে। ব্যবসায়ী জাহাজ ও স্বাধীনতা রক্ষার উপযোগী সামরিক জাহাজ আমাদের না থাকিলে আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সফল হইবে না।"

সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ গতকল্য কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভায় উপরোক্ত বক্তৃতা করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, প্রায় প্রত্যেক প্রয়োজনীয় শিল্পই বর্ত্তমানে সংরক্ষণ ব্যবস্থায় বেশী-কম সুবিধা পাইয়াছে, একমাত্র জাহাজ ব্যবসায়ই উক্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত। বস্তুপক্ষে বিদেশী কোম্পানীর প্রতিযোগিতার ফলে ইহাকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি ও ইঙ্গো-জাপান বাণিজ্য চুক্তিতে ভারতের জাহাজ ব্যবসায়ের জন্য সুবিধা আদায়ের সুযোগ ছিল এবং তজ্জন্য ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ভারত সরকারকে অনুরোধও করিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চুক্তি সম্পাদনের সময় সরকার তাহাদের সেই দাবী উপেক্ষা করিয়াছেন। অভারতীয় জাহাজগুলিকে ভারতবর্ষ বৎসরে ৫০ কোটি টাকা প্রদান করে, ঐ টাকা ভারতবর্ষে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক উন্নতি হইত।

অতঃপর মিঃ ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ বেশীর জাহাজ কোম্পানীর সহিত বিদেশী জাহাজগুলির ভাড়া বিষয়ে প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করেন এবং ভারতীয় জাহাজগুলির পক্ষে উহার অনিষ্টকর প্রভাবের বিষয় বর্ণনা করেন।

(যুগান্তর)

কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ্

গবেষণামূলক কাজের মধ্যে উদ্যান-রচনা শিক্ষা, অনাবৃষ্টির সময় শস্যের উন্নতির চেষ্টা, পতঙ্গের উপদ্রব নিবারণ, তামাক, সিঙ্কোনা, ইক্ষু, আলু, কার্পাস, ধান প্রভৃতির চাষ, উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ সংগ্রহ, তুলার শ্রেণীভাগ, ছাগল প্রতিপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণার কাজই উল্লেখযোগ্য।

গত ১৯৩৭ সনের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে এগ্রিকালচার বোর্ডের 'ক্রপস্ অ্যাণ্ড অয়েল উইংস' ও পশু পালন বিভাগের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। আলোচ্য বৎসরে 'হরটিকালচারাল রিসার্চ ওয়ার্কারের' এবং 'ষ্টাই ফারমিং কো-অরডিনেশন কমিটির' অধিবেশনও হইয়াছে। ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শস্য উৎপাদন সম্পর্কে স্যার জন রাসেল যে সমস্ত রিপোর্ট দিয়াছেন অ্যাডভাইসরি বোর্ড সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন।

নূতন পরিকল্পনা

বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন প্রকার শস্য-সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য কাউন্সিল কয়েকটি নূতন পরিকল্পনা অনুমোদন

করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যাহাতে সিগারেটের তামাক প্রস্তুত হয় তৎসম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যও কাউন্সিল একটি নূতন পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন।

ধান চাষ সম্বন্ধে যে সমস্ত গবেষণা হইয়াছে তাহাতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় এবং উপকারী তথ্য পাওয়া গিয়াছে। গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে, লাল চাউলে খাদ্যপ্রাণ বেশী আছে। উহা সমের ন্যায় পুষ্টিকর। কিন্তু বেশী ধুইলে এবং তাহাতে অতিরিক্ত মশলা চাউলে খাদ্যপ্রাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকে। ফল সম্বন্ধে গবেষণায় জানা গিয়াছে যে, 'কোল্ড ষ্টোরেজ' প্রথায় নাগপুরের কমলালেবু তিন মাসেরও অধিক ভাল অবস্থায় রাখা যায়। আলুর গবেষণায় দেখা যায় যে, ইহা গাছগাছড়ার রোগের প্রতিষেধক।

চাষের সময় কুয়াশা নিবারণের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থার জন্য ব্যবসায়ীদের সহিত চুক্তি হইয়াছে। বাজার দর নিরূপণের জন্য বহু 'গ্রেডিং ও মার্কেটিং ষ্টেশন' স্থাপিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ঘৃত-ব্যবসায়ীদের এক অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে প্রস্তাব হয় যে, ঘৃতের জন্য শ্রেণীভাগের গ্রেডিং এবং মার্কেটিং ষ্টেশন স্থাপন করা হইবে।

পশু-পালন

কাউন্সিলের পশু-পালন বিভাগ পরিদর্শন করিয়া ভারতের বড়লাট অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তিনি এই বিভাগটির বিশেষ প্রশংসা করেন। গো-মহিষাদির উন্নতির জন্য কাউন্সিল বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে গরু ভাল ও বেশী পরিমাণে দুধ দেয় তৎপ্রতিও কাউন্সিল যথেষ্ট দৃষ্টি রাখিয়াছেন। ভাল ভাতের বৃষাদি আমদানির জন্য কাউন্সিল বিশেষ জোর দেন।

কুটীর-শিল্প হিসাবে চৌমাছি প্রতিপালন সম্বন্ধে কাউন্সিল বিবেচনা করিতেছেন।

গবাদি পশুর রোগ নিবারণ

ভারতের গবাদি পশুর রোগ নিবারণের জন্য কাউন্সিল পশু-চিকিৎসকমণ্ডলী নিযুক্ত করিয়াছেন। গবাদি পশুর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কাউন্সিল কোয়েম্বাটুর ঢাকা ও বিহারে গবেষণামূলক কাজ চালাইতেছেন।

জার্ম্মাণির বিদেশী বাণিজ্য

সেপ্টেম্বর মাসে জার্ম্মাণির আমদানি ও রপ্তানি উভয়ই অল্প হইয়াছে। আগষ্ট মাসে যেমন রপ্তানির দিকে বাণিজ্যের গতি ছিল এ মাসে ঠিক তার বিপরীত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়া ধরিয়া জার্ম্মাণির মোট আমদানির পরিমাণ হইল সেপ্টেম্বর মাসে ৪২২·৭ (মিলিয়ন) রাইখ্‌স মার্ক এবং মোট রপ্তানি উক্ত মাসে হইল ৪৩১·৮ মিলিয়ন রাইখ্‌স মার্ক। পূর্ব্ব মাসের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, আমদানি ১৬·৯ মিলিয়ন কমিয়াছে এবং রপ্তানির দিকে ৩·২ মিলিয়ন হ্রাস পাইয়াছে। বৃহত্তর জার্ম্মাণির "ব্যালেন্স অব ট্রেড" দেখিলে মনে হয় কিছু উন্নতির দিকেই গিয়াছে। আমদানির দিকে সেপ্টেম্বর মাসে ৫০·৮ মিলিয়ন রাইখ্‌স মার্ক অধিক বলিয়া জানা যায়। অথচ ৬৪·৫ মিলিয়ন ছিল আগষ্ট মাসে।

কলকারখানার জন্য কাঁচা মালের আমদানির পরিমাণ বিশেষভাবে কমতির দিকে গিয়াছিল; কিন্তু এখন একটু ভাল, কারণ ২৪·৭ মিলিয়ন রাইখ্‌স মার্কের আমদানি হইয়াছে। তৈয়ারী এবং আধা তৈয়ারী দ্রব্যের বাণিজ্য প্রায় সমান রহিয়াছে। খাবার জিনিষের আমদানির সংখ্যা খুবই অধিক হইয়া পড়িয়াছে। উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ২৫.৩ মিলিয়ন রাইখ্‌স মার্ক। বিভিন্ন অংশের আমদানি রপ্তানি দেখিলে মনে হয় বিশেষ কোন পার্থক্য হয় নাই। মূল্যের দিক্ হইতে রপ্তানির দিকটাই উচ্চ, যদিও অন্যান্য বৎসরের তুলনায় উহা আশানুরূপ হয় নাই।

জার্ম্মাণির বিদেশী বাণিজ্যের বিশেষ পর্য্যালোচনার জন্য নিম্নে একটি টেব্‌ল দেওয়া গেল।

	আমদানি			রপ্তানি		
	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	জানুয়ারি হইতে* সেপ্টেম্বর	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	জানুয়ারি হইতে সেপ্টেম্বর
	মিলিয়ন রাইখ্‌স মার্ক					
খাওয়ার সামগ্রী	২৬৮	২৩৮	২,২১৬	১১	১২	৬৯৪
কলকারখানার কাঁচা মাল ও অর্দ্ধ প্রস্তুত দ্রব্যাদি	৩২	২৯	২৯৫	৩৩৮	৩৪০	৩,১৪৭
ফিরতি দ্রব্য	৪	৫	৩৮	১	১	২
মোট	৪৪৭	৪৪০	৪,০৩৮	৪১৪	৪১৬	৩,৮৮৭

(* জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে যে বাণিজ্য তাহার সংখ্যা ধরা হয় নাই)।

তুলার চাষ

ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে তুলার চাষ কিরূপ হয় নিম্নে তাহার আলোচনা করা গেল।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১২,২১২,০০০ বেল তুলা হইয়াছে জানা যায়। প্রতি বেলে ৫০০ পাউণ্ড করিয়া ধরা হইয়াছে। গত বৎসর চরম ভবিষ্যদ্বাণীর ফল যে সংখ্যা তাহা হইল

১৮,৯৪৫,০০০ বেল। এই সঙ্গে ১৯৩৮-৩৯ সনে ব্রহ্ম দেশে ৫১৬,০০০ একর জমিতে তুলার বীজ বপন করা হইয়াছে, কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সনের প্রকৃত হিসাব হইতে জানা যায় যে ৫৬০,০০০ একর ভূমিতে চাষ করা হয়। রোমের "ইন্টার-ন্যাশন্যাল ইন্সটিটিউট অব্ এগ্রিকালচার" (আন্তর্জ্জাতিক কৃষি-প্রতিষ্ঠান) হইতে জানা যায় যে, চলতি বৎসরে প্রাথমিক হিসাব মতে মিশর দেশে ১,৮৫১,০০০ একর জমি চাষ করা হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সনে উহার পরিমাণ ছিল ২,০৫৩,০০০ একর। ১৯৩৮ সনের জুলাই মাসে ইউগাণ্ডাতে ১,১০৮,০০০ একর হইতেও কম জমিতে তুলার চাষ করা হইয়াছে। ইউগাণ্ডায় তুলার চাষে কিছু ক্ষতি হইয়াছে পোকা ও অন্যান্য কৃষির অসুবিধা থাকার জন্য।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় মৌমাছির চাষ

১৯৩৬ সনে চেকোশ্লোভাকিয়াতে মোট ১৩৩,০৭১ জন মৌমাছির চাষী ছিল এবং ৬৮৯,১৪৮টী চাষের জন্য উপনিবেশ তৈয়ারি হইয়াছিল। ভারতবর্ষে মোট মৌমাছির চাষী ২৭,১০৫ জন। এখানকার চাষীরা চেকোশ্লোভাকিয়ার মত সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ না করিলে বিশেষ ফললাভ করিতে পারিবে না।

পৃথিবীতে মোট চিনির উৎপাদন

মেসার্স উইলেট অ্যাণ্ড রে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সারা পৃথিবীতে ইক্ষু ও বীট ১৯৩৭-৩৮ সনে জন্মাইয়াছে ২৯,৯৪৩,০০০ টন। ইক্ষু হইতে জন্মাইয়াছে ১৯,০২৮,০০০ টন চিনি এবং ১০,৯২৫,০০০ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বীট হইতে।

কিউবাতে ১৯৩৭-৩৮ সনের শেষে সংখ্যা পাওয়া যায় ৩,০১৮,০০০ টন চিনি হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরে ৩,০১৩,০০০ টন চিনি জন্মাইয়াছিল।

লাউসিয়ানাতে ১৯৩৮-৩৯ সনে ৪৪৩,০০০ টন চিনির উৎপাদন আশা করা যায়।

হাউইয়ান দ্বীপে ১৯৩৭-৩৯ সনের চিনির উৎপাদন ৯০০,০০০ টন।

পোর্টো রিকোতে ১৯৩৭-৩৯ সনে চিনি জন্মাইয়াছে ৯৬২,০০০ টন। জাপানে (ফরমোসা দ্বীপ লইয়া) ঐ বৎসরে চিনি জন্মাইয়াছে ১,২০৬,০০০ টন। জাপানের চিনি ১৩,০০০ টন অধিক উৎপন্ন হইয়াছে।

মরিসাসে ১৯৩৮-৩৯ সনে চিনির উৎপাদন হিসাব করা হইয়াছে ২৮০,০০০ টন। গত বৎসরে কিন্তু ৩১৪,০০০ টন ছিল। এ বৎসরে এত কম হইবার কারণ ঠিক জানা যায় না।

নেটালে ১৯৩৮-৩৯ সনে হিসাব করা হইয়াছে যে, চিনির উৎপাদন ৪২৬,০০০ টন।

জাভার চতুর্থ হিসাব অনুসারে ১৯৩৭-৩৮ সনে চিনি জন্মাইয়াছে ১,৩৯৯,০০০ মেট্রিক টন=১,৩৭৭,০০০ টন।

ফিলিপাইনে মোট চিনির উৎপাদন হইয়াছে ৯৪০,০০০ টন।

জ্যামেকাতে চিনি জন্মাইয়াছে ১৯৩৭-৩৮ সনে প্রায় ১২,০০০ টন।

আর্জ্জেন্টিনায় চাষ ভালই হইয়াছে, কিন্তু খাঁটি পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই।

মিশরের নৌবহর গঠন

দেশরক্ষা পরিষদ ৩৬টি বিভিন্ন প্রকারের রণতরী লইয়া একটি নৌবহর গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত নৌবহর গঠনের জন্য দুই বৎসরে ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে। বৃটিশ নৌবহর অন্যত্র যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলেও সমুদ্র হইতে মিশর আক্রান্ত হইলে উক্ত মিশরী নৌবহর মিশর রক্ষা করিতে পারিবে।

জার্ম্মাণির শ্রমিক শিবির

হিট্‌লারের অধিনায়কত্বে জার্ম্মাণিতে আজ বেকার সমস্যা সমাধানের চরম পরিণতি হইয়াছে। বেকার সমস্যার জন্যই পৃথিবীর লোক অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছে। জার্ম্মাণির অবস্থা যুদ্ধের পর হইতে বিগত

দুই বৎসর পূর্ব্বেও অতীব সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উহার সমাধান কিরূপে হইবে কেহই তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। বেকারসমস্যার সমাধানের ফলে আর্ম্মাণিতে একটি অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের নামকরণ হইয়াছে যদিও একটির অপেক্ষা অধিক, কিন্তু মূলতঃ উহা একই পদার্থ।" লেবার ক্যাম্প", "লেবার সার্ভিস্" "ল্যাণ্ড হেল্পার্স", "ডিউটি ওয়ার্ক" প্রভৃতি কথার উল্লেখ আর্ম্মাণির খবরের কাগজে দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন কথার সংযোজনা হইলেও প্রকৃত "লেবার সার্ভিস" বা "লেবার ক্যাম্প হইল মূল অনুষ্ঠান এবং তাহার সম্পর্কে কার্য্যাদির বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছে মাত্র। "লেবার ক্যাম্প" কথারই বঙ্গভাষায় শ্রমিক শিবির বলিয়া আখ্যা দিয়াছি। এইবার দেখা যাক্ শ্রমিক শিবিরের উৎপত্তি হয় কিরূপে।

বুলগেরিয়াতে ১৯২০ সনে একটি আইন প্রচারিত হয় তাহার ফলে বাধ্যতামূলক মজুরীর প্রচলন হইয়া পড়ে। কিন্তু মজুরী বাধ্যতামূলক হইলেও যদি সকলেই আহার পায় এবং সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত না হয় তাহা হইলে শ্রমিকদের আপত্তি থাকে না এবং দেশেরও কল্যাণ হয়। বুলগেরিয়াতে উক্ত আইনের সাফল্য দেখিয়া আর্ম্মাণির চোখ খুলিল। ১৯২৭ সনে আর্থার ম্যারাউন —অধুনালুপ্ত যুব-আর্ম্মাণ অর্ডারের নায়ক—প্রথমে প্রচার করেন যে, আর্ম্মাণিতে বাধ্যতামূলক "লেবার সার্ভিস্" করা হউক। তাহার এক বৎসর পরে নাৎসী দল উহার প্রচলনের জন্য রিসষ্টাগে একটি বিল পেশ করেন। ১৯৩৩-৩৪ সন হইতে "লেবার সার্ভিসের" প্রচলন এবং সাফল্য দেখা যাইতেছে। সমস্ত আর্ম্মাণিতে এক হাজার শিবির স্থাপিত হইয়াছে এবং উক্ত শিবিরসমূহের মধ্যে প্রকৃত কার্য্য করিতেছে ১১,০০০ স্ত্রীলোক এবং ৩৫,০০০ পুরুষ। ১৯৩১ সনের ৬ই জুন তারিখে একটি আইন পাশ হয়, তাহাতে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "লেবার সার্ভিসকে" আর্থিক সাহায্য দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

"লেবার সার্ভিসের" এক বিরাট অনুষ্ঠান হইয়াছে। প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্ট হইতে ইহার লোক সংগ্রহ করা হয় এবং তাহাদের শিক্ষা দিবার জন্য তেরটি "লিডারশিপ স্কুল" করা হইয়াছে। শ্রমিক শিবিরের সৈন্যদের মেটে রংয়ের জামা ও প্যাণ্টগুলি আর্ম্মাণির মাঠে ঘাটে একটি নূতন দৃশ্যের উৎপত্তি করিয়াছে। ১৯৩৪ সনে শ্রমিক শিবিরের সৈন্যদিগকে ৫০,০০০ কোদালি দান করা হইয়াছে। নিউরেনবুর্গে সূর্য্যের আলোকে যখন মুক্ত মাঠে শ্রমিকদের হাজার হাজার কোদালি ঝিক্‌মিক্ করে তখন তাহাদের প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করে।

যে বাধ্যতামূলক শ্রমকে আমরা নিন্দা করিয়া থাকি তাহাই হইল নাৎসীদলের প্রথম এবং প্রধান নীতি এবং সেই নীতির বলেই বেকারের সংখ্যা ৬০,১৪,০০০ হইতে ২৩,৫৪,০০০তে পরিণত হইয়াছে। শেষোক্ত সংখ্যা ১৯৩৪ সনের ৩০শে নবেম্বর প্রকাশিত হইয়াছে। এই নীতি নানা উপায়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন আকারে দেশে প্রচলিত হইয়াছে। ছাত্রেরা যখন পাঠশালা ছাড়িয়া অন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে তাহার পূর্ব্বে তাহাদিগকে চাষীদের সাহায্যের জন্য মাঠে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেইরকম বেকার মজুরদের গ্রামে চাষ করার জন্য পাঠান হয়। বেকার মজুরগণকে এমার্জেন্সি রিলিফ অর্গ্যানিজেশন কিংবা "লেবার সার্ভিস" অনুষ্ঠানেও পাঠান হইয়া থাকে। তাহাদের মজুরি বা মাহিনা হিসাবে যাহা দেওয়া হয় তাহা অতি সামান্য, কিন্তু সামান্য হইলেও তাহাদের ভরণ পোষণের অভাব হয় না। যাহারা চাষী তাহাদিগকে নগরে আসিতে দেওয়া হয় না এবং যাহারা উপস্থিত চাষ ছাড়িয়া নগরে বাস আরম্ভ করিয়াছে তাহাদিগকে গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। যেসকল ছাত্রেরা বিদ্যালয় ছাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে তাহাদিগকে লেবার সার্ভিসে কার্য্য করিয়া আসিতে হইবে, নচেৎ প্রবেশাধিকার লাভ হইবে না।

১৭ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে যাহাদের বয়স তাহাদিগকে চাকুরী হইতে অবাব দেওয়া হইতেছে এবং যাহারা বিবাহিত ও ২৫ বৎসরের উর্দ্ধে যাহাদের বয়ঃক্রম তাহাদিগকে সেই সকল চাকুরী দেওয়া হইতেছে। যাহাদিগকে ঐ প্রকারে অবাব দেওয়া হইয়াছে ও ২৫

বৎসরের নিম্নে যাহাদের বয়ঃক্রম এইরূপ যুবাদের "লেবার ক্যাম্প" সৈন্য হওয়া বাধ্যতামূলক বলিয়া প্রকাশ। এইরূপ বাধ্যতামূলক লেবার সার্ভিস করার উদ্দেশ্য হইল শ্রমিক সৈন্য গঠন করা এবং সারা জার্মাণির লোককে এমন শিক্ষা দেওয়া যাহাতে তাহারা জার্মাণিকে আর্থিকভাবে জগতের মধ্যে স্বাধীন করিয়া তুলিতে পারে।

জার্মাণিতে আজ "খেটে খাওয়া" ধনী ও নির্ধনের পক্ষে সম্মানের কথা। অতি ছোট কাজ বলিয়া যাহা সাধারণের ধারণা তাহাই আজ সকলকে করিতে হইতেছে।

জার্মাণিতে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতিকল্পে একটি রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট হইয়াছে। বিজনেস্ রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে মাহিনাপ্রাপ্ত কর্ম্মীর সংখ্যা ২,৫০০,০০০ হইয়াছে। তাহারা সকলেই পরিশ্রম করিতেছে জার্মাণির শিল্পোন্নতির জন্য। যে দেশে অত লোক কিসে শিল্পোন্নতি হইবে তাহার জন্য পরিশ্রম করে, সেখানে বাস্তবিক শিল্পকার্য্যে কত লোক আছে তাহা বিবেচ্য। এদেশের উন্নতি না হওয়াই আশ্চর্য্য।

যাহাতে জার্মাণির বাস্তবিক উন্নতি হয় তাহাই আজ দলের লক্ষ্য। এমন কি তাহাদের রাজনীতিক আদর্শ পর্য্যন্ত সেই উন্নতির জন্য তাহারা সানন্দে পরিত্যাগ করিতেছে। মটর চালাইবার উপযোগী ১,৬০০ মাইল ভাল পথ জার্মাণিতে তৈয়ার হইতেছে। ঐ পথ প্রস্তুত করিবার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে ১৫,০০০ এবং পরোক্ষে ১১০,০০০ লোক নিয়োজিত হইয়াছে। তাহারা সকলেই ভাল মজুরী পাইয়া থাকে। ৪০০০ মাইল এইরূপ পথ প্রস্তুত করিবার কথা ঠিক হইয়াছে।

জার্মাণিতে শীত-বস্ত্রাভাবে বহু দরিদ্র লোক কষ্ট পাইত। হিট্‌লারের কথায় দেশের লোক "ওয়ান ডিস্ ডে" অর্থাৎ মাসে একটি রবিবারে একবার আহার করিবে, আর একবেলার আহারের যে পয়সা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা দরিদ্রের কাপড় ক্রয়ের জন্য দান করিবে। সেই দান "উইণ্টার হেল্প মুভমেণ্ট" নামক প্রতিষ্ঠানে যায়।

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় শিল্প বিদ্যালয়

বেকার বান্ধব সমিতি কর্তৃক পরিচালিত কলিকাতা কর্পোরেশনের সাহায্যপ্রাপ্ত অবৈতনিক বঙ্গীয় শিল্প বিদ্যালয় পূজাবকাশের পর ৭ই কার্তিক খুলিয়াছে। ইহাতে বেকার যুবকদিগকে বই বাঁধাই, দরজীর কাজ ও সাবান, কালি প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য তৈরীর প্রণালী হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অসহায় বেকার যুবকদিগের বিদ্যালয় হইতে থাকা খাওয়ার সুবিধা দিয়াও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রকুমার প্রামাণিক (১৭ হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা কলিকাতা) ইহার সম্পাদক।

কাটিহারে বঙ্কিম শতবার্ষিকী

কাটিহার বঙ্কিম শত-বার্ষিকী অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলেন :—

বঙ্কিমচন্দ্রকে শুধু সাহিত্যিক, কি কবি, কি ঔপন্যাসিক্ বলে মনে করলে তাঁর উপর অবিচার করা হবে।

বঙ্কিমের যখন অভ্যুদয় হয়েছিল তখন এদেশের অবস্থা সব দিক্ দিয়েই শোচনীয় ছিল। তাঁর উদয় যেন দুঃখ দুর্য্যোগের রাত্রির অবসানে অপূর্ব্ব শোভায় এবং অমিত তেজে অরুণোদয়ের মতই হ'য়েছিল।

সেদিন কি ছিল আর বঙ্কিমের আবির্ভাবে কি দাঁড়াল তা রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি ; রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :—

"পূর্ব্বে কি ছিল ও পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে লাগিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিস্ময়-বিরস, গোলেবকাওলি, সেই বালক ভুলান কথা, কোথা হইতে আসিল এত আলো, এত আশা, এত সঙ্গীত এত বৈচিত্র্য। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

বঙ্কিমের হাতে সাহিত্যের বীণায় এমন সুর, এমন সঙ্গীত, এমন উদ্দীপনা, এমন প্রেরণা ঝঙ্কিত হয়ে উঠল, যাতে বাঙ্গলা দেশ চিন্তায়, কর্ম্মে, ভাবের অভিনব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জড়তা ত্যাগ করে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল নব-জীবনের প্রাণশক্তিতে।

বঙ্কিমের প্রতিভার সমগ্র স্বরূপটির পূর্ণ ধারণা এখনও আমরা করে উঠতে পারিনি।

বঙ্কিমচন্দ্রকে দেশ ভোলেনি, ভুলতে পারে না। আমাদের রমনীর মধ্যে যেমন পিতৃ-পিতামহের রক্তের কথা প্রতি মুহূর্ত্তে মনে থাকে না, তেমনি যদি বঙ্কিমকে আজ কেউ ভুলে থাকে তা ইচ্ছাকৃত অবহেলা নয় ; উহা শুধু হীন জীবনের গ্লানির অবসন্নতার ফলিকের আত্মবিস্মৃতি।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের দুটো বিরুদ্ধ দিক্ ছিল। সেটা আজ আমাদের অবহিত হয়ে দেখার সময় এসেছে। তিনি একদিকে চাকুরি গ্রহণ করে নিজের মনুষ্যত্বকে নিত্য ক্ষুব্ধ করে নিজে আকণ্ঠ পান করেছিলেন দাসত্বের হলাহল ; কিন্তু সেই সংক্ষোভের ফলে যে অমৃত উৎসারিত হয়েছিল অপর প্রান্তে তা রেখে গেছেন পূর্ণ-পাত্রে দেশবাসীর সেবায়। দেশের প্রতি তাঁহার প্রেমের ছিল না অন্ত এবং সেই দেশ-বান্ধবের পূজার যে প্রসূন তিনি আহরণ করে গেছেন তা চিরদিনই অম্লান থাকবে। আজ আমরা বঙ্কিমকে রায় বাহাদুরি কি কে সি আই ই'র জন্য স্মরণ করতে আসিনি।

অমল রায় বাহাদুরের বাহুদুরির পরিচয় অলিতে গলিতে আনাচে কানাচে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে দেশের দিকে দিকে। তার যথার্থ মূল্য না বোঝার মত বিমূঢ়তায় আমাদের বুদ্ধি আচ্ছন্ন নয়, এই আমাদের পরম সৌভাগ্য।

বাঙ্গলার কংগ্রেসের সদস্য-সংখ্যা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি সমগ্র প্রদেশের ২৯টি জেলা কংগ্রেস কমিটির নিকট হইতে এপর্য্যন্ত সংগৃহীত কংগ্রেস সদস্যদের মোট সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে বর্ত্তমান মোট সদস্য সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ৫ শত ৬৪ হইল। মেদিনীপুর, ফরিদপুর ও পাবনা জেলা কংগ্রেস কমিটির নিকট হইতে এখনও তাঁহাদের সংগৃহীত সদস্য-সংখ্যা পাওয়া যায় নাই।

প্রভাতী কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা

পানিহাটীতে প্রভাতী কাপড়ের কলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে ঐ স্থানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মহিলার সমাগম হইয়াছিল। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ঐ অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন যে, এই মিলের ইতিহাস বিস্ময়জনক। শ্রীমান কিতীশচন্দ্র বিশ্বাস যিনি মিল স্থাপন করিয়াছেন, তিনি বাল্যকালে নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িয়া আমেরিকায় যান। সেখান হইতে কাপড় কলের বিষয়ে অভিজ্ঞতা লইয়া ফিরিয়া আসেন। বাঙ্গালার পক্ষে ইহা গৌরবের কথা। অনেকে বলেন যে, বাঙ্গালারা অর্থবানরাই কেবল ব্যবসা করেন। কিন্তু একথা মিথ্যা। বহু ধনী বাঙ্গালার আছেন, যাহারা কি প্রকারে অর্থ ব্যবসায় খাটাইতে হয় জানেন না, তাঁহারা শুধু জানেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদ গণিতে। টাকার অভাব হয় না, ইচ্ছা করিলে এই মিলের জন্যই বোম্বেওয়ালার নিকট হইতে অর্থ পাওয়া যাইত, কিন্তু সে অর্থ লইলে মুসীরের হাঁ'র ভেতর হাত দেওয়া হয়। অতি অল্প মূলধন হইলেও ইহাতে অতি ভাল কাজই হইতেছে।

ডাঃ মেঘনাদ সাহা বলেন যে, শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র বিশ্বাস রূপর্দ্ধকমুক্ত হইয়া আমেরিকায় যাইয়া ফেরী করিয়া অর্থ আয় করিয়া শিক্ষালাভ করিয়া অবশেষে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে অমূল্য অভিজ্ঞতা লইয়া দেশে আসেন। অতঃপর তিনি বলেন যে, বিদেশ হইতে এ দেশে ৩৮ কোটী টাকার কাপড় আমদানি হয়। তাহার কারণ এদেশে তুলা জন্মায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এ দেশে তুলা জন্মায় কিনা সে বিষয়ে কোন দিন কেহ গবেষণা পর্য্যন্ত করেন নাই। বহু টাকার কৃত্রিম রেশম এদেশে আমদানি হয়, যদি এই মিলে কৃত্রিম রেশম উৎপাদন হয় তবে বড় একটা সমস্যার সমাধান হইবে।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলেন, বাঙ্গালী জাতি আগাইয়া চলিয়াছে, জাতি বসিয়া নাই। যদি কোন ব্যবসায় বাঙ্গালী অকৃতকার্য্য হইয়া থাকে, তাহার কারণ তাহার অনভিজ্ঞতা। অষ্টাদশ শতাব্দীর পর হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী কোন্ ব্যবসাক্ষেত্রে নাই? বাঙ্গালীর চুরি ও বিশ্বাসভঙ্গের অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বর্ত্তমানেও অকৃতকার্য্যতার কারণ অনভিজ্ঞতা। বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানে আবশ্যক সকল প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে বটে, কিন্তু বিক্রয় করিবার বাজার পাইতেছে না। কেন না বাজার বিদেশীর হাতে। বাজার ভাল পাইলে বাঙ্গালী বহু উন্নতি করিতে পারে।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু বলেন, আমাকে এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবার ভার দেওয়ায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি, আপনারা আজ সৌভাগ্যবান যে, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই মিলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। কেন না আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বহুদিন যাবৎ স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। অতঃপর তিনি বলেন যে, ১৮ লক্ষ টাকার কৃত্রিম রেশম আমাদিগের দেশে আমদানি হয় এবং এই দেশের ভগিনীরা সেই রেশমী পোষাক পরিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন। তাঁহাদিগের মনে করা উচিত, এই জন্য কত

অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। আমরা চেষ্টা করিতেছি এই দেশে কৃত্রিম রেশম উৎপাদন করিতে। আমাদিগের চেষ্টা যতদিন ফলবতী না হইবে, ততদিন আমরা সন্তুষ্ট হইব না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষা

গতকল্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, বি এ ক্লাসের স্বেচ্ছাধীন বিষয়রূপে সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা হইবে। এতৎসম্পর্কে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি একাডেমিক কাউন্সিলের এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন যে, কোন ছাত্র যদি এ বিষয়ে শতকরা ৫০ নম্বরের অধিক পায়, তাহা হইলে অতিরিক্ত নম্বর অনার্স বিষয়সমূহ ব্যতীত পাস কোর্সের অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের সমষ্টির সহিত যোগ করা হইবে; আর কোন ছাত্র যদি শতকরা ৩৩ নম্বরের অধিক প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে উত্তীর্ণ হইবার দরুণ একখানি সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে।

একাডেমির কাউন্সিল আরও সুপারিশ করেন যে, প্রত্যেক বিষয়ে ফ্যাকাল্টি অব আর্ট এবং ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স পরীক্ষার জন্য সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। বি-এ এবং বি এস্ সি পরীক্ষার সাধারণ বিষয়সমূহের মধ্যে উপরোক্ত ফ্যাকাল্টি পরীক্ষার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত। কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে যে, অতিরিক্ত ব্যয় না হইলে এই বিষয়ের পাঠ্য, পরীক্ষাগ্রহণ এবং সর্ব্বনিম্ন পাসের নম্বর বি এ এবং বি এস্ সি ক্লাসের সাধারণ পরীক্ষার ন্যায়ই হইবে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি এই বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত এইচ এল দেকে অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপকরূপে পুনর্নিযুক্ত করিয়াছেন। বর্ষশেষে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হইবে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কাইন্যান্স কমিটির এই সুপারিশও গ্রহণ করিয়াছেন যে, পূর্ব্বে মঞ্জুর করা ১২৫০৲ টাকা ঢাকা ম্যালেরিয়া নিবারণ কমিটিকে দেওয়া হইবে; ম্যালেরিয়া নিবারণ কমিটি গত দুই বৎসরের যথাযথ জমাখরচ দাখিল করিলে অতিরিক্ত ১০০৲ টাকা মঞ্জুর করা বা অর্থ প্রদানের বিষয় বিবেচিত হইবে। ম্যালেরিয়া নিবারণ কমিটিকে এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান বর্ষের জমাখরচ এবং অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।

বাংলার শিল্পোন্নয়ন

বঙ্গীয় বনবিজ্ঞান পরিষদের দশম বার্ষিক অধিবেশন সম্বর্দ্ধনার্থে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক, কয়লা ব্যবসায়ী, উক্ত পরিষদের গবেষক, ডিরেক্টরগণকে এবং চন্দ্রনগরের ব্যবসায়ীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন (৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩৮)। কলিকাতা হইতে ইন্দোসুইস্ ট্রেডিং কোং লিঃ-এর ষ্টীমারযোগে ৫০জন লোক চন্দ্রনগরে যান। চন্দ্রনগরের দুইজন ডেপুটি মেয়র শ্রীযুক্ত দাসরথি কুণ্ডু ও হৃষীকেশ ভড়, শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, দুপ্লে কলেজের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র দে, ডাক্তার আঁদ্রে, ইউনিভার্সিটি কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক, দেবেন কোম্পানীর শ্রীযুক্ত দুলাল চন্দ্র দত্ত, জেনসন ও নিকলসন কোম্পানীর সত্যেন মুখার্জ্জী ইত্যাদি বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। হরিহর বাবুর "জাহ্নবীনিবাসে" সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাংলার শিল্পোন্নয়ন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরিষদের ডিরেক্টর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকার মহাশয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়।

সমিতির কার্য্যারম্ভেই, পরিষদের সভাপতি ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের অকালে পরলোক গমন করায়, শোক প্রকাশ করা হয়। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়কে পরবর্ত্তী সভাপতিরূপে বিবৃত করা হয়।

অধ্যাপক যাদেশ্বর দাস মহাশয় আলোচনা আরম্ভ করেন এবং বলেন যে, আমাদের দেশে সার নির্ম্মাণের জন্য কারখানার এবং বৈজ্ঞানিকভাবে তদ্বিষয়ক উন্নতির চেষ্টা

হওয়া আবশ্যক। ডাঃ মণিমৌলিক ইতালীর "বোনিফিকা ইস্তেগ্রালে" সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বলেন যে, আমাদের দেশেও পতিত জমির উদ্ধার সাধন একান্ত আবশ্যক। শ্রীযুক্ত বীরেন দাশগুপ্ত, ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনীয়ার মহাশয় বলেন যে, মার্কিণ দেশে পার্ডু বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনীয়ার এবং ব্যবসাদারদের বাণিজ্য সম্বন্ধে কি দরকার না দরকার সে সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকেন এবং তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতাও রাখেন। তিনি আরও বলেন যে, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল কলেজসমূহ বাঙালী বণিকসম্প্রদায়ের সহিত ঐরূপ ঘনিষ্ঠতা যেন করেন। অ্যাডভোকেট পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন যে, বাঙ্গলার শিল্প উন্নতি বিষয়ে খেয়াল করিলে মজুরদের উন্নতি সম্বন্ধে লক্ষ্য না করিলে চলিতে পারে না। তাঁহার মতে "সমাজ-বীমার" প্রচলন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত জিতেন দত্ত বলেন যে, বাংলার শিক্ষিত সমাজ শেয়ার বাজার সম্বন্ধে কিছু কিছু তত্ত্ব যেন গ্রহণ করেন এবং তিনি দেখান যে, এই বাজার বাংলার শিল্প সম্বন্ধে কতটা উপকার সাধন করিয়াছে। বেঙ্গল ক্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জিতেন সেনগুপ্ত বলেন যে, ছোট ছোট শিল্প বাংলার বিশেষ আবশ্যক। কারণ বড় ও মধ্যম শিল্পগুলিতে বাঙ্গলার অতি অল্পসংখ্যক লোকই প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র কারখানা-শিল্প সম্বন্ধে মতবিরোধী। কারণ তাহাতে বহুপ্রকারের সামাজিক অমঙ্গল আসিয়া পড়ে।

ডাঃ মেঘনাদ সাহা মহাশয় বলেন যে, সস্তায় ইলেক্‌ট্রিক উৎপাদন করিতে হইলে যে কেবলমাত্র জলশক্তির দ্বারাই সম্ভব তাহা নহে। বাঙ্গলার কয়লা হইতে খুব অল্প খরচেই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। তিনি বলেন যে, মানবের কল্যাণের জন্যই শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। শিল্পোন্নতি করিতে হইলে মানুষ ও দুনিয়া সম্বন্ধে আমাদের চিন্তার আমূল পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। তাঁহার মতে হুন ইয়াৎ সেনের প্রভাবে চীনের মত বাঙ্গলাও নূতনভাবে উদ্বুদ্ধ হউক। আদর্শের আমূল পরিবর্তন যেমন করাসী বিপ্লবের সময় হইয়াছিল, বাংলাদেশেও তাহা একান্ত আবশ্যক।

ডক্টর বিনয়কুমার সরকার বলেন যে, শিল্পবিষয়ক সমস্যের জন্য ভারতবর্ষকে এক দেশ বিবেচনা করা চলিবে না। বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশসমূহকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি বলেন যে, আধুনিক ভারতের শিল্প ও কারখানার অবস্থা এখনও ইয়োরোপের প্রথম শিল্প-বিপ্লবের সমান। তাঁহার মতে ভারতের লোকের এমন অবস্থা আসে নাই যে, "সোভিয়েটের" বা জার্মাণ-জাপান-ইটালীয়ান ধরণের সমস্য গ্রহণ করিতে পারে। ডক্টর সরকারের মত হইল এই যে, ভারতের একমাত্র পথ হইতেছে ছোট, বড় বা মধ্যম আকারের শিল্প বাণিজ্য-কৃষি প্রত্যেক প্রদেশে প্রচলিত হউক এবং যতদূর সম্ভব বরবাদ্ বাঁচানো হউক।

ডক্টর দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং অ্যাডভোকেট কেশব গুপ্ত আলোচনায় যোগদান করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

চন্দননগরের "অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর" দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার উপস্থিত হইবার অক্ষমতা জানাইয়াছিলেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের আরও কয়েকটি নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:—শ্রীযুক্ত নগেন সেনগুপ্ত; ডাঃ আর আমেদ; মিঃ মর্জ্জুলানি (জাভা); অধ্যাপক রবি ভট্টাচার্য্য; মিঃ সাবিউদ্দিন; অধ্যাপক শচীন দত্ত; জি, এন্, ঘোষ ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লায়ার্স; জি, এন, ঘর; সতীন দাশগুপ্ত; অমরেশ সরকার; সুশীল দাসগুপ্ত; সুধীর ঠক্কর; সুশীল রায়; সুবোধ ঘোষাল; নগেন চৌধুরী; নবেন্দু দত্ত মজুমদার; অজয় সরকার; সুরেন ব্যানার্জি; গোপাল রায়; অসিত সরকার; হেমেন্দ্রবিজয় সেন; বীরেন বসু; সুধীশ বিশ্বাস এবং অন্যান্য গবেষকগণ।

চেক সাহিত্যিক কারেল কাপেক্

বিখ্যাত চেক লেখক কারেল কাপেক ৪৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বোহেমিয়ার

স্থানে সভাটসোভিল-এ কারেল কাপেকের জন্ম হয়। রোমাঞ্চক রচনার জন্য তিনি ইয়োরোপীয় পাঠক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার অনেক পুস্তক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে; তন্মধ্যে "আর ইউ আর" নামক নাটকটি সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত। ইহাতে তিনি আধুনিক সভ্যতার যন্ত্রমুখীনতাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় অধুনা সুপ্রচলিত "রবমানব" শব্দটি তাঁহার এই পুস্তক হইতেই সংগৃহীত।

তিনি তাঁহার ভ্রাতা জোসেফ কাপেকের সহযোগিতায় "লাইফ অব দি ইনসেক্টস্" নামক একটি নাটক লেখেন। ইহাতে বর্তমান সমাজের বিভিন্ন দিক্ লইয়া ব্যঙ্গ করা হয়। দীর্ঘ জীবন লইয়া রচিত তাঁহার নাটক "মাকরোপুলোস এফেক্ট"ও বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। তাঁহার উপন্যাস "ম্যানুফ্যাকচার অব দি অ্যাবসলিউট" ও "ক্র্যাকাটিট" উল্লেখযোগ্য। কারেল কাপেকের ছোট গল্পের বই "পেনফুল টেলস"কে মোপাসাঁর লেখার সহিত তুলনা করা হয়। তিনি ইংলণ্ডের "মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান" প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার এই রকম প্রবন্ধের কয়েকখানি বই আছে।

থিয়োসোফিক্যাল সম্মেলন

গত ২৯শে ডিসেম্বর থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটীর আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। বিভিন্ন দেশের বহু প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। জগতের বিভিন্ন স্থানের সোসাইটীসমূহের পক্ষ হইতে শুভেচ্ছাসহ প্রতিনিধিগণ আসিয়াছেন। মণ্ডপের চতুর্দিকে জগতের বিভিন্ন দেশের পতাকা রাখা হয়।

নিখিল বিশ্ব-যুব থিয়োসোফিষ্ট সঙ্ঘের সভানেত্রী শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী উক্ত সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শুভেচ্ছা জানাইয়া বলেন যে, কাশী হইতে বিশ্বের যুবজন এক নূতন প্রেরণা লাভ করিবে।

ভারতীয় শাখার পক্ষ হইতে সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতি এবং প্রতিনিধিদিগকে স্বাগত অভিভাষণ জানাইয়া বলেন যে, চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন ডাঃ বেশান্ত কাশী আসিয়াছিলেন, তখন কাশী তথা সমগ্র ভারতবর্ষের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তিনি কাশীতে থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটী প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক আবহাওয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ডাঃ আরেণ্ডল তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। ডাঃ বেশান্তের সাফল্যের মূলে ডাঃ আরেণ্ডলের দান কম নহে।

শ্রীহট্ট কুটীর শিল্প সমিতি

শ্রীহট্ট কুটীর শিল্প সমিতি ও কো-অপারেটিভ অর্গানিজেশন সোসাইটি লিমিটেডের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় আসামের শিল্প ও সমবায় মন্ত্রী মাননীয় মাহ্‌মুদ আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দেশের দুর্দশা কতক পরিমাণে হ্রাস করার জন্য কতিপয় প্রস্তাব পেশ করেন। মন্ত্রী মহোদয় বহুক্ষণ আলোচনা করেন এবং বলেন, দেশহিতকর কার্যে বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী সর্বদাই যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন এবং বোম্বাই-এ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বোর্ডের আগামী সভায় যোগদান করার পর তিনি শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয় প্রদত্ত প্রস্তাবসমূহ বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন। শ্রীযুত সিংহের প্রস্তাবসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিও আছে:—

(১) ডেভেলপমেণ্ট বোর্ড পুনর্গঠন, (২) চলতি শিল্পসমূহের সার্ভে, (৩) কাঁচা মাল ও শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা, (৪) শ্রীহট্ট জিলার কুটীর শিল্পসমূহের একটি রিপোর্ট তৈরী করা এবং ঐগুলির উন্নতির পন্থা নির্দ্ধারণ, (৫) শিল্প ও সমবায় সম্মিলনীর ব্যবস্থা করা, (৬) প্রত্যেক সহরে এম্পোরিয়াম প্রতিষ্ঠা, (৭) শ্রীহট্টের এম্পোরিয়ামকে কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে পরিবর্তিত করা, (৮) শ্রম-হ্রাসকারক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, (৯) শিল্প বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, (১০) বেকারদের একটি তালিকা প্রণয়ন, (১১) শ্রীহট্ট টেকনিক্যাল স্কুলে পাট দ্বারা সুতা ও কাপড় তৈরী শিক্ষা প্রবর্তন, (১২) সমবায় সমিতিসমূহের বর্তমান দুর্দশার কারণ নির্ণয় এবং তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ, (১৩) বিভিন্ন বিষয় স্লাইড প্রস্তুত করিয়া প্রচারকার্যের জন্য বিভিন্ন সমিতিকে ধার দেওয়া।

জীবনযাত্রার মাপকাঠি

[এম্ এ উপাধিধারী, কোনো বিদেশী কোম্পানীর অনৈক বাঙালী কেরাণী মহাশয়ের সহিত অ্যাড্‌ভেঞ্চেট পঞ্চমবুনার মুখোপাধ্যায়ের কথোপকথন]

প্রঃ—আচ্ছা ভারতবর্ষে জীবনযাত্রার মাপকাঠি কি কমান উচিত না বাড়ান দরকার ?

উঃ—আমাদের দেশের লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের মাপকাঠি সম্বন্ধে বড় ছোট ধারণা। তোমাকে আক্রমণ করবার ইচ্ছা নেই, কিন্তু আমি এই ধরণের কথা বহু বড় বড় লোক, যেমন "পি আর এস" "পি এইচ ডি" "এম্ এ বি এল" প্রভৃতি উপাধি-ধারী দেশের নেতা প্রভৃতি অনেকের মুখেই শুনেছি। "হিন্দুয়ানির ষ্টাইল" অর্থাৎ সেকেলে চালচলনে টাকা খরচা খুবই কম হতো আর আধুনিক চালচলনে মানুষের দুঃখ বেড়ে চলেছে। এই তাঁদের ধারণা। হয়তো তাঁরা যখন কথা বলেন মনে ভাবেন হাজার মটর হাঁকিয়ে যায় আর কিরণের জিনার খায় তাদেরই "মাপকাঠি", আমাদের মত সাধারণের কথা মনে থাকে না; গরীবের মর্ম্মন্তুদ ব্যথার দিকে চাইবার স্পৃহা না রেখেই বলে থাকেন। যদি একবার চোখ চেয়ে দেখতেন যে "মাপকাঠি" শব্দের অর্থ কি এবং তাহার সহিত সাধারণ দ্রব্যের মূল্যের সম্পর্ক কি, মাহিনার বার টাকার মাপেই শেষ হ'ল কি না, তা'হলে ঐ রকমের কথা বলতেন কি না সন্দেহ আছে।

:—কেন ? আজকালকার বাংলায় বা ভারতে মাপকাঠি বেশ বেড়ে যাচ্ছে না কি ?

উঃ—ভারতবর্ষে "মাপকাঠি" ব'লে কোন পদার্থ আছে কি না সন্দেহ। যদি থাকে তা'হলে সমস্ত সভ্য জগতের বাইরে। লোকনাথানের "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অর্গানিজেশান ইন্ ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে (২৫৭ পৃঃ) এই সম্বন্ধে দেখতে পাই যে, "সভ্যজগতে বসবাসের উপযোগী 'প্রাইমারি নীড্' (প্রাথমিক আবশ্যক দ্রব্যাদির) যোগান খরচা পর্য্যন্ত সাধারণ কলকারখানার মজুরদের মাহিনা থেকে হয় না"। এই কথা একমাত্র আমার নয়, প্রত্যেক দরদী ব্যক্তিই এই কথা বলতে বাধ্য। দারিদ্র্যের উপরে কথার এমন চেপে বসে আছে যে, দু'মুঠো খাবার সংস্থানের উপায়ও নেই। এ সম্বন্ধে "রয়্যাল কমিশন অন লেবার" লিখেছেন (২২৪ পৃঃ) "অধিকাংশ স্থলেই তিন মাসের মাহিনাই সম্পূর্ণরূপে ঋণমুক্তির জন্য লাগে।" ভি আনস্টের "ইকনমিক ডেভালাপমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে ঠিক এই তথ্যই পাই। এখন দেখা গেল আমাদের "মাপকাঠি" কোথায়। বাড়ান বা কমানোর কথা দূরে থাকুক মানুষের খেয়ে প'রে বেঁচে থাকার উপায় আছে কিনা সন্দেহ।

প্রঃ—আগেকার লোক অল্প আয়ে সুখে থাকত ; এখন ঠিক বিপরীত। অধিক আয়েও এখন লোকের কুলায়

না। এর কারণ কি বাবুগিরির বৃদ্ধি বলে মনে হয় না?

উঃ—না। আকবরের সময়ের গল্প শোনা যায় যে, টাকায় বাঁর মণ চাল বিক্রী হতো। কিন্তু এখন ৪৲ টাকায় এক মণ পাওয়া কঠিন। তেল ঘী, মসলা, কাঠ, কয়লা, আলো সমস্ত খরচা যোগ ক'রে দেখলে বোঝা যাবে যে, একালের আয় দিয়ে "হিঁদুয়ানী ষ্টাইলেও" খোরপোষে ঘই পাওয়া কঠিন। আগেকার লোকে ১০৲ বেতন পেয়ে দুর্গাপূজা ক'রে গেছে, আর এখন ১০০৲ বেতন পেয়েও ছেলেদের দুধ জোটাতে পারে না। এর কারণ অনেক। মানুষ-পিছু খরচার হার যে কতগুণ বেড়েছে তা' মূল্যের তালিকা দেখলে সকলেই বুঝতে পারবে। কাজ না করলে অন্ন জুটবে না, কাজেই গ্রাম ছেড়ে সহরে আসতেই হবে এবং সহরে যে বাড়ীভাড়ার হার এবং অন্যান্য খরচার বহর—সেকালের কি ছিল জানি না—এখন অন্ততঃ সংসার চালাতে ১০০৲ লাগে ছোট গৃহস্থের পক্ষে।

প্রঃ—আরও সস্তায় থাকা যায় না কি? উকিলেরা মুটেদের মতন থাকতে পারে না কি?

ঃ—না, জীবনযাত্রা প্রণালী কখনও বেঁধে দেওয়া যায় না। মানুষের অন্নগত ও সমাজগত পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করেই জীবনের ব্যয় ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির পার্থক্য হয়ে থাকে। জাপানীরা অল্প ব্যয়ে জীবন চালাতে পারে অতএব আমেরিকার লোকের ঠিক সেই অনুপাতে জীবন চালাবার আইন করা উচিত কি? মাড়োয়ারীরা কম পয়সায় খায়, অতএব বাঙ্গালীও সেই রকম আহার করুক না কেন? এ যুক্তি বিজ্ঞানে স্থান পায় না, ইহা অজ্ঞ লোকাচারের কথা মাত্র।

প্রঃ—"মাপকাঠি" বলিতে ঠিক কি বোঝায় তাহা ব্যাখ্যা করে দিলে সহজ হয়। আপনার এ সম্বন্ধে কি মত?

উঃ—এই শব্দের অর্থ হইল মানুষের জীবন ধারণ করবার জন্য এবং পরিবার প্রতিপালন করবার জন্য যে যে বিষয়ে আমরা যতটা পরিমাণে খরচ করি ও যতটা করা আবশ্যক তাহারই মাপ বা ওজন। এই মাপ সাধারণতঃ টাকার মূল্য দিয়েই জেনে থাকি।

প্রঃ—এই যে বললেন "জীবন ধারণ করবার জন্য এবং পরিবার প্রতিপালন করবার জন্য যে যে বিষয়ে আমরা যতটা খরচ করি", এখানে কোন্ কোন্ বিষয়কে আপনি ধরতে চান? বায়স্কোপে যাওয়া, চুরুট খাওয়াওতো মানুষের দৈনিক জীবনের আবশ্যকতার মধ্যে পড়তে পারে।

ঃ—সংক্ষেপে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কতকগুলি জিনিষ জীবনধারণের জন্য একান্ত আবশ্যক এবং কতকগুলি জিনিষ না হলেও চলতে পারে। প্রথমোক্ত রকমের দ্রব্যাদির শ্রেণী পাঁচ ভাগে ভাগ করতে চাই: ১ম—আয়ের কতটা অংশ খাদ্যে খরচ হয়ে থাকে, ২য়—কতটা অংশ কাপড়-চোপড়ে খরচ হয়ে থাকে, ৩য়—জ্বালানি ও আলো খরচা কতটা হয়, ৪র্থ—বাড়ীর ভাড়া কত এবং ৫ম—গায়ের দুধ কত টাকা দিতে হয়?

ইহার সহিত ধোবা, নাপিত, বাসন কেনা, বিছানা প্রভৃতির খরচ ধরাও আবশ্যক। যাহাই হোক ইহা ব্যতিরেকে মানুষের জীবন চালান যায় না, এ কথা বলতে পারি।

ঃ—ভারতবর্ষে সাধারণতঃ উপরিউক্ত বিষয়গুলিতে কি রকম ধরণের খরচা হয়, আপনি সে সম্বন্ধে একটা হিসাব দিতে পারেন?

উঃ—এ যা প্রশ্ন এর উত্তর কেহই ঠিকভাবে দিতে পারে কি না সন্দেহ। কোন কোন স্থানের অল্প একটু-আধটু খবর পাওয়া যায় তাহারও সত্যাসত্য সম্বন্ধে জানা কঠিন। মজুর জীবনের কথা কিছু-কিছু জানি। মোটামুটি বলা হয় যে, প্রথম চারিটীতে আয়ের শতকরা ৯০% খরচ হয় কিন্তু তাহার সহিত যদি ধোবা, নাপিত, বাসন

বিছানা প্রভৃতির খরচাও ধরা যায় তা হলে আরও ১০% বাড়ে অর্থাৎ মোট ৮৫% খরচা হয়।

প্রঃ—আচ্ছা একটা বিষয় নিয়ে বিভিন্ন স্থানে কিরূপ খরচা হয় তার একটা হিসাব দিন।

উঃ—প্রথম বিষয় অর্থাৎ খাদ্য সম্বন্ধে দেখা যাক। সোলাপুরে ৪৯'২৫, আমেদাবাদে ৫৭'৯০, মাদ্রাজে ৬০'৭১ কানপুরে ৪৮'১২, লাক্ষ্ণৌতে ৫২'০৪, নাগপুরে ৬৪'১৫, কলিকাতায় ৬৪'৯, বোম্বেতে ৫৯'৫৩ (অবশ্য সতর্কতা দিঃ)। সাধারণতঃ আমরা মনে করি বোম্বেতে খাওয়ার খরচা অধিক, কিন্তু সংখ্যা থেকে দেখা যাচ্ছে নাগপুরে সব চেয়ে বেশী ও কানপুরে সব চেয়ে কম।

প্রঃ—এ সংখ্যা কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন?

উঃ—রয়্যাল কমিশন অন্ লেবারের সাক্ষ্য, দ্বিতীয় ভলিউম হইতে গৃহীত।

প্রঃ—আপনার কি মনে হয় যে, "মাপকাঠি" বাড়ালেই মাহিনা বাড়বে?

ঃ—"মাপকাঠি" বড় হইলেই যে মাহিনাও বাড়বে এ কথা ভুল। কারণ "মাহিনা" নির্ণীত হয় অনেকগুলি প্রকরণের দ্বারা। যেমন 'নিপুণতা' বা "কর্ম-কুশলতা", লোক-সংখ্যা, জিনিষের চাহিদা, মজুরদের থাকা-খাওয়ার সাধারণ হার ইত্যাদি। মার্কিণ অর্থশাস্ত্রী টাউসিগ এই সম্বন্ধে বলেন যে, "মাপকাঠি" পরোক্ষভাবে মাহিনার বৃদ্ধি করার জন্য সাহায্য করতে পারে বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে মাহিনা বৃদ্ধির উপর ইহার কোন প্রভাবই নাই।

প্রঃ—পরোক্ষভাবে "মাপকাঠি" কি উপায়ে "মাহিনার" হার বৃদ্ধি করার সাহায্য করে তাহা একটু বিশদ-ভাবে বলুন।

উঃ—"মাপকাঠি" বাড়লেই থাকা, খাওয়া প্রভৃতির স্বাচ্ছন্দ্যও কিছু বৃদ্ধি পায়। প্রসিদ্ধ অর্থশাস্ত্রীদের মতে মানুষের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হ'লেই সন্তানাদির জন্মহার কমে যায়। এ কথা যে কোন সমাজের দুটি তিনটি শ্রেণীর জীবন আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যায়। যেমন লোক-সংখ্যা কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মজুর সংখ্যাও কমে যাবে। কাজেই চাহিদার অপেক্ষা সরবরাহ কম থাকলে যেমন জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে সেই অবস্থাতেই থাকে, ঠিক সেই রকম মজুরদের মাহিনার হারও বৃদ্ধি পেয়ে সেই বৃদ্ধির অবস্থাতেই স্থিতি হবে। কাজেই "মাপকাঠি" লোক-সংখ্যার হার কমিয়ে কৃত্রিম উপায়ে বা পরোক্ষভাবে মাহিনার হার বৃদ্ধি করার মত থাকে।

প্রঃ—আচ্ছা তাহলে তো বলতে পারি যে, খাওয়া-দাওয়ায় খুব বেশী করে খরচা করলে "মাপকাঠি" বেড়ে যাবে এবং সকলের উন্নতি হবে।

ঃ—প্রশ্নটী করা ঠিক হয়েছে, নইলে মস্ত একটা ভুল ধারণা থেকে যেতো। "মাপকাঠি" শব্দের অর্থ আবশ্যক জিনিষপত্রের যা' দরকার তাহাই। তারপর যদি "আবশ্যক"টীকে বাড়ান যায় সে এক কথা আর আবশ্যক দ্রব্যের পরিমাণ বা রকম যদি বাড়ান হয় তাহা আর এক কথা। এক একটী করে ধরা যাক। "আবশ্যক"টীকে বাড়ান যায় কি না এবং বাড়ান গেলেও কতটা দরকার? মানুষের "চা" না খেলেও চলে এবং ভারতবর্ষে পূর্বকালে "চা" খাওয়া ছিলনা। কাজেই দুধ, চিনি, ডাবের খরচা বেঁচে যেত। এক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে একজন চাষী চারটী মুড়ি চিবিয়ে এক বাটী চা খেলে, সেখানে আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ দেখা যাবে "চা" না হ'লে বা "আফিং" না হ'লে যদি কোন লোকের একান্ত না চলে তবে তাহার পক্ষে সেইটাই "আবশ্যক"—তা যে কোন প্রকারেই আমদানি হ'য়ে থাকুক না কেন।

প্রঃ—তাদের আবার পাঠাগার, দেহ চর্চা, রেডিও সিনেমা, দেশ-বিদেশের খবর নিয়ে "আবশ্যক" বাড়াবার কি দরকার? বিছানায় পড়ে ঘুমুলেই তো হয়।

ঃ—এর উত্তর হবে সবার যদি গতি উন্নতির পথে না

যায় আতিগত উন্নতি হবে না। সেই কারণে তাদেরকেও টেনে তুলে নিয়ে আসতে হবে।

প্রঃ— আবশ্যক দ্রব্যের পরিমাণ বা রকম বাড়ান বলতে কি বোঝেন?

উঃ—যেমন একজন লোক ভাত ডাল তরকারিও খেতে পারে আবার পলোয়া-কালিয়াও খেতে পারে। সে স্থলে যদি বলি প্রত্যেক মজুর রোজ মাংসের কালিয়া কোপ্তা আর পলোয়া, হালুয়া খাবে তাদের সবার মাহিনা ৫০০৲ ক'রে বাড়িয়ে দাও। তা' সম্ভব নয় বা ন্যায়সঙ্গতও হবে না। কারণ মাহিনার হার তার নিজের হাতে ও তার তৈরী জিনিষের চাহিদার উপর খুব বেশী নির্ভর করে। মজুর তার উৎপন্ন দ্রব্যের অংশমাত্র দাবী করতে পারে, তার চেয়ে বেশী পারে না। এই হ'ল এক কথা। দ্বিতীয় কথা হ'ল মানুষের জীবন ধারণের জন্য মাংস ও পলোয়া কালিয়া আবশ্যক নয়, তাহা অতিরিক্ত মাত্র। সেই কারণে জানতে হবে একটা আতিগত এবং ব্যক্তিগত প্রথা অনুযায়ী তার কি কি দ্রব্য আবশ্যক জীবনধারণের জন্য (বাবুগিরির জন্য নয়)।

"ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার রিভিউ"

(জেনেভা ডিসেম্বর, ১৯৩৮)

এই পত্রিকার ডিসেম্বর সংখ্যায় তিনটী বিশেষ প্রবন্ধ আছে। প্রথমটী হইতেছে, আর্থিক অবস্থা স্থায়ী করণে সরকারী পূর্ত্তকার্য্য। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সভায় সরকারী পূর্ত্তকার্য্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধীয় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আর্থিক উঠানামা অনুযায়ী সরকারী পূর্ত্তকার্য্যের নিয়ন্ত্রণ করিয়া কিরূপ ভাবে বেকার সমস্যা সমাধান করা যায় সে বিষয়ে একটি জাতীয় পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রবন্ধটিতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য করিয়া কয়েকটি দেশ কিরূপ লাভবান হইয়াছে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করা করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত দেশগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে :—

সুইডেন :—অন্যান্য দেশগুলির চাইতে সুইডেনই জাতীয় পূর্ত্তকার্য্য সম্বন্ধীয় আর্থিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে বেশী চেষ্টা করিয়াছে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বেকার সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে মন্দার বাজারে বেকারদিগের কর্ম্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। এই কর্ম্মসংস্থানের জন্য টাকা সংগ্রহ করা হয় ঋণ গ্রহণের দ্বারা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থসম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করিয়া এই বিষয়ে সাহায্য করে। এই দেশের সরকারী আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয় ব্যবসায়-চক্রের গতি হিসাবে। বাৎসরিক আয়-ব্যয় হইতে সমতা রক্ষার চেষ্টা পরিত্যাগ করা হয়। মন্দার বাজারে ব্যয় বর্দ্ধিত করা হয় এবং ব্যবসায়ের উন্নতি পরিলক্ষিত হইলেই ট্যাক্সের দ্বারা ঋণ-পরিশোধ ও আয়ব্যয়ের সমতা আনিবার চেষ্টা করা হয়। এখানে মন্দার বাজারের জন্য স্বতন্ত্র একটা সংগৃহীত অর্থ-ভাণ্ডারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ডিনল্যাণ্ড :—এই দেশটীতে সাধারণ সময়ে শ্রমজীবী-দের যা মজুরি দেওয়া হয় মন্দার সময় তাহা হইতে কম মজুরি দিয়া বেকারদিগের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে কর্ম্ম-সংস্থানের ভার দেওয়া হয় স্থানীয় কর্ম্মচারীদের উপর এবং সরকার কোনও কোনও বিষয়ে বিশেষরূপ সাহায্য প্রদান করিতে থাকে। বিশেষ প্রয়োজনের জন্য ৬০০ মিলিয়ন মার্ক এবং এই মূল্যের সরকারী দলীল সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স :—সরকারী পূর্ত্তবিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপ :—

১৯৩২-৩৩	১৯৩৪-৩৭	১৯৩৭-৩৮
মিলিয়ন ডলার	মিলিয়ন ডলার	মিলিয়ন ডলার
৪৫৩	১,০৭৯	৮৭৮

ইহা ব্যতীত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এই বৎসরের ১৪ই এপ্রিল কয়েকটি পরিকল্পনা স্থির করিয়া কংগ্রেসকে একটি বাণী প্রদান করেন।

গ্রেটবৃটেন :—এখানেও একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্থির করিবার জন্য স্বাস্থ্যবিভাগের মন্ত্রি স্থানীয় কর্ম্মচারীদের নিকট মে মাসে একটি সারকুলার প্রেরণ করেন।

সুইটসারল্যাণ্ড :—১৯৩৬ সনের ডিসেম্বর মাসে ফেডারেল বাজেটে ৩০ মিলিয়ন ফ্রাঁ খরচ করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং ১৯৩৮ এর জুন মাসে ৪১৫ মিলিয়ন

ক্রী বাড় করার বরাদ্দ হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ও আয়ের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া এই ব্যয় সঙ্কুলানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ক্যানাডা:—সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 'জাতীয় কর্ম্ম সংগ্রহ সঙ্ঘ' একটী মূল্যবান পরিকল্পনা স্থির করিয়াছে। উক্ত কমিশন এমন কতকগুলি কার্য্যের জন্য সুপারিশ করিয়াছে যাহাতে অনিপুণ শ্রমিকদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ হইতেছে ব্যবসায়-চক্র ও মজুরি নিয়ন্ত্রণ। লেখক হইতেছেন ই রোনাল্ড ওয়াকার। সর্ব্বসুদ্ধ চয় প্রকার মজুরি নিয়ন্ত্রণের বিষয় বলা হইয়াছে।

(১) ব্যবসায়-চক্রে সর্ব্বসময়েই একই প্রকার মজুরির ব্যবস্থা করা।

(২) মন্দার বাজারে মজুরি হ্রাস করা এবং উঠতি বাজারে বৃদ্ধি করা।

(৩) জীবিকা সংগ্রহের খরচের উঠাপড়া অনুযায়ী মজুরি নিয়ন্ত্রণ।

(৪) মন্দার বাজার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য মজুরির তারতম্যের ব্যবস্থা করা।

(৫) বিভিন্নরূপ শ্রমের জন্য বিভিন্নরূপ মজুরির তারতম্যের ব্যবস্থা করিয়া মন্দার বাজার আয়ত্তে আনা।

(৬) মজুরি সম্বন্ধীয় স্বাধীন ব্যবস্থা করিতে দেওয়া।

এই প্রবন্ধে মজুরির তিনটী দিক্ দেখা হইয়াছে। ব্যয়ের দিক্ হইতে মজুরির প্রয়োজনীয়তা, আয়ের দিক্ হইতে মজুরির প্রয়োজনীয়তা এবং সুদের হারের দিক্ হইতে মজুরির প্রয়োজনীয়তা। ইহা ব্যতীতও মজুরির তারতম্য অনুসারে কর্ম্মচারীদের ব্যবহার এবং জিনিষ বিক্রয়ের লাভ লোকসান সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় প্রবন্ধ হইতেছে দেশীয় রাজ্যে শ্রমনিয়ন্ত্রণ আইন সম্বন্ধে। এই প্রবন্ধে ফ্যাক্টরী আইন, খনি সম্বন্ধীয় আইন, আবাদ সম্বন্ধীয় আইন, ট্রেড ইউনিয়ন ও ট্রেড ডিসপিউট সম্বন্ধীয় আইনের বিষয়ে বিচার করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমান দেশীয় রাজ্যের অবস্থার পরিষ্কার আভাস দেওয়া হইয়াছে।

"ইণ্ডিয়ান জার্ণাল অ্যাণ্ড ইকনমিক্স্"

(অক্টোবর, ১৯৩৮)

সর্ব্বসুদ্ধ নয়টী প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে :—

১। ছাত্র ও শিক্ষক হিসাবে অ্যাডাম্ স্মিথ।

২। সিংহলী মুদ্রা।

৩। সুদসম্বন্ধীয় তত্ত্বের সমতা

৪। সরকারী ব্যয়ের প্রেটবিভাগ সম্বন্ধে পিগুর ভ্রম-প্রমাদ।

৫। উত্তর বঙ্গে আখের চাষ।

৬। দক্ষিণ বঙ্গের ১৬টী গ্রামের লোকবলের হিসাব।

৭। ভারতের কয়লা এবং ইহার আর্থিক গুরুত্ব।

৮। আমাদের রাস্তার উন্নতির আর্থিক ফলাফল।

৯। ভারতীয় চাষীর আর্থিক ভবিষ্যৎ।

দশম প্রবন্ধে লেখক বলিতে চাহিয়াছেন যে, ভারতীয় কৃষকের সম্বন্ধে যতদূর নিন্দা সম্ভব সবই আজকাল আধুনিক লেখনীতে বিশেষ ফুটিয়া উঠিতেছে। চাষীরা এত অদৃষ্টবাদী যে মাটী ধরিয়া পড়িয়া থাকে, অন্যান্য দেশের চাষীর মত উন্নতির চেষ্টা করে না। কোন কোন সময়ে দেশ ও কালের প্রভেদ না করিয়া তুলনা করা হয়। অন্যান্য দেশের চাষীরা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কার্য্য করিয়া থাকে তাহার কোন অস্তিত্বই এদেশে কেহ খুঁজিয়া পায় না। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লেখকের উদ্দেশ্য হইল প্রগতিশীল সংস্কারকদের ভ্রান্তিপূর্ণ যুক্তির প্রতিবাদ করা। সমস্ত চাষীর অগ্রগতির মূলে যে তাহাদেরই একমাত্র দোষ বর্ত্তমান নহে এবং হতভাগ্য ভারতীয় চাষী এই অগ্রগামী পৃথিবীর সহিত চলিতে যাইয়া যে পিছনে পড়িয়া আছে নিজেদের কুড়েমি এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টির অভাবের জন্যই নহে বরং তাহারাও আধুনিক কৃষির প্রথাগুলি তৎপরতার সহিত ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। তাহাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে লেখক তাঁহার লেখনীকে চালিত করিয়াছেন।

"অন দি ইকনমিক থিওরি অব সোসিয়ালিজম্" (সমাজতন্ত্রের আর্থিক তত্ত্ব); ও লেঙ্গ এবং এম্ টেলার; ইউনিভার্সিটি অব্ মিনেসোটা প্রেস; মিনিয়াপোলিস্; ১৯৩৮; পৃঃ ১৭৩; মূল্য ১·৭৫ ডলার।

উপরি উক্ত দুইজন লেখকের দুইটী পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধের সমন্বয়ে এই পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার ভূমিকাটি অধ্যাপক বেনজামিন ই লিপিনকট্ কর্ত্তৃক ৩৮ পাতা ব্যাপিয়া লিখিত হইয়াছে।

প্রথম প্রবন্ধটী হইল "দি প্রাইসেস অব্ প্রোডাক্শান ইন্ এ সোসিয়ালিষ্ট ষ্টেট" (সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উৎপাদনের পথপ্রদর্শন)। অধ্যাপক টেলর কর্ত্তৃক আমেরিকান ইকনমিক এসোসিয়েশনে প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়-বস্তু এবং পরে আমেরিকান ইকনমিক রিভিউতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রথম কথাই বলা হইয়াছে যে, দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য যে খরচা মূল্যের হার তাহারই সমান হওয়া আবশ্যক। "কষ্ট" বা প্রস্তুত করিবার খরচাকে তিনি সংজ্ঞা দিয়াছেন "রিসার্স কষ্ট" অর্থাৎ একটা সমাজের আর্থিক সম্পত্তির উপর যাহা টান দিয়াছে। এই "রিসার্স কষ্ট" সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপন্নের মালিক কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইতে পারে। এই তথ্য সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাবিবার এবং প্রত্যক্ষ মিলাইয়া লইবার বিষয় আছে। ইহাতে ভুলভ্রান্তির স্থান যথেষ্ট রহিয়া গিয়াছে। এই প্রবন্ধটীর সব চেয়ে দাম বেশী; কারণ ইহাই অধ্যাপক মাইসেসের সমাজতন্ত্রবাদের আক্রমণের প্রথম উত্তর।

মিঃ লঙ্গের লেখা প্রথমে রিভিউ অব ইকনমিক ষ্টাডিজ নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

পুস্তকখানিতে মূল্য প্রস্তুত করিবার খরচা এবং সাম্য বিষয়ে সুচিন্তিত গবেষণা করা হইয়াছে। লেখক দেখাইয়াছেন যে, বাজারের অস্তিত্ব হেতুই যে মূল্যের হার জন্মাইয়াছে তাহা নহে। তিনি উইকষ্টিড্ স্ নামক অর্থশাস্ত্রীর মূল্যের সংজ্ঞাটী গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহারই উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে, "কষ্ট রেকনিং" বা খরচা সম্বন্ধীয় ব্যাপারের বাজারের সম্পর্কে কোথায়। তাঁহার মতে সমাজতান্ত্রিকদের পন্থানুযায়ী চলিতে পারিলে মূল্যের সমতা সহজেই লাভ করা যায়। কারণ "অ্যাপ্রক্সিমেশন" বা আনুমানিক ধরতার দ্বারাই বারে বারে দেখিয়া একটা মূল্য নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে এবং সমতার দিকে সেই মূল্যের গতি স্থিতিলাভ করিতে অগ্রসর হয়। মূল্য সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়া লেখক অতি সুন্দরভাবে "সমতা" তথ্যটী বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহার পর তিনি তিনটী কারণ দেখাইয়াছেন যে জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মতবাদেরই শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়া উচিত। প্রথম হইল সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ মঙ্গল আনয়নের সুবিধা আছে আয়ের প্রকৃষ্ট বণ্টনের দ্বারা। দ্বিতীয় হইল সমস্ত খরচা ও লাভ সব কিছুই সামাজিক "ব্যালেন্স সিট" বা বজেন পরচার মধ্যগত করা যায় এবং তজ্জন্যই তৃতীয়তঃ হইল সামাজিক সাধারণ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব। তাহার পর লেখক পুঁজি এবং সুদ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। মার্ক প্রভৃতি মনীষিগণের সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনা করিয়া লেখকের মত দেখাইয়াছেন কমজেন্টের মতও শেষ অবধি কিছু কিছু গ্রহণ করিতেই হইবে।

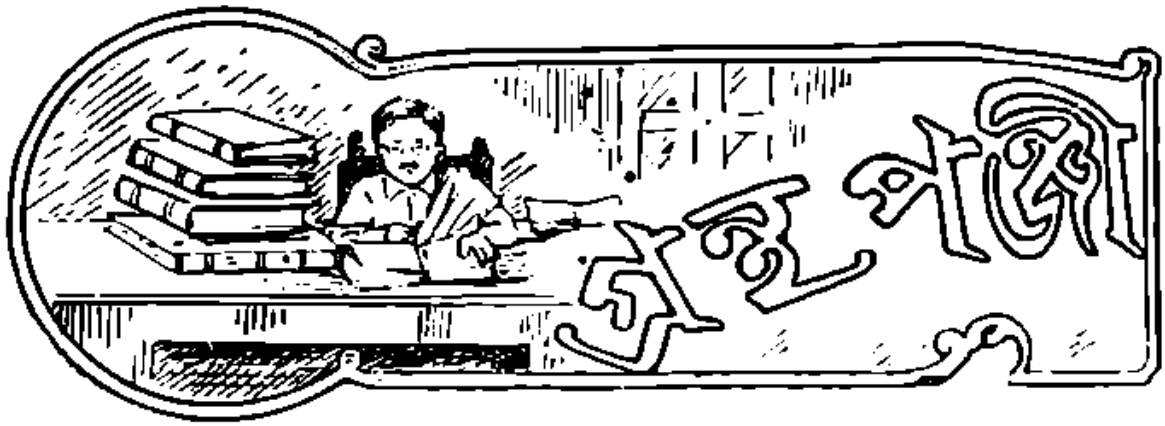

১। "কন্‌স্ট্রাক্‌টিভ ডেমক্রেসী" (সৃষ্টিকারী গণতন্ত্র) মেয়র এইলি ; সার আর্থার সলটার ; লর্ড হ্যালিফ্যাক্স এবং অপরাপর লেখক দ্বারা সঙ্কলিত ; অর্জ এলেন ও আনউইন কোং কর্তৃক প্রকাশিত ; লণ্ডন ; মূল্য ৭ শিলিং ৬ পেন্স নেট।

২। "লেসন্‌স্ অব্ মনিটারি এক্সপেন্স" (টাকা পয়সা ব্যয় সম্বন্ধে শিক্ষা) ; আর ষি হর্ট্ট এবং জে এব্ কিন্‌স্ কর্তৃক লিখিত ; অর্জ এলেন এবং আনউইন কর্তৃক প্রকাশিত ; লণ্ডন ; মূল্য ১২ শিলিং ৬ পেন্স।

৩। "দি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অব্ ম্যাসাচুসেট্‌স" (ম্যাসাচুসেটস্ দেশের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক) ; ডোনাল্ড এইচ্ ভ্যাভেনপোর্ট কর্তৃক লিখিত। হার্ভার্ট ইউনিভার্সিটির দ্বারা প্রকাশিত ; বস্টন্ ; ১৯৩৮ ; পৃঃ ৪৩ ; মূল্য ১৬ ডলার।

৪। "দি প্রব্লেম্ অব্ আনএম্প্লয়মেণ্ট" (বেকার সমস্যা) ; ফ্রান্‌সিস্কো ; ডুকাসি মেডিয়েটা কর্তৃক লিখিত এবং আর হার্ট ফিলিপ্‌স কর্তৃক অনুবাদিত ; ফ্রাঙ্কানা ; পৃঃ ৭৮।

৫। "ফেডারেসন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব্ কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি" দিল্লিতে অনুষ্ঠিত একাদশ বার্ষিকী সভার ; বিবরণী ; ১৯৩৮ ; ১৪০ পৃঃ।

৬। "ডিপার্টমেণ্ট অব্ এগ্রিকালচার, সিলুয়েসন্, প্রবলেম্‌স্ অ্যাণ্ড ইণ্টারেষ্টস্ অব আমম্যারেড ক্রপ্যাল ইয়ং পিপল্" (১৬-২৪ বৎসরের) ; বার্ণার্ড ডি জন্স এবং জে আর বল্ক কর্তৃক লিখিত ; ওয়াশিংটন ; ১৯৩৭ ; ৪১ পৃঃ।

৭। "দি ইকনমিক্‌স্ অব করপোরেট সেভিং" (সংযোগিতাসহকৃত উদ্বৃত্তির অর্থকথা) ; জে এলউড্ এম্‌স্ কর্তৃক লিখিত ; দি ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ১৩৬ ; মূল্য ১ ডলার ৫০ সেণ্ট।

৮। "আওয়ার ক্যালিফর্ণিয়া ষ্টেট ট্যাক্সেস" (আমাদের ক্যালিফর্ণিয়া রাষ্ট্রীয় কর) ; এইচ্ ডি এণ্ডারসন্ কর্তৃক লিখিত ; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত ; ১৯৩৭ ; ক্যালিফর্ণিয়া ; পৃঃ ৩০৫ ; মূল্য ২ ডলার ৭৫ সেণ্ট।

৯। "ষ্টেট অ্যাণ্ড ফেডারাল প্রাক্টস ইন এক্ত" (রাষ্ট্র এবং ফেডারাল গভর্ণমেণ্টের সাহায্যদান) ; এইচ জে বিটারম্যান কর্তৃক লিখিত ; নিউইয়র্ক ; ১৯৩৮ পৃঃ ৫৫০।

১০। "রিসার্চ ইন এগ্রিকালচারাল ইনডেব্ট নাথারেস্" ; জে ডি ব্ল্যাক্ এবং বি ডি মাডগেট্ কর্তৃক লিখিত ; সোসিয়্যাল সায়ান্স রিসার্চ কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত ; নিউইয়র্ক ; ১৯৩৮ ; পৃঃ ১৪২ ; মূল্য ৭৫ সেণ্ট।

১১। "হোয়েন লেবার অর্গ্যানাইজেস" (কখন মজুররা সঙ্ঘবদ্ধ হয়) ; আর আর ব্রুক্‌স্ কর্তৃক লিখিত ; ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত ; নিউ হ্যাভেন ; ১৯৩৭ ; পৃঃ ৩৬১ ; মূল্য ১২ শিলিং ৬ পেন্স।

১২। "কমন টেক্স ইনডেক্সেস" ; এ কাউয়েলস এবং অপরাপর লেখক কর্তৃক লিখিত ; প্রিনসিপিয়া প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত ; ব্লুমিংটন ইণ্ডিয়ান ; ১৯৩৮ ; পৃঃ ৪৯৯ ; মূল্য ৬ ডলার।

মজুরির হার

শ্রীশঙ্করকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল (অ্যাডভোকেট)

একটা যে কোন বিশিষ্ট সময়ের মধ্যে জীবিকা নির্ব্বাহের খরচার হার নির্ভর করে "পরিমাপ" (ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লাইফ) কি রকম তাহারই উপর। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের "চাওয়ার" রূপও পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। কাজেই মানুষের 'পরিমাপ" বলিতে একরকম জিনিষ বা একই ধরণের গঠন হইবে ইহা মনে করা ভুল। একটি জাপানী মজুরের যে রকমের জীবিকা নির্ব্বাহ খরচার "পরিমাপ" তাহা ঠিক মার্কিণ দেশীয় মজুরদের সমান হইতে পারে না। ঠিক তদনুরূপ বাটীনির্ম্মাণের মিস্ত্রীর যে মজুরি সেই রকম মজুরি রেলের ফোরম্যানের হইতে পারে না। তাহা হইলে যদি ধরা যায় যে, "পরিমাপের" সঙ্গে মজুরির হার পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, যে কোন উপায়ে পরিমাপের বৃদ্ধি করাইতে পারিলে মজুরির হারও বৃদ্ধি পাইবে নিশ্চয়। তাহা কিন্তু একেবারেই সম্ভবপর নহে। কারণ পরিমাপ কখনও অসম্ভবকে সম্ভব করাইতে পারে না, সেইজন্য খুব উচ্চ "পরিমাপের" হার হইলেও অবস্থা-বিশেষে মাহিনার হার যদি নিম্নগামী হয়, তাহা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। যদি দ্রব্যের চাহিদা কোন কারণে একেবারে পড়িয়া যায় অথবা সাধারণ কলকারখানার অবস্থা যদি খারাপ হইয়া পড়ে তাহা হইলে মাহিনার হার কমিয়া যাইবে ইহা অনিবার্য্য। যদি প্রস্তুতকারীরা দেখে যে, উচিত মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করা সম্ভবপর নহে, তাহা হইলে হয় তাহারা দ্রব্যনির্ম্মাণের খরচা কমাইয়া লইবে অথবা ব্যবসা পরিত্যাগ করিবে। এসকল স্থলে মজুরিও, অন্যান্য নির্ম্মাণ খরচার সামিল, মূল্যের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে।

উৎপন্ন তত্ত্ব (প্রোডাক্টিভিটি থিওরি) এবং পরিমাপ তত্ত্বের (ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং থিওরি) মধ্যে পরস্পরের সংযোগ আছে বলা চলে। মেলিগম্যানের মতে "মূল্য" নির্ণীত হইয়া থাকে খরচা ও ব্যবহার এই দুই অনুসঙ্গের দ্বারা। সেখানে যেমন খরচাকে মনে হয় মূল্যের কারণ-স্বরূপ বস্তুতঃ উহা মূল্যের একটী মাপ মাত্র, কারণ নহে। ঠিক সেইরূপ বলা যায় যে, সীমান্ত উৎপন্ন (অর্থাৎ সীমান্ত নিপুণতা বা ব্যবহার) হইল মজুরির কারণ এবং পরিমাপ (বা সীমান্ত খরচা) যাহাকে মনে করা যায় কারণ বলিয়া বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। সীমান্ত উৎপন্নের সহিত উহা মিলিত হইতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু নিজে স্বাধীনভাবে কারণ হইতে পারে না। উপরোক্ত দুটী অনুসঙ্গের যে কোন একটীর দ্বারা পরিমাপ করা যায় কিন্তু আসল মাপদণ্ড হইল উৎপন্ন। মোট কথা হইল যেমন মূল্য নিরূপণের সময় "চাহিদা" আর "সরবরাহ" এই দুই অনুসঙ্গের আবশ্যক অর্থাৎ চাহিদার দিকে ব্যবহার বা "ইউটিলিটি" দেখিতে হয় এবং সরবরাহের দিকে তেমনি "কষ্ট" বা খরচা ধরিতে হয়। মজুরির প্রসঙ্গেও সেই রকম সরবরাহ অর্থাৎ মজুর কত হইলে শ্রম দিতে পারে সেই দিক্ হইতে তাহার "পরিমাপ" বা খরচপত্রাদির হার হইল নির্দ্দেশক। আবার চাহিদা অর্থাৎ প্রভুরা যখন মাহিনা দিবে তাহারা দেখিবে মজুর দ্বারা উৎপন্ন কতটা হইল। তাহারা উভয়ে মিলিয়া একটা হার স্থির করিয়া থাকে। তবে মেলিগম্যানের মতে 'চাহিদা' অর্থাৎ উৎপন্ন যে যতটা করিতে পারে অথবা ব্যক্তিগত নিপুণতার উপরই মাহিনার হার অধিক পরিমাণে নির্ভর করে এবং মজুররা খরচার কম বেশী করে বা কষ্টে ও সুখে থাকে স্বীয় আয়ের মাপ অনুযায়ী।

মজুরি তহবিল তত্ত্ব

"ওয়েজ-ফাণ্ড" থিওরি বা মজুরি তহবিল তত্ত্ব

অনুযায়ী মজুরির হার নির্ণীত হইয়া থাকে এক সময়ে একটা বিশিষ্ট তহবিলের দ্বারা। প্রত্যেক একটা নির্দ্দিষ্ট তহবিল ঠিক করা থাকে যে টাকা তাহারা মজুরির জন্য মাত্র খরচা করিবে। কাজেই এক সময়ে যতজন মজুর আসিয়া পড়িবে তাহাদের মধ্যে উক্ত তহবিলের টাকা ভাগ হইয়া যাইবে। যদি সংখ্যাধিক্য হইয়া পড়ে তাহা হইলে মজুরির হার কমিয়া যাইবে আবার সংখ্যা-লঘু হইলে উহা বাড়িয়া যাইবে। যেমন ধরা যাক শ্যামরঞ্জন বাবুর একটি দেশলাইয়ের কারখানা আছে। তিনি যেন একসময়ে ৪,০০০৲ চারি হাজার টাকা নগদ সরাইয়া রাখিয়াছেন বাৎসরিক মজুরি খরচা বাবদ। এ স্থলে যদি মজুর সংখ্যা বেশী আসিয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাদের মজুরি সেই অনুপাতে কমিয়া যাইবে। আবার যতজন আবশ্যক তদপেক্ষা নিম্ন সংখ্যা যদি আসে তাহা হইলে আবার মজুরিও দ্বিগুণ হইতে পারে।

উক্ত তত্ত্বটী তিনটী অনুসঙ্গের উপর নির্ভর করিয়া আছে। প্রথম হইল মাহিনা একটা বিশেষ তহবিল হইতে দেওয়া হয়; দ্বিতীয় হইল একটা যে কোন সময়ের জন্য উক্ত তহবিল পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট হয় এবং স্থির থাকে; তৃতীয়তঃ, যতই মজুরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, তাহাদের ব্যক্তিগত অংশও ততই অল্প হইয়া যাইবে। তাই তাহারা চেষ্টা করুক না কেন কোন উপায়েই উক্ত তহবিলও বাড়িবে না এবং তাহাদের মাহিনাও কোন কালে বৃদ্ধি পাইবে না। একমাত্র উপায় হইল মজুররা যদি নিজেদের সংখ্যা কমাইয়া রাখিতে পারে তাহা হইলে যদৃষ্ট ভাল হওয়া সম্ভব।

সেলিগম্যান উক্ত তিনটী অনুসঙ্গকেই ভুল বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি বলেন মাহিনা কোনকালে একটা নির্দ্দিষ্ট তহবিল হইতে প্রদত্ত হয় না, উহা মাত্র অগ্রিম দেওয়া হয়। মাহিনা দেওয়া হয় উৎপন্ন হইতে। যেমন ধরা "পুঁজি" আপনার রোজগার আপনি করে অর্থাৎ টাকা খাটাইয়া সুদ বা লাভ হিসাবে পাওয়া যায় সেই রকম মজুররাও শ্রম করিয়া পয়সা রোজগার করিয়া থাকে। মজুরি এবং পুঁজি উভয়ের মিলিত চেষ্টাতে যে দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহার দ্বারাই সুদ বা মজুরি প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ এমন কোন একটা বাঁধা তহবিল থাকে না যাহা একেবারে স্থির। উৎপন্নের জন্য যেমন পুঁজির আবশ্যক বৃদ্ধি পাইতে পারে সেই রকম মজুরের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পাইতে পারে। উভয়ের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াও উভয়ের পুরস্কারের উপর নির্ভর করে। যদি সুদ অধিক করিয়া দেওয়া হয় পুঁজি আপনি বাড়িয়া চলিবে, সেই রকম যদি মজুরির হার বৃদ্ধি করাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে মজুর সংখ্যাও নিশ্চয় বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয়তঃ লোক-সংখ্যার উপর যে তহবিল ও মাহিনার হার নির্ভর করে অর্থাৎ বাড়ে কমে তাহাও ভুল। কারণ মজুররা কেবলমাত্র তহবিল হইতে মজুরি পায় না তাহাদের উৎপাদিত দ্রব্য হইতে মজুরি পায়, কাজেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও যদি উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি সমানে হইয়া থাকে তাহা হইলে মাহিনার হার কমিবার কারণ থাকে না।

এখন তহবিল তত্ত্বের আর প্রচলন নাই, অধুনা "নিপুণতা" বা কর্ম্মকুশলতা তত্ত্বই অধিক গণ্য হইতেছে।

অধ্যাপক টাউসিগের "ডিস্‌কাউণ্টেড্ মার্জিন্যাল প্রোডাক্ট" থিওরি

টাউসিগের মতে সাধারণ মজুরি নির্ণীত হয় "ডিস্‌কাউণ্টেড্ মার্জিন্যাল প্রোডাক্ট" বা অগ্রিম সীমান্ত উৎপাদন দ্বারা। এ স্থলে দুটী বাক্য 'ডিস্‌কাউণ্ট' বা "অগ্রিম" এবং "মার্জিন্যাল" বা "সীমান্ত" ভালরূপে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। সীমান্ত কথাটী কৃষিবিষয়ক ব্যাপারে অধিকাংশ সময়েই নিয়োজিত হইয়া থাকে। চাষের যে সীমান্ত রেখা, তাহার দ্বারাই সুদ ও মজুরি ঠিক করা হয়। এই সীমান্ত রেখার উপরে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা জমিদারের হাতে চলিয়া যায় এবং অন্যান্য লোকের পাওনার উপরে কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করে না। যে চাষী সব চেয়ে ভাল জমির অধিকারীর কাছে কাজ করে অর্থাৎ যে সব চেয়ে ভাল জমিতে চাষ করে সেও যে মজুরি পায় আর নিকৃষ্ট জমিতে যে চাষ করে সেও সমান মজুরি পায়। ভাল জমিতে

চাষের উৎপন্ন নিকৃষ্ট জমি অপেক্ষা বেশী পরিমাণ হইতে পারে ; উক্ত সমুদয় উদ্বৃত্ত ফসল জমির ভাগ্যবান অধিকারীর নিকটেই পৌঁছিবে, চাষী মজুর তাহা পাইতে পারে না। "ডিসকাউণ্ট" বা অগ্রিম বলিতে বুঝায় যাহা কিছু মজুরি পাওনার আগেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় হইয়া টাকা ঘরে আসিতে বহু বিলম্ব হইয়া থাকে। কাঁচা মাল, কলকব্জা সব কিছুই মজুর দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে ; কিন্তু সে সকল জিনিষ একই সময়ে ক্রয় বিক্রয় হওয়া সম্ভব নহে। সকল অনুসঙ্গের সংযোগ হইয়া পাকা মালে পরিণত হইয়া তৎপরে বাজারে গিয়া ক্রয় বিক্রয় হইতে সময় অনেকটা লাগিয়া থাকে। এই যে বিস্তৃত সময় ইহার মধ্যে মজুরেরা অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিবে কি উপায়ে? টাকা সমানভাবে সকলের ঘরে মজুত নাই। অধিকাংশ মজুরদের আহারের সংস্থান করিতে পারে এমন পুঁজিও নাই। যাঁহার অতিরিক্ত অর্থ আছে তিনি পুঁজি হইতে মজুরদের কিছু কিছু টাকা মজুরি হিসাবে অগ্রিম দিয়া থাকেন। মহাজনী কারবার হইল মজুরদের পর পর অগ্রিম দাদন দিয়া যাওয়া। মজুরেরা যাহা বাস্তবিক উৎপাদন করিয়া থাকে তাহারই কিয়দংশমাত্র অগ্রিম দেওয়া হয়। কাজেই বলা চলে মহাজনেরা উৎপন্ন দ্রব্যের আংশিক অগ্রিম দিয়া থাকেন।

এই তত্ত্বই আর এক ভাবে বলা চলে। যেমন "শ্রম" হইল ভবিষ্যতের দ্রব্য। যেমন কলকব্জা অথবা অন্য মাল মসলা ভবিষ্যতের দ্রব্য বলিয়া গণ্য করা হয়। শ্রম দ্বারা "উপস্থিত" দ্রব্য (অর্থাৎ ব্যবহার্য্য দ্রব্য কিংবা তুষ্টি নিজই উৎপাদিত হইয়া থাকে) সুদতত্ত্বের একমাত্র ব্যাখ্যা হইল "উপস্থিত" দ্রব্যের মূল্য "ভবিষ্যৎ" দ্রব্যের অপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় ; উপস্থিত টাকা পয়সা বা তুষ্টির উপায় যাহা রহিয়াছে তাহাদের মূল্য ভবিষ্যতের তুষ্টির উপায়ের সঙ্গে একত্ব বা সমত্ব পাইতে পারে না। এই কথাই অন্য ভাবে বলা চলে যে, "বাঁচানী" "স্থগিত রাখা" বা "অপেক্ষা করা" প্রভৃতি কার্য্য নিশ্চয়ই খানিকটা ত্যাগসাপেক্ষ। লোকে যদি সেই ত্যাগের জন্য পুরস্কৃত না হয় তাহা হইলে কেন কষ্ট করিয়া বাঁচাইতে বা ভবিষ্যতের সুখ বা তুষ্টির জন্য অপেক্ষা করিবে? এই অনুপাতে বলা যায় যে, মজুরির তত্ত্ব ও সুদ-তত্ত্ব প্রায় একই প্রকারের।

টাউসিগের মত হইল যে, উৎপন্ন দ্রব্য যত দামে বিক্রয় হইল সেই সমস্ত মূল্যই মজুরকে দেওয়া চলে না। তাহা হইলে প্রভু এবং পুঁজিপতির জন্য আর কিছুই থাকে না। বিক্রয়ার্থ উৎপন্ন দ্রব্যই কোন এক প্রকারের "পুঁজি দ্রব্যও" হইতে পারে। দাদনের পর্য্যায়ের মধ্যে ইহা হয়তো একটী পর্য্যায় মাত্র। যে লোক কলকব্জা বিক্রয় করে অথবা কাঁচা মাল বিক্রয় করে সে হয়তো পুনর্দাদন (রি-ডিসকাউণ্ট) করিয়া থাকে মাত্র। যে পুঁজিপতি উহা ক্রয় করে সে কেবল মাত্র আসল পুঁজিপতিকে কিছুটা টাকা বা পুঁজি পুনঃপ্রাপ্তির বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে এবং তাহার পরের পর্য্যায়ে যখন পাকা মাল প্রস্তুত হয় তখন ক্রেতা পুঁজিদার নিজের পুঁজি হইতে অন্যান্য মজুরদেরকে অগ্রিম টাকা দিয়া থাকেন। কেবল একটা পর্য্যায়ে বা দুইটী পর্য্যায়ে অগ্রিম দান শেষ হইয়া যায় না, পর পর সকল পর্য্যায়েই এইরূপ দাদন দিতে হয়—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না শেষ তুষ্টি (স্যাটিসফ্যাকশন) পাওয়া যায়। প্রথম ধাপে যখন কাঁচা মাল আহরণ করা হয় এবং প্রথম যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করা হয় সেইখান হইতে আরম্ভ করিয়া আসল "আয়" বা তুষ্টির ধাপ পর্য্যন্ত সমস্ত ধাপেই মজুর শ্রেণীকে পুঁজিপতি শ্রেণী টাকা দাদন দিয়া আসেন।

অগ্রিম দাদন যাহা পুঁজিপতিরা সাধারণতঃ করিয়া থাকেন তাহার হার ধরা যাক চলতি বাজার সুদ অনুপাতে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে হার স্থির করা সম্বন্ধে গুরুত্ব অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু যেখানে দ্রব্য প্রস্তুত করা হইতে আরম্ভ করিয়া মূল্য পাওয়া অবধি যে ক্রম তাহা জটিল এবং বহুদিনব্যাপী হইয়া থাকে সে স্থলে মজুরির সহিত উৎপন্নের সম্বন্ধ নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক "পানামা ক্যানাল" খননকালে মজুরি কি ভাবে নিরূপিত ছিল। যাহারা খনন করিতেছিল তখনই তাহাদের মজুরি দিতে হইবে। কিন্তু

আন্তর্জাতিক হিসাবে কত মুনাফা কত পড়তা হইবে কিছুই স্থির করা সম্ভব নহে। সেখানে মজুরিকে উৎপন্নের আংশিক অগ্রিম দাদন দেওয়া হয় বলিলে ঠিক হইবে না। সকল স্থানে ঐ ধরণের কাযে যেরূপ মজুরি দেওয়া হয় সেইরূপ মজুরির অনুপাতে অগ্রিম দেওয়া এখানেও হইয়াছিল। সেখানে পুঁজিপতি একটা ধোঁকা হিসাবে মজুরি দেন, একটা স্পেকুলেশন বা জুয়াখেলা করিয়া থাকেন। হয় তো মজুরি অপেক্ষা বহুগুণ লাভ থাকিয়া যাইতেও পারে, নাও পারে। সমস্ত ব্যাপারটাই ভবিষ্যতের অনিশ্চিত সাফল্যের উপর নির্ভর করে।

উপরিউক্ত তথ্যের দুইটী বিশেষ দ্রষ্টব্য আছে। প্রথম দ্রষ্টব্য হইল চল্‌তি সুদ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে (টাইম-প্রেফারেন্স) "সময়ের উৎকর্ষ" তত্ত্বদ্বারা, নচেৎ সমস্ত যুক্তিই পণ্ড হইয়া যায়। দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য হইল খুব বেশী রকমের "সীমান্ত" লাভ ঠিক করা থাকে। নচেৎ সুদ বা মজুরি কিছুই ঠিক করা যায় না। "সময়ের উৎকর্ষ তত্ত্ব" অর্থাৎ উপস্থিত দ্রব্যের এবং উপভোগের যে দাম তাহা ভবিষ্যতের দ্রব্য ও উপভোগ অপেক্ষা অনেক অধিক। সেই জন্য "সুদ" হিসাবে উপস্থিত ভোগ ত্যাগ করার জন্য লোকে কিছু অর্থ পাইয়া থাকে।

টাউসিগের থিওরির সমালোচনা

(১) এই তত্ত্ব হয়তো একটি ভালচিন্তাসূত্র হইতে পারে; কিন্তু বাস্তব জীবনে ইহার প্রয়োগ হওয়া সম্ভব-পর নহে।

(২) টাউসিগের তত্ত্বে "তৈলাধারে পাত্র কিংবা পাত্রাধারে তৈলের" মত হেঁয়ালি পড়িয়া উঠিয়াছে। যদি বলা যায় যে, সুদের হারই নির্ণীত হয় সময়ের "উৎকর্ষ তত্ত্বদ্বারা" অর্থাৎ উপস্থিত দ্রব্যের উপভোগের যে মূল্য তাহা ভবিষ্যতে দ্রব্যের মূল্য হইতে অতিরিক্ত। এই অতিরিক্ততাই হইল সুদ। কাজেই ভবিষ্যতের তুলনামূলক অনিশ্চিত সুদ উপস্থিতের দ্বারাই ঠিক হইতে পারে না; তাহা হইলে সুদই ঠিক করা যাইতেছে ভবিষ্যতে। এক্ষণে উপস্থিত মজুরির হার সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সুদের হার দ্বারা কিরূপে নির্ণীত হইবে? মজুরদের উৎপন্ন দ্রব্যই সুদের হার নির্ণয় করার উপায় মাত্র। কাজেই সুদের হার তাহাদের মজুরি ঠিক করিয়া দিতে পারে না।

(৩) টাউসিগও ওয়াকারের মত ধরিয়া লইয়াছেন যে, মজুরেরা হইল বক্সী দাবিদার মাত্র। চল্‌তি হারে সুদ ও মুনাফা বাদ দিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হইতে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাই পায়। এ স্থলে ওয়াকারের যাহা সমালোচনা তাহাও প্রযোজ্য।

মজুরির বৃদ্ধি বা কমতি

প্রভুরা মাহিনা দেন টাকা হিসাবে। সেই টাকায় মজুরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, মজুরি দুই প্রকারের—প্রথম টাকার "মজুরি" (মানি ওয়েজ), দ্বিতীয় "খাঁটি মজুরি" (রিয়াল ওয়েজ)। আর্থিক মজুরি দিয়া প্রভুরা পরিত্রাণ লাভ করেন; কিন্তু শ্রমিকরা ঠিক কি পাইল তাহা নির্ণয় করিতে হইলে খাঁটি মজুরির দিক্ হইতে লক্ষ্য না করিলে বুঝা যায় না। অধ্যাপক সেলিগম্যানের মতে মজুরির পার্থক্য হইতে পারে তিন কারণে—প্রথম, বাজারের প্রভাব হেতু; দ্বিতীয়, কার্য্যের বিভিন্নতা হেতু; তৃতীয়, প্রভু ও মজুরদের মধ্যে সাম্যের সম্বন্ধের জন্য।

প্রথম—যেমন সমস্ত দ্রব্যের মূল্যেই প্রাত্যাহিক পরিবর্ত্তন ঘটে, মজুরিও ঠিক তদ্রূপ প্রাত্যাহিক পরিবর্ত্তন-শীল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি চাহিদা হঠাৎ বৃদ্ধি পায় এবং আমদানি বা সরবরাহ স্থির থাকে তাহা হইলে সাময়িক মজুরির হার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কৃষি মজুরেরা চাষের সময় সাধারণতঃ অধিক মজুরি পাইয়া থাকে; কারখানার মজুরদের মন্দার বাজারে হয় অল্প বেতন না হয় অল্প কাজ এই দুইয়ের মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে হয়।

দ্বিতীয়—কার্য্যের বিভিন্নতা হেতুও মজুরির হার কমিয়া যাইতে পারে। এ স্থলে বাজারের সাধারণ মজুরি না ধরিয়া প্রত্যেক কার্য্য যেমন বাড়ীর মিস্ত্রী, ছুতোর মিস্ত্রী, ছাতপেটা মজুর ইত্যাদি ধরণের এক একটি কাজের জন্য

এক এক রকমের মজুরির হার আছে। সেসব হইল "বিশেষ টাকার মজুরি" উহা "সাধারণ টাকার মজুরি" নহে। উক্ত পার্থক্য বাস্তবিক নহে, হয়তো পরোক্ষ মাত্র। ওকের মজুররা এক সময়ে কাজ পায় আবার আর এক সময়ে হয়তো পায় না। বিলাতে ইট প্রস্তুত করে যে মজুররা তাহারা একটা সময়ে কাজ পায় বাকী সময়ে কাজ পায় না।

অ্যাড্যাম-স্মিথ উক্ত কার্য্যের বিভিন্নতাকে পাঁচভাগে ভাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন :—

(১) কার্য্যের ভাললাগার উপর (২) কার্য্যের নিয়তত্তার উপর, (৩) ব্যবসা শিক্ষার সহজ উপায়ের উপর, (৪) মজুরদের উপর কতটা বিশ্বাস এবং নির্ভর করিতে হয় তাহার উপর, (৫) কার্য্যের সাফল্যের উপর। সাধারণ ভাবে বলা চলে মজুরির তফাৎ হয় কার্য্যের তফাৎ আছে বলিয়া। যে ঘড়ি নির্ম্মাণ করে সে হয়তো যে রাস্তা পরিষ্কার করে সেই কাজুদার অপেক্ষা অধিক মাহিনা পাইয়া থাকে; কারণ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির উৎপাদন বিষয়ে যে দান তাহা অন্যের অপেক্ষা অধিক।

যদি ইহা ধরা যায় যে, প্রত্যেক একক মজুর অন্ততঃ মুখ্যভাবে বা অপ্রত্যক্ষে সমান, এবং যদি এক কাজ থেকে আর এক কাজে সহজেই যাওয়া আসার সম্পূর্ণ সুবিধা থাকিত, তাহা হইলে রাস্তার কাজুদারসমূহ ঘড়ির মিস্ত্রীতে পরিণত হইয়া যাইতে পারিত এবং মাহিনাও সব এক স্তরে আসিয়া হাজির হইত। প্রত্যক্ষরূপে দেখা যায় যে, যে কার্য্যে নিপুণতার অধিক আবশ্যক সে কার্য্যের লোক খুবই কম পাওয়া যায় এবং সেই জন্য উক্ত শ্রেণীর মজুরদের মাহিনাও অধিক হইয়া থাকে। নিপুণতার অভাবের কারণ চার রকম হইতে পারে। স্বাভাবিক গুণের অভাব, সুবিধার অভাব, ব্যবসা শিক্ষা করিবার যে খরচা তাহার অভাব এবং এক প্রকারের কার্য্য হইতে আর এক প্রকারের কার্য্যে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক থাকার জন্য কর্ম্ম-কুশলতা হওয়ার অভাব। কার্য্যের মধ্যে বিভিন্নতা প্রাকৃতিক হইতে পারে অথবা কৃত্রিমও হইতে পারে। যে দিক্ হইতে দেখা যাউক না কেন উক্ত দুই অবস্থাতেই ঘটনার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বিহীন এক একটি শ্রেণী গঠিত হয়।

তৃতীয় বৈষম্যের অস্তিত্বের জন্যও সাধারণ মজুরি এবং খাঁটি মজুরির মধ্যে তফাৎ হয়। ইহার কারণস্বরূপ বলা চলে যে, হয় কেবলমাত্র প্রভু বা মজুরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকার জন্য কিংবা পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার আবহাওয়া সম্পূর্ণ পৃথক। শ্রমিকদের দিকে একচেটিয়ার ব্যবস্থা থাকাও সম্ভব। যদি কোন এক শ্রেণীর শ্রমিক একটি বিশেষ ব্যবসাকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্তের মধ্যে আনিতে পারে যে তাহাতে অন্য কোন বাহিরের লোক আর প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা হইলে যাহা মজুরির সাধারণ হার তাহা অপেক্ষা অধিক মজুরি বৃদ্ধি করাইতে পারে। কিন্তু এই রকমের শ্রেণী অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না বাহিরের চাপে। ঠিক ঐ ধরণের শ্রেণী আবার গড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করিবে বেশী মজুরির আশায় এবং প্রতিযোগিতা আসা অবশ্যম্ভাবী। সাময়িক প্রতিযোগিতাবিহীন একচেটিয়ার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে।

কিন্তু অপর দিক্ হইতে প্রভুদের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার অভাব দৃষ্ট হয়। যেমন শ্রমিকদের পক্ষে মাহিনা সাধারণ স্তর অপেক্ষা উর্দ্ধে বাড়ান সম্ভবপর, ঠিক তদ্রূপ প্রভুদের পক্ষে মজুরির হার উক্ত স্তরের নিম্নে নামাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। যদিও এক শ্রেণীর কারখানার মধ্যে প্রতিযোগিতা নাও থাকে তাহা হইলেও বিভিন্ন শ্রেণীর কারখানাতে মজুরদের জন্য একটা প্রতিযোগিতা থাকিতে বাধ্য। শ্রমিকদের এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই যাহার জন্য একচেটিয়া প্রভুর হাতে অল্প মজুরিতেই কাজ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহারা যেখানে অধিক মজুরি পাইবে সেখানেই যাইবে।

সাধারণতঃ দেখা যায় শ্রমিক একক ভাবে নিজের শ্রম যখন বিক্রয় করিতে যায় তাহার অবস্থা তখন সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল। কারণ প্রথমতঃ সে অজ্ঞ, দ্বিতীয়তঃ তাহার প্রয়োজন অতিরিক্ত। অজ্ঞ, কারণ সে যে দ্রব্য প্রস্তুত করিবে তাহার বাজার মূল্য সে জানে না, সে জানিতে পারে মাত্র কতটুকু

তাহার উৎপাদন শক্তি আছে। কিন্তু প্রভুরা জিনিষের মূল্যও জানে, কি খরচা হইবে তাহাও জানে। মজুরদের প্রয়োজন অতিরিক্ত, কারণ প্রভুরা যদি কারখানা না চালায় তাহাদের সেই অনুপাতে খরচাও কমিয়া যাইবে, কিন্তু মজুরদের খরচা চালান অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের সন্ধান করা সম্ভব হইবে না। কাজ কিছু দিন না চালাইলে প্রভুর বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু মজুর যদি কাজ না পায় তাহা হইলে অনশন ভিন্ন আর গতি নাই। মজুরের অবস্থা সেই জন্য তুলনামূলকভাবে দেখিলে বুঝা যাইবে যে উহা অতি শোচনীয়।

পরিশ্রমের সময় ও মজুরির হার

পরিশ্রমের সময় যদি কমান হয় তাহা হইলে মজুরির উপর কি রকম প্রভাব হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, উপস্থিত যাহা ফলাফল তাহাই শেষ ফলাফল নহে। অনেকের বিশ্বাস যে শ্রমিক সংখ্যা কমাইয়া দিলেই বুঝি মজুরির হার তৎক্ষণাৎ বাড়িয়া যাইবে। ধরুন অনেক লোক ট্রাম কোম্পানীর দরজায় চাকুরীর আশায় অপেক্ষা করিতেছে। যাহারা চাকুরী করিতেছে তাহারাও চেষ্টা করিবে যাহাতে তাহাদের কাজ বজায় থাকে। তাহারা মাহিনা বা মজুরি-বৃদ্ধির দিকে তখন লক্ষ্য করিতে পারেনা। যদি বাহিরের লোক চলিয়া যায় তাহা হইলে ট্রাম কোম্পানী মাহিনা বাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত হইবে। এখন কথা হইতেছে যে, যদি ট্রাম যত মাইল চলে ঠিক তত মাইলই চলিতে থাকে অথচ শ্রমিকদের কার্য্যের সময় কমাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আরও লোকের আবশ্যক হইবে। তখন অধিক লোক কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে এবং হয়তো কিছু মাহিনাও বৃদ্ধি করিতে হইবে। এ স্থলে আর একটা দিকে লক্ষ্য করা আবশ্যক, যেমন ধরুন যদি ট্রামওয়ের মজুররা এই রকম কৃত্রিম প্রথায় মাহিনা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে তাহা হইলে ট্রাম রাস্তা যতটা বাড়িত তাহা হইবে না অথবা যে সব অঞ্চলে লাভ কম সে সকল স্থানের রাস্তা বন্ধ হইয়া যাইবে। তখন যারা ট্রামে চাপিয়া আসা যাওয়া করিত, তাহাদের অনেকেই হয়তো, পথে হেঁটেই নগরে বা কর্ম্মস্থলে যাতায়াত করিবে। কাজেই মজুরসংখ্যা কমাইয়া কিছুই ফললাভ হয় না, কারণ একই সময়ে "মজুরি তহবিল" ঠিক বাঁধা ধরা নয়।

অধ্যাপক মার্শ্যালের মতে কার্য্যের চাহিদা আসে "জাতীয় অর্জ্জন" (ন্যাশান্যাল ডিভিডেণ্ড) হইতে। অথবা আর এক কথায় কার্য্যের থেকে চাহিদা আসে। এক রকমের কার্য্যের যদি চাহিদা কমিয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে আরও অন্যান্য রকমের কার্য্যের চাহিদাও কমিয়া আসিবে।

মার্শ্যালের যুক্তি হইল যদি শ্রমিকরা অধিক পরিশ্রম করিয়া থাকে, পরিশ্রমের সময় অল্প করিয়া দিলে তাহাদের দৈহিক শক্তি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিতে পারে না। দৈহিক এবং নৈতিক উন্নতিসাধন হেতু শ্রমিকদের যে কর্ম্মকুশলতা বৃদ্ধি পাইবে এবং তজ্জনিত তাহাদের মাহিনা বৃদ্ধি পাইবে, ইহা অল্প সময়সাপেক্ষ নহে।

হয়তো এমনও হইতে পারে যে, সময় কমাইবার পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেশের সাধারণ উন্নতি হইল, অথবা বিশেষ করিয়া সেই ব্যবসায়ে খুবই লাভ হইল এবং উৎপাদনের প্রণালী বিষয়েও যথেষ্ট উন্নতি সাধন হইল, টাকার ক্রয়শক্তিও বৃদ্ধি পাইল। এদের একত্রীকৃত প্রভাব সংযোগে মজুরির বৃদ্ধি হইতে পারে। এ স্থলে ঠিক ঘণ্টা বা সময় কমানোর জন্য মজুরি বৃদ্ধি হইয়াছে এইরূপ কারণ নির্ণয় করিলে ভুল হইবে। যেমন সাগরের সমস্ত তরঙ্গগুলি যদি এক সঙ্গে আসিয়া একটী পাথর ফেলিয়া দেয় তখন কোন এক বিশেষ তরঙ্গ হইতে প্রস্তরটী নিক্ষিপ্ত হইল তাহা নিরাকরণ করিতে যাওয়ার মত উহা ভ্রান্তিযুক্ত হইবে। কাজেই মার্শ্যাল বলেন যে, দুটী বিভিন্ন প্রশ্নকে মিশ্রিত করিয়া ফেলা ঠিক নহে। কোন জলাধারের যদি একটী জল নিষ্কাশনের পথ থাকে তাহা হইতে জলের পরিমাণ কতক কমিয়া যায় সত্য; কিন্তু যদি অন্য দিক্ হইতে খুব বেশী পরিমাণে জল আসিয়া হাজির হয় তাহা হইলে জলাধারে জল কমা দূরে থাক বরং তাহা অতিরিক্ত হইয়া যাইবে। যদিও কতকগুলো ব্যবসায় হয়তো যেখানে দুটো সিফ্‌ট্ খাটানো সম্ভবপর হইবে না সেসকল স্থলে অল্প ঘণ্টা

করায় উৎপাদন কমিয়া যাইবে; কিন্তু সাধারণ উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি পাইলে উক্ত প্রকারের ব্যবসায়ীদের কিছুতেই লোকসান হওয়া সম্ভবপর নহে।

অষ্ট্রেলিয়াতে শ্রমের ঘণ্টা অল্প করিয়া দেওয়ার (১০ ঘণ্টা হইতে ৮ ঘণ্টা) ইতিহাস দেখিলে উপরিউক্ত তথ্যটী পরিষ্কার বুঝা যাইবে। তখন সুবর্ণ খনির উন্নতি, পশমের মূল্য চড়া সেই সঙ্গে ভেড়ার ব্যবসায় খুবই উন্নত। বিদেশ থেকে পুঁজি আমদানি করিয়া দেশের মজুররা রেলওয়ে নির্ম্মাণে ব্যস্ত; বিদেশীদের আমদানি, ব্যবসার সুখ্যাতি প্রভৃতি নানাদিক্ হইতে এমন একটা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি আসিয়া পৌঁছিল যাহাতে ১০ ঘণ্টা হইতে ৮ ঘণ্টা মজুরি কমাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও কোন ক্ষতি হইল না।

সংখ্যাবিজ্ঞানে জ্যামিতিক গড় ও লগারিথমের প্রয়োগ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, বি এস্-সি, বি এস্

সূচক-সংখ্যা পদ্ধতি

সূচক-সংখ্যা বর্ত্তমানে ধনবিজ্ঞানের প্রায় প্রত্যেক শাখাতে বহুল পরিমাণে প্রচলিত। সূচক-সংখ্যা-সম্বলিত তথ্য জাতিসঙ্ঘের দপ্তরে স্থান পাইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রের দপ্তর হইতে নিজ নিজ দেশের আর্থিক বা সামাজিক নানাবিধ তথ্য এখন সূচক-সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত হয়। আর্থিক বা সামাজিক কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন বিভিন্ন সময়ে বা বিভিন্ন স্থানে কিরূপ হইয়াছে তাহা তুলনা করিবার জন্য সূচক-সংখ্যা ব্যবহার করা হয়, মোটের উপর সূচক-সংখ্যাকে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন মাপিবার একপ্রকার মাপকাঠি, যন্ত্র বা কৌশল বিবেচনা করা যায়। কোন সময়ের বা কোন স্থানের একটি বিশেষ তথ্যকে '১০০' ধরা হয়। যে অনুপাতে বিশেষ তথ্যটিকে '১০০' ধরা হয়, সেই অনুপাতে বিভিন্ন সময়ের বা বিভিন্ন স্থানের তথ্যকে যে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায় সেই সংখ্যাগুলিকে সূচক-সংখ্যা বলা যায়।

জাতিসঙ্ঘের ব্যবহৃত সূচক-সংখ্যার একটি দৃষ্টান্ত :—

যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের সূচক-সংখ্যা[১]

১৯২৯ = ১০০

	জার্ম্মাণি	আমেরিকা	ফ্রান্স	ইতালী	ইংলণ্ড	জাপান
১৯২৯	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	—
১৯৩০	৮২·৪	৪৫·৪	১০০·০	৯১·৩	৯৬·৪	১০০·০
১৯৩১	৫৯·০	২৬·৩	৮৬·৬	৭৯·৬	৭৮·৪	৯৪·০
১৯৩২	৩৭·৯	১২·৬	৬১·৫	৬৭·৮	৭৩·২	১০৭·১
১৯৩৩	৪১·৫	১৭·৪	৬৮·৮	৬৮·৮	৭৯·৩	১৩৭·৬
১৯৩৪	৬১·৯	২৯·৭	৬৩·১	৭২·৬	৯২·৭	১৮০·০
১৯৩৫	৮২·২	৪৫·২	৬১·১	৯৭·৯	১০৩·৩	২১১·৯
১৯৩৬	৯৭·৭	৮৭·৭	৬৯·৯	১১৫·৩	১২১·৫	২৪১·৮
১৯৩৭	১১৮·৩	১২০·০	৭৯·৭	১২৬·৭	১৩৪·২	—

১৯২৯ সনে যে পরিমাণ যন্ত্রপাতি নির্ম্মিত হইয়াছিল সেই পরিমাণকে প্রত্যেক দেশের জন্য '১০০' ধরিলে সংখ্যাগুলি বিভিন্ন সময়ের পরিমাণ 'সূচনা' করে। এইরূপ সংখ্যাগুলিকে 'সূচক-সংখ্যা' বলা হয়।

জাতিসঙ্ঘের ব্যবহৃত সূচক-সংখ্যার আর একটি দৃষ্টান্ত[২] :—

১ ও ২। মান্থলি বুলেটিন অব্ ষ্ট্যাটিষ্টিক্স—লীগ্ অব্ নেশানস্—নং ৪, ভলিয়ুম ১৯, এপ্রিল ১৯৩৮।

কার্য্যরত জনসমষ্টির সূচক-সংখ্যা

(১৯২৯ = ১০০)

	জার্মাণি	আমেরিকা	ফ্রান্স	ইতালী	ইংলণ্ড	জাপান
১৯২৯	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০
১৯৩০	৯৩·৩	৮৭·২	৯২·৫	৯৭·৩	৯৬·০	৯০·০
১৯৩১	৮১·৫	৭৩·৮	৮০·৯	৮৮·৮	৯২·৩	৮১·৭
১৯৩২	৭১·১	৬২·৬	৭৯·৪	৭৮·৫	৯১·৭	৮২·০
১৯৩৩	৭৪·০	৬৮·৮	৬৬·৯	৭৯·৪	৯৪·৮	৮২·৯
১৯৩৪	৮৫·৫	৭৮·৮	৭৩·৫	৮২·৯	৯৯·২	১০০·২
১৯৩৫	৯০·৬	৮২·১	৭৪·১	৯৪·০	১০১·৬	১০৯·৭
১৯৩৬	৯৭·২	৮৭·৮	৭৮·৭	৯৪·৯	১০৬·৮	১১৫·৮
১৯৩৭	১০৪·৩	৯৪·৯	৭৫·০	১০৪·৫	১১২·৪	—

সূচক-সংখ্যা দ্বারা তথ্য প্রকাশ করিলে কোন্ বিশেষ তথ্যকে '১০০' ধরা হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বলিয়া দিতে হয়; যাহা উপরের তালিকার মাথার উপরে লেখা আছে '১৯২৯ = ১০০', অর্থাৎ ১৯২৯ সনের অবস্থাকে '১০০' ধরা হইয়াছে—অন্যান্য সংখ্যা এই অনুপাতে বিভিন্ন সময়ের অবস্থা নির্দ্দেশ করিতেছে।

অন্যান্য রাষ্ট্রও সূচক-সংখ্যা দ্বারা আর্থিক বা সামাজিক নানাবিধ তথ্য প্রকাশ করে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত :—

নিউজীল্যাণ্ড

পূর্ণবয়স্ক পুরুষের সাপ্তাহিক মজুরির সূচক-সংখ্যা*

(সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের গড় বার্ষিক ১৯২৬ হইতে ১৯৩০ পর্য্যন্ত যেরূপ ছিল তাহা = ১০০·০)

শিল্পকার্য্যের নাম	১৯১৪	১৯৩৫	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৭
কাঠের কাজ	৬৩·৪	৮৯·৯	৮১.৬	১০১·৪	১০৯·৭
ধাতুর কাজ	৭১·৭	৯৩·৬	৯৫·২	১০৪·৮	১১২·৫
খনির কাজ	৬৬·৪	৯৩·৮	৯৬·৫	১০১·০	১০৭·৬
কৃষি কাজ	৫১·৯	৫২·৮	৫৪·১	৬৯·৪	৮২·৪

সুইডেন্

গৃহনির্ম্মাণ-তৎপরতার সূচক-সংখ্যা†

মোট খরচ, ১৯১৩ = ১০০

১৯৩৫	মার্চ্চ	
	জুন	
	সেপ্টেম্বর	
	ডিসেম্বর	
১৯৩৬	মার্চ্চ	
	জুন	
	সেপ্টেম্বর	
	ডিসেম্বর	
১৯৩৭	মার্চ্চ	
	জুন	
	সেপ্টেম্বর	
	ডিসেম্বর	

ক্যানাডা

চিংড়ী মাছ—টিনের কৌটায় প্যাক করা ‡

হ্যালিফ্যাক্সে ১৯২৬এর দর = ১০০

১৯৩৭	
জানুয়ারী	৭৮·৩
ফেব্রুয়ারী	৭৮·৩
মার্চ্চ	৭৫·০
এপ্রিল	৭৫·০
মে	৭৬·৭
জুন	৮০·০
জুলাই	৮৬.৭
আগষ্ট	৮৬·৭
সেপ্টেম্বর	৮৫·০
অক্টোবর	৮৩·৩
নবেম্বর	৮৩·৩
ডিসেম্বর	৮০·০

—

৩। মান্থলি অ্যাব্‌ষ্ট্রাক্ট অব্ ষ্ট্যাটিষ্টিক্স, ডমিনিয়ন্ অব্ নিউজীল্যাণ্ড, ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮।

৪। ইন্‌ভেন্স নং ১৪৭, মার্চ্চ ১৯৩৮, সভেন্স্কা হেণ্ডেলস্-বাঙ্কেন, ষ্টকহল্ম্, সুইডেন।

৫। "প্রাইসেস অ্যাণ্ড প্রাইস্ ইন্‌ডেক্সেস্" ১৯১৩—১৯৩৬ ক্যানাডা ডমিনিয়ন্ বিউরো অব্ ষ্ট্যাটিস্টিক্স—ইণ্টার্ণাল্ ট্রেডব্র্যাঞ্চ।

ভারতবর্ষ

জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার খরচের সূচক-সংখ্যা*

(১৯১৪ সনের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের গড়পড়তা ধর = ১০০)

১৯৩৬-৩৭

	পাটনা	মজঃফরপুর	মুঙ্গের	কটক	রাঁচী
এপ্রিল	১০৫	৯৩	১০০	৮৬	৯৬
মে	৯৯	৯৩	১০৩	৮৯	৯১
জুন	৯৯	৯৪	১০৩	১০৪	৯৩
জুলাই	৯৯	৯৬	১০৪	১০৭	৯৬
আগষ্ট	৯৯	৯৫	১০৩	১০৩	৯০
সেপ্টেম্বর	১০২	৯৮	১০২	৯৯	৮৫
অক্টোবর	৯৯		১০৪	৯৭	৮৯
নবেম্বর	৯৬	৯৫	১০৪	৯৮	৮৮
ডিসেম্বর	৯৫	৯০	৯৮	৯০	৮৬
জানুয়ারী	৯৯	৯৩	৯৮	৯৭	৮৭
ফেব্রুয়ারী	১০১	৯৫	৯৮	৯৩	৮৮
মার্চ্চ	৯৮	৯৪	৯৮	৯৬	৮৬

যে সকল দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বিষয়ে সূচক-সংখ্যা ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন সময়ের বা বিভিন্ন স্থানের আর্থিক বা সামাজিক অবস্থা কোন বিশেষ সময়ের বা বিশেষ স্থানের আর্থিক বা সামাজিক অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া একটি মাপকাঠি অনুযায়ী প্রকাশ করা যায়।

কোন বিশেষ তথ্যকে '১০০' ধরিয়া সূচক সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবার প্রণালী ইংলণ্ডে প্রফেসর ষ্ট্যানলী জীভন্‌স্ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচলন করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে দ্রব্যমূল্য ও ক্রয়-ক্ষমতার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা। বঙ্গদেশে তুলনামূলক পরিবর্ত্তন বুঝাইবার জন্য কোন সময়ের বা স্থানের বিশেষ কোন অবস্থাকে "ষোল আনা" ধরিয়া অন্য সময়ের বা অন্য স্থানের পরিবর্ত্তন সেই অনুপাতে কয় আনা তাহা বলার প্রথা চলিত আছে। যেমন, "গত সনের তুলনায় এবার বার আনা ফসল হইয়াছে।" "এবার দশ আনা খাজনা আদায় হইয়াছে" ইত্যাদি বলার রীতি আছে। কি জীভন্‌সের দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যা, কি বঙ্গদেশের কত আনার ফসল বা খাজনা আদায়—উভয় ক্ষেত্রেই একটি 'সাধারণ' বিষয়ের কল্পনা করা হইতেছে। জীভন্‌সের দ্রব্যমূল্যের 'সর্ব্বসাধারণ' সূচক-সংখ্যা সম্বন্ধে এমন একটি বিষয়ের কল্পনা করা হইতেছে, যাহার কল্পনা ব্যতীত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন সত্তা নাই। কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের কোন বিশেষ মূল্যের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার করা যায়। কিন্তু কোন স্থানের যত দ্রব্য আছে তাহাদের সকল প্রকার মূল্যের বাস্তব বা ব্যবহারিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়, ইহার অস্তিত্ব বরং কল্পনা করা যায়। সূচক-সংখ্যাকে অনেক সময় এইরূপ কল্পনার সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করা হয়—তখন সূচক-সংখ্যা দ্বারা একটা "সর্ব্ব-সাধারণ" বা "সমগ্র" অবস্থার আভাস দেওয়া হয়।

এইরূপ "সর্ব্বসাধারণ" দ্রব্যমূল্যের কাল্পনিক বিষয় হইলেও ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা এমন একটি অবস্থার সূচনা করে যাহার উপর অন্য অনেক বিষয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভর করে, যেমন, 'সর্ব্বসাধারণ দ্রব্যমূল্য' কম হইলে ব্যবসায় 'মন্দা' দেখা দেয়, বেশী হইলে ব্যবসায় 'তেজী' ভাব দেখা যায়। তেমনি দেশের 'সর্ব্বসাধারণ ফসল' এমন অবস্থার সূচনা করে যে ইহা কম হইলে খাজনা কম আদায় হয় এমন কি রাজস্বের ঘাটতিও হইতে পারে।

সূচক-সংখ্যার সংজ্ঞা এইরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে :—

১। সূচক-সংখ্যা হইল সেই সংখ্যা যাহার নিজের পরিবর্ত্তন দ্বারা যে তথ্যের সঠিক পরিমাপ নির্ণয় করা সম্ভব নয় তাহার তারতম্য সূচনা করিতে পারে।"

(এলওয়ার্থ—ইকনমিক্ আর্গাল, ১৯২৫, পৃঃ ৩৭৯)।

[সংজ্ঞাটি ইংরাজীতে এইভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে :—"অ্যান্ ইন্‌ডেক্স নাম্বার্ ইস্ এ সিরিজ্ অ্যাড্যাপ্টেড্ বাই ইটস্ ভ্যারিয়েশনস্ টু ইন্‌ডিকেট্ দি

* মাসুলি পার্ভে অব্ বিজনেস্ কণ্ডিশনস্ ইন্ ইণ্ডিয়া, ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮, ভলিয়ুম ৪, নং ১১।

ইন্‌ক্রিস্ অব্ ডিক্রিস্ অব্ এ ম্যাগ্‌নিচিউড্ নট্ সাপে-স্টিব্‌ল্ টু অ্যাকিউরেট মেসারমেণ্টস্।"]

২। "সূচক-সংখ্যা আমরা ব্যবহার করি যেসকল বস্তুর সোজাসুজি পরিমাপ নির্ণয় করিতে পারি না তাহাদের পরিবর্তন মাপিবার জন্য, অথচ সে বস্তুগুলির সম্বন্ধে ইহাও জানি যে, তাহারা পরিমাপ করা যায় এমন অপর অনেক বস্তুর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে—এমন কি হ্রাস বৃদ্ধি ঘটায়, কিন্তু বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্ন প্রকারে প্রভাবান্বিত করে এমন সমস্ত কারণের প্রতিক্রিয়ার ফলে এই প্রভাব লুপ্ত থাকে।"

(বাউলি;—এলিমেণ্টস্ অব্ ষ্ট্যাটিস্‌টিক্স, ১৯২০, পৃঃ ১৯৬)

[এই সংজ্ঞাটি ইংরাজীতে এইভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে :—"ইন্‌ডেক্স নাম্বারস্ আর্ ইউসড্ টু মেসার দি চেঞ্জ ইন্ সাম্ কোয়ান্টিটি হুইচ্ উই ক্যান্‌নট্ অব্‌সার্ভ ডিরেক্টলি, হুইচ্ উই মে টু হ্যাভ্ এ ডেফিনিট্ ইন্‌ফ্লুয়েন্স অন্ মেনি আদার্ কোয়ান্টিটিস্ হুইচ উই ক্যান্ সো অব্‌সার্ভ, টেন্‌ডিং টু ইন্‌ক্রিস্ অর্ ডিমিনিস্ অর্, হোয়াইল দিস্ ইন্‌ফ্লুয়েন্স ইস্ কন্‌সিড্ বাই দি অ্যাক্‌শন্ অব্ মেনি কসেস্ অ্যাফেক্‌টিং দি সেপারেট্ কোয়ান্টিটিস্ ইন্ ভিফারেণ্ট ওয়েস্।"

কোন বিশেষ বিষয়ে সূচক-সংখ্যাগুলির গড়ন কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে যে তথ্যকে "১০০" ধরা হইবে তাহার উপর। একই তথ্যকে বিভিন্ন প্রথায় বা বিভিন্ন সর্তে '১০০ ধরা যায়; যে যে সর্তে ১০০ ধরা হয় সেই সেই সর্তের উপর অন্যান্য তথ্যগুলির সূচক সংখ্যা নির্ভর করে। যে কোন তথ্যকে বিভিন্ন সর্তে ১০০ ধরিয়া আরভিং ফিশার ১০৪ প্রকারে সূচক-সংখ্যা নির্ণয়-কৌশল দেখাইয়াছেন ["মেকিং অব্ ইন্‌ডেক্স নাম্বার"—আই, ফিশার প্রণীত]। সূচক সংখ্যা নির্ণয় পদ্ধতি ও বিভিন্ন পদ্ধতির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সংখ্যাবিজ্ঞানে বহু পরীক্ষা ও গবেষণা ক্রমাগত চলিতেছে।

যৌথ পরিবর্তনের সূচক সংখ্যা

একজাতীয় অনেকগুলি বিষয়ের যৌথ পরিবর্তন নির্দ্ধারণ করিবার কৌশল হিসাবে সূচকসংখ্যা ব্যবহৃত হয়। এই বিষয়গুলির হয় ত একটির পরিবর্ত্তন অপর কোন একটির পরিবর্ত্তনের সহিত সামঞ্জস্যহীন—প্রত্যেকটিরই পরিবর্ত্তনের মধ্যে হয়ত কিছু না কিছু পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। এরূপ একজাতীয় বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন প্রকার পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত দেখা যায় কোন এক জাতীয় বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যমূল্য পরিবর্ত্তনে। যেমন, খাদ্যসামগ্রীর নানা দ্রব্যের মূল্য কোন বিশেষ দুইটি সময়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু সূচক-সংখ্যার কৌশলে সমগ্র খাদ্যসামগ্রীর অথবা কয়েকটি অতিশয় প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর যৌথ পরিবর্তন কোন বিশেষ দুইটি সময়ের মধ্যে কিরূপ তাহা নির্ণয় করা যায়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে সূচক সংখ্যার সার্থকতা কি? কোন একটি বিশেষ দ্রব্যমূল্যের তারতম্য এবং এক জাতীয় অথচ বিভিন্ন দ্রব্যমূল্যের যৌথ তারতম্য এই উভয় প্রকার তারতম্যের কোনটির সার্থকতা কিরূপ তাহা বিবেচনা করিলে সূচক সংখ্যার তাৎপর্য্য ও সার্থকতা পরিস্ফুট হয়। কোন বিশেষ দ্রব্যের তারতম্য হয় নানা কারণে। যেমন, দ্রব্য উৎপাদন করিবার কৌশল যেরূপ ব্যয়সাধ্য তাহার উপর কতকটা, জনসাধারণের রুচির উপর কতকটা, প্রতিযোগিতার প্রাবল্যের উপর কতকটা, দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় ইত্যাদি সম্পর্কে সরকারী বিধিনিষেধের উপর কতকটা, এইরূপে বহুবিধ কারণের উপর কোন বিশেষ দ্রব্যমূল্য নির্ভর করে। একজাতীয় বিভিন্ন দ্রব্যের উপর বিভিন্ন প্রকার কারণের প্রভাব বিভিন্ন কিন্তু একজাতীয় বিভিন্ন দ্রব্যের উপর এইসকল কারণ একত্রিতভাবে প্রভাব বিস্তার করিলে মোট ফল কিরূপ দাঁড়ায় তাহা সূচক-সংখ্যাদ্বারা পরিস্ফুট হয়। সূচক-সংখ্যাদ্বারা কি কাঁচা মালের, কি কলে প্রস্তুত-শিল্পসামগ্রীর, কি কোম্পানীর কাগজগুলির, কি যানবাহন খরচার, কি মজুর মাহিনার, সকল প্রকারের যৌথ মূল্য নির্দ্ধারণ ও তাহাদের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। দ্রব্যমূল্য ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের যৌথ তারতম্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সূচক-সংখ্যা ব্যবহার করা যায়, যেমন সূচক-সংখ্যা দ্বারা পণ্য উৎপাদন, পণ্য বণ্টন, বাণিজ্যের

অবস্থা, মাওল আদায় প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বা বিভিন্ন স্থানের মোট তারতম্য সূচনা করিবার জন্য ও সূচক-সংখ্যা ব্যবহার করা যায়।

যে কোন বিশেষ বা সাধারণ উদ্দেশ্যে সূচক-সংখ্যা ব্যবহার করা যায়—কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই হউক সূচক-সংখ্যা হইতে অনেকগুলি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সংবাদ গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

একজাতীয় অনেকগুলি বিষয় হইতে সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা যায় সকল বিষয়ের যৌগিক বা আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্য ধরিয়া গণনা করিলে।

শেয়ার বাজার

(কলিকাতা, নবেম্বর ১৯৩৮)

নবেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শেয়ার বাজার কিছু গরম যায়। ইয়োরোপের রাজনৈতিক ব্যাপারে অনিশ্চয়তার অভিনয় পুরাদস্তুর চলিলেও কোম্পানীর কাগজ-ধরের উঠানামা একরূপ প্রায় হয় নাই। এ ঘটনাটি আশ্চর্য্যজনক হইলেও ইহা হইতে দেখা যায় যে, ভারতীয় কাগজ ধর হুবহু বিলাতী কাগজ ধরের দেখাদেখি উঠা নামা করিবে না, যদিও ধর-তারম্যের কিছু সামঞ্জস্য অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই থাকে। বিলাতের বাজার বুঝিয়াছে যে, নূতন পার্থ্যের কর এবং সরকারের ঋণ গ্রহণের সম্ভাবনা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এখন সেরূপ নাই, এবং এই কারণে সরকারী কাগজ ধর কিছু তেজী যে যাইতেছে না তাহা নহে। কিন্তু ভারতীয় কোম্পানীর কাগজ ধর তেমন তেজী যাইতেছে না। সেই জন্য কলিকাতার বেপারী মহলে যে সন্দেহ প্রকাশ পাইতেছে যে কোম্পানীর কাগজ ধর হয়ত সাময়িকভাবে কিছুকালের জন্য সর্ব্বোচ্চ সীমায় পৌঁছিয়াছে তাহা হয়ত অমূলক নহে।

রিসার্ভ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে গুজব উঠে যে, ভারতে রিসার্ভ ব্যাঙ্ক স্বর্ণ ক্রয় করিতেছে এবং এ স্বর্ণ ক্রয়ের উদ্দেশ্য বিক্রীতে মজুত সমপরিমাণ স্বর্ণ বিক্রয়। এ গুজব সত্য হইলে বাট্টার হার দুর্ব্বল হইয়া পড়িত সন্দেহ নাই। কিন্তু রিসার্ভ ব্যাঙ্কের গত অক্টোবর মাসের শেষ কয়েক সপ্তাহের বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, ভারতে ও ভারতের বাহিরে রিসার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে মজুত স্বর্ণের পরিমাণের তারতম্য হয় নাই। রিসার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ধর নবেম্বর মাসে প্রায় স্থির থাকে।

অডিনান্সের পরিবর্ত্তে মালিকেরা স্বেচ্ছায় চটকলের কার্য্যকাল একযোগে নির্দ্ধারণ করিতে পারে কিনা এ বিষয়ে আপোষ রফা হয় নাই। নবেম্বর মাসের মাঝে চটকলের শেয়ারধর তেজী যায়, পরে আবার প্রায় পূর্ব্ববৎ মন্দা দেখা যায়।

কয়লা খনির কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ধর কিছু তেজী যায়। ভারতীয় সরকারী রেলপথের কয়লা সরবরাহের টেণ্ডার সম্বন্ধে ভারতীয় কয়লাখনির মালিকদের মধ্যে কয়লার দাম সম্পর্কে মতদ্বৈধ রহিয়া যায়, এজন্য টেণ্ডারে বিশেষ সুবিধা হয় নাই—শেয়ার ধর তেমন তেজী হয় নাই।

ধাতু শিল্পের শেয়ার ধর কিছু তেজী যায়। এরূপ যে হইবে তাহা আমরা গত মাসে অনুমান করিয়াছিলাম।

কোম্পানীর কাগজ

কয়েকটি কোম্পানীর কাগজের ধর ছিল এইরূপ :—

শতকরা সুদ	৩ নবেঃ	১০ নবেঃ	১৭ নবেঃ	২৪ নবেঃ
,, ৩৲	৯৮৲	৯৮৶০	৯৮৶০	৯৮৶০
,, ৩৲ (১৯৫১-৪৪)	১০১৲০	১০১৲০	১০১৲০	১০১৲০
,, ৩৲০ (১৯৪৭-৫০)	১০৫৶০	১০৫৶০	১০৫৲০	১০৫৶০
,, ৪৲ (১৯৪৪-৫৪)	১১৬৶০	১১৬৲৯	১১৬৲০	১১৬৶০
,, ৪৲ (১৯৬০-৭০)	১১১৶০	১১১৶০	১১১৲০	১১১৶০

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ার দর ছিল এইরূপ :—

	১০ নবেঃ	১৭ নবেঃ	২৫ নবেঃ
রিজার্ভ	১১৩৷৹	১১৪৷৹	১১৫৷৹
ইম্পিরিয়াল	১৪৮৲	১৪৮৲	১৪৮৹৲
ঐ আংশিক	৩৭৯৲	৩৮৫৲	৩৮৪

চটকল

কয়েকটি চটকলের শেয়ার দর ছিল এইরূপ :—

	৩ নবেঃ	১০ নবেঃ	১৭ নবেঃ	২৪ নবেঃ
অ্যাংলো ইণ্ডিয়া	৩০৫৲	৩১৫৲	৩১০৲	৩০৯৲
ক্লাইভ	২৩৲	২৩৲	২৩৲	২২৬৹
ফোর্ট উইলিয়াম	২১৬৲	২১৪৷৹	২১২৲	২১২৲
হাওড়া	৫০৪৵৹	৫১৷৵৹	৫১৬৹	৫১৬৵৹
কামারহাটি	৪১২৲	৪১৮৲	৪১৮৲	৪১৯৲

কাপড় কল

কয়েকটি কাপড় কলের শেয়ার দর ছিল এইরূপ :—

	৩ নবেঃ	১০ নবেঃ	১৭ নবেঃ	২৪ নবেঃ
বঙ্গলক্ষ্মী	৪২৲	৪২৲	৪২৲	৪২৲
কেশোরাম	৬৷৵৹	৬৷৹	৬৷৵৹	৬৷৵৹
মোহিনী				১০৲

চা-বাগান

কয়েকটি চা-বাগানের শেয়ার দর ছিল এইরূপ :—

	৩ নবেঃ	১০ নবেঃ	১৭ নবেঃ	২৪ নবেঃ
বেটজান (আসাম)	২০৷৹	২০৷৹	২০৷৹	২০৷৹
বিশ্বনাথ ( )	২৩৷৹	২৩৷৹	২৩৷৹	২৩৷৹
হাসিমারা (দুয়ার)	৩৭৷৹	৩৭৷৹	৩৮৸৵৹	৪৮৸৵৹
হাদকোওয়া (তরাই)	১০৷৹	১০৷৵৹	১০৷৵৹	১০৷৵৹
হর্ষতিক্ষিয়া (শ্রীহট্ট)	১৭৷৵৹	১৯৲	১৯৲	১৯৲

বিজলী

কয়েকটি বিজলী কোম্পানীর শেয়ার দর ছিল এইরূপ :—

	৩ নবেঃ	২৪ নবেঃ
বেঙ্গল টেলিফোন	১৮৷৵৹	১৮৷৵৹
কলিকাতা ইলেকট্রিক	৩৮ সি ৬	৩৮ সি ৯ ৩৯ সি ৩ ৩৯ সি ৩
ইউ পি	১৬৯৲	১৬৯৲ ১৬৯৲ ১৬৯৲

কয়লা খনি

কয়েকটি কয়লা খনির শেয়ার দর ছিল এইরূপ :—

	৩ নবেঃ	১০ নবেঃ	১৭ নবেঃ	২৪ নবেঃ
অ্যামালগ্যামেটেড্	২৪৷৹	২৪৸৵৹	২৫৸৵৹	২৫৸৵৹
বেঙ্গল	৩০০৲	৩০৩৲	৩০৯৲	৩০৯৲
বরাকর	১৩৸৹	১৪৷৵৹	১৪৷৵৹	১৪৷৵৹
ইকুইটেবল	৩৫৷৹	৩৫৷৵৹	৩৬৷৹	৩৬৷৵৹
রাণীগঞ্জ	৩৩৷৵৹	৩৪৵৹	৩৪৲	৩৪৷৹

বিবিধ

কয়েকটি বিবিধ শেয়ার দর ছিল এইরূপ :—

	৩ নবেঃ	১০ নবেঃ	১৭ নবেঃ	২৪ নবেঃ
বর্ধাকর্পোরেশন	২৷৵৹	২৷৹	২৷৵৹	২৷৵৹
রোডেশিয়া কপার	১৷৵৹	১৷৵৹	১৷৹	১৷৵৹
ইণ্ডিয়ান আয়রণ	২৮৷৵৹	২৯৸৵৹	৩২৷৵৹	৩২৯৵৹

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible] পরিষদের [illegible] বার্ষিক অধিবেশন, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত (৪৫

[illegible] পরিষদের সভাপতি ডাঃ স্যর প্রফুল্লনাথ বীরের মৃত্যুতে শোক-সভা,—
চট্টগ্রামের পথে ট্রেনে অনুষ্ঠিত (৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩৮)

আর্থিক উন্নতি

মাঘ—১৩৪৫ ১৩শ বর্ষ—১০ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড় আশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

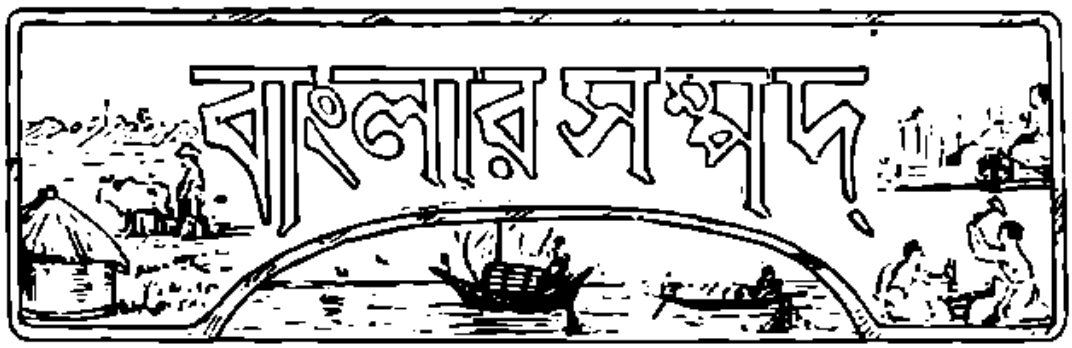

বাংলাদেশে ইলিশের চাষ

ভাগীরথী, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি বাঙ্গালার বড় বড় নদীসমূহে ইলিশ মাছের ডিম প্রসবের স্থানগুলি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সন্ধান ও আবিষ্কার করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মৎস্যবিশেষজ্ঞের চূড়ান্ত রিপোর্ট বর্ত্তমানে বাংলা সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। প্রকাশ, উক্ত রিপোর্টে তিনি এই অভিমত প্রদান করিয়াছেন যে, ডিম পাড়িবার কালেও ব্যাপকভাবে ইলিশ মাছ ধরা হইয়া থাকে বলিয়া এই জাতীয় মাছ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে। সেই আশঙ্কা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে। উপরিউক্ত নদীসমূহে 'মৎস্যওয়াটিকা' প্রতিষ্ঠার দ্বারা ইলিশ মাছ রক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। ডিম প্রসবের সময় মাছ ধরা যদি আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে যদি আদর্শ মৎস্যওয়াটিকা স্থাপিত হয় তবে ইলিশমাছ এত প্রচুর জন্মাইবে যে, বাঙ্গলাদেশ নিজের প্রয়োজন মিটাইবার পরেও বহু পরিমাণ উদ্বৃত্ত মৎস্য বিদেশে চালান করিতে পারিবে। ডিম প্রসব এলাকার বিশেষ ক্ষতুতে যাহাতে ইলিশ মাছ ধরা না হয়, সেজন্য তিনি আইন প্রণয়নের সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ব্যাঙ্ক অব্ এশিয়া

১৯নং ডায়মণ্ডহারবার রোডে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ব্যাঙ্ক অব্ এশিয়ার খিদিরপুর শাখার উদ্বোধন করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক জনসাধারণের সামান্য সঞ্চয়কেও চলতি হিসাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। বাংলাদেশে পাশ্চাত্য ও অবাঙ্গালীর বহু বৃহৎ ব্যাঙ্ক থাকিলেও বৃহৎ বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এই দিক্ হইতে ব্যাঙ্ক অব্

এশিয়া সকল বাঙ্গালীর সহানুভূতি দাবী করিতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ব্যাঙ্কের শ্যামবাজার শাখার উদ্বোধন হইয়াছে।

বঙ্গদেশে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার প্রসার

সমস্ত ভারতে মোট দশটী মেডিক্যাল কলেজ ও ২৮টী মেডিক্যাল স্কুল আছে বলিয়া আজ পর্য্যন্ত জানিতে পারা গিয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশ এই বিষয়ে বিশেষ গর্ব্ব করিতে পারে, কেন না, একমাত্র এখানেই দুইটী কলেজ ও নয়টী স্কুল আছে। কলেজ দুইটী কলিকাতায় অবস্থিত। ঢাকায় আর একটি কলেজ স্থাপন করা যাইতে পারে কিনা, একটি সমিতির হাতে তাহা বিবেচনা ও নির্দ্ধারণ করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে ১৯৩৫-৩৬ সনে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭১২; ১৯৩৬-৩৭ সনে হইয়াছে ৭২৫; ১২১টি ছাত্র এই সনে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৪টী ছাত্রীও আছে। শেষ পরীক্ষায় ২ জন ছাত্রী সহ মোট ৭৪টি ছাত্র পাশ করিয়াছে। একটি ছাত্র-বিলাতে পড়িবার জন্য চলিয়া গিয়াছে, আর ২টী ছাত্রী সহ মোট ৪৩টী ছাত্র তাহাদের পাঠ্য বিষয় শেষ করিবার পূর্ব্বেই কলেজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে কারণ, বছরের শেষের দিকে ২৪ জন ছাত্রী সহ মোট ৬০৭ জন ছাত্র ছিল। ইহারা সকলেই সিভিল বা অসামরিক ছাত্র। সামরিক ছাত্র, বছরের প্রথমে ছিল মোট ৩৪ জন, আর শিক্ষাধীন ছিল ৩৯ জন। বিলাতে ৬ জন পাস করা ছাত্র উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য গিয়াছে। কলেজের আরো অনেক উন্নতি হইয়াছে। যে নয়টী স্কুল আছে তাহার মধ্যে ছয়টী সরকারী আর ৩টী বেসরকারী। জলপাইগুড়ির অ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুল ছাড়া আর সকলগুলিতেই কম্পাউণ্ডারগণের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বৎসরে ঐসকল স্কুলে মোট ছাত্র ছিল ২৮৮৩ জন। পূর্ব্ব বৎসরে ছিল ২৯৫৪ জন। আলোচ্য বর্ষে ৩৮০টী ছাত্র ও পূর্ব্ব বর্ষে ৪১৮টী ছাত্র পাশ করিয়াছিল।

রেল রাস্তা ও জলনালা

বাংলাদেশে জল চলাচলের উপযুক্ত বন্দোবস্ত না থাকায় দেশের যে সর্ব্বনাশ ও ক্ষতি হয় তাহা সবাই জানে। সরকার বাহাদুরও বেশ জানেন। তাহা সত্ত্বেও রেলের রাস্তায় অথবা বোর্ডের বা পি, ডাব্লিউ, ডি'র রাস্তায় উপযুক্ত জলনিকাশের পথ রাখা হয় না। এ যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক লোকের তথা নিজের অপকার করা।

কালুখালি ভাটিয়াপাড়া রেল লাইনের জলনালাগুলি এত নীচু ও ক্ষুদ্র যে এবার রাস্তার উভয় পার্শ্বে জল প্রায় দুই হাত উঁচুনীচু ছিল। এই স্থানে রাস্তা ভাঙ্গিয়া গাড়ী চলাচলেরও যথেষ্ট ব্যাঘাত হইয়াছিল।

জামালপুর হইতে কামারখালি পর্য্যন্ত যত জলনালা প্রস্তুত করা হইয়াছে তন্মধ্যে মাত্র মাঝারতলা ও আড়কান্দির খালে নৌকা চলাচল করিতে পারিয়াছে অন্য সব খালগুলির পুল এত নীচু যে, জল বৃদ্ধি হওয়ায় নৌকার রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এসব অসুবিধার কথা আমাদের বলিবার ঠাঁই নাই, দেশের দুরদৃষ্ট! লোকের পোড়াকপাল! জানিনা কবে কোনকালে কি প্রকারে এ কষ্টের অবসান ঘটিবে। এসব দুষ্কার্য্যের জন্য বাঙ্গালী মহাশয়েরাই দায়ী, যেহেতু এই সব পুলের কার্য্য তাঁহারাই করিয়াছেন। আমরা কিন্তু জোর গলায় বলিয়া থাকি যে বাঙ্গালী বুদ্ধিমান জাতি। তার প্রমাণ কিন্তু মাঠে ঘাটেও পাওয়া যায় না।

(ফরিদপুর-হিতৈষিণী)

আরিয়ল খিল

সেপ্টেম্বরের ঝড়ে বিলের বাঁধ নষ্ট হইয়াছে। এই অবস্থায় কোন মতেই সর্ব্বস্বান্ত কৃষকগণকে বাঁধ নির্ম্মাণের ব্যয় বহন করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহা দিতে হইবে না, এরূপ সরকারী ঘোষণা বাহির হইলে কৃষকগণ আশ্বস্ত হইতে পারিত। আগামী বৎসর যে সুদৃঢ়ভাবে বাঁধ নির্ম্মিত হইবে, এইরূপ আশ্বাসও এখনই দেওয়া দরকার এবং বাঁধ নির্ম্মাণের জন্য

প্রয়োজনীয় শালের খাম এখনই কিনিয়া যথাস্থানে পৌঁছান দরকার। বিলে এখনও কিছু জল আছে। আর ১৫।২০ দিনের মধ্যে তাহা শুকাইয়া গেলে বিলে ধান বহন করিয়া লইয়া যাওয়া অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হইবে। সরকারী টাকা সরকার যথেচ্ছ ব্যয় করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও কথা বলিবার অধিকার নাই, অন্ততঃ আমাদের দেশের সাধারণ লোক এইরূপই ভাবিতে অভ্যস্ত। সুতরাং সম্পূর্ণ সরকারী খরচে বাঁধ নির্মাণ হইলে ১৲ টাকার স্থলে ২৲ টাকা ব্যয় হইলেও বোধ হয় কাহারও কিছু বলার থাকে না; কিন্তু কৃষকদেরও যখন ব্যয়ের অংশ বহন করিতে হইবে, তখন সময় মত যাহাতে অল্প ব্যয়ে কাজ হইতে পারে সেই জন্য এখনই কাজে হাত দেওয়া উচিত। বিলের জল কয়েক দিন পর সম্পূর্ণ শুকাইয়া গেলেই চাষের কাজ আরম্ভ হইবে। আগামী বৎসরের বাঁধ কোথায় হইবে তাহা জানা না থাকিলে কৃষকগণ কোন্ জমিতে আউশ বুনিবে এবং কোন্ জমিতে আমন বুনিবে তাহা বুঝিতে পারিবে না। তাহাদিগকে এই অসুবিধার হাত হইতেও রক্ষা করা প্রয়োজন।

(আনন্দবাজার)

মাদারীপুর সহর স্থানান্তরের সমস্যা

আড়িয়ালখাঁ নদের প্রবল ভাঙ্গনের ফলে মাদারীপুর সহর প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে। সহর স্থানান্তর করা একান্ত প্রয়োজন বোধ করিয়া গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সহর হইতে দেড় মাইল দূরে একস্থানে সহর নির্ম্মাণ করা স্থির করেন এবং তদনুযায়ী গত বৎসর ঐ স্থানে মাটি ফেলানোর কার্য্য আরম্ভ করা হয়। কিন্তু এ বৎসর যেভাবে নদীর ভাঙ্গন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে ঐ স্থানে সহর গঠিত হইলে তাহাও রক্ষা পাইবে কিনা সন্দেহ করিয়া সহর অন্যত্র স্থানান্তরিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হয়। তাহার ফলে গত ১লা ডিসেম্বর বাংলা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-মন্ত্রী মাননীয় স্যর বি পি সিংহ রায় মহোদয় এখানে আসিয়া স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন এবং নূতন সহরের স্থান পরিদর্শন করেন। তিনি বিভিন্ন দলের প্রতিনিধির সহিত আলোচনা করেন। জানা গেল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সহর যে স্থানে নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা পরিত্যাগ করিবার কোন যৌক্তিকতা দেখেন না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্দ্ধমানে পল্লী-উন্নয়ন

বর্দ্ধমান জেলায় কিরূপভাবে পল্লী উন্নয়নের কার্য্য অগ্রসর হইতেছে, এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। বয়স্কদের শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। পানীয় জলের অভাব মোচনার্থ পুরাতন নষ্ট পুকুরগুলির সংস্কার করা হইতেছে, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, স্কুলের ছাত্রগণের জন্য খেলার মাঠ তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বয়নশিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক নলকূপ ও ইঁদারা খনন হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকগণ দ্বারা মজা ও ধানপূর্ণ পুকুরগুলি পরিষ্কৃত হইয়াছে। রাস্তা-ঘাটের উন্নতি করা হইয়াছে। নূতন রাস্তাও প্রস্তুত করা হইতেছে। বয়স্কদের শিক্ষার জন্য প্রায় ২০টী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ও তাহাদের দ্বারা বেশ ভাল কাজই হইতেছে। বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে।

বাংলার কারাগারসমূহের উন্নতিসাধন

বাংলা গবর্ণমেণ্টের জেলখানার সহিত অন্যান্য স্থানের জেলখানার তুলনা করিয়া দেখিলে সকলেই সুখী হইবেন। বাংলার জেলখানাগুলির উৎকর্ষতা সাধনে সরকার-পক্ষ বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন।

১। জাতিনির্ব্বিশেষে কয়েদিদিগকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। সমাজচক্ষে শিক্ষিত হিসাবে গণ্য ও উন্নতধরণে সাধারণ জীবনযাপনে যে সমস্ত কয়েদি অভ্যস্ত তাহাদিগকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হয়; কিন্তু যাহারা বলাৎকার ও চরিত্রহীনতা, নষ্ট কোন বিশেষ ধারায় দণ্ডিত হয় তাহাদিগকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হয় না। ইহা ছাড়া অন্যান্য কয়েদিগণকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হয়। প্রথম ও

দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত কয়েদিগণকে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট খাদ্য, পরিচ্ছদ, বিছানা, আসবাব ও অল্প কাজ দেওয়া হয় এবং চিঠি লেখা, সাক্ষাৎ করা, খবরের কাগজ ও পুস্তকাদি পড়িবার ও লিখিবার সুবিধা দেওয়া হয়।

২। প্রত্যেক জেলখানায় "এ" শ্রেণীর অর্থাৎ প্রথম ধরিত কয়েদিগণকে "বি" শ্রেণী অর্থাৎ একাধিকবার ধরিত কয়েদি হইতে পৃথকভাবে রাখা হয়। কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী জেল শুধু "বি" শ্রেণীর এবং আলীপুর সেন্ট্রাল জেল কেবল "এ" শ্রেণীর কয়েদির জন্য রিজার্ভ রাখা হইয়াছে।

৩। যাহাতে সেন্ট্রাল জেলে কয়েদির সংখ্যা বেশী না হয় তজ্জন্য ১৯৩৭ সনের জুলাই মাসে দুই হাজার কয়েদি ধরিতে পারে এইরকম একটী জেলখানা দমদমে খোলা হইয়াছে।

৪। লোহার পরিবর্ত্তে এলুমিনিয়মের থালা ও বাটী এক্ষণে দেওয়া হইতেছে।

৫। মুসলমান কয়েদিকে নামাজ পড়িবার জন্য লম্বা পাইজামা দেওয়া হয় এবং শীতকালে অন্যান্য কয়েদিকেও লম্বা পাইজামা দেওয়া হইতেছে।

৬। সেনাকের জন্য গলায় কাঠের ফলক পরিবার পরিবর্ত্তে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদিগণকে এলুমিনিয়মের ফলক দেওয়া হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদিগণকে দক্ষিণ হস্তে কাপড়ের ব্যাজ পরিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে।

৭। কতকগুলি জেলা জেল এবং সেন্ট্রাল জেলের প্রাঙ্গণগুলিতে ছাড়া কয়েদীদিগকে যে চালের ভাত দেওয়া হয় তাহা ধান কিনিয়া কয়েদিদের দ্বারা ঢেঁকিতে প্রস্তুত করা। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদিগণকে প্রচুর পরিমাণে মাছ মাংস টাটকা শাকসব্জী ও গুড় দেওয়া হয়। আচারও জেলখানায় তৈরী করা হয়। উহা কয়েদিগণকে দেওয়া হয়। রোগীদের দুধ দিবার পর, জেল হাসপাতালে যে দুধ বাঁচে তাহা হইতে দধি ও ঘোল প্রস্তুত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক কয়েদিকে দেওয়া হয়। প্রত্যেক জেলখানায় মাখনাদি তৈরী হয়।

৮। সপ্তাহে একদিন করিয়া প্রত্যেক কয়েদিকে তৈল দেওয়া হয়।

৯। জেলখানায় কয়েদি ভর্ত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদিকে তাহাদের ইচ্ছামত বিহারী, বাঙ্গালী বা পাঞ্জাবী খাদ্য দেওয়া হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদিগণকেও ভারতীয় বা ইয়োরোপীয় ভিন তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী দেওয়া হয়। নিরামিষাশী কয়েদিকে মাছমাংসের পরিবর্ত্তে উপযুক্ত নিরামিষ খাদ্য দেওয়া হয়।

১০। জেল লাইব্রেরীতে ভাল ভাল পুস্তক রাখিবার ও তজ্জন্য যে ব্যয় আবশ্যক তাহার জন্য বাৎসরিক মঞ্জুরীর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, এবং যাহাতে জেল লাইব্রেরীর সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধিত হয় তাহারও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। দায়িত্বযুক্ত জেল কর্ম্মচারীর দ্বারা নিয়মিতভাবে কয়েদিগণকে পুস্তক দেওয়া হয়। বাহির হইতে পুস্তক ও পত্রিকাদি নিজব্যয়ে ক্রয় করিবার জন্য কয়েদিদিগকে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদিগণকে সরকারী খরচে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা দেওয়া হয় এবং ইহা ছাড়া প্রথম শ্রেণীর কয়েদিগণকে সরকারের অনুমতিক্রমে তাহাদের নিজ ব্যয়ে একখানি দৈনিক পত্রিকাও রাখিতে দেওয়া হয়।

১১। বালক বা যুবক কয়েদিদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯২২ সনের বঙ্গীয় শিশু আইন বলে শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত আলীপুর সংশোধনী ও শিল্প-বিদ্যালয় ব্যতীত বাঁকুড়ায় একটী বোর্ষ্টাল স্কুল খোলা হইয়াছে। সেখানে ১৬ হইতে ২১ বৎসর বয়স্ক কয়েদিদিগকে প্রাইমারি শিক্ষা ও ট্রেনিং দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যদিও উদ্দেশ্য তবুও যাহারা উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত তাহাদিগকে প্রবেশিকা শিক্ষার উপযোগী করিয়া পড়ান হয়। টেকনিক্যাল ও ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ট্রেনিংএ বস্ত্র-বয়ন সেলাই, কাঠের কাজ, কামারের কাজ, রং করা, চট, সতরঞ্চি তৈরী, বই বাঁধান, বেত ও বাঁশের কাজ, কৃষি, মালিগিরি, ধোপাগিরি, মাখন, ঘৃত ইত্যাদি প্রস্তুত করা, মুর্গী, ছাগলাদি প্রতিপালন বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া

হয়। যে-সমস্ত বালক ও যুবকদিগকে বোর্ষ্টাল স্কুলে পাঠান হয় না তাহাদের জন্য কলিকাতা ও বহরমপুর জেলে তিনটী শ্রেণী আছে; সেখানে বেতনভোগী শিক্ষকের দ্বারা তাহাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা ও ট্রেনিং দেওয়া হয়। বালকদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যায়ামের প্রতিও নজর রাখা হয়, এমন কি বোর্ষ্টাল স্কুলে বালক কয়েদিদিগকে বাহিরের ক্রীড়াতেও যোগ দিতে দেওয়া হয়। এইজন্য মাহিয়ানা করা ড্রিল শিক্ষক নিযুক্ত আছে। বোর্ষ্টাল স্কুলে "বয় স্কাউট" ও "ব্রাস ব্যাণ্ড" আছে। বহরমপুরে বালক কয়েদিদিগকে ফার্ষ্ট এড্, হাইজিন, ফিজিক্যাল ট্রেনিং, যন্ত্রসঙ্গীতসহ পল্লীনৃত্য ও ব্রতচারী নৃত্য এবং প্যারালাল বারে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়।

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য

ওয়াশিংটনস্থিত ভারত সরকারের ট্রেড কমিশনার ১৯৩৭-৩৮ সনের একটি বিবরণীতে উত্তর ফরাসী, জার্মানি, বেলজিয়াম, ইতালি, সুইটজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, চেকো-শ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, ডেনমার্ক এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা এবং তাহাদের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ও ক্রসেলস্, উটরেক্ট, লিপজিগ এবং প্রাগের শিল্প মেলায় ভারতের যোগদানের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

লণ্ডনস্থিত ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের মতে উপরিউক্ত দেশগুলিতে ১৯৩৬-৩৭ সনে বাণিজ্যের যে উন্নতি হইয়াছিল, ১৯৩৭-৩৮ সনের প্রথম ভাগে উহা বজায় ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৭ সন শেষ হওয়ার সাথে সাথে উন্নতি অনেকাংশে থামিয়া যায় এবং ১৯৩৮ সনের প্রথম তিন মাসে উহা পতনের দিকে যায়। তবে সমস্ত দেশে উক্ত মন্দাভাব দেখা দেয় নাই। জার্মানি ও ফিনল্যাণ্ডে বাণিজ্যের অবস্থা উন্নতির দিকেই ছিল। ফ্রান্স, ভারতবর্ষ, চীন ও জাপানের বাণিজ্যে মন্দাভাব ইয়োরোপ অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। এই মন্দাভাব ১৯২৯ সনের মন্দাভাব অপেক্ষা ভিন্ন ধরণের।

অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের ফলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে।

ইটালি, বেলজিয়াম, সুইটজারল্যাণ্ড এবং ফরাসী দেশে আমদানির শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছিল; যুদ্ধের গুজব, সমরসজ্জা প্রভৃতি এই সংবাদের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আলোচ্য বৎসরে ভারতের বাণিজ্যের অবস্থার মন্দা-ভাবের ফলে অনেকেরই মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছে।

১৯৩৭ সনে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা মোটের উপর মন্দ ছিল না। কিন্তু ১৯৩৮ সনের প্রথম তিন মাসে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য ধাপে ধাপে কমিতে থাকে; ইহাতেই সকলের মনে আশঙ্কা হইতেছে। পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে, ইহা ভারতের স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ ভারতের কৃষিজাত পণ্য ও কাঁচামালের মূল্য বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে।

প্রাদেশিক কর্জ্জ

এ বৎসর পাঁচটী প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কর্জ্জ লইয়াছে। তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল :—

মাদ্রাজ	
যুক্তপ্রদেশ	
পাঞ্জাব	
মধ্যপ্রদেশ	৫০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ	৬০
	৪৬০

মাদ্রাজে, যুক্তপ্রদেশে এবং পাঞ্জাবে ধার দিবার জন্য অতিরিক্ত দরখাস্ত পড়িয়াছিল। ১০০০৲ টাকার উর্দ্ধে যেসব দরখাস্ত তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ্য করা হইয়াছিল, কিন্তু তদ্ভিন্নে যে সব দরখাস্ত তাহাদের শতকরা কিছু কিছু গ্রাহ্য করা হইয়াছিল, যেমন :—

মাদ্রাজ	৩০% (শতকরা হিঃ)
যুক্তপ্রদেশ	৫০%
পাঞ্জাব	২৫%

অন্যান্য স্থানের ধার দিবার দরখাস্ত যখন পরিবর্ত্তন করিয়া মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ধারের জন্য গ্রহণ করা হয় তখন কর্জ্জের চাহিদা সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

পোষ্ট অফিস ক্যাস সার্টিফিকেট এবং পোষ্ট অফিস সেভিঙ্কস্ ব্যাঙ্ক

জুলাই মাসে ১৯৩৬ সনে পোষ্ট অফিস ক্যাস সার্টিফিকেটের সুদ কমিয়া ২½ পারসেণ্ট হয়। উহাই ১৯৩৭-৩৮ পর্য্যন্ত থাকে। সেভিঙ্কস্ ব্যাঙ্কের সুদ ২%এ নামিয়া গিয়াছে। ১৯৩১-৩২ সনে পোষ্ট অফিস ক্যাস সার্টিফিকেটের সুদ অধিক থাকায় বিক্রীও যথেষ্ট হইয়াছিল এবং পরম বন্ধে উহা ভাঙ্গাইয়া সকলেই টাকা লইয়াছে; কিন্তু সেই অনুপাতে নূতন ক্যাস সার্টিফিকেট বিক্রয় হয় নাই।

টাকা ফেরতের হিসাব দেখিলে জানা যায় যে, ১৯৩৬-৩৭ সনে ১,৫৮ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৭-৩৮ সনে ৩,৮৭ লক্ষ টাকার সার্টিফিকেট ভাঙ্গান হইয়াছে।

যদিও সুদের হার কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে তথাপি টাকা জমার হার দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে। ১৯৩৬-৩৭ সনে টাকা জমার উদ্বৃত্ত সংখ্যা হইল। অবশ্য বৎসরের সমস্ত তোলার হিসাব ধরিয়া) ৫,৯৮ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৭-৩৮ সনে ৩,৬৬ লক্ষ টাকা। ১৯৩৮ সনে মোট টাকা জমায়েৎ হইয়াছে ৭৮৩৪ লক্ষ।

আসামের কুটীর শিল্প

শিল্প বিভাগের মন্ত্রী খান বাহাদুর মৌলবী মামুদ আলি শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরকে আসামের (১) কাচ শিল্প, (২) কাগজ শিল্প ও (৩) চর্ম্মশিল্প উন্নয়নের এক পরিকল্পনা তৈরী করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

উক্ত শিল্পসমূহের প্রবর্ত্তন ও উন্নয়নের পরিকল্পনা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, আসাম কাচ শিল্পের উপযোগী। আসামের কয়লাখনি অঞ্চলের পার্শ্বে এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বালির অভাব হইবে না। কয়লা নিকটেই পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া কাচ শিল্পের কাঁচামাল বেশী নষ্ট হয় না।

কাগজ শিল্প সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয় বলিয়াছেন যে, এই শিল্পের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ, বাঁশ, ঘাস প্রভৃতি আসামের জঙ্গলে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

চর্ম্ম সংস্কার শিল্প সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, এই শিল্পে মূল্যবান যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। বুদ্ধি সহকারে যুবকগণ যদি এই শিল্পে আত্মনিয়োগ করে তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত লাভজনক শিল্প বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ভারতে সর্ষপ তৈল

সর্ষপ ও শ্বেত সর্ষপের শতকরা ৯০ অংশ গৃহস্থের প্রয়োজনে লাগে। ১৯২৯ সন হইতে ১৯৩৬ সন পর্য্যন্ত ষড়ে বৎসরে ভারতের বাহিরে ২ লক্ষ ৯৬ হাজার টন সর্ষপের প্রয়োজন হইয়াছে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষ ৮১ হাজার টন সরবরাহ করিয়াছে। ভারতে বৎসরে যে পরিমাণ সর্ষপ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার শতকরা ৮ভাগ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

গত ৩১ বৎসর ভারতের সর্ষপের চাষ ও উৎপাদন পরিমাণ প্রায় একই ভাবে আছে। ভারতের প্রায় সকল দেশেই সরিষা জন্মে। মোট উৎপন্নের শতকরা ৯০ ভাগ সরিষা উত্তর ভারতে জন্মিয়া থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে তুলনায় দেখা যায় ১৯৩২ সন হইতে সংযুক্ত প্রদেশেই বেশী সরিষা জন্মে ঐ প্রদেশে বৎসরে প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার মণ সর্ষপ উৎপন্ন হয়। সংযুক্ত প্রদেশের পরই বঙ্গদেশের স্থান। বঙ্গদেশে ১৯৩২-৩৩ সনে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন, ১৯৩৩-৩৪ সনে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টন, ১৯৩৪-৩৫ সনে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন, ১৯৩৫-৩৬ সনে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার টন, এবং ১৯৩৬-৩৭ সনে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন সরিষা জন্মিয়াছিল।

সাধারণতঃ রাই, সরিষা ও তসি বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত হয়। বাজারে ঐসকল বীজ মিশ্র অবস্থায়

বিক্রয় হয়। সুতরাং তৈল প্রস্তুতকারীদের পক্ষে কোনও এক শ্রেণীর ভেজালহীন খাঁটি বীজ পাওয়া কঠিন। মিশ্র বীজের তৈলই বাজারে সরিষার তৈল বলিয়া বিক্রয় হয়। সরিষার তৈলের সহিত সাধারণতঃ তিল তৈল তিসির তৈল, রেড়ির তৈল প্রভৃতি ভেজাল দেওয়া হয়। সেই জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট ভেজাল আইন অনুসারে সরিষা তৈলের একটি মান-পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোং

মাদ্রাজের ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৩১ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৭১১৫টী পলিসিতে ১ কোটী ২২ লক্ষ ৬৪ হাজার ২৮০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১৯৩১ সনের কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ৩২ লক্ষ ৫৭ হাজার ১৩০ টাকা বাড়িয়াছে। বৎসরের শেষে কোম্পানীতে চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ৪ কোটী ৮৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮৮৯ টাকা।

এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ২৬ লক্ষ ১৫ হাজার ২৮৯ টাকা দাবীর তহবিলের সুদ, ডিভিডেণ্ড ইত্যাদি বাবদ ১ লক্ষ ৪২ হাজার ১০৭ টাকা কোম্পানীর আয় হইয়াছে। ব্যয়ের দিকে মৃত্যু দাবী বাবদ ২ লক্ষ ৮৬ হাজার ১৭ টাকা, পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় দাবী বাবদ ৩ লক্ষ ৭ হাজার ৭১৮ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ১৪৮ টাকা খরচ দেখান হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কার্য্য পরিচালনা বাবদ ৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৮৯ কোম্পানীর ব্যয় হইয়াছে। কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনার ব্যয় প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩২ ভাগ। সমস্ত খরচ বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে উহা জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত হইয়াছে। বৎসরের প্রথমে জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৮০ লক্ষ ৩২ হাজার ৪৬০ টাকা এবং বৎসরের শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৯১ লক্ষ ৮ হাজার ৩৩৫ টাকা।

জীবনবীমা তহবিল, দাবীর তহবিলের ঘাটতি পূরণ তহবিল (১০,৯৬৭) আদায়ী মূলধন (৮০,১০০৲) এবং অন্যান্য দায় লইয়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটী ৪ লক্ষ ৫৬ টাকা। উহার বদলে কোম্পানীর হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি রহিয়াছে উহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—সম্পত্তি বন্ধকে লগ্নী ১২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৪১১ টাকা, পলিসি বন্ধকে লগ্নী ১৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭৪১ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ৩১ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৭৬ টাকা, মিউনিসিপ্যালিটি, পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ৫ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৭২ টাকা, ভারতীয় করদ রাজ্যের ঋণ ৫ লক্ষ ৩১ হাজার ১২ টাকা, ভারতীয় রেল কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ১ লক্ষ ৫ হাজার ১২০ টাকা, বিবিধ যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ১ লক্ষ ৪২ হাজার ১২২ টাকা, কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ী ও সম্পত্তি ১৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৮০ টাকা বিবিধ ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার ৯ শত টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৬০ টাকা।

কারাগার সংস্কার

বোম্বাইস্থিত জেলসমূহের ইনস্পেক্টর জেনারেল তাঁহার কারাগার সংস্কার সম্পর্কিত রিপোর্টে এই মর্ম্মে এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এখন কয়েদিদের নিরাপত্তার জন্য তাহাদিগকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় আটক না রাখিয়া ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার সময় আসিয়াছে। ঐ সম্পর্কে পরীক্ষামূলকভাবে ভিষাপুর জেলের কয়েদিদিগকে শৃঙ্খলিত না করিয়া জেলের কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়। ঐ ব্যবস্থা খুবই ফলপ্রসূ হইয়াছিল। শৃঙ্খলের অভাবে কয়েদিদের নিরাপত্তার পথে কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হয় নাই। জেল ইনস্পেক্টর জেনারেল বলেন যে, ভিষাপুরে ঐ প্রকার পরীক্ষামূলক কার্য্যের ফলে কয়েদিরা মাঠে যথেচ্ছভাবে কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। তাহারা পলায়নের বহুবিধ সুযোগও পাইত সত্য, কিন্তু তথাপি ঐ জেলে কোনপ্রকার অঘটন ঘটে নাই। তাঁহার মতে কয়েদি-

দিগকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবার নিয়ম মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতার নিদর্শন এবং হীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক। শৃঙ্খলিত অবস্থায় কয়েদিরা যথাযথরূপে কার্য্য করিতে পারে না।

বিদেশী মদ্যের উপর কর

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিসভা এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিদেশী মদের প্রতি বোতলের উপর আট আনা এবং প্রতি বোতল বীয়ারের উপর এক আনা হারে আমদানি কর ধার্য্য করা হইবে।

ডাক বিভাগের নূতন সার্ভিস

পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল জানাইয়াছেন যে, আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, এডেন ও অষ্ট্রেলিয়া ব্যতীত সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে ডাক প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্যে নূতন এক সার্ভিস খোলা হইবে। ইহার নাম নৈশ চিঠি ও টেলিগ্রাফ সার্ভিস রাখা হইবে। দৈনিক ডাক সার্ভিস অপেক্ষা ইহাতে সুবিধা এই হইবে যে, ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে চিঠি-পত্রাদি পৌঁছিবে।

আউন্ধে কৃষক রাষ্ট্রতন্ত্র

গ্রামবাসিগণ লেখাপড়া জানা প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তিদের ভোটের দ্বারা পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন করিবে। পঞ্চায়েৎগুলিকে শাসন ও বিচারকার্য্যে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। একটি তালুকের অন্তর্গত সমস্ত পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্টগণকে লইয়া তালুক কাউন্সিল গঠিত হইবে। তালুকের রাজস্বের অর্দ্ধেক তালুক কাউন্সিল পাইবে এবং তালুক কাউন্সিল তাহা পঞ্চায়েৎগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে। রাজ্যে মোট পাঁচটি তালুক কাউন্সিল থাকিবে এবং প্রত্যেক তালুক কাউন্সিল উহার প্রেসিডেন্ট ও দুই জন নির্ব্বাচিত সদস্যকে ব্যবস্থা পরিষদে পাঠাইবেন, অর্থাৎ মোট ১৫ জন সদস্য লইয়া ব্যবস্থা পরিষদ গঠিত হইবে।

ব্যবস্থা পরিষদ রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হইবে। রাজা সাহেব "প্রধান সেবক ও জনসাধারণের বিবেকের রক্ষক"; সেই হেতু পুনর্ব্বিবেচনার জন্য যে-কোন বিল ব্যবস্থা পরিষদের ৩টি অধিবেশনে পুনঃ প্রেরণ, সার্ব্বভৌম শক্তির সহিত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ, পরিষদের অতিরিক্ত অধিবেশন আহ্বান এবং গুরুতর কারণে ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন অবিলম্বে আহ্বান অপেক্ষা গুরুতর কারণে রাষ্ট্রতন্ত্র "সাদপেণ্ড" রাখার ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে।

ব্যবস্থা পরিষদ কখনও ভাঙ্গিয়া যাইবেনা। উহার সদস্যগণের কার্য্যকাল যে যে সময়ে উত্তীর্ণ হইবে, সেই সেই সময়ে নূতন সদস্য দ্বারা তাঁহাদের স্থান পূরণ হইয়া যাইবে।

একজন প্রধান মন্ত্রী এবং ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের মধ্য হইতে রাজাসাহেব কর্ত্তৃক মনোনীত ও ব্যবস্থা পরিষদের নিকট দায়িত্বশীল অনধিক দুইজন মন্ত্রী থাকিবেন।

রাজ্যের সমগ্র রাজস্ব দুই সমান অংশে বিভক্ত করা হইবে। এক অংশ পঞ্চায়েৎগুলি পাইবে এবং অপর অংশ গবর্ণমেণ্টের বাজেটে ব্যয় হইবে। পরিষদের ভোটের দ্বারা বাজেট নিয়ন্ত্রিত হইবে। রাজা সাহেবের ব্যক্তিগত খরচও প্রথম ৫ বৎসর পরে পরিষদের ভোটের অধীন হইবে। এই ৫ বৎসরের জন্য রাজা সাহেবের ব্যক্তিগত ব্যয় বার্ষিক ৩৬ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সার্ব্বজনীন হইবে। সরকারী চাকুরীর জন্য শিক্ষা দেওয়া ছাড়া উচ্চ শিক্ষার ভার গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন না। প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর লোকদিগকে এক বৎসরের মধ্যে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে অবিলম্বে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করা হইবে।

বিচারের ব্যবস্থা অনেকটা সরল করা হইবে। অধিকাংশ বিচারকার্য্য পঞ্চায়েৎগুলির দ্বারাই সম্পাদিত হইবে। পঞ্চায়েৎসমূহের কার্য্যকর্ম্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য হাইকোর্টে একজন জজ থাকিবেন।

পঞ্চায়েতের বিচারে কোন পক্ষের কিছু ব্যয় লাগিবে না। গবর্ণমেণ্ট কোন টাকাকড়ি না লইয়া আইনসঙ্গত উপদেশাবলী সরবরাহ করিবেন এবং আসামী পক্ষ সমর্থনের জন্য ব্যবহারাজীব নিযুক্ত করিবেন।

প্রথম দুই বৎসর গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অনাস্থার প্রস্তাব আনীত হইতে পারিবে না এবং প্রথম ৫ বৎসর রাজা সাহেব ব্যবস্থা পরিষদের ৫ জন সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন।

ঘোষণায় সমগ্র উল্লেখ থাকিলেও পরিষদে বিশেষ স্বার্থবিশিষ্ট শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব এবং রাজ্যের রাজস্বের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ রাজার জন্য সংরক্ষণ রহিত করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রতন্ত্র মূলতঃ কৃষক-রাষ্ট্রতন্ত্র হইয়াছে এবং কৃষক সম্প্রদায়কে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

রাষ্ট্রতন্ত্রের ভূমিকায় প্রত্যেক অধিবাসীকে কাজ করিবার ও জীবিকা অর্জ্জন করিবার অধিকার সহ কতকগুলি রাজনৈতিক অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে।

জাপানের ব্যাঙ্ক

(হাজার ইয়েন হিঃ)

	নোট চলতি ঃ নিঃ	নোটের উপর	ডিপজিট নোটের উপর	মাসের শেষে	লোন ও ডিসকাউন্ট নোটের উপর	মাসের শেষ
১৯৩৫		১,২২৮,২২১	২৯৮,৯৮১	২২২,৬৬২	৭০৫,১৮৮	৮৪২,৫১৭
১৯৩৬		১,৩২৫,৪৩৩	৩০৫,১৪৮	২৩৪,৭১৮	৬৬৮,০৪৮	৭৪৪,৭৫২
১৯৩৭		১,৫০৮,৫৮৭	২৯৩,১৩১	৩২৯,৭৫৩	৬২১,৬১৮	৬২৭,৭১০
১৯৩৭						
অক্টোবর	১,৭৮৭,১২১					
নবেম্বর	১,৮১৭,৭৩৬					
ডিসেম্বর	২,৩১১,০১৮					
১৯৩৮						
জানুয়ারী	২,১১৫,০৫৭	১,৭৬২,৮৭১				
ফেব্রুয়ারী	২,০০০,১৪১	১,৮৭০,৯৫৬				
মার্চ	১,৯৫২,৬৭৯	১,৮৭১,৮৭৪				
এপ্রিল	১,৯৮৬,২১১	১,৭১৩,২৮৫				
মে	১,৯৪৬,৩৮৭	১,৮৮৯,৪৫০				

১৮৮২ সনে ব্যাঙ্ক অব্ জাপান ষ্ট্যাটিউট দ্বারা জাপানের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্করূপে স্থাপিত হয়। ইহা একটী জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের মত এবং ইহার হেড্ অফিস টোকিওতে। উক্ত ব্যাঙ্কের গভর্ণর এবং ডেপুটি গভর্ণর নিযুক্ত হন গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক। ব্যাঙ্ক নোট বাহির করিবার একমাত্র ক্ষমতা এই ব্যাঙ্কেরই আছে। কেবলমাত্র কয়েকটী স্থানে টিওয়ান এবং চোসন ব্যাঙ্কের নোট বাহির করিবার ক্ষমতা আছে মাত্র। জাপানের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রতি নোটপিছু সোণা-রূপার টাকা রাখিবে এবং কাঁচা সোণা-রূপা রিজার্ভের এক-চতুর্থাংশ রাখিবে। উপরিউক্ত নোটের উপরেও আবশ্যক হইলে জাপানের ব্যাঙ্ক ১,০০০,০০০,০০০ ইয়েন নোট অতিরিক্ত ইস্যু করিতে পারিবে। তাহার বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্ট বণ্ড, ট্রেজারি সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য "গিল্ট এজ্ড" সিকিউরিটি রাখিবে।

চীনদেশে জাপানের তুলার কল

(স্পিণ্ডলের হিঃ)

	সাংহাই	মাঞ্চুরিয়া কোয়ানটাং এস্ টি টিয়ানসিন ছাড়াও	সিংটাও
নাইগাই ওয়াটা কাইসা	২৮০,৫৩৬	৯২,৩৮৪	
ডাই নিপ্পন	১১৬,২০০	—	
কানেগাফুচি	১১০,৩৪০	৯৯,৪০০	
সাংহাই সি, ম্যানুফ্যাকচারিং	২০০,৯০৪	—	
টোইও	১৫৬,০৪৮	৪২,৩৮৪	—
জাপান চায়না এস্ অ্যাণ্ড ডাবলিউ	১৮০,২১৬	—	—
টোকা এস্	৪৩,১২০	—	—
টোহিজা সি, এস্, অ্যাণ্ড ডাবলিউ···	—	—	৩৮,৪০০
ডা কঙ সি	৯৮,০০০	—	৩৮,৪০০
ফুজি গাস	—	—	৩৭,০২০
কোকো	—	—	৩৩,০০০
মাঞ্চুকুকু	—	২৯,৪২০	১৪,০০০
মাঞ্চুরিয়া	—	৭৮,৭০০	—
টিয়ান্‌স্টিন্	—	৬৭,৩৪৮	

সাংহাইতে জাপানী মিলের কাজ

ডাই নিপ্পন	১৯২৭	৪৬,২২৯	৪৪,৬৩৪	৯০,৮৬৩
কানেগাফুচি	১৯২৮	৪২,৫৬২	৪৪,২৮৭	৯৩,৮৪৯
নাইগাই ওয়াটা	১৯২৯	৫০,৪৯৫	৫১,৪৯৯	১০২,৯৯৩
জাপান চায়না	১৯৩০	৫৬,১০৩	৫০,৩৬০	১০৬,৪৬৪
সাংহাই	১৯৩১	৫২,৬৬৭	৪৪,৪০৫	৯৭,০৭২
টোকা	১৯৩২	৪৬,৩৯১	৪৩,১৪৯	৮৯,৫৫০
টোহিজা	১৯৩৩	৫০,০১৯	৫১,১৪৫	১০১,১৬৪
টোইও	১৯৩৪	৪৮,৩৯০	৩৮,৭৪৯	৮৭,১৪০

জাপানে কোকুন উৎপাদন

(১,০০০ কাবে)

	বসন্তকালে	গ্রীষ্ম হইতে হেমন্ত পর্য্যন্ত	সমস্ত বৎসরে
ডা কঙ	৪৬,২২৯	৪৪,৬৩৪	৯০,৮৬৩
কানেগাফুচি	৪২,৫৬২	৪৪,২৮৭	৯৩,৮৪৯
নাইগাই ওয়াটা	৫০,৪৯৫	৫১,৪৯৯	১০২,৯৯৩
জাপান চায়না	৫৬,১০৩	৫০,৩৬০	১০৬,৪৬৪
সাংহাই	৫২,৬৬৭	৪৪,৪০৫	৯৭,০৭২
টোকা	৪৬,৩৯১	৪৩,১৪৯	৮৯,৫৫০
টোহিজা	৫০,০১৯	৫১,১৪৫	১০১,১৬৪
টোইও	৪৮,৩৯০	৩৮,৭৪৯	৮৭,১৪০

	বসন্তকালে	গ্রীষ্ম হইতে হেমন্ত পর্য্যন্ত	সমস্ত বৎসরে
১৯৩৫	৩৭,৮৯১	৮২,০৬৬	
১৯৩৬	৪১,৫০০	৮২,৮৯২	
১৮৩৭	৪০,৪৬৮	৮৫,৯৭২	
১৯৩৮	৩৪,০০০	৭৪,৮৬৩	

বসন্তের কোকুন চাষ এ বৎসরে গত বৎসর অপেক্ষা ১০·২৭% কমিয়া গিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এ বৎসরে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল বৎসর অপেক্ষাই কম। দেখা যাইতেছে যে, গ্রীষ্ম ও হেমন্ত ঋতুর যে উৎপাদন তাহাও অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অল্প হইবে। কাজেই বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ আপনা আপনি কমিয়া আসিবে।

কোকুন উৎপাদনের উপরিউক্ত তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, সারা বৎসরের হিসাব ধরিলেও উহার গতি নিম্নগামী। ১৯২৯-৩০ সনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপাদন হইয়াছে, কিন্তু ১৯৩৮ সনে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প।

রেশম শিল্পের কাঁচা মাল হইল কোকুন। কাজেই ইহার উৎপাদন কমিয়া গেলে রেশম শিল্পের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। ভারতে কোকুন চাষের আরও প্রসার হওয়া আবশ্যক। উৎপাদনের দিক্ হইতে জাপানী রেশমের তুলনায় ভারতের রেশম এখনও সমান হইতে পারে নাই।

চেকোস্লোভাকিয়ার বিদেশী বাণিজ্য

বিদেশী বাণিজ্যের তালিকা দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, চেকোস্লোভাকিয়ার বিদেশী বাণিজ্য মোটের উপর কোন্ পথে চলিতেছে। ১৯২০ সনে চেক্ ক্রাউন হিসাবে আমদানি ছিল ২৩,৯১০,৩১৫,০০০ এবং রপ্তানি ছিল ২৮,৫১৪,৬১৯,০০০। ১৯২৫ সনে উহা হইল ১৭,৬১৮,১১১,০০০ আমদানি এবং ১৮,৮২১·১১৮০০০ রপ্তানি। ১৯৩০ সনে উহার সংখ্যা ১৫,৭১৪·৪০৩,০০০ আমদানি এবং ১৭,৪৭৩·৭০২,০০০ হইল রপ্তানি। আরও বিশদভাবে আধুনিক গতি বুঝিবার জন্য নিম্নে ধারাবাহিক একটী টেবল্ দেওয়া হইল :—

(চেক্ ক্রাউন '০০০)

বৎসর	আমদানির সংখ্যা	রপ্তানির সংখ্যা	ব্যালেন্স অব্ ট্রেড্
১৯৩১	১১,৮০০·৪৩৫	১০,১৪৯·৩৯৩	+১,৩৪৮·৮৪৮
১৯৩২	৮,১৪৭·২১৪	৭,৩৯১·৮৯০	—৭৬৬·০২৪
১৯৩৩	৬,১২৫·১৯৭	৫,৯২৩·০২৩	—২০২·১৭৩
১৯৩৪	৬,৩৯১·৫৬৬	৭,২৮৭·৪৪৯	+৮৯৫·৯৮৩
১৯৩৫	৮,৭৪৩·১৭৪	৭,৯৪৬·৬৪৯	১,২০৩·৪৭৫
১৯৩৬	৭,৯১৫·২১৫	৮,০৩৬·৩৬৮	১২১,১৫৩
১৯৩৭	১০,৯৬৮·২৭৪	১১,২৮১·৪৮৩	১,০১৫·৩০৯

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, ১৯২২ সনে চেক ক্রাউনের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসরে বাণিজ্যের পড়তি হওয়ায় ১৯১৪ এবং ১৯৩৬ সনে বিদেশী বাণিজ্যে যথেষ্ট খারাপ প্রভাব বিস্তৃত হয়।

আমদানির অধিকাংশই (৫০ হইতে ৬০%) কাঁচামাল এবং রপ্তানির অধিকাংশই হইল তৈরী দ্রব্যাদি (৬৪ হইতে ৭০%)। ১৯২৪ সন হইতে দেখা যায় যে, কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানি বিশেষভাবে কমিয়া যাইতেছে উহার সংখ্যা ৪৬·৬% হইতে ৩৪·২%তে নামিয়া গিয়াছিল। চেকোস্লোভাকিয়ার বাণিজ্য গেছে রপ্তানির অনেকাংশই প্রস্তুত দ্রব্য। উহার কলকারখানাজাত দ্রব্যের মধ্যে কয়েকটীর নাম রপ্তানির জগতে উল্লেখযোগ্য, যথা :— সাদা কাপড়, পরিধেয় বস্ত্রাদি, ধাতুদ্রব্যাদি, কল, কয়লা, কাচ, সেরামিক্স, চামড়া এবং চামড়া-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, কাঠের তৈয়ারী জিনিষপত্র, সেলুলোস, কাগজ, চিনি এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি।

বিদেশী বাণিজ্যের গতি পরিলক্ষিত হইলে বুঝা যাইবে যে, ১৯২৯ সন অবধি উহার গতি বেশ উন্নত ছিল। যুদ্ধের পরবর্ত্তী অবস্থার দুর্ঘটনাসমূহ অতিক্রম করিয়া এবং ১৯২২-২৩ সনের আর্থিক সঙ্কটের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া চেকোস্লোভাকিয়ার আর্থিক অবস্থা এখন অনেকটা স্থির হইয়াছে। পুরাতন অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান বাণিজ্য শুল্ক যাহা ১৯০৬ সনে হইয়াছিল তাহাই আধুনিক

অবস্থার সঙ্গে মিলাইয়া কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। ঋণিকা শুরু যেমন বহমান হয় নাই সেইরকম আমদানি রপ্তানিকে ঘনিষ্ঠ করিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া ধীরে ধীরে আর্থিক স্থিতি লাভ করিতেছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাঙ্ক

চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাঙ্কের কিরূপ অবস্থা তাহার বৎসরান্ত পর্য্যালোচনার জন্য নিম্নে তালিকা দেওয়া গেল—

	অফেণ্ট ইক ব্যাঙ্ক	অফেণ্ট ইক সোসাইটির সীমাবদ্ধ দায়িত্ব সহ	
	১৯২৫	১৯২৯	১৯৩৩
ব্যাঙ্কের সংখ্যা	১৭১	১৩২	১০০
দায়—			
ইক			১,৫৫৬৮
রিজার্ভ এবং অন্যান্য তহবিল			১,৩৫৬'১
বণ্ড অব্ ওন এমিশন			১৬৮'৬
ডিপজিটস্ ইন্ বুক্স্ এবং ট্রেজারি বিল		১২,০১৭'০	
ক্রেডিটর		১৮,৮৩৩'৩	
আন্যান্য দায়		৯৯৪'০	
লাভ		২৯০'১	
মোট দায়		৩৬,৫১৮'৯	

ব্যাঙ্কের সংখ্যা

(মিলিয়ন ক্রাউন)

অফেণ্ট ইক ব্যাঙ্ক, অফেণ্ট ইক সোসাইটি, সোসাইটি উইথ লিমিটেড্ লায়েবিলিটি—

সম্পদ্	১৯২০	১৯২৫	১৯২৯	১৯৩৩	১৯৩৬
ক্যাস	৪৪৪'৯	৯১৬.২	১,২২০'১	২,৭১৮'৫	৮৩৮'৪
ডেইস্ আণ্ড সাইট	১,৯৩৩'৭	১,৬২৩'৯	১,৮৪৬'২	১২'৩	২,৪৭১'১
সিকিউরিটিজ	১,২১২'৩	২,১৭২'৯	২,৯৯৫'৯	৩,১৫৬'৫	৩,৫৯৩'১
ডেটরস্	১২,৬৮২'১	১৯,৯৮১'৪	২৩,৪৪৪'৭	১৫,৫৩৫'২	১৫,৭৩৯'৭
বিল্স্	১,৩৩৫'৯	৩,১৮১'০	৩,৯৬৭'১	২,৬৯৫'০	৩,০৩৩'৫
শেয়ারস্	৩৭৩'৮	৫৯২'৭	১,১৭৫'৫	৮৭২'২	৮৯৪'১
ভ্যালুথ	৫৩'২	৩০১'৫	৪৯৮'৭	৩৭'৯	৩৮'৩
ইস্থ লোন্স্	১০১'৬	১৯১'৯	২৭২'১	১৬৮'৫	৫১৪'০
মুভেব্ল্স্	১৮৭'২	৫২৬'১	৬০৭'৬	৮২৩'১	৮৮১'৬
আদার লায়েবিলিটিজ	৬৫০'১	৭৮৭'১	৪৮২'৩	৩০৯'৫	৬৩৫'৩
লস	—	৪৭'১	০'৮	০'৩	১৬৯'৫

চেকোস্লোভাকিয়াতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিতরূপ ব্যাঙ্ক দেখা যায় :—

১। অরেন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক এবং লিমিটেড্ লায়েবিলিটি ব্যাঙ্ক।

২। ক্রেডিট সোসাইটি।

৩। ডিষ্ট্রিক্ট সেভিংস্-ব্যাঙ্ক।

৪। সেভিংস ব্যাঙ্ক (মিউনিসিপ্যাল সেভিংস্ ব্যাঙ্ক)।

৫। গভর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডু।

৬। পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক।

৭। চেকোস্লোভাক রি-ডিসকাউণ্ট এবং গ্যারাণ্ট ইন্‌ষ্টিটিউট।

৮। চেকোস্লোভাক ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক।

চেকোস্লোভাকিয়াতে কয় রকমের ক্রেডিট সোসাইটি বা ধার দিবার সমিতি আছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল—(ক) মুক্ত এ ভেলিস্ টাইপের সেভিংস ব্যাঙ্ক—(১) মিউনিসিপ্যাল সেভিংস্ ব্যাঙ্ক (২) ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সেভিংস্ ব্যাঙ্ক; (খ) রেফিয়াসান ধরণের সেভিংস ব্যাঙ্ক; (গ) স্লোভাকিয়া এবং সাব-কার্পেথিয়ান রুথেনিয়ার সেভিংস্ ব্যাঙ্ক; (ঘ) অরেন্ট ষ্টক সোটার।

মুক্ত এবং ভেলিস টাইপের ব্যাঙ্ক (প্রায় আড়াই হাজার হইবে) উপস্থিত চেকোস্লোভাকিয়াতে ঋণ বিষয়ক ব্যাপার লইয়া চলিতেছে। ইহারা "পাবলিক" লোন অর্থাৎ সাধারণকে ধার দেওয়ার ব্যবস্থাও করিয়া থাকে। রেফিয়াসান ধরণের ব্যাঙ্ক প্রায় পল্লীগ্রামেই বেশীর ভাগ দেখা যায়।

জীবজন্তুর চাষ

গবাদি জীবজন্তুর চাষ হইতে মাকিণ দেশে ১৯২৯ হইতে ১৯৩৭ সনে কত টাকা আয় হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

(এক ক্রোর ডলার হিঃ)

বৎসর	গবাদি পশু বাছুর গরুর মাংস ইত্যাদি বিক্রয় করার টাকার সংখ্যা	দেশের মধ্যে খরচের জন্য বলি দেওয়া পশু ইত্যাদির মূল্য	
	১,৪৯৫	২৪	১,৪১৯
	১,১৮৪	২১	১,২০৪
	৮৩৮	১৬	৮৫৪
	৬২১	১৪	৬৩৫
	৬৯৯	১৮	৬১৪
	৮১৫	১৫	৮৩০
	১,০৬২	২১	১,০৮৩
	১,০৯৮	২১	১,১১৯
	১,২১৭	২৩	১,২৪০

উত্তর ভারতীয় চেম্বার অব্ কমার্সের প্রস্তাবাবলী

উত্তর ভারতীয় চেম্বার অব কমার্সের কার্য্যকরী কমিটির এক সভায় আগামী ডিসেম্বর মাসে চেম্বারের যে বার্ষিক অধিবেশন হইবে, তাহাতে উত্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ পেশ করা হইবে স্থির হইয়াছে।

(১) ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই কৃষিজীবী, সুতরাং ভবিষ্যতে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য টারিফ বোর্ডে যাহাতে তাহাদের ন্যায্যদাবীর প্রতিনিধি থাকেন, তাহার ব্যবস্থা থাকার জন্য সুপারিশ করা যাইতেছে।

(২) ভারতীয় পশম যাহাতে বিদেশ হইতে আমদানি পশমের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে, তাহার জন্য রেলের ভাড়া হ্রাস করিতে হইবে।

(৩) ভারতের কৃষকদের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া আমদানি পশমের উপর ট্যাক্স বসান উচিত।

চেম্বার কমিটি ১৯৩৮ সনের ভারতীয় আয়কর বিল সম্পর্কে বঙ্গীয় চেম্বারের অভিমত সমর্থন করে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, চেম্বার ভারতবর্ষে অর্থ-শাসনের ব্যবস্থায় দাবী করিয়া ইতিপূর্ব্বে ভারত সরকারকে জানাইয়াছিল এবং ইহার জন্য ঘোড়দৌড় সমিতি ও ক্লাবসমূহের উপর চাপ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। সম্প্রতি ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে, এইসমস্ত সমিতির সহিত ভারত সরকারের কোনও সম্পর্ক নাই। ইহারা সরকারের কোন সাহায্যও পায় না। বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্বাধীন। সুতরাং তাঁহাদিগকে জানান উচিত।

আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়

টাঙ্গানিয়াকার সম্মিলিত বণিক সভার সম্পাদক এবং লীগের পরিচালক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন,—"আমি এই দেশের রাজনীতিজ্ঞদের অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন টাঙ্গানিয়াকা লীগের মধ্যস্থতায় টাঙ্গানিয়াকার ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হন।"

শ্রীযুক্ত দাস আরও বলেন—"বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ও ঔপনিবেশিক সেক্রেটারীর ঘোষণা সত্ত্বেও টাঙ্গানিয়াকার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে টাঙ্গানিয়াকার অধিবাসিগণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

"টাঙ্গানিয়াকার ভারতীয়দের প্রায় ৩০লক্ষ পাউণ্ড অর্থ খাটিতেছে। তন্মধ্যে শতকরা ১৭ভাগ কৃষিকার্য্য, শতকরা ২ ভাগ সহরের সম্পত্তি, শতকরা ৮ ভাগ ভূমায় কারবার, শতকরা ৫ ও ৬ ভাগ আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা এবং শতকরা ৮০ ভাগ হইতেছে ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস। ইহা ব্যতীত ভারতীয়েরা তৈল, সাবান, আটা, চাউল, ঘৃত, চামড়া, ইত্যাদি কারখানা শিল্পের মালিক।

"ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র পরিচালনেও ভারতীয়গণ সহায়তা করিয়া থাকে। ব্যবস্থাপক সভা রেলওয়ে বোর্ড শিক্ষা বোর্ড ও অন্যান্য সরকারী সংগঠনেও ভারতীয়দের কর্তৃত্ব রহিয়াছে।"

সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেণ্টের নিকট টাঙ্গানিয়াকার ভারত-বাসীদের অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপনের জন্য শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস টাঙ্গানিয়াকা ডিফেন্স লীগ স্থাপন করিয়া একটি শক্তিশালী প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠন করিয়াছেন।

নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন

দারবানে সম্প্রতি নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সম্মেলনে স্বামী ভবানী দয়াল তাঁহার সভাপতির বক্তব্যে বলেন "ভারতীয়েরা এখনও গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রহীন আইনের অসুবিধা ভোগ করিতেছে। ভারতীয় শিক্ষার অল্পবিস্তর উন্নতি হইলেও শ্রমশিল্প, বাণিজ্য, শ্রমিকদের অবস্থা, গৃহ ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপারে ভারতীয়েরা এখনও নানা অসুবিধা ভোগ করিতেছে।"

স্বামীজী আরও বলেন "আমি ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, এই দেশে আমাদের দুর্দশার সময় উপস্থিত। সফলতা লাভ করিতে হইলে জীবনের নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়া আমাদের উত্তীর্ণ হইতে হইবে।"

স্বামী ভবানীদয়াল আরো বলেন যে, নাটালে ভারতীয়দের সংগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতীয়দের প্রতিপত্তি ও আত্মসম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারিলে নাগরিক সম্মান লাভের চরম লক্ষ্যস্থলে ভারতীয়েরা উপনীত হইতে পারিবে।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

১৯৩৮ সনের ৩১শে ডিসেম্বর একটী চায়ের পার্টিতে প্রায় পঞ্চাশ জন লোকের সমাগম হয়, তথায় ডাঃ আর আমেদ মহাশয়ের সভাপতিত্বে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পরলোকগমনে বহু বিজ্ঞজন তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া শোক প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে ডাঃ ডি এন মৈত্র মহাশয় বলেন যে ডাঃ শীলের পিতার মত সারল্য ছিল। বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক মিঃ সুশীল কর বলেন, যদিও প্রত্যক্ষভাবে তিনি ডাঃ শীলের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন নাই তথাপি ডাঃ শীলের ছাত্রগণের মধ্য দিয়া তাঁহার আত্মিক স্পর্শ তিনি লাভ করিয়াছেন।

অ্যাডভোকেট কেশব গুপ্ত বলেন যে, যে সমস্ত গুণসম্পন্ন ব্যক্তির দানে ভারত দুনিয়ার নিকটে পরিচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ডাঃ ব্রজেন শীলের স্থান সর্বোচ্চ।

ডাঃ মেঘনাদ সাহার মতে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রভাব বাস্তব বিজ্ঞানের গবেষকদের উপরেও যথেষ্ট হইয়াছিল। মহীশূর রাজ্যে তাঁহার কর্মী হিসাবে এবং শাসন-সংস্কারক হিসাবে সম্মান যথেষ্টই ছিল।

অধ্যাপক বিনয় সরকার ১৯০৩ সন হইতে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সাহচর্য সম্বন্ধে নিজের স্মৃতির কথা ব্যক্ত করেন। ১৯০৩ সন হইল স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগ। তাঁহার মতে ডাঃ শীলের দান মূলতঃ সাহিত্যের সমালোচনা এবং অতীত ভারতের ইতিহাস-বিষয়ক বলিতে পারা যায়।

আনরেজিষ্টার্ড ডাক্তার

কলিকাতায় গত কয়েক বৎসর হইল "অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল মিশন" নামে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বে-সরকারী কলেজ ও স্কুলের পাশ করা আনরেজিষ্টার্ড ডাক্তারগণ দ্বারা স্থাপিত হয়। গত ২৪শে আগষ্ট ১৯৩৮ সনের "আনন্দবাজার পত্রিকা"র পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম স্তম্ভে প্রকাশিত সংবাদ পাঠে মেডিক্যাল বিলের কিরূপ রূপান্তর হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে উহা সহজেই অবগত হওয়া যায়। পুনঃ পুনঃ রূপান্তরপ্রাপ্তি ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আলোচনার ফলে "মেডিক্যাল আইন সংশোধক বিল" এক্ষণে যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে উহাতে উহা পাশ হওয়ার আশা করা বাস্তবিকই কঠিন। বিনা পরীক্ষায় যে গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে আনরেজিষ্টার্ড ডাক্তারগণকে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করিয়া লইবেন, বিশেষতঃ তাহারা ১৯১৪ সনের বঙ্গীয় মেডিক্যাল আইন পাশ হওয়ার পরে যে যে বে-সরকারী স্কুল হইতে অধ্যয়নান্তে পাশ করিয়াছিল সেই সেই স্কুলের কর্তৃপক্ষগণের সহায়তা যে পাইবেন, সে আশা করাও কঠিন। যাহা হউক, আনরেজিষ্টার্ড ডাক্তারগণের পক্ষ হইতে যদি কোনও নির্ভরযোগ্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মেডিক্যাল বিল যথাযথ আলোচনা করাইবার দায়িত্ব

গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে ঐ সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি দ্বারা যথাসম্ভব সাহায্য আমাদের সমিতির নিকট হইতে অবশ্যই পাইবেন।

(স্বাঃ) ডাঃ আর শর্মা, সেক্রেটারী, অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল মিশন, ৪নং নরেন সেন স্কোয়ার, কলিকাতা।

বঙ্গীয় জনরক্ষা আইন

বাংলা গবর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর জানাইতেছেন, বঙ্গীয় জনরক্ষা আইনের মেয়াদ ১৯৩৮ সনের ৩১শে ডিসেম্বর ফুরাইয়া যাওয়ায় ইয়োরোপীয়গণ নূতন আইন অথবা অভিন্যান্সরূপে উহার বিধানসমূহ বলবৎ রাখিতে চাহিয়াছিলেন এবং কোন কোন মন্ত্রী উহার পক্ষপাতী ছিলেন, এই মর্ম্মে কলিকাতার একটি সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মূলে কোন ভিত্তি নাই। ইয়োরোপীয় দল অথবা কোন মন্ত্রীর নিকট হইতে ঐরূপ কোন প্রস্তাব পাওয়া যায় নাই।

ধান চাউল তদন্ত কমিটি

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মণ্ডল এম-এল-এ, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বাস এম-এল-এ, মৌঃ আবদুল ওয়াহেদ বোকাইনগরী এম-এল-এ, মৌঃ অছিমদ্দিন আহম্মদ এম-এল-এ ধান ও চাল তদন্ত কমিটির সভ্যগণ ও কমিটির সভাপতি শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ কারবারী ফুমিয়া যান। ধান ও চাউলের নিয়ন্ত্রিত মূল্য ধার্য্য ও কৃষির উন্নতিবিধান সম্পর্কে অনুসন্ধান করাই কমিটির কার্য্য।

বার লাইব্রেরীর সভাপতি রায় বাহাদুর উপেন্দ্রমোহন মিত্র, রায় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসিত চক্রবর্ত্তী এম-এ, সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সম্পাদক ও আরও কতিপয় ব্যক্তি উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে কমিটির সভ্যগণের নিকট ডিঃ বোর্ড অফিসে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন।

মাদ্রাজনিবাসী ভূপর্য্যটক

একজন ভূপর্য্যটক মিঃ ভি কে রাজগোপাল বি-এ পদব্রজে চট্টগ্রাম হইতে কক্সবাজার আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার বয়স মাত্র ২৫ বৎসর। তিনি পদব্রজে সমস্ত দাক্ষিণাত্য, উত্তর ভারতের নানা স্থান ও সিংহল দেশ ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি বঙ্গদেশে আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতা, ঢাকা, ও উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পর্য্যটন করিয়াছেন। এখান হইতে তিনি আকিয়াব হইয়া রেঙ্গুন যাইতে মনস্থ করিয়াছেন। রেঙ্গুনে কয়েকদিন থাকিয়া তিনি অষ্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিবেন। স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে লাইব্রেরী-হলে এক সভা আহূত হয়। মিঃ রাজগোপালকে সভায় তাঁহার বিচিত্র ভ্রমণকাহিনী বলিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রায় ১ ঘণ্টাকাল তিনি তাঁহার বাল্যজীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনী আবেগপূর্ণভাষায় প্রকাশ করেন। তাঁহার সিংহল ভ্রমণ বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। সিংহলের দুর্গম উপকূলে ভ্রমণ করিবার কালে তিনি এক প্রকার কাল বালি দেখিতে পান, তাহা হইতে একপ্রকার (সীসা) তৈয়ারী হয়। তিনি এই বালির কথা এবং সিংহলের পূর্ব্ব-দক্ষিণ উপকূল—যাহা অতীব দুর্গম ও বিপদ-সঙ্কুল ছিল—তাহার যথাযথ খবরাখবর গবর্ণমেণ্টকে দেন। সিংহল গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এই অসমসাহসিক কার্য্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। সিংহলের উপকূলে এই কাল বালির কথা ইতিপূর্ব্বে কাহারও জানা ছিল না। মিঃ রাজগোপালই প্রথম ইহা গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করেন। তিনি বলেন, এই পর্য্যন্ত প্রায় ১৭০০০ মাইল তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং পথিমধ্যে বহু বিপদে পড়িয়াছেন। জঙ্গলে বন্য জন্তুর আক্রমণে তাঁহার সঙ্গীয় বন্ধুটি নিহত হন, তারপর হইতে তিনি একাকী পর্য্যটন করিতেছেন। তাঁহার অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া এবং অপরিসীম সাহস, ধৈর্য্য ও উৎসাহ দেখিয়া সকলে খুবই প্রীত হইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালার যে যে স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন সেখানে বাঙ্গালী ছাত্র ও জনসাধারণ তাঁহাকে আদর-আপ্যায়ন করিয়াছেন, তজ্জন্য সংবাদ পত্রের মারফতে তাঁহাদের সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

কর্ণেল চোপরার বক্তৃতা

ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল বি জি মাসাদা কর্ণেল চোপরাকে অভিনন্দিত করেন এবং ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের প্রাঙ্গণে ভেষজ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে অনুরোধ করেন। ডাঃ এ এন বায় কর্ণেল চোপরাকে মাল্যভূষিত করেন।

উদ্বোধন করিতে উঠিয়া কর্ণেল চোপরা এইরূপ প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন যে, ইহা হইতে আমাদের দেশে প্রস্তুত ভেষজ কতখানি অগ্রসর হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, আমাদের দেশ আজকাল সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্রে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে সস্তা ঔষধের চাহিদা অত্যন্ত বেশী থাকায় এবং এই সম্পর্কে কোনও বাঁধা-ধরা আইন না থাকায় আমাদের দেশের এবং বিদেশের কতকগুলি লোক সস্তা এবং নিম্নস্তরের ঔষধপত্রে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার প্রতীকারের জন্য আবশ্যক কঠোর আইন প্রণয়ন করা এবং দেশের সমস্ত ভেষজ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্ঘবদ্ধভাবে ঔষধের একটা নির্দিষ্ট দাম স্থির করিয়া দেওয়া, যাহাতে দেশের লোকের পক্ষে তাহা ক্রয় করা কষ্টসাধ্য না হয়। স্যার পি সি রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের চেষ্টায় আমাদের দেশের ভেষজশিল্প আজ যে উন্নত অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ২০ বৎসর পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। একমাত্র কলিকাতাতেই এইরূপ অন্ততঃ ছয়টি বড় বড় কারখানা আছে। পূর্ব্বে বিদেশী ভেষজের সার হইতে ঔষধ প্রস্তুত করা হইত কিন্তু বর্ত্তমানে এদেশে এই সমস্ত ভেষজ প্রস্তুত করা হইতেছে। কিন্তু এখনও যে আমাদের দেশের ভেষজ দ্রব্যাদি আমাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, আমাদের দেশের ডাক্তারেরা এখনও দেশীয় ঔষধসমূহের প্রতি পূর্ণ আস্থাবান হন নাই। অথচ অনেক সময় দেখা যায় যে, ডাক্তারেরা যেসমস্ত বিদেশী ঔষধের ব্যবস্থা করেন, সেই সমস্ত ঔষধের তুলনায় আমাদের দেশীয় ঔষধ কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে।

শ্রমিক ইউনিয়ন

১৯৩৬-৩৭ সনে রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের ও কেডারেশনের সংখ্যা ছিল ১৭। ১৯৩৭-৩৮ সনে তাহা বাড়িয়া হইয়াছে ২১। নিম্নলিখিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি নূতন রেজেষ্ট্রী হইয়াছে—দিল্লী মোটর ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়ন, বরফ শ্রমিক সমিতি, ভারত সরকারের প্রেস শ্রমিক ইউনিয়ন এবং দিল্লী প্রাদেশিক পাথরভাঙ্গা শ্রমিক সমিতি। ১৯৩৬-৩৭ সনে ইউনিয়নগুলির মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ১০৬০৮, ১৯৩৭-৩৮ সনে মোট সদস্যসংখ্যা হইয়াছে ১৫,৩১০।

যুক্তপ্রদেশে শিল্প সাহায্য

শিল্পকর্ম্মে সাহায্য-প্রার্থির উদ্দেশ্য যুবকগণের আবেদনপত্র নির্ব্বাচনের জন্য যুক্তপ্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটি বোর্ড গঠিত হইয়াছিল। এক প্রেস বিবৃতিতে প্রকাশ উক্ত বোর্ড এপর্য্যন্ত ৬৫১১৫৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশ্যে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। গত ১১ই জানুয়ারী বোর্ডের এক সভায় ৩২টী প্রার্থীর জন্য ২৯১৯০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। প্রার্থীদের আবেদন আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে বিবেচনা করা হইবে।

মহিলা সম্মেলনে নদীয়ার মহারাণীর বক্তৃতা

সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বুধবার অপরাহ্ণে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ সমিতি ভবনে বার্ষিক মহিলা সম্মেলনের অধিবেশন হয়। নদীয়ার মহারাণী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। মেয়েরা ব্রতচারী নৃত্যে সভানেত্রীকে অভিনন্দিত করে।

সভানেত্রী মহোদয়া তাঁহার অভিভাষণে বলেন—বর্ত্তমান যুগ প্রগতির যুগ। বিজ্ঞান, সাহিত্য দর্শন, দেশাচার—সর্ব্বত্র একটা পরিবর্ত্তনের আভাষ পাওয়া যাইতেছে, সারা বিশ্বে আজ নব জাগরণের সাড়া পাওয়া গিয়াছে। তাহার ঢেউ ভারতে আসিয়া ধাক্কা দিতেছে

এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উপরও প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা পাইতেছে। আমরা এক জটীল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি—সে সমস্যা হইতেছে ভারতের নারীর আদর্শ কিরূপ হইবে। একদল বলেন যে, ভারতের নারীর আদর্শ প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা অনুযায়ী হওয়া উচিত। আর একদল বলেন, জীর্ণ সমাজকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হইবে এবং সঙ্কীর্ণতা ও মলিনতা অপসারণ করিয়া এক নূতন আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত করিতে হইবে। আমি মনে করি যে, এই দুই মতের কোনও মতই ভারতের পক্ষে হিতকর হইবে না। ভারতের প্রাচীন কালের নারীর আদর্শকে মেরূদণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তৎসহিত পাশ্চাত্য সমাজের সুমহান আদর্শ লইয়া একটি নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর ১৩৮ সনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, এই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্ম্মচারী এবং বাহির হইতে সময় সময় যাঁহারা পড়িতে যান তাঁহাদিগকে মোট ৪০৮৯৯ খানা বই পড়িতে দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কোন বৎসরই এত চাহিদা হয় নাই। এইসব পুস্তকের শ্রেণী বিভাগ করিলে দেখা যায় যে, অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তকের চাহিদাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। তারপর ইতিহাস এবং তৎপর ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট, ফেলো ও অন্যান্য সভ্যগণকে এই বৎসর বাড়ীতে নিয়া পড়িবার জন্য ১৪০৮৭ খানা বই দেওয়া হয়। ১৯০৭ সনে ৪১৯০ খানি বই দেওয়া হইয়াছিল। বাড়ীতে নিয়া পড়িবার জন্য প্রতিদিন গড়ে ৫৫ খানি বই দিতে হইয়াছিল।

সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর রিডিং রুমে এই বৎসর প্রতিদিন গড়ে ৩০০ জন পড়িতে আসে। ১৯০৭ সনে আসিয়াছিল ১১ জন।

ভারত-আফগান বাণিজ্য

ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের মধ্যে বর্ত্তমানে যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার উন্নতি করা যায় কিনা তৎসম্পর্কে ভারত সরকার ও আফগানিস্থানের প্রতিনিধিগণের বে-সরকারী ভাবে আলোচনা চলিতেছে। এই সম্পর্কে কোন উপায় উদ্ভাবন করা যায় কিনা তৎসম্পর্কেই এ পর্য্যন্ত আলোচনা চলিয়াছে। যদি প্রাথমিক আলোচনা সন্তোষজনক হয়, তাহা হইলে উহাকে ভিত্তি করিয়া পরে সরকারীভাবে বাণিজ্য-চুক্তির আলোচনা করা যাইতে পারে।

প্রকাশ, ভারতীয় রেলপথে আফগানিস্থানের যে সমস্ত মাল আমদানি ও রপ্তানি হয়, আফগান প্রতিনিধিবৃন্দ উহার ভাড়া কমাইবার জন্য অনুরোধ করেন। কেবল ভারতীয় মালের আমদানি সম্বন্ধেই এই আলোচনা হয় নাই। উহাতে আফগানিস্থানের মুদ্রানীতি ও এক্সচেঞ্জিয়া ব্যবসা সম্পর্কেও আলোচনা হইয়াছে। আফগান প্রতিনিধিগণ বলেন যে, তাঁহাদের দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্যই তাহাদিগকে ঐ নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তবে দেশের উন্নতির জন্য যে নীতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহা যদি ক্ষুণ্ণ না হয়, তাহা হইলে ভারত হইতে আমদানি পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন।

ভারতবর্ষ হইতে প্রধানতঃ জুতা, সিমেন্ট, ঔষধ, ভেষজদ্রব্য, সুগন্ধি, রংয়ের মালমসলা, কাচ, কাচের বাসন, লোহালক্কড়, চামড়া, কাগজ, চিনি, কাপড় প্রভৃতি আফগানিস্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ সমস্ত পণ্যদ্রব্যের অধিকাংশই রাশিয়া, জার্ম্মানি ও জাপান হইতে রপ্তানি হইতেছে। ঐসব দেশের প্রতিযোগিতার ফলেই আফগানিস্থানে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি আশানুরূপ বাড়িয়া যাইতেছে।

স্বর্গীয় শুভেন্দুশেখর বসু

আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যবহারিক চর্চ্চা ভারতে এখনও

আন্দোলনের পর্য্যায়ে স্থান পায় নাই। এমন সময় বিজ্ঞানের একটি শাখাতে এই ক্ষীণ আন্দোলনের প্রভাব অপূর্ব্ব সাড়া জাগাইয়াছে। সংখ্যা-বিজ্ঞানের চর্চ্চা লইয়া যে আন্দোলনের সূত্রপাত অল্প কয়েক বৎসর হইল হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছেন যে কয়জন অক্লান্ত কর্ম্মী তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন স্বর্গীয় শুভেন্দুশেখর বসু।

ভারতীয় সংখ্যা-বিজ্ঞান পরিষদ্ (ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউট) এই কয় বৎসরের মধ্যে যথেষ্ট পরিচয় লাভ করিয়াছে। এই পরিষদে প্রাদেশিক সরকারের কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারীরা সংখ্যা-বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পান, প্রাদেশিক সরকারের কৃষি বিভাগে যেসকল পরীক্ষামূলক পর্য্যবেক্ষণ করা হয় সেই তথ্যগুলির বিশ্লেষণ ও গবেষণা করা এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্দ্দেশ দেওয়া এই পরিষদের কার্য্য প্রণালীর অন্তর্গত। এই পরিষদ হইতে "সংখ্যা" নামে একটি পণ্ডিত্যপূর্ণ সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা ইতিমধ্যে জগতের একটি বিশিষ্ট সংখ্যা-বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় গবেষণামূলক সাময়িক পত্রিকা বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এইরূপ একটি পরিষদের গঠন ও কার্য্য-নির্ব্বাহের সম্পূর্ণ ভার প্রকৃত পক্ষে একজন যুবকের গ্রহণ করা ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন ও জাতির গৌরবের বিষয়। মৃত্যুকালে (২রা নবেম্বর ১৯৩৮) শুভেন্দুশেখরের বয়স হইয়াছিল ৩২ বৎসর। তিনি ছিলেন এই পরিষদের প্রাণস্বরূপ। ১৯২২ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯২৮ সনে এম্ এস্ সি পরীক্ষায় পদার্থ বিজ্ঞানে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বিজ্ঞান চর্চ্চার দিকে তাঁহার স্বাভাবিক গতি ছিল। ১৯৩৪ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাবিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম মৌলিক গবেষণার জন্য পি-আর-এস্ বৃত্তি লাভ করেন। বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারের কথা মাতৃভাষায় প্রচার করিবার দিকে তাঁহার যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁহার রচিত বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু উপাদেয় তথ্যপূর্ণ ও সরসপাঠ্য প্রবন্ধ বঙ্গভাষার সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছে।

একাধারে বিজ্ঞানসেবী, সাহিত্যরসিক, ক্রীড়ামোদী, অমায়িক, চরিত্রবান্, নিষ্ঠাবান্, ও সদাহাস্যময় ছিলেন বলিয়া বাঙ্গালী অ-বাঙ্গালী বহু লোক, যাঁহারাই তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহাকে অতি নিকটজন মনে করিতেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে দেশ একজন সুযোগ্য সন্তান হারাইল।

বেকার সমস্যা ও সমাধান

[জনৈক গবেষকের সহিত অ্যাডভোকেট পঙ্কজকুমার ভট্টাচার্যের কথোপকথন।]

প্র:—বেকার সমস্যা দিনে দিনে যে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহার প্রতিরোধের জন্য কি কিছু ব্যবস্থা করা যায় না?

উ:—প্রথমে "বেকার" বলিতে কি বুঝায় তাহা জানা আবশ্যক। তৎপরে উহার সমাধানের জন্য পন্থা কি তাহা বিবেচিত হইবে।

প্র:—বেকার বলিতে যারা ভদ্রলোকের ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া কাজ পায় না, তাহাদের বুঝাইবে—তা আবার বিশেষ করিয়া জানিবার কি আবশ্যক?

উ:—ধনবিজ্ঞানের মতে "বেকার" যাহাকে বলে তাহা ঠিক সাধারণের ধারণানুযায়ী নহে। যেমন, যে-সকল লোক কাজ করিতেই অনিচ্ছুক তাহাদিগকে বেকার বলা চলে না। যেসকল লোক ধর্মঘট করিয়া বসিয়া থাকে তাহাদিগকে বেকার বলা চলে না। কাজেই বেকার বলিতে প্রথমতঃ বুঝাইবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেসকল শ্রমিক তাহাদের কর্ম হইতে বিতাড়িত হয় এবং বিতাড়িত হওয়ার মূলে তাহাদের নিজের কোন দোষ নাই। এ স্থলে পরিষ্কার করিয়া বুঝা দরকার যে, যাহারা হাতের কাজ করিয়া মজুরি পায় তাহাদের 'বেকার' শব্দের মধ্যে বৈজ্ঞানিকরা ধরিয়া থাকেন। 'অধ্যাপক পিগুর মতে' যাহারা ব্যবসায়ী অর্থাৎ ডাক্তার বা উকিল শ্রেণীর লোক কিংবা মোটা মাহিনায় চাকুরি করে তাহাদের কর্মবিহীন অবস্থাকে বেকার বলিয়া গণ্য করা ঠিক হইবে না। কাজেই বেকার বলিলে "ওয়েজ আর্নিং" বা মজুরি-গৃহীতা ব্যক্তিকেই বুঝায়, অন্য কাহাকেও নহে।

প্র:—আচ্ছা মনে করুন কোন মজুরের কাজ হইতে বিনা দোষে ছুটী হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সে অন্য কোন এক বিষয়ে নিজেকে কাজে লাগাইয়াছে; সে ক্ষেত্রে আপনি তাহাকে বেকার বলিবেন কি?

উ:—বিজ্ঞানসম্মত কথায় বলিতে গেলে তাহাকে বেকার শ্রেণীর অন্তর্গত ধরা উচিত। যেমন হয়তো কোন লোক দপ্তরির কাজ করে। তার আফিস থেকে কোন কারণে, অবশ্য তাহার বিনা দোষে, চাকুরি যায়। তৎপরে সে নিজের জমিতে চাষ-আবাদের কাজে ব্যাপৃত হয়। তাহাকে বিজ্ঞানের চোখে দেখিলে বলিতে হইবে সে বেকার।

প্র:—মজুরদের খাটিবার সময় ৮ ঘণ্টা বা ১০ ঘণ্টা। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০ ঘণ্টা বাদ দিয়া বাকী সময়ে তাহাকে কি বেকার বলিব?

উ:—না। তাহার যাহা প্রকৃত কার্য্য তাহা সে করে। বাকী সময় হইল তাহার বিরামের সময়। কার্য্য ও বিরতি এ দুইকে একসঙ্গে দেখিতে হইবে।

প্র:—সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যদি কোন লোক সপ্তাহে তিন দিন কাজ পায়, কিন্তু বাকী চার দিন কাজ না পায়, তাহাকে "বেকার" শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করে। আপনার কি মনে হয় সেটা ঠিক?

উঃ—সামিকটা ঠিক। ধনবিজ্ঞানের মতে ঐ রকমের বেকার হইল বেকারের এক প্রকার শ্রেণীমাত্র বা রূপান্তর। বেকার কথাটীর সঙ্গে দেখা যাইবে যে, ব্যক্তিগত কার্য্য হইতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিরতি। তন্মধ্যে খানিক বাধ্যতামূলক কার্য্যবিহীনতা থাকে।

প্রঃ—তাহা হইলে বেকার বলিলে সঠিক কি বুঝাবে বলুন?

উঃ—ধনবিজ্ঞান বা সংখ্যাবিজ্ঞানের দিক্ হইতে দেখিলে বেকার একটী বিশিষ্ট সামাজিক ঘটনা। প্রত্যেক পুরুষ বা স্ত্রীলোক যে-ই কর্মপ্রার্থী সেই বেকার নহে। আবার গ্রেটবৃটেনের "পুয়োর রিলিফ" উপভোগ যাহারা করে তাহারাও ঠিক বেকার নহে। বেকার প্রমাণ করিতে হইলে দুইটী পরীক্ষা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, বেকার শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বে কোন এক লাভজনক কার্য্যে নিয়োজিত ছিল কি না; দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে, কার্য্যের ছুটী হইয়াছে তাহার নিজের দোষে নহে, কিন্তু অন্য কোন কারণে।

প্রঃ—অন্যান্য দেশে কিভাবে বেকার-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে?

উঃ—ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশেই যেখানে যেখানে নিয়মিতভাবে বেকার সংখ্যা গ্রহণ করা হইয়া থাকে প্রত্যেক স্থানেই খবর সংগ্রহ করা হয় ট্রেড ইউনিয়ন অথবা আনএম্প্লয়মেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর নিকট হইতে।

প্রঃ—আচ্ছা, এশিয়াতে কি কোন দেশেই বেকার সংখ্যার গণনার চেষ্টা করা হয় নাই?

উঃ—এশিয়াতেও অনেক স্থানেই উহার গণনা হয়। ভারতেও আমেদাবাদ বোম্বে প্রভৃতি অঞ্চলে কিছু কিছু সংখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৯২৫ সনের অক্টোবর মাসে জাপান গভর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে একটা ব্যাপক অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অনুসন্ধান করা হইয়াছিল ২১২টী কারখানা এবং তিনটী খনির সম্বন্ধে। ইহার মধ্যে একটা সীমা ছিল যে ২০০ ইয়েন পর্য্যন্ত যাহারা মাহিনা বা মজুরি পায় তাহাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইত।

প্রঃ—সেখানে বেকারের শ্রেণী কিভাবে ভাগ করা হইয়াছে?

উঃ—কারখানার মজুর, মোটা মাহিনার মজুর এবং সাময়িক মজুর—এই তিন শ্রেণীর মজুর ভাগ করা হইয়াছে।

প্রঃ—কি কি উপায়ে বেকার সমস্যা সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যায়?

উঃ—সম্পূর্ণ সমাধান হওয়া সম্ভব কি না তাহা অর্থ বিজ্ঞানবিদেরাই এখনও ঠিক করিতে পারেন নাই। ততদিন পর্য্যন্ত আধুনিক ধরণের সমাজ-গঠন এবং কলকারখানা থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত কলকব্জার যুগের একটা রোগের মতই উহা থাকিবে। প্লাবন, মহামারি প্রভৃতি যেমন একেবারে বিদূরিত হয় না, অনেকের মতে বেকারও সেইরূপ সম্পূর্ণ চলিয়া যাইতে পারে না।

প্রঃ—যে যে কারণে বেকার হইয়া থাকে সেই সেই কারণগুলি সরাইয়া দিতে পারিলেই বেকার চলিয়া যায়। এ বিষয়ে আপনি কি বলেন?

উঃ—প্রথমতঃ দেখা যাক কি কি কারণে বেকার হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, একটী বা দুইটী কারণে ইহার উৎপত্তি হয় নাই, অনেকগুলি কারণ—যাহা ব্যক্তিগত, সমাজগত এবং রাষ্ট্রগত হইতে পারে—তাহাদের সমষ্টিতেই বেকারের সৃষ্টি। তবে প্রধানতঃ যে যে কারণে বেকার হয় আমরা দেখিতে পাই, তাহারই কিছু আলোচনা করিব।

প্রঃ—কলকারখানার সৃষ্টি হওয়াতেই তো বেকারের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দিকে লক্ষ্য করিলেই চলিতে পারে তো?

উঃ—কলকারখানাই একমাত্র কারণ নহে, তবে উহার প্রভাব অনেকটা আছে, ইহা অবশ্য কার্য্য। শিল্প জগতে ওঠা-পড়ার জন্যও অনেকটা বেকার হয়।

ইহাতেও চারি ভাগ আছে। প্রথম হইল উন্নতি ও ঘাটতির যুগ অর্থাৎ "সঙ্কট" নামক দুর্যোগ আসিবেই এবং তাহার ফলে বেকার সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়—এককালীন বাণিজ্যের জন্য অনেক সময়ে দেখা যাইবে বৎসরের একটা সময়ে বাণিজ্যের বেশ চলতি রহিয়াছে, কিন্তু অবশিষ্ট সময়ে উহা একেবারে স্থগিত হইয়া যায়। তৃতীয়—সাময়িক বাণিজ্যে শ্রমিকদের সহিত চুক্তি করা থাকে যে, একদমে কাজ হইবে অথবা ১৫ দিন কাজ হইবে কিংবা দৈনন্দিন কয় ঘণ্টা কাজ হইবে। যেমন—শুকের মজুর, পাথার প্রভৃতি; চতুর্থ—হয়তো নূতন কোন এক কলকারখানায় বৈজ্ঞানিক উন্নতি হইল তাহা হইলে পুরাতন কলকব্জা সবই বাতিল হইয়া যাইবে এবং তৎপরিবর্তে নূতনের আবির্ভাব হইবে।

:—ইহাদের প্রতিষেধক উপায় কি কি হইতে পারে?

:—বেকার প্রতিরোধের জন্য তিনটী উপায় বলা যাইতে পারে। প্রথম হইল সাধারণের জন্য কাজের এক্সচেঞ্জ (পাবলিক এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ)। প্রায়ই দেখা যাইবে যে হয়তো কোন এক আধমার কারখানায় মজুরের সংখ্যা চাহিদা অপেক্ষা অনেক অধিক রহিয়াছে, আবার আর এক স্থানে তাহাদের সংখ্যা কম। পাবলিক এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কাজ হইবে এই যে, কার্যবিহীন লোকদিগকে লোকবিহীন কার্যের সহিত মিলিত করিয়া দেওয়া।

দ্বিতীয় উপায় বলা যাইতে পারে যে, "নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ" সাধন করা (রেগুলারিজেশন অব এম্প্লয়মেণ্ট)। সঙ্কটের জন্য যে বেকার হইয়া থাকে তাহার কথা বাদ দিয়া ধরিলে দেখা যাইবে যে, "সিজন্যাল" বা "এককালীন কার্য" এবং "ক্যাজুয়্যাল" বা "সাময়িক কার্য" ইহাদের উভয়ের অবস্থা অন্যরূপ। কোন রকমেই যেমোক্তরূপ কার্যগুলিকে বৎসরের সকল সময়ের জন্য ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না। ইংরাজদের পথ অবলম্বনে দেখা যায় শুক প্রভৃতির ক্যাজুয়াল কার্যে কতকটা "নিয়ন্ত্রণ" আনয়ন করা যাইতে পারে।

তৃতীয় যান্ত্রিক শিক্ষার (টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা) জন্য বিদ্যালয় হওয়ার একান্ত আবশ্যক। যে সকল যুবক কাজ না শিখিয়া হঠাৎ কর্মস্থলে আসিয়া পৌঁছায় তাহাদের পক্ষে টিঁকিয়া থাকা খুবই শক্ত। সেইজন্য শিক্ষিত যুবকের কার্যের অভাব বড় দেখা যায় না।

:—উপরিউক্ত যে উপায়গুলি বলিলেন, তাহা সমস্তই মনে হয় প্রিভেন্টিভ (প্রতিষেধক); কিন্তু বাস্তব যাহা রহিয়াছে তাহার অপনয়নের জন্য কি করা যাইতে পারে?

উ:—উহার প্রথম উপায় হইল "আনএম্প্লয়মেণ্ট ইন্‌সিওরেন্স" বা বেকার বীমা অথবা "কার্যবিহীনের বীমা" (আইট অব্ ওয়ার্ক ইন্সিওরেন্স। দ্বিতীয় উপায় হইল গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বেকারদের একটা টাকার সাহায্য ব্যবস্থা করা, যেমন ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে সাধারণতঃ দেখা যায়। তৃতীয় উপায় হইল প্রত্যেক শ্রমিক দ্বারা বাধ্যতামূলক একটা বীমা করান। ইহার প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল ১৮৯৩ সনে; কিন্তু উহা ইংলণ্ডে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে ১৯১১ সন হইতে ইংলিশ ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী। ইংলিশ অ্যাক্টটী প্রধানতঃ সাতটী ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইয়াছিল। কারণ উহাদের মধ্যে বেকার সমস্যা খুবই প্রকট বলিয়া জানা যায়। উহাদের নাম হইল—১। বাড়ী নির্মাণ ব্যবসা; ২। জাহাজ প্রভৃতির কারখানা; ৩। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং; ৪। লোহার কারখানা, ৫। গাড়ী তৈয়ারীর কারখানা; ৬। সা মিল বা কাঠ কাটার কারখানা; ৭। নির্মাণ কার্যের অন্যান্য অনুষ্ঠান।

প্র:—বিলাতে আধুনিক আর কোন উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে কি?

উ:—ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে বহুদিন যাবৎ অর্থাৎ এক

বৎসরের অধিককাল ধরিয়া যে বেকার তাহার সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান করা হইয়াছে। সেই অনুসন্ধানের বিবৃতির পঞ্চম অংশে "সোসিয়াল সার্ভিস মুভমেণ্ট" নামক একটী বিষয় চোখে পড়ে। যদিও উহার গঠনটী নূতন হইয়াছে বটে উহার অস্তিত্ব নূতন নহে। এই মুভমেণ্ট হইল বেকারদের ক্লাব তৈরি করা। সেই ক্লাব বা সমিতির উদ্দেশ্য প্রধানতঃ হইল বেকারদের স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং তাহাদের স্বাধীন চিন্তা যাহাতে নষ্ট হইয়া না যায় তাহার জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা করা। কাযেই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে দারিদ্র্য হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। হাতের কাজ এবং শিক্ষাবিষয়ক কার্য্যের সৃষ্টি করা এই সকল ক্লাবের প্রধান উপায়, যদ্দ্বারা ইহার সভ্যদিগকে কার্য্যে নিয়োজিত রাখা হয় এবং তাহাদের সাধারণ উন্নতির চেষ্টা করা হইয়া থাকে।

প্রঃ—এই সম্বন্ধে বিশিষ্টভাবে আলোচনার জন্য অনুরোধ করি। আপনার কি মত আছে?

ঃ—সময়ান্তরে আপনার অনুরোধ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব।

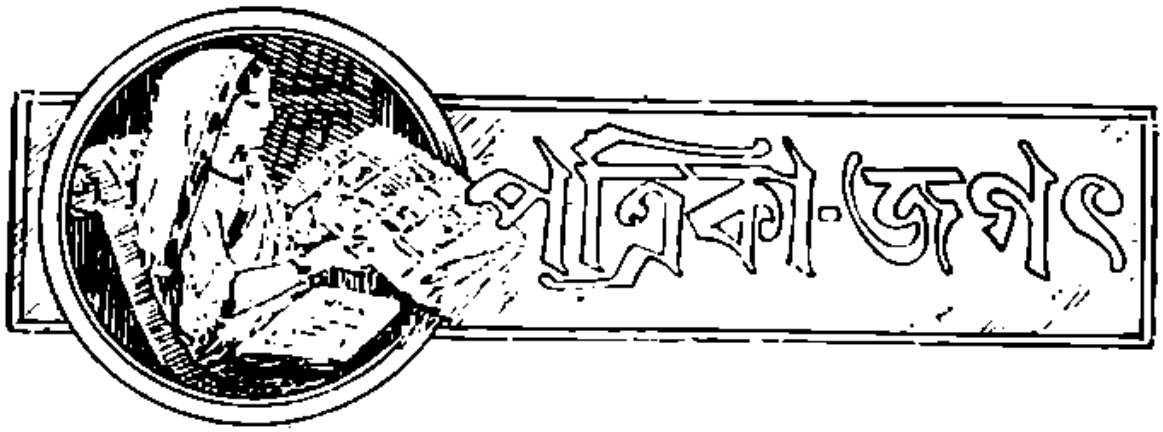

"দি সাউথ আফ্রিকান জার্ন্যাল অব্ ইকনমিক্স্"

(সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮)

লগ্নীর নির্ব্বিঘ্নতা সম্পাদন।

ইয়োরোপীয় কয়লার অবস্থার কয়েকটী দিক্।

৩। ধনবিজ্ঞানে পূর্ব্বাভাষ গণনা রীতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধীয় মন্তব্য।

৪। দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষি প্ল্যান।

৫। কৃষি-জাত উৎপন্নের বাজার নিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে যুক্তি।

৬। একটী জবাব।

"সংখ্যা"

(১৯৩৮)

১। ভারতবর্ষে কয়লার উৎপাদন হ্রাস করিবার ব্যবস্থা।

২। কলিকাতায় জুলাই মাসে বৃষ্টিপাতের উপর চাঁদের প্রভাব।

৩। কলেজের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলের পরস্পর সম্বন্ধ।

৪। বাঙ্গলার কতিপয় বর্ণ ও উপজাতির পা ও দেহের সম্বন্ধ বিষয়ক মন্তব্য।

৫। লোক-সংখ্যার ভিত্তিগত ক্রিয়া।

"ওরিয়েন্টাল ইকনমিষ্ট"

(নবেম্বর, ১৯৩৮)

১। মুদ্রার পথ্য।

২। বিদেশী বাণিজ্যের উন্নতি।

কাঁচা রেশমের উৎপাদন খরচা।

চীন-নীতির বর্ণনা।

আলকাতরা দ্রব্যের উৎপাদন বর্ণন।

চীনদেশে জাপানী কাপড়ের বল।

আর্থিক তত্ত্বাবধানের সমস্যা।

আর্থিক তত্ত্বাবধানের বিশেষত্ব।

জাপানীদের একতার বিশেষত্ব।

"এগ্রিকালচার্যাল সিচুয়েশন্"

(নবেম্বর, ১৯৩৮)

১। দ্রব্যাদির সম্বন্ধে আলোচনা এবং উৎপাদন।

২। কার্থ একস্পার্টরা কিভাবে মিউনিক প্যাক্ট দ্বারা প্রভাবিত।

৩। কার্থের ফ্রেট্ সম্বন্ধে স্বার্থ।

৪। গবাদি পশু হইতে আয়ের বৃদ্ধি।

৫। তুলার বীজ।

৬। মার্কিণ রাজ্যে খালের ব্যবহার।

৭। কৃষিতে অসুবিধায় পতিত শ্রেণী।

৮। কুড়ি মিলিয়ন ডলারের বাদামের কারখানা।

৯। জাতীয় এবং কার্থের আয়ের নিম্নগতি।

"দি ইকনমিক জার্ন্যাল"

(সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮)

ধনবিজ্ঞানের বিষয় এবং প্রণালী।

প্রকৃত ও টাকার মজুরির হারের গতি।

সরকারী ভাণ্ডার, খাদ্য ও কাঁচা মালের নীতি।

জার্ম্মাণির জাতীয় অর্থকথা।

"কমার্সিয়াল রিলেশন্‌স্ বিটুইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড জাপান"; সি এন্ ভাকিল এবং টি এন্ ম্যাসাস্‌টে কর্তৃক লিখিত: লংম্যান অ্যাণ্ড গ্রীন কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ২১০ মাত্র।

জাপান ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ বিষয়ে পুস্তকখানিতে সুন্দরভাবে আলোচনা আছে। জাপানের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিষয় লেখক বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন এবং তিনি দেখাইয়াছেন যে, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপানের ব্যবসা, কলকারখানা এবং গভর্ণমেণ্টের সুবিধা কত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

লেখক বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, জাপানের অগ্রগতির পথে কোন্ কোন্ জিনিষ সহায়তা করিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম—অধিবাসীদের সামাজিক একতা, দ্বিতীয়—সাধারণের মঙ্গলের জন্য সকল দিকের এবং সকল বিষয়ের সম্যক ও অত্যাশ্চর্য্য সহায়তা, তৃতীয়—গভর্ণমেণ্টের জাতীয়তা নীতি এবং চতুর্থ—জাপানের আধুনিক শিল্প জীবনে অবতরণ করিবার পর যে তিন যুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে জাপানের উন্নতির পথ আরও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে।

আর একটী অধ্যায়ে তুলার বাণিজ্য এবং সুতার তৈয়ারী কাপড়-প্রকৃতির বিষয়ে বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেই সম্বন্ধে জাপান হইতে ভারতে এবং ভারত হইতে জাপানে আমদানি ও রপ্তানি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। জাপানের বাণিজ্যের গতি ও তাহার প্রকৃষ্ট অবস্থা সমালোচনা করিতেও লেখক ভোলেন নাই। পুস্তকখানিতে সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অধ্যায় হইল জাপানের প্রতিযোগিতা।

লেখক বলেন যে, জাপানে বাণিজ্যের প্রসার হওয়ার প্রথম কারণ হইল ইয়েনের দাম কমিয়া যাওয়া। জাপানের শ্রমিকদের নিপুণতা সম্বন্ধে লেখকের মত এই যে, ইহা ভারত কেন অন্যান্য অনেক দেশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এখানকার শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারও যথেষ্ট।

"বার্থার সমবার্ট অ্যাণ্ড হিজ্ টাইপ অব্ ইকনমিক্‌স্"; ডাঃ এন্. থে. প্রটনিক কর্তৃক লিখিত; নিউইয়র্ক ইকনমিক্‌স্ প্রেস্ কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৩১ সন, ১৩২ পৃঃ।

আধুনিক অর্থনীতিকদের মধ্যে বার্থার সম্বার্ট শ্রেষ্ঠ মনীষী। ভাষা না জানার জন্যই ইংরেজি ভাষায় যাহারা জ্ঞান চর্চ্চা করিয়া থাকেন তাঁহারা অনেকেই উক্ত লেখকের অমূল্য দান সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরিচিত নহেন।

বইখানিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথমেই আলোচনা করা হইয়াছে। তৎপরে সম্বার্টের জন্ম এবং বৃদ্ধির সময়ের মধ্যে আর্থাবির কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাহার কিরূপ যোগাযোগ সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। মানুষের জীবনী সম্বন্ধে কিছু লেখা হইয়াছে। শেষে সম্বার্টিয়ান ইকনমিক্‌স্ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়ে লিখিয়াছেন—

"সোসিয়াল থিওরি", "মেথড",
"সিস্টেম", "থিওরি এবং হিস্টরি"।

সম্বার্টের প্রধান তত্ত্বই হইল বাস্তবকে ঠিকমত জানিতে হইবে। তাঁহার কথা হইল বাস্তব মানুষ পারিপার্শ্বিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের উৎপন্ন দ্রব্য মাত্র—সেই প্রতিষ্ঠানগুলি আবার অতীতের ছাপ লইয়াই সৃষ্ট হইয়াছে। বাস্তবকে জানিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সমগ্রকে

লইয়া গবেষণা করিতে হইবে—সমস্ত মানুষের অভিজ্ঞতা লইয়া আলোচনা করিলে মানুষের আচরণ যথাযথভাবে বলা যাইতে পারে। তাঁহার "ইকনমিক সিস্টেম" সম্বন্ধে আলোচনায় দেখা যায় যে, মার্কসের ভাল ক্যাপিটাল তাঁহাকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে। সেই জন্যই তাঁহার সামাজিক তথ্য অর্থাৎ সমাজের অবস্থার সহিত মানুষের আচরণ ঘনিষ্ঠভাবে যে সংশ্লিষ্ট আছে তাহাই দেখান হইয়াছে।

"ব্যাঙ্কিং ইন ইণ্ডিয়া"; এস্ জি, পানান্দিকার কর্তৃক লিখিত; দ্বিতীয় সংস্করণ; লংম্যানস্; ১৯৩৭ সন; পৃঃ ৩৬৪।

১৯২৯-৩১ সনের সেন্ট্রাল এবং প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কিং কমিটির অনুসন্ধানের বর্ননার ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বহু সরকার কথাই লেখা হইয়াছে। ঐ বর্ণনা ২০,০০০ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া লিখিত। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যাহারা কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, ছাত্র এবং ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ীর বা সাধারণ সকলের পক্ষে ঐ ২০,০০০ পৃষ্ঠা পড়িয়া নিজেদের কি কি আবশ্যক তাহা বাছিয়া বাহির করার পক্ষে অনেক অসুবিধা থাকে। সকলের সময় এবং ধৈর্যও সমান থাকে না। ডাঃ পানান্দিকার উক্ত বইখানির সকল জ্ঞাতব্য বিষয় ছোট করিয়া এমন সুন্দরভাবে লিখিয়াছেন যাহার দ্বারা সকলেই উপকৃত হইতে পারে। যাহা কিছু ভাল তথ্য তিনি দেখিয়াছেন তাহা সংগ্রহ করিয়া মধ্যমাকার পুস্তকখানিতে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পুস্তকখানিকে খুব আধুনিক করা হইয়াছে রিসার্ভ ব্যাঙ্কের কথাটীও এই প্রসঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন বলিয়া। শুধু ইহাই নহে। রিসার্ভ ব্যাঙ্কের মূল আইনগুলি ব্যতিরেকেও সদ্যঃ প্রকাশিত কোম্পানী আইনের যে অধ্যায়টীতে ব্যাঙ্কের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে সেটীও লেখক তাঁহার পুস্তকখানিতে দিতে ভুলেন নাই।

পুস্তকখানি ছাত্রদের পক্ষে, বিশেষতঃ যাঁহারা পোষ্ট গ্রাজুয়েট বা অনার্স পড়েন তাঁহাদের পক্ষে, খুবই উপকারী হইবে আশা করা যায়।

"দি নেচার অব্ দি প্রোব্লেম অব্ পপিউলেশন"; জি, রাঘব রাও কর্তৃক লিখিত; বোম্বে ইউনিভার্সিটীর পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত; ১৯৩৮; ৩৮ পৃঃ; মূল্য ১।০; লেখক কর্তৃক প্রকাশিত; প্রাপ্তিস্থান—৩।১১৬ নিজামপেট, মাসুলিপাটাম।

এই ছোট পুস্তকখানিতে বোম্বে প্রেসিডেন্সির মধ্যে ব্রিটিশ জেলাসমূহের লোকসংখ্যা, লোকবৃদ্ধি ও মৃত্যুহার সম্বন্ধে চমৎকার আলোচনা করা হইয়াছে।

"ফার্টিলিটি" সম্বন্ধে লেখকের সংখ্যা যোজনায় অনেক স্থলেই অসামঞ্জস্য দেখা যায়। মৃত্যুহার সম্বন্ধে যেখানে লেখক আলোচনা করেন সেস্থলে তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় অধিক পাওয়া যায়। তবে লেখার গবেষণামূলক অংশ হইতে একটী বিশেষ তত্ত্ব সৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে—উচ্চ ফার্টিলিটির সহিত উচ্চ মৃত্যুহার যে থাকিবে তাহা নহে, বরং বলা চলে যে, উহাদের মধ্যে কোন যোগসূত্র নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অধ্যাপক গিনির ফার্টিলিটি তত্ত্ব ভারতের উপযোগী নহে। তিনি বলেন যে, ফার্টিলিটির সহিত শিশুমৃত্যুর খুব অল্পই সংযোগ আছে। ভারতবর্ষের মত স্থান, যেখানে জীবনের "মাপকাঠি" অতি নিম্ন, সেখানে "মাতা" আহার্য্য কম পাইয়া থাকে। ফলে শিশুর আহার পুষ্টিকর হয় না। কাজেই তাহাদের দেহ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ, প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী শিশুকে বাঁচিতেই হইবে। এই জন্য ঈশ্বর তাহাদের সাহায্য করেন এবং সে তার মাতার শেষ শক্তিটুকু লইয়াও জগতে থাকিবার প্রয়াস পায়। তাহার ফলে দরিদ্র মাতার অকালমৃত্যু হওয়া শতকরা নব্বই ভাগ সম্ভবপর।

ডাঃ পার্লের "ভেনসিটী" এবং "রিপ্রোডাকশনের" মধ্যে যে সম্যতা তত্ত্ব লেখক যথাযথভাবেই তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। বোম্বের মৃত্যুহার অধিক হওয়ার কারণ অধিকাংশ দেখা যায় যে, দরিদ্র স্ত্রী মজুরেরা প্রায়ই সন্তান প্রসবের জন্য পল্লীগ্রামে যায় এবং দুরবস্থার মধ্যে প্রাণ হারায়।

১। "দি হাম্বরি গেষ্ট"; জি, সি, এলেন কর্তৃক লিখিত; এলেন আনউইন কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৮ সন; ২৬১ পৃঃ; মূল্য ১০ শিলিং ৬ পেন্স।

২। "ডেট, প্রাইভেট অ্যাণ্ড পাবলিক, গুড্ অ্যাণ্ড ব্যাড্"; লার আর্ণেষ্ট বেন কর্তৃক লিখিত; লেখক কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৮; ১৫০ পৃঃ; মূল্য ৫ শিলিং।

৩। "এজিনিওরিং ইকনমিক্স্"; টি, এইচ্ বার্ণহাম কর্তৃক লিখিত; প্রকাশক পিটম্যান, লণ্ডন; ১৯৩৮ সন; পৃঃ ৩৩০; মূল্য ৮ শিলিং ৬ পেন্স।

৪। "দি ব্রিটিশ ম্যান ইণ্ডাষ্ট্রি" (অ্যান্ ইকনমিক ষ্টাডি; পি, চ্যাপ্টলার কর্তৃক লিখিত; ম্যাকেষ্টার ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৮ সন; পৃঃ ১৪১; মূল্য ৭ শিলিং ৬ পেন্স।

৫। "দ অব্ ব্যাঙ্কিং"; আর, এস্, টি সয়লি কর্তৃক লিখিত; লণ্ডন; পিটম্যান কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ৩৫০; মূল্য ১২ শিলিং ৬ পেন্স।

৬। "দি মেশিনারি অব্ দি সোসিয়ালিষ্ট ষ্টেট"; জি, ডি, এইচ কোল কর্তৃক লিখিত; দি হগার্থ প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৮০; মূল্য ১ শিলিং।

৭। "মার্কেটিং অব য' কটন্ ইন্ ইণ্ডিয়া"; এস্, এন, হাতওয়ালা কর্তৃক লিখিত; লংম্যান গ্রীন্ কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৭ সন; লণ্ডন; পৃঃ ২৬৮, মূল্য ৫৲।

৮। "ইনডাষ্ট্রিয়াল এক্টারপ্রাইজ ইন্ ইণ্ডিয়া"; এন, দাস কর্তৃক লিখিত; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ১৭৪; মূল্য ১০ শিলিং ৬ পেন্স।

৯। "ওয়েজেস্"; এস্, চক্ কর্তৃক লিখিত; নিস্‌বেট অ্যাণ্ড কেম্ব্রিজ প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; পৃঃ ২০৪; মূল্য ৫ শিলিং।

১০। "কার্ব ক্রেডিট ইন্ ক্যানাডা"; ডাব্লিউ, টি, ইষ্টারব্রুক্ কর্তৃক লিখিত; ইউনিভার্সিটি অব টোরোণ্টো কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৮ সন; পৃঃ ২৮০; মূল্য ২ ডলার ৫০ সেন্ট।

১১। "ইম্পিরিয়ালিজম্"; জে, এ, হবসন কর্তৃক লিখিত; তৃতীয় সংস্করণ; লণ্ডন; এলেন ও আনউইন; ১৯৩৮ সন; পৃঃ ৩৮৬; মূল্য ৮ শিলিং ৬ পেন্স।

১২। "ব্রাশ্স অ্যাণ্ড রিকভারি" এইচ্ ডি, হডসন কর্তৃক লিখিত; (পৃথিবীর আর্থিক গতিবিধির পর্য্যালোচনা); লণ্ডন; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ৪৮৪; মূল্য ১০ শিলিং ৬ পেন্স।

১৩। "সোভিয়েট ট্রেড অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন"; এস্, ই, হ্যারার্ড কর্তৃক লিখিত; ম্যাক্‌মিলান, লণ্ডন; কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৩৮১; মূল্য ১২ শিলিং ৬ পেন্স।

১৪। "আফ্রিকা এমারজেন্ট"; ডাব্লিউ এস্ ম্যাক্‌মিলান কর্তৃক লিখিত; ফেবার অ্যাণ্ড ফেবার কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৮ সন; পৃঃ ৪১৪; মূল্য ১৫ শিলিং।

১৫। "নিউ মানি ফর নিউ মেন"; এস্, এস্, মেন্ কর্তৃক লিখিত; ম্যাক্‌মিলান; লণ্ডন; পৃঃ ৩৮৬; মূল্য ৮ শিলিং ৬ পেন্স।

১৬। "ইম্পিরিয়াল জাপান" (১৯২৬-৩৮), ইহা মর্গ্যান কর্তৃক লিখিত; অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ৩২৮; মূল্য ১২ শিলিং ৬ পেন্স।

মজুরির হার

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল (অ্যাডভোকেট)

বক্রী দাবিদার তত্ত্ব

আমেরিকার প্রসিদ্ধ অর্থবিজ্ঞানবিদ্ ওয়াকারের মতে এই তত্ত্বের দ্বারাই মজুরির ওঠা-নামা শাসিত হইয়া থাকে। তিনি বলেন যে, শ্রম একটা কোন বস্তু-বিশেষ নহে বরং তাহার দ্বারাই বস্তু তৈয়ারি হইয়া থাকে। অন্য কথায় বস্তু উৎপাদনের জন্য শ্রম আবশ্যক। কাজেই শ্রমের মূল্য মজুরদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে।

শ্রম-জনিত দ্রব্য কর্তৃক মজুরি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। মজুরেরা সমগ্র বণ্টনের মধ্যে বক্রী দাবিদার। যখন উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রী হইয়া মূল্য পাওয়া যায় তখন চারিটী অনুসঙ্গের তিনটীর মধ্যে উহা প্রথমে বাঁটোয়ারা হইয়া যায়, তাহার পর যাহা পড়িয়া থাকে তাহাই মজুরিরূপে ব্যবহৃত হয়। খাজনা, সুদ ও মুনাফা প্রথমে ভাগ হয়; তাহার শেষে যেটুকু বক্রী থাকে তাহাই শ্রমিকের মজুরি হয়। ইহার কারণ হইল খাজনা, সুদ বা মুনাফা ইহাদের নির্দ্ধারিত করার জন্য প্রকৃষ্ট নিয়ম থাকায় তাহাদের ভাগ হয় প্রথমে, কিন্তু মজুরি নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে সামঞ্জস্যের জন্য শেষে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাই মজুরের অদৃষ্ট গঠন করে।

সমালোচনা

(১) যদি শ্রমিকরা সত্যই বক্রী দাবিদার হইত তাহা হইলে সঙ্ঘবদ্ধতার কোন কাজই হইত না। ট্রেড ইউনিয়ন তাহা হইলে কোন দিন মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারিত না। কারণ তাহা বক্রী দাবীর যে অংশ তাহা বৃদ্ধি করাইতে অসমর্থ। কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখা যায় যে, অধিকাংশ যেখানে, সেখানে ট্রেড ইউনিয়নের প্রচেষ্টায় বাস্তবিক মাহিনা বৃদ্ধি হইয়াছে।

(২) উক্ত তথ্য আর একটী বিষয় একেবারে লক্ষ্য করে নাই। শ্রমিকের সংখ্যা বর্দ্ধিষ্ণু বা লক্ষিষ্ণু হইলে মজুরির ফলাফল কি হয় তাহা বিচার করা হয় নাই। কারণ প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, যেখানে অল্প সংখ্যায় শ্রমিক আছে অথচ তাহাদের চাহিদা যথেষ্ট, সেখানে মজুরির হার বৃদ্ধি পায়। নিপুণ মজুরের চাহিদা অনেক স্থলেই অধিক; কিন্তু তাহাদের সরবরাহ কম, সেই জন্য অনেক স্থলে তাহাদের মাহিনার হার যাহা হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে।

(৩) ওয়াকার নিজেও এই সম্বন্ধে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার গঠিত তত্ত্ব কয়েকটী বিশেষ অবস্থায় মাত্র প্রযোজ্য, সকল স্থলে নহে।

দারিদ্র্য কি মজুরের গুণ বিনষ্ট করে?

দারিদ্র্য হইতেই সমস্ত কষ্টের উৎপত্তি। মানুষে যদি আহার্য্য ও পরিধেয়ের সংস্থান করিতে না পারে তাহা হইলে তাহার দেহের ও মনের প্রকৃষ্ট স্ফুরণ হওয়া সম্ভবপর নহে। সেই জন্য তাহাদের কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি হওয়া তো সম্ভবই নহে, উপরন্তু দিনে দিনে বিনষ্ট হইয়া যায়। অধিক দিন বেকার অবস্থায় থাকিলে মজুরদের চরিত্রগত দোষ আসিয়া পড়ে। সেই জন্য মজুরির হার এমন হওয়া আবশ্যক যাহাতে নিয়তম জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান থাকে।

অধ্যাপক সেলিগম্যান "পভার্টি আণ্ড প্রোগ্রেস" (দারিদ্র্য ও উন্নতি) নামক অধ্যায়ে অতি বিস্তৃতভাবে দারিদ্র্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। নিউইয়র্কের দারিদ্র্য কিরূপ, তাহার সংখ্যা সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠভাবে রাউনট্রি সাহেব আলোচনা করিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সের দারিদ্র্য বিষয়ে বলেন যে, প্রায় ৩০% লোকই দরিদ্র এবং প্রয়োজনীয় নিয়তম আয়ের অপেক্ষা অনেক কম অর্জ্জন

করে। ভারতবর্ষের তো কথাই নাই। দারিদ্র্য যে কতদূর যাইতে পারে অর্থাৎ দু' বেলা দু' মুঠো অন্ন সংস্থান হয় না এই রকম লোক সংখ্যার আধিক্যই যে এখানে সর্ব্বত্র তাহা মনে হইলেও হৃৎকম্প হয়। যাহারা এই দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে পারে তাহাদের অবস্থা আলোচনা করিতে গেলে দেখা যাইবে যে, জঘন্য আবাসস্থান, পরিধানে বস্ত্র নাই, আহারের অন্ন নাই, গাত্রে তৈল নাই—দিনের পর দিন তাহারা কাটাইয়া চলিয়াছে। তাহার ফলে মৃত্যু-সংখ্যার আধিক্য, শিশু মৃত্যু অনিবার্য্য এবং চেহারার যৌবন প্রস্থে এবং ওজনে কমিয়া যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। ইহা হইল প্রত্যক্ষ ফলাফল। পরোক্ষে কারখানার কাজে নিপুণতা হ্রাস পায়, নৈতিক চরিত্র ভাল হইতে পারে না, কাজেই জাতিগত চরিত্র কোন দিনই উন্নত হয় না।

কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে, কোন একটা বিশেষ কারণে দারিদ্র্য হয় না—ব্যক্তিগত কারণ এবং সমাজগত কারণ উভয়ে মিলিত হইয়াই ইহা সৃষ্টি করে। অনেকেই বন্টন সম্বন্ধে সন্দিহান এবং বলিয়া থাকেন যে, এক হাতে টাকা জমিয়া থাকে অর্থাৎ টাকার পরিবেশন সমানে এবং নিয়মিতভাবে হয় না এবং যে স্থলে আসিয়া জমে সে স্থল হইতে অন্য হাতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না বলিয়াই দারিদ্র্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রশ্নপত্র

১। "খাটি মজুরি" ও "টাকার মজুরি"র মধ্যে পার্থক্য কি? একটা যে কোন কাজে আমরা কি উপায়ে "খাটি মজুরি" ঠিক করিতে পারি?

২। নিপুণতা ও মাহিনার মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা বর্ণনা কর? দারিদ্র্য কি মজুরের গুণ বিনষ্ট করে?

৩। নিম্নলিখিত মজুরির তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা কর:—(ক) নিম্নতম জীবিকা নির্ব্বাহ তত্ত্ব, (খ) বক্সী দাবীদার তত্ত্ব, (গ) অগ্রিম দাবন তত্ত্ব, (ঘ) চাহিদা সরবরাহ তত্ত্ব।

৪। জাতীয় অর্জ্জন কাহাকে বলে? উহার বন্টন কিভাবে হইয়া থাকে?

মুনাফা

উদ্যোগীর পরিশ্রমের দাম হইল মুনাফা। যিনি সমস্ত একত্রীকরণ করিবার ব্যবস্থা করেন তাঁহার মোট আয় হইতে দ্রব্য উৎপাদনের যে খরচা তাহা বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই হইল মুনাফা। আর এক কথায় বলা চলে যে, মুনাফা হইল দ্রব্য তৈরীর খরচার অতিরিক্ত আয়। মনে করা যাক দেশলাই তৈরীর জন্য মজুরি বাবদ, খাজনা বাবদ, সুদ বাবদ, কলের বেরামতি খরচা বাবদ এবং অন্যান্য তত্ত্বাবধানের জন্য খরচা বাবদ ২০০৲ টাকা খরচা হইল, কিন্তু দেশলাই বিক্রয়ের মূল্য হইল ৩০০৲। এখানে মুনাফা হইবে ১০০৲, কারণ মোট আয় হইতে উৎপাদনের খরচা বাদ দিয়া উহাই অতিরিক্ত হয়।

মোট মুনাফা বা টাকার হিসাবে মুনাফা ধরিতে গেলে নিম্নলিখিত আয়কে গণ্য করিয়া লইতে হইবে :—

(১) উদ্যোগীর কার্য্য পরিদর্শনের মজুরি—উদ্যোগী বাণিজ্য চালাইবার জন্য যথেষ্ট দেখাশুনা ও বিভিন্ন চেষ্টায় নিজের মজুরি খরচ করিয়া থাকেন। সেসকল কার্য্য একজন ম্যানেজার বা তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা স্বচ্ছন্দেই হইতে। তিনি সারিতে পারিতেন, সেই তত্ত্বাবধায়কের মাহিনা তো তাঁহার প্রাপ্য।

(২) উদ্যোগীর নিজের পুঁজির উপর সুদ—উদ্যোগী যদি নিজেই টাকা খরচা করিয়া ব্যবসা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই পুঁজির উপর যে সুদ তাঁহাকে অন্য লোকের নিকটে দিতে হইত তাহা তিনি মোট আয়ের মধ্য হইতে কাটিয়া লইতে পারেন।

(৩) জমির খাজনা—যদি কারখানাটী উদ্যোগীর নিজের বাটীতে বা জায়গায় করিয়া থাকেন তাহা হইলে উহার খাজনাও তাঁহার প্রাপ্য।

(৪) উদ্যোগী হইল ঝুঁকি-বাহক। যে সকল মজুররা কাজ করিতেছে মজুরির জন্য তাহারা ব্যবসার ঝুঁকি গ্রহণ করে না। কাজেই উদ্যোগীকে নিজেকেই সমস্ত লাভ লোকসানের ঝুঁকি মাথা পাতিয়া লইতে হয়। এই ঝুঁকি-বাহক হিসাবে তাঁহার যে পুরস্কার আসে তাহাই

ব্যবসাদারের বিশেষ উপায়। উদ্যোগীর দুইটী কার্য্য ভাগ করা যায়—একটী হইল তত্ত্বাবধায়কের কার্য্য, আর একটী হইল ঝুঁকি-বাহকের কার্য্য। তত্ত্বাবধায়কের কার্য্য হইল উৎপন্নের দিক্ দেখা, আর ঝুঁকি বাহকের কার্য্য হইল জিনিষের পড়তা ও তাহার মূল্যের দিক্ দেখা। তিনিই ঠিক করেন কোন সময়ে কাঁচা মাল কেনা উচিত, কোন সময়ে বিক্রয় করা উচিত, কি দামে কোন স্থানে উক্ত দ্রব্যাদি লওয়া আবশ্যক, ইত্যাদি। তিনি দেখিবেন মজুর ও পুঁজি কিভাবে খাটাইলে সর্ব চেয়ে বেশী মুনাফা থাকে। এইভাবে দরাদরি করিতে গিয়া অনেক সময়ে ঝুঁকিদারের বেশ লাভ হইয়া যায়।

খাঁটি মুনাফা হইল উক্ত ঝুঁকিদারের টাকা ও তত্ত্বাবধায়কের টাকা উভয়ে মিলিত হইয়া।

মুনাফার বিভিন্ন তত্ত্ব

(১) পূর্ব্বকার ইংরাজ অর্থনীতিকদের মুনাফাতত্ত্ব—তাঁহারা প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত সুদ ও মুনাফা এক সঙ্গে করিয়াই বিবেচনা করিতেন। একজন পুঁজিপতির সমস্ত লাভ যতটা হয় সবটাই ধরিতেন; তার মধ্যে পুঁজির সুদ ও তত্ত্বাবধানের পুরস্কার দুই-ই মিশ্রিত থাকিত। এই সময়ে ইংরাজ ব্যবসায়ীরা প্রায় নিজের টাকাতেই বাণিজ্য, কলকারখানা চালাইতেন। সেই জন্য পুঁজিকে পৃথক করিয়া ধরিবার প্রথা ছিল না।

(২) ওয়াকারের মুনাফা তত্ত্ব—মার্কিন দেশে কিন্তু পুঁজি কর্জ্জ লইয়া বাণিজ্য করিবার প্রথা বরাবর চলিয়া আসিতেছে। সেই জন্য ওয়াকার নিট লাভকে ধরিয়াছেন মুনাফা। তাহার মধ্যে উদ্যোগীর পুঁজির সুদ ধরা হয় নাই। ওয়াকারের মুনাফা তত্ত্বে পুঁজির সুদ গণ্য করা হয় না। ওয়াকার বলেন মুনাফা ও খাজনা একই পর্য্যায়ভুক্ত। যেমন—

(ক) ভাল জমির উর্ব্বরতার জন্য অথবা তাহার অবস্থানের জন্য বেশী খাজনা হইয়া থাকে। ঠিক তদ্রূপ যাহারা ঠিকমত টাকা খাটাইতে জানে তাহাদের পুঁজির দাম বেশী হইয়া থাকে।

(খ) যেমন জমির মধ্যে দেখা যায় এক প্রকারের জমির কোন আয়ই নাই, হয়তো কোন গল্পিকে খরচটা ওঠে মাত্র, সেইরকম উদ্যোগীদের মধ্যেও এমন লোক আছে যাহার পুঁজির আয় কিছুই নাই। তাঁহাদের পুঁজির আয় এত কম যে কোন গতিকে বাণিজ্যকে চলতি অবস্থায় রাখে মাত্র।

(গ) যেমন ভাল জমির খাজনা বিনা-খাজনার জমির সহিত তুলনামূলকভাবে স্থির হইয়া থাকে, সেইরকম ভাল উদ্যোগীর মুনাফা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে বিনা-মুনাফার যে সব উদ্যোগীর ব্যবসায় চলিতেছে তাহাদের সহিত তুলনা করিয়া।

(ঘ) খাজনা যেমন ভূমিজ উৎপন্নের মূল্যের অংশস্বরূপ গণ্য হয় না, ঠিক সেইরকম মুনাফাও কারখানাজাত দ্রব্যের মূল্যের অংশ স্বরূপ গণ্য হইতে পারে না।

ওয়াকারের তত্ত্বের সমালোচনা

ওয়াকারের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে দু'একটী বিরুদ্ধ মতবাদ নিম্নে দেওয়া গেল—

(ক) জমির সরবরাহ একেবারে স্থির, ইহার সরবরাহ মূল্য বলিয়া কিছুই দেখা যায় না। বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে পুঁজি এবং পুঁজি খাটাইবার শক্তি এই দুইয়েরই একটা সরবরাহ মূল্য আছে এবং ইহাদের সরবরাহ বৃদ্ধি বা কমতি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

(খ) যে উদ্যোগী বাণিজ্যে নামিয়া শূন্য মুনাফায় ব্যবসায় চালাইতে থাকে সে কখনও অধিক দিন ব্যবসা রক্ষা করিতে পারে না।

(গ) যে ব্যবসায়ে মুনাফা থাকে সেই লভ্যাংশ পাইবার আশায় তাহাতে আকর্ষিত হইয়াই ব্যবসাদাররা পুঁজি দিয়া থাকেন। ব্যবসাদারের সমস্ত ভবিষ্যৎ লাভই মুনাফার মধ্যে প্রবেশ করে। কারণ তাহাই উদ্যোগীকে উক্ত ব্যবসায়ে নামাইয়া থাকে। পুঁজি দিবার পূর্ব্বে তাহার কোন বিষয়ে কতটা লাভ হওয়া সম্ভবপর তাহা খতাইয়া না দেখিয়া কেহই টাকা দিবে না। কাজেই সাধারণ মুনাফা মাত্রই সাধারণ সরবরাহ মূল্যের

মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে এবং কারখানা-প্রস্তুত উৎপন্নাদির মূল্যের অংশস্বরূপ বলিতে পারা যায়।

(৩) মার্শ্যালের মত—মার্শ্যাল বলেন যে, মুনাফা বলিতে পুঁজির মুনাফা এবং বাণিজ্যের সরলতার মুনাফা দুই এক সঙ্গে বুঝায়। পুরাতন ইংরেজি মতবাদ ঠিক রাখিয়া দিয়া মার্শ্যাল স্থির করিলেন মুনাফার মধ্যে নিম্নলিখিত দুই প্রকারের অনুপাতই থাকে—(ক) যে পুঁজি উদ্যোগীর নিজের তাহা যদি বাণিজ্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে তাহার সুদ এবং (খ) কার্যের জন্য যে আয় অর্থাৎ ঝুঁকির এবং তত্ত্বাবধানের যে আয় তাহা।

মার্শ্যালের মতে আধুনিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে মুনাফা যুক্তিসঙ্গত।

(৪) সমাজ-তন্ত্রবাদীর মতে মুনাফা-তত্ত্ব—সমাজতন্ত্রবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, মুনাফা পুঁজিপতিদের আইনসঙ্গত শোষণ মাত্র। মার্কস্ বলেন যে, মুনাফা হইল মাহিনার টাকা হইতে চুরি। তাঁহার মতে মূল্যের সমস্তটাই শ্রমিকদের উৎপন্ন হইতে প্রাপ্ত। কাজেই অতিরিক্ত মূল্য যাহা থাকে তাহাও উক্ত মজুরিজাত। কিন্তু এই সমাজ-তান্ত্রিকদের অতিরিক্ত মূল্য নীতির শুদ্ধতার বিরুদ্ধে চারিটী কথা আছে—১ম—ইহা মজুর হিসাবে ধরিয়াছে যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করে তাহাদিগকে মাত্র; কিন্তু পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান যাহারা করে তাহাদের জন্যও যে পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত তাহা গণনা করে নাই। ২য়—ইহা শ্রমকেই মূল্যের কারণস্বরূপ গণ্য করিয়া থাকে; কিন্তু বাস্তবিক মূল্য একমাত্র মজুরির দ্বারা সৃষ্ট হয় না। ৩য়—উৎপন্নের অনুপাতরূপে তাঁহারা একটীকেই দেখিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক একের অধিক অনুপাতই থাকে। ৪র্থ—সীমান্ত মূল্য সম্বন্ধে ইহারা একেবারে উদাসীন।

মুনাফা কত রকমের হইতে পারে?

মুনাফা চারি প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—(ক) সাধারণ মুনাফা, (খ) আকস্মিক মুনাফা, (গ) জুয়ার মুনাফা, (ঘ) একচেটিয়ার মুনাফা।

(ক) সাধারণ মুনাফা বলিতে বুঝায়, যে মুনাফা নিয়মিত বাণিজ্য হইতে পাওয়া যায়। সেলিগম্যান বলেন যে, সাধারণ মুনাফার সঙ্গে "নরম্যাল" মুনাফার প্রায়ই গণ্ডগোল হইয়া থাকে; কিন্তু "নরম্যাল মুনাফা" বলিয়া কোন পদার্থই হইতে পারে না—যেমন "নরম্যাল মূল্য" হইয়া থাকে। কারণ বাজার ওঠা-নামা না করিলে মুনাফা হওয়া সম্ভবপর নহে। "নরম্যাল ইকুইলিব্রিয়াম" বা "নরম্যাল দাম" অবস্থায় বহুদিন পরে যখন বাণিজ্যের অবস্থা আসিয়া পৌঁছায় তখন কিন্তু কোন মুনাফাই থাকে না। কিন্তু মূল্যকে প্রভাবিত করে না এ রকম একটা কোন অবস্থা আবার অধিক দিন থাকিতে পারে না। যদি এই রকম একটা অবস্থা কল্পনা করা যায় যে, যখন একেবারে প্রতিযোগিতার মধ্যে কোন সংগ্রাম নাই, তাহা হইলে কোন উদ্যোগীরই কিছু মুনাফা থাকিতে পারে না। তিনি বলেন, সীমান্ত উৎপাদনকারীর লাভ হইতে বিভিন্ন স্তরের উচ্চ উৎপাদনকারীর অতিরিক্ত যে লাভ তাহাই হইল মুনাফা। অর্থাৎ যদি সীমান্ত উৎপাদনকারী দ্রব্যের মূল্য হিসাবে ১০৲ পাইয়া থাকে এবং খরচ বাদ দিয়া কিছুই না থাকে, তবে সেই উৎপাদনকারীর অপেক্ষা যাহারা আরও কর্মকুশল বা চতুর তাহাদের দ্রব্যের মূল্য ১২৲ পাইয়াছে এবং মুনাফা ২৲ হইল। এখানে দুই হইতে ২৲ টাকার যে পার্থক্য তাহাই হইল মুনাফা।

(খ) আকস্মিক মুনাফা (এলিমেন্টারি প্রফিট)—ইহা নানাভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু এই রকমের সুযোগ হঠাৎ আসে, বরাবর থাকে না। রাস্তায় যদি হঠাৎ কেউ ১০৲ টাকার ১০০খানা নোট পায় তাহা হইলে উহাকে আকস্মিক লাভ বলা হইবে। আকস্মিক মুনাফা এবং সাধারণ মুনাফার মধ্যে কতটা পার্থক্য আছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ প্রত্যেক ব্যবসাতেই খানিকটা জুয়া থাকে এবং খানিকটা ভাগ্যও থাকে। বন্যা, আবিষ্কার, যুদ্ধ, নূতন ফ্যাসন প্রকৃতির দ্বারা সরবরাহ বা চাহিদা দু'এর একটী প্রভাবিত হইতে পারে এবং তজ্জন্য বাণিজ্যে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। এস্থলে আকস্মিক মুনাফাও খানিকটা অংশ রহিয়া যায়।

(গ) জুয়ার মুনাফা (স্পেকুলেটিভ প্রফিট)—কোন জিনিষের মূল্য বাড়িবে বা কমিবে এই রকম একটা ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যখন কেহ জিনিষ অগ্রিম ক্রয় করে বা বিক্রয় করে তাহাকেই জুয়া বা স্পেকুলেশন বলে। স্পেকুলেশন দুই প্রকারের—১ম হইল নিয়মিত, ২য় হইল আকস্মিক। আকস্মিক জুয়ার ব্যাপার চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে, কারণ একটা বিশেষ কোন ঘটনা অথবা সময়কে উপলক্ষ্য করিয়াই এই প্রকারের জুয়া চলিয়া থাকে। যেমন হঠাৎ একটা চড়তির বাজার আসিয়া গেল—সে স্থলে কেহই উহার জন্য হয়তো তৈয়ারী ছিল না; কিন্তু উক্ত সময় অবলম্বন করিয়া অনেকে টাকা খাটায় এবং কেহ বা লাভবান হয়, কাহারও বা লোকসান হয়। নিয়মিত জুয়ার ব্যাপারে এই প্রকারের আকস্মিক লাভের আশা খুবই অল্প থাকে। হয়তো একজন তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সে তুলার দাদন দিয়া থাকে হয়তো এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে, কিন্তু তাহার দ্রব্য ব্যবহার আরম্ভ হইবে হয়তো ছয় মাস পরে। এ স্থলে ব্যবসাদার দামের পরিবর্ত্তনের বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত হইবার পথ না রাখিয়া নিজের সুবিধা করিয়া লয়। তাহা না হইলে বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে—মাল ও মূল্য উভয়ই অনিশ্চিত রহিয়া যায়। এ রকমের ঝুঁকি সকল ব্যবসাদারকেই লইতে হয়।

(ঘ) একচেটিয়া মুনাফা (মনোপোলি প্রফিট)—যে জিনিষের উপর উৎপাদনকারীর একচেটিয়া অধিকার থাকে তাহার মুনাফা প্রায়ই দেখা যায় একেবারে স্থির ও খুব উচ্চ। কিন্তু গভীরভাবে দেখিলে একচেটিয়া লাভ খুব অধিক দিন স্থায়ী হয় না। আধুনিক কলকারখানার যুগে একচেটিয়া লাভ প্রায় নাই বলিলেও চলে। অন্যান্য মুনাফার মত একচেটিয়া মুনাফাও মূল্যের মাল স্বরূপ বলিতে পারা যায়। কিন্তু একচেটিয়া মুনাফা যে একেবারে অসীম—তাহার কোন সীমাই নাই—এরূপ চিন্তা করার কোন কারণ নাই—প্রকৃতঃ উহাদের দুইটি সীমা আছে—প্রথম একের পরিবর্ত্তে অন্য জিনিষের ব্যবহার, দ্বিতীয়, নিম্নিত প্রতিযোগিতা। আরও একটী কথা এস্থলে বলা যাইতে পারে, তাহা হইল নব আবিষ্কার। এই সকল কারণে একচেটিয়া মুনাফার পথ রুদ্ধ হওয়া খুবই সম্ভব।

মার্শালের মতে মুনাফার রূপ

মার্শাল বলেন যে, বড় বড় ব্যবসায় বা কারখানা-সংক্রান্ত ব্যাপারে দেখা যায় যে, লাভের অনেকাংশ মাহিনা-পরিমিত হয় এবং ছোট ছোট বাণিজ্য আবার ঠিক তার বিপরীত, মাহিনা বা কষ্টের পুরস্কারস্বরূপ যাহাকে বাস্তবিক ধরা উচিত তাহাই মুনাফা হিসাবে ধরা হয়। ছোট ছোট কারখানায় যিনি কর্ত্তা তিনিই তত্ত্বাবধানের কার্য্য, কোরন্যানের কার্য্য প্রভৃতি নিজেই পরিদর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু ঐ সকল কার্য্যেই বড় ব্যাপারে সাধারণতঃ এক একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকে। কাজেই সেই কর্ম্মচারিগণের মাহিনা, সত্যাংশ কি তাহা নির্ণয় হইবার পূর্ব্বেই, দেওয়া হইয়া যায়।

বাৎসরিক মুনাফা এবং টাকা পিছু (টার্ণ ওভার) মুনাফার মধ্যে প্রভেদ জানা একান্ত বাঞ্ছনীয়। মার্শাল বলিতে চাহেন যে, যতটা পুঁজি একটা ব্যবসায়ে দেওয়া হইল, তাহার আদায়রূপ বৎসরের শেষে কত টাকা আসে তাহা মুনাফার একটা দিক্। আর অন্য দিক্ হইল যে, কত পরিমাণে পুঁজি-জনিত উৎপন্নের বিক্রয় হইয়া টাকা পাওয়া গেল। এই পার্থক্য জানা থাকিলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে, ছোট ব্যবসায় সত্যই বড় ব্যবসার অপেক্ষা অধিক লাভ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। উপরোক্ত দুই ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে যে, এক প্রকারের "সার্ভিস" বা কার্য্য পণ্য করা হইয়াছে। বরং কোন কোন স্থলে পরিলক্ষিত হয় যে, অধিক পুঁজি লইয়া যেসকল বাণিজ্য করা হইয়া থাকে সেখানে মুনাফার অংশ অধিক। কিন্তু যদি সাধারণ ভাবে সে সকল বাণিজ্যের মুনাফা ধরা যায় হয়তো মনে হইতে পারে তাহাদের মুনাফা কম হইয়া যাইতেছে। যাহারা অধিক পুঁজি লইয়া ব্যবসায় করিতে বসে তাহারা একসঙ্গে কাঁচামাল অনেক পরিমাণে ক্রয় করিয়া ভাণ্ডারজাত রাখিতে পারে। ঠিক সময় বিবেচনা করিয়া ক্রয় করিতেও

পারে; কারণ হাতে অর্থের অভাব নাই। কিন্তু অল্প পুঁজি লইয়া যদি কারবার করা যায়, তাহার পুঁজি সকল সময়ে মজুত থাকে না, তাহার পর তাগাদাদাতে করিবার অবস্থাও হয় তো নাই। আর একসঙ্গে কাঁচা মালের জন্য বহু টাকা খরচ করিবার ক্ষমতাও থাকে না। তাহাদের নূতন কলকব্জা ক্রয় করিয়া উৎপন্নের উন্নতি সাধন করিবার ক্ষমতা হয় না। এই সব কারণে তাহারা অনেক বিষয়ে বড় কারবারি অপেক্ষা অল্প মুনাফা পাইতে বাধ্য। তবে ছোট ব্যবসায়ীর পক্ষে একটী সুবিধা এই যে পরিবারের সহিত ব্যক্তিগত হিসাবে তাহারা মিশিবার সুবিধা পাইয়া থাকে এবং তাহাদের কোন্‌টা সস্তায় অভাব আছে তাহা জানিতেও পারে। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে শেষোক্ত সুবিধা না হইলেও চলে, সে স্থলে অল্প খরচায় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে অধিক লাভ হয়। কাজেই বড় বড় ব্যবসায়ীরাই অধিক লাভ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। যে সকল বাণিজ্যে "টেকনিক্যাল" (যান্ত্রিক) সুবিধা অধিক থাকে অর্থাৎ কলকব্জার উপর কাজ বেশী চলে, সেখানে ছোট ব্যবসায়ীর পক্ষে লাভ কম হইবারই কথা। কতকগুলা ব্যবসায় আছে যাহাতে উচ্চদরের নিপুণতা খুবই বেশী দরকার, কিন্তু তত্ত্বাবধান করা, বড় বা মাঝারি যেমনই হউক না কেন, বিশেষ শক্ত নহে। সে সকল ক্ষেত্রে লাভ বাণিজ্যের উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে ওঠে-নামে। তাহাদের লাভ মোটের উপর যথেষ্ট হয় বটে; কিন্তু মনে হয় বুঝি খুব কম। যে সব বাণিজ্যে উচ্চ দরের নিপুণতা কম আবশ্যক তাহাদের মুনাফা অধিক হইতে পারে না। সাধারণের কর্তৃত্বে বা ব্যক্তিগত কর্তৃত্বে এই রকমের ব্যবসাতে একটু ভাল জানাশুনা এবং মোটা পুঁজি লইয়া বসিতে পারিলে এবং বাহিরের প্রতি-যোগিতাকে বর্জ্জন করিয়া চলিতে পারিলে খাটিয়ে লোকের তত্ত্বাবধানেই মাঝামাঝি লাভ হইয়া থাকে।

মোটের উপর এই সিদ্ধান্তে এখন আসা যাইতে পারে যে, প্রথমতঃ বড় বাণিজ্যের ব্যাপারে সত্যকার মুনাফা যাহা মনে হয় মুনাফা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। কারণ যে সব বিষয়গুলিকে ছোট ছোট ব্যবসাতে মুনাফার মধ্যে গণ্য করা হয় তাহাদিগকে বড় বাণিজ্যের মুনাফার সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে অন্যভাবে গণনা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ সংশোধন করিবার পর সাধারণভাবেও মুনাফার হার যদি দেখা যায় তবে ইহা পরিলক্ষিত হইবে যে, বাণিজ্যের মাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মুনাফাও কমিয়া আসিতেছে।

(ক্রমশঃ)

সংখ্যাবিজ্ঞানে জ্যামিতিক গড় ও লগারিথমের প্রয়োগ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, বি এস-সি, বি এস

(ক) যৌগিক প্রক্রিয়া

যৌথ সূচক-সংখ্যার গণনা :—

যৌগিক অথবা আপেক্ষিক প্রক্রিয়ায় কিভাবে যৌথ-সূচকসংখ্যা গণনা করা হয় তাহা উদাহরণ দ্বারা দেখান যায় এইভাবে :—

১৯১৩-১৪ সনের তুলনায় ১৯৩২-৩৩, ১৯৩৩-৩৪ ও ১৯৩৪-৩৫ সনে কলিকাতায় চাউল, ঘৃত, চা, তিসি ও রেড়ী, এই কয়টি কাঁচামালের যৌথ মূল্যের তারতম্য কিরূপ ছিল, নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই কয়টি দ্রব্যের মূল্য এই কয় বৎসর (কলিকাতার দর) কিরূপ ছিল নিম্নের তালিকায় ১ম হইতে ৪র্থ স্তম্ভে দেখান হইল। ৬ষ্ঠ ও ৭ম স্তম্ভে যৌগিক প্রক্রিয়ায় যৌথসূচক সংখ্যার গণনা দেখান হইল।

তালিকা ১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
চাউল (মণের দর)	যব (হন্দরের দর)	চা (পাউণ্ডের দর)	ত্রিসি (হন্দরের দর)	রেড়ী (হন্দরের দর)	মোট মূল্য $[ম_১$	$\frac{[ম_১}{[ম_০}$
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা		
৬·৭	৬·৬	·৪	৮·০	৭·১		
৩·৮	৪·৮	·৩	৬·০	৬·৫		
৪·৪	৪·৪	·৩	৫·৮	৫·২		
৩·৮	৪·৩	·৩	৬·৪	৫·১		

প্রত্যেক সনের দরগুলিকে মূল্য ধরিয়া যোগ করায় ৬ষ্ঠ স্তম্ভে যে সংখ্যাগুলি পাওয়া গেল তাহাদিগকে সূচক-সংখ্যা বলা যায়, ১৯১৩-১৪ সনের তুলনায় উপরের কয়টি কাঁচা মালের দাম ১৯৩১-৩২, ১৯৩৩-৩৪, ও ১৯৩৪-৩৫ সনে যে কমিয়া যায় তাহা ৬ষ্ঠ স্তম্ভে পরিস্ফুট, কিন্তু তারতম্যের হার আরও স্পষ্টভাবে ফুটাইতে হইলে যে সনের দামের সহিত তুলনা করা হইতেছে তাহাকেও ১০০ অথবা ১·০০ ধরিয়া সেই অনুপাতে অন্য সূচক-সংখ্যাকে প্রকাশ করিতে হয়। ৭ম স্তম্ভে এইভাবে ১৯১৩-১৪ সনের মূল্যকে ১·০০ ধরিলে অন্যান্য সনের মূল্য কিরূপে সূচিত হয় তাহা ৭ম স্তম্ভে দেখান হইয়াছে। ৭ম স্তম্ভের সংখ্যাগুলি যৌগিক-সূচক-সংখ্যা।

কোন দামকে অক্ষরের সঙ্কেতে '$ম_১$' দ্বারা প্রকাশ করিলে কোন এক বৎসরের পৃথক দামগুলির যোগফলকে $[ম_১$ সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ করা যায়, এবং যে বৎসরের মোট দামের সহিত তুলনা করা প্রয়োজন তাহাকে $[ম_০$ সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ করিলে যে কোন বৎসরের সূচকসংখ্যার, সঙ্কেত "স" হয় এইরূপ,—

$$স = \frac{[ম_১}{[ম_০}$$

যে বৎসরের মোট দামের সহিত অন্যান্য বৎসরের দামের তুলনা করা হয়, সেই বৎসরকে "ভর-বৎসর" বলে।

(খ) আপেক্ষিক প্রক্রিয়া

যৌগিক প্রক্রিয়ায় সূচক-সংখ্যা নির্ণয় করিবার একটি পদ্ধতি পূর্বে আলোচিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের প্রত্যেকটির জন্য কোন একটি বৎসরের তুলনায় শতকরা হারে আপেক্ষিক তারতম্য কিরূপ তাহা নির্ণয় করিলে যে সংখ্যা হয় তাহাকেও সূচক-সংখ্যা বলা হয়, এবং এগুলি হইতেও তারতম্যের তুলনা করা চলে। যে ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ের একত্রিত তারতম্য লক্ষ্য করিতে হয় সে ক্ষেত্রে যৌগিক এবং আপেক্ষিক উভয় প্রক্রিয়াই ব্যবহার করা যায়। যে সকল বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য উপরের তালিকায় দেখান হইয়াছে সেগুলির ১৯১৩-১৪ সনের তুলনায় অন্য শতকরা হিসাবে তারতম্য কিরূপ হয় নিম্নের তালিকায় দেখান হইল :—

তালিকা ২

	২		৪	৫	মোট	সূচক-সংখ্যা
বৎসর	চাউল	যব	ত্রিসি	রেড়ী		(মোটের পঞ্চমাংশ)
১৯১৩-১৪	১০০	১০০	১০০	১০০	৫০০	১০০
১৯৩২-৩৩	৫৭	৭৩	৭৫	৯২	৩৭২	৭৪
১৯৩৩-৩৪	৬৬	৬৫	৭৩	৭৩	৩৫২	৭০
১৯৩৪-৩৫	৫৪	৬৫	৮০	৭৩	৩৪৭	৬৯

আপেক্ষিক প্রক্রিয়ায় সূচকসংখ্যা নির্দ্ধারণে এক্ষেত্রে কেবল পাটিগণিতিক গড় ব্যবহৃত হইত। জটিলতা এড়াইবার জন্য অন্য প্রকার গড়ের বিষয় আলোচিত হইল না। যে ব্যবসায়ী কেবল উপরোক্ত পাঁচটী দ্রব্যের কারবার করে তাহার পক্ষে যৌথ সূচক-সংখ্যা অর্থপূর্ণ, আর যে ব্যবসায়ী ইহাদের মধ্যে কেবল একটি দ্রব্যের কারবার করে তাহার পক্ষে পৃথক সূচক-সংখ্যা অর্থপূর্ণ।

সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে যে উদ্দেশ্যে সূচক-সংখ্যা ব্যবহৃত হইবে তাহার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়।

পণ্য মূল্যের যৌথ সূচক-সংখ্যা কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা দেখান গিয়াছে কিভাবে যৌগিক প্রক্রিয়ায় এবং আপেক্ষিক প্রক্রিয়ায় নির্দ্ধারণ করা যায়। পণ্যমূল্য অনেক বিষয়ের প্রতিক্রিয়ার ফল তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পণ্য উৎপাদনের উপর পণ্যমূল্য কিছু নির্ভর করে। যেমন পণ্যমূল্য এককভাবে বিবেচনা করিয়া মূল্যের যৌথ সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা যায়, তেমনি পণ্য উৎপাদনও এককভাবে বিবেচনা করিয়া পণ্যের যৌথ সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা যায়। পণ্যের যৌথ সূচক-সংখ্যাও নির্দ্ধারণ করা যায় যৌগিক প্রক্রিয়ায় অথবা আপেক্ষিক প্রক্রিয়ায়। উদাহরণ লওয়া যাক :—

১৯১৩-১৪ সনের তুলনায় ১৯৩২-৩৩, ১৯৩৩-৩৪ ও ১৯৩৪-৩৫ সনে চাউল, যব, চা, তিসি, ও রেড়ী এই কয়টি কাঁচা মালের উৎপাদনের তারতম্য কিরূপ ছিল নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

এই কয়টি পণ্যের উৎপাদন এই কয় বৎসর কিরূপ ছিল নিম্নের তালিকায় ১ম হইতে ৫ম স্তম্ভে দেখান হইল। ৬ষ্ঠ ও ৭ম স্তম্ভে যৌগিক প্রক্রিয়ায় যৌথ সূচক সংখ্যার গণনা দেখান হইল।

তালিকা ৩

	১ চাউল (লক্ষ টন)	২ যব (লক্ষ টন)	৩ চা (লক্ষ পাউণ্ড)	৪ তিসি (লক্ষ টন)	৫ রেড়ী (লক্ষ টন)	৬ মোট $[\mathrm{M}_1]$	৭ সূচক $[\mathrm{M}_1/\mathrm{M}_0]$
১৯১৩-১৪	২৮০	৯৭	২৯০০	৫·০	১·৩	৩২৮৬·৩	১·০০
১৯৩২-৩৩	৩১১	৯৫	৪৩০৭	৪·০	১·৫	৪৭৪৮·৫	১·০০
১৯৩৩-৩৪	৩০৯	৯৪	৩৮৩৭	৩·৮	১·৪	৪২৪৫·২	১·২৯
১৯৩৪-৩৫	৩০২	৯৭	৪০০১	৪·২	১·১	৪৭০৫·৩	১·৩৩

আপেক্ষিক প্রক্রিয়ায় গণনা নিম্নের তালিকায় দেখান হইল, ইহা পূর্ব্বের তালিকা ২ এর গণনার অনুরূপ।

তালিকা ৪

বৎসর	২ যব	৪ তিসি	৫ রেড়ী	
১৯১৩-১৪		১০০	১০০	
১৯৩২-৩৩		৮০	১১৫	১১১
১৯৩৩-৩৪		৭৬	১০৯	১০৯
১৯৩৪-৩৫		৮৪	৮৫	১০০

(ক্রমশঃ)

শেয়ার বাজার

(কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯৩৮, জানুয়ারী ১৯৩৯)

ডিসেম্বর মাসে শেয়ার বাজারের অবস্থা নরম যায়, বড়দিনের ছুটিতে শেয়ার বাজারে কাজকর্ম কিছু কম হয়। এবারেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। কোম্পানীর কাগজ দর নবেম্বর মাসের তুলনায় ডিসেম্বর মাসে প্রায় একরূপই থাকে। শতকরা ৩৷৷০ সুদের কাগজ ১৮৶০ হইতে ১৮৶০ পর্য্যন্ত হয়, অন্যান্য কাগজ দরও কিছু মন্দা যায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার দর ১১০৷৷০ হইতে যাহা ১১৫৷৷০ হয়। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ার দর ১৪৭০৲ হইতে ১৪৭৯৷৷০ পর্য্যন্ত হয়। চটকলের শেয়ার দর ডিসেম্বর মাসে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কম হয়, অ্যাংলো ইণ্ডিয়া ২০৯৲ হইতে ২৯৭৷৷০ পর্য্যন্ত হয়, ক্লাইভ নবেম্বরের ২৩৲ হইতে ২১৷০ পর্য্যন্ত হয়। কয়লাখনির শেয়ার দরও মন্দা যায়, অ্যামালগ্যামেটেড্ ২৫৸৶ হইতে ২৪৷০ পর্য্যন্ত হয়, বরাকর ১৩৸০ হইতে ১৩৸৶০ হয়, বিবিধ শেয়ারের মধ্যে কয়েকটি শেয়ারের দর তেজী যায় তন্মধ্যে বর্ণা-কর্পোরেশন, রোডেশিয়া কপার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জানুয়ারী মাসে শেয়ার বাজারে তেমন কোন উন্নতি দেখা যায় না। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে হের হিট্‌লারের ঘোষণার জন্য জগতের অন্যান্য শেয়ার বাজারের ন্যায় কলিকাতার শেয়ার বাজারও অপেক্ষা করিতেছে। ইয়োরোপে সকল রাষ্ট্রের সম্মান বর্ত্তমান অবস্থায় বজায় রাখিয়া কিভাবে শান্তি রক্ষা করিয়া চলা যায় এ বিষয়ে ইংলণ্ড, ইতালী ও জার্ম্মাণির ঔৎসুক্য আছে কিনা জানিবার জন্য শেয়ার বেপারীরা উৎসুক। ইংলণ্ড ও ইতালীর মতামত জানুয়ারী মাসে জানা গেলেও জার্ম্মাণির অভিপ্রায়ও যে তদ্রূপ শান্তিকামী হইবে সে বিষয়ে যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত ঘোষণার ভাষা কি প্রকার হয় তাহার দিকেই ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি দেখা যায়।

জানুয়ারী মাসে চটকলের শেয়ার দর হঠাৎ তেজী যায়। রপ্তানীর সামগ্রী হিসাবে চটের খলিয়ার চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ পরিবর্ত্তন আসিল কি না সে প্রশ্নের মীমাংসা করা যায় না। ডিসেম্বর মাসের দর অপেক্ষা জানুয়ারীর দর প্রায় প্রত্যেক চটকলেরই বেশী দেখা যায়, অ্যাংলো ইণ্ডিয়া নবেম্বরের শেষের ২৯৭৷৷০ হইতে জানুয়ারীর শেষে ৩৩৪৲, ক্লাইভ ২১৷০ হইতে ২৫৸৶০, ফোর্ট উইলিয়াম ২১১৲ হইতে ২৪৪৲ পর্য্যন্ত হয়।

জানুয়ারী মাসে অন্যান্য শেয়ার দর তেমন তেজী যায় না বরং শেষে কিছু মন্দা যায়। কোম্পানীর কাগজ দর প্রায় পূর্ব্বাবস্থায় থাকে। শতকরা ৩৷৷০ টাকা সুদের কাগজ দর ১৮৷০ হইতে ১৮৷৷৶০ তে নামে, অন্যান্য কাগজ দরও মন্দা যায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার দর ১১৫৷০ হইতে ১১৪৷০ হয়, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ার দর ১৪৭৯৲ হইতে ১৪৪১৲ হয়। চা-বাগানের শেয়ার দরও কিছু মন্দা যায়, যথা বিশ্বনাথ ডিসেম্বরের ২৩৷০ হইতে জানুয়ারীতে ২২৶ পর্য্যন্ত দেখা যায়, হাসিমারা ডিসেম্বরের ৩৮৲ হইতে জানুয়ারীতে ৩৭৷০ হয়। কয়লাখনির শেয়ার দরও মন্দা যায়। ডিসেম্বরের শেষে দর অ্যামালগ্যামেটেড্ ছিল ২৫৲, জানুয়ারীর শেষে হয় ২৪৷০, বেঙ্গল ছিল ৩৪০৲, হয় ৩২৯৲; রাণীগঞ্জ ছিল ৩২৷০ হয় ৩১৷০।

লৌহ কারখানার শেয়ার দর জানুয়ারী মাসে হঠাৎ পড়িয়া যায়। টাটা কোম্পানী অর্থ সংগ্রহের কি পদ্ধতি অবলম্বন করে সে দিকে শেয়ার বেপারীদের আগ্রহশীল দেখা যায়। দুই কোটি টাকা সংগ্রহের জন্য নূতন শেয়ার না ছাড়িয়া ঋণ গ্রহণ করা যায় কি না এ জন্য বোম্বাইএর একদল শেয়ার বেপারী টাটা কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহা ছাড়া বার্ম্মিংহামের পতনে যুদ্ধের তেজ ক্ষীণ হওয়াতে বাজার মন্দা হইয়া থাকিবে।

কোম্পানীর কাগজ

জানুয়ারী মাসে কোম্পানীর কাগজ বড় অনেক মন্দা হয়। কয়েকটি কাগজ বড় গত দুই মাসে ছিল এইরূপ :—

শতকরা বত সুদের কাগজ	ডিসেম্বর ১৯৩৮ ১	৮	১৫	জানুয়ারী ১৯৩৯ ১২	১৯	
৫৲	২৮৷/০	২৮৵০	২৮৶০	২৮৷০	২৮৷০	২৮৵০
৩৲ (১৯৪১-৪৯)	১০১৷০	১০১৷৶০	১০১৷৶০	১০১৷৶০		১০১৸০
৩৲ (১৯৪৭-৫০)	১০৫৵০	১০৫৲০	১০৫৲০	১০৫৸০		১০৫৷৶০
৪৲ (১৯৪৪-৫৫)	১১৬৷৶০	১১৬৷৵০	১১৬৲	১১৫৷৶০		১১৪৸৵০
৪৲ (১৯৬০-৭০)	১১১৵০	১১১৵০	১১১৷৶০	১১১৷০		১১০৷৶০

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ার বড় গত দুই মাসে ছিল এইরূপ :—

	ডিসেম্বর ১৯৩৮ ১	৮	১৯	জানুয়ারী ১৯৩৯ ১৯
রিজার্ভ	১১৪৷০	১১৪৷০	১১৫৲০	১১৪৸০
ইম্পিরিয়াল	১৫৭০৲	১৫৭২৷০	১৫৭২৷০	১৫৭৮৲
ঐ আংশিক	৩৮৪৲	৩৮৪৲	৩৮৪৲	৩৮৭৲

চটকল

কয়েকটি চটকলের বড় জানুয়ারী মাসে সহসা বৃদ্ধি পায়, গত দুই মাসে বড় ছিল এইরূপ :—

	ডিসেম্বর ১৯৩৮ ১	৮	১৫	জানুয়ারী ১৯৩৯ ১৯	
অ্যাংলো ইণ্ডিয়া	৩০৯৲	৩০৪৪০	৩০৫৲	৩২৯৲	৩৩৪৲
ক্লাইভ	২১৮০	২২১৷০	২১৮৵০	২৩৪০	২৩৮৵০
কোর্ট উইলিয়াম	২১২৲	২১২৲	২১১৲	২৩০৲	২৭৫৲
হাওড়া	৫০৮৵০	৫১৲	৪৯৮৵০	৫৩৮৵০	৫৫৲
কামারহাটি	৪৬৯৲	৪৭০৲	৪৬৯৲	৪৯২৲	৫০৭৲

কাপড় কল

কয়েকটি কাপড় কলের শেয়ার বড় গত দুই মাসে ছিল এইরূপ :—

	ডিসেম্বর ১৯৩৮ ৮	১৫	জানুয়ারী ১৯৩৯ ১৯	
বঙ্গলক্ষ্মী	৪২৲	৪২৲	৪২৲	৪২৲
কেশোরাম	৬৷৵০	৬৷৵০	৬৷০	৬৷৵০
মোহিনী	২২৸০	২৭৲	২৪৲	২৪৲

চা বাগান

কয়েকটি চা বাগানের শেয়ার দর গত দুই মাসে ছিল এইরূপ :—

	ডিসেম্বর ১৯৩৮			জানুয়ারী ১৯৩৯	
	৮	১৫		১৯	৩০
বেটজান (আসাম)	২০৷০	২০৷০		২০৷০	২০৵০
বিশ্বনাথ	২২৷০	২২৷০		২২৷০	২২৷৵০
হাসিমারা (ডুয়ার্স)	৩৮৲	৩৮৵০		৩৭৷০	৩৭৷০
হাসু কোওয়া (তরাই)	১০৷০			১০৷৴০	
হাভিঝিরা (শ্রীহট্ট)	১৯৲			১৮৷০	

বিজলী

কয়েকটি বিজলী কোম্পানীর শেয়ার দর গত দুই মাসে ছিল এইরূপ :—

	ডিসেম্বর ১৯৩৮				জানুয়ারী ১৯৩৯
	১	৮	১৫	২২	১৯
বেঙ্গল টেলিফোন	১৮৷৵০	১৮৷৵০	১৮৷৵০	১৮৵০	১৮৷০
কলিকাতা ইলেকট্রিক	৩৯৷৯৯	৩৯৷৩	৩৯৷৯	৪০৷৯	৩৮৷৬
ইউঃ পি	১৭৭৲	১৭৬৲	১৭৬৲	১৭৯৲	১৭৫৲

কয়লার খনি

কয়েকটি কয়লার খনির শেয়ার দর গত দুই মাসে ছিল এইরূপ :—

	ডিসেম্বর ১৯৩৮				জানুয়ারী ১৯৩৯	
অ্যামালগ্যামেটেড্	২৫৷৵০	২৫৷০	২৫৲	২৫৲	২৪৷৵০	২৪৷০
বেঙ্গল	৩৩৫৲	৩৪০৲	৩৪৩৷০	৩৪০৲	৩২৫৲	৩২৬৲
বরাকর	১৩৬৷০	১৪৷০	১৩৷০	১৩৷৵০	১৩৬৷০	১৪৲
ইকুইটেবল	৩৫৬৷০	৩৬৬৷০	৩৪৬৷০	৩৫৲	৩৪৵০	৩৪৬৵০
রাণীগঞ্জ	৩৪৵০	৩৫৲	৩৫৫৵০	৩২৷০	৩১৲	

বিবিধ

কয়েকটি বিবিধ শেয়ার দর গত দুই মাসে ছিল এইরূপ :

	ডিসেম্বর ১৯৩৮				জানুয়ারী ১৯৩৯		
	১	৮	১৫	২২			
বম্বা কর্পোরেশন	৬/০	৬৲	৫৬৵০	৫৬৵০	৬৲	৬৲	৫৮৵০
রোডেশিয়া কপার	১৫৵০	১৬৵০	১৫৷০	১৫/০	১৫৷০	১৫/০	১৫/০
ইন্ডিয়ান আয়রণ	৩১৷০	৩১৵০	২৯৫৵০	২৮৬৵০	২৯/০	৩০৷/০	২৮৲

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

ফাল্গুন—১৩৪৫ ১৩শ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ৩২।১।৫৪

পরাজনের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

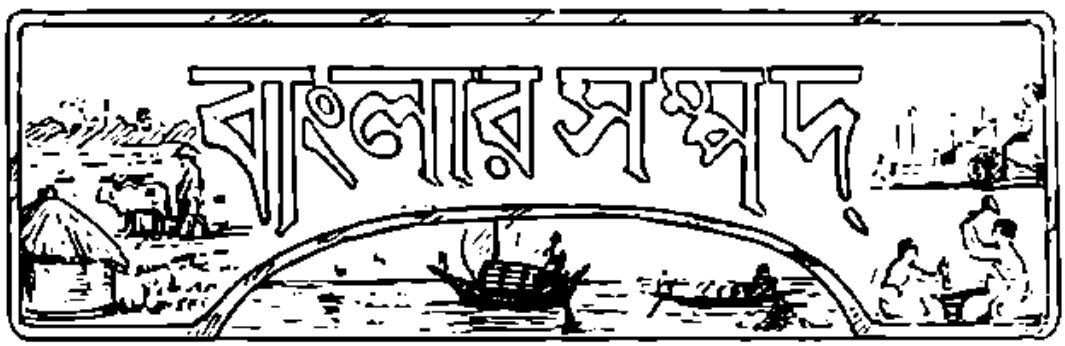

ময়মনসিংহের রাস্তাঘাট

রাস্তাঘাটের অভাবে ময়মনসিংহ জিলার বহু অঞ্চলেই যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা। এই অসুবিধা চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে টাঙ্গাইল মহকুমায়। টাঙ্গাইল হইতে জেলার বাহিরে অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের অসুবিধা তো আছেই; জেলার অপরাপর অঞ্চল হইতেও টাঙ্গাইলে যাওয়ার বিশেষ কোন সুবিধাজনক রাস্তাঘাট নাই। ময়মনসিংহ জেলার বহু অঞ্চলে এককালে বহু নদীনালা ছিল। এগুলিই ছিল যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন। নদীনালাগুলি হাজিয়া মজিয়া যাওয়ায় টাঙ্গাইল যাতায়াতের মহা অসুবিধা হইয়াছে। টাঙ্গাইল-যাত্রীকে যে কি অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরের বুঝিবার উপায় নাই। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট রাস্তাঘাট সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া বাংলা দেশে নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ এবং পুরাতন রাস্তার সংস্কার সম্বন্ধে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ রাস্তাটি সংস্কার করিবার দায়িত্ব বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টই গ্রহণ করিয়াছেন। এই রাস্তাটির গুরুত্ব খুবই বেশী। কিন্তু এই একটিমাত্র রাস্তা সুসংস্কৃত হইলেও টাঙ্গাইল যাতায়াতের কষ্ট দূরীভূত হইবে না। টাঙ্গাইল হইতে সিংনা পর্য্যন্তও একটি পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হওয়া খুবই আবশ্যক। এসম্বন্ধে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড যদি উদ্যোগী হইয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এদিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। আমরা ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মনোযোগ এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

(ময়মনসিংহ সমাচার)

চটকলে কাজের সময়

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ইয়োরোপীয় সভ্যদিগকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে চট শিল্পে কাজের ও উৎপাদনের সর্ব্বোচ্চ সময় ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া বাঙ্গালা সরকার যে অডিন্যান্স জারী করিয়াছিলেন, তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। ভারতীয় যেসকল ধনিক সামান্য মূলধন ও অল্পসংখ্যক তাঁত লইয়া ১৯৩১ সন হইতে ৭ বৎসরকাল পর্য্যন্ত শক্তিশালী ইয়োরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সহিত প্রবল প্রতিযোগিতা করিতেছিলেন—নিরুপায় হইয়া তাঁহারা এখন আত্মসমর্পণ করিয়াছেন ও ইয়োরোপীয় চটকল সমিতির নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

অডিন্যান্স প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে তাঁহাদের পক্ষে আর উপায়ান্তর ছিল না। সকল চটকলে সমান ভাবে কাজের সময় নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; ২৩ শত তাঁত লইয়া যে সকল কল চলিতেছে সেখানেও অবস্থা বিবেচনায় কিছু অধিক সময় কাজ করিতে তাঁহারা অনুমতি দেন নাই। অন্যদিকে চটকল সমিতির বহির্ভূত কলগুলিকে বিপন্ন ও বিব্রত করার জন্য উক্ত সমিতিও নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, ইয়োরোপীয় চটকল পরিচালকদিগের নির্দ্দেশ মানিয়া লওয়া ব্যতীত ভারতীয় কলগুলির আর উপায় ছিল না। বাধ্য হইয়া তাঁহারা ৫ বৎসরের জন্য চটকলে কার্য্যকাল নিয়ন্ত্রণের একটী চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন; চুক্তি অনুসারে এই ৫ বৎসরকাল সপ্তাহে অন্যূন ৪০ ঘণ্টা ও অনধিক ৫৪ ঘণ্টা কল চলিবে; ২২০ খানি কিম্বা তদপেক্ষা কম সংখ্যক তাঁত লইয়া যে সকল কল চলিতেছে, তাহাতে সাপ্তাহিক অনধিক ৭২ ঘণ্টা কাজ করিতে দেওয়া হইবে; একই ম্যানেজিং এজেন্সির পরিচালনাধীন একটী কলে কাজ বন্ধ করিয়া অপর কলে হারাহারি মতে বেশী সময় কাজ করা চলিবে।

বাঙ্গালার অধিকাংশ চটকল এই চুক্তি মানিয়া লইয়াছে। চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কলগুলি এক্ষণে এই প্রদেশে শতকরা ১৮ খানি তাঁত চালাইতেছে।

চটকল মালিকরা অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ায় পাটের বাজার যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। চটকলে প্রয়োজন প্রায় ৮ মাসের পাট সকল সময়ই গুদামে মজুত থাকে; সুতরাং বাজারে দর নামার অপেক্ষায় কলের মালিকগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। অন্যদিকে পাটচাষী কৃষক দরিদ্র, সঙ্ঘ-শক্তি-শূন্য। দর চড়ার জন্য তাহারা অপেক্ষা করিতে পারে না। সব সময়ই তাহারা অভাবের তাড়নায় বিব্রত—ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দর যতই কম হউক না কেন, পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়; এবং কলের মালিক ও মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের এ অসহায়তার সুযোগ লইয়া থাকে।

চাষীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে না পারিলে, পাটের দর চড়াইবার ব্যবস্থা না হইলে আলোচ্য চটকল চুক্তিতে দরিদ্র চাষীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উপর তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। সঙ্ঘবদ্ধ চটকল মালিকদিগের কবল হইতে চাষীকে রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

যে উদ্দেশ্যে অডিন্যান্স প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এই চুক্তি দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইয়াছে; চটকল সমিতি মনে করেন যে, অডিন্যান্স অনুসারে আইন প্রণয়ন করা এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন ও এসম্পর্কে আইন প্রণয়নে নিবৃত্ত থাকিতে তাঁহারা অতঃপর সরকারকে অনুরোধ করিবেন। প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ একটি আইন প্রণয়ন করার কোন সম্ভাবনাও ছিল না, কেননা চট-অডিন্যান্স প্রবর্ত্তনে যেসকল সুফল হইবে বলিয়া সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা কার্য্যতঃ দেখা যায় নাই। শ্রমিকের দুর্দ্দশা কমে নাই, পাটের দর বাড়ে নাই। একমাত্র চটকলের মালিকগণই উৎপাদন নিয়ন্ত্রণদ্বারা লাভবান হইয়াছেন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি

১৯৩৮ সনের ৩০শে এপ্রিল যে বৎসর শেষ হইয়াছে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটীর সেই বৎসরের আয়ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী অনেক উন্নতি করিয়াছে। এই বৎসর কোম্পানী

৩,০৭,১১,১৩০৲ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা সাড়ে ২৩ লক্ষ টাকার বেশী বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে কোম্পানীর সংগঠন-শক্তি এবং পরিচালনার কৃতিত্বই প্রকাশ পাইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে প্রিমিয়াম আয় দাঁড়াইয়াছে ৬৯,৬১,৫১২৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর ইহার পরিমাণ ছিল ৬২,১২,৬১৭৲ টাকা

আলোচ্য বর্ষে মেয়াদকাল পূর্ণ হওয়ায় দাবীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭,৬২,৫০০৲ টাকা এবং লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে ১,৩০,০০০৲ টাকা। মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ হইয়াছে ১০,১০,০০০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর উহা ছিল ৮,৪৫,০০০৲ টাকা।

বায়ের অনুপাত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১.২% হ্রাস পাইয়া ২৯.৯% দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষের শেষে বীমা তহবিল পূর্ব্ব বৎসরের তহবিল অপেক্ষা ৩৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া একটি মোটা অঙ্কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উহার পরিমাণ ২,৬৭,৮৩,০০০৲ টাকা।

একচুয়ারীর রিপোর্ট হইতে সোসাইটীর ব্যবসায় সর্ব্বাঙ্গীন ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

সোসাইটীর দিল্লীতে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে এবং কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন এভিনিউর উপর বিরাট বাড়ী তৈয়ার হইতেছে। আমরা স্বদেশীযুগের স্মৃতিপূত বাঙ্গালার গৌরব হিন্দুস্থানি বীমা কোম্পানীর ক্রমোন্নতি কামনা করি।

ব্যাঙ্ক অব্ ক্যালকাটা লিমিটেড্

ইদানীং কলিকাতায় বাঙ্গালী কর্ত্তৃক যে সমস্ত ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে উহাদের মধ্যে ব্যাঙ্ক অব্ ক্যালকাটা লিমিটেড্ অন্যতম। উক্ত ব্যাঙ্কের ১৯৩৮ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এক বৎসরের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে প্রকৃত পক্ষে এই ব্যাঙ্কের ১৯৩৭ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, এই ছয় মাসের মধ্যেই ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ৩৯ হাজার ৫৬০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা। উহার মধ্যে ৪৪ হাজার ২৭৫ টাকার শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে।

কলিকাতা ২৬ নং ষ্ট্রাণ্ড রোডে ব্যাঙ্কটির হেড অফিস অবস্থিত।

বঙ্গীয় মহাজন বিল

বঙ্গীয় মহাজন বিল সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পেশ হইয়াছে। এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, কমিটির সদস্যগণ একমত হইতে পারেন নাই এবং তাঁহারা মতানৈক্য উল্লেখ করিয়া স্ব স্ব অভিমত পেশ করিয়াছেন।

সিলেক্ট কমিটির সুপারিশে বলা হইয়াছে যে, মহাজন কোন অবস্থাতেই সুদসমেত আসল হইতে বেশী টাকা গ্রহণ করিতে পারিবে না। যদি আসল টাকার অংশ মহাজনকে দেওয়া হয়, তাহা বাকী টাকার সুদ ও বাকী আসল টাকা হইতে বেশী হইতে পারিবে না। চক্রবৃদ্ধি সুদ রহিত করিতে হইবে।

বন্ধকী ঋণের বৎসর শতকরা ৮৲ এবং অবন্ধকী ঋণের শতকরা ১০৲ সুদ ধার্য্য করিতে হইবে এবং ইহাই হইবে সর্ব্বোচ্চ হার। সিলেক্ট কমিটির সদস্যদের মতে সুদের সুদ আদায় করিবার সর্ব্বপ্রকার প্রথা রহিত করিতে হইবে। সুতরাং কোন মামলায় বিচারের পর কোনও সুদ দেওয়া হইবে না।

বার বৎসর পূর্ব্বের কোনও ঘটনা সম্পর্কে মামলা করিবার অধিকার আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুযায়ী সমস্ত টাকা রেহাই দিবার ক্ষমতা এবং যদি মহাজন ১৩৩৯ সনের ১লা জানুয়ারী অতিরিক্ত টাকা আদায় করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

ইহা ব্যতীত সমগ্র মহাজন শ্রেণীকে লাইসেন্স লইবার এবং রেজিষ্ট্রি করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে।

সুদ আদায় সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে যাহাই চুক্তি

হউক না কেন, এই আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পর কোন খাতককে অতিরিক্ত সুদ দিতে হইবে না। খাতকের উপর কোনও অত্যাচার করা হইলে অথবা এই বিষয়ে কোন সাহায্য করিলে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইজন্য এক বৎসর কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কুমিল্লার পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক

গত ৩০শে জানুয়ারী ২৮১নং আপার চিৎপুর রোডে কুমিল্লার পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিমিটেডের হাটখোলা শাখার উদ্বোধন হয়। স্যার হরিশঙ্কর পাল উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচন্দ্র দত্ত, এম, এল, এ তাঁহার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু একমাত্র কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া ভারতের ৩৫ কোটি অধিবাসী বাঁচিতে পারেনা। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি এক সঙ্গে করিতে হইবে এবং তাহার জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক থাকা প্রয়োজন। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে, ভারতের আমানতী টাকার তিন-চতুর্থাংশ বিদেশী ব্যাঙ্কে রহিয়াছে। ব্যাঙ্ক হইতেছে জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং ভারতীয় ব্যাঙ্কে একটা টাকা জমা রাখিলেও তাহা আমাদের মাতৃভূমির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করিবে। কিন্তু তিনি আরও বলেন যে, যখনই তিনি ক্লাইভ ষ্ট্রীটে যান, তখনই তাঁহার অন্তর সমস্ত ব্যাঙ্ক গুলিকে বিদেশী পরিচালিত দেখিয়া ঘৃণা ও দ্বেষে ভরিয়া ওঠে। সেখানে দুই একটা ভারতীয় ব্যাঙ্ক আছে বটে, কিন্তু সেগুলি অবাঙ্গালীর। শ্রীযুক্ত দত্ত দেশবাসীকে জাতীয় জীবন হইতে এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

নিউ বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

সিরাজদৌল রাজকুমার পি এন মালিয়া গত ২৪শে জানুয়ারী নিউ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের বাগীগঞ্জ শাখার উদ্বোধন করেন। স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং কলিকাতা হইতে আগত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। কুমার মালিয়া ব্যাঙ্কটীর বর্ত্তমান উন্নততর অবস্থা এবং ক্রমোন্নতির জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন। শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারে ব্যাঙ্ক কিরূপ প্রয়োজনীয় তৎসম্বন্ধে তিনি একটী মাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া জনসাধারণকে এই ব্যাঙ্কটীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

গত ২৫শে জানুয়ারী সংযুক্ত প্রদেশের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সম্পূর্ণানন্দ কর্ত্তৃক ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের বারাণসী শাখার উদ্বোধনানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত ব্যাঙ্কের কলিকাতা মানিকতলা শাখার অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা ও উক্ত ব্যাঙ্কটি ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্তের সুপরিচালনায় কিরূপ উন্নতি করিয়াছে তাহা বুঝাইয়া দেন। স্থানীয় এজেণ্ট শ্রীযুক্ত প্রণবভূষণ বসু উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদে আপ্যায়িত করেন।

ঢাকা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক

ঢাকা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের একটী শাখা গত ২৭শে জানুয়ারী নারায়ণগঞ্জের ডি লাইনি রোডে খোলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রকুমার দাস এই শাখার পরিচালক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মৌলবী আহম্মদ আলি, সেণ্ট্রাল বাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার স্থানীয় শাখার এজেণ্ট শ্রীযুক্ত মাখনলাল ঘোষ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগ দান করিয়াছিলেন।

চিনির মূল্য

১৯১৩-১৪ সনে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে মোট ১৪ ২৯ লক্ষ টাকার চিনি আমদানি হইত। কিন্তু ১৯৩৬-৩৭ সনে মাত্র ২৪ লক্ষ টাকার চিনি বাহির হইতে আমদানি হইয়াছে এবং ঐ বৎসরে এ-দেশে মোট ১৯ লক্ষ ৫৪ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। কাজেই সংরক্ষণ নীতির ফলে ভারতীয় শর্করা-শিল্পের যে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসার ও উন্নতি হইয়াছে উহাতে সন্দেহ নাই। শর্করা-শিল্পের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষকে বিদেশ হইতে আমদানি চিনির উপর বেশী নির্ভর করিতে হইতেছে না। তবে এই সংরক্ষণ নীতির সাহায্যে বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশেই শর্করা-শিল্পের বেশী প্রসার হইয়াছে। এ-দেশে যে পরিমাণ চিনি প্রস্তুত হয় উহার শতকরা ৮০ ভাগই উক্ত দুই প্রদেশে প্রস্তুত হয়। কাজেই চিনির বাজারের উপর উক্ত দুই প্রদেশের আধিপত্যই সর্বাপেক্ষা বেশী।

কিছুদিন পূর্বে উক্ত প্রদেশের চিনির কলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ায় চিনির দর কমিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইক্ষু-চাষীদের আর্থিক দুরবস্থা ঘটে। কাজেই যাহাতে ইক্ষুচাষীরা উপযুক্ত মূল্যে ইক্ষু বিক্রয় করিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিনির দরও ন্যায়সঙ্গত বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য বিহার ও যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট মিলিত হইয়া চিনির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণকল্পে একটি আইন প্রণয়ন করেন এবং ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটকে চিনি বিক্রয়ের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিয়া লন। ইহার ফলে দেশে যত চিনি প্রস্তুত হয় উহার শতকরা ৮০ ভাগের উপর সিণ্ডিকেটের কর্তৃত্ব স্থাপিত হইয়াছে। বাজারে যাহাতে এক সঙ্গে অনেক পরিমাণ চিনি বিক্রয়ার্থে উপস্থিত না হইতে পারে এবং বিভিন্ন কলের প্রতিযোগিতায় মূল্যহ্রাস না হইয়া বরং একটিমাত্র অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের মারফৎ অল্প অল্প করিয়া বিক্রয়ের বন্দোবস্ত দ্বারা চিনি ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে কিছু বেশী দর আদায় করিবার সুবিধা হয় তাহাই এই ব্যবস্থার অর্থ।

পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে শিল্পে লাভ হইবে, এই হিসাব করিয়াই উক্ত দুই প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু মূল্য বাড়িলে পণ্যের কাটতি কমিয়া যায় এবং পরিণামে উহা শিল্পের পক্ষে কল্যাণকর হয় না। ভারতবর্ষে চিনির বর্তমান কাটতি দেশের লোক-সংখ্যার অনুপাতে খুব অল্প। গরীব দেশে চিনির পরিবর্তে অল্প মূল্যের গুড়ের ব্যবহারই অধিক। কাজেই চিনির কাটতি না বাড়াইয়া চিনির মূল্য বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিলে শর্করা-শিল্পের প্রসার পরিণামে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। উহা ছাড়াও কাটতি কোন প্রকারে একবার সঙ্কুচিত হইলে এই মূল্য বৃদ্ধি শেষ পর্যন্ত বজায় রাখা অসম্ভব। একটি-মাত্র প্রতিষ্ঠানের মারফৎ ক্রমে ক্রমে অল্প চিনি বিক্রয় করিয়া মূল্যের উন্নতি সাধন করা প্রথম অবস্থায় সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এমন এক সময় আসিবেই—যখন মজুত মালের পরিমাণ অনেক হইবে এবং সেই সময় মূল্যের বিপর্যয় হওয়া খুব স্বাভাবিক। তারপর একটি প্রতিষ্ঠানের মারফৎ বিক্রয়ের বন্দোবস্ত হইলে যদি চাহিদার অনুপাতে বাজারে মালের আমদানি কম করা হয় তাহা হইলে হঠাৎ মূল্য বাড়িয়া যাইবে এবং পণ্য ব্যবহারকারীদের অধিক মূল্যে উক্ত দ্রব্য ক্রয়

করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত অস্বাভাবিক উপায়ে মূল্য বৃদ্ধি করার চেষ্টা করিলে ভালমন্দ সকল প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠানই সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে। উক্ত দুই প্রদেশে এখনও অনেক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যাহাদের ভিতরে এত গলদ যে, ব্যবসার হিসাবে নিজেদের টিকিয়া থাকা শক্ত এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করারও সঙ্গতি নাই। অস্বাভাবিকভাবে মূল্য বৃদ্ধি করিয়া ইহা দ্বারা উহাদের রক্ষা করার পথ হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার পরিণামে শিল্পের আরও উৎকর্ষতা লাভের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিবে। কাজেই ভারতীয় সর্করা শিল্পে এরূপ গোঁজামিল থাকাতে চিনির ক্রেতাগণের বিড়ম্বনা হওয়াই স্বাভাবিক। প্রকৃত প্রস্তাবে ইদানীং হইয়াছেও তাহাই। কিছুদিন যাবৎ চিনির দর হঠাৎ উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাওয়ায় বাজারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। একটি প্রতিষ্ঠানের মারফৎ চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা হওয়ায় চিনির কলগুলির সুবিধা হইয়াছে। অথচ ইক্ষু-চাষীদের চিনির মূল্য বৃদ্ধির ফলে কোন লাভ হয় নাই এবং চিনি ব্যবহারকারীদেরও অধিক মূল্য দিয়া চিনি ক্রয় করিতে হইতেছে। সুগার সিণ্ডিকেটকে চিনি বিক্রয় করার একমাত্র প্রতিষ্ঠান স্বীকার করিয়া লওয়ায় ভুলটাও হয়ত বা যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৭-৩৮ সনে ইক্ষুর নিয়তম মূল্য মণপ্রতি পাঁচ আনা দুই পাই ধার্য্য করিয়াছেন এবং সেই হিসাবে চিনির প্রতি মণের মৌলিক দর সাত টাকা দুই আনা বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে চিনির দর তাহা হয় নাই এবং আগষ্ট মাসে প্রতি মণের দর নয় টাকা ছিল। ডিসেম্বর মাসে যখন চিনির দর আরও বাড়িয়া যায় এবং দশ টাকা আট আনা পর্য্যন্ত হয়, তখন যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট সুগার সিণ্ডিকেটকে এ বিষয়ে অবহিত করান। উক্ত সিণ্ডিকেট উত্তরে জানান যে, কতকগুলি চিনি ব্যবসায়ী অতিরিক্ত লাভের আশায় বেচা-কেনা করাতে চিনির দর এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা তাহারা সঙ্গত মনে করেন না এবং তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে জানান যে, ইক্ষু-চাষীদের স্বার্থ যাহাতে সংরক্ষিত হয় ও বাজারে চিনির দর যাহাতে নিয়ন্ত্রিত হয় তজ্জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিবেন। যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট সিণ্ডিকেটের এই কথায় উপর নির্ভর না করিয়া সিণ্ডিকেটকে সতর্ক করিয়া দেন যে, যদি চিনির দর নয় টাকা না করা হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট ইক্ষুর দর বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু এই সতর্কতা সত্ত্বেও যখন চিনির দর কমান হয় নাই তখন যুক্তপ্রদেশ সরকার ইক্ষুর নিয়তম মূল্য বাড়াইয়াছেন। অবশ্য বিভিন্ন জিলার দরের তারতম্য করা হইয়াছে। তবে যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, যদি চিনির দর নয় টাকা হয় তাহা হইলে তাঁহারাও এই বর্দ্ধিত দর কমাইবেন। যুক্তপ্রদেশের এই ব্যবস্থাতে চিনির মূল্য বেতাকে চড়িয়াছিল উহা কতক পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। তবে ১৭ই জানুয়ারী তারিখে সুগার সিণ্ডিকেটের ডিরেক্টরবর্গের যে সভা হয় উহার ফলাফল দেখিলে মনে হয় না যে, যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের এরূপ সতর্কীকরণের উপর সিণ্ডিকেট বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বরং তাঁহারা যুক্তপ্রদেশ সরকারের নিকট ইক্ষুর দর কমাইবার নিমিত্ত ও চিনির দর বাড়াইবার জন্য জানাইয়াছেন। এমন কি যদি দরকার হয় তাঁহারা উক্ত সিণ্ডিকেট ভাঙ্গিয়া দিবেন বলিয়া ভীতি প্রদর্শনও করিয়াছেন।

সিণ্ডিকেট অল্প অল্প করিয়া বাজারে চিনি ছাড়ার নিমিত্ত চিনির মূল্য যে কতকটা বাড়িয়াছে উহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। কাজেই চিনির দর কমাইবার জন্য যুক্তপ্রদেশ সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন উহা সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে সিণ্ডিকেটের কার্য্যকলাপ কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নহে। যদি সিণ্ডিকেটের কর্তৃপক্ষ অস্বাভাবিকভাবে চিনির দর চড়াইয়া রাখিতে অসমর্থ হইয়া সিণ্ডিকেট ভাঙ্গিয়া দেন তাহা হইলে জনসাধারণের দুঃখিত হইবারও কোন কারণ নাই। সিণ্ডিকেট ভারতের শিল্পজগতের এক অভিনব পরিকল্পনা। বাংলায় চিনির কাটতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে হয়। কাজেই চিনি ব্যবহারকারীদের স্বার্থ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়

উজ্জ্বল বাংলার জনসাধারণ দাবী করিতে পারে। বাংলায় চিনির কল স্থাপনের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে।

নিষিদ্ধ দ্রব্যের বাণিজ্য

বৃটিশ ভারতীয় শুল্ক বিভাগের কর্তৃপক্ষের অনুসৃত নীতির ফলে মাদ্রাজে নিষিদ্ধ দ্রব্যের ব্যবসায় আয়ত্তে আনা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

নিষিদ্ধ দ্রব্যের বিক্রেতাদের দুর্দশার সংবাদ অনবরতই আসিতেছে। এই বিষয়ে কুখ্যাত এক বণিকের ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্য একটি ফার্ম ৩,০০০৲ টাকার উপর শুল্ক দিয়া ৩ বস্তা রেশম খালাস করিয়াছে এবং শীঘ্র সেইবারের চালানী ৫ বস্তা মাল খালাস করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

বিগত দেওয়ালী উৎসব পর্যন্ত অতি সামান্য নিষিদ্ধ দ্রব্যের ব্যবসা চলিয়াছে। সীমান্ত কর্মচারীদের তৎপরতা এবং তৎসহ মাদ্রাজ অঞ্চলে অনুসৃত বিশেষ ব্যবস্থার ফলে নিষিদ্ধ দ্রব্য ব্যবসায়ীদের চেষ্টা এরূপ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, মাদ্রাজ, ত্রিচীনপল্লী এবং মাদুরার বাজারে কোন নির্দ্দিষ্ট রকম দ্রব্যের আমদানি হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গত বৎসর পদুমকোটা রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত নেলকুপ্পাইয়ে শুল্ক কর্মচারিগণ যে রেশমের দ্রব্য আটক করিয়াছিল উহা নির্দ্ধারিত জরিমানার টাকা দাখিল করায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ সমস্ত দ্রব্য মাদ্রাজের চাহিদা পূরণের জন্য পাঠান হইয়াছে। কঞ্জিভারম ত্রিভিগাল এবং অন্যান্য স্থানের বহু বণিক্ সম্প্রতি এক নীলাম হইতে মাল ক্রয় করিয়াছে। এই সমস্ত স্থানের লোকেরা পূর্ব্বে অবৈধ উপায়ে আনীত দ্রব্যাদি ক্রয় করিত।

পণ্ডীচেরী সীমান্তে সম্প্রতি দুই স্থানে উল্লেখযোগ্য মাল ধৃত হইয়াছে। একটী বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া ১৮০০৲ টাকা মূল্যের ৮ বস্তা রেশম ধৃত হয়। আসামীর বিরুদ্ধে মামলা আনা হয় এবং বিচারে তাহার প্রতি ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কাটোরকুম হইতে মাথায় করিয়া এই রেশমের বস্তা নীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

অপর ঘটনায় প্রকাশ, একদিন গভীর রজনীতে একখানি গাড়ী ভিলিপুরম যাইতেছিল। গাড়ী আমাইয়া খানাতল্লাস করিয়া প্রত্যেকটীতে ১৭টী পোটলাযুক্ত ৪০৮টিন বনস্পতি মার্কা স্যাকারিণ পাওয়া যায়। এই আবিষ্কারের উপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করা যাইতে পারে। কারণ স্থলপথে পণ্ডিচেরী হইতে বৃটিশ ভারতে স্যাকারিণ আমদানি নিষিদ্ধ হইয়াছিল এবং এই সীমান্তে ইতিপূর্ব্বে এরূপ আবিষ্কার আর হয় নাই। যথাক্রমে ৩৮০৲ টাকা এবং ৪৯০৲ মূল্যের রেশমী বস্ত্র ধৃত হইয়াছে।

প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ নিষিদ্ধ সোনার তারের ব্যবসা একরূপ বন্ধ হইয়াছে। সুরাট হইতে বাজারে আমদানি স্বর্ণতারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভারতে প্রস্তুত তুলার বস্ত্রাদি বাজারে বেশ বিক্রয় হইতেছে।

কারিকল অঞ্চলে নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে না এবং উক্ত দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের কার্য্যে মন্দা পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে অক্টোবর মাসে ২৮০০৲ টাকা মূল্যের ৭ বস্তা রেশম চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু পাহারায় নিযুক্ত এক কর্মচারীর তৎপরতায় উহা ধৃত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে এই সম্বন্ধে ৬টি ছোট রকমের ঘটনা ধরা পড়িয়াছে। ঐগুলির মোট মূল্য ৩১৪৲ টাকা এবং শুল্ক ৬২৲ টাকা। এই সম্পর্কে ৮ জন অভিযুক্ত হয় এবং মোট ১ বৎসর ৪ মাস দশ দিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ইক্ষুর ছিবড়া হইতে নূতন শিল্প

কত দিক্ দিয়া যে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি করা সম্ভব তাহার খবর খুব কম লোকেই রাখিয়া থাকে। যদি কেহ খবর রাখে তাহা হইলেও সম্ভাবনাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার মত উৎসাহসম্পন্ন কর্ম্মী পুরুষের দেখা পাওয়া যায় না। রসনিষ্কাষণের পর ইক্ষুর ছিবড়াগুলি আমাদের দেশে ফেলিয়া দেওয়া হয় অথবা জ্বালানী রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই উপেক্ষিত ইক্ষুর ছিবড়া দ্বারা যে বৃহৎ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্ভব এবং ছিবড়াগুলি এইভাবে নষ্ট হওয়াতে

আমাদের যে কত ক্ষতি হইতেছে তাহা অনেকেই জানেন না। আমেরিকাতে এই ইক্ষুর ছিবড়া দ্বারা কৃত্রিম তক্তা, কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। ইক্ষুর ছিবড়া দ্বারা আমেরিকায় যে তক্তা প্রস্তুত হয় তাহা আমাদের দেশেও প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। অথচ আমাদের দেশে প্রতি বৎসর রাশি রাশি ইক্ষুর ছিবড়া অপচয় হইয়া থাকে। সম্প্রতি একজন মাড়োয়ারী ইক্ষুর ছিবড়া হইতে তক্তা করিবার কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগও ইক্ষুর ছিবড়ার শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতে মনোযোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে, ইক্ষুর ছিবড়া হইতে সংবাদপত্রের কাগজ প্রস্তুত করিলে পাউণ্ড প্রতি দশ পাই-এরও কম ব্যয় পড়ে। ঐরূপ বিদেশী কাগজের মূল্য সাত পয়সারও অধিক। পেনেটেক্স নামক শব্দরোধক তক্তা বিদেশ হইতে এদেশে আমদানি করা হইয়া থাকে। উহার মূল্য প্রতি বর্গফুট দুই আনা হইতে ছয় আনা। কিন্তু এদেশে উহা তৈয়ার করিতে ব্যয় হইবে তিন পাই হইতে সাত পাই মাত্র।

আমাদের দেশে বৎসর বৎসর যে পরিমাণ ছিবড়ার অপচয় হয় তাহা দ্বারা যদি কাগজ, তক্তা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে বহু বেকার লোকের কর্ম ও অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইতে পারে।

ফিজিতে ভারতীয়দের অবস্থা

ফিজিতে ভারতীয়গণের অবস্থার উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত কুন্দ্রু বলেন যে, গত নবেম্বর মাসে তাঁহারই সভাপতিত্বে ফিজি সম্মেলনে তাহাদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছিল। ভারতীয়গণ ফিজি সরকার বা তত্রত্য মোড়লগণের নিকট হইতে যে কৃষি জমি ইজারা লইয়াছিল, তাহার মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছে। বালক-বালিকাদের শিক্ষাদি ব্যাপারে ও সরকারী চাকুরীতেও ভারতীয়গণ ফিজিবাসীদের তুলনায় কম সুবিধা পায়। তাহারা মনে করে যে, তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারত সরকারের একজন এজেণ্ট নিয়োগ অতি প্রয়োজনীয়। এই ব্যাপার ফিজি গবর্ণরের নিকট উত্থাপন করা হইয়াছিল। এই গুরুতর বিষয়ে ভারত সরকারের বিবেচনা করা দরকার। ঐস্থানে ভারতীয়গণ যে উন্নতি করিয়াছে, তাহা তাহাদের আত্মবিশ্বাসের পরিচায়ক এবং ভারতের পক্ষেও গৌরবের বিষয়।

কিন্তু প্রবাসী ভারতীয়গণ এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা সহানুভূতি লইয়া বিবেচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ফিজিতে ভারতীয়গণ যে অধিকারাদি প্রাপ্ত হইবে, তাহারই উপর সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলসমূহে তাহাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা নির্ভর করিবে।

নূতন ব্যোম-পথ

লণ্ডন হইতে মাল্টা, ইজিপ্ট ও কলিকাতায় যে ল্যাণ্ড প্লেন যাতায়াত করিবে, তাহার অবতরণ স্থানের জন্য ব্যবস্থা দ্রুতগতি অগ্রসর হইতেছে। বর্ত্তমানে যে ফ্লাইং-বোট আকাশপথে যাতায়াত করিতেছে, এইসকল ল্যাণ্ড প্লেনও তাহাদের সহিত যোগাযোগে চলাচল করিবে।

জাল-সূত্রের ন্যায় দেশদেশান্তরে বিস্তৃত ব্রিটেনের ব্যোমপথে যাহাতে বিমানসমূহ সাম্রাজ্যের সকল সুবিধাজনক স্থানে যাতায়াত করিতে পারে, ইহাই কর্ত্তৃপক্ষের প্রধান লক্ষ্য। সাম্রাজ্যের মধ্যে এমন কতকগুলি স্থান আছে, যাহাতে আকাশপথে ফ্লাইং-বোট অপেক্ষা ল্যাণ্ড প্লেনে যাওয়াই অধিকতর সুবিধাজনক; এইজন্য ৬,২৫০ মাইল পরিমিত ল্যাণ্ড-প্লেনের রাস্তার প্রয়োজন হইয়াছে।

এইসকল আকাশপোত ইংলণ্ডের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমে প্যারিসে উপনীত হইবে, তৎপর লিয়ঁ, মার্সিলে রোম ও নেপল্‌স হইয়া মাল্টায় আসিবে এবং ভূমধ্যসাগর উত্তীর্ণ হইয়া ইতালীয় উপনিবেশ লিবিয়ার অন্তর্গত বেনগাজীতে অবতরণ করিবে। অনন্তর লিবিয়ার মরুভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক ৪ শত মাইল দূরবর্ত্তী মার্সা মেটরু বা অন্য কোন স্থানে অবতীর্ণ হইবে।

ল্যাণ্ডপ্লেনসমূহ, সাউদাম্পটন-চার্ব্বার্গ পথ পার হইয়া কেইরোতে অবতরণ করিবে, তৎপরলিড্ডা হেরুজালেমের বিমানপোত-বন্দর, ইরাক মরুভূমির অন্তর্বর্ত্তী কটবা বাগদাদ ও পারস্য উপসাগরের বসোরায় উপনীত হইবে।

অতঃপর পারস্য উপসাগরের তীরের দিকে অগ্রসর হইয়া বাহরীন দ্বীপে, ওমান উপদ্বীপের অন্তর্গত শারজা এবং বেলুচিস্থান উপকূলে অবস্থিত মৎস্যজীবীদিগের বাসস্থান পিঞ্জগানি গ্রামে অবতরণ করিবে। অনন্তর করাচী, যোধপুর, দিল্লী, কানপুর ও এলাহাবাদ হইয়া কলিকাতায় পৌঁছিবে।

ইম্পিরিয়াল ফ্লাইং-বোটের ন্যায় এইসকল প্লেনেও ৪টী এঞ্জিন আছে; ইহাদের দৈর্ঘ্য ১২৪ ফুট এবং পাখার প্রসার ১২৭ ফুট হইবে। এই সকল বিমানপোত ২৭ জন যাত্রী ও চালক প্রভৃতি ৪ জন লোক এবং ডাকের বিপুল পরিমাণ চিঠিপত্র ও পার্শেল প্রভৃতি বহন করিবে। এই পোতগুলির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গতিবেগ ঘণ্টায় ২০০ মাইল এবং সাধারণ গতিবেগ ১৮০ মাইল হইবে।

এইসকল বৃহত্তর ও ভারি পোত অবতরণের জন্য অবতরণক্ষেত্রসমূহ দৃঢ়ীভূত ও কোন কোন স্থলে বড় করিতে হইবে। উক্ত ব্যোমপথের যে অংশ ইয়োরোপের মধ্যে পড়িয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্যান্য অংশে গত ১০ বৎসর যাবৎ ব্যোমপোত যাতায়াত করিতেছে। সুতরাং অবতরণ-স্থলে রেডিও, ও আলো প্রভৃতিরও সুব্যবস্থা আছে।

ইম্পিরিয়াল ফ্লাইং-বোটে যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যে ব্যবস্থা আছে, নূতন আকাশযানসমূহে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার প্রয়োজন। যেসকল স্থলে যথোচিত সুবিধাজনক ব্যবস্থা নাই, তথায় অবতরণ স্থানের নিকট যাত্রীদের জন্য বিশ্রাম-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

আর্জ্জেন্টিনার গম ব্যাপার

নিম্নলিখিত টেবিল হইতে বুঝা যাইবে, এ বৎসরে

গম ফসলের কি অবস্থা এবং পূর্ব্ব বৎসরের এই সময়ে কি অবস্থা ছিল :—

	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৬-৩৭
	(মেট্রিক টন)	
ফসলের সম্বন্ধে রাজকীয় হিসাব	৫,০২৯,৫০০ (তৃতীয়)	৬,৭৪৫,০০০ (দ্বিতীয়)
হিসাবে সম্ভবপর ভ্রান্তি		১০০,০০০
পূর্ব্ব বৎসরের ফসল হিঃ		—৯২,০০০
মোট সরবরাহ	৪,৯৭৭,৪৬৯	৬,৭৪৩,০০০
বীজ এবং সংসার খরচা বাদ দিয়া		
রপ্তানিযোগ্য ফসলের পরিমাণ		
১। সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত রপ্তানি	১,৭৪১,১৯৯	৩,৮১১,৪৯৬
এখনও রপ্তানির জন্য ফসল	৪৩৬,২৭০	২৪১,৪৪৪

নিকটস্থ রিপাবলিক দেশসমূহ উক্ত ফসলের প্রধান রপ্তানির বাজার। ইয়োরোপে আর্জ্জেন্টিনার গমের চাহিদা খুবই কম বরং ক্যানাডার এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের গমের চাহিদা বেশ আছে।

অনেক পরিমাণে ফসল এখনও দেশের মধ্যেই ধরিয়া রাখা হইয়াছে। মিলওয়ালাদের নিকট হইতে যদিও মাল বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তাহা বাজারে বিক্রয়ের জন্য যে তাগিদ না থাকায় বাজারের দর সমান রহিয়াছে। উক্ত ফসলের জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে নিম্নতম একটী দর দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সমস্ত ফসল বিক্রী হইবে। সেজন্য এই বৎসর যে পুরাতন ফসল বাজারে আসিয়া নূতন ফসলের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় চাষীদের আতঙ্ক মোটেই নাই।

এই রকমের নিম্নতম মূল্যের হার এবং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ফসল বিক্রয়ের নিশ্চয়তা থাকায় দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

আর্জ্জেন্টিনায় মেজ বা ভুট্টার চাষ

মোট আহাজী ভুট্টার কারবারের পরিমাণ হইল ৪৩৪,০০০ টন। এক্ষণে উহার চাষের অবস্থা এবং বাণিজ্যের অবস্থা জানাইবার জন্য নিম্নে একটী টেব্‌ল দেওয়া গেল :—

	(মেট্রিক টন)
১৯৩৭-৩৮ সনের ফসলের দ্বিতীয় সরকারী অনুমান	
১৯৩৬-৩৭ সনের ফসলের শেষ এই বৎসরে কিভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে	২৭৪,১৭৪
মোট সরবরাহ	৪,৮২০,১৭৪
গৃহের খরচা এবং বীজ বপনের জন্য বাদ	১,৫৫০,০০০
রপ্তানিযোগ্য বাকী ফসল	৩,২৭০,১৭৪
১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত আহাজী চালান	১,৪৭৬,৬৪১
বর্ত্তমান ফসলের পরিমাণ	১,৭৯৩,৫৪১

ইয়োরোপে উক্ত ফসলের বেশ ভাল চাহিদা আছে। ফসলের দাম যদি কিছু কম থাকে তাহা হইলে রপ্তানিকার সহজেই গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। গত কয়েক মাস যাবৎ ইয়োরোপের রাজনীতির অবস্থা এমন চাঞ্চল্যকর পারিপার্শ্বিক ঘটনা আনিয়া ফেলিয়াছে যে ইহার চাহিদা ও বাণিজ্য বড়ই অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে।

ধান্য

আর্জ্জেন্টিনায় ধান্যের রপ্তানি ব্যবসা খুবই কমিয়া আসিয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে রপ্তানির পরিমাণ মাত্র

১,০২০ টন হইয়াছে। আগষ্ট মাসের সহিত তুলনায় দেখা যায় যে, ৫,১৩০ টন ছিল এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত হিসাব টানিয়া আনিলে মোট পরিমাণ হয় ২১১,৯৯৪ টন।

মার্কিণ কৃষিবাণিজ্যে অসুবিধাভোগী শ্রেণী

মানুষের "হিত" সম্বন্ধে কোন একটা মাপযোক বা অরীপ নাই। তবে বিভিন্নতার চিত্র দিয়া আন্দাজ করার ব্যবস্থা আছে। আধুনিক এই রকমের একটা আন্দাজ বুঝাইবার চেষ্টা হইতেছে। তাহারই কার্য্য-কলাপের কিছু কিছু ইঙ্গিত মাত্র এখানে দেওয়া গেল।

মানুষের "হিত" (হিউম্যান ওয়েলফেয়ার) কৃষিবাণিজ্যে কতটা আছে বা না আছে আনিতে হইলে সহজে ধরার উপায় হইল সমরের সময়ে কতগুলি চাষী গৃহ ছিল এবং তাহাদের মধ্যে শতকরা কতগুলি গৃহকে সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে কিংবা কতটা "গ্রাণ্ট" বা "রিহ্যাবিলিটেশন লোন" দেওয়া হইয়াছে।

১৯২৯ সনে মার্কিণ রাজ্যে ১,৭০০,০০০ চাষীর (ফার্ম) সংখ্যা ছিল তাহাদের ফার্মের মোটামুটি আয় ছিল ৫০০ ডলার। এই আয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গণ্য করা হইয়াছে :—

১। যতটা ফসল বিক্রয় হইয়াছে তাহার মূল্য।

২। যতটা ফসল বাবিক্রয়ের মধ্যে আসিয়াছে তাহার মূল্য।

৩। যতটা ফসল ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার মূল্য।

৪। যতটা কৃষির জন্য যে পরিমাণ খরচা হইয়াছে।

৫। যতটা টাকা বা ফসল খাজনা বাবদ দেওয়া হইয়াছে।

৬। যতটা ফার্ম্মের জন্য অন্যান্য যে যে খরচা আবশ্যক হয় সমুদয়।

এইসকল অঙ্ক আয়ের ফার্ম্মে মোট পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুর সংখ্যা ছিল ৭,৭০০,০০। এই বৎসরেই বাহির হইতে ভাড়া করিয়া আনীত চাষীর সংখ্যা ছিল ২,৭০,০০০। ১৯৩৫ সনে চাষীর সংখ্যা ছিল ১৩,০০০,০০০। মার্কিণরাজ্যে যেসব কৃষি গৃহ অতি কষ্টে জীবনযাপন করিয়াছে তাহাদের মোট সংখ্যা হইল ১,০০০,০০০ (ফার্ম ফ্যামিলি)।

যখন সঙ্কট খুবই অধিক তখন ১,০০০,০০০ অপেক্ষা অধিক ফার্ম ফ্যামিলি এক প্রকার না এক প্রকারের গ্রাণ্ট প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন না কোন সময়ে ৩,৫০০,০০০ ফার্ম ফ্যামিলি "রিহ্যাবিলিটেশন বা রিলিফ" পাইয়াছে বলিয়া আর একটী অভিমত দেখা যায়।

অভঙ্গুর কাচ আবিষ্কারের ইতিহাস

অভঙ্গুর কাচ আবিষ্কারের মূলে রহিয়াছে নিছক অনবধানতা। ১৯০৩ সনে এক সন্ধ্যায় ফরাসী রাসায়নিক এডোয়ার্ড বেনেডিক্টাস যখন তাঁহার রসায়নাগারে কতকগুলি বোতল সাজাইয়া রাখিতেছিলেন তখন হঠাৎ একটা বোতল হাত হইতে পড়িয়া যায়। কিন্তু বোতলটি সম্পূর্ণ অভগ্ন অবস্থায় থাকে। প্রায় পনের বৎসর পূর্ব্বে ঐ বোতলটিতে অ্যালকোহল, ঈথার, অ্যাসিটোন, এমিল এসিটেট এবং ট্রিনি ট্রোসেলুলোসের একটা মিশ্রণ ছিল। মিশ্রণটা সম্পূর্ণরূপে উবিয়া গেলেও বোতলটার ভিতরে সেলুলয়েডের স্তায় আস্তরণ পড়িয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারটা বেনেডিক্টাসের নিকট অদ্ভুত বলিয়া মনে হইলেও তিনি ইহাকে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ মনে করেন নাই। তিনি এই ব্যাপারটা একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিলেন; এমন সময় একদিন মোটর দুর্ঘটনায় একটি লোকের কাচ লাগিয়া আহত হইতে দেখিয়া এই ব্যাপারটা তাহার মনে হয় এবং ঐ বোতলের মধ্যে যে বিপুল সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন। তারপর দিন একটানা নয় ঘণ্টাকাল পরিশ্রম করিয়া তিনি প্রথম অভঙ্গুর কাচ আবিষ্কার করেন। ১৯০৬ সনের পূর্ব্বে অভঙ্গুর কাচ জনসাধারণের নিকট প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সেই বৎসরের মোটর প্রদর্শনীতে সাধারণ কাচ ও অভঙ্গুর কাচের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা দেখান হয়।

সংক্ষেপে ইহাই হইল অভঙ্গুর কাচের ইতিহাস। বর্ত্তমান সময় প্রত্যেক মোটর গাড়ীতে এই কাচ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি ফরাসী রাসায়নিকের হাত হইতে খালি বোতল পড়িয়া না যাইত তাহা হইলে হয়ত এতদিনেও অভঙ্গুর কাচ আবিষ্কৃত হইত না।

জাপানের প্রধান মন্ত্রী বারণ হীরামুনার ঘোষণা

জাপ মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের পর প্রধান মন্ত্রী বারণ হীরামুনা ঘোষণা করেন যে, জাপান আজ এমন একটি সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে, যাহা তাহার জাতীয় জীবনে আর কখনও দেখা দেয় নাই। তিনি আরও বলেন যে, যদি গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া কার্য্য করে তাহা হইলে এই বিপদ অতিক্রম করা অসম্ভব নয়। বর্ত্তমান ঘটনাটি বিশেষ ভয়ঙ্করী এবং উহার জন্য সমগ্র জাতির আরও ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। যে উদ্দেশ্যে চীনে অভিযান চালান হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সমস্ত জাতীয় সম্পদ্ একত্রিত করিতে হইবে। চীন যুদ্ধের অবসান সম্পর্কে নূতন মন্ত্রিসভা পূর্ব্ব মন্ত্রিসভার নীতিই অনুসরণ করিবেন।

পররাষ্ট্রনীতির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না বলিয়া রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষকগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। নূতন মন্ত্রিসভা প্রকৃতপক্ষে কনওয়ে গবর্ণমেণ্টের রূপান্তরমাত্র বলিয়া সকলে মনে করিতেছে।

আসামের প্রধান মন্ত্রী বড়দলইএর বক্তৃতা

গত ২৮শে ডিসেম্বর বড়মায় কামরূপ জেলা পার্ব্বত্য-জাতি সম্মেলন হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বড়দলই অহিফেন ও মদ বর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, ঐসকল মাদক দ্রব্য পার্ব্বত্য জাতিসমূহকে চিরকাল অনুন্নত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি আশ্বাস দেন যে, কংগ্রেসী শাসনে পার্ব্বত্য জাতির

স্বার্থ নিরাপদ থাকিবে, আইন সভায় পার্ব্বত্য জাতির সদস্যদের কংগ্রেসে যোগদানের যুক্তি তিনি বুঝাইয়া দেন। পার্ব্বত্য জাতির শিক্ষার জন্য যে নূতন পরিকল্পনা হইতেছে, তাহার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। শ্রীযুক্ত বড়দলই বলেন, "কংগ্রেস সর্ব্বদাই, বিশেষ করিয়া আসামে, পার্ব্বত্য জাতির উন্নতির জন্য কাজ করিয়াছেন। এত অনুন্নত পার্ব্বত্য নরনারীর উন্নতি না করিয়া আসামের উন্নতি করা যায় না।" জিকপড়ের মিঃ জীবধর দেউটি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি জনসাধারণকে যুদ্ধধর্ম্ম মানিয়া চলিতে বলেন। মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কৃপানাথ ব্রহ্ম পতাকা উত্তোলন করেন। যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুরাম মেধী, কামেশ্বর দাস এম এল এ, শঙ্কর বড়ুয়া, এ কে ভাণ্ডারী প্রভৃতি সম্মেলনে বড়দলই মন্ত্রিমণ্ডলীর মাদক দ্রব্য বর্জ্জন নীতি সমর্থন করিয়া এবং আসাম প্রাদেশিক পার্ব্বত্য জাতি লীগের কার্য্যক্রম সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

ধনবিজ্ঞান সম্মেলনে অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জ্জীর বক্তৃতা

ভারতীয় ধনবিজ্ঞান সম্মেলনে অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জ্জী "ভারতে সঙ্কল্পিত শিল্পোন্নতি" সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তিনি প্রধান প্রধান শিল্পের প্রতিষ্ঠা, পল্লী অঞ্চলে শিল্পোন্নতি, বড় বড় শিল্পগুলি প্রয়োজনমত বিভিন্ন করা এবং যেখানে শ্রমিক এবং কাঁচামাল সহজে পাওয়া যায় সেখানে স্থানান্তরিত করার উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন যে, কয়েকটী প্রদেশে শিল্পোন্নতি হওয়ায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের অনেক সুবিধা আছে, অথচ অনেক প্রদেশ এখনও অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। তিনি বলেন যে, প্রদেশসমূহের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা থাকা চাই। সোভিয়েটের শিল্পোন্নতির সম্বন্ধে যুগপৎ অনুন্নত অঞ্চলে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা আছে, গৃহশিল্প এবং ছোট ছোট শিল্পের উন্নতির জন্যও বহু সমবায় সমিতি এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। সঙ্কল্পিত শিল্পোন্নতির ব্যবস্থায় বড় বড় শিল্পের সহিত গৃহ শিল্পের প্রতিযোগিতা হ্রাস পাইবে। ঐ ব্যবস্থায় বড় বড় এবং ছোট ছোট কৃষিশিল্প সংরক্ষণের চেষ্টা হইবে। তাহাতে ছোট চাষীর পক্ষে চাষ লাভজনক হইবে এবং কৃষিশ্রমিক বেকার থাকিবে না। কৃষকদের ক্রয়-ক্ষমতার উপরে ভারতের শিল্পোন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। কৃষকের আয় বৃদ্ধি না পাইলে শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা কাজে আসিতে পারে না। কৃষিশিল্পের উন্নতির ফলে ঐ আয় বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। কৃষকদের পক্ষে সুবিধাজনক বৈদেশিক বাণিজ্য-চুক্তি করাও আবশ্যক। সর্ব্বশেষে ডাঃ মুখার্জ্জী বলেন যে, অলাভজনক চাষ, দরিদ্র জীবনযাপন, ক্রয়-ক্ষমতার অভাব এবং শিল্পোন্নতির অভাব প্রভৃতি কারণে যুগপৎ সামাজিক ক্ষেত্রে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষির উন্নতি এবং পল্লীর শিল্পোন্নতির আশু প্রয়োজন।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা

সংযুক্ত প্রদেশ ও বাঙ্গলা এবং গত ভূমিকম্পের পর হইতে বিহারে জনপদ-বিধ্বংসী বন্যা হইতেছে। প্রত্যেক-বার বন্যার পর বিভিন্নরূপ সমস্যার আবির্ভাব হয়; কিন্তু মৃত্তিকা ক্ষয়, উৎকৃষ্টতর পরিকল্পনায় অধিকতর নিরাপদ স্থানে গ্রামসমূহ পুনর্গঠন প্রভৃতি সমস্যা সর্ব্বত্রই এক।

সংযুক্ত প্রদেশ গবর্ণমেণ্ট বন্যার অব্যবহিত পরেই বন্যার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ এবং বন্যার কারণ অনুসন্ধানের জন্য সেচ বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ওয়াটাসকে পাঠাইয়াছিলেন। মিঃ ওয়াটাস সংযুক্ত প্রদেশের পূর্ব্বাংশের এবং তরাই অঞ্চলের জিলাসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট এক বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করেন। উহাতে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, সংযুক্ত প্রদেশে সর্ব্বনাশকর বন্যার জন্য নেপালের বহু বিস্তীর্ণ স্থানে বনের ধ্বংস কতকাংশে দায়ী। সারদা নদীর হঠাৎ গতিপরিবর্ত্তন দ্বারা এই মত সমর্থিত হয়।

পল্লীঋণ-কমিটির সুপারিশ

১৯৩৭ সনে গ্রীষ্মকালে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই যাহারা পল্লীঋণ সম্পর্কে তদন্তের জন্য

অভিজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কয়েকটি প্রয়োজনীয় সুপারিশ করিয়াছেন।

কমিটি যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে শুধু মিঃ এ জি বেয় একটি মাত্র স্বতন্ত্র বিরোধী মন্তব্য করিয়াছেন।

পল্লীঅঞ্চলকে কমিটি দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন যথা, প্রজা ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ঋণ এবং ধনী ও অধিদারদের ঋণ। এই দুই ধরণের ঋণ হইতে ঋণগ্রস্তদের রেহাই দেওয়ার জন্য বিভিন্ন নীতি অবলম্বনের সুপারিশ করা হইয়াছে।

আপোষ মীমাংসা ও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য তাঁহারা সুপারিশ করিয়াছেন। মিঃ বেয় বাধ্যতামূলক ব্যবস্থায় আপত্তি করিয়াছেন।

সেন্ট্রাল জুট কমিটির গবেষণাগার

এই গবেষণাগার উদ্বোধন প্রসঙ্গে বড়লাট বলেন যে, এগার বৎসর পূর্ব্বে এগ্রিকালচার কমিশনের রিপোর্টে তাঁহারা সেন্ট্রাল জুট কমিটি গঠনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। তিনি আশা করেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই উক্ত গবেষণাগার পাট-শিল্পের বিশেষ সাহায্যকারী হইবে। উপসংহারে তিনি উক্ত গবেষণাগারের উদ্যোক্তাগণের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন।

এই গবেষণাগারে পাট উৎপাদনের মৌলিক গবেষণা, পাটের শ্রেণীবিভাগ ও পাটশিল্পের উন্নতিকল্পে নানারূপ গবেষণা হইবে। সেন্ট্রাল জুট কমিটি ঢাকায় আর একটি গবেষণাগার স্থাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে উন্নত ধরণের পাটের বীজ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

বর্ত্তমানে চট ও থলে ছাড়াও পাট হইতে আরও প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে এবং ব্যবহৃত হইতেছে। কি প্রকারে এবং কত রকম কাজে পাট ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার পরীক্ষার জন্যই এই গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতীয় চিকিৎসক সম্মেলন

উক্ত সম্মেলনের সভাপতি বক্তৃতায় ভবিষ্যতে সম্মিলনে প্রস্তাব পাশ করা অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক আলোচনার উপরই বিশেষ জোর দেন। সভ্যগণকে সম্মেলনের ভাণ্ডারে দান করিতে অনুরোধ করেন। এক প্রস্তাব যত শীঘ্র সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রত্যেক প্রদেশে ডাক্তারী শিক্ষার নিম্নতম মান নির্দ্ধারণ ও বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন অন্য সমস্ত পরীক্ষা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান উঠাইয়া দিবার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে অনুরোধ করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়েরই ডিপ্লোমা কিংবা লাইসেন্স দেওয়ার অধিকার থাকিবে।

কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেককেই বৎসরে তাঁহাদের মোট রাজস্বের শতকরা ১৫ ভাগ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য ব্যয় করিতে অনুরোধ করিয়া অপর প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

তৃতীয় প্রস্তাবে জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটিকে তাঁহাদের পরিকল্পনায় ভারতে ডাক্তারী ঔষধ এবং যন্ত্রপাতি তৈয়ার করার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে হাতুড়ে চিকিৎসা দূর করার উপায় উদ্ভাবন করিতে অনুরোধ করিয়া অপর এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান হইতে ডিগ্রী লাভ না করিয়া নামের পূর্ব্বে ডাক্তার ব্যবহার করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করার জন্য সম্মেলন গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন।

লাহোরে যাঁহারা স্বাধীনভাবে ডাক্তারী করেন পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে শিক্ষা মন্ত্রী তাঁহাদের সম্পর্কে যে অপোছন ইঙ্গিত করিয়াছেন সম্মেলন তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

আই এম এস'দিগের সিভিল বিভাগে নিয়োগ সম্পূর্ণ রহিত করিবার দাবী এবং ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল, সার্জ্জন জেনারেল ইত্যাদি পদে কোন অ-ভারতীয়কে নিযুক্ত না করিবার দাবী পুনরায় ঘোষণা করিয়া সভার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

শিল্পবিপ্লবই ভারতের মুক্তির একমাত্র উপায়

গত ৪ঠা ডিসেম্বর চন্দননগরে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের দশম বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত মেঘনাদ সাহার বক্তৃতার মর্মানুলিপি নিম্নরূপ।

শিল্পের উন্নতি ও বিস্তার হয় নাই বলিয়াই ভারতবর্ষ আজ অন্য দেশের তুলনায় এত পিছাইয়া পড়িয়াছে। শিল্পোন্নতির সহিত জাতীয় জীবনের উন্নতির অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ। শিল্পের অভাবে ভারতে আজ কবি সেই মান্ধাতার আমলে পড়িয়া আছে, দারিদ্র্য বাড়িয়া গিয়াছে এবং দেশটা কুসংস্কারে ভরিয়া আছে। শিল্পোন্নতির সহিত বিজ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করে, জাতি সব দিক্ দিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠে। যন্ত্র ও বিজ্ঞানে উন্নত হইতে না পারার জন্যই ভারতবর্ষ চিরকাল দুর্ব্বল থাকিয়া গিয়াছে এবং বিদেশীরা সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। এই সম্পর্কে সম্প্রতি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহিত আমার সামান্য কথাবার্ত্তা হয় এবং কবিবর রহস্যচ্ছলে ব্রহ্মা ও ছাগশিশুর উপাখ্যান বিবৃত করেন:—ছাগশিশুর উপর সকলেরই লোভ এবং সকলেই তাহার সদ্ব্যবহারের সুবিধা কি করিয়া করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করে। জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া ছাগশিশু ব্রহ্মার নিকট গিয়া ব্যাকুলভাবে অভিযোগ করে। স্বয়ং ব্রহ্মা বলিলেন—বাপু, একে তোমার নধরকান্তি, পুষ্ট চেহারা, তার তুমি আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম। আমারই তো জিহ্বায় জল আসিতেছে। সুতরাং বাঁচিতে যদি চাও, আত্মশক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা কর—প্রতীকারের অন্য কোন পথ নাই। ভারতের সম্বন্ধে ঠিক সেই একই কথা খাটে। ভারতবর্ষও আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম হওয়ায়, তার ঐশ্বর্য্যে প্রলুব্ধ হইয়া বার বার কত জাতিই না বাহির হইতে আক্রমণ করিয়াছে, তার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত তার উপর চাপিয়া বসিয়াছে। ভারতবর্ষ কোন বাধা দিতে পারে নাই, অসহায় ছাগশিশুর ন্যায় বার বার ক্ষুধার্ত্ত পররাজ্য-লোভীদের লোভ ও লালসার যূপকাষ্ঠে বলি পড়িয়াছে। কারণ, আত্মরক্ষা সম্ভবপর নয়, যদি না দেশ শিল্প-বিজ্ঞানে উন্নত হয়। তাই তো "সাত সমুদ্র তের নদী" পার হইয়া আসিয়া বৃটিশ মূলধনীরা আজ পর্য্যন্ত আমাদের শোষণ করিয়া অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিতেছে। বিদেশী মূলধনী ও শিল্পপতি তথা সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ভারতবাসীকে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে, শিল্পোদ্যোগী হইয়া সারা দেশকে কলকারখানায় ভরিয়া ফেলিতে হইবে। ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আসিবে নূতন যুগ, জাতীয় জীবন নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিবে—এক কথায় শিল্প আনিবে ভারতে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন। জাতীয় কংগ্রেস এই কথাটা মর্ম্মে-প্রাণে বুঝিয়াই "জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি" গঠন করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্যই হইল শিল্প-প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশের জনগণের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সমাধান করা।

অনেকে মনে করেন যে, যন্ত্রযুগের আবির্ভাবে ভারত ক্রমশঃ রসাতলে যাইতেছে, পুরাতন বৈদিক-যুগই ছিল ভাল। ভারতের সেই শান্তিময় তপোবনে অধ্যাত্ম-সাধনা ও স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম্য-সমাজ ভারতের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অতীতে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা, মান্ধাতার আমলের গ্রাম্য-শিল্পের অবসানে বিলাপ মুখরিত করা নিছক প্রতিক্রিয়াশীলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অধ্যাত্ম দিয়া পেট ভরে না এবং কালের চাকাকেও আটকাইয়া রাখা যায় না। তথাপি এই কালের চাকাকে পিছনে ঘুরাইবার চেষ্টা যাঁহারা করেন বা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা দেশকে ধ্বংসের দিকেই ঠেলিয়া দিয়াছেন। অনেকে মনে করেন, আমি নাস্তিক, ধর্ম্ম মানি না; তাই আমার এসব কথা বলা স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যের খাতিরে এবং দেশের মঙ্গলের জন্য অপ্রিয় হইলেও যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ আমি করিবই। অতীতকে বড় করিয়া পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থাকে ধরিয়া থাকার অর্থ আদিম বন্যযুগে ফিরিয়া যাওয়া। আজ আমেরিকা যদি নূতন উৎপাদন ব্যবস্থাকে অবলম্বন না করিত, তাহার এই অতুল কৃষ্টি ও সভ্যতা কোথা হইতে আসিত? পুরাতন উৎপাদন যুগকে আশ্রয়

করিয়াই যদি আমেরিকাবাসীরা বসিয়া থাকিত, তবে রেড ইণ্ডিয়ানরা তীর-ধনুক লইয়া পুরাতন আমেরিকার যে অতীত ঐতিহ্যকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে, সেই আদিম বর্ব্বর অবস্থার ভিতর হইতে তাহারা আর বাহির হইতে পারিত না।

অনেকে বলেন, ভারতবর্ষ শিল্পের দিক্ দিয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু তার পরিমাণ কতটুকু? ভারতের আয়তন, লোকসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় তার শিল্পোন্নতি কিছুই হয় নাই; ইয়োরোপের তুলনায় ভারতবর্ষ যে কতদূর পিছাইয়া আছে, তাহা কল্পনা করা যায় না। ইয়োরোপীয়দের তুলনায় ভারতবাসী দু'শো-তিন শ দরিদ্র এবং জীবনধারণের পরিমাণের দিক্ দিয়া ভারতবাসী ১৫০০।১৬০০ শতাব্দীতে পড়িয়া আছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই অবস্থা হইতে ভারতবর্ষকে টানিয়া তুলিতে হইবে। তাহার পথ অধ্যাত্ম-সাধনায় মিলিবে না, মিলিবে শিল্প-বিপ্লবের ভিতর।

বড় বড় কলকারখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এখনই কুটীর-শিল্পকে জোর করিয়া বিলোপ করিবার কথা আমি বলি না। তবে মান্ধাতার আমলের হাতে চালানো চরকা-জাতীয় ব্যবস্থায় কাজ চলিবেনা, চলিতে পারে না। ছোট ছোট মেশিন বসাইতে হইবে এবং এই সব মেশিন চলিবে বৈদ্যুতিক শক্তিতে। সারা দেশময় সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিতে হইবে। অনেকে বলেন যে, ভারতবর্ষে জলপ্রপাতের অভাব এবং এজন্য হাইড্রো-ইলেকট্রিক ব্যবস্থা করা অসম্ভব। কিন্তু তাহাদের যুক্তি ভিত্তিহীন। কারণ, তাঁহারা জানেন না কয়লা হইতে অতি কম পড়তায় বৈদ্যুতিক-শক্তি প্রস্তুত হইতে পারে। আর তার রেট হাইড্রো-ইলেকট্রিকের রেটের অপেক্ষা কোন অংশে বেশী হইবে না। কয়লা হইতে যে বৈদ্যুতিক-শক্তি প্রস্তুত হয়, তার পড়তা সমস্ত খরচা ও ডিভিডেণ্ড ধরিয়াই পড়ে ৩-০/৫ পাই মাত্র। এই হারে বিদ্যুৎ তৈয়ারী করিয়া কলিকাতা ইলেক্ট্রিক কর্পোরেশন কোম্পানী দুই আনা ইউনিট বিদ্যুৎ বিক্রয় করিতেছে। কি অসম্ভব লাভ তাহারা করিতেছে! এই লাভ বন্ধ করা দরকার। লাভ বন্ধ করিতে হইলে ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ করিতে হইবে—বিশেষ করিয়া এই সব কারবারে যেখানে দেশের প্রাণশক্তি তৈয়ারী হইতেছে।

বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের ভার গবর্ণমেণ্টকে সরাসরি লইতে হইবে এবং তখনই সস্তায় দেশময় এই শক্তি পাইয়া কল-কারখানা গড়িয়া উঠিবে। ভারতবর্ষ এত বড় দেশ, কিন্তু তাহার বৈদ্যুতিক-শক্তি খরচ হয় মাত্র ১ লক্ষ কীলওয়াট; আর জাপান এতটুকু দেশ, কিন্তু তার বিদ্যুৎ খরচ হয়, ২৫ লক্ষ কীলওয়াট। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ভারতবর্ষ জাপানের অপেক্ষা ২৫ গুণ পিছনে পড়িয়া আছে। ভারতকে আর এ অবস্থায় রাখা কিছুতেই চলিতে পারে না। সেজন্য তাকে দ্রুতগতিতে শিল্পে সুসজ্জিত করিতে হইবে। আর তাহা করিতে হইলে অবিলম্বে "অবাধ বাণিজ্য-নীতি" বন্ধ করা দরকার। দেশ হইতে যাহাতে টাকা বাহিরে না যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে মূলধনের নিয়োগ-ক্ষেত্র তৈয়ারী হইবে। আর সেই ক্ষেত্র প্রস্তুতের ভার গবর্ণমেণ্ট না লইলে চলিবে না। দেশের গবর্ণমেণ্ট যদি উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত না করে, তবে শিল্পোন্নতি সম্ভব নহে। সোভিয়েট রাশিয়া ইহার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। চীনের রাষ্ট্রনায়ক ডাঃ সানইয়াট সেন সোভিয়েট প্রণালীতে চীনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার কাজ অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। বিশেষ করিয়া চীনে তাঁহার মৃত্যুর পর অন্তর্বিরোধ সুরু হওয়াতে ডাঃ সানের পরিকল্পনা আর কাজে পরিণত হয় নাই। চিয়াং কাইসেক হয়তো আজকাল সে দিকে লক্ষ্য দিতে পারিতেন, কিন্তু জাপান চীন আক্রমণ করায় তাহারও আর উপায় নাই।

আবিসিনিয়া ও চীন বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেও সমরসাম্রাজ্যলোভীদের সহিত যুদ্ধে না পারিয়া উঠার কারণ কি? যন্ত্র-শিল্পে দেশকে শক্তিশালী করিতে না পারায় তাহাদের এই শোচনীয় পরাজয়। শুধু বীরত্বে তো দেশ-রক্ষা করা যায় না, চাই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রচুর

অগ্রসর নিশ্চয়। শিল্পে যে দেশ পিছনে পড়িয়া আছে, সে এসব আত্মরক্ষার উপকরণ পাইবে কোথা হইতে? ভারতবর্ষ এ দিক্ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবে কি?

কয়লা ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর স্থান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বোর্ডের উদ্যোগে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক যে ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে, শুক্রবার অপরাহ্ণে আশুতোষ হলে বিহার পরিষদের সভ্য মিঃ এম এন মুখার্জ্জি "কয়লা ব্যবসা" সম্বন্ধে উহার চতুর্থ বক্তৃতা দেন। নিয়োগ বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

মিঃ মুখার্জ্জি বলেন যে, বাঙ্গলার কয়লার ব্যবসায়ে এক সময়ে সাহেব ও বাঙ্গালী ছাড়া অন্য কোন ব্যবসায়ী ছিল না, কিন্তু কর্ম্মবিমুখতা, বিপদের সম্মুখীন হইতে অনিচ্ছা ও কষ্টসহিষ্ণুতার অভাবে বাঙ্গালীরা ক্রমে ক্রমে কয়লার ব্যবসায় হইতে হটিয়া আসিয়াছে এবং অ-বাঙ্গালী ভারতীয়েরা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি বলেন যে, এখনও কয়লার ব্যবসায়ে বাঙ্গালী যুবকদের যথেষ্ট উন্নতির ও অর্থোপার্জ্জনের সম্ভাবনা আছে। সে জন্য মূলধনের তত প্রয়োজন নাই যত প্রয়োজন আছে সততা, আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতার। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা যে অসম-সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয়ও যদি তাহারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেয় তবে আশ্চর্য্য ফললাভ করিতে পারিবে।

আরম্ভে মিঃ মুখার্জ্জি বলেন যে, কয়লার ব্যবসায়ের সূত্রপাত দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে হইলেও মাত্র ৫০ বৎসর হইল ইহা প্রসারলাভ করিয়াছে। যত প্রকার প্রমশিল্প দেশে বিস্তারলাভ করিয়াছে সকলের মূলে রহিয়াছে সস্তা কয়লা। রেলওয়ে, ষ্টীমার, কল-কারখানা সকলেই চায় সস্তা কয়লা, যেন তাহাদের উৎপাদন খরচ কম পড়ে। কয়লা ব্যবসায় এতটা সঙ্ঘবদ্ধ হয় নাই যে, ব্যবসায়ীরা জোট বাঁধিয়া কয়লার দাম বাড়াইতে পারে।* ফলে কয়লা উৎপাদনকারীদের অবস্থা ধান বা পাট চাষীদের মত হীন হইয়া পড়িয়াছে।

৩

প্রথমতঃ কয়লা ব্যবসায় সাহেবদের একচেটিয়া। কিন্তু কয়েকজন বাঙ্গালীও এই ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। কয়লার ব্যবসায় প্রধানতঃ বাঙ্গলাতেই সীমাবদ্ধ, মধ্যপ্রদেশে উহার বিস্তার সেদিনের কথা। যে সকল বাঙ্গালীর কয়লার খনি ছিল অর্থাভাবের অভাবে উঁহারা উঁহাদের উন্নতি বিধান করিতে বা উহা হইতে লাভবান হইতে পারেন নাই। এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া সাহেব ও অ-বাঙ্গালীরা বাঙ্গালীদের ভাল ভাল কয়লার খনিগুলি দখল করিয়াছে। ১৮৯১ সনে এইরূপ একটি খনি একজন বাঙ্গালী সাড়ে তিন লাখ টাকায় এক সাহেব কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। গত ৪২ বৎসরে কম করিয়া ধরিলেও উহা হইতে ২ কোটি টাকা লাভ হইয়াছে।

কয়লার খনির ম্যানেজার, সাব-ম্যানেজার, মিস্ত্রী ও সার্ভেয়ারদের বেতন মোটের উপর মন্দ নহে। কেরাণীদের বেতন সামান্য হইলেও তাহারা শিক্ষার সুযোগ পায় ও শেষে স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারে। শারীরিক শ্রমে বিমুখ না হইলে অল্প শিক্ষালাভ করিয়া মিস্ত্রীর কাজও করা যাইতে পারে। এই কাজ করিয়া অনেকে স্বাধীন কারখানাও খুলিয়াছে। কয়লার খনির অনেক কন্ট্রাক্টর প্রচুর অর্থশালী হইয়াছে। সামান্য মূলধন লইয়া অনেক বাঙ্গালী কন্ট্রাক্টরী করিয়া লক্ষপতি হইয়াছেন। কিন্তু এখন অ-বাঙ্গালীরা তাঁহাদের স্থান দখল করিতেছে।

কয়লার ব্যবসায়ে মধ্যবর্ত্তী লোকের একান্ত প্রয়োজন। দালালদের মূলধনের প্রয়োজন নাই। সততা ও ব্যবসায়ে লাগিয়া থাকাই তাহাদের প্রধান মূলধন। আর এক রকম মধ্যবর্ত্তী লোক আছে, তাহারা কয়লা ছোঁয় না, কোথায় অল্প দরে কয়লা পাওয়া যায় ও কোথায় উহার খরিদ্দার আছে তাহারা তাহার সন্ধান রাখে এবং দরকার মত খরিদ্দারের নিকট কয়লা পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করে। এই উপায়ে তাহারা প্রচুর লাভ করে। কেহ কেহ শেষে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে। এখনও অনেক যুবক এইভাবে অর্থের সংস্থান করিতে পারে। যাহারা আড়তদার তাহাদিগকে মূলধন খাটাইতে হয় এবং

বাজার দর সম্বন্ধে কিছু মৌলিক চালনা করিতে হয়। যাহারা কয়লা রপ্তানি করে তাহারা প্রায় সকলেই সাহেব। বর্মা, সিংহল, চীন প্রভৃতি দেশে কয়লা রপ্তানি হইয়া থাকে। যাহাদের মূলধন আছে তাঁহারা ভূসম্পত্তিতে তাহা না খাটাইয়া যদি কয়লা রপ্তানি ব্যবসায়ে তাহা খাটান তবে তাঁহারা অর্থোপার্জনের নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে কিছু ঝুঁকি কাঁধে লইতে হয়।

শিল্প সম্মেলন

২৬শে জানুয়ারী বাণিজ্য সচিব সার আকবর সভাপতিত্বে দশম বার্ষিক শিল্প সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সম্মেলনে প্রথমেই ভারতবর্ষে শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুসারে যে উন্নতি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং কয়েকটি প্রদেশ যে অতিরিক্ত অর্থসাহায্য চাহিয়াছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়। অধিকন্তু তাহাদের সাধারণ মৌলিক অর্থসাহায্য সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয়। ১৯৩৯-৪০ সনের অর্থসাহায্য সম্পর্কে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মূল বন্দোবস্ত অনুসারে মাত্র সাত মাসের পরিবর্তে আর্থিক বৎসরের বার মাসের জন্য অর্থসাহায্য মঞ্জুর হইবে।

অতঃপর সম্মেলনে ভারতীয় ট্রেড কমিশনারদের কার্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার প্রশ্ন বিশেষ করিয়া জাপান ও অন্যান্য দেশে কুটির-শিল্প ও ছোটখাট শিল্প পরিচালন সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা হয়; আরও বলা হয় যে, ছোটখাট শিল্প ও কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যাদির জন্য বিদেশে চাহিদা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এইসকল কর্মচারী আরও ব্যাপকভাবে কার্য করিতে পারেন। প্রদেশসমূহের জন্য বিশেষ তদন্তকার্য চালাইতে যে অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন তাহা কিরূপে সঙ্কুলন হইতে পারে তৎসম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সভাপতি বলেন যে, ট্রেড কমিশনার-গণ সহজেই মুদ্রিত কাগজপত্রাদি হইতে যেসকল নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাঁহারা তাহা সরবরাহ করিবেন। কিন্তু প্রদেশসমূহের জন্য যে বিশেষ তদন্ত করা হইবে তাহার ব্যয়ভার ঐ সকল প্রদেশকেই গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন যে, সম্মেলনে যেসকল মতামত প্রকাশিত হইবে ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহা সতর্কভাবে পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনানুরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন।

অতঃপর প্রতি বৎসর নিখিল ভারত শিল্প প্রদর্শনী খোলার প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় স্থানে এইরূপ একটি প্রদর্শনী খোলার নীতি সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কিন্তু সভাপতি এইরূপ জানান যে, বর্তমানে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট উহার ব্যয়ভারের কোন-রূপ অংশও বহন করিতে সক্ষম নন। অতঃপর এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, উক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে তদন্ত করার পর আগামী শিল্প সম্মেলনে রিপোর্ট প্রদান করার জন্য সম্মেলনের একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করিতে হইবে।

মহীশূরের প্রতিনিধি তাঁহার গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বাঙ্গালোরে আগামী শিল্প সম্মেলন আমন্ত্রণ করেন।

অধিবেশন শেষ হওয়ার পূর্বে স্যর মহম্মদ আফজল খান সভ্যগণকে সম্মেলনের আলোচনায় যোগদান করার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ডাঃ সৈয়দ মহম্মদের প্রস্তাবের বিরোধিতা

বাণিজ্য-সচিব স্যর আকবর খানের সভাপতিত্বে যে শিল্প সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তাহাতে বিহার গভর্ণমেণ্টের শিল্প-সচিব ডাঃ সৈয়দ মহম্মদ এই মর্মে একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, শিল্প সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের মধ্যে পরস্পর আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন এবং কংগ্রেসের জাতীয় শিল্প পরিকল্পনার কার্যে উহাদের সাহায্য করা উচিত।

পাঞ্জাব ও বাঙ্গলার প্রতিনিধিগণ উক্ত প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। অন্যান্য সভ্যগণ সকলে একমত হন। প্রস্তাবকারী বিভিন্ন প্রশ্ন পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিবার পর বাঙ্গলার প্রতিনিধিগণ বিরোধিতা প্রত্যাহার করেন।

বহুকালের বেকার

(অ্যাডভোকেট পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথন)

[এ স্থলে "বহুকাল" শব্দের অর্থ অন্ততঃ এক বৎসর, তাহার উর্দ্ধে হইলে ক্ষতি নাই। ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সের বহুকালের বেকার শ্রমিকদের সম্বন্ধে একটী অনুসন্ধানের জন্য সমিতি গঠন হয়। সেই সমিতি ১৯৩৬ সনের নবেম্বর মাসে কার্য্য আরম্ভ করে এবং বহু তথ্য সংগ্রহ করে। উক্ত প্রকারের বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করা উচিত তাহার সম্বন্ধে উক্ত সমিতির মতামতের উপর নির্ভর করিয়া এই আলোচনা হয়। বহুকালের বেকারের সহিত স্বল্পকালের বেকারের এখানে পার্থক্য করা হয়।]

প্রঃ—আপনি সেদিন বলিয়াছিলেন যে, বিদেশে বেকার সম্বন্ধে নূতন পন্থা কি কি অবলম্বন করিয়াছে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবেন, সেই সম্বন্ধে আজকে কিছু বলুন।

উঃ—প্রারম্ভেই বলিয়া রাখি যে, এই আলোচনা মূলতঃ ইংলণ্ড এবং ওয়েলসকেই কেন্দ্র করিয়া করিব। সেখানে প্রায় প্রতি দশজনের মধ্যে একজন করিয়া বেকার আছে। ১৯২৯ সনের শেষের দিকে দেখা যায়, মোট বেকার সংখ্যা ছিল ১,১৫০,০০০। ইহারা পূর্ণ এক বৎসরকাল ধরিয়া কোন কাজ পায় নাই।

প্রঃ—ইংলণ্ডে ১৯৩২-৩৩ সনে যখন খুব সঙ্কট চলিতেছিল তখন বেকারের অবস্থা কিরূপ ছিল?

উঃ—তখন একশত জন লোকের মধ্যে বিশজন করিয়া বেকার প্রায় পূর্ব্ববর্ত্তী বারমাসের মধ্যে কার্য্য পায় নাই। ১৯৩৩ সনের জুলাই মাসে তাহা ২৪% হইয়া দাঁড়াইছিল। যখন দেশের কিছু উন্নতি হইল তখনও ঐ প্রকারের বেকারের সংখ্যা কমা দূরে থাক বরং বাড়িয়াই যাইতেছিল। ১৯৩৪ সনে বেকার সংখ্যা ২৬% হইয়াছিল, "এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের বিবৃতি হইতে দেখা যায়। ১৯৩৭ সনে আরও ১% বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

প্রঃ—কেন বেকার এরূপে বৃদ্ধি পাইতেছিল তাহার কারণ বুঝা যায় না?

উঃ—শিল্পবাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। কয়লার খনিতে প্রতি হাজারে ১২৩ জন করিয়া এক বৎসর ধরিয়া বেকার রহিয়াছে। এই সংখ্যা ছিল ১৯৩৬ সনের জুন মাসে। জাহাজ-তৈয়ারি ও মেরামতি কার্য্যে প্রতি হাজারে ৯৫ জন বেকার এক বৎসরের উপর বিনা কাজে বসিয়াছিল। তুলার কাজে

ঐপ্রকার ৬৭ জন ছিল, নাবিকের কাজে ছিল ৫১ জন, লৌহ এবং ষ্টীলের কাজে ছিল ৫৭ জন।

প্রঃ—বহুদিন যাবৎ বেকার থাকার জন্য ইহারা সমাজের উপর কি কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই?

উঃ—যে ব্যক্তি নিজে বেকার শুধু তাহার উপরই এই প্রকারের বহু দিন যাবৎ বেকারের সমস্যার প্রভাব আছে তাহা নহে, তাহার সংসারের উপরেও প্রভাব যথেষ্ট আছে। এই প্রকারের বেকার-সমস্যা পরীক্ষা করিতে গেলে দেখিতে হইবে যে, স্ত্রীলোক এবং শিশুদের অবস্থা কতটা পরিমাণে নির্ভরশীল। ১৯৩৬ সনের নবেম্বর মাসে এই রকমের "স্যাম্পল" ঘটনার পরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে ২৭০,০০০ শিশু, অবশ্য ১৪ বৎসরের নিম্নে, এই রকমের বেকার লোকের সংসারে প্রতিপালিত হইতেছে।

প্রঃ—দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক চরিত্রের উপর এইরূপ বেকারের কি রকম প্রভাব?

উঃ—যে অবস্থায় ঐ প্রকার বেকারদের সংসারের লোক জীবনধারণ করে তাহাতে মানসিক উদ্বেগ এবং অধিকাংশ স্থলেই শরীরের শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়। তাহাদের আর্থিক মাপকাঠির এতদূর পতন হয় যে বিভিন্ন রকমের বিপদ এবং কষ্টের সীমাপরিসীমা থাকে না।

মানসিক অবস্থার দিক্ হইতে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, দুই প্রকারের ঘটনা সম্ভবপর যথা—১ম—যাহারা কর্মঠ কিন্তু বেকার জীবনের সহিত তাহাদের এমন একটা বন্ধন আসিয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগকে কাজ করিবার জন্য উৎসাহিত করাই কঠিন; ২য়—যাহাদের বয়স হইয়াছে তাহাদের কাজ পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তাহারা উহা ছেড়ে দিয়া থাকে। "স্যাম্পল" বেছিয়া দেখা যায় যে, উহার প্রথমটীর সংখ্যা ৮০,০০০ এবং দ্বিতীয়টীর সংখ্যা ছিল ৮,০০০ মাত্র।

প্রঃ—এতজন লোক যে বহুকাল ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছে তাহাদের জন্য কি ব্যবস্থা হইয়াছে?

উঃ—অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় যে, "আনএম্প্লয়মেণ্ট এসিষ্ট্যান্স বোর্ড তাহাদিগকে কিছু কিছু প্রয়োজন হিসাবে সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার একটা খারাপ দিক্ আছে, তাহা হইল এই, যেসকল লোক ৩৫ শিলিং বা ৪০ শিলিং রোজগার করিত তাহাদের কর্মচ্যুতি হওয়ায় আনএম্প্লয়মেণ্ট অ্যাসিষ্টেন্স বোর্ডের নিকট হইতে ৪৫ শিলিং হইতে ৫০ শিলিং পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে। কারণ তাহাদের হয়তো সংসার বড় এবং প্রয়োজন অধিক। সেই জন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যেখানে সংসার বড় অথচ ভাল মাহিনার কাজ পাওয়া যায় না কিন্তু কোন প্রকারে আনএম্প্লয়মেণ্ট বোর্ডের সাহায্য পাইতে পারে সেখানে কাজের জন্য উৎসাহ হয় না।

প্রঃ—যাহারা যুবক তাহাদের কাজের জন্য আর কোন রকম উপায় ঠিক করেন নাই, এবং বয়স্কদেরই বা প্রকৃত উপায় কি হইল?

উঃ—অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, যেসকল যুবক বেকার থাকিতেই পছন্দ করে তাহাদের মানসিক অবস্থার একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কাজেই "চলাণ্টারি সোসাইটী" যেসব আছে তাহাদের এইসকল ব্যাপারে ঘনিষ্টভাবে কার্য্য করায় অনেকটা সুবিধা আছে।

বয়স্ক কর্ম্মীরা বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস যাহাতে কার্য্য পায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং অন্যান্য "এমেনিটি" ফিক্স্ করা হইয়াছে।

প্রঃ—স্ত্রীলোক মজুরদের কি ঐ রকমের বহুকাল ধরিয়া বেকার হইয়া থাকিতে হয়?

উঃ—লিভারপুলে এবং ব্লাকবার্ণে এই ধরণের বহুকাল-ব্যাপী বেকার স্ত্রীমজুর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক স্ত্রীলোক বিবাহিতা এবং অধিকাংশই ৪৫ বৎসরের অধিক বয়সের।

প্রঃ—ইহারা কি রকম শ্রেণীর বেকার ?

উঃ—তিন শ্রেণীর বেকার এই রকম বহুকাল বিনা কাজে রহিয়াছে। প্রথম প্রকারের হইল স্ত্রী-মজুর যাহারা কোন একটা কাজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে অথচ সেই ধরণের কাজে মজুরের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় হইল বয়সাধিক্যের জন্য কার্য্যে অক্ষম এবং শিশু-সন্তান পালনের জন্য অথবা অসুস্থ নির্ভরশীল আত্মীয়ের জন্য কার্য্যে বাহির হওয়া সম্ভবপর নহে; তৃতীয়তঃ হইল হয়তো নিজের দৈহিক দুর্বলতা, দৃষ্টিশক্তিহীনতা অথবা অন্য কোন শারীরিক ব্যাধি থাকার জন্য কার্য্যে বিরতি হইয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, স্ত্রীলোকের কার্য্যের ভার পুরুষের অপেক্ষা অধিক কারণ তাহারা একাধারে স্ত্রী, মাতা এবং অর্থোপার্জ্জনে সাহায্যকারিণী।

প্রঃ—ইহাদের উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থা নাই কি ?

উঃ—"উইমেন্‌স্ ক্লাব মুভমেণ্ট" হইল স্ত্রী মজুরদের একমাত্র বন্ধু। ইহার তিনটী উদ্দেশ্য আছে—১ম স্ত্রী মজুরদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া, ২য়—তাহাদের "জীবনের মাপকাঠির" উন্নতি-সাধন করা এবং ৩য় হইল তাহাদের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা। এইসকল ক্লাবের সভ্য হইলে নিয়মিত চাঁদা দিতে হইবে। যেসকল সাহায্যের দ্বারা আত্মসম্মান নষ্ট হইতে পারে তাহা একেবারেই করা হয় না।

প্রঃ—পুরুষ মজুরদের জন্য কি এই প্রকারের ক্লাব হয় নাই ?

উঃ—পুরুষ মজুরদেরও "সোসিয়াল সারভিস্ মুভমেণ্ট" নামক ক্লাব আছে। ইহাদের মূল ও প্রধান উদ্দেশ্য হইল বেকার মজুরদের স্বাধীনতার ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করা। দারিদ্র্য হইতে রক্ষার জন্য ইহারা আপ্রাণ চেষ্টা করে, কারণ ঐ অবস্থায় মানুষের সাধারণ মনের অবস্থা নৈরাশ্যে পূর্ণ হইয়া পড়ে এবং আপন সত্তা হারাইয়া ফেলিয়া স্বাধীন ভাব নষ্ট করে। এই জন্য ঐ সকল ক্লাবে হাতের কাজ করার ব্যবস্থা আছে, পুনরায় ভাল শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিধি আছে এবং ক্লাবের বাড়ী তৈয়ারী প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যে তাহাদিগকে কোন না কোন রকমে নিয়োগ করিয়া মাঝে মাঝে তদারক করা হয়।

:—মানসিক অবস্থার উন্নতিকল্পে বেকার ব্যক্তির ক্লাবে কি কেবলমাত্র কার্য্যে নিয়োগ করার প্রথা ব্যতিরেকে আর কোন উপায় অবলম্বন করে না ?

উঃ—আর একটী বিশেষ অবস্থার জন্য ক্লাবগুলি খুবই তৎপর। তাহা হইল "আইসোলেশন" বা পৃথক্ করণ। সাধারণ জীবনে দেখা যায় যে, যে সকল লোক কার্য্য করিয়া পয়সা রোজগার করে তাহাদের মধ্যে যদি কেহ কার্য্য হারায় বা ছাড়িয়া দেয় তাহাকে অনেক সময়ে তাহার বন্ধুরা ঘৃণা বা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে। কাজেই প্রায়ই বেকারদের মনে হয় যে তাহারা বুঝি একেবারে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ব হইতে ঐ ধরণের একটা ক্লাবে যদি সভ্য থাকে তাহাদের বন্ধুর অভাব হয় না। এই ধরণের ক্লাব কেবলমাত্র বেকারদের এবং মজুরদের জন্যই হওয়া দরকার। সাধারণের জন্য হইলে ক্ষতি হইতে পারে।

প্রঃ—বেকার মজুররা কিভাবে তাহাদের "অবসর" সময় কাটায় ?

উঃ—যদি কৃষ্টির সাধন কম থাকে তাহা হইলে ক্লাবে বসিয়া তাস খেলা, চুরুট খাওয়া আর গল্প করা ছাড়া কোন উপায় নাই।

প্রঃ—ইহাদের শিক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

উঃ—বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি কলেজ খোলা হইয়াছে। সেখানে বেকারদের মধ্য হইতে যাহারা একটু শিক্ষিত তাহাদিগকে কার্য্য দেওয়া হয় প্রথমতঃ বিনা মাহিনায়। কিন্তু ক্রমশঃ সেই কলেজগুলি এমন সুন্দরভাবে বাড়িয়া উঠে যে বহুলোকের শিক্ষা

বিস্তার কার্য্যে তাহারা সাহায্য করে। 'সর্ট কোর্স' এবং 'লং কোর্স' দুই প্রকারের ক্লাস থাকে। ১৯টীতে ৬ মাস অবধি ক্লাস হয় এবং ২৮টীতে প্রায় ১ বৎসর ধরিয়া ক্লাস লওয়া হয়।

প্রঃ—ইহাদের অবস্থা খারাপ হইয়া গেলে যে সমাজের স্তরে তাহারা ছিল তাহা হইতে অধঃপতিত হয়; কিন্তু পুনরায় সেই স্তরে ওঠার কোন উপায় নাই?

উঃ—সে বিষয়ে "সোসিয়াল ক্লাব"গুলি বিশেষ উপকারী নহে। কিন্তু যুবা অথবা মধ্যবয়স্ক বেকারদের ঐ রকম নিজের স্তরে ফিরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। এই সকল সমিতির শেষ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কি তাহা নিম্ন লিখিত প্রশ্ন হইতে বুঝা যায়—"তাহাদের ভিতর দিয়া মানুষ কি নূতন অবকাশ পাইবে নূতন আদর্শ প্রতিপালিত হইবার এবং করিবার জন্য?"

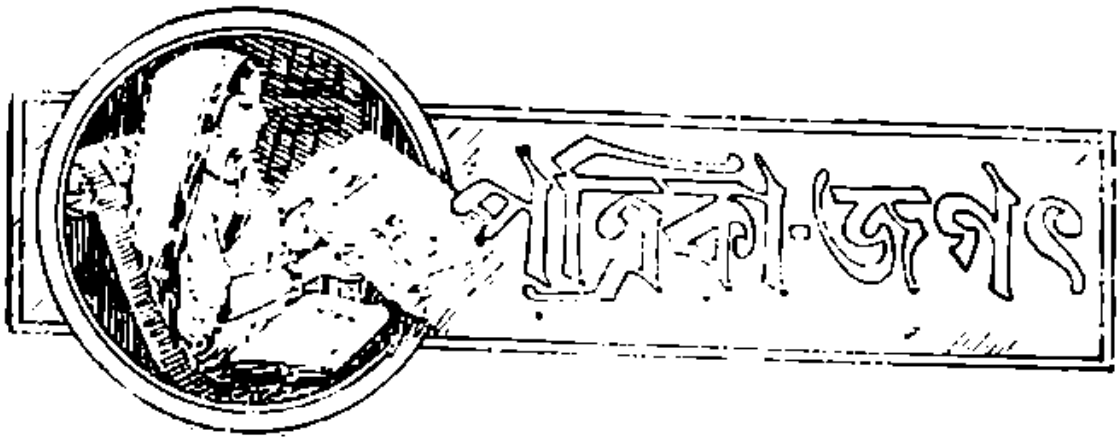

"ইণ্ডিয়া টুমরো"

(জানুয়ারি ১৯৩৯)

১। ১৯৩৯ সনের পৃথিবীর ভবিষ্যদ্বাণী।

২। যুব ভারতের জন্য প্রগতির ছক্।

৩। ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙ্গালী।

৪। আজ যদি চীনযুদ্ধ সমাপ্তি হয় কাল পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ হইবে?

৫। রেলের দুর্ঘটনা।

৬। ধনী বাঙ্গালী ও দানের প্রয়োজনীয়তা।

"দি ওরিয়েণ্টাল ইকনমিষ্ট"

(ডিসেম্বর ১৯৩৮)

বিদেশীয় সম্বন্ধ নির্ণয়ে সেনানায়ক।

লোহার খনি।

পিকে কার্থ কেনার শক্তি।

৪। যুদ্ধের সময় কর্পোরেট ল।

৫। লাইফ কার্থস্ ইনভেষ্টমেণ্ট পলিসি।

জাপানে গত গ্রীষ্ম কাল হইতে সকল রকমের ডিপজিট ব্যালেন্স বাড়িয়া চলিয়াছে। সেই কারণে গভর্ণমেণ্টের ঋণ যাহা তাহা স্বচ্ছন্দেই উঠিতেছে। লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয়ের সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই খাটে। ইন্সিওরেন্স কোম্পানীরা টাকা খাটাইবার ভাল সুযোগ পাইতেছিল না। কাজেই নিয়োগযোগ্য বহু টাকা এই ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর হাতে জমিয়া গেল; রিসার্ভ প্রায় ৩২ মিলিয়ন ইয়েন বৃদ্ধি পাইল। তাহারা অবশেষে শেয়ার প্রভৃতিতে টাকা খাটাইতে লাগিল, অধিকাংশই ধাতু, কল এবং যন্ত্রপাতির কারখানার শেয়ারে টাকা নিয়োজিত হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট বণ্ডেও কিছু টাকা খাটাইয়াছিল। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে উপরোক্ত ঘটনাটি পরিষ্কার বুঝা যাইবে—

আগষ্ট

১৯৩৭

	দাম	শতকরা হিঃ		
গভর্ণমেণ্ট বণ্ড	২২১,৮৮২	৭·৫		
মিউনিসিপ্যাল বণ্ড	৮০,১০৭	২·৬	৮০,৩৩৪	
কর্পোরেট বণ্ড	৬৪৪,৭২৬	২১·২	৬৪২,১৪৮	
ষ্টক্	৮৯৬,৪৮৬	২৯·৫	১,০৪৯,৭৮৪	
অন্যান্য	৮৫,৫২৫	২·৮	৮২,২৪২	২·৬
	১,৯০৫,৮২৪	৬৩·৬	২,২৭৫,৬২৪	৬৩·৮

যুদ্ধ এবং তুলার কল প্রস্তুতকারক।

জাপানে শিক্ষিত শ্রেণী।

"মাইসোর ইকনমিক জার্ন্যাল"

(নবেম্বর, ১৯৩৮)

মিউনিক অ্যাণ্ড আফটার।

২। ভারতবর্ষে পুঁথিগত এবং চলতি ধনবিজ্ঞান।

৩। বোম্বেতে কো-অপারেশন।

৪। মহীশূরে কো-অপারেটিভ্ বৈঠক।

৫। ভারতবর্ষে সেন্ট্রাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক।

৬। আধুনিক বাণিজ্য নীতির ধারা।

রক্ষণ নীতির সম্যক ফল হইল আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত উৎপাদনের তুলনায় খর্ব্ব হওয়া। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পর বাণিজ্য এবং টাকা পয়সার অবস্থাতে যেরকম গোলমাল উপস্থিত হইয়াছিল তাহা হইতেও উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র কারণ হইল যে পরিমাণে দেশে মাল প্রস্তুত হইতেছিল তাহা অপেক্ষা বিদেশী বাণিজ্যের চাহিদা অধিক ছিল। কিন্তু ১৯৩২ সন হইতে আধিক মুক্তির পথ বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

৭। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সামাজিক কল্যাণ।

৮। আধিক তরঙ্গ।

৯। ক্যানাডার বাণিজ্য এবং অর্থ।

১০। রাজনীতি এবং অর্থনীতি।

ইনকাম ট্যাক্সের কতগুলি নিয়ম সত্যই ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয় বণিকদের আঘাত করিয়াছে। অনেকের মতে আইন ও প্রোসিডিওর দুইটী বিভিন্ন পথে চলিতেছে। ইহা সত্য যে "ডিভিডেণ্ড"কে ট্যাক্সের মধ্যে আনিবার জন্য যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নূতন ট্যাক্সের পথ মুক্ত হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে মূলধন এবং অর্জ্জন এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য একেবারে মিলাইয়া গিয়াছে। এদিকে নালিশ দিবার আইন পরিবর্ত্তনের যে দফা আছে তাহাতে রিটার্ণ দাখিল করার জন্য বাধ্যতামূলক নিয়ম হইয়াছে। এমন কি ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসারদের এমন ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা লোকের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। এইরূপ ক্ষমতা দেওয়ায় সাধারণের বহু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এই প্রবন্ধে ভারতীয় রেলের সমস্যা এবং (মিলন) চা ও দক্ষিণ আফ্রিকার সম্বন্ধে বেশ চমৎকার আলোচনা করা হইয়াছে।

মান্থলি বুলেটিন অব্ এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স্ অ্যাণ্ড সোসিয়লজি

(ডিসেম্বর ১৯৩৮)

১। ইয়োরোপে কৃষি হইতে সামাজিক অর্জ্জন।

২। ইয়োরোপ কৃষির পুনরুদ্ধার এবং উন্নতিকরণ।

৩। প্রেগে আন্তর্জ্জাতিক কৃষি সঙ্ঘের সাধারণ বৈঠকে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

৪। কৃষির আন্তর্জ্জাতিক বারাবাহিক তথ্য।

মান্থলি ক্রপ্ রিপোর্ট অ্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল ষ্ট্যাটিস্টিক্স্

(ডিসেম্বর ১৯৩৮)

পৃথিবীতে গমের উৎপাদন এবং বাণিজ্য।

পৃথিবীতে বার্লির উৎপাদন।

পৃথিবীতে ওটের উৎপাদন।

৪। ১৯৩৮-৩৯ সনে চিনির উৎপাদন।

৫। লিনসিড্, লিনসিডের তেল এবং তাহাদের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত দ্রব্য।

ট্রাভেল্

(জানুয়ারী ১৯৩৯)

১। বৃহত্তর জার্ম্মানি।

২। মুকেভিন ক্যানেলের মধ্য দিয়া ভ্রমণ।

৩। রাত্রিতে এরোপ্লেন চালাইবার সমস্যা সমাধানে জার্ম্মানির অংশ।

৪। গ্রীসের রঙ্গমঞ্চ।

"দি হিউম্যান ফ্যামিলি অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া"; ডাঃ জি এইচ্ মিল্ল কর্তৃক লিখিত; টি বি টারপুরওয়ালা কর্তৃক প্রকাশিত; হর্ণবি রোড, বোম্বে; মূল্য ১৵০ মাত্র।

ভারতীয় সমাজ সমস্যা সম্বন্ধে ডাঃ মিল্ল এই পুস্তকখানিতে যথোচিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন হিন্দু সমাজ এবং পাশ্চাত্য সমাজ উভয়কে পাশাপাশি রাখিয়া পরীক্ষা ও পরিদর্শন করা বাঞ্ছনীয়। যাঁহারা লেখক কর্তৃক আর একখানি প্রকাশিত পুস্তক "ধর্ম্ম এবং সমাজ" পড়িয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার লেখার মাধুর্য্য ও গুণপনা সম্বন্ধে পরিচিতই আছেন। পুস্তকের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিবার জন্য একটী লাইনের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল—"আধিম ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানকে আধুনিক চিন্তাধারায় আপ্লুত করিয়া লইলে উপস্থিত বহু প্রকারের সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে।" তাহার পরই তিনি একটী প্রশ্ন করিয়াছেন "আপনারা কি সেই সমস্ত তথ্য বুঝিতে ও অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন?" পুস্তকখানি সত্যই উদ্দীপনাময় এবং ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা করেন এই বইখানি তাঁহাদের পক্ষে খুবই উপকারী হইবে নিঃসন্দেহ।

"দি সাইকলজি অব্ এ সাপ্রেস্ড্ পিপল্"; রেভারেণ্ড জে সি হেনরিস্ এম্ এ কর্তৃক লিখিত; এলেন অ্যাণ্ড অ্যানউইন কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন ডাবলিউ সি ১; মূল্য ৩ শিলিং ৬ পেন্স নেট।

লেখক যে ভারতের অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছেন এবং অস্পৃশ্যদের বেদনায় অভিভূত সে কথা তাঁহার পুস্তকের প্রতি ছত্রেই প্রমাণিত হইয়াছে। বইখানি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উভয়েরই পরিচায়ক। সেই জন্য বাস্তব জীবনেও ইহার মূল্য প্রচুর। তাঁহার মত হইল যে, যে সকল লোক দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদেরই সমবেত চেষ্টায় এই কলঙ্ক অপনয়ন করা সম্ভব। সে কথা যে শুধুই সত্য তাহা নহে, ইহার মধ্যে নিহিত তথ্যও যথেষ্ট আছে। কারণ অস্পৃশ্য জাতির মধ্য হইতেও "লিডার" বা চালক প্রস্তুত করা একান্ত আবশ্যক। তাহাদের দায়িত্বই এ ক্ষেত্রে অধিক এবং তাহাদের উন্নতি নিজেদের চেষ্টা এবং ইচ্ছার পরিমাপ মাত্র। যে যে কারণে তাহাদের উন্নতির পথ এখনও রুদ্ধ রহিয়াছে তাহা তাহারা নিজেরাই অধিক পরিমাণে জানে এবং তাহা নিবারণের চেষ্টা তাহাদেরই করা বাঞ্ছনীয়। মোট কথায় বলা চলে লেখক পুস্তকখানিতে মানসিক প্রতিষেধকের উপরই বেশী জোর দিয়াছেন।

"রেডলিউশন অব্ কাউণ্টার রেডলিউশন"; অযরামদাস দৌলতরাম কর্তৃক লিখিত; চোরা অ্যাণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; বোম্বে।

মিঃ দৌলতরাম সিন্ধু দেশের একজন বিখ্যাত দেশসেবক। এই পুস্তিকাখানিতে তিনি তিনটী আধুনিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রথম হইল মুক্তির অস্ত্র কি কি, দ্বিতীয় হইল কংগ্রেস অফিস এবং তৃতীয় হইল কংগ্রেস ও ষ্টেট। তিনি বলেন দেশের মুক্তি অর্থ বিদেশীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি। ষ্টেট সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি বলেন যে, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা আমাদের এবং ষ্টেটের লোকের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়।

"দি সোসিয়াল প্রোব্লেম"; ডাঃ জি এস্ ঘুর্যে কর্তৃক লিখিত; গোখেল ইন্‌স্টিটিউট অব্ পোলিটিক্স্; সারভ্যাণ্টস্ অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত; পুনা; মূল্য ৷৷০ মাত্র।

হিন্দু সমাজের মূল প্রশ্ন সম্বন্ধে কখনও একমত হওয়া সম্ভবপর নহে। সে জন্য চিন্তাশীল এবং দেশহিতৈষী ব্যক্তি সেসকল বিষয়ে যে সাধারণের নজর আকর্ষণ করিবে না তাহা নহে। সমাজের গতি খুবই মন্থর, সেই অনুপাতে সামাজিক পরিচালকমণ্ডলের এবং সমাজ-বিষয়ক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য সমাজ সমস্যা সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে মতবাদ আগরিত করিয়া তোলা। জাতি প্রথা যে খারাপ এবং তাহা এখনই তুলিয়া দেওয়া উচিত এই বলিয়া চীৎকার করিলে কোনই ফললাভ হইবে না। তাহাতে আমাদের বাস্তব উপকার কিছুই হইবে না। জাতি প্রথাই হিন্দু সমাজকে আজ পর্য্যন্ত বাঁধিয়া রাখিয়াছে এবং উহা দ্বারাই শ্রেণীগত বিবাহ এখনও বজায় আছে।

"দি অ্যামেরিকান লিজিয়ন অ্যান এডুকেটর"; উইলিয়ম জেনারম্যান কর্ত্তৃক লিখিত; নিউইয়র্ক; বিউরো অব্ পাবলিকেশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৮; মূল্য ৩.১৫ ডলার।

তিনি লিজিয়নের উৎপত্তি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন এবং প্রতিষ্ঠান ও প্রণালী সম্বন্ধেও বেশ ভালভাবে লিখিয়াছেন। ইহার "লিডারশিপ" এবং আমেরিকানিস্‌ম্ প্রোগ্রাম, ইহার সংগ্রাম, ইহার শিক্ষা এবং শান্তি বিষয়ক কার্য্য এবং শিশু ও যুবাদের সম্বন্ধে সুন্দরভাবে পুস্তকখানিতে লিখিত আছে। আজ যে লিজিয়ন আমেরিকার শক্তিসম্পন্ন অঙ্গ হিসাবে পরিচিত আছে তাহা আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র তিপন্ন বড় দরের সৈনিক লইয়া। আমেরিকার শাসন-তন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিবার জন্য এই সঙ্ঘটী খুবই চেষ্টিত। যেসকল ছোট ছোট দল সমাজের উন্নতিকল্পে কিছু নূতনত্বের আমদানি করিতে চায়, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য এই রক্ষণশীল সঙ্ঘটী সদাই তৎপর। ইহাদের এই বিনাশমূলক যে কার্য্য তাহা অনেক সময়েই লোকের পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়ে এবং যাহারা "প্রিভিলেজ্‌ড্ ক্লাস" বলিয়া পরিগণিত তাহাদের উপরেও যেন হস্তক্ষেপ হইতেছে সন্দেহ করার বহু কারণ থাকিয়া যায়।

"ইণ্ডিয়া, এ সর্ট কালচার‍্যাল হিস্ট্রি"; এইচ্ জি, রলিনসন কর্ত্তৃক লিখিত; ডি এপ্‌লটন্ সেন্‌চুরি কর্ত্তৃক প্রকাশিত; নিউ ইয়র্ক; ১৯৩৮; মূল্য ৭.৫০ ডলার।

ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে পুস্তকখানিতে বহুতথ্যপূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে এবং লেখক বহুদিন যাবৎ ভারতীয় শিক্ষা বিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় খুবই চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবাসীর শিক্ষা ও সভ্যতা যে বাস্তবিক চিন্তার এবং পরিদর্শনের বিষয় এবং তাহাতে জাতীয়তার বহু পরিচয় আছে এ কথা রলিনসন বলিয়াছেন। তাঁহার মত সমধারায় চিন্তা করিয়াছেন এমন আরও দু'একটী নাম এখানে উল্লেখযোগ্য, যেমন থার্স্টন, রাসেল, নরোজ এবং আধুনিক লেখকদের মধ্যে তাপিং, ব্রেন ইত্যাদি। ইঁহারা বহুদিন ধরিয়া ভারতীয় সমস্যা সমালোচনা করিয়াছেন, বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে স্থানীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাদের আচারব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ক্রিশ্চান মিশন ও গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের তথ্য গ্রহণ করিয়াছে। অনেক সময়ে কার্য্যের খাতিরে অথবা অবসর কাটাইবার সুযোগ হিসাবে এই তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁহারা ব্যাপৃত ছিলেন। বইখানি সাধারণের জন্য লিখিত, যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহাদের জন্য নহে। ধর্ম্ম, রাজনীতি, বিজ্ঞান, কলা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে লেখক অতি চমৎকার সমালোচনা করিয়াছেন।

১। "লেবার কন্‌ভিশন ইন ইণ্ডো-চায়না"; কিং অ্যাণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ৭ শিলিং ৬ পেন্স।

২। "দি লিগ্‌ অব নেশানস্‌ অ্যাণ্ড দি রুল অব ল"; সার আলফ্রেড জিমার্ন কর্তৃক লিখিত; ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; মূল্য ১২ শিলিং ৬৫পেন্স।

৩। "ইকনমিক প্রব্লেম অব দি নেক্সট ওয়ার"; পি ইনজিগ্‌ কর্তৃক লিখিত; ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; মূল্য ৭ শিলিং ৬ পেন্স।

৪। "দি প্রেসেন্ট কন্‌ডিশন অব ইণ্ডিয়া", এল এম্‌ লিফ কর্তৃক লিখিত; কোয়ালিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; মূল্য ৬ শিলিং।

৫। "ট্যাটার্ড ব্যানার"; কর্ণেল রোজিয়াকো কর্তৃক লিখিত; সিলি সার্ভিস কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ১২ শিলিং ৬ পেন্স।

৬। "হোয়াট ইজ বিকামিং অব্‌ ওয়ারিং"; এ পাওয়েল কর্তৃক লিখিত; ক্যাসেল অ্যাণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ৭ শিলিং ৬ পেন্স।

৭। "দি সোসিয়াল স্ট্রাংশন অ্যাণ্ড সায়ান্স"; জে ষ্টি বার্নেল কর্তৃক লিখিত; রাউটলেজ কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ১২ শিলিং ৬ পেন্স।

৮। "ম্যান-মেড কালচার"; ব্রুক আর্থেই হিল কর্তৃক লিখিত; আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর অ্যাডাল্ট এডুকেশন কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৮; নিউ ইয়র্ক; পৃঃ ১৮৬ মূল্য ১·২৫ ডলার।

৯। "চেঞ্জেস এইট ইয়ার্স অব রেহিলিটেশন্‌ ইন ক্যালিফর্ণিয়া"; পল পোপেনো এবং ই এস্‌ গসনি কর্তৃক লিখিত; ১৯৩৮; মূল্য ২৫ ডলার।

১০। "মিনিমাম্‌ কষ্ট অব প্রোডাকশান ফর হেল্‌থ্‌ অ্যাণ্ড ডিসেন্সি ইন্‌ পিট্‌স্‌বার্গ অ্যাণ্ড এলিঘেনি কাউন্টি"; কমিটি অন ফ্যামিলি বাজেট কর্তৃক লিখিত; ফেডারেশন অব সোসিয়াল এজেন্সিস অব পিট্‌স্‌বার্গ অ্যাণ্ড এলেঘেনি কাউন্টি কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৮; মূল্য ৫০ ডলার।

১১। "অ্যান ইকনমিক্যাল গ্রামারি"; জে রিচার্ড কার্পেনটার কর্তৃক লিখিত; ইউনিভার্সিটি অব ওক্লাহামা প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; নরম্যান; ১৯৩৮; মূল্য ৪·০০ ডলার।

১২। "দি রুটস্‌ অব আমেরিকান সিভিলিজেশন; হিস্ট্রি অব আমেরিকান কলোনিয়াল লাইফ"; কার্টিস্‌ পি নেটেল্‌স্‌ কর্তৃক লিখিত; এফ্‌ এস্‌ ক্রফট্‌স্‌ অ্যাণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৮; পৃঃ ৭৪৮; মূল্য ৪·০০ ডলার।

১৩। "দি প্রোসেস্‌ অব চেঞ্জ ইন দি অটোম্যান এম্‌পায়ার"; উইলবার ডাব্‌লিউ হোগাইট কর্তৃক লিখিত; ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; শিকাগো; ১৯৩৭; ৩·৫০ ডলার।

১৪। "চেরি ফরেন একেয়ারস্‌"; জন ক্যানিহন কর্তৃক লিখিত; এলেন অ্যাণ্ড আনউইন কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; মূল্য ৬ শিলিং।

১৫। "আয়ারল্যাণ্ড, দি নিউ এরাই"; জন গিবন্‌স্‌ কর্তৃক লিখিত; রবার্ট হেল কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; মূল্য ৪ শিলিং ৬ পেন্স।

১৬। "মাউথ অব হিট্‌লার"; এম্‌ ডাব্‌লিউ ফোডর কর্তৃক লিখিত; জর্জ এলেন অ্যাণ্ড আনউইন কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; মূল্য ১০ শিলিং ৬ পেন্স।

১৭। "দি ওয়ার্লড্‌স্‌ ডিসাইন"; সেলাডার ডি ম্যাডারিয়াগা কর্তৃক লিখিত; জর্জ এলেন অ্যাণ্ড আনউইন কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ১০ শিলিং ৬ পেন্স।

সংখ্যাবিজ্ঞানে জ্যামিতিক গড় ও লগারিথমের প্রয়োগ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় বি এস্‌-সি, বি এল্‌

ভল-বৎসরের ওলট-পালট

সূচনা :—পূর্ব্বের আলোচনায় আমরা কোনরূপ জটিলতার অবতারণা করি নাই। এখন দেখা যাক, যে বৎসরের তুলনায় সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে অন্য যে কোন বৎসরের সহিত তুলনা করিলে পূর্ব্বের সেই বৎসরের সূচক-সংখ্যায় কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারে কিনা। পূর্ব্বে সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আমরা কেবল যৌগিক ও আপেক্ষিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করিয়াছি। কোন বৎসরের কোন মূল্যকে তাহার মূল্য ব্যতীত অথবা পণ্যের উৎপাদনকে তাহার উৎপাদন ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে প্রভাবান্বিত মনে করা হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে যে কোন বিষয়, মূল্যই হউক অথবা পণ্য উৎপাদনই হউক, নানা কারণে প্রভাবান্বিত হইতে পারে। এইরূপ প্রভাবের কোন বিষয় আমাদের আলোচনায় চিন্তা করিলে জটিলতা আসিয়া পড়ে, এরূপ কোন জটিলতা পূর্ব্বে বিবেচনা করার উদ্দেশ্য ছিল না বলিয়া সেরূপ কোন প্রভাবের বিষয় ক্ষেত্রে চিন্তা করা এড়াইয়া যাওয়া গিয়াছে। এখন দেখান হইবে যে, পূর্ব্বের আলোচনার মত সরলভাবে যেকোন একটি বিষয়ের সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিলে যে কোন বৎসরকে ভল বৎসর বিবেচনা করিলে সূচকসংখ্যার সাধারণ অর্থের ও ভাবের কোন তারতম্য হয় না। যদি কোন এক বৎসরকে ভল-বৎসর বিবেচনা করিলে অন্য বৎসরের সূচক-সংখ্যা ২ হইত তাহা হইলে পূর্ব্ব প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থায় যে বৎসরের সূচক-সংখ্যা ২ হইল তাহাকে ভল-বৎসর ধরিলে পূর্ব্বের ভল-বৎসরের সূচক-সংখ্যা হইত $\frac{১}{২}$; অর্থাৎ এই দুই সূচক-সংখ্যার গুণফল হইত ১, অর্থাৎ $২ \times \frac{১}{২} = ১$; পূর্ব্বের উদাহরণ হইতে দেখিলে এই অর্থ আরও পরিষ্কার হইবে, যথা :—

যৌগিক প্রক্রিয়ায় যে যৌথ সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে ১৯১৩-১৪ সনকে ভল-বৎসর ধরিয়া ১৯৩২-৩৩ সনের যৌথ সূচক-সংখ্যা হইয়াছে—

$$\frac{২১\cdot৪}{২৮\cdot৮} = \cdot৭৪$$

$$= \frac{৩}{৪} \text{ (আনুমানিক)}$$

ইহাকে বলা যাক $স_১ = \frac{৩}{৪}$; কিন্তু যদি ১৯৩২-৩৩ সনকে ভল-বৎসর ধরা হইত তাহা হইলে ১৯১৩-১৪ সনের যৌথ সূচক সংখ্যা হইত—

$$\frac{২৮\cdot৮}{২১\cdot৪} = \frac{৪}{৩} \text{ (আনুমানিক)}$$

ইহাকে বলা যাক $স_০ = \frac{৪}{৩}$; এই সূচক সংখ্যা দুইটির গুণফল হইবে ১, অর্থাৎ $স_১ \times স_০ = \frac{৩}{৪} \times \frac{৪}{৩} = ১$

এইভাবে আপেক্ষিক সূচক-সংখ্যার যে নির্দ্ধারণ পদ্ধতি পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা হইতেও দেখান যায় যে, ভল-বৎসর ওলট-পালট করিলেও যে নূতন প্রকার সূচক-সংখ্যা প্রস্তুত হয় তাহারা অনুপাতে একরূপই থাকে, তাহারা একই প্রকার আনুপাতিক তারতম্য প্রকাশ করে এবং সংক্ষিপ্তভাবে বিচার করিলে অক্ষরের সঙ্কেতে এই সাম্য খাটে যে—

$$স_১ \times স_০ = ১; \quad \text{অর্থাৎ } স_০ = \frac{১}{স_১}$$

পূর্ব্বের আলোচনার ধারার ইহাই বিশেষত্ব ছিল যে, যে বিষয়ের সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা হইতেছে তাহার উপর অন্য কোন বিষয়ের প্রভাব একত্র চিন্তা করা হয় নাই। পরের আলোচনায় অন্য বিষয়ের প্রভাব আলোচনা

করা হইবে, এবং এরূপ প্রভাব একত্র বিবেচনা করিলে সূচক-সংখ্যার কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহাও উদাহরণ দ্বারা দেখান হইবে।

এইখানে বলিয়া রাখা যায় যে, যে বিষয়ের সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে তাহার উপর অন্য বিষয়ের প্রভাব বিবেচনা করিয়া সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিলে তুল-বৎসরের ওলট-পালট করিলে যদি প্রভাবটি পরিবর্ত্তন-শীল প্রভাব হয় তাহা হইলে এই সাম্যটি খাটে না যে, $স_১ \times স_০ = ১$; সাম্য না খাটিলে দেখা হয় $\pm$ অর্থাৎ এক্ষেত্রে $স_১ \times স_০ \pm ১$।

সূচক-সংখ্যায় মাত্রা বিচার

সূচক-সংখ্যা নির্ণয় করিবার সময় পূর্ব্বের দৃষ্টান্তে সকল সংখ্যার উপর সমান জোর দেওয়া হইয়াছে, কোনটিরই প্রাধান্য সম্বন্ধে কোন বিচার করা হয় নাই। কিন্তু, এমন হইতে পারে যে, যে উদ্দেশ্যে ইহাদের সূচক-সংখ্যা নির্ণয় করা হইতেছে সে উদ্দেশ্যে এই পাঁচটি পণ্যের ব্যবহার হয় বিভিন্ন মাত্রায়। কল্পনা করা যাক, কোন ব্যবসায়ীর এই পাঁচটি পণ্যের রপ্তানি কারবার আছে, এবং যে পরিমাণে চা রপ্তানি হয় তাহার ১০ গুণ রপ্তানি হয় চাউল, ৫ গুণ যব, ২ গুণ তিসি ও ৩ গুণ রেড়ী। বিভিন্ন পণ্য যেরূপ বিভিন্ন পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তাহাকে "মাত্রা" বলা যায়। এই মাত্রাগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কিভাবে ইহাদের যৌথ সূচক-সংখ্যা নির্ণয় করা যায় দেখা যাক। যেহেতু বিভিন্ন পণ্য বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহৃত হয়, যে পণ্য যে মাত্রায় ব্যবহৃত হয় যথাক্রমে সেই মাত্রায় প্রত্যেকটি পণ্যমূল্য প্রভাবিত হয় এবং তাহাদের একত্রিত ফল সূচক-সংখ্যায় প্রতিফলিত দেখা যায় যদি প্রত্যেকটি পণ্যের দামকে তাহার মাত্রাদ্বারা গুণন করা যায়। এইরূপে মাত্রা বিচার করিলে পূর্ব্বের পাঁচটি পণ্যের সূচক-সংখ্যা হইবে এইরূপ :—

তালিকা ৪

	চাউল (মাত্রা ১০)	যব (মাত্রা ৫)	চা (মাত্রা ১)	তিসি (মাত্রা ২)	রেড়ী (মাত্রা ৩)	$\Sigma(ম \times ক)$ মোট	$\Sigma(ম \times ক)$ $\Sigma ম_০ \times ক_০$
						দাম × মাত্রা	সূচক-সংখ্যা
বৎসর	দাম × মাত্রা	দাম × মাত্রা	দাম × মাত্রা	দাম × মাত্রা	দাম × মাত্রা		
১৯১৩-১৪	৬৭·০	৩০·০	·৪	১৬·০	২১·৩	১৩৭·৭	
১৯৩২-৩৩	৩৮·০	২৪·০	·৩	১২·০	১৯·৫	৯৩·৮	
১৯৩৩-৩৪	৪৪·০	২২·০	·৩	১১·৬	১৫·৬	৯৩·৫	
১৯৩৪-৩৫	৩৬·০	১৩·৫	·৩	১৩·৮	১৫·৩	৭৮·৯	

যে উদাহরণ তালিকা ৪-এ লওয়া হইল তাহাতে কল্পনা করা হইয়াছে যে, যে কোন পণ্যের প্রতি বৎসর মাত্রা একই রূপ, যেন প্রতি বৎসরই চা-এর অপেক্ষা চাউল ১০ গুণ, যব ৫ গুণ, তিসি ২ গুণ ও রেড়ী ৩ গুণ রপ্তানি হইয়াছে; কিন্তু প্রত্যেকটি পণ্যের উপর প্রতি বৎসর অন্য বিষয়ের প্রভাবের তারতম্যও কল্পনা করা চলে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর মাত্রা হইবে পরিবর্ত্তনশীল। সে ক্ষেত্রে সূচক-সংখ্যাও হইবে অনুরূপ। পরিবর্ত্তনশীল মাত্রা বিবেচনা করিয়া সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিলে তুল-বৎসরের ওলট-পালট করিলে সোজা ও উল্টা সূচক-সংখ্যার অনুপাতের তারতম্য হয় ও $স_১ \times স_০ \pm ১$ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

যে পাঁচটি পণ্যের মূল্য ও উৎপাদনের পৃথক সূচক-সংখ্যা পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের মূল্য ও উৎপাদনের একত্রিত সূচক-সংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করা যায় দেখান হউক। নিম্নের তালিকায় মূল্য ও উৎপাদন পাঁচটি পণ্যে কিরূপ ছিল দেখান হইল।

তালিকা ৬

চাউল

	উৎপাদন মাত্রা	মূল্য × উৎপাদন মাত্রা
	২৮৩	১৮২৬·১
	৩১১	১১৮১·৮
	৩০৯	১০৫৯·৬
	৩০২	১০৮৭·২

ঘৃত

মূল্য	উৎপাদন মাত্রা	মূল্য × উৎপাদন মাত্রা
৬·৬	৯৭	৬৪০·২
৪·৮	৯৫	৪৪৬·০
৪·৪	৯৪	৪১৩·৬
৪·৩	৯৭	৪১৭·১

চা

বৎসর	মূল্য	উৎপাদন মাত্রা	মূল্য × উৎপাদন মাত্রা
১৯১৩-১৪	·৪	২৯০০	১০৬০·০
১৯৩২-৩৩	·৩	৪৩৩৭	১৩০১·১
১৯৩৩-৩৪		৩৮৩৭	১১৪১·১
১৯৩৪-৩৫		৪০০১	১৩০০·৩

তিসি

বৎসর	মূল্য	উৎপাদন মাত্রা	মূল্য × উৎপাদন মাত্রা
১৯১৩-১৪	৮·০	৫·০	৪০·০
১৯৩২-৩৩	৬·০	৪·০	২৪·০
১৯৩৩-৩৪	৫·৮	৩৮	৩২·০
১৯৩৪-৩৫	৬·৪	৪·২	২৬·৯

রেড়ী

বৎসর	মূল্য	উৎপাদন মাত্রা	মূল্য × উৎপাদন মাত্রা
১৯১৩-১৪	৭·১	১·৩	৯·২
১৯৩২-৩৩	৬·৫	১·৫	৯·৮
১৯৩৩-৩৪	৫·২	১·৪	৭·৩
১৯৩৪-৩৫	৫·১	১·১	৫·৬

উপরের তালিকায় প্রত্যেক বৎসরের প্রত্যেক পণ্যের মূল্যের সহিত সেই বৎসরের উৎপাদন সংখ্যার গুণফলও দেখান হইয়াছে। এখন কিরূপ বিভিন্ন প্রথায় একত্রিত সূচক-সংখ্যা নির্ণয় করা যায় দেখান হইবে।

একত্রিত সূচক-সংখ্যা নির্ণয় প্রণালী দেখাইতে হইলে অক্ষরের সঙ্কেতে সাধারণ-ভাবে নির্ণয় প্রণালী সাধারণ করিয়া লইয়া এই বিশেষ ক্ষেত্রে সেই সাধারণ প্রণালীর প্রয়োগ করা সুবিধাজনক হইবে।

অক্ষরের সঙ্কেতে, পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, কোন এক বৎসরের মূল্য $ম_১$-কে অন্য কোন ভূত-বৎসরের মূল্য $ম_০$-এর সহিত তুলনা করিলে, সূচক-সংখ্যা স-কে লেখা যায় এইভাবে $স = \frac{ম_১}{ম_০}$, এবং কোন এক অনেকগুলি যৌথ মূল্য $\Sigma ম_১$ কে কোন ভূত-বৎসরের যৌথ মূল্য $\Sigma ম_০$-এর সহিত তুলনা করিলেও সূচক-সংখ্যা স-কে লেখা যায় $স = \frac{\Sigma ম_১}{\Sigma ম_০}$

ফিশারের আদর্শ সূচক সংখ্যা

এখন প্রশ্ন হইল এই যে মূল্যের কোনরূপ মাত্রা থাকিলে কিরূপে মাত্রার প্রতি অবিচার না করিয়া সূচক-সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মাত্রা বিচার করিলে দেখা যায় যে, মাত্রা এক এক পণ্যের প্রতি বৎসর মাত্রা একরূপ থাকিতে পারে অথবা প্রতি বিভিন্ন পণ্যে প্রতি বিভিন্ন বৎসরে মাত্রা বিভিন্ন হইতে পারে। সাধারণতঃ মূল্যের মাত্রা বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্নরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রফেসর আই, ফিশার মূল্য সম্পর্কে সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ পদ্ধতি সম্বন্ধে অশেষ গবেষণা করিয়া অন্যূন ১৩৪-টি পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন। ফিশারের সাঙ্কেতিক প্রণালী অনেকটা এইরূপ :—

ধরা যাক্

$ম'_১$ = যে বৎসরের সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে সেই বৎসরের কোন এক পণ্যের মূল্য

$ম''_{৯}$=যে বৎসরের সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে সেই বৎসরের কোন দ্বিতীয় পণ্যের মূল্য, এইরূপ

$ম_{১}''$, $ম_{২}''$.....=তৃতীয়, চতুর্থ.....পণ্যের মূল্য

অর্থাৎ যে বৎসরের সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে সেই বৎসরের পণ্য মূল্যের পরিবর্ত্তে ধরা যায় $ম_{১}$,

অর্থাৎ $\Sigma ম_{১}=ম'_{১}+ম''_{১}+ম'''_{১}+$.....ইত্যাদি

তদ্রূপ, $ম_{০}$-কে যে ভূত-বৎসরের তুলনায় সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে সেই ভূত-বৎসরের পণ্য মূল্যের পরিবর্ত্তে লেখা যায়,

এবং $ত_{১}$ যে বৎসরের সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে সেই বৎসরের মাত্রার (যথা, উৎপাদনের) পরিবর্ত্তে ধরা যায়,

ও $ত_{০}$-কে যে ভূত-বৎসরের তুলনায় সূচক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে সেই ভূত-বৎসরের মাত্রার (যথা, উৎপাদনের) পরিবর্ত্তে ধরা যায়,

এইরূপ সঙ্কেতে ফিশারের কল্পিত সূচক-সংখ্যাগুলির মধ্যে আদর্শস্থানীয় সূচক-সংখ্যা লেখা হয় এইরূপ :—

$$স=\sqrt{\frac{\Sigma ম_{১}\times ত_{০}}{\Sigma ম_{০}\times ত_{০}}\times\frac{\Sigma ম_{১}\times ত_{১}}{\Sigma ম_{০}\times ত_{১}}}$$

এই সামাটির মধ্যে লক্ষ্য করিবার ইহাই আছে যে, যদি Σ চিহ্ন না থাকিত তাহা হইলে কিরূপ হইত; Σ চিহ্ন না থাকিলে হইত এইরূপ—

$$স=\sqrt{\frac{ম_{১}\times ত_{০}}{ম_{০}\times ত_{০}}\times\frac{ম_{১}\times ত_{১}}{ম_{০}\times ত_{১}}}$$

(অর্থাৎ $ত_{০}$ দ্বারা গুণ ও ভাগ আবার $ত_{১}$ দ্বারা গুণ ও ভাগ; একই জিনিষ দ্বারা গুণ এবং ভাগ করিলে ফল একই থাকে)

$$=\sqrt{\frac{ম_{১}\times ম_{১}}{ম_{০}\times ম_{০}}}$$

$$=\sqrt{\frac{(ম_{১})^{২}}{(ম_{০})^{২}}}$$ (বর্গের বর্গমূল)

$$=\frac{ম_{১}}{ম_{০}}$$

অর্থাৎ এইভাবে দেখিলে, মাত্রা বিচার করিলেও সূচক সংখ্যার পরিমাপ মূলতঃ পূর্ব্বে যেরূপ দেখান হইয়াছে যে $স=\frac{ম_{১}}{ম_{০}}$ ফিশারের কল্পিত আদর্শ সাধ্যেও তদ্রূপই হয়।

কিন্তু ফিশারের আদর্শ সূচক-সংখ্যা গণনা করা যে বিশেষ শ্রমসাধ্য তাহা তালিকা ৬ হইতেই স্পষ্ট দেখা যায়। ধরা যাক ১৯১৩-১৪ সন ভূত-বৎসর ও ১৯২২-২৩ সনের সূচক-সংখ্যা এই ভূত-বৎসরের তুলনায় গণনা করিতে হইবে। ফিশারের আদর্শ সূচক-সংখ্যা গণনা করিতে হইলে চারিপ্রকার গুণফলের প্রয়োজন, তালিকা ৬ হইতে কেবল দুই প্রকার গুণফল পাওয়া যায়, যথা $ম_{১}\times ত_{০}$ ও $ম_{০}\times ত_{০}$; অন্য দুই প্রকার গুণফল যথা $ম_{১}\times ত_{১}$ ও $ম_{০}\times ত_{১}$ পাওয়া আরও পরিশ্রমসাপেক্ষ। কারণ

$ম_{১}\times ত_{১}$ চাউলের ৬·৭×৩১১

ঘরের ৬·৬×১৫

ইত্যাদি এবং $ম_{১}\times ত_{০}$ চাউলের ৩·৮×২৯৩

ঘরের ৪·৮×৯৭ ইত্যাদি।

এজওয়ার্থ মার্শাল সূচক সংখ্যা

মাত্রা বিচার করিয়াও গণনা সংক্ষেপ করিবার জন্য এজওয়ার্থ ও মার্শাল দ্বারা এক প্রকার সূচক-সংখ্যা কল্পিত হইয়াছে তাহা এইরূপ—

$$স=\frac{\Sigma(ত_{০}+ত_{১})\,ম_{১}}{\Sigma(ত_{০}+ত_{১})\,ম_{০}}$$

এজওয়ার্থ মার্শাল কল্পিত সূচক-সংখ্যাতেও যদি Σ চিহ্ন না থাকিত তাহা হইলে $(ত_{০}+ত_{১})$ দ্বারা গুণ ও ভাগ করার ফল একই থাকিত ও মূলতঃ সূচক সংখ্যা দাঁড়াইত

$$স=\frac{ম_{১}}{ম_{০}}$$

আদর্শ সূচক-সংখ্যার পরীক্ষা

ফিশারের যে সূচক-সংখ্যার সঙ্কেত পূর্ব্বে দেখান

হইয়াছে তাহাকে আদর্শ স্থানীয় বলা হয় কেন সে প্রশ্ন উঠিতে পারে। পূর্ব্বে তল-বৎসরের ওলট-পালটের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, যে সূচক-সংখ্যা তল-বৎসর ওলট-পালট করিলেও একই অনুপাতে পরিবর্ত্তন মাপিতে পারে সে সূচক-সংখ্যা নির্ভর-যোগ্য। সূচক-সংখ্যা নির্ভর-যোগ্য কিনা তাহার আরও একটি পরীক্ষা আছে। সে পরীক্ষাকে গুণনীয়কের ওলট-পালট আখ্যা দেওয়া যায়।

ফিশারের যে আদর্শ সূচক-সংখ্যা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা এই দুই পরীক্ষা দ্বারাই দেখা যায় নির্ভরযোগ্য এবং অন্য কোন প্রণালীতে নির্ণীত সূচক-সংখ্যা এরূপ নির্ভর-যোগ্য নয় বলিয়া এই সূচক-সংখ্যাকে আদর্শ স্থান দেওয়া হইয়া থাকে।

গুণনীয়কের ওলট পালট

যেমন মূল্যের সূচক-সংখ্যা নির্ণয় করা যায় তেমনি পরিমাণ উৎপাদনের সূচক-সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইবে—সে ক্ষেত্রে সূচক-সংখ্যা যে একই নিয়মে গণনা করা যায় তাহা তালিকা ৩ ও তালিকা ৪এতে দেখান হইয়াছে। মূল্যের সূচক-সংখ্যা ও উৎপাদনের সূচক-সংখ্যার পার্থক্য বোঝাইবার জন্য ধরা যাক মূল্যের সূচক-সংখ্যার সঙ্কেত $স_{ম}$ ও উৎপাদনের সূচক-বৎসরের $স_{ত}$। মোটের উপর মূল্যই হোক আর উৎপাদনই হউক তল-বৎসরের সংখ্যার অনুপাতে অন্য যে কোন বৎসরের সংখ্যার যে অনুপাত তাহাকেই সূচক-সংখ্যা বলা হয়, এইভাবে

মূল্যের সূচক সংখ্যা

$$স_{ম} = \frac{ম_১}{ম_০} \text{ ও } স_{ত} = \frac{ত_১}{ত_০}$$

$$\text{এবং } স_{ম} \times স_{ত} = \frac{ম_১ \times ত_১}{ম_০ \times ত_০}$$

অনেকগুলি পণ্যের বিষয় বিচার করিলে কি মূল্য কি উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রে পৃথক সংখ্যাগুলি যোগ করিতে হয়, যোগ চিহ্নের সঙ্কেত [ব্যবহার করিলে দাঁড়ায় এইরূপ :—

$$স_{ম} \times স_{ত} = \frac{[(ম_১ \times ত_১)}{[(ম_০ \times ত_০)}$$

মূল্যের সূচক-সংখ্যা গণনাতে উৎপাদনকে মাত্রারূপে ব্যবহার করা যায়, তখন উৎপাদনকে বলা যায় গুণনীয়ক বা মাত্রা। আবার মূল্যকে মাত্রারূপে ব্যবহার করিয়া উৎপাদনের সূচক-সংখ্যাও নির্দ্ধারণ করা যায়। কিন্তু সকল পদ্ধতিতে এই দুই প্রকার সূচক-সংখ্যার গুণফলে অবশেষে কেবল মূল্য ও মাত্রার গুণফল দাঁড়ায় না। এইরূপ পরীক্ষাকে গুণনীয়ক ওলট-পালট পরীক্ষা বলে।

এজওয়ার্থ-মার্শাল সূচক-সংখ্যাতে এইরূপ পরীক্ষার ফল লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে এই পরীক্ষা খাটে না। সে ক্ষেত্রে

$$স_{ম} = \frac{[(ত_০ + ত_১) \times ম_১}{[(ত_০ + ত_১) \times ম_০} \text{ এবং } স_{ত} = \frac{[(ম_০ + ম_১) \times ত_১}{[(ম_০ + ম_১) \times ত_০}$$

$$\text{কিন্তু } স_{ম} \times স_{ত} = \frac{[(ত_০ + ত_১) \times ম_১}{[(ত_০ + ত_১) \times ম_০} \times \frac{[(ম_০ + ম_১) \times ত_১}{[(ম_০ + ম_১) \times ত_০}$$

$$\text{অর্থাৎ } স_{ম} \times স_{ত} = \frac{[(ম_১ \times ত_১)}{[(ম_০ \times ত_০)}$$

তল-বৎসরের ওলট-পালট

এই পরীক্ষা দ্বারা দেখিলেও ফিশারের সূচক-সংখ্যা ঠিক আছে দেখা যায়; যথা :—

ফিশারের আদর্শ সূচক-সংখ্যা—

$$স_{১} = \sqrt{\frac{[(ম_১ \times ত_০}{[(ম_০ \times ত_০} \times \frac{[(ম_১ \times ত_১}{[(ম_০ \times ত_১}}$$

$ম_{১}$ এর পরিবর্ত্তে $ম_{০}$ বসিলে এই ব্যাপারটি হইবে নীচের সংখ্যা উপরে আর উপরের সংখ্যা নীচে অর্থাৎ $স_{০} = \frac{১}{স_{০}}$ এবং এজওয়ার্থ-মার্শাল সূচক-সংখ্যাও তাহাই হইবে অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই $স_{১} \times স_{০} = ১$।

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

চৈত্র—১৩৪৫ ১৩শ বর্ষ—১২শ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'সহোত্তম' নামে আমায় জানে সর্বেধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

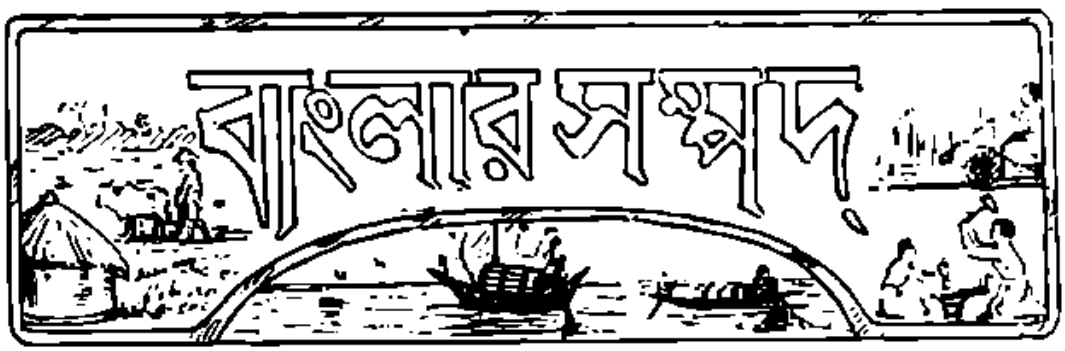

বাংলায় মোটর শিল্প প্রতিষ্ঠা

বর্ত্তমান বাণিজ্য ব্যবসা ও কলকব্জার উন্নতি দ্বারা দেশীয় সম্পদ্ বৃদ্ধির দিনে কোন দেশই অন্যদেশ হইতে কোন দ্রব্য আমদানি করিয়া দেশের অর্থ বিদেশে প্রেরণ করিতে প্রস্তুত নহে। পাশ্চাত্য দেশগুলির দিকে দৃষ্টি করিলে একথা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন হইবে। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই অল্প কিছু দিনের মধ্যে জাপান এ বিষয়ে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা বস্তুতই বিস্ময়কর। জাপানীরা নিজদেশে বিভিন্ন শিল্পের প্রতিষ্ঠার বিষয়ে এতদূর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহারা নিত্য ব্যবহার্য্য নানা দ্রব্য তো নিজ দেশে উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইবেই, পরন্তু বিদেশে রপ্তানি করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানা দেশীয় বাজারও দখল করিতে পারিবে। আধুনিক জার্ম্মাণি এবিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বস্তুতঃ, দেশীয় সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে ও আত্মনির্ভরশীল হইতে হইলে স্বদেশে বিবিধ শিল্পের প্রবর্ত্তন ও প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশে মোটর শিল্পের প্রতিষ্ঠার কথা শুনিলে অনেকেই আতঙ্কে আৎকাইয়া উঠেন এবং বলিয়া থাকেন যে বাঙ্গালী সাধারণতঃ আয়েসী, আলস্যপ্রবণ ও বিলাসপরায়ণ জাতি। নিজ দেশে মোটর প্রস্তুত হইলে উক্ত কু-অভ্যাসগুলি বৃদ্ধি পাইয়া জাতিকে কর্ম্মশক্তিহীন ও পঙ্গু করিয়া রাখিবে ইত্যাদি। বস্তুতঃ, এ ধারণার মূলে কোন সুদৃঢ় যুক্তি নাই। পাশ্চাত্য দেশসমূহে কি পরিমাণ মোটর ব্যবহৃত হয় এবং তদনুপাতে ভারতের স্থান কোথায় নিম্নোক্ত তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

১৯৩৭ সনে নিম্নোক্ত দেশসমূহে মোট ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ ১৬ হাজার মোটর ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে—

	কোটি	লক্ষ	হাজার
আমেরিকা	২	৯৬	৬৪
যুক্তরাজ্য		২৪	৬১
জার্মাণি		১০	৩৬
ফ্রান্স		২১	৭২
ভারতবর্ষ		১	৭৩

উপরোক্ত বিবরণী হইতে দেখা যাইবে যে, আমেরিকায় (যুক্তরাষ্ট্র সহ) পৃথিবীর সকল দেশগুলির মধ্যে অধিক পরিমাণে মোটর ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য আমেরিকাবাসী কি বিলাসিপ্রবণ, কর্ম্মশক্তিহীন, অপদার্থ জাতিতে পরিণত হইয়াছে বা অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া জগতের সভ্যতায় সর্ব্বনিম্নস্থান অধিকার করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া আছে? জগতের সমস্ত জাতির মধ্যে আমেরিকা যে আজ সৌর্য্যে, বীর্য্যে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? প্রত্যেক আমেরিকাবাসীর গড়ে দৈনিক আয় ২৫ পাউণ্ডের উপর। সুতরাং ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান দ্বারা কোন দেশের স্বার্থহানি ঘটিতে পারে না।

বাংলাদেশে মোটরশিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। (১) ক্রেতার দিক্ হইতে প্রয়োজন এই জন্য যে, দেশীয় মোটর বিদেশ হইতে আমদানি করা মোটর অপেক্ষা অনেক সুলভে পাওয়া যাইবে। ১৯৩৭ সনে ভারতে মোট মোটর আমদানির সংখ্যা ২৯৮৫। এই সমস্ত মোটর তৈরীর খরচ অপেক্ষা আড়াই গুণ অধিক মূল্যে এদেশে বিক্রী হইয়াছে। অর্থাৎ ফোর্ড কোম্পানীর একখানা মোটর প্রস্তুত করিতে যদি ব্যয় হইয়া থাকে ৮০০৲ টাকা, ভারতবাসীকে তাহা কিনিতে হইয়াছে ২০০০৲ টাকা বাদে। একচেটিয়া ব্যবসার লাভের হার বৃদ্ধি ও যাতায়াতের বিরাট খরচে মূল্য এত অধিক পড়িয়াছে। (ত্রিস্রোতা)

মেদিনী কটন মিলস্ লিমিটেড্

অদূর ভবিষ্যতে যে মেদিনীপুরে "মেদিনী কটন্ মিলস্" খোলা হইবে তাহা জেলাবাসী প্রায় সকলেরই বিদিত। সত্যই যা হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তার জন্য এই মহৎ সঙ্কল্পের প্রচেষ্টা খুবই গৌরবের বিষয়। এজন্য মিলের উদ্যোক্তাগণ সকলের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু এত দিন এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই কেন, এখন এই প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠিতে পারে। এতদুত্তরে বলা যায় যে, আমাদের সত্যিকারের অস্তিত্ব ছাই চাপা ছিল। আমরা মনে করিয়াছিলাম, ব্যাঙ্কে টাকা দিয়া সুদ খাওয়াই সুবুদ্ধির পরিচায়ক। সামান্য কাপড় ও তেলের দোকানই ব্যবসার চরম উন্নতি বলিয়া আমাদের ধারণা ছিল; সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। অনেকের জন্য চিন্তা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের ছিল না, —সকলের স্বার্থের প্রতি নজর দিবার অবকাশ হয় নাই।

বর্ত্তমানে সমগ্র দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ওলটপালট ও আলোড়নের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চরিত্র ও মনোগত পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে। মনের কূপমণ্ডূকতা কাটিয়া গিয়াছে,—দেশের ও দশের জন্য আমরা ভাবিতে শিখিয়াছি। নিজের জেলার দুরবস্থা আমাদের চোখে ধরা পড়ায় আমরা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি—অপরাপর জেলার তুলনায় আমরা কত পিছনে! বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরকে লইয়া সমারোহ করিলে দেশের উন্নতি হইবে না বা জেলার অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে ও চাকরী করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিলে জেলার সম্পদবৃদ্ধি হইবে না। শত শত বেকার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; অথচ ব্যাঙ্কের টাকা পুরুষানুক্রমে সুদে বাড়িয়া চলিয়াছে—মেরার হইবার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ হইতেছে,—কালী পূজায় ৫০০৲ শত টাকার বাজী পুড়িতেছে। এ সবই জীবন আমরা কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছি। বি, এন্ ইলায়াস্ অ্যাণ্ড কোং (মেদিনীপুরের ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোং), অরোরা টকিজ এবং আমাদের অফিস আদালতের চাকরীতে নিযুক্ত অন্য জেলাবাসী ভাইগণ আমাদের চোখ ফুটাইয়াছেন। বেণীরাম পোদ্দার ও ঝুনঝুনওয়ালাকে এখন আমরা গুরু বলিয়া চিনিয়াছি—মাড়োয়ারী, পার্শী, ভাটিয়া প্রভৃতির প্রচুর অর্থোপার্জ্জন দেখিয়া আমরা নিজেদের নিশ্চেষ্টতাকে ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি—আমরা বুঝিয়াছি

প্রচুর অর্থাগম না হইলে শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্য কোনটারই চর্চ্চা হওয়া অসম্ভব এবং ব্যাঙ্কের টাকাকে সাহসপূর্ব্বক বিপন্ন না করিলে অর্থাগম সম্ভবপর নয়।

মেদিনীপুরের কতিপয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের চেষ্টায় এই কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সম্ভব হইয়াছে। অল্পব্যয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ পাওয়া ও মাল সরবরাহের সুবিধার জন্য মেদিনীপুরেই কারখানা খোলা হইবে। তা ছাড়া মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী উড়িষ্যা, বিহার, ঝাড়খণ্ডে কোন কাপড়ের কল না থাকায় "মেদিনী মিলের' চাহিদা ও প্রসার আশানুরূপ হইবে মনে হয়। স্থানে স্থানে প্রচার কার্য্য ও শেয়ার বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি শেয়ারের মূল্য ২৫৲ টাকা করা হইয়াছে; উহা চার কিস্তিতে দেয়। মেদিনীপুরের আর্থিক অবস্থা অনেক জেলা অপেক্ষা সচ্ছল।

কাঁথি ক্যানেল

কাঁথির বর্ত্তমান সহর-সন্নিবেশ ও সমৃদ্ধির মূলে কাঁথি ক্যানেল। এই ক্যানেল না থাকিলে বর্ত্তমান কাঁথি নগরীর পত্তন হইত না ও এই নগরী এতদঞ্চলে ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত না। এই ক্যানেল পূর্ব্বে স্বাভাবিক ক্ষুদ্র নদী ছিল এবং দক্ষিণে সমুদ্রের সহিত ইহার সংযোগ ছিল। ইহাতে জোয়ার-ভাটা হইত। উড়িষ্যা কোষ্ট ক্যানেল হইবার সময় ইহাকে ঐ ক্যানেলের সহিত সংযুক্ত করা হয় এবং দক্ষিণে সমুদ্রের সহিত ইহার যোগ বাঁধ দিয়া বন্ধ করা হয়। এই ক্যানেলের উপর পারাপারের জন্য স্বর্গীয় মুন্সী করিমুদ্দিন মহম্মদের নির্ম্মিত সুদৃঢ় ইষ্টক সেতু এখনও বর্ত্তমান আছে।

এই ক্যানেলটী কাঁথি পুলবন্দী বিভাগের অধীন। কাঁথি মহকুমার বহু খাল, সেতু, জলনিকাশী স্লুইস্, বাঁধ প্রভৃতি পুলবন্দীর দ্বারা নির্ম্মিত ও রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কাঁথি পুলবন্দী অফিস কাঁথি সহরের কেন্দ্রস্থলে একটী সুরম্য বালিআড়ির উপর অবস্থিত। গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া প্রায়ই ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ কাঁথি পুলবন্দী বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার হইয়া আসিতেছিলেন। কাঁথিতে পুলবন্দী ইঞ্জিনীয়ার একজন প্রভাবশালী রাজকর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। বর্ত্তমান সময়ে দুই একজন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী ভিন্ন উচ্চ পদস্থ ইঞ্জিনীয়ার আর কাঁথিতে রাখা হয় না।

সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে কাঁথি ক্যানেলকে অসংস্কৃত রাখিয়া। ইহাকে নৌকা যাতায়াতের পক্ষে একেবারে অযোগ্য করিয়া তোলা হইতেছে। কাঁথি সহরের মুখে মুন্সী করিমুদ্দীনের পুলের কাছে ক্যানেল মজিয়া একেবারে ঘোড়দৌড়ের মাঠের মত হইয়াছে। ক্যানেলের পূর্ব্ব পাড়ে ঠিক সহরে ঢুকিবার মুখে যে খোলা জায়গা থাকায় সহরের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইত, তাহা দোকান ও ঘর করিবার জন্য বিলি করায় সহরের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে। ক্যানেলে নদী হইতে জল ঢোকান ও বাহির করার জন্য যে প্রবাহ হইত, তাহাতে জল নির্ম্মল থাকিত, প্রচুর মাছ হইত ও কাঁথির চিরপ্রসিদ্ধ স্বাস্থ্য অটুট থাকিত।

আজ ক্যানেলের বদ্ধ জলে কচুরীপানা, টোপা পানা, গাঁজ প্রভৃতি জন্মিয়াছে। জল পচিয়া কালো ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে। জল কমিয়া যাওয়ার জন্য কোনও পণ্যবাহী নৌকা কাঁথির ঘাটে আসিতে পারে না। কাঁথি হইতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী রসুলপুর বা কালীনগর হইতে নৌকা খালাস করিয়া গাড়ী বা মোটর ট্রাকে মাল আনিতে হয়। ইহাতে মাল আনিবার খরচ বেশী পড়ায় মালের দাম চড়িয়া গিয়াছে। ফলে বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে কাঁথির যে প্রসিদ্ধি ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া কাঁথির সমৃদ্ধির বিশেষ হ্রাস হইয়াছে। আজকাল কাঁথির মফঃস্বলে বিভিন্ন স্থানে বড় বড় পাইকারী দোকান হইয়া কলিকাতা হইতে সরাসরি মাল আনাইয়া কারবার চলিতেছে। কাঁথি ক্যানেলের দুর্দ্দশার সঙ্গে সঙ্গে কাঁথি বাজারের দুর্দ্দশা বাড়িয়াছে। আজকাল কাঁথির ব্যবসায়ীদের অবস্থা সম্বন্ধে যাঁহারা খোঁজ রাখেন তাঁহারা সকলেই বলিবেন যে, আর কিছু দিন পরে বহু বড় দোকানদারকে 'লালবাতী' জ্বালিতে হইবে। ইতিমধ্যেই কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে।

(নীহার)

ফরিদপুরের একটি ধ্বংসোন্মুখ শিল্প

ঢাকার মসলিন যেমন প্রসিদ্ধ ছিল, এই জেলার সাতৈরের শীতল পাটীও তেমন প্রসিদ্ধ এবং রাজা বাদসাহের নিকট তেমনি সমাদৃত ছিল। এই শীতল পাটীর জন্য পাটীতাপাড়া গ্রামে মাসিক হাজার হাজার টাকা আমদানি হইত। পাটীতাপাড়া গ্রামে ৩৪২ ঘর পাটী ব্যবসায়ীর বাস ছিল। দেড় শত টাকা মূল্যের পাটীও এই গ্রামে তৈয়ার হইত। আজ এই শিল্প মৃতপ্রায়। মাত্র ১২ ঘর লোক কোন প্রকারে শিল্পটী জীবিত রাখিয়াছে।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপে এই গ্রাম জনমানবহীন শ্মশান। পূর্ব্বে এই গ্রাম ১২।১৪ শত লোক বাস করিত। যে গাছ হইতে পাটী তৈয়ার হয় তাহার আবাদ নাই বলিলেই চলে। বর্ত্তমানে মাসিক ৪০।৪৫টী পাটীর বেশী তৈয়ার হয় না। এখনও ২০৲।২৫৲ টাকা মূল্যের পাটী অনেকের ঘরে ২।১টী মজুত আছে; কিন্তু খরিদ্দার নাই। রাজা জমিদারেরাই মাত্র উচ্চ মূল্যের পাটী খরিদ করিতেন; তাহাদের এদিকে আর টান নাই। পূর্ব্বে রাজা বাদসাহের নিকট পাটীর প্রতিযোগিতা ছিল। কাজেই শিল্পটি উন্নতিলাভ করে। সাতৈর পাটীর জন্যই বিখ্যাত। আজ এই শিল্প ধ্বংসের মুখে। পূর্ব্বের মত রাজা বাদসাহ নাই যে এদের প্রতিপালন করিবে। সাতৈরে চারিশত ঘর ব্রাহ্মণের মধ্যে ১৫।২০ ঘর কোন প্রকারে কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। পাটীতাপাড়ার অবস্থা আর্থিক দিক্ দিয়া খুবই হীন হইয়া পড়িয়াছে। যে কোন শিল্পই হউক না কেন, তাহার পৃষ্ঠপোষক না থাকিলে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা পায় না। আমরা জানিয়া অবাক হইলাম গত বৎসর মাত্র একটী অধিক মূল্যের পাটী বিক্রয় হইয়াছিল—তাহাও আমাদের জেলায় নয়। এ বৎসর ৫৲ মূল্যের উপরের দামের পাটী কেহও বিক্রয় হয় নাই। দুই টাকার নিম্নে যে সমস্ত পাটীর দাম তাহাই সাধারণতঃ এই জেলায় বিক্রয় হইয়া থাকে। পাটীতাদের স্বাস্থ্য আদৌ ভাল নয়। পাটীতা পাড়া জঙ্গলে পূর্ণ, খানা-ডোবার অভাব নাই, পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নাই। এই পতনোন্মুখ শিল্পের না আছে উৎসাহদাতা না আছে প্রতিপালক। মাত্র ১২ ঘর পাটীকরের অভাব অভিযোগ দূর করা বিশেষ কঠিন নয়, আর ব্যবসায়ী হইলেই বা ক্ষতি কি? একটি বিখ্যাত পুরাতন শিল্পের পতন হইতেছে। সেটিকে পুনর্জ্জীবিত করা কর্ত্তব্য নয় কি? অনেক নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য হাজার হাজার টাকা ভারত গভর্ণমেণ্ট ব্যয় মঞ্জুর করিতেছেন—জেলা বোর্ড মারফতে অনেক প্রতিষ্ঠান সাহায্য পাইতেছে অথচ সাতৈরের প্রসিদ্ধ শিল্পের উন্নতিসাধনে কেহ অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন না। পাটীতাপাড়ার স্বাস্থ্য ও পানীয়ের যাতে উন্নতি হয় এবং পাটীতা গাছের চাষ যাতে প্রসারিত হয় সে বিষয়ে বাংলা সরকারের ও জেলা বোর্ডের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(ফরিদপুর হিতৈষিণী)

মাদারীপুর-বরিশাল রেলপথ

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মাদারীপুর মহকুমা একটি বিখ্যাত বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান এবং উক্ত মহকুমায় বহু ভদ্রলোকের বাসস্থান বর্ত্তমান। উক্ত মহকুমা সহরে খুলনা লাইনের অথবা তারপাশা (ভায়া গোয়ালন্দ) লাইনের কোন ষ্টীমারই বরাবর মাদারীপুরে যাইতে পারে না। কারণ (লোয়ার) কুমার নদী মৃত-প্রায়—সিঙ্গিয়াঘাট (ফতেপুর) ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে রাইচর পর্য্যন্ত একমাত্রাই নৌকাও অবাধে চলাচল করিতে পারে না। মাদারীপুর, রাইচর বাজিৎপুর, আমগ্রাম, ইশিবপুর প্রভৃতি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামসমূহের অধিবাসিবৃন্দকে পদব্রজে গমনাগমন করিতে হয়। পালং, নড়িয়া প্রভৃতি স্থানে নদী শুকাইয়া যাওয়ায় তারপাশা হইতে ষ্টীমার বরাবর মাদারীপুরে আসিতে পারে না। বহুদিন যাবৎ কালুখালি—ভাটিয়াপাড়া রেলওয়ের ব্যাসপুর ষ্টেশন হইতে একটি ব্রাঞ্চ লাইন ফতেপুর হইয়া মাদারীপুর ও তথা হইতে বরিশাল সহর পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব চলিতেছে; কিন্তু সেই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হইতেছে না। সম্প্রতি একজন মুসলমান সদস্য এই রেলওয়ে সম্বন্ধে 'এসেম্‌ব্লিতে' প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে রেলওয়ে বোর্ড জানাইয়াছেন যে, এইপ্রকার রেলওয়ে লাইন খুলিবার কোন সম্ভাবনা নাই। প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব নিজেও বরিশালবাসী, তিনি মাদারীপুর ও বরিশালবাসীর এই অভাব অভিযোগের বিষয় সম্যক অবগত আছেন।

ভারতের পণ্যদ্রব্য

ভারতবর্ষের বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য সম্পর্কে লণ্ডনস্থিত ভারতীয় ট্রেড কমিশনার ১৯৩৭-৩৮ সনের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। সেইজন্য ভারতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পণ্যদ্রব্যের বাজারের উপর নির্ভর করে। ১৯৩৬-৩৭ সনে ভারতের পণ্যদ্রব্যের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু অত্যধিক লাভের আশায় বেচাকেনা করার ফলে মূল্য-বিপর্য্যয় ঘটে এবং ১৯৩৮ সনের প্রথম ভাগে পণ্যদ্রব্যের দর অত্যন্ত পড়িয়া যায় এবং বিদেশে রপ্তানির পরিমাণও কম হইতে থাকে। বিশেষতঃ এই সময় পশমের দাম অত্যন্ত কমিয়া যায়। তিসি ও বেড়ীর বীজের রপ্তানিও উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া যায়।

তুলার বাজারে আমেরিকার প্রতিযোগিতা, চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে জাপানের চাহিদা কমায় এবং ল্যাঙ্কাশায়ারে তুলা নিয়ে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় ১৯৩৮ সনের প্রথমভাগে ভারতবর্ষের তুলা রপ্তানি অত্যধিক কম হইয়াছে। ১৯৩৭ সনে পশম রপ্তানি বেশ ভাল হইয়াছিল, কিন্তু ১৯৩৮ সনের প্রথমভাগে উহা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া যায়। আলোচ্য বৎসরে লাক্ষার দর কমিয়া গিয়াছে এবং রপ্তানিও কম হইয়াছে। ধাতুদ্রব্যের মূল্যও রীতিমতভাবে হ্রাস পাইয়াছে।

তামাকের রপ্তানি বৃদ্ধি

বৎসরে তামাকের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুক্ত সাম্রাজ্যেই তামাকের রপ্তানি বেশী হইয়াছে। ১৯৩৮ সনের প্রথম ভাগে যুক্ত সাম্রাজ্যে ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৭৬৬ পাউণ্ড মূল্যের তামাক রপ্তানি হইয়াছে। ১৯৩৭ সনের প্রথম ভাগে ২৬ হাজার ৩৭৩ পাউণ্ড মূল্যের তামাক রপ্তানি হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে চীনা বাদাম (খোসা ছাড়ান), গবাদি পশুর মাংস, ঢালা লোহা এবং ম্যাঙ্গানিজের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুক্ত সাম্রাজ্যে ভারতীয় গালিচার রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে যুক্ত সাম্রাজ্যে ভারতীয় গালিচাই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৯৩৭ সনে কাঠের রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আলোচ্য বৎসর ফসলের অবস্থা সন্তোষজনক। ধান, তিসি, ইক্ষু ও পাটের আবাদ কম হইয়াছে এবং গম, তুলা ও চীনাবাদামের চাষ বেশী হইয়াছে। সিমেণ্ট ও কাগজশিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কাচশিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু পাট শিল্পের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ ছিল।

আলোচ্য বৎসর তুলার বাজার মন্দা ছিল, কিন্তু বস্ত্রশিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। চিনির কলগুলিতে অতিরিক্ত পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হওয়ায় চিনি শিল্পের ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল, কিন্তু বিহার ও যুক্তপ্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক চিনি ও আখের দর নির্দ্ধারিত করায় ফলে এই শিল্পের অবস্থা ভাল হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে রবারের দাম কমিয়া গিয়াছে এবং জার্ম্মাণি ও যুক্ত-সাম্রাজ্যে রবারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে রবারের দাম কমা সত্ত্বেও কোন কোন দেশে কৃত্রিম রবার তৈয়ারের চেষ্টা হইতেছে।

আলোচ্য বৎসর যুক্ত-সাম্রাজ্যে ভারতীয় কফির রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতে প্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান বীমা রাষিকীতে প্রকাশিত ভারত সরকারের সহকারী অ্যাকচুয়ারীর সর্ব্বশেষ রিপোর্ট অনুসারে জানা গিয়াছে যে, গত ১৯১২ সনের ইণ্ডিয়ান লাইফ অ্যাসিওরেন্স কোম্পানী আইন ও গত ১৯২৮ সনের ভারতীয় বীমা কোম্পানী আইন অনুসারে পরিচালিত ভারতবর্ষের মোট ৩৭৯টি বীমা কোম্পানীর মধ্যে ২০২টি কোম্পানীই ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত।

উহার মধ্যে বোম্বাই প্রদেশে ৬৯টি, বাঙ্গলায় ৫০টি, মাদ্রাজে ৪১টি, পাঞ্জাবে ৫০টি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১টি বীমা কোম্পানী ভারতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতেছে এবং অবশিষ্ট কোম্পানীগুলির মধ্যে যুক্তপ্রদেশে ১২টি, দিল্লীতে ১০টি, মধ্যপ্রদেশে ৫টি, বিহারে ৪টি, আজমীঢ় মাড়োয়ারে ৩টি, সিন্ধুতে ৩টি, আসামে দুইটি ও ব্রহ্মদেশে মোট ২টি কোম্পানী পরিচালিত হইতেছে।

বিদেশী কোম্পানীগুলির মধ্যে যুক্তরাজ্যের ৭টি, উপনিবেশসমূহের ৩০টি, ইয়োরোপের ১৭টি, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ১৭টি, জাপানের ৯টি এবং আভাতে প্রতিষ্ঠিত ১টি কোম্পানী ভারতে পরিচালিত হইতেছে।

উপরোক্ত রিপোর্ট অনুসারে প্রকাশ, ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে মোট ১৮৫টি কোম্পানীই জীবন বীমা সম্পর্কিত কার্য্যাদি এবং ৯৮টি কোম্পানী জীবন বীমার সহিত অন্যান্য বীমা সম্পর্কিত কার্য্যাদিও পরিচালনা করিতেছে অপর ১৯টি কোম্পানী জীবন ব্যতীত অন্যান্য বীমার কার্য্য করিতেছে। মোট ১৩৭টি বিদেশী কোম্পানীর মধ্যে ১২২টি কোম্পানীই জীবনবীমা ব্যতীত অন্যান্য বীমা সম্পর্কিত কার্য্য পরিচালনা করিতেছে। তাহাদের মধ্যে মাত্র ২২টি কোম্পানী জীবন বীমা এবং অপর ১৩টি কোম্পানী জীবন বীমার সহিত অন্যান্য বীমার কার্য্য পরিচালনা করিতেছে।

ভারতবর্ষে চলিত জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ কর্ত্তৃক মোট ২৭৩ হাজার বীমা-পত্রের মধ্যে মোট ৪৬৭৫০০০০৲ টাকার জীবন বীমা সংগ্রহ করা হইয়াছে। ঐ বীমাপত্র-সমূহের প্রিমিয়ামের আয় মোট ১৮৪ লক্ষ টাকা। উপরোক্ত বীমাপত্রসমূহের মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীসমূহ দ্বারাই মোট ২৩৯ হাজারটি বীমাপত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদের জন্য মোট ৩৬ কোটি টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের জীবন বীমার প্রিমিয়ামের আয় মোট ২৪১ লক্ষ টাকা।

গত ১৮৮৩ সনের ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত পেইড আপ্ ইনসিওরেন্স ফণ্ডে গত ১৯৩৭ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট ৫,৪৩৮টি পলিসি সন্নিবেশিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে জীবন বীমা তহবিলে মোট ৭,৫৫,৩৪,০০০ টাকা জমা হয়।

যে সকল কোম্পানীতে জীবন বীমা ব্যতীত অন্যান্য বীমা সম্পর্কিত কার্য্যাদি পরিচালিত হইয়া থাকে গত ১৯৩৮ সনের মধ্যে তাহাদের প্রিমিয়ামের আয় মোট ২১৫,০০০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। উহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীসমূহের আয় মোট ৭৪ লক্ষ টাকা ছিল। উপরোক্ত ২১৫০০০০০৲ টাকার মধ্যে অগ্নিবীমা হইতে মোট ১৩৭ লক্ষ, এবং অপরাপর বিভিন্ন বীমা হইতে অবশিষ্ট টাকা আয় হয়। উহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানী-সমূহ অগ্নিবীমা হইতে ১১ লক্ষ ও অন্যান্য বীমা হইতে মোট ২৭ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল।

ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ মোট ৩৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বিভিন্ন লাভজনক কারবারে খাটাইতেছেন। ঐ টাকার লভ্যাংশের শতকরা ৭০ ভাগই ইক্ যেঞ্জের সম্পর্কিত দলিলপত্রাদি হইতে আসে। ঐপ্রকারে টাকা খাটাইয়া ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ মোট ৫০ কোটি ২১ লক্ষ টাকা পাইয়া থাকে। অপর পক্ষে বিদেশী কোম্পানীসমূহের ঐ প্রকারে মোট ৪৯ কোটি টাকা আয় হয়।

উপরোক্ত বীমা কোম্পানীসমূহ ব্যতীত ভারতে আরও মোট ৫৫৩টি সোসাইটি রহিয়াছে। ঐসকল কোম্পানী

গত ১৯১৭ সনের প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্স সোসাইটি আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে যে ১,২০০টি সোসাইটি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল উপরোক্ত ৫৫৪টি সোসাইটির মধ্যে তাহাদের প্রায় কোনটিই নাই। ঐ ৫৫৪টি সোসাইটির মধ্যে ২৯০ই বাঙ্গলা প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত। অবশিষ্ট সোসাইটিগুলির মধ্যে বোম্বাইয়ে ৪১টি, মাদ্রাজে ৬০টি, পাঞ্জাবে ৮২টি, সিন্ধুতে ২১টি, ও অন্যান্য প্রদেশে অবশিষ্ট অন্যান্য সোসাইটিগুলি প্রতিষ্ঠিত আছে।

এসিয়া মিউচুয়াল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

এসিয়া মিউচুয়াল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৩৮ সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী হইতে দেখা যায় ১৯৩১ সনে এসিয়া মিউচুয়াল স্থাপিত হয় এবং প্রথমে উহা প্রভিডেন্ট বীমার কাজ করিত। ১৯৩৬ সনের মাঝামাঝি হইতে উক্ত কোম্পানী জীবন বীমার কাজ আরম্ভ করিয়াছে। প্রতি বৎসরেই কোম্পানীর ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। এ বৎসর কোম্পানী ১২৩৪টি পলিসিতে ৭ লক্ষ ১৩ হাজার ২২৬ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। বৎসরের শেষে কোম্পানীতে চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬৭১ টাকা। আলোচ্য হিসাবে প্রিমিয়াম বাবদ ৭৯ হাজার ২৪৮ টাকা এবং বাৎসরিক তহবিলের সুদ, ডিভিডেণ্ড ইত্যাদি বাবদ ৪ হাজার ৮৩৬ টাকা কোম্পানীর আয় হইয়াছে। ব্যয়ের দিকে মৃত্যুদান বাবদ ৩ হাজার ৬২৬ টাকা এবং কার্য্য পরিচালনা বাবদ ৭৬ হাজার ৪৩৮ টাকা খরচ দেখান হইয়াছে। কোম্পানীর পরিচালনা ব্যয়ের মধ্যে সন্দেহজনক পাওনা বাবদ ৩ হাজার ৮১৫ টাকা এবং অনাদায়ী পাওনা বাবদ যে ৯ হাজার ৪৯ টাকা হিসাবের খাতা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে উহা ধরা আছে। সমস্ত খরচ বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে উহা জীবনবীমা তহবিলে জমা করা হইয়াছে। বৎসরের প্রথমে জীবন-বীমার পরিমাণ ছিল ৭৯ হাজার ৪১৩টী এবং বৎসরের শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৮০ হাজার ৯১ টাকা।

জীবনবীমার তহবিল (৮০,০৯১৲), সন্দেহজনক পাওনার জন্য মজুদ তহবিল (৩,৮১৫৲), আদায়ী মূলধন (৩৪,১৯৮৲) এবং অন্যান্য দায় লইয়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৩২ টাকা। উহার বদলে কোম্পানীর হাতে যেসমস্ত সম্পত্তি রহিয়াছে উহার প্রধান প্রধান রকাগুলি এইরূপ :—

কোম্পানীর কাগজ ৪৮ হাজার ২৮৩ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ৫ শত টাকা, পলিসি বন্ধকে দাদন ৪ হাজার ৩১০ টাকা, বাড়ী ২৮ হাজার ৫৮৪ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ২ হাজার ৮২৬ টাকা।

কৃষকের ঋণ

ভারতবর্ষের ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের তথ্য সংগ্রহ করার নিমিত্ত যে বিভিন্ন কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, ঐ সমস্ত প্রাদেশিক কমিটি অনুমান করিয়াছিলেন যে, এদেশের কৃষিজীবীর মোট ঋণের পরিমাণ ৮ শত কোটী টাকার কম হইবে না। বাঙ্গালা দেশের এই কৃষকদের ঋণের পরিমাণ ১০০ কোটী টাকা বলিয়া ধরা হয়। উহাতে প্রত্যেক কৃষকের ঋণের মাত্রা দাঁড়ায় ১৮০ টাকা। মাদ্রাজের ঋণের পরিমাণ ১৫০ কোটী টাকা, বোম্বাইয়ের ঋণের পরিমাণ ৮৯ কোটী টাকা, বিহার ও উড়িষ্যার পরিমাণ ১৫৪ কোটী টাকা এবং যুক্তপ্রদেশের পরিমাণ ১২৪ কোটী টাকা। উপরোক্ত কয়টি প্রদেশের কৃষিজীবীর ঋণের পরিমাণ হইতেই বুঝা যায় যে, কৃষিঋণ সমস্যা কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ এবং উহা উপেক্ষিত হইলে যে জাতি সংগঠনের কোন পরিকল্পনাও কার্য্যকরী হইতে পারে না, উহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এ কৃষিঋণ মোচন করিয়া কৃষকদের জীবনে সুখশান্তি আনিবার যে কোন রকম সহজ উপায় নাই উহা বুঝিয়া এই দিকে অগ্রসর হওয়া দরকার। নতুবা ভ্রান্তপথে চলায় সমস্ত চেষ্টা বিফল হওয়াই স্বাভাবিক।

কৃষকদের এই ঋণ মোচনের জন্য পূর্ব্বেও বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট খুব একটা তোড়জোড় ও আড়ম্বর দেখাইয়াছেন। কিন্তু সেইসকল চেষ্টা সমস্যার গুরুত্বের তুলনায় এত সামান্য যে, উহাতে কৃষিঋণ বিষয়ে বিশেষ কোন প্রতিকার হয় নাই। যাহা হউক নূতন শাসনতন্ত্রে কংগ্রেসশাসিত বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রিবর্গ কৃষিঋণ সমস্যার গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং এই সমস্যার সমাধান না হইলে জাতীয় জীবনের যে কোনরূপ উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে না, উহা সম্যক অবহিত হইয়া এবিষয়ে নানারূপ পরিকল্পনা করিয়া কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

যদি আইন দ্বারা কৃষকদের সমস্ত ঋণ মকুব করিয়া দেওয়া হয় কিংবা ঋণের কতকটা অংশ কমাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে এই ঋণের কিছু লাঘব হইতে পারে এবং উহাতে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার কতকটা উন্নতি হইতে পারে।

উচ্চদরের ক্যাস সার্টিফিকেট

২,০০০৲, ৩,০০০৲, ৪,০০০৲, ৫,০০০৲ টাকার পঞ্চম বার্ষিক পোষ্ট অফিস ক্যাস সার্টিফিকেট, সর্ব্বপ্রথম এরা জানুয়ারী ১৯৩৯ সনে বিক্রয়ার্থ বাজারে আসে। পূর্ব্বে সর্ব্বোচ্চ ক্যাস সার্টিফিকেটের মূল্য ছিল ১,০০০৲।

আগেকার মত এখনও কিন্তু সব চেয়ে বেশী ১০,০০০৲ পর্য্যন্ত একজন লোকে ক্যাস সার্টিফিকেট ক্রয় করিতে পারে।

অন্যান্য সার্টিফিকেটের মতই উপরিউক্ত সার্টিফিকেটও পাঁচ বৎসর পরে টাকায় পরিণত করিবার সময় হয়। যে সমস্ত পোষ্ট আফিসে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কাজ হয় সেখানেই সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।

ভারতীয় কফি

ব্রাজিলের শাসন কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক মুক্তপন্থা অবলম্বন করায় এবং রপ্তানি শুল্ক হ্রাস করায় ভারতীয় কফি বাণিজ্য কিছু আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার ফলে পৃথিবীতে কফির দাম প্রায় ৪০% পড়িয়া গিয়াছে। ইয়োরোপে কফির ব্যবহার বৃদ্ধি পাইলেও আমেরিকায় ইহার ব্যবহার সুস্পষ্টভাবে কমিয়া গিয়াছে। ১৯১৪ সন হইতে যুক্তরাজ্যে ভারতীয় কফির কাটতি কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সনে উহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মূল্য সম্বন্ধেও মন্দ নহে বলা চলে।

১৯৩৭-৩৮ সনে সকল দিকেই কিছু না কিছু নিম্ন গতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। শিপিং ক্ষেত্রে হইতে তাহা কতক পরিমাণে বুঝা যায়। ১১৮·৯ ফেব্রুয়ারি (১৮৯৮—১৯১৯=১০০) হইতে মার্চ্চ ১১৪·৫ হইয়াছে। ১৯৩৭ ডিসেম্বর হইতে ১৯৩৮ সনের মার্চ্চ মাসের মধ্যে বৃটিশ পোর্টে নিষ্ক্রিয় শিপিং প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতের অবস্থা

১৯৩৭-৩৮ সনে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে। ইহার নিজের ফসল উৎপন্নও এই বৎসর মন্দ হয় নাই। ভারতীয় তুলার শিল্প যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, পাটের অবস্থা খুবই খারাপ, লৌহ এবং ইস্পাতের অবস্থা খুবই ভাল, চিনির ব্যবসা উঠা-নামার মধ্য দিয়া গিয়াছে, সিমেণ্ট মোটের উপায় দেশের মধ্যে ভাল কাটিয়াছে।

এপ্রিল হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট অল্পস্বল্প ধার করিয়াছে, অধিকাংশই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এবং তাহা শীঘ্রই পরিশোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ক্রমশঃ অর্থ প্রাপ্তির যোগ আসিয়া ১লা অক্টোবর তারিখে দেখা যায় যে মোট ১,৬৪,১০০,০০০৲ টাকা ব্যালেন্স হইয়াছে। কিন্তু ঠিক তাহার পরেই আমদানি আদায় কমিয়া যাওয়ায় বৎসরের শেষের দিকে গভর্ণমেণ্ট আবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার করিতে বাধ্য হয়। সব চেয়ে বেশী টাকা যাহা গভর্ণমেণ্ট কর্জ্জ লইয়াছিল তাহার পরিমাণ হইল ৪,০০,০০,০০ ৲।

গভর্ণমেণ্ট কোন অধিককাল স্থায়ী কর্জ্জ গ্রহণ করে নাই এবং ১৯৩৭-৩৮ সনে কোন ধারও পরিশোধনীয় অবস্থায় পৌঁছায় নাই। পাঁচটী প্রদেশ এই সুযোগ পাইয়া নিজেরা

টাকা ধার করিয়াছে, তাহার সংখ্যা হইল (আগষ্টের শেষে) ৪,৮০,০০,০০০৲।

১৯৩৬ সনের মে মাসে যুক্তরাজ্যের সহিত ভারতের অটাওয়া চুক্তির সমাপ্তি হয়। যদিও তখন পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা চলিতেছিল তথাপি চুক্তির সর্ত্ত সেইমত অসন্তোষেও কার্য্যকরভাবে পরিচালিত করা হইয়াছিল। ১৯৩৭ সনে শস্য, ময়দা এবং চালের দাম যথেষ্ট চড়িয়া গিয়াছিল। ভারত হইতে নির্ম্মিত তামাক ব্রিটেনে রপ্তানির উচ্চতম সংখ্যা এই বৎসর দেখা যায়, উহা হইল ১৯,১০০,০০০ পাউণ্ড, আর ১৯৩৬ সনের সংখ্যা ছিল ১৩,৫০,০০০ পাউণ্ড।

জার্ম্মাণির সহিত ভারতের বাণিজ্য

১৯৩৮ সনে জার্ম্মাণির সহিত ভারতের বাণিজ্য বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। এই বৎসরের গোড়ার দিক্ হইতেই ভারতে জার্ম্মাণি হইতে আমদানি এবং ভারতের দ্রব্য জার্ম্মাণিতে রপ্তানি উভয়ই কমিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভারত হইতে জার্ম্মাণিতে বৎসরের প্রথমভাগে রপ্তানির পরিমাণ হইল ৪১,৬০০,০০০ রাইখ্‌স্ মার্ক; কিন্তু তৃতীয়াংশে উহা কমিয়া মাত্র ৩০,০০০,০০০ রাইখ্‌স্ মার্ক দাঁড়ায়। জার্ম্মাণির রপ্তানিও কমিয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

জার্ম্মাণিতে যে দুইটী দ্রব্যের অধিক চাহিদা ছিল অর্থাৎ পাট ও তুলা, উহাদের কোনটীরই আমদানি এই বৎসর জার্ম্মাণিতে হয় নাই।

গত বৎসর হইতে চাহিদা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বহু বৃদ্ধি পাইয়াছে, যেমন ৩৫১,০০০ হইতে ১,৩৬৫,০০০।

অন্যান্য দেশের সহিত ভারতীয় বাণিজ্য

বুলগেরিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্য অতিরিক্ত পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। জুলাই, আগষ্ট অবধি এই হ্রাসের গতি অবিচ্ছিন্ন ছিল বলিতে পারা যায়। ১৯৩৮ সনের বুলগেরিয়ায় ভারত হইতে আমদানির পরিমাণ ২,১০০,০০০ লেভা হয়, কিন্তু ১৯৩৭ সনে উহা ছিল ৬,২৮১,০০০ লেভা।

হাঙ্গারী হইতে ভারতের আমদানি বেশ কমিয়া গিয়াছে। ১৯৩৮ সনে উক্ত আমদানি ৮৬৫,০০০ পেঙ্গো হইয়াছিল; কিন্তু ১৯৩৭ সনে উহা ছিল ৭৩৭,০০০ পেঙ্গো।

১৯৩৭ সনে ইতালী ও যুগোস্লাভিয়ার সহিত ভারতের আমদানি এবং রপ্তানি বাণিজ্য উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভারতবর্ষের ব্যালেন্স যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছিল। জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে যুগোস্লাভিয়ায় আমদানি হইয়াছিল ২৪,০০০,০০০ দিনার; কিন্তু ১৯৩৬ সনের সমস্ত বৎসরের আমদানি ছিল মাত্র ১১,০০০,০০০ দিনার। ভারতবর্ষে যুগোস্লাভিয়া হইতে আমদানি করা হইয়াছিল ১৯৩৭ সনে (জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে) ৯,০০০,০০০ দিনার এবং ১৯৩৬ সনের উক্ত সংখ্যা ছিল ১০,০০০,০০০ দিনার।

গ্রীসে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানির তুলনায় আমদানি বৃদ্ধির অভিমুখে চলিয়াছে। ১৯৩৬ সনের জানুয়ারী হইতে জুন মাসে ভারতবর্ষে আমদানি হইয়াছিল ৩৮৪,০০০ ড্রাকমা এবং ১৯৩৭ সনে ৮৬১,০০০ ড্রাকমা। গ্রীসে ভারতবর্ষ হইতে আমদানি হইয়াছিল ১৯৩৬ সনে ১৩৭,৭৩২,০০০ এবং ১৯৩৭ সনে ১৬২,১০৬,০০০ ড্রাকমা।

পর্টুগ্যালে ভারতবর্ষ হইতে আমদানি ও ভারতে রপ্তানি উভয়ের সংখ্যাই অধিক হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ব্যালেন্স ভালই হইয়াছিল, উহা ১৯২৮ সনের ৩১,৮১৮,০০০ এসকিউডো হইতে ১৯৩৭ সনে ৫৭,৩০১,০০০ এসকিউডো হইয়াছিল।

দামের পার্থক্য হইতে বুঝা যায় যে, কাঁচা মালের মূল্য ১৯৩৬ সন হইতে ১৯৩৭ সনে প্রায় ১৮% বাড়িয়া গিয়াছিল। এবং তৈয়ারি মাল ও অর্দ্ধ তৈয়ারি মালের মূল্যও ১৩% হইতে ১৬% বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৮ সনের গোড়ার দিকে মূল্যের কিছু হ্রাস হওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদির দাম প্রায় একই ভাবে ১৯৩৮ সনেও চলিয়াছিল।

১৯৩৭-৩৮ সনে ভারতবর্ষে রূপার টাকা ও রূপার আমদানি রপ্তানির পরিচয় নিম্নের তালিকায় পাওয়া যাইবে :—

মাস	আমদানি টাকা	রপ্তানি টাকা	বৃদ্ধি বা হ্রাস টাকা
এপ্রিল	১৫,০০,৬৭৯	৭,২৩,৭০৯	+৮,৩৬,৯৭০
মে	২০,৯৭,১২৯	২,০৮,৭২৬	+১৮,৮৮,৪০৩
জুন	৭২,৯৩,২৬৯	৪,৭২,২০২	+৬৮,২১,০৬৭
জুলাই	৪৫,৯১,৫০১	২,৯৪,৬৭৯	+৪৩,২৬,৮২২
আগষ্ট	২৯,১১,০৫৬	৫,৫২,৯৮৪	+২৩,৪৮,০৭২
সেপ্টেম্বর	৪৫,৩০,৮৪১	৭,১৩,৮৭০	+৩৮,১৬,৯৭১
অক্টোবর	১,১৯,৮৯৯	২১,৬০০	+৯৮,২৯৯
নবেম্বর	৩,২৩,৯৩৯	৪,২১,০৭৭	—১,৯৭,১৩৮
ডিসেম্বর	৫,১৪,৩২৮	১৯,৯০,৫২৯	—১৪,২৬,১৩১
জানুয়ারি ১৯৩৮	৭,২৫,৩৩১	৩১,৮৮,৬১৪	—২৪,৬৩,২৮৩
ফেব্রুয়ারি	১,৪৪,৬২৮	১১,১৯,১৮৪	—৯,৭৪,৪৮৬
মার্চ্চ	২,৩৮,৪৩৬	১,৪৯,৩২১	+৭৯,২১৫
	২,৫০,২১,২৭৬	৯৯,৫৬,৪৯৫	+১,৫০,৬৪,৭৮১

১৯৩৭ সনে মহীশূরের কোলার গোল্ড ফিল্ডে মোট সোনা উৎপাদন হইয়াছিল ২৮,৯৫৯ আউন্স। একমাত্র ইহাই ভারতবর্ষের রূপার সরবরাহ করিয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, প্রায় ৪,৫০০ আউন্স অধিক মাল উৎপন্ন হইয়াছিল। বার্ম্মা দেশে বার্ম্মা কর্পোরেশন দ্বারা উৎপাদিত রূপা ছিল ১৯৩৭-৩৮ সনে ৬,১১০,০০০ আউন্স এবং ১৯৩৬-৩৭ সনে উহা দেখা যায় ৬,০৫২,০০০ মাত্র।

জাপানের বিদেশী বাণিজ্য

১৯৩৮ সনের অর্থসচিবের বিবরণী হইতে বুঝা যায় যে, সমগ্র জাপান সাম্রাজ্যের (উপনিবেশ ধরিয়া) বহির্বাণিজ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। রপ্তানি বাণিজ্য এক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়া ২,৮৯০ মিলিয়ন ইয়েন হইয়াছে এবং ২,৮৩০ মিলিয়ন ইয়েন আমদানি হইয়াছে। ব্যালেন্স দাঁড়াইয়াছে ৬০ মিলিয়ন ইয়েনের কিছু উপর। ১৯১৮ সন হইতে গত ২১ বৎসরের মধ্যে এই প্রথম রপ্তানি সংখ্যার বৃদ্ধি বুঝা গেল।

১৯৩৮ সনে জাপানের বাণিজ্যের অবস্থা নিম্নের তালিকাতে দেওয়া গেল :—

(মিলিয়ন ইয়েন হিঃ)

বৎসর	রপ্তানি	আমদানি
১৯৩৪	২,২০৮	২,৪০০
১৯৩৫	২,৬০৩	২,৬১৮
১৯৩৬	২,৭৯৮	২,৯২৮
১৯৩৭	৩,৩১৯	৩,৯৫৫
১৯৩৮	২,৮৯৭	২,৮৩৬

*((—) চিহ্ন দ্বারা আমদানির আধিক্য বুঝা যায়। জাপানের অর্থসচিব কর্তৃক প্রাথমিক বাণিজ্য বিবরণীর সংগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া উপরিউক্ত সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে)।

ইয়েন-বিহীন দেশের সহিত জাপানের বাণিজ্য কিরূপ চলিয়াছে সেই সম্বন্ধে নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া গেল :—

মোট বাণিজ্য (ক)	
মাঞ্চুকুও	
কোয়ানটাঙ	৫৩৬
উত্তর চীন	১৯৯
মধ্য চীন	১১৩
মোট (খ)	১,১৬৪
তৃতীয় জাতি (থার্ড নেশনের)	
সহিত বাণিজ্য (ক)	১,৭৩২

(খ) বাদ দিয়া

উপরি উক্ত তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, যেসকল দেশে ইয়েন মুদ্রার প্রচলন নাই সেইসকল দেশের সহিত জাপানের বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯৩৮ সনে হইয়াছিল ১,৭৩২ মিলিয়ন ইয়েন এবং উক্ত দেশ হইতে জাপানে আমদানি হইয়াছিল ২,২৭৬ মিলিয়ন ইয়েন। উহাতে বিরুদ্ধ ব্যালেন্স দেখা যায় ৫৪৪ মিলিয়ন ইয়েনের। ইহার দ্বারা কিন্তু নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে, জাপানের ১৯৩৮ সনে অতিরিক্ত দেয় সবটাই ছিল। তন্মধ্যে অবশ্য আন্তর্জাতিক অদৃশ্য লেনদেন বাদ দিয়া ধরিলেও দেখা যায় উক্ত দেশসমূহের সহিত জাপানী বাণিজ্যের অবস্থা বিরুদ্ধ ব্যালেন্স।

প্রধান প্রধান আমদানি রপ্তানির মূল্য কিরূপ ছিল তাহার একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

(মিলিয়ন ইয়েন হিঃ)

	রপ্তানি ১৯৩৮		পরিবর্ত্তন
কাপড় অ্যাণ্ড বষ্টন্ড			
শুতা	৯২,৮১৭	৮৬,৯০৪	+ ৬·৮%
কাঁচা রেশম	৩৬৪,১২৪	৪০৭,১১৮	−১০·৬
তুলা	৪০৪,২৩৯	৫৭৩,০৬৫	−২৯·৫
পশম	৪৬,৭২১	৫০,০৮২	− ৬·৬
রেশমের কাপড়	৪৯,৩৫৪	৭২,২৮৬	−৩১·৭
রেঁয়া	১১৫,৭৬০	১৫৪,৮৬০	−২৫·২
ফলকজা	১৫৬,৪৭৬	১০৯,৮৮১	+৪২·৪
	আমদানি		
কাঁচা রবার	৫১,৩৭৪	৯৯,২১৭	−৪৮·৩
কাঁচা তুলা	৪৩৬,৮৩৬	৮৪৯,৭৪৯	−৪৮·৬
কাঁচা পশম	৯৪,৪২৬	২৯৮,৪০৪	−৬৮·৪
লোহ	৪২,১৮২	১১৬,৭২০	−৬৩·৯
লোহার	২৮,১৭৯	৬৯,৮১৭	−৫৯·৫
খনিজ দ্রব্যাদি*	৫৮৫,৮২৫	৮২৬,৮০২	−২৯·১
ফলকজা	২৩৬,২৩৬	১৫৮,০৮২	+৪৯·৪

রেশমের রপ্তানি বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে বলিয়া দেখা যায়। রেশম শিল্পেরও রপ্তানি ২৫% পড়িয়া গিয়াছে, তুলা কমিয়াছে ২৯%, কাঁচা শিল্প ১১%, পশম ৬% কমিয়াছে।

চাল উৎপাদনের মোট কর্ষিত ভূমির মাপ

(হাজার একর হিঃ)

	ভূমির মাপ ১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮	আনুমানিক ১৯৩২-৩৩ হইতে ১৯৩৬-৩৭
বুলগেরিয়া	১৮	১৪	১৯
গ্রীস (১)	৮	—	৩
ইতালী	৩৬৭	৩৫৭	৩৩৯
ইউ এস্ এস্ আর (২)	৩৮৪	৩৬৮	৩২৫
বার্মা (৩)	১২,০৮৪	১২,৫১১	১২,৩০০
চোসেন	২২,২৪৭ (৪)	৪,০১৭	৪,০৯২
ভারতবর্ষ (৫)	৬৯,৮৩৭	৬৯,১১১	৬৭,৫৪৩
জাপান	৭,৮৮০	১৭,৮৭৭	৭,৮৪৯
মাঞ্চুকুও	×	১,০২৩	৪২৮
সায়াম (৬)	৭,৭১০	৭,২৭৩	৬,৯৯৬
ইজিপ্ট	৪৯২	২৭৩	৪৬২

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে ১৯৩৮ সনে চাল উৎপাদন হইয়াছিল ২০,৫০৬,০০০ সেণ্টল, ১৯৩৭ সনের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, মাত্র ২% কম উৎপন্ন হইয়াছে। প্রতি একরে অনুমান ২২·০ সেণ্টল উৎপাদন হইয়া থাকে।

তামাকের তথ্য

শ্রেণীকরণ	ভূমির মাপ হাজার একর হিঃ		% ১৯৩৮ ১৯৩৭	উৎপাদন হাজার পাউণ্ড হিঃ		% ১৯৩৮ ১৯৩৭
	১৯৩৮	১৯৩৭	=১০০	১৯৩৮	১৯৩৭	=১০০
ফ্লু-কিওরড্	৮৯৩·০	৯৭৩·৩	৯১·৭	৭৮৮,০৬০	৮৫৪,৮৮২	৯২·২
ফায়ার কিওরড্	১২৫·০	১৪৪·৪	৮৬·৫	৯৯,৭৬৩	১১২,৭৯১	৮৩·৩
এয়ার কিওরড্ (লাইট)	৪৭২·১	৪৭৮·৮	৯৮·৬	৪১৬,৯১৩	৪২৫,৭৮২	৯৭·৯
,, (ডার্ক)	৪৫·২	৫২·৯	৮৫·৫	৩৭,৮৬৩	৪৭,৪০০	৭৯·৯
সিগার ফিলার	৩৯·০	৪০·১	৯৭·৫	৪৬,৯১২	৪৫,০১৪	১০৪·২
সিগার বাউণ্ডার	৪১·৯	৩৫·৬	১১৮·১	৫৭,৪২৯	৫১,২২৪	১১২·১
সিগার র‍্যাপার	১০·৫	১০·০	১০৫·০	৯,০৩০	৮,৫০৮	১০৬·১

* ইহার পরিমাণ ১১ মাসের মাত্র পাওয়া যায়। উপরি উক্ত সংখ্যা অর্থসচিবের বাণিজ্য বিবরণী হইতে সংগৃহীত।

(১) বপন করা হইয়াছে এরূপ ভূমির মাপ, (২) যে ভূমিতে বপন হইবে বলিয়া ঠিক করা হইয়াছিল, (৩) চতুর্থ পোর্ট —(৪) পাকা ফসলের ভূমির মাপ (৫) দ্বিতীয়।

পৃথিবীর জিন্‌ড্‌ তুলার উৎপাদন

	১৯৩৮/৩৯		আনুমানিক ১৯৩২/৩৩ হইতে ১৯৩৬/৩৭	১৯৩৮/৩৯	১৯৩৭/৩৮	আনুমানিক ১৯৩২/৩৩ হইতে ১৯৩৬/৩৭
	হাজার পেন্টস হিঃ			হাজার বেল হিঃ		
দেশ						
বৃলগেরিয়া			৯৮			
গ্রীস			১৮৯			
ইতালী			১৯			
রুমানিয়া			৩			
যুগোস্লাভিয়া			৪			
ইউ. এস্. এস্ আর			১০,৯১৮		৩,৭০২	২,২৯০
ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্			৫৬,১০৯		১৮,৯৪৫	১১,৭৪৪
ব্রি ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্			১৫	×	৫	৩
মেক্সিকো			১,১৭৭	×	৩৯০	২৪৬
আর্জ্জেনটিনা			১,১১১	×	২৩৭	২৩২
বার্মা			৩৮২	×	১২৭	৮০
সাইপ্রাস			৯	×	৪	২
চোসেন	৯২৯		৭৭৩	১৯৪	২১৩	১৬২
ইণ্ডিয়া (২)	১৯,১৮৮	২২,০১২	১৯,০৬৪	৪,০১৪	৪,৯০৫	৩,৯৮৮
,, (৩)	×	২২,৬৫৩	২১,১১৬	×	৪,৭৩৯	৪,৪১৮
ইরাক	×	৮১	১৩	×	১৭	৩
সিরিয়া	১৯২	১২৩	৭৬	৪০	২৬	১৬
তুর্কি	৫৪০	৯৮৬	৮৩৪	১১৩	২০৬	১৭৪
ইজিপ্ট	৭,২৮০	১০,৯০৪	৭,৬৭২	১,৪২৩	২,২৮১	১,৬০৫
কেনিয়া	×	৭৪	৪৭	×	১৫	১০
নিয়াসালাণ্ড	৫০০	৪০	৩৮	১০	৮	৮
ইউগাণ্ডা	১,৩০০	১,৬৬৮	১,১৯০	২৭২	৩৪৯	২৪৯
সুদান	×	১,২৬১	৯১৯	×	২৬৪	১৯২
টেঙ্গানিয়াকা	০১৮৮	২৪৮	১৪৮	৩৯	৫৪	৩৩

(১) গবর্ণমেণ্ট কটন রিপোর্ট দ্রষ্টব্য ; (২) সমগ্র ভারতের তুলার চাষের জমির তৃতীয় রিপোর্ট হইতে ভিসেম্বর পর্য্যন্ত গৃহীত ; (৩) ফাইন্যাল এষ্টিমেট ; (৪) রপ্তানি।

পাট শিল্পের অবস্থা

পাট শিল্প সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটি এক বুলেটিন প্রকাশ করিয়াছেন। বুলেটিনে প্রকাশিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯৩৮ সনের ১লা জুলাই হইতে ১৯৩৯ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতা-ও মিল অঞ্চলে ৭০ লক্ষ ৫০ হাজার গাঁইট পাট আমদানি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময়ের মধ্যে ৭১ লক্ষ ১৭ হাজার গাঁইট আমদানি হইয়াছিল। ১৯৩৮ সনের ১লা জুলাই হইতে ১৯৩৯ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে ২৫ লক্ষ গাঁইট পাট রপ্তানি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময়ের মধ্যে ২৬ লক্ষ ৬৭ হাজার গাঁইট রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯৩৯ সনের জানুয়ারী মাসে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি ১৯৩৮ সনের জানুয়ারী মাস হইতে কম হইয়াছে। ১৯৩৯ সনের জানুয়ারী মাসে পাটকলসমূহে ১৫ হাজার ৭১৬ টন পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময়ে ৮৩ হাজার ৩৪১ টন মাল প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯৩৮ সনের জানুয়ারী মাসের শেষভাগে মিলের মজুত মালের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

আর্জ্জেন্টিনার সংবাদে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে তথায় গম চাষের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু পাটের ব্যবসা মন্দা ছিল এবং গত ডিসেম্বর মাসে পাটজাত দ্রব্যের দর কিছু কমিয়া গিয়াছে।

১৯৩৮ সনের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে যুক্ত সাম্রাজ্যে ১ লক্ষ ২২ হাজার ৬৪৫ টন আওলা পাট, ৩০ কোটী ৭৭ লক্ষ ৮৮ হাজার বর্গ গজ পাটজাত দ্রব্য এবং ৭ লক্ষ ৯২ হাজার ৮০৩ হন্দর চট ও থলে রপ্তানি হইয়াছে। ১৯৩৭ সনে ঐ সময়ের মধ্যে ১ লক্ষ ২২ হাজার ৫৭৯ টন আওলা পাট, ১৮ কোটী ১৩ লক্ষ ৬১ হাজার বর্গ গজ পাটজাত দ্রব্য এবং ১১ লক্ষ ২৪ হাজার ৮৫৯ হন্দর চট ও থলে রপ্তানি হইয়াছিল।

১৯৩৮ সনে যুক্ত সাম্রাজ্য হইতে ৮ কোটি ৪১ লক্ষ ২৬ হাজার বর্গ গজ পাটজাত দ্রব্য এবং ৯ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬০৯ হন্দর চট ও থলে রপ্তানি হইয়াছে। ১৯৩৭ সনে যথাক্রমে ১৩ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯ হাজার বর্গগজ পাটজাত দ্রব্য এবং ৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৯১ হন্দর চট ও থলে রপ্তানি হইয়াছিল।

ব্যবহৃত থলের পুনঃ ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া এবং ময়দা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য নূতন থলিয়াতে প্যাক করিতে হইবে বলিয়া আমেরিকার ওকলাহামা ষ্টেটে একটি আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

মাঞ্চুকুও সরকার মাঞ্চুকুও প্রদেশে নূতন চট ও থলের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা স্থির করিয়াছেন এবং যাহাতে নিজ দেশে এই পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার চেষ্টা করিবেন। এই সম্পর্কে মাঞ্চুকুওতে 'মাঞ্চুরিয়া গানি ব্যাগ ডিলারস্ এসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠিত হইবে। এই সমিতির মারফৎ চট ও থলের কারবার চলিবে।

সর্ব্বভারতীয় শিল্প-পরিকল্পনা

গত ২রা অক্টোবর দিল্লীতে ভারতের কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশসমূহের শিল্পসচিবদিগের এক সম্মেলন হইয়াছিল। রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। শিল্প-সচিবদিগের এই আলোচনা বৈঠকে জাতীয় শিল্প সংগঠন সম্বন্ধে এক পরিকল্পনা গৃহীত

হইয়াছে। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে রাষ্ট্রপতি একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিটিতে যাঁহারা স্থান পাইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অথবা শিল্পপতি। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে কোন্ কোন্ শিল্প গঠন করা সম্ভবপর, কোন্ প্রদেশ কোন্ শ্রেণীর শিল্প গঠনের উপযোগী ইত্যাদি জাতীয় শিল্পগঠন সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য সংগ্রহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য একটি শিল্প-সংগঠন কমিশন নিযুক্ত হইবে।

ভারতের ন্যায় একটি বিশাল বিস্তৃত দেশের শিল্প-সংগঠন করা বড় সহজ কাজ নহে। সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং সুনিয়ন্ত্রিত সংগঠন পদ্ধতি ব্যতীত ভারতের জাতীয় শিল্প গড়িয়া তোলা অসম্ভব। তাই দিল্লীতে শিল্প-সচিব সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় শিল্প-পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হওয়ায় ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা আশান্বিত হইয়াছি। জাতীয় শিল্প-সংগঠন পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান যুগোপযোগী করিয়া যেসকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে ব্যক্তি-বিশেষের অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট

ঢাকা কার্জ্জন হলে ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়।

ভাইস-চ্যান্সেলার তাঁহার বিবৃতিতে বলেন যে, বর্ত্তমান সেশনে ছাত্রসংখ্যা অভূতপূর্ব্বভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমান সেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা ১৫২৭; পূর্ব্ব বৎসর ঐ সংখ্যা ১৩৮৯ ছিল। ফ্যাকাল্টিতে ছাত্র-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আইন শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কিছু কমিয়াছে। পক্ষান্তরে ছাত্রীদের সংখ্যা ৫৪ হইতে বাড়িয়া ৭২ হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি পাইয়াছে। রসায়ন বিভাগের কর্ত্তা ও অধ্যাপক এবং ঢাকাস্থের প্রডোষ্ট ডাঃ জে সি ঘোষ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছেন। তাঁহার অভিভাষণ ভারতের সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইয়াছে। মিঃ হরিদাস ভট্টাচার্য্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া 'অধ্যাপক মিলার' বক্তৃতা দিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডাঃ এ সি কর ও ডাঃ পি সি চক্রবর্ত্তী লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব সিয়েন্স উপাধি লাভ করিয়াছেন।

অতঃপর ভাইস-চ্যান্সেলার বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও চিকিৎসা বিষয়ে ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলেন যে, ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মেডিক্যাল কলেজে পরিণত করিবার পরিকল্পনা পরীক্ষার জন্য বাঙ্গলা সরকার যে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, উহা এখন কাজ আরম্ভ করিতে পারেন নাই। আশা করা যায় যে, শীঘ্রই উহার কাজ আরম্ভ হইবে। কৃষি ফ্যাকাল্টি স্থাপন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ঐ বিষয় কলিকাতায় এক বৈঠকে আলোচিত হইবে। উহাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন, শিক্ষা বিভাগের দুইজন, কৃষি বিভাগের দুইজন এবং সাম্রাজ্যিক কৃষি গবেষণা পরিষদের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন।

সভায় নিম্ন লিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

"এই কোর্ট বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর যে ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়া থাকেন, উহা হইতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদিগকে বৃত্তি (ষ্টাইপেণ্ড) দিবার জন্য ১০ হাজার টাকা, ছাত্রীদের জন্য মাসিক ১৫ টাকা হারে দশটি বৃত্তি দিবার জন্য আবশ্যক অর্থ এবং তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের ছাত্রদের জন্য মাসিক ১০ টাকা হারে দশটি বৃত্তি দিবার জন্য আবশ্যক অর্থ পৃথক করিয়া রাখা হউক।"

অরণ্যানি সংরক্ষণ

ডিরেক্টর বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞান ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডাঃ এইচ্ সলোমন ও তাঁহার পত্নী পৃথিবী ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া কলিকাতায় আসেন। তিনি

প্রেস প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতের অরণ্যানি সুপরিচালনার জন্য একটী কেন্দ্রীয় বোর্ড স্থাপনের প্রয়োজনের বিষয় বলেন। তাঁহার মতে ভারতের বন-বিভাগ পরিচালনা একটী নিখিল-ভারতীয় সমস্যা। কোনও একটী প্রদেশেরও অরণ্যসমূহ নির্মূল হইলে কেবল সেই প্রদেশে নহে অপরাপর প্রদেশেও প্লাবন ও ভূমিক্ষয় প্রভৃতি হইয়া প্রতিক্রিয়া হইবার সম্ভাবনা। জঙ্গল সকল পরোক্ষ-ভাবে জমির উর্ব্বরতা রক্ষা করে। দেশে প্লাবন ও বন্যা নিবারণের পক্ষে বন সংরক্ষণই শ্রেষ্ঠ উপায়, দেশের আব-হাওয়া কাশোপযোগী করিতে অরণ্য যথেষ্ট সাহায্য করে। যেসকল দেশে অরণ্য নাই তথায় বৃষ্টি, প্লাবন, অনাবৃষ্টি, শুষ্ক আবহাওয়া প্রভৃতির সম্বন্ধে কোনও স্থিরতা থাকেনা। ভারতের লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের অধিবাসীদের ইষ্টের জন্য অরণ্য সকল রক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। অন্যথা ভারতকে ভবিষ্যতে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইবে। একণে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ভারতে স্থাপিত হইয়াছে, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের, স্ব স্ব প্রদেশের ভূমির উর্ব্বরতা রক্ষা করিয়া অরণ্যসকল রক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট অরণ্য রক্ষা সম্বন্ধে এখনও অবহিত হইয়াছেন বলিয়া বুঝা যায় না। সুন্দরবন অঞ্চল কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে; দার্জ্জিলিং পাহাড়ে শাকসব্জীর ক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে চা বাগান বসাইয়া বাঙ্গালার অনেক ক্ষতি করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশকে প্লাবন হইতে ও ভবিষ্যতে জলাভাব হইতে রক্ষা করা উচিত। এখনও সময় যায় নাই।

ঘৃতের ব্যবসায়ে ভেজাল নিবারণের ব্যবস্থা

ঘৃতের ব্যবসায়ে ভেজাল নিবারণের জন্য ভারত-সরকারের কৃষিজাতপণ্যবিষয়ক উপদেষ্টা এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিয়া গত এক বৎসর কালের মধ্যে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘী পরীক্ষা করিয়া বিশুদ্ধতা অনুসারে তাহাকে "গব্য", "ভয়সা", "বিশেষ" এবং "সাধারণ" এই চারি প্রকার মার্কা দ্বারা চিহ্নিত করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

পরিকল্পনাটির মূল মর্ম্ম ইহাই যে, যে সব ঘৃত ব্যবসায়ী উপযুক্ত স্থানে সুবিজ্ঞ কর্ম্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষাগার স্থাপন করিবেন, সরকার হইতে তাঁহাদিগকে একটা সনদ প্রদান করা হইবে। এই সব পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করার পর ঘাঁটি ঘী টিনে প্যাক করা হয়। অতঃপর সরকার হইতে প্রত্যেক টিনের ঘী পরীক্ষা করিয়া উপরোক্তরূপ মার্কা লাগাইয়া দেওয়া হয়। কানপুরস্থ কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার হইতে ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষাগার সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। যেসব সরকারী মার্কা টিনের উপর লাগান হয়, তাহা বিশেষ ধরণের কাগজে বিশেষভাবে প্রস্তুত আঁটা দ্বারা লাগান হয়। সাধারণের সুবিধার জন্য এরূপ মার্কার ঘৃত ২ পাউণ্ড, ৫ পাউণ্ড, ১০ পাউণ্ড, ২০ পাউণ্ড ও ৪০ পাউণ্ড টিনে বিক্রীত হয়। বাঙ্গলা, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের অধিকাংশ সহরে এই মার্কার ঘী একণে চলিতেছে।

যাহাতে মার্কা দেওয়ার পর কোনরূপে ভেজাল মিশান যাইতে না পারে, তজ্জন্য খুচরা বিক্রেতাদের নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে এরূপ ঘৃতের নমুনা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষার্থ তাহা কানপুরস্থ পরীক্ষাগারে পাঠান হয়। এই ব্যবস্থার ফলে ঘৃতে ভেজাল মিশ্রণের পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইয়াছে।

দেশী খৃষ্টানদের উদ্যোগে শিল্প প্রদর্শনী

ইটালী সাউথ রোডস্থ কেরী হাই স্কুলে দেশী খৃষ্টানেরা এক শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন। লেডী হ্যামিল্টন তাহার উদ্বোধন করেন। কলিকাতা যুবকবিত্ত বিভাগের, বিষ্ণুপুরের শিক্ষা সঙ্ঘ, ছাপরার খৃষ্টান টেকনিকেল স্কুল, ঘুমের ফিনিস মিশন প্রভৃতি

প্রতিষ্ঠান হইতে শিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল।

ভারতীয় খৃষ্টিয়ান এসোসিয়েশনের বঙ্গীয় শাখার উদ্যোগে প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। উহার সভাপতি মিঃ এস, সি, মুখার্জ্জী বলেন যে, ভারতীয় খৃষ্টানদের শতকরা নব্বই জন গ্রামে বাস করে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সহরে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত তাহারা চাকুরী দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিল; কিন্তু এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, একমাত্র কৃষি ও শিল্পের দ্বারাই তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব।

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। আজ খৃষ্টান সম্প্রদায় নিজের পায়ে দাঁড়াইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

স্যর জেমিসন হ্যামিল্টন, কলিকাতার সহকারী বিশপ রেভারেণ্ড এস কে ভরদ্বাজ, ডাঃ এইচ সি মুখার্জ্জি এম এস এ, রেভারেণ্ড এ এম স্পেন্সার প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রদর্শনীর উদ্বোধন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আগামী ১লা মে হইতে ভবানীপুর আশুতোষ কলেজে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্রের কার্য্য আরম্ভ হইবে। ছয় সপ্তাহব্যাপী শিক্ষাদান চলিবে। তৎপরে ছাত্রগণকে লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা দিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় বর্ত্তমান বর্ষেও শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষতা করিবেন এবং মিঃ ডাবলিউ সি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শ্রীঅনাথচন্দ্র বসু, ডাঃ এ বি এল ডুবিউলা, প্রভৃতি অধ্যাপনা করিবেন। বর্ত্তমান বর্ষের পাঠক্রম অধিকতর বিস্তৃত করা হইতেছে। শ্রেণীবিভাগ, গ্রন্থসূচী প্রণয়ন, গ্রন্থপঞ্জী, গ্রন্থচয়ন, সন্ধানী ব্যবস্থা গ্রন্থাগার পরিচালনা ভিন্ন স্কুল ও কলেজ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, ভারতীয় বিভিন্ন সাহিত্যের বিবরণ, ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস, বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিচয় প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক বলিয়া পরিগণিত হইবে। ছাত্রগণের স্বীয় মাতৃভাষা ভিন্ন বাঙ্গলা, হিন্দী, উর্দ্দু, ফরাসী বা জার্ম্মাণ অন্ততঃপক্ষে যে কোন একটী বিদেশী ভাষায় কিছু জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক।

রুটি বিস্কুট তৈরী শিক্ষা

ভারতবর্ষে পাউরুটি, বিস্কুট, কেক, জেলী, চকলেট প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখাইবার জন্য কোনরূপ শিক্ষাকেন্দ্র নাই বলিলেই হয়। অথচ এই খাদ্যদ্রব্যগুলি আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য এবং ইহার অধিকাংশই বিদেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকে। সম্প্রতি আর্য্য-বেকারীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য কিভাবে প্রস্তুত হয়, তাহা শিখাইবার জন্য ভবানীপুরে একটি বিদ্যালয় খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা শিখিয়া বেকার যুবকগণ স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীরামপুরে কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী

শ্রীরামপুরের জনহিতব্রতী স্বর্গীয় কেত্রমোহন সা প্রতিষ্ঠিত কৃষিশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন ১৪ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার ঠাকুর বাড়ীতে হয়। শ্রীরামপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। দুটীর শিল্প ও কৃষির উন্নতির জন্য গত ৪২ বৎসর যাবৎ এই প্রদর্শনীর সমস্ত ব্যয় তাঁহার এষ্টেট হইতে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

বাটানগরে বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত

গত ৩০শে জানুয়ারী বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক বাটানগর জুতার কারখানা পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষে উক্ত কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কে বাটোঁ বাটানগরের অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন।

(আনন্দবাজার)

বাংলায় লবণ শিল্প

বাংলা দেশের ব্যবহারের জন্য বৎসরে ৮০ লক্ষ মণ লবণ আবশ্যক। আজও বঙ্গদেশ এই ৮০ লক্ষ মণ লবণের জন্য বিদেশী অথবা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী। অথচ সমুদ্র-বিধৌত বাঙ্গলায় অতি সহজেই এই লবণ তৈয়ারী হইতে পারে। বাঙ্গলার মন্ত্রীসভায় এই বিষয়ে আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং সুন্দরবন অঞ্চলে লাভজনক উপায়ে লবণ প্রস্তুত হইতে পারে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দাখিলের ভার বাঙ্গলা সরকার যাঁহাদের উপর দিয়াছিলেন, সেই ভদ্রলোকদ্বয়ের (রায় সাহেব ডি, এন, মুখার্জ্জি ও মিঃ ডি, এস, রাও) রিপোর্ট সম্বন্ধে মন্ত্রীসভা বিবেচনা করিয়াছেন। উপরোক্ত বিশেষজ্ঞ-দ্বয়ের রিপোর্ট অনুকূল হওয়ায় বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা নাকি এ সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্ট একটি কর্ম্মপন্থা গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

(মাতৃভূমি)

যাদবপুর যক্ষ্মা হাঁসপাতাল

যাদবপুর যক্ষ্মা হাঁসপাতালের রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ এন সেন এম-বি, টি-ডি-ডি (ওয়েলস) এর সভাপতিত্বে গত ১৪ই জানুয়ারী তারিখের এক সভায় নিম্নলিখিত কর্ম্মিমণ্ডলী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অবৈতনিক সম্পাদক—শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ বসু, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বরেন বক্সী, গ্রন্থাগারিক—শ্রীযুক্ত সুবোধ বসুরা, সহকারী গ্রন্থাগারিক—এক্রামুল হক। এতদ্ভিন্ন এস চক্রবর্ত্তী, বি গাঙ্গুলী, এস সেনগুপ্ত, এস মণ্ডল, মিসেস মিতা সেন, মিস হীরাপ্রভা দাসকে লইয়া একটি শক্তিশালী কার্য্যকারী সভা গঠন করা হইয়াছে।

গত ২০শে জানুয়ারী তারিখে এক সভায় ক্লাবের ভ্যাগ বিলিত হইয়া প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুহকে এক মানপত্র দেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুক্ত বসু তাহার দীর্ঘকালব্যাপী নানাবিধ উন্নতিমূলক কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করেন। শ্রীযুক্ত মণ্ডল এক অতিদীর্ঘ বক্তৃতায় তাঁহার যথাযথ উত্তর দেন, সভার শেষে সম্মিলিত সভ্যগণের একটি ফটো লওয়া হইয়াছিল, খেয়ালী সঙ্ঘের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার দে ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

বিহারে গণশিক্ষা আন্দোলন

"ভারতে শতকরা মাত্র আটজন লোক লেখাপড়া জানে। উহা লইয়া ভারতে গণতন্ত্রশাসনে সফলতা লাভ করিবার আশা করিতে পারে না। সুতরাং আপনাদের আরব্ধ প্রাথমিক কার্য্যাবলী ভারতের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত নির্দ্দেশ প্রদান করিবে বলিয়া আশা করি। আমি মনে করি আপনারা ও গণশিক্ষা আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট নেতৃবর্গ খুব ঘোগ্য ব্যক্তি। ভগবান আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

বয়ঃপ্রাপ্তদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাঃ ফ্রাঙ্ক লব্যাচ বিহারের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদের নিকট এক পত্রে উপরিউক্ত কথাগুলি লিখিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, তিনি বিহারের গণশিক্ষা আন্দোলনের মত আর কোন আন্দোলনেই এত অধিক আনন্দিত হন নাই। ভারতের সকল প্রদেশ ও রাজ্য আজ হউক কাল হউক বিহারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে। আপনারা ইহাতে কৃতকার্য্য হইবেন। এই ভাবে চলিলে আগামী ১৫ বৎসরেই ভারতের জনসাধারণ শিক্ষিত হইতে পারিবে।

(মাতৃভূমি)

বর্দ্ধমান জেলা কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী

কাটোয়া মহকুমা রাজনৈতিক সম্মেলন উপলক্ষে বর্দ্ধমান জেলা কৃষি শিল্প প্রদর্শনী মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত গণপুর গ্রামে হয়। এই গ্রাম ই আই রেলের ষ্টেশন গুসকরা হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। অখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সঙ্ঘের জনৈক বিশিষ্ট সদস্য ২৫শে মার্চ্চ উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বর্দ্ধমান জেলার সমস্ত শিল্পী ও কৃষকদিগকে অনুরোধ জানান হয় তাহারা যাহাতে তাহাদের শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে পাঠায়। কুটির

শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। কোন প্রকার ঠাস-ভাড়া লাগে নাই।

বিহার প্রাদেশিক নারী সম্মেলন

গত ২৭শে ও ২৮শে জানুয়ারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্মী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত শীলের সভাপতিত্বে গয়া জেলার অন্তর্গত নোয়াই-রিয়াসতে বিহার প্রাদেশিক নারী সম্মেলনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রায় ৪ শত প্রতিনিধি অধিবেশনে যোগদান ও আলোচনা করেন। সভায় বিহারের নারী-দিগের সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করেন।

তুলার আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি

তুলার উপর যে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া বোম্বাইয়ের কল-মালিক সমিতি ভারত সরকারের নিকট একটি তার পাঠাইয়াছেন। উক্ত সমিতি বলেন যে, এই শুল্ক বৃদ্ধিতে ভারতীয় কলগুলির বস্ত্র উৎপাদন খরচা ভয়ানক বাড়িয়া যাইবে। এই তারের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

যেহেতু সূক্ষ্ম সূতা তৈয়ারী করার উপযোগী তুলা বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না, এজন্য এই শুল্ক বৃদ্ধিতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের পক্ষে সূক্ষ্ম সূতায় প্রস্তুত কাপড় তৈয়ারী করা অত্যন্ত শক্ত হইবে। এই শুল্কের ফলে জাপান ও লাঙ্কাশায়ার হইতে আরও বেশী পরিমাণে সূতা ও বস্ত্রাদি আমদানি হইবে। অর্থসচিব আশা করিয়াছেন যে, এই বর্দ্ধিত আমদানি শুল্কের ফলে, ভারতবর্ষে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে যে পরিমাণ লম্বা আঁশযুক্ত তুলা ব্যবহৃত হয় এদেশে ঐ পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইতে বহু বৎসর দরকার হইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ হইতে আমদানি কাপড় ও সূতার উপর শুল্ক না বাড়াইলে এই ব্যবস্থায় আশু ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। কলকব্জা মিলের সাজসরঞ্জাম ও রং ইত্যাদির উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য থাকাতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে ইতিপূর্ব্বেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে শ্রমিকের মজুরী সম্পর্কে যে সমস্ত কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল এবং উহারা যেসব সুপারিশ করিয়াছেন তাহার ফলে কলের উৎপাদনের খরচ ইতিপূর্ব্বেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার উপর বোম্বাই প্রদেশে কাপড় বিক্রয়ের উপর শতকরা সওয়া ছয় টাকা হারে ট্যাক্স বসান হইয়াছে। কাজেই এই সমিতি বলেন যে, তুলার উপর এই আমদানি শুল্ক বৃদ্ধিতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বিশেষ ক্ষতি হইবে। এই সমিতি সরকারকে জানাইতেছেন যে, তাঁহারা অবিলম্বে যেন বস্ত্রশিল্পের পক্ষ হইতে ডেপুটেশন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন।

তুলার উপর আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব সম্পর্কে বঙ্গীয় কলের মালিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত এস এন মিত্র সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বশীলতার অভাবে দেশের অসহায় অবস্থার পরিচয়ই অর্থসচিবের এই প্রস্তাবে পাওয়া যাইতেছে। অতীতে তুলার কুখ্যাত উৎপাদন-শুল্ক ধার্য্যের সময় যে নীতি অনুসরণ করা হইয়াছিল, তাহারই শোচনীয় পুনরাবৃত্তি ব্যতীত এই ব্যবস্থাকে আর কোন আখ্যায় আমি আখ্যাত করিতে পারি না।"

তিনি আরও বলেন, "তুলার আমদানি শুল্ক দ্বিগুণ করার এই প্রচেষ্টার ফল বাঙ্গলার কার্পাস শিল্পের উপর বিশেষভাবে শোচনীয় হইবে। কারণ বৈদেশিক ও প্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলার কার্পাস শিল্প কেবলমাত্র বিদেশ হইতে আমদানি তুলা দ্বারাই আঁটিয়া উঠিতে সক্ষম। বাঙ্গলার অভাব পূরণ করিবার জন্য তাহাকে এখনও অনেকদিন আমদানি তুলার উপরই নির্ভর করিতে হইবে। কারণ বাঙ্গলায় প্রয়োজনানুরূপ ধরণের তুলা উৎপাদনের সত্বর কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ফলে তুলার আমদানি শুল্ক বৃদ্ধিতে বাঙ্গলারই সমধিক ক্ষতি হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে সংরক্ষণনীতির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইবে। বাঙ্গলার

বস্ত্রশিল্পে যে অন্তরায় উপস্থিত হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সেই অন্তরায় কাটাইয়া উঠা বাঙ্গলার পক্ষে কষ্টকর হইবে। এই ব্যবস্থা দ্বারা ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পেই সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। ইহার ফলে ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য আলোচনায় অতি শোচনীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দিবার সম্ভাবনা। বাঙ্গলায় যে বিষম বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে, এই বস্ত্রশিল্প তাহার সমাধানে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীদের অবস্থার উন্নতি চেষ্টাও ইহাতে কতকটা করা হইতেছে। এই অপ্রত্যাশিত আঘাত বাঙ্গলার সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করিবে।"

উপসংহারে শ্রীযুক্ত মিত্র বলিয়াছেন "আমার ঐকান্তিক আশা ও বিশ্বাস যে দেশব্যাপী এই তীব্র প্রতিবাদ অর্থ-সচিব মহাশয় উপেক্ষা করিবেন না। জনমতের এই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিতে তিনি তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিবেন। সমগ্র বাঙ্গলার স্বার্থের বিষয় বিবেচনা করিয়া বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টেরও এই একান্ত অনিষ্টকর প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।

বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ্

বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদের (শান্তিপুর শাখা) গত ত্রিংশ বার্ষিক "অধ্যক্ষ সভায়" শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হইয়াছে :—

যেসকল মহাপ্রাণ ব্যক্তি পরিষদ শিক্ষা মন্দির পরিষদের নিজ ভূমিখণ্ডের উপর শান্তিপুর ধামে নির্ম্মাণ-করে এককালীন বা কিস্তিতে ১০০৲ টাকা বা সেই মূল্যের কোন সাজ সরঞ্জাম দান বা সাহায্য করিবেন, পরিষদ্ তাঁহাদিগকে অন্য কোন চাঁদার অপেক্ষা না রাখিয়া পরিষদের আজীবন সভ্যরূপে গণ্য করিবেন এবং পরিষদের সভ্যগণের সকল সুবিধাই তাঁহারা ভোগ করিবেন। অথবা ঐ দানের বিনিময়ে দাতার কোন স্বর্গীয় আত্মীয় বা আত্মীয়ার পবিত্র স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য বৎসরে একখানি রৌপ্যপদক বা কোন পারিতোষিক পরিষদের উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে বা প্রবন্ধ লেখককে দিবার ভার পরিষদ লইবেন। অথবা ঐ দাতার নাম শিক্ষা মন্দিরের গাত্রে ক্ষোদিত প্রস্তরফলকে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

যেসকল দাতা ৫০০৲ টাকা কোন প্রকারে এককালীন বা কিস্তিতে শিক্ষা মন্দির নির্ম্মাণকল্পে দান বা সাহায্য করিবেন সেই দাতারাও উক্তরূপ যে কোন সুবিধা পাইতে পারিবেন এবং তাঁহাদের প্রস্তাবিত স্মৃতিপদক স্বর্ণ-নির্ম্মিত হইতে পারিবে। অথবা পরিষদের উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে বার্ষিক ১৫৲ হিঃ এক এক জনকে প্রতি বৎসর বৃত্তিদানের ভার পরিষদ লইবেন।

যদি কোন ব্যক্তি পরিষদ শিক্ষা মন্দির নির্ম্মাণকল্পে ১০০০৲ টাকা বা সেই পরিমিত কোম্পানীর কাগজ বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান বা সাহায্য করেন তাহা হইলে "শিক্ষা" "স্বাস্থ্য ও "সেবা" এই তিনটি বিষয়ের যে কোনটি তিনি মনোনীত করিবেন সেই বিষয়ে বার্ষিক ৩০৲ টাকা তাঁহার নিজের নামে বা প্রস্তাবিত কোন স্বরণীয় নামের বৃত্তিদানে উপযুক্ত ব্যক্তি বা শিক্ষকের দ্বারা পরিষদের শিক্ষা মন্দিরে বক্তৃতা দেওয়াইবার ও তাহা মুদ্রিতভাবে প্রচার করিবার ভার পরিষদ লইবেন।

যদি কোন সমাজ ও ধর্ম্মের কল্যাণকামী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, পরিষদ শিক্ষা মন্দির নির্ম্মাণকল্পে ৫০০০৲ বা সেই পরিমিত কোম্পানীর কাগজ বা অনুরূপ দান বা সাহায্য করেন তাহা হইলে তাঁহার নির্দ্দেশমত তাঁহার বা তাঁহার প্রস্তাবিত কোন ব্যক্তির নাম বা স্মৃতি কালজয়ী করিতে শিক্ষা-মন্দিরে কোন নিষ্ঠাবান পারদর্শী পণ্ডিত বা দেশপূজ্য বক্তার দ্বারা বার্ষিক ১০০৲ টাকা স্মৃতি-বৃত্তি দানে দাতার মনোনীত সমাজ বা ধর্ম্ম বিষয়ের প্রচারের জন্য শিক্ষা-মন্দিরে বক্তৃতা বা শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থার ভার পরিষদ লইবেন।

পরিষদ শিক্ষা-মন্দিরের কোন একটি গৃহ বা প্রয়োজনীয় অংশ বা আবশ্যকীয় আসবাব কোন বদান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণ করিবার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিলে বা দান করিলে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামানুযায়ী ঐ গৃহ বা অংশের নামকরণ হইতে পারিবে

এবং প্রস্তর ফলকে তাহা গৃহগাত্রে বা প্রদত্ত আসবাবে কোদিত থাকিবে। পরিষদ মন্দির নির্মাণ পরিকল্পনায় শিক্ষা-মন্দিরের বিভিন্ন অংশের যেরূপ বিভিন্ন বিভাগের নামকরণ হইয়াছে দাতার নাম ঐভাবে গৃহগাত্রে কোদিত থাকিলেও তাহাতে কোন বাধা বা আপত্তির কারণ হইবে না।

শান্তিপুরের ভিক্টোরিয়া রোডের বঙ্গীতলা ও গোস্বামী ভট্টাচার্য্যগণের বিপরীত দিকের যে রাস্তাটি অদ্বৈতবতলা* ষ্ট্রীট ও তিলিপাড়া ষ্ট্রীটের সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত বহুকাল যাবৎ অবস্থিত আছে, শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষকে ঐ রাস্তাটুকু পুরাণ পরিষৎ ষ্ট্রীট নামকরণ করিবার জন্য অনুরোধ জানান হইতেছে।

বেকার সমস্যা ও সমাধান

[অ্যাচভোকেট পঙ্কজকুমার মুখার্জির সহিত জনৈক বাবহারাজীবের কথোপকথন]

(ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েল্‌সে বেকার সমস্যা সমাধানের যে ব্যবস্থা অধুনা পরিকল্পিত হইয়াছে তাহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এখনে সুইডেনের বেকার সমাধান সম্বন্ধে কিছু বলা যাইবে। সুইডেনের বেকার নীতি লইয়া দুইটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে—"দি অ্যানাল্‌স" নামক আমেরিকার 'অ্যাকাডেমি অব পোলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোসিয়াল সায়েন্স' পত্রিকায়। গুস্তভ মেলার কর্তৃক লিখিত "দি আনএমপ্লয়মেণ্ট পলিসি" শীর্ষক প্রবন্ধটী উক্ত পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। অপরটী "নেগ্লায়স টু কনব্যাট আনএমপ্লয়মেণ্ট ইন সুইডেন সিন্স ১৯২৯" নামক প্রবন্ধ ১৯৩৮ সনের জুন মাসের "ইনডেক্স" নামক পত্রিকায় সাপ্লিমেণ্টে বাহির হইয়াছে।)

প্রঃ—অন্যান্য দেশের বেকার সমাধান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে চাই। আপনার যা জানা আছে একটু বলুন।

উঃ—সুইডেনের বেকার নীতি লইয়া বহু আলোচনা চলিতেছে। মনে হয় আমাদের দেশে ঐ সম্বন্ধে জানার কিছু প্রয়োজন আছে।

প্রঃ—আমাদের দেশে বেকার নীতি বলিয়া কি কোন কিছু আছে?

উঃ—দু'চারবার বেকার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। যেমন মাদ্রাজ কমিটি, পাঞ্জাব আনএমপ্লয়মেণ্ট কমিটি, বেঙ্গল মিড্‌ল ক্লাস আনএমপ্লয়মেণ্ট কমিটি—কিন্তু কার্যতঃ কোন নীতি অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া জানি না।

প্রঃ—সুইডেনে বেকার নীতি কত দিন ধরিয়া অবলম্বিত হইয়াছে?

উঃ—সুইডেনের বেকার নীতির দুইটী বিভাগ আছে বলা যায়। ১৯৩৩ সনের মাঝামাঝি অবধি একটি বিভাগ এবং তাহার পরবর্তীকাল আর একটী বিভাগ। প্রথম ভাগে দেখা যায় ষ্টেট আনএমপ্লয়মেণ্ট কমিশনের তত্ত্বাবধানে "রিলিফ একটিভিটি" বা সাহায্য দানই মূলতঃ একমাত্র উপায় ছিল। তাহার পর "পাবলিক ওয়ার্কস্" এবং সাহায্য দান উভয়ই পাশাপাশিভাবে প্রচলিত রাখা হইয়াছে।

প্রঃ—১৯৩৩ সনের মাঝামাঝি অবধি কিরূপ অবস্থা ছিল তাহার বিশদ আলোচনা করিলে আরও বুঝিতে পারা যাইবে কি কি উপায়ে তাহারা সাহায্য দান করিত।

উঃ—ষ্টেট আনএমপ্লয়মেণ্ট কমিশন জুলাই মাসের ১৯৩৩ সন অবধি প্রধানতঃ তিনটী কার্যের পন্থা অবলম্বন করিত। ১ম রিসার্ভ ওয়ার্ক (ওয়ার্ক রিলিফ বিল) ; ২য়—পিকিউনিয়ারি রিলিফ—(অর্থ সাহায্য) (কার্য দেওয়ার পরিকল্পনা) ; ৩য়—রিলিফ এমপ্লয়মেণ্ট উইথ ভোকেশানাল ট্রেনিং ফর ইয়ং ওয়ার্কার্স (কার্য দান ও তাহার সহিত অল্প বয়স্ক কর্মীদের যান্ত্রিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা)।

প্রঃ—প্রথম বিভাগে যে সাহায্য দানের কথা বলিয়াছেন তাহার সঙ্গে কি কার্য্য করিবার ব্যবস্থা ছিল না, শুধুই অর্থ সাহায্য দেওয়া হইত ?

:—কাজ যোগাইয়া টাকার সাহায্যই প্রধানতঃ অবলম্বন করা হইত। তাহার সহিত অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল। বেকার বিনাশের প্রত্যক্ষ পন্থারূপে "ওয়ার্ক রিলিফ" বা কর্ম্ম যোগান ছিল তাহাদের প্রথম চেষ্টা। সেই জন্য "রিসার্ভ ওয়ার্ক" রাখা হইত তাহার দ্বারা বিনাকাজে অর্থ সাহায্য যত অল্প হয় তাহার দিকেই লক্ষ্য রাখা হইত।

প্রঃ—"রিসার্ভ ওয়ার্ক" বলিতে কি বুঝা যায় ?

উঃ—রিসার্ভ ওয়ার্ক দুই শ্রেণীর হয়—১ম—ষ্টেট রিসার্ভ ওয়ার্ক, তাহাতে সমস্ত টাকাকড়ি দিবার ব্যবস্থা ষ্টেটের নিকট হইতে। ২য়—মিউনিসিপ্যাল রিসার্ভ ওয়ার্ক, ইহাতে ষ্টেট খরচার খানিকটা অংশ বহন করিয়া রাষ্ট্র দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত মিউনিসিপ্যাল রিসার্ভ ওয়ার্কগুলির জন্য আনএমপ্লয়মেণ্ট কমিশন বা এ, কে, কর্ত্তৃক প্রথমে বরখাস্ত করিতে হয়। কারণ উক্ত বরখাস্তে পরিকল্পনার সম্পূর্ণ চিত্র আঁকা আবশ্যক এবং তাহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ, কে তৎপরে নির্দ্ধারণ করিয়া দেয় কতটা পরিমাণে রাষ্ট্রকে সাহায্য দিতে হইবে। কতজন বেকারকে উক্ত পরিকল্পনার মধ্যে সাহায্য দান করা হইবে এবং কি পরিমাণে মাহিনা দেওয়া যাইবে। রাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষভাবে যে সমস্ত "রিসার্ভ ওয়ার্ক" রাখা হয় তৎসমুদয় এ, কে কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে।

প্রঃ—মাহিনা সম্বন্ধে ঐ দুই প্রকারের "রিসার্ভ ওয়ার্কসের" মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে কি ?

উঃ—দুই প্রকারের কাজের মধ্যেই সাধারণ কাজ করিবার অবস্থা এবং মাহিনার হার সমান রাখা হয়। তবে গোড়ার থেকেই একটী নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে যে, বাজারের মাহিনার হার অপেক্ষা রিসার্ভ ওয়ার্কের মাহিনার হার অল্প। তাহার দ্বারা দুইটী উপকার হয়—১ম বাজারের মাহিনার সহিত প্রতিযোগিতার কোন ভয় থাকে না এবং ২য়—সীমাবদ্ধ অর্থের মধ্যে অনেককেই সাহায্য করা হইয়া থাকে। সেই জন্য রিসার্ভ ওয়ার্কের মাহিনা অনিপুণ কর্ম্মীদের এক স্থানে যেরূপ মাহিনা তাহারই উপর শতকরা হিসাবে ধরা হইয়া থাকে। ১৯৩৩ সনে যেমন অনিপুণ মজুরদের মাহিনার ৭৭ হইতে ৯৮ পারসেণ্ট রিসার্ভ ওয়ার্কে দেওয়া হইত।

:—রিসার্ভ ওয়ার্কারদের মধ্যে যাহাদের বাড়ীঘর নাই তাহাদের কিরূপ ব্যবস্থা করা হয় ?

উঃ—তাহাদিগকে বিনা ভাড়ায় থাকিবার ব্যবস্থা, আলোক, জ্বালানি এবং সংসারের যতজন লোক আছে তাহাদের মাথা পিছু একটা সাহায্য পর্য্যন্ত দেওয়া হয়।

প্রঃ—রিসার্ভ ওয়ার্কের পরিকল্পনায় কি রকমের কাজ সাধারণতঃ মনোনীত করা হয় ?

:—প্রথম দেখা হয় যে, এমন ধরণের কাজ হওয়া চাই যাহাতে বাজারের সাধারণ কাজ যাহা সে রকম না হয়। দ্বিতীয় দেখা হয় যে, টাকার দিক্ হইতে এবং কুলির দিক্ হইতে উহা উপযোগী কিনা মিউনিসিপ্যালিটি রাষ্ট্র বা সাধারণের অনুষ্ঠান তাহার দ্বারা উপকৃত হইতে পারিতেছে। তৃতীয় দেখা হয় যে, কাজের জন্য বিশেষ নিপুণতার প্রয়োজন নাই। শেষে দেখা হয় যে, কাজটী যাহাতে প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ান বা কমান যাইতে পারে এবং শীতকালেও তাহা চালান যায়।

প্রঃ—অর্থসাহায্য সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা আছে তাহা এইবার একটু বলুন।

উঃ—কাজ করার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থ সাহায্য করা হইয়া থাকে অর্থাৎ শুধু যে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় অথবা কাজ যোগাইয়া টাকা দেওয়া হয় তাহা নহে উভয়ই এক সঙ্গে দেওয়া হয়। যদি মিউনিসিপ্যালিটির রিসার্ভ ওয়ার্ক সম্বন্ধে দেখা যায় যে, উভয় প্রকার

সাহায্য দেওয়া সম্ভব নহে তখন তাহার পরিবর্ত্তে থাকিবার স্থান দেওয়া হয় এবং সেই জন্য অর্থ সাহায্য আর দেওয়া হয় না। উক্তরূপ সাহায্য দানের হার এ, কে, কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে এবং কত জনকে উক্ত সাহায্য দিতে হইবে তাহাও ঠিক করিয়া থাকে। আর্থিক সঙ্কটের সময় দৈনিক ২ হইতে ৩ (কে, আর) দেওয়া হইত।

প্রঃ—ইহা ওয়ার্কারদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা আছে?

উঃ—জুভেনাইল আনএমপ্লয়মেণ্ট অর্থাৎ যুবা বেকারদের জন্য এ, কে বিশেষভাবে নূতন ধরণের ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহাদের জন্য "জলাণ্টারি লেবার সার্ভিস" করা হইয়াছে। ইহাদের জন্য যে ব্যবস্থা পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে বেকার সাহায্য, নৈতিক শিক্ষা এবং যান্ত্রিক শিক্ষার সমাবেশ আছে।

প্রঃ—১৯৩৩ সনের মাঝামাঝি অবধি যেরূপ ব্যবস্থা ছিল তাহা জানা গেল, তাহার পর নূতন কি উন্নতি হইয়াছে তাহা বলুন।

উঃ—১৯৩৩ সনের পর দ্বিতীয় ভাগে যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা বলিবার পূর্ব্বে মিঃ মোলারের পূর্ব্বোক্ত নীতির সমালোচনা কিছু জানা ভাল। তাহার পর পরবর্ত্তী নীতির আলোচনা করা যাইবে। সদ্যঃ আলোচিত নীতিকে বলা হইয়াছে দয়াহীন, কঠিন এবং অনুপযোগী এবং সঙ্কটের সময় উহা অকর্ম্মণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিতে গিয়া মিঃ মোলার বলেন যে, বেকার কর্ম্মীরা অনেক সময়ে বাড়ী ছাড়িয়া বহু দূরে গিয়া কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয় এবং তদ্দ্বারা তাহাদের স্থানীয় কর্ম্মের সহিত পৃথক হওয়ায় কার্য্য এবং সুযোগ উভয়ই বিনষ্ট হয়। তাহার পর সমস্ত বেকারদিগকে অনিপুণ মজুরদের হাতের কার্য্য করিতে বাধ্য হয় এবং পরিকল্পনায় উল্লিখিত উপকারী কার্য্য না হইলে করা হইবে না। ইহা দ্বারা কর্ম্মীদের কাজের প্রকৃষ্ট পথ দেওয়া হয় না, তাহাদের টাকা দিয়া কর্ম্মনিপুণতা হরণ করা হয়।

১৯৩৩ সনের পর থেকে দুই রকমের পন্থাই পাশাপাশি অবলম্বন করা হইয়াছিল; পুরাতন ধরণের "রিসার্ভ ওয়ার্ক" অবশ্য কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া এবং দ্বিতীয়টী হইল নূতন ধরণের "পাবলিক ওয়ার্কস"। তাহা খোলা বাজারে যেমন কাজ হইয়া থাকে সেই অনুযায়ী চালিত করা হইয়াছে। ইহাতে দুইটী প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রথম হইল বেকারদের কাজ যোগান এবং দ্বিতীয় হইল উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যতটা সম্ভব বৃদ্ধি করা।

এ, কে কার্য্য ধারা পূর্ব্বের মতই চলিতে লাগিল কিন্তু মাহিনা নীতি সম্বন্ধে কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছিল। স্থানীয় অনিপুণ মজুরদের যে মাহিনার হার সেই হারেই সকলের মাহিনা দিবার ব্যবস্থা হইল। মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কে রাষ্ট্র সাহায্য বাড়াইয়া দেওয়া হইল এবং প্রত্যক্ষ ভাবে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের মাপ কমাইয়া দেওয়া হইল। ভবিষ্যতে যাহাতে সরকারী কার্য্য ছাড়াও সাধারণ বাজারের যে কার্য্য তাহাও করিতে পারে ইহা ঠিক করা হয়।

প্রঃ—আর কোন নূতন জিনিষ কি আনা হয় নাই?

উঃ—১৯৩১ সনে আর একটী নূতন ধরণের কাজ প্রথম আরম্ভ করা হয়। তাহা হইল "হোয়াইট কলার" কর্ম্ম অর্থাৎ মস্তিষ্কের কার্য্য। যদি কোন লোক আফিসের কেরাণীর কাজ হইতে বেকার হইয়া পড়ে তাহার জন্য মস্তিষ্কের কার্য্য দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বেকার স্ত্রীলোকদিগের কার্য্যের জন্য ও বয়স্ক কার্য্যের জন্য উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে।

প্রঃ—কতজন এই রকম সাহায্য পাইয়াছে?

উঃ—১৯৩৭ সনের ডিসেম্বর মাসে উক্ত সাহায্যের মধ্যে এক প্রকার বা অপর প্রকারের সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। কিভাবে—তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। ওয়ার্ক—৪,৯৮১ জন; আর্থিক সাহায্য—৯,৩১৫; যুবাদের সাহায্য—২৫২।

"মান্থলি ক্রপ রিপোর্ট অ্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল ষ্ট্যাটিসটিক্স্"

(জানুয়ারী, ১৯৩৯)

১। ১৯৩৮ সনে পৃথিবীর গমের উৎপাদন এবং গমের পশন কিরূপ তাহার আলোচনা।

২। ১৯৩৮ সনে চিনির মূল্য এবং বিট চিনির উৎপাদন।

৩। পৃথিবীতে জলপাই উৎপাদনের অবস্থা।

"দি এগ্রিকালচারাল সিচুয়েশন"

(জানুয়ারী, ১৯৩৯)

১। জিনিষপত্রের পর্য্যালোচনা।

২। কলকারখানার বেকার ও চাষী।

৩। কৃষিদ্রব্যের খরচা।

৪। বাণিজ্য চুক্তির জন্য কৃষিদ্রব্যের আমদানি।

৫। গম চাষীদের আয়-হ্রাস।

৬। গ্লিভ মার্গেরিনের নূতন রেকর্ড।

৭। কলকারখানার পুনরুত্থান।

৮। গম ফসলের বীমাকরণ।

৯। ১৯৩৮ সনের ফসল উৎপাদন।

"ইণ্ডিয়ান ইনফরমেশন সিরিজ

(ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯)

১। শেষ নিরাপদ।

২। ষ্টেট ভাইব্রন্স।

৩। তুমি কি ট্যাক্স ফাঁকি দাও?

ভারতীয় বাণিজ্যের উন্নতি।

ওয়ার্দ্ধার শিক্ষা পরিকল্পনা।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পেট্রোলিয়াম উৎপাদন।

রেলের নিপুণতাশিক্ষা।

"দি ওরিয়েণ্টাল ইকনমিষ্ট"

(ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯)

১। জাপান চীনদেশে কি চায়?

১৯৩৮ সনের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে প্রিন্স• কনো প্রধান মন্ত্রী একটি অতিসুন্দর তথ্যপূর্ণ বিবৃতি করিয়াছেন তাহাতে দেখাইয়াছেন কিভাবে চীন-জাপানের আন্তরিকতার সৃষ্টি হইতে পারে এবং মিটমাট হইবার সম্ভাবনা কোন পথে।

এই রকমের বিবৃতি আরও পূর্ব্বে বাহির হইলে ভালই হইত। চীন-জাপানের যে উপস্থিত বিরুদ্ধতা তাহা জাপানীরা আন্তরিকভাবে চায় না, যাঁহারা ঠিকভাবে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তৃতীয় শক্তির দাবী দাওয়া লইয়া চীনের সহিত জাপানের একটা মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছে।

প্রিন্স কনোর বিবৃতির অন্য কোন গুরুত্ব যদি নাও থাকে জাপানের চীন-নীতি সম্বন্ধে যে মত তাহা সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। জাপান চীনেতে রাজত্বও চায় না, সৈন্য চালনার জন্য খরচার দাবীও করে না, চীনে একচেটিয়া ব্যবসা করিয়া রাখিতে চায় না; কিন্তু জাপান চীনের সহিত সাম্যের নীতির উপরেই মিটমাটের কথা কহিতে চায়।

এই রকমের বিবৃতি সভাই আপানের উদারতার পরিচায়ক।

২। তামা ও কয়লা শাসন।

৩। ওষাংচিও উরের প্রস্তাব।

৪। রেঁড় উৎপাদনকারীর প্রচলিত বাধাবিপত্তি।

৫। ১৯৩৮ সনের বিদেশী বাণিজ্য।

৬। চিনির উৎপাদন আরও অধিক হইতে চলিয়াছে।

৭। পশম শিল্পের হাবভাব।

"ইণ্ডিয়ান জার্ণাল অব্ ইকনমিক্স্"

(জানুয়ারী ১৯৩৮)

ভারতবর্ষে কয়লার সংরক্ষণ নীতি।

২। ভারতের বেকার।

এম্ পি গান্ধী কর্তৃক লিখিত "ভারতের বেকার" নামক প্রবন্ধটী সুন্দর তথ্যপূর্ণ রচনা বলিতে পারা যায়। ভারতে বেকার সমস্যা যে কতদূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিতেছেন। তবে সুখের বিষয় যে গত তিন বৎসর ধরিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। অনেক স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট মধ্যবিত্ত সাধারণ এবং শিক্ষিত ভদ্রলোকদের বেকার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহের জন্য কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লেখক প্রবন্ধটীতে কতগুলি উপায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন এবং সেইগুলি বাস্তবিক কাজে লাগাইতে পারেন এমন ব্যক্তিবর্গের নিকটে তিনি আশা করেন যে, প্রস্তাবিত উপায়গুলি অবলম্বন করিলে দেশের ও দশের প্রকৃত উপকার করা হইবে। উপায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায় লেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কলকারখানার বৃদ্ধি করা এবং ইহা কর্তৃক রক্ষণশীল শুল্কের অবতারণা করাই প্রধান। ইহা কর্তৃক শুল্কের ব্যবস্থা হওয়ায় তুলা, চিনি, লৌহ, কাগজ প্রভৃতির কলের যথেষ্ট উন্নতি সাধন হইয়াছে। লেখকের মতে চিনির কলের উন্নতিসাধন হওয়ায় আভ্যন্তরিক মূল্যের হার অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং ভারতীয় মূলধন যাহা চিরদিন লাজুক বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহা ঘোমটা খুলিয়া সম্মুখে আসিয়াছে। তাহার সংখ্যাও ৩০ ক্রোর এবং তজ্জন্য ১,৫০০ জন বিজ্ঞান গ্রাজুয়েটের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থাও হইয়াছে। ১০,০০০ শিক্ষিত লোক এবং ২ লাখ নিপুণ ও অনিপুণ মজুরের আহারের উপায় হইয়াছে। ২০ মিলিয়ন চাষী ইক্ষুর চাষে দুবেলা দুমুঠো রোজগার করিবার পন্থা পাইয়াছে। এই কলকারখানার লাভের টাকা দেশেই রহিয়াছে এবং দেশের লোকের মধ্যে বণ্টিত হইতেছে। এইভাবে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, লৌহ, কাগজ, দেশলাই প্রভৃতির কারখানায় বহুলোকের অন্ন-সংস্থানের উপায় হইয়াছে। লেখক বলেন যে, বড়দরের কলকারখানার সৃষ্টি হওয়াই প্রয়োজন। কারণ তাহাতে বহুলোকের একসঙ্গে বেকার সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভবপর। তিনি বলেন কল প্রস্তুতের কারখানা, জাহাজ তৈয়ারির কারখানা, মোটরগাড়ীর কারখানা প্রভৃতি খুলিলে তবেই এই বিশাল এবং সুকঠিন সমস্যার সমাধান হইয়া যায়।

৩। ভারতে কৃষিদ্রব্যের বাজার।

৪। ভারতে লোক-সংখ্যার বিবৃতি বিষয়ে আলোচনা।

৫। অপটিমাম উৎপাদন অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে?

৬। বোম্বে কর্ণাটকের আর্থিক অবস্থা এবং উহার উন্নতিকল্পে সহযোগিতার স্থান।

৭। ভারতীয় ফিনান্সে ডিফেট্টালিজেশনের ক্রম-বিকাশ।

৮। লোক সমস্যার ভাল দিক্।

৯। সুবর্ণশাস্ত্র কাহাকে বলে?

"দি ওয়ার্কার্স ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং"; লিগ অব নেশানস কর্তৃক প্রকাশিত; জেনীভা, ১৯৩৮; পৃঃ ১০১, মূল্য ২ শিলিং।

লিগ অব নেশান্সের ১৯৩৭ সনের বৈঠকের প্রস্তাব অনুসারে উক্ত বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। প্রথম অধ্যায়ে ওয়ার্কারদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড কি কি লইয়া গঠিত হয় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং বা জীবনের মাপকাঠি সম্বন্ধে নানাবিধ মতামত লইয়া পর্য্যালোচনার পরে কমিটি হইতে নির্দ্ধারিত কয়েকটী অনুসঙ্গ বলা হইয়াছে, যদ্দ্বারা জীবনের মাপকাঠি ঠিক করা যাইতে পারে। উক্ত অনুসঙ্গের মধ্যে তিনটী হইল প্রধান: (১) একটা সময়ের মধ্যে একটি মুহূর্ত্ত বা লক্ষ্য কত পরিমাণে দ্রব্য এবং অন্যান্য "সার্ভিস" (উপকার) ব্যবহার করিয়া থাকে, (২) সামাজিক সার্ভিস এবং চিনি খরচায় সার্ভিস (বিশেষতঃ যে সমস্ত সার্ভিস দৈহিক উন্নতি প্রভৃতির সম্ভবে প্রাপ্ত হওয়া যায় অথবা শিক্ষা বিষয়ক বা আরাম-বিষয়ক সার্ভিস (৩) কার্য্যের অবস্থা যাহার দ্বারা কেবলমাত্র মজুরদের স্বাস্থ্য বা যোগদানের ক্ষমতা প্রভাবিত হয় এবং তাহাদের আয়ের মাপ ও নিয়মিত আয়ের গঠন পরিবর্জ্জিত এবং পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন দেশের মজুরদের জীবনের মাপকাঠি সম্বন্ধে যেসমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং তাহাদের মূল্য কতদূর সে সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কয়েকটী দেশের মজুরদের জীবনের মাপকাঠি বিশদভাবে বিবেচিত হইয়াছে যেমন আমেরিকা, পোল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ এবং জাপান প্রভৃতি। চতুর্থ, অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ের বিবৃতি ছোট করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে এবং নিম্ন মাপকাঠি সম্বন্ধে বৈশকল শাস্ত্র গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা যথাসম্ভব বুঝান হইয়াছে।

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বইখানিতে যেমন হইয়াছে বিভিন্ন দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন মাপকাঠি সৃষ্ট হইয়াছে এবং উক্ত মাপকাঠির নির্ণায়ক অনুসঙ্গও ভিন্ন। এই যে বিভিন্ন "টাইপ" বা "প্যাটার্নের" সৃষ্টি হইয়াছে ইহা যে কেবল মাত্র দেশের জাতীয় আর্থিক অবস্থার জন্যই হইয়াছে তাহা নহে দেশীয় অভ্যাস এবং সংস্কারও বহুল পরিমাণে ইহার জন্য দায়ী।

"ডিস্ট্রিবিউটিভ কো-অপারেশন ইন ইণ্ডিয়া"; ভি বি রামকৃষ্ণ আয়ার কর্তৃক লিখিত; আন্নামালি ইউনিভার্সিটি কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ৪৬।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে মিঃ আয়ার দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে "কনজিউমার্স কো-অপারেশন" বৃদ্ধি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশে এই ধরণের কো-অপারেটিভ মুভমেণ্ট খুবই কম।

"টু-মরোস ওয়ার"; ডিকেন টমাস পোসোনি; উইলিয়াম হজ অ্যাণ্ড কোং লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৮, পৃঃ ২৪৪; মূল্য ৮ শিলিং ৬ পেন্স নেট।

যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে পারদর্শী একজন ভার্ষাণ এই পুস্তকখানিতে আধুনিক যুদ্ধের যান্ত্রিক এবং আর্থিক দিক্ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এখন যুদ্ধ মানে মাহিল—ভোগী সৈন্য সংগ্রহের দ্বারা পরিচালিত সংগ্রাম নহে, ইহা প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মত্যাগের উপর পরিচালিত। কেবল

মাত্র যুদ্ধের টেক্‌নিক পরিবর্ত্তিত হয় নাই, কিন্তু যুদ্ধের অর্থনীতিও অন্য ধরণের হইয়া গিয়াছে।

হের পোপোনি "এরিয়ান" এবং "মেকানাইস্‌ড্" যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটী সাধারণ প্রচলিত মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। "ওয়ার ইকনমি" (যুদ্ধের আশার শান্তি অবস্থায় দেশের মধ্যে সংগ্রাম অনুষ্ঠানের যে ব্যবস্থা) এবং 'ইকনমিক্‌স্ অব ওয়ার" (যুদ্ধ চালাইবার জন্য যে বিশেষ অর্থনীতি) এই দুইয়ের মধ্যে লেখক অতি সংস্কারভাবে পার্থক্য দেখাইয়াছেন এবং তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে আধুনিক যুদ্ধের পরিণতিতে দৈহিক কষ্ট এবং আর্থিক দুরবস্থার উদ্ভাবন হইয়া থাকে। তাহাতে যুদ্ধ অধিক দিন যাবৎ চালান অসম্ভব এবং বহু দিন পরে জেতা ও বিজেতা উভয়েরই অবস্থা সমান হইয়া পড়ে। কেবল সংখ্যা লইয়া লেখক এই সম্পূর্ণ নূতন এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন তাহা যে শুধু একটা অস্বাভাবিক ছাপ মনে দিয়া যায় তাহা নহে ইহার দ্বারা সত্যই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে দেখান যাইতেছে যে, ১০০০ কিলোমিটারের ফ্রন্ট লইয়া যুদ্ধ চালাইতে হইলে নিম্নলিখিতরূপ অনুষ্ঠানের আবশ্যক :—

	আক্রমণ করিবার সময় কিরূপ শক্তির প্রয়োজন		বাৎসরিক প্রয়োজন (শক্তি + ক্ষয় বার মাস	
	ডিফেন্স	অফেন্স	ডিফেন্স	অফেন্স
মেশিন গান	৮০,০০০	১০০,০০০	১৬০,০০০	২০০,০০০
গান	১৫,০০০	২৩,০০০	৩০,০০০	৪৫,০০০
ট্রেঞ্চ মর্টার গান	৮,০০০	১৬,০০০	১৫,০০০	৩০,০০০
এন্টি-এয়ার-ক্রাফ্‌ট গান	২৫,০০০	২৫,০০০	৩৮,০০০	৫০,০০০
আর্মার্ড কার	১৩,০০০	৪০,০০০	২৫,০০০	১২০,০০০
অবজারভেশন অ্যাণ্ড ডিফেন্স প্লাণ্ড	১১,০০০	৩১,০০০	২৮,০০০	৮৫,০০০
ফ্লাইং মেশিন	৪,০০০	২২,০০০	১৫,০০০	৬৫,০০০

ডিফেন্সের জন্য মানুষ আবশ্যক হয় তিন মিলিয়ন এবং অফেন্সের জন্য তাহার দ্বিগুণ লোকের প্রয়োজন। ইহার সহিত যোগদানে নিয়োজিত লোক-সংখ্যা ধরিলে উক্ত তিন মিলিয়নের স্থানে ছয় মিলিয়ন লোক হইয়া যায়।

লেখক বলেন যে, উপরিউক্ত যে সংখ্যা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা রক্ষণশীল নীতির উপরে নির্ভর করিয়াই হইয়াছে।

মানব সমাজ এখনও কি সংহারের পথেই অগ্রসর হইবে?

"দি ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অব মডার্ণ ইজিপ্ট"; এ ই ক্রাউচলি কর্ত্তৃক লিখিত; লংম্যানস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩৮; পৃঃ ২৮৬।

আধুনিক মিশরের আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে পুস্তকখানিতে যেভাবে আলোচনা হইয়াছে তাহা অর্থনীতি সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের পক্ষে খুবই উপকারী হইবে বলিয়া মনে হয়। ১৭৯৮ খৃঃ অঃ ফরাসী আক্রমণের সময়ে আধুনিক মিশরের জন্ম। কাজেই অষ্টাদশ শতাব্দীর পর হইতে আজ পর্য্যন্ত মিশরের আর্থিক পরিবর্ত্তন যাহা ঘটিয়াছে তৎসম্পর্কেই পুস্তকখানিতে অধিক আলোচনা আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মিশর দেশে আর্থিক দুর্গতির চরম দেখা দেয়। তাহার পর উনবিংশ শতাব্দীতে সেই চরম দুর্গতির পথ রুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা হয়। চাষ, কলকারখানা, শিল্প প্রভৃতি সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আগেকার ফিউডাল প্রথাই ভূমাধিকার স্বত্বের ভিত্তি-স্বরূপ ছিল। "হে" ছিল জমিদার এবং "ফেল্লা" ছিল চাষী অথবা দাসশ্রেণীর লোক। নগরে কারিকরদের এক একটী গিল্ড ছিল। তাহাদের অবস্থা মধ্যযুগের গিল্ডের মতই। বাণিজ্য হিসাবে ইহা সমগ্র পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং ইহার আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১৮৮০ সনে ইজিপ্টের উন্নতির প্রথম রেখাপাত হয়। ১৮৮০ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত বহু ব্যারেজ, ড্যাম প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তাহারা দেশের আভ্যন্তরিক কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ১৯১৪-১৯১৮ মিশরের খুবই উন্নতির সময়।

১। "এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড পলিউশেন ইন গ্যানজেস ভ্যালি"; বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি কর্তৃক লিখিত; মেথুয়েন অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৮; পৃঃ ৩১৪; মূল্য ১৮ শিলিং নেট।

২। "এ লেক্চার অব ব্যাঙ্ক রেট"; আর জি হট্রে কর্তৃক লিখিত; মেসার্স লংম্যানস গ্রীন অ্যাণ্ড কোং; লণ্ডন; ১৯৩৮; পৃঃ ৩২৮; মূল্য ১০ শিলিং ৬ পেন্স নেট।

৩। "এলিমেন্টস্ অব ইণ্ডিয়ান কম্প্যানি ল" (তৃতীয় সংস্করণ) এস আর ডাডার কর্তৃক লিখিত; বাটারওয়ার্থ অ্যাণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; কলিকাতা ১৯৩৮; পৃঃ ৬৬০; মূল্য ১০ টাকা মাত্র।

৪। "হোয়াট ইজ রং উইথ ইণ্ডিয়ান ইকনমিক লাইফ" ডাক্তার ডি কে আর ডি রাও কর্তৃক লিখিত; মেসার্স ভোরা অ্যাণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত; বোম্বে; ১৯৩৮; পৃঃ ১০৪; মূল্য ১৲।

৫। "পার্লিয়ামেটারি গভর্ণমেণ্ট ইন ইংল্যাণ্ড" হ্যারল্ড জে ল্যাস্কি কর্তৃক লিখিত; জর্জ এলেন অ্যাণ্ড আনউইন লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৮; পৃঃ ৪৫৩; মূল্য ১২ শিলিং ৬ পেন্স।

৬। "হিউম্যান ফ্যাক্টর ইন বিজনেস"; ডি সিডোম রাউনট্রি কর্তৃক লিখিত; লণ্ডন; ১৯৩৮; পৃঃ ২৪৪।

৭। "থিং লেকচার্স অন কমার্স অ্যাণ্ড ওয়ান অন এবসেন্টিসম্"; এম লঙফিল্ড কর্তৃক লিখিত; লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স অ্যাণ্ড পোলিটিক্যাল সায়েন্স কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৮; পৃঃ ১১১; মূল্য ৬ শিলিং মাত্র।

৮। "ক্লাস চুজস্ ডিপপিউলেশন"; রোমেক্ষ বে, স্পেন্সার কর্তৃক লিখিত; চিউক অব ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত; ডারহাম; ১৯৩৮; পৃঃ ৩১৩; মূল্য ৩·০০ ডলার।

৯। "থি থিওরিজ অন দি ফাংশন্যাল ইনকাম"; এ এল বাউলি অ্যাণ্ড মার রোনিচা হ্যাম্প কর্তৃক লিখিত; লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স অ্যাণ্ড পোলিটিক্যাল সায়েন্স কর্তৃক প্রকাশিত; লণ্ডন; ১৯৩৮; পৃঃ ১৪৫; মূল্য ৬ শিলিং।

১০। "দি কটন টেক্সটাইল ইণ্ডাস্ট্রি"; এম্ পি গান্ধি কর্তৃক লিখিত; ১৯৩৮; পৃঃ ১০০; মূল্য ২।০ মাত্র।

১১। "দি ইণ্ডিয়ান সুগার ইণ্ডাষ্ট্রি" (১৯৩৮ অনুযায়ী) এম্ পি গান্ধী কর্তৃক লিখিত; পৃঃ ১০০; মূল্য ২।০ মাত্র।

১২। "দি সোসিয়াল অ্যাণ্ড ইকনমিক এনভাইরনমেণ্ট অব দি ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান পপিউলেশন"; রেভারেণ্ড জেমস্ কেলক কর্তৃক লিখিত; পৃঃ ৭৮।

১৩। "দি সিনথেটিক অপটিমাম অব পপিউলেশন"; আই; কেরোনেজি কর্তৃক লিখিত; ইণ্টারন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কর্তৃক প্রকাশিত; প্যারিস; ১৯৩৮; পৃঃ ১১৫।

১৪। "অ্যান এক্সপেরিমেণ্ট ইন দি রেজিষ্ট্রেশন অব ভাইট্যাল ষ্ট্যাটিসটিক্স্ ইন চায়না"; সি এম সিয়াও ওয়ারেন এস্ টমসন এবং মিঃ সি ডি চেন্ কর্তৃক লিখিত; ক্রিপ্স ফাউণ্ডেশন ফর রিসার্চ কর্তৃক প্রকাশিত; অক্সফোর্ড; ওহিও; ১৯৩৮; পৃঃ ১১৫।

মজুরি-বিজ্ঞান

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এম-এ, বিদ্যাবৈভব (কাশী), ডক্টর (তেহারাণ)

মজুর ও মজুরি

রাস্তার মুটেও মজুর, বাড়ীর ঝী-চাকরও মজুর, কারখানার আর খাদের কুলীও মজুর, আফিসের কেরাণী বাবুরাও মজুর, ইস্কুল-কলেজের মাষ্টারমশায়রাও মজুর, ব্যাঙ্ক-বীমা-বহির্ব্বাণিজ্য বিষয়ক কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তারাও মজুর, সরকারী শাসনবিভাগের হোমরা চোমরা হাকিম-জজ-পরিচালকরাও মজুর, আর ছোটলাট-বেঙ্গলাট-বড়লাটও মজুর। পরের হুকুম তামিল করিয়া এই ধরণের সব লোকই দুবেলা বা চারবেলা আঁচাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। পরের জন্য গতর খাটানো অথবা মগজ খাটানো এই শ্রেণীর সকল লোকেরই ডাল-ভাতের উপায়। একমাত্র বাংলা দেশের বা ভারতের সম্বন্ধে একথা খাটে এইরূপ বুঝিলে ভুল হইবে। দুনিয়ার সকল দেশে অধিকাংশ লোকই মজুর। মজুর মাত্রেরই প্রথম আসল কথা গতর খাটানো বা মগজ খাটানো, পরিশ্রম করা, মেহনৎ করা। দ্বিতীয় আসল কথা পরের অর্থাৎ উপরওয়ালার হুকুম মাফিক পরিশ্রম করা। তৃতীয় আসল কথা এই ধরণের মেহনৎ করিয়া অর্থাৎ পরের হুকুম অনুসারে মেহনৎ করিয়া অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা।

সাংসারিক হিসাবে মজুরের আসল চাপরাস হইল মজুরি, তন্খা। খানসামান হইতে লাটসাহেব পর্য্যন্ত সব মেজাই মজুরি-গত প্রাণ, তন্খা-ভোগী লোক। মোসাহেব গণ কাহেন করিলে বলিব ইহারা সকলেই পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। বোধ হয় আরও মধুর শব্দ চালাইয়া চালা যাইতে পারে যে, ইহারা বেতন-ভোগী লোক। মিঠা শব্দ ব্যবহার করিলেই বস্তুটা মিঠা হইয়া যায় না। যার নাম বেতন তারই নাম পারিশ্রমিক, তারই নাম তন্খা, যার তাকেই বলে মজুরি। কেরাণীদের মজুরিকে বেতন বলিলে কেরাণীরা জাতে উঠিবেনা। আর কুলী, ঝী, চাকরের বেতনকে মজুরি বলিলে তাহাদের জাত যাইবে না। সকলেই এক জাতের বা এক শ্রেণীর লোক। এই জাত বা শ্রেণীটাকে ছোট বলা বা বড় বলা যার যার মর্জ্জি-সাপেক্ষ।

কেরাণী হইতে লাটসাহেব পর্য্যন্ত মজুরেরা জুতা পায় দিতে অভ্যস্ত। ফুরফুরে চাদর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামাকাপড়, হাট-কোট ইত্যাদি এই সকল মজুরের অঙ্গ-শোভা করে। আর কুলী, বরকন্দাজ, খানসামান, ঝী-চাকর, কারখানার কর্ম্মী ইত্যাদি শ্রেণীর মজুরেরা সাধারণতঃ কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থায় খানিকটা নরম সুরের লোক। আমাদের দেশে জুতার রেওয়াজ এখনো কোটি-কোটি লোকের মধ্যে নাই। ইয়োরামেরিকার নানা দেশেও এই শ্রেণীর মজুরেরা কেরাণী ও অন্যান্য শ্রেণীর মজুর হইতে খানিকটা নিচু ধরণের কাপড়-চোপড় ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত। বিশেষতঃ খনি, কারখানা, ফ্যাক্টরি ইত্যাদি আসল কর্ম্মক্ষেত্রে এই শ্রেণীর মজুরদের পোষাক ময়লা থাকিতে বাধ্য। তাহাদের গলায় "কলার" দরদস্তুর কখনো থাকিতে পারে না। ইহারা ময়লা কলারওয়ালা জীব। আর কেরাণী, পরিচালক, ইস্কুলমাষ্টার, প্রোফেসারসাহেব, হাকিম, জজ ইত্যাদি মজুরেরা দিনে দুবার না হক্ একবার অন্ততঃ "কলার" বদলাইয়া থাকে। এইজন্য ইহারা "হোয়াইট্ কলার্ড ক্লেড" সাদা কলারওয়ালা মজুর বা গোলাম বলিয়া পরিচিত।

অর্থাৎ মজুরির পরিমাণ অথবা মজুরি-ভোগী লোক-জনের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া মজুরগুলার নানাপ্রকার দল বা শ্রেণীবিভাগ করা অসম্ভব নয়। করা উচিতও। কিন্তু কাপড়-চোপড় আর তন্খার পরিমাণে তারাক থাকা সত্ত্বেও সকল শ্রেণীর মজুর যে মজুর অর্থাৎ পরের হুকুম

তামিল করিয়া এবং পত্তর ও নখন্ন খাটাইয়া দুবেলা বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে ইহাই হইল আধিক ও সাংসারিক জগতের সব চেয়ে মোটা কথা। মানুষের বাচ্চা হিসাবে মজুরমাত্রেই এক শ্রেণীর বা জাতের লোক। এই সম্বন্ধে গোঁজামিল রাখা আহাম্মুকি।

মজুরি মজুরের মূল্য বা দাম ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু মজুরির হার নির্ভর করে কিসের উপর? মজুরির হার কম বেশী হয় কেন? নানা কাজের মজুরি নানা হারের হয় কেন? পত্তর খাটানো বা নখন্ন খাটানোর দাম ঠিক করা হয় কোন্ কোন্ বস্তু দেখিয়া? এক কথায় জবাব দিয়া যাইতেছি। মজুরের মূল্য অন্যান্য হাজার জিনিষের মূল্যের মতনই বাজারের দর কষাকষি দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। অন্যান্য বাজার-দর বিশ্লেষণ করা বা করিয়া দেখা যেরূপ সহজ বা কঠিন মজুরের দর বিশ্লেষণ করা বা করিয়া দেখাও ঠিক সেইরূপ সহজ বা কঠিন। মজুরি-বিজ্ঞান, বেতন-তত্ত্ব বা পারিশ্রমিক শাস্ত্র অন্যান্য মূল্য-তত্ত্ব, দাম-বিজ্ঞান বা দর-শাস্ত্রেরই অন্তর্গত।

মজুরি-তহবিল

যে-কোনো মুহূর্ত্তেই ধরিয়া লইতে পারি যে, প্রত্যেক পল্লী, শহর বা জেলায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোক নক্‌রি চুঁড়িয়া বেড়াইতেছে। অর্থাৎ নির্দ্দিষ্টসংখ্যক লোক মেহনৎ বা পরিশ্রম বেচিবার জন্য খাড়া আছে। এই গেল মজুর-বাজারের সওদার দিক্। অপর দিকে ইহাও সহজেই বুঝা যায় যে, কতকগুলা লোক মেহনৎ বা পরিশ্রম কিনিবার জন্য খাড়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ধরিয়া লইতে পারি যে, এইসকল লোকের ট্যাঁকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা-পয়সা মজুদ আছে। তাহা না হইলে তাহারা ক্রেতা হিসাবে বাজারে আসিয়াছে কেন? এই টাকাপয়সা হইল মজুর-বাজারের দামের দিক্। মাছের বাজার বলিলেও ঠিক এই ধরণের দুই দিক্ই সমঝিয়া থাকি। একদিকে হইল সওদা,—মাছ। অপর দিকে হইল দাম,—টাকাপয়সা। অতএব দামের হার কষিয়া বাহির করা মোটেই সোজা। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা-পয়সাকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মাছ বা মজুর দিয়া ভাগ করিলে মাছের দর বা মজুরের দর পাওয়া যাইবে। পাটিগণিতের সাহায্যে বলিব যে, মজুরি বা মজুরের দর একটা ভাগফল ছাড়া আর কিছু না। ইহাতে বিভাজ্য হইল নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকাকড়ি, রূপচাঁদ, টাকার থলে। আর বিভাজক হইল নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মেহনৎ-বিক্রেতা, নক্‌রি-প্রার্থী মজুর। সাম্য-সম্বন্ধটা নিম্নরূপ :—

$$\text{মজুরের মূল্য বা মজুরির হার} = \frac{\text{নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকাকড়ি}}{\text{নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মজুর}}$$

নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকাকড়িকে কোনো নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে ও নির্দ্দিষ্ট জনপদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ধনভাণ্ডার বা পুঁজি-ভাণ্ডার, টাকার থলে বা তহবিল বলা যাইতে পারে। মজুর-বাজারে এই পুঁজিভাণ্ডার বা পুঁজি-তহবিল হইতে মজুরের মেহনৎ খরিদ করা হয় বলিয়া (অর্থাৎ মজুরি দেওয়া হয় বলিয়া) ইহাকে সহজে বলিব মজুরি ভাণ্ডার বা মজুরি-তহবিল।

দরিদ্রের খোরপোষ বা লৌহ-নীতির মজুরি

এই গেল মজুরের মূল্য বা মজুরির হার ঠাওরাইবার একপ্রকার কায়দা। ইহাই একমাত্র কায়দা নয়। অন্যান্য উপায়েও মজুরির হার ব্যাখ্যা করা সম্ভব। একটা সোজা কথা ধরা যাউক। ঘাসোআন হইতে লাট সাহেব পর্য্যন্ত সব মিঞাই খোরপোষ চুঁড়িতেছে। মেহনৎ বেচিবার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়। পত্তর খাটাইয়া বা নখন্ন খাটাইয়া সকলেই ভাত-কাপড় জুটাইবার ব্যবস্থা করে। সব মজুরের মুখেই একমাত্র বা। সবাই বলিতেছে :—"দাও ভাতকাপড়, লও মেহনৎ।" অতএব সাম্যসম্বন্ধ নিম্নরূপ :—

মেহনৎ = ভাতকাপড়।

এই কথাটাই আর এক ঢঙে বলিতেছি, যথা :—

মেহনতের মূল্য (অর্থাৎ মজুরি)

= ভাতকাপড়ের দাম।

সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, ভাতকাপড়ের দাম মানে বাঁচিয়া থাকার জন্য যাহা-কিছু দরকার তাহা ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষ যে মজুরের বাজারে গিয়া মেহনৎ বেচিবে সেই মেহনৎ সৃষ্টি করা সম্ভব,—মানুষটা যদি বাঁচিয়া থাকে তবেই। অতএব

ভাতকাপড়ের দাম

= বাঁচিয়া থাকার দাম

= জীবনধারণের খরচ-পত্র

= মেহনৎ সৃষ্টি করিবার খর্চা।

শেষ পর্য্যন্ত দেখিতেছি যে, মেহনতের দাম অর্থাৎ মজুরি বস্তুটা যা, মেহনৎ সৃষ্টি করিবার খর্চাও তাই। সুতরাং

মজুরি (মেহনতের দাম) = মজুর সৃষ্টি করিবার খর্চা।

মজুর সৃষ্টি করিবার খর্চা বা ভাতকাপড়ের খর্চা বলিলে কি বুঝিব? একমাত্র দুবেলা খাওয়া? একটা মজুরের দুবেলা খাওয়া? পরিবার-সমেত মজুরের দুবেলা খাওয়া? অর্থাৎ পাঁচমুখো বা "পঞ্চানন" পরিবারের দুবেলা বা তিন বেলা খাওয়া? কাপড়-চোপড়ও বুঝিতে হইবে কি? ঘরবাড়ীও বুঝিতে হইবে কি? ওষুধপত্র বুঝিতে হইবে কি? লেখাপড়ার খর্চাও বুঝিতে হইবে কি? নাচ-গান-বাজনা দেখা-শুনাও বুঝিতে হইবে কি? ইত্যাদি ইত্যাদি নানা-প্রকার প্রশ্ন আসিয়া জুটে। বস্তুতঃ মজুর সৃষ্টি করিবার খর্চা বলিলে যে-যে অভাব পূরণ না হইলে কোনো মজুর পত্তর খাটাইয়া বা মগজ খাটাইয়া কাজ করিতে সমর্থ হয় না সেই সব-কিছুই বুঝিতে হইবে। যদি পরিবারের মামুলি খাওয়া-পরা, মামুলি কাপড়-চোপড় আর মামুলি ঘরবাড়ীর ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু না ধরা যায় তাহা হইলে মজুর সৃষ্টি করিবার খর্চা নেহাৎ কম অর্থাৎ মজুরির হার খুবই অল্প। এই অবস্থায় মজুরের জীবন দারিদ্র্যের সীমানায় অবস্থিত বলা যাইতে পারে। মজুরির হার ঠিক যেন দারিদ্র্য-লোহার শিকলে বাঁধা রূপ ধরিয়া লইতে হইবে। সংসারের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সকল দেশেই মজুরি এই ধরণের কঠোর লৌহময় নিয়মমাফিক চলিয়া থাকে। অর্থাৎ কোনো মতে দু'বেলা বাঁচাইয়া, শীত-গ্রীষ্ম হইতে মাথা বাঁচাইয়া আর গায়ে কাপড় লাগাইয়া বাঁচিয়া থাকাই দুনিয়ার অধিকাংশ নরনারীর জীবন-কথা। আমার বিবেচনায় আজকালও লৌহ-নীতি অর্থাৎ দারিদ্র্যের খোরপোষ বা জীবনধারণ অনুসারে মজুরি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

মজুর,—অবশিষ্ট মালের দাবীদার

এইবার আর এক তরফ হইতে মজুরির হার খতাইয়া দেখা যাউক। মজুর তাহার সঙ্গে অর্থাৎ মেহনৎ লইয়া বাজারে খাড়া আছে। মতলব মেহনৎ বেচা। অপর দিকে লোক খাড়া আছে মেহনৎ কিনিবার মতলবে। মেহনৎ কিনিয়া লোকেরা কি করিবে? মাল তৈয়ারি করিবে, আফিস চালাইবে, আদালতের বিচার-ব্যবস্থা করিবে, অথবা ঘর বাড়াইবে, রান্না করাইবে, মোট বহাইবে ইত্যাদি।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়লার খাদের কাজ বিশ্লেষণ করিতেছি। মজুরের মেহনৎ এই কাজে লাগানো হইয়াছে। খাদ হইতে কয়লা উঠানোও হইয়াছে। অর্থাৎ খাদের মালিক, কর্ম্মকর্ত্তা বা যেসকল লোক মজুরের মেহনৎ কিনিয়া আনিয়াছে তাহাদের কাজ হাসিল হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য,—খাদের মজুর তাহার মেহনতের যে মূল্য পায় তাহা আসে কোথা হইতে? সকলেই আমরা এক কথায় জবাব দিব, "কয়লা হইতে।" কয়লা বেচিয়া খাদের মালিক যে পয়সা পাইবে সেই পয়সা হইতেই সে মজুরকে তাহার মেহনতের দাম দিবে। কয়লা হইতেই কুলী পাইবে মজুরি আর কেরাণী পাইবে বেতন। মিঠাইয়ের দোকানের মজুরেরাও দোকানের তৈয়ারি-করা মিঠাইয়ের মূল্য হইতেই মজুরি বা বেতন পায়। ছাপাখানার লোকেরা, জুতার দোকানের কারিগর-কেরাণীরা, চট-কলের এঞ্জিনিয়ার-কেরাণী-কুলীরা, রাসায়নিক কারবারের লোকজন, সকলেই নিজ মেহনতের দ্বারা তৈয়ারি-করা মালের কিয়ৎ হইতে নিজ-নিজ তঙ্খা, বেতন বা মজুরি পাইয়া থাকে।

অতএব দাঁ করিয়া বলিয়া দেওয়া চলে যে,

মজুরি (মেহনতের মূল্য)

= মেহনতের দ্বারা তৈয়ারি করা মাল

= মজুরের তৈয়ারি করা মালের মূল্য।

এইখানে আরও বিশ্লেষণ আবশ্যক। মিঠাইয়ের দোকানের মিঠাই তৈয়ারি করিতেছে, ছাপাখানায় খবরের কাগজ ছাপিতেছে, খাদে কয়লা তুলিতে মজুর ছাড়া অন্যান্য লোকও লাগে। অর্থাৎ মজুরের মেহনৎ (শারীরিক ও মানসিক)ই মাল তৈয়ারির জন্য একমাত্র উপকরণ বা উপাদান নয়। মেহনৎ ছাড়াও অন্যান্য জিনিষ আবশ্যক হয়। মজুরের সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য লোকের দানও আছে। কাজেই মজুরের তৈয়ারি মালের ভিতর সেইসব অন্যান্য লোকের হিস্যাও আছে। কাজেই দোকানে মিঠাই তৈয়ারি হইবামাত্র মজুরেরা সবটা ভাগাভাগি করিয়া উদরসাৎ করিতে অধিকারী নয়। অন্যান্য লোকের হিস্যা দস্তুরমাফিক বুঝাইয়া দিয়া যাহা বাকি থাকে একমাত্র সেই অবশিষ্ট অংশে মজুরদের দাবী চলিতে পারে।

মজুরের সহায়ক এইসব লোক কাহারা? অর্থাৎ মাল তৈয়ারি করিবার জন্য মজুরের মেহনৎ ছাড়া আর কোন্ কোন্ উপাদান আবশ্যক হয়? উৎপন্ন মালের ভাগ-বাটোয়ারায় মজুরদের মতন হিস্যাদার বা দাবীদার কে কে? সহজে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে, কি খাদ, কি মিঠাইয়ের দোকান, কি ছাপাখানা, কি রাসায়নিক কারখানা,—সর্ব্বত্রই চাই জমিজমা, বাড়ীঘর। অতএব জমিজমা-বাড়ীঘরের জন্য কেরায়া, ভাড়া বা কর দিতে হইবে। মজুরের দাবীর মতন মজুরির মতন,—ভাড়া বা করের দাবীও ন্যায্য। অধিকন্তু চাই যী, চিনি, ময়দা, মাল-মশ্‌লা, সাজ-সরঞ্জাম, লোহালক্কড়, যন্ত্রপাতি, উনন, হাঁড়ী, কড়া, হাতাবেড়ী ইত্যাদি। এই সব জোগাড় করিতে লাগে কবির, রূপচাঁদ, টাকা। সহজে এই টাকাকে বলা হয় পুঁজি। অতএব পুঁজির দাম দিতে হইবে। মেহনৎ দিয়াছে বলিয়া মজুর যদি মেহনতের মূল্য অর্থাৎ মজুরি চাহিতে অধিকারী হয় তাহা হইলে পুঁজি জোগাইয়াছে বলিয়া পুঁজিদার বা পুঁজিপতিও পুঁজির মূল্য পাইতে অধিকারী। পুঁজি কিনিতে, ধার করিতে বা ভাড়া লইতে যাহা দিতে হয় তাহাকে বলে সুদ। সুতরাং মজুরি আর করের মতন সুদও তৈয়ারি মালের অন্যতম হিস্যা।

এইরূপ হিস্যার অধিকারী আরও দু'এক জন আবিষ্কার করা সম্ভব। পুঁথি বাড়াইয়া লাভ নাই। তবে আর একটা হিস্যাদারের কথা পাড়িব। মজুরের সঙ্গে মালমশ্‌লার, যন্ত্রপাতির, ঘরবাড়ীর যোগাযোগ কায়েম করে কে? কোন্ লোকটা পুঁজিদারকে খাদের সন্ধান, ছাপাখানার ব্যবসার কথা, রাসায়নিক কারবারে লাভের সংবাদ দিয়া তাহার ট্যাঁক হইতে টাকা বসাইতে চেষ্টা করে? পুঁজি, জমি, মেহনৎ,—এই তিন শক্তিকে এক জায়গায়, এক ব্যবসায়, এক কাজে, এক মাল-সৃষ্টিতে সঙ্ঘবদ্ধ করে কে? সেই লোকটা না থাকিলে মিঠাই তৈয়ারি হইতে পারে কি? খাদ হইতে কয়লা উঠিতে পারে কি? ছাপাখানা হইতে কাগজ বাহির হইতে পারে কি? রাসায়নিক কারখানা হইতে গ্যাস-বিষ-ওষুধ উৎপন্ন হইতে পারে কি? ছোটখাটো কারবারের বেলায় বলা যায় যে, এই ধরণের লোক না থাকিলেও চলে। যার ট্যাঁকে দু'পয়সা আছে সে নিজেই যন্ত্রপাতি, সুদরদ্দি মাল, ঘরবাড়ী আর মজুর একত্র করিয়া মিঠাই তৈয়ারি করে, খবরের কাগজ ছাপে, ওষুধ প্রস্তুত করে, খাদ হইতে কয়লা উঠায়। কিন্তু বড়গোছের কোনো কারবার চালাইতে হইলে এই ধরণের যোগাযোগ-স্থাপনকারী একটা লোক চাই-ই চাই। সেই লোকটাকে বলিব ধুরন্ধর। সে গোটা ব্যবসার বা কারখানার ধুর বা ঝুঁকি নিজ ঘাড়ে ধরিতে পারে। এইরূপ ঝুঁকি লইবার মতন লোক আছে বলিয়াই খাদের নিকট আসিয়া হাজির হয় একদিকে পুঁজি আর একদিকে মজুর (কেরাণী, এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি)। অতএব মাল উৎপন্ন হইলে পর ধুরন্ধরও একটা হিস্যা পাইতে অধিকারী।

ধুরন্ধরকে এক হিসাবে মামুলি মজুররূপে বিবৃত করা চলে। কেন না ধুরন্ধর মোটের উপর মেহনৎ ছাড়া আর কিছু করে না। মেহনৎটা তাহার প্রধানতঃ

প্রশ্ন খাটানো। তবে এই বিশেষ মেহনতের জন্য একটা বিশেষ হিস্যা তাহার চাই। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পুঁজিপতি নিজেই ধুরন্ধর বটে। সুতরাং ধুরন্ধরের মেহনৎ হিসাবে পুঁজিপতি পুঁজির দাম (সুদ) ছাড়াও একটা হিস্যা দাবী করিতে অধিকারী। যাহা হউক, সমগ্র ধুরন্ধরের হিস্যাকে বলিব মুনাফা, অন্যান্য বা লাভ। এই লাভটা আসে মজুরির মতন, করের মতন, আর সুদের মতন সেই উৎপন্ন মাল হইতে।

উৎপন্ন মালটা এই চার হিস্যায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। চার-ইয়ারে মিলিয়া মিঠাইয়ের, ওষুধপত্রের বা অন্যান্য কারবারের মাল বণ্টন করিতে অভ্যস্ত। এই চার উপকরণের ভিতর কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে আলোচনা করিতেছি না। কোন্‌টা সব চেয়ে বেশী জরুরি তাহাও সম্প্রতি বিবেচ্য নয়। বুঝিতেছি মাত্র এই যে, প্রত্যেক উপকরণেরই মূল্য আছে। অতএব সূত্রটা নিম্নরূপ :—

উৎপন্ন মাল=(১) মেহনতের মূল্য (মজুরি)+(২) জমির মূল্য (কর)+(৩) পুঁজির মূল্য (সুদ)+(৪) ঝুঁকি লওয়ার মূল্য (লাভ)।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে,

মজুরি=মেহনতের দ্বারা তৈয়ারি করা মালের মূল্য

এইরূপ সাম্যসম্বন্ধ চলিতে পারে না। কেন না একমাত্র মেহনতের দ্বারা প্রায় কোনো ক্ষেত্রে মাল তৈয়ারি হয় না। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মেহনৎ ছাড়াও কমসে কম আরও তিন প্রকার উপাদান বা উপকরণ থাকে। সুতরাং মজুরি বা মজুরের মূল্য সম্বন্ধে সূত্রটা নিম্নরূপ হওয়া উচিত :—

মজুরি (মজুরের মেহনতের মূল্য)

=উৎপন্ন মাল—(১। কর+২। সুদ+৩। লাভ)।

উৎপন্ন মাল (মিঠাইয়ের দাম, খবরের কাগজের দাম, জুতার দাম ইত্যাদি) হইল আসল কথা। কর, সুদ আর লাভ বাবদ তিন হিস্যায় এই মালটাকে ন্যায্যরূপে বণ্টন বা ভাগ-বাঁটোআরা করিয়া দিবার পর যাহা বাকি থাকে সেই অবশিষ্ট হিস্যার নাম মজুরি বা মজুরের মেহনতের মূল্য।

উৎপন্ন মালে আসিয়া ঠেকা গেল। দেখিতেছি যে, যে-মালটা তৈয়ারি হইল তাহার অন্যতম হিস্যা—সমগ্রটা নয়,—মজুরেরা দাবী করিতে অধিকারী। মজুরের দাবী অর্থাৎ মজুরিকে অবশিষ্ট মালের দাবী বলিতে পারি। এই হিসাবে মজুর হইল অবশিষ্ট মালের দাবীদার অথবা উৎপন্ন মালের অবশিষ্ট দাবীদার বা হিস্যাদার।

সীমানার মজুর

এইবার কিছু সূক্ষ্ম বিচার করা যাউক। উৎপন্ন মাল সুদে, করে, মুনাফায় আর মজুরিতে বাঁটোআরা-ভাগাভাগি হইল। হিস্যাদার চার প্রকার। মজুর তাহাদের অন্যতম। ধরিতেছি যেন বাঁটোআরার পর মজুরদের হিস্যায় সমগ্র উৎপন্ন মালের দশ ভাগের একভাগ আসিয়া জুটিল। কিন্তু মজুরদের ভিতর এই দশ ভাগের একভাগ মাল (অর্থাৎ মালের দাম) বাঁটা যাইবে কোন্ প্রণালীতে? মজুরেরা ত সকলেই "ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই" নীতি মানিয়া চলে না। তাহারা সকলেই সমান-সমান বখরায় হকদার হইবে কেন? তাহাদের ভিতর ছোট-বড়-মাঝারি আছে, উনিশ-বিশ আছে। কুলী, খালাসী, মিস্ত্রী, কামার, কাঁসারী, ঝী, চাকর, কেরাণী, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, হিসাব-রক্ষক, ছোটবাবু, মেজবাবু, বড়বাবু, কর্মকর্তা, কর্মসচিব ইত্যাদি কত কি আছে। মনে রাখিতে হইবে ইহারা সকলেই মজুর। অধিকন্তু নিজ-নিজ এলাকায় কেহ কাজ করে উত্তম, কেহ মধ্যম, কেহ অধম। উত্তম-মধ্যম-অধম নানা অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। সম্প্রতি সহজে বুঝিতেছি যে, কেহ অল্প সময়ে (অতএব অল্প মেহনতে) নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল উৎপন্ন করে, আর একজন খানিকটা বেশী সময়ে (অতএব খানিকটা বেশী মেহনতে) সেই পরিমাণ মাল তৈয়ারি করে। আর তৃতীয় ব্যক্তি সেই পরিমাণ মালের জন্যই আরও বেশী সময় (অতএব আরও বেশী মেহনৎ) লাগায়। এক তরফ হইতে বলিতে পারি যে,

উত্তম মজুর নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেশী টাকার মাল তৈয়ারি করে। মধ্যম সেই সময়ের ভিতর কিছু কম টাকার মাল বাহির করে, আর অধমের পক্ষে সেই সময়ের ভিতর নেহাৎ অল্প টাকার মাল উৎপন্ন করা সম্ভব। ধরিয়া লইতেছি যেন উৎকর্ষ, কর্ম্মদক্ষতা বা গুণপনা হিসাবে এই তিন শ্রেণীর মজুর ছাড়া আর কোনো শ্রেণী নাই। সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, রক্তমাংসের মানুষ—সে কেরাণীই হউক বা কুলীই হউক, লাট সাহেবই হউক বা মেথরই হউক—তথায় বেলায় উঁচু-নিচু হার চাহিবেই চাহিবে। অর্থাৎ মজুরির হার মজুর মাত্রের পক্ষে এক হইতে পারে না। একই এলাকার ভিতর কেহ পায় বেশী, কেহ পায় কম আর কেহ পায় মাঝারি গোছের।

উত্তম শ্রেণীর মজুরকে দেখিতেছি কারবারের উচ্চতম স্তরে বা সীমানায় অবস্থিত। মধ্যম শ্রেণীর লোকেরা মাঝারি অর্থাৎ খানিকটা নিম্নবর্ত্তী সীমানায় চলাফেরা করে। আর অধম যাহারা কারবারের নিম্নতম সীমানায় বা স্তরে তাহারা কাজ চালাইয়া থাকে। ঘটনাচক্রে সংসারের দস্তুর এই যে, নিম্নতম স্তর বা সীমানায় লোকগুলা নেহাৎ সস্তুরি। এই অধম শ্রেণীর মজুর অর্থাৎ অধম শ্রেণীর কুলী-জেনারী-কর্ম্মচারী ইত্যাদি বাদ দিয়া কারবার চালানো অসম্ভব। প্রত্যেক দোকানে, অফিসে, কারখানায়, রেলওয়েতে কতকগুলা নিকৃষ্ট শ্রেণীর কুলী-কেরাণী-কর্ম্মচারী আবশ্যক হয়। অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাহারা নেহাৎ অল্প মাত্র মাল তৈয়ারি করে তাহাদের স্থান প্রত্যেক কারবারেই আছে। নিম্নতম স্তর বা সীমানা প্রত্যেক কারবারেরই গোড়ার কথা। ইহাই হইল কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য মাত্রের পক্ষে আসল বনিয়াদ।

বিষয়টা খোলসা করিয়া বলিতেছি। ধরা যাউক যেন কোন ময়রা এক ঘণ্টায় ৪০৲ টাকার মিঠাই তৈয়ারি করিল। এই জন্য তাহার মজুর লাগিয়াছে ১২ জন। ইহাদের ভিতর প্রথম শ্রেণীর ২ জন। ইহারা প্রত্যেকে এক ঘণ্টায় ১৩৲ টাকার মিঠাই তৈয়ারি করে। মধ্যম শ্রেণীর মজুর আছে ৪ জন। ইহারা প্রত্যেকে ঘণ্টায় ৩৲ টাকার মিঠাই তৈয়ারি করিতে পারে। আর অধম মজুরদের সংখ্যা ৬ জন। প্রত্যেকে ইহারা ঘণ্টায় ২৲ টাকার মিঠাইয়ের বেশী তৈয়ারী করিতে অসমর্থ। ময়রা এই ৬ জন অধমকে বরখাস্ত করিলে একদম ঠুঁটো হইয়া পড়িবে, তাহার দোকান অচল হইতে বাধ্য। সুতরাং এই ৬ জন অধম মজুর তাহার দোকানের পক্ষে সীমানার মজুর। ইহারা প্রত্যেক ঘণ্টায় মাত্র ২৲ টাকার মিঠাই তৈয়ারি করে। উত্তম ও মধ্যম শ্রেণীর তুলনায় ইহারা ময়রার পক্ষে এক আপদ-বিশেষ, লোকসানের অবতার। কিন্তু ময়রা জানে যে, একমাত্র উত্তম ও মধ্যম শ্রেণীর লোক দিয়া তাহার সমস্ত কাজ চালানো সম্ভবপর নয়। তাহাকে বেশী-বেশী খরচ করিয়াও এই অধম ৬ জনকে বাহাল রাখিতেই হইবে। এইবার ধরিয়া লইতেছি যে, মিঠাই বেচিয়া ময়রা যে ৪০ টাকা পাইল তাহার দশমাংশ মাত্র অর্থাৎ ৪৲ সে মজুরী বাবদ মজুরদের ভিতর বাঁটিয়া দিবে। দেখিতেছি,—আছে ১২ জন মজুর আর তাহাদের হিস্সায় পড়িল ৪৲ টাকা। এই পাঁচ টাকা মজুরদের ভিতর ভাগাভাগি হইবে কোন্ নিয়মে? অধম মজুর ময়রার পক্ষে অতি-মাত্রায় অসুবিধাজনক। সে ময়রাকে অনেক খরচ করাইয়া ছাড়ে। তাহার মজুরি সর্ব্বনিম্ন,—কেন না সে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নেহাৎ অল্প মাল তৈয়ারি করে। কাজেই তৈয়ারি মালের সব-চেয়ে কম হিস্সায় তাহার অধিকার। ধরিয়া লইতেছি যেন সংসারে ন্যায্য ভাগ-বাঁটোআরা চলিয়া থাকে, আর কর্ম্মদক্ষতা বা গুণপনার অনুপাতে মেহনতের মূল্য পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ৬ জন অধম মজুর এক ঘণ্টায় ১২৲ টাকার মাল উৎপাদন করিয়াছে। তাহার দশভাগের একভাগ মাত্র অর্থাৎ প্রায় ১৷৶ সকলের ভিতর বাঁটা যাইতে পারে। অতএব অধম শ্রেণীর কি মজুর পাইবে প্রায় ৶ করিয়া। কড়াক্রান্তিতে হিসাবে কিঞ্চিৎ ভুল-চুক হইত থাকিয়া গেল। তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। এই প্রণালীতে মধ্যমেরা পাইবে ।১৫ করিয়া, আর উত্তমেরা ১।১৫ করিয়া।

কারবারের হিসাবপত্র নিম্নের তালিকায় দেখাইতেছি।

মজুর শ্রেণী	মজুর সংখ্যা	ঘণ্টায় কত টাকার মাল উৎপন্ন হয় (মজুর প্রতি)	সর্ব-সমেত ক্ষেত টাকায় মাল উৎপন্ন	মজুরির হিস্সা (উৎপন্ন মালের শতকরা)	মজুর প্রতি মজুরি
উত্তম	২		২৬৲	২৪/১৩	১৷৫
মধ্যম	৪	৩৲	১২৲	১৫/৫	।৫
অধম	৬	২৲	১২৲	১৫/৫	৵৫
	১২		৫০৲	৫৲	

সীমানার মজুর, অধম মজুর, নিকৃষ্ট মজুর,—অর্থাৎ যে-মজুর বেশী সময়ে অল্প মাল তৈয়ারি করে (অতএব যাহার মেহনৎ কারবারের পক্ষে অতিমাত্রায় বাধসাধা) তাহার মূল্য অনুসারে অন্যান্য মজুরের মূল্য অর্থাৎ মজুরি নির্দ্ধারিত হয় এইরূপ বুঝিতে হইবে। তাহার চেয়ে কম কেহ পাইতে পারে না। অন্যান্যেরা সকলেই তাহার চেয়ে বেশী-বেশী পায়,—যদি ন্যায্য বাঁটোয়ারার সম্ভাবনা থাকে।

মজুরি-তত্ত্বগুলার সমালোচনা

দেখিতেছি যে, সীমানার মজুর বা সীমানার মেহনৎ স্বীকার করিয়া লইলে মজুরির হার বুঝিবার জন্য খানিকটা মাপজোকের সাহায্য লওয়া চলে। কিন্তু নতুন-কিছু বুঝা যায় না। ফরাসী অর্থশাস্ত্রী জাঁরি ক্রশি তাঁহার "কুর্স দোকোনোমী পোলিটিক" গ্রন্থে (দ্বিতীয় ভাগ, প্যারিস, ১৯০৪, ১৮৫—১৮৫ পৃষ্ঠা) এই জন্য সীমান্তের উৎপাদন, সীমান্তের মজুর ইত্যাদি শব্দের তারিফ করিতে অভ্যস্ত নন। পুরাণা কথাই নতুন করিয়া বলা হইতেছে মাত্র,—এইরূপ তাঁহার মত। তবে গোঁজামিল না রাখিয়া বরবরে পরিষ্কাররূপে চিন্তা করার সুযোগ পাওয়া যায়। অথবা এইরূপ বিশ্লেষণে বরবরে চিন্তার প্রয়াস আছে,—ক্রশি ইহার বেশী বলিতে রাজি নন। অন্যান্য কারবার মহল সীমান্তের মজুর বিষয়ক কাহিনী ও যথার্থভাবে মজুরি-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে অসমর্থ। এই তাঁহার আসল কথা। বস্তুতঃ, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, অর্থশাস্ত্রীদের পক্ষে মজুরি সম্বন্ধে একটা সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা নিরর্থক ও আত্মপ্রবঞ্চনামাত্র। তবে ধনবিজ্ঞানের রাজ্যে এইরূপ বিপজ্জনক পরাজয় স্বীকার করিয়াই ক্রশি চুপ নহেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, মজুরি-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব নয়। তবে তাহার জন্য চাই বহুসংখ্যক আলুমা-আলুমা গবেষণা। মজুরির উঠা-নামা ও অন্যান্য পরিবর্ত্তনগুলা সমগ্র আর্থিক ঘটনা-চক্রের সঙ্গে কিরূপ জড়িত এইসকল গবেষণার মারফৎ তাহার যাচাই হওয়া আবশ্যক। পরে একদিন হয়ত মজুরি সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত সিদ্ধান্ত কায়েম করা সম্ভবপর হইবে।

মজুরি-তত্ত্বের এই নৈরাশ্যসূচক পরিস্থিতির মধ্যে আর্থাণ অর্থশাস্ত্রী ওট্টো কোন ব্রুইভিনেকের সঙ্গে আমাদের আর এক পথে সাক্ষাৎ হয়। বিভিন্ন মজুরি-তত্ত্বের স্বীকার্য্যসমূহ আর এই সমুদয়ের সিদ্ধান্তগুলা বিশ্লেষণ করিয়া ব্রুইভিনেক বলিতেছেন—"এই সমস্ত স্বীকার্য্য ও সিদ্ধান্তের জোরে কোনো নির্দ্দিষ্ট পরিমাণমূলক মজুরির হারকে যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায্য হার বলা চলে বিনা সন্দেহ। বড় জোর মজুরির সম্বন্ধে এক স্ফীতি-বিস্তীর্ণ কিরিস্তি, চৌহদ্দি বা তালিকা খাড়া করা যায়। তবে একথা স্বীকার করা উচিত যে, এই সমুদয়ের সাহায্যে বস্তুনিষ্ঠরূপে একটা যুক্তিসঙ্গত হার ঠাওরানো চলিতে পারে।" উপসংহারে ব্রুইভিনেক বলেন যে, এইসকল মজুরি-তত্ত্ব হইতে এমন কোনো মাপকাঠি বা নিয়ম পাওয়া যায় না যাহার সাহায্যে কোনো নির্দ্দিষ্ট আর্থিক ঘটনা-নিচয়ের জন্য কতকগুলা নির্দ্দিষ্ট তথ্য হইতে মজুরির হার কষিয়া দেওয়া চলে।

তবে ব্রুইভিনেক এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে রাজি

আছেন যে, প্রত্যেক মজুরি-তত্ত্ব হইতেই মজুরির আকার-প্রকার সম্বন্ধে কিছু-না কিছু কাজের কথা উদ্ধার করা সম্ভব। অধিকন্তু প্রত্যেক মজুরি-তত্ত্বই এক-একটা বিশিষ্ট ধরণের ঐতিহাসিক ঘটনা-পুঞ্জের ভিতর উদ্ভূত হইয়াছে। সেইসকল ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে তত্ত্বগুলা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ভার্শাণির বেনা শহর হইতে প্রকাশিত হাণ্ডওর্টারবুখ্ ডার ষ্টাট্স্-উিসেন শাফ্টেন (১৯২৪) নামক বিশ্বকোষ গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে (৪০৩-৪০৪) পৃষ্ঠা ৎস্থইডিনেক এইসকল মত প্রচার করিয়াছেন।

ধনবিজ্ঞানের মুহূর্কে আজকাল প্রাতিষ্ঠানিক (ইন্‌ষ্টিটিউশন্যাল) বিশ্লেষণ মাথা খাড়া করিয়াছে। তাহা ছাড়া সংখ্যার (ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের) ইজ্জতও বাড়িয়া চলিয়াছে। এই আবহাওয়ায় ক্লার্ক আর ৎস্থইডিনেকের মতগুলা বেশ মামান-সই বিবেচিত হইবার কথা।

নয়া প্রাতিষ্ঠানিক সমাবেশ

কি মজুর, কি মালিক,—একালের প্রত্যেক আর্থিক মানুষই এক বিশাল প্রতিষ্ঠান-বহুল সমাজ-ব্যবস্থার ভিতর দিয়া চলিতে অভ্যস্ত। একালের আর্থিক জীবনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আর নাই বলিলেই চলে। বর্ত্তমানে যেকোন আর্থিক কাজের খবর দেখা যায় তাহার আবহাওয়ার "অর্থনৈতিক স্বাধীনতার" অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া চলা অর্থশাস্ত্রীদের পক্ষে বিলকুল অসাধ্য। কৃষি-শিল্প বাণিজ্যের দুনিয়ায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বাস্তব জীবন হইতে বহুদূরে অবস্থিত। বিশেষতঃ ইয়োরামেরিকায় এবং জাপানে আজকাল "দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব" চলিতেছে। তাহার সঙ্গে দেখা দিয়াছে "নেও-ক্যাপিট্যালিস্ম্" অর্থাৎ নবীনীকৃত পুঁজিনিষ্ঠা। এই দুইয়ের আমলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার টিকি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ, প্রত্যেক দেশের সরকারী আয়-ব্যয়ের কিরিস্তিতে "সামাজিক ব্যয়"-বিষয়ক তালিকার দিকে নজর দেওয়া দরকার। "সমাজ-বীমার" খাতে বীমাকারীদিগকে সাহায্য-দান এক বড় ধরণ; আর দরিদ্র-সেবার খাতে জনসাধারণের জন্য অর্থসাহায্যও সরকারী সামাজিক ব্যয়ের অন্তর্গত। এই ধরণের মূল-ভিত্তির উপরই বর্ত্তমান জগতের প্রতিষ্ঠানগুলা খাড়া রহিয়াছে। আর এইসকল প্রাতিষ্ঠানিক সমাবেশের ভিতরই আর্থিক মানুষের মজুরি, মুনাফা, কর ও সুদ আত্মপ্রকাশ করে। একালের মজুরী যাহা কিছু রোজগার করুক না কেন আর যে-নামেই এই সব রোজগার পরিচিত থাকুক না কেন, সবকিছুই এইসকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সুসঙ্গত। কাজেই মজুরি নামক রোজগারের আকার-প্রকার এবং উহা নানা দুনিয়ে হইলে এই প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশ্লেষণ আর আর্থিক জীবনে এই সমূহের প্রভাব বিশ্লেষণ দরকার নাই করি।

সরকারী রাজনীতি এইসকল প্রতিষ্ঠানের গোড়ায় রহিয়াছে। কাজেই রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে যদি মজুরি-তত্ত্ব আলোচনা করা যায় তবে তাহা কোনো মতেই বস্তুনিষ্ঠ ও যথাযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে না। একালের ধনদৌলতের অন্যতম বিশেষত্বই এই যে,—গবর্ণমেণ্টগুলা প্রতি পদক্ষেপে অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক "প্ল্যান" বা সঙ্কল্প-মাফিক কাজ করিয়া চলিতেছে। দেশ-ব্যাপী দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে গবর্মেণ্টের সরকারী লড়াই আজকালকার রাজস্ব-ব্যবস্থার এবং আর্থিক ও সামাজিক পরিকল্পনার গোড়ার কথা। সুতরাং কি চাষ-আবাদ, কি খাদ-কারখানা-ফ্যাক্টরি, কি ব্যাঙ্ক-বীমা-বাণিজ্য সবই সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত। ফলতঃ "লেস্‌সে ফেয়ার" (অর্থনৈতিক স্বাধীনতা) অর্থাৎ সরকারী হস্তক্ষেপের অভাব একালের আর্থিক দুনিয়ায় একপ্রকার অজ্ঞাত। তাহার উল্টা অর্থাৎ স্বাধীনতার অভাব এবং সরকারী হস্তক্ষেপ বর্ত্তমানে চরম অর্থনৈতিক সত্য।

সরকারী হস্তক্ষেপই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার একমাত্র বিঘ্ন নয়। রাষ্ট্রিক কর্ম্মমণ্ডলের বাহিরেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নানা বিঘ্ন বর্ত্তমানে মজুদ আছে। স্বাধীনতা বলিলে বুঝা যায় বিনা বাধায় টক্কর, প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাইবার সুযোগ। কিন্তু স্বাধীন টক্করের সুযোগ একালে লুপ্ত হইয়াছে। কেন না বর্ত্তমান জগতে চলিতেছে "সলিদারিস্ম্" বা সমূহ-নিষ্ঠা বা সঙ্ঘ-নীতির

প্রয়োজন। সঙ্ঘ-নিষ্ঠার আওতায় আর্থিক কাজকর্মে টক্কর চালানো কঠিন এবং অনেকটা অসম্ভব। টক্কর যাহাতে বেশী না চলে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাহাতে আটক রাখা যায় তাহার জন্যই সঙ্ঘনিষ্ঠার আবির্ভাব। মালিকেরা আজকাল সঙ্ঘবদ্ধ, মজুরেরাও সঙ্ঘবদ্ধ। সঙ্ঘগুলা দুই কোঠেই বেশ জোরের সহিত চালানো হইতেছে।

আর এই দুই তরফের সঙ্ঘগুলার একটা বিশেষত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। মজুরের সঙ্ঘগুলা চায় মালিকের সঙ্ঘের সঙ্গে সমকৌতা ও বুঝাপড়া। মালিকের সঙ্ঘগুলাও চায় মজুরের সঙ্ঘের সঙ্গে সমকৌতা ও বুঝাপড়া। মজুর, সঙ্ঘ মালিক-সঙ্ঘকে পুরাপুরি কলা দেখাইতে ছুঁবিতেছে না। মালিকসঙ্ঘও মজুরসঙ্ঘকে পুরাপুরি কলা দেখাইতে রাজি নয়। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে চাহিতেছে আনাগোনা, মেলা-মেশা, লেনা-দেনা। একতরফা বিরোধ বা মনোমালিন্য কমিয়া আসিতেছে। তাহার পরিবর্তে দেখা যাইতেছে পারস্পর্য্য, পরস্পর-নির্ভরতা। মোদ্দা কথায় আত্মনির্ভরতা মজুর-সঙ্ঘেরও বর্ত্তমান নীতি নয় আর মালিক-সঙ্ঘেরও বর্ত্তমান নীতি নয়। সোজা কথায় বুঝিতেছি যে, মালিকও একালে পুরাপুরি স্বাধীন জীব নয় আর মজুরও পুরাপুরি স্বাধীন জীব নয়। মালিক-নিরপেক্ষ মজুর একালে নাই, আবার মজুর-নিরপেক্ষ মালিকও আজি-কালি দেখা যায় না। মালিকের তোয়াক্কা না রাখিয়া মজুর তাহার সঙ্ঘ চালায় না। মজুরের তোয়াক্কা না রাখিয়া মালিকও তাহার সঙ্ঘ চালায় না। স্বাধীনভাবে কারবার চালানো অথবা কর্ম্মপন্থা ঠাওরানো মজুরদের পক্ষেও সম্ভবপর নয়, মালিকদের পক্ষেও সম্ভবপর নয়। অন্ততঃ কোনো দলই নিজ-নিজ পছন্দসই পথে চলিতে চেষ্টা করিতেছে না। অপর পক্ষের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করিয়া পথ বাহির করা দুই তরফেরই বর্ত্তমান মতিগতি।

মজুর-বাজার বিশ্লেষণ করিবার সময়ে এইসকল কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখা আবশ্যক। মজুরের দাম-মজুরি-বুঝিতে হইলে এই অর্থনৈতিক পারস্পর্য্য ও সমকৌতার প্রতিষ্ঠানগুলা সর্ব্বদা মনে রাখা চাই। ব্যক্তিগত ও স্বাধীন টক্কর যেখানে নাই,—যেখানে আছে সঙ্ঘনিষ্ঠা, টক্করের অভাব আর পারস্পরিক সহযোগিতা,—সেখানে একটা তথাকথিত স্বাধীনতার অর্থশাস্ত্র বা মজুরি-বিজ্ঞান কোনো মতেই বিজ্ঞান-সম্মত বা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইতে পারে না।

একালের প্রাতিষ্ঠানিক চক্রের ভিতর এই দুই প্রকার তথ্য পাওয়া যায়। প্রথম তথ্য,—রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রিক হস্তক্ষেপ, সরকারী শাসন, সরকারী অর্থ-সাহায্য। দ্বিতীয় তথ্য,—মজুরে-মালিকে পারস্পরিক আদান প্রদান, মিল-মিশ, সহযোগিতা। তথ্যগুলা খাঁটি তথ্য, নিরেট বস্তুনিষ্ঠ সত্য। এখানে ভবিষ্যনিষ্ঠা, দার্শনিক আদর্শ, নৈতিক ভাবুকতা, কবি-কল্পনা, বা সমাজ-সংস্কারকদের স্বপ্ন খাটি দেখিতে হইবে না। এইসকল আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন-ভবিষ্যনিষ্ঠা আর্থিক, সামাজিক, ও রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শেয়ার বাজার

(কলিকাতা, ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯)

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে কলিকাতার শেয়ার বাজার কিছু তেজী যায় এবং শেষের দিকেও সেভাব বজায় থাকে, কেবল মাঝামাঝি সময় কিছু মন্দা যায়। হের-টলারের ঘোষণায় শান্তির আভাষ থাকায় বাজার নরম যায় নাই। তবে যতটা তেজী যাওয়া আশা করা গিয়াছিল সেরূপও হয় নাই; এরূপ হইবার কারণ সম্ভবতঃ ধরা যায় ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থা। প্রায় সকল প্রদেশেই বাজেট পাশ হইয়াছে, অধিকাংশ প্রদেশিক বাজেটের ঘাটতি আর নূতন কর নির্দ্ধারণ প্রায়শঃ লক্ষ্মীকারীদের নূতন করভার অধিক পরিমাণে বহন করিতে হইবে। ইউরোপের রাজনৈতিক ব্যাপারে পরীয় যুদ্ধ যুদ্ধের যেরূপ মীমাংসাই হউক না কেন, ধ বিরতি হইলে যে নূতন সমস্যার উদ্ভব হইবে হা নিঃসন্দেহ। যতদিন যুদ্ধ চলিতেছিল ততদিন জোগুলি একরূপ নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া ছিল। যুদ্ধের ফলাফল মীমাংসিত হইলেই যে স্থিতি স্থাপিত হইল এমন কথা বলা যায় না। এজন্যও একটা শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ তেজী কি মন্দী ান একটি বিশেষ ভাবে চলিবে এমন নিশ্চয়তা দেখা যায় না। ইংলণ্ডে অস্ত্রসজ্জার ব্যয় বৃদ্ধিতে সরকারী কাগজ অপেক্ষা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে লগ্নী করিবার স্পৃহা দেখা যায় বেশী।

কলিকাতার বাজারের কোম্পানীর কাগজ দর ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি নরম হয়, শতকরা ৩৲ সুদের কাগজ ৯৬৸৵-৬৸৵ হইতে ৯৫৸৵ হইয়া ৯৬৸৵ পর্য্যন্ত হয়। অন্যান্য কাগজ দরও প্রায় এইরূপ উঠানামা করে। গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে চটের থলিয়ার অর্ডারের জন্য চটকলের শেয়ারদর তেজী যায়; অ্যাংলোইণ্ডিয়া ৩৩৲ হইতে ৩৪৯৲ হয় ও পরে হয় ৩৫৫৲, ক্লাইভ ২৫৬৸৵ হইতে ২৯৲ হইয়া ২৮৬৸৵ হয়, হাওড়া ৫৫৲ হইতে ৫৮।৵ পর্য্যন্ত হয়। কামারহাটি ৫০৭৲ হইতে ৫৩১৲ পর্য্যন্ত হইয়া পরে হয় ৫৩৭৲। ষ্টেট রেলওয়ে টেণ্ডারে পূর্ব্বে যেসকল কোম্পানী অর্ডার পাইত তাহাদের মধ্যে এবারে অনেকে বাদ পড়ে, দরও কম হয়। কোম্পানীর রেলে অবশ্য ইহাদের কেহ কেহ অর্ডার পায়। কয়লা শেয়ার দর প্রায় একরূপই থাকে। অন্যান্য শেয়ার দরের তেমন তারতম্য দেখা যায় না। কতকগুলি শেয়ার দর ছিল এইরূপ:—

কোম্পানীর কাগজ

ফেব্রুয়ারী তারিখ	৩০ জানুঃ	৮ ফেব্রুঃ	১৫ ফেব্রুঃ	২২ ফেব্রুঃ
৩৲	৯৬৸৵	৯৬৸৵	৯৫৸৵	৯৬৸৵
৩৲ (১৯৪১-৪৪)	১০০৸৵	১০০৸৵	১০০৲	১০০।৵
৩৲ (১৯৪৭-৫০)	১০৪৸৵	১০৪৲	১০৪৲	১০৪৸৵
৪৲ (১৯৪৪-৪৪)	১১৪৸৵	১১৪৲	১১৪৲	১১৪৸৵
৪৲ (১৯৬০-৭০)	১১০৸৵	১১০৸৵	১১০৲	১১০৸৵

ব্যাঙ্ক

	৯০ জানুঃ	৮ ফেব্রুঃ	১৫ ফেব্রু	২২ ফেব্রুঃ
রিজার্ভ	১১৪৯০	১১১৶	১১২৪০	১১২৮০
ইম্পিরিয়াল	১৫৫১৲	১৫৩৯৲	১৫১২৲	১৫২২৲
ঐ আংশিক	৩৭৭৲	৩৭০৲	৩৭২৲	৩৭১৲

চটকল

	৩০ জানুঃ	৮ ফেব্রুঃ	১৫ ফেব্রু	২২ ফেব্রু
অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া	৩:৪৲	৩৪৯৲	৩৪৭৲	৩৪৪৲
ক্লাইভ	২৫৮৶০	২৯৲	২৭৮৶০	২৮৮০
কোর্ট উইলিয়াম	২৪৫৲	২৬০৪০	২৫৫৪০	২৫৫৲
হাওড়া	৫৫৲	৫৮৶০	৫৭৪০	৫৮১০
কানাইধাটি	৫০৭৲	৫৪১৲	৫২৬৲	৫৩৭৲

কাপড় কল

	৩০ জানুঃ	৮ ফেব্রুঃ	১৫ ফেব্রু	২২ ফেব্রু
বঙ্গলক্ষ্মী	৪২৲	৪২৲	৪২৲	৪২৲
কেশোরাম	৬৶০	৬৶০	৬০	৬৶০
মোহিনী	২৪৲	২৪৲		২৪৲

চা বাগান

	৩০ জানুঃ	৩ ফেব্রুঃ	১৫ ফেব্রুঃ	২২ ফেব্রুঃ
বেটজান (আসাম)	২০৪০	২০৪০	২০৪০	২০৪০
বিশ্বনাথ (,,)	২২৬৶০	২২৪০	২২৬৶০	২২৬৶০
হাসিমারা (দুয়ার)	৩১৪০	৩৭৪০	৩৬৬০	৩৬৬০
হাপকোওয়া (তরাই)				
হাতিকিয়া (ঐ)				

বিজলী

	৩০ জানুঃ	৮ ফেব্রুঃ	১৫ ফেব্রুঃ	২২ ফেব্রুঃ
কলিঃ ইলেক্‌ট্রিক	১৮শিঃ	৩৮শিঃ	৩৮শিঃ ৬	৩৬শিঃ ৬
বেঙ্গল টেলিফোন	১৮৶০	১৭৬৶০	১৭৮৶০	১৭৮৶০
ইউ পি	১৭২৲	১৭২৲	১৬২৲	১৭২৲

কয়লার খনি

	৩০ জানুঃ	৮ ফেব্রুঃ	১৫ ফেব্রুঃ	২২ ফেব্রুঃ
অ্যামালগামেটেড	২৪৪০	২৪৬০	২৫৶০	২৪৮৶০
বেঙ্গল	৩২৬৲	৩২৬৲	৩২৬৲	৩১৯৲
বরাকর	১৪৲	১৪৲	১৪৲	১৫৬০
ইস্টইটেবল	৩৪৬৶০	৩৪৮৶০	৩৪৮৶০	১৪৮৶০
রাণীগঞ্জ	৩১৷০	৩১৷০	৩১৲	৩১৲

বিবিধ

	৩০ জানুঃ	৮ ফেব্রুঃ	১৫ ফেব্রুঃ	২২ ফেব্রুঃ
বর্ম্মা কর্পোরেশন	৪৮৶০	৮৲	৪৮৶০	৮৲
বোম্বেশিয়া কপার	১৮৶০	১৪০	১৮৶০	১৮৶০
ইণ্ডিয়ান আয়রণ		২৯৷০	২৯৪০	২৮৬৶০

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।